অস্কার ওয়াইল্ড রচনাসমগ্র

[প্রথম খণ্ড]
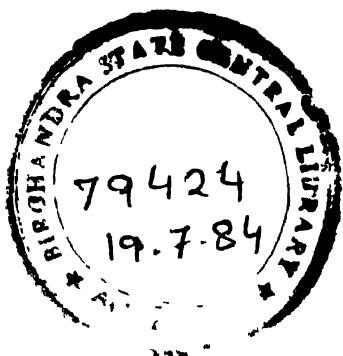
অনুবাদ

সুনীলকুমার ঘোষ

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

সূচীপত্র

OSCAR WILDE RACHANASAMAGRA

Vol. I

Translated by : Sunil Kumar Ghosh

Price Rupees Twentysix Only

ডোরিয়েন গ্রে-র ছবি

॥ মুখবন্ধ ॥

সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করেন কলাবিদ।

কলাকে প্রকাশ করা, আর কলাবিদকে গোপন করে রাখাই হচ্ছে কলার উদ্দেশ্য।

তাঁকেই আমরা সমালোচক বলব যিনি তাঁর সৌন্দর্য উপলব্ধিকে নূতনভাবে অথবা অন্য বস্তুর মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন।

শ্রেষ্ঠই হোক অথবা নিকৃষ্টই হোক, সমালোচনা হচ্ছে আত্মজীবনী বর্ণনার রীতি।

যারা সৌন্দর্যের মধ্যে কদর্যতার সন্ধান পায় তারা দুর্নীতিপরায়ণ; মানুষকে আকর্ষণ করতে তারা অক্ষম। এটা দোষের।

যাঁরা সুন্দর জিনিসের মধ্যে সৌন্দর্যের আভাস পান তাঁরাই সত্যিকারের রুচিবান। কারণ তাঁদের আশা আছে।

তাঁরাই সত্যিকারের সংস্কৃতিবান যাঁদের কাছে সুন্দর জিনিস সুন্দর ছাড়া আর কিছু নয়।

সৎ আর অসৎ গ্রন্থ বলতে কিছু নেই। গ্রন্থ হবে হয় সুলিখিত কুলিখিত। এছাড়া অন্য কোন ভাবে একে চিহ্নিত করা যায় না।

বস্তুবাদের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর জেহাদ আয়নার ভেতরে নিজের দেখে ক্যালিব্যানের ক্রোধোচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

সৃষ্টি
মুখ
জন্য

ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর অনীহা আয়নার ভেতরে নিজের মুখ দেখতে না পাওয়ার জন্যে ক্যালিব্যানের ক্রোধোচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

কলাবিদের বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের নৈতিক জীবন; কিন্তু কলার নীতি হচ্ছে অসম্পূর্ণকে পূর্ণ করা। কোন কলাবিদই কিছু প্রমাণ করতে চান না। এমন কি যে সব বস্তু সত্য তাদের সত্যতাও প্রমাণ করা যায়।

নৈতিক সহানুভূতি ব'লে কোন কলাবিদেরই কিছু নেই। কোন কলাবিদের মনে যদি এই ধরনের কোন নীতি থাকে তাহলে প্রকাশভঙ্গিমার দিক থেকে সেটা হবে অমার্জনীয় অপরাধ।

মনের দিক থেকে কোন কলাবিদই জরাগ্রস্ত নন ; সবকিছু প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। চিন্তা এবং ভাষা এই দুটিই হচ্ছে যে-কোন কলাবিদের হাতিয়ার।

কলাবিদের কাছে পাপ এবং পুণ্য এই দুটি জিনিসই হচ্ছে কলার মালমশলা।

আঙ্গিকের দিক থেকে সব কলাই হচ্ছে সঙ্গীতজ্ঞের কলার মত। অনুভূতির দিক থেকে অভিনেতা অভিনয়-শিল্পের সমগোত্র।

সত্যিকার কলা হচ্ছে বাস্তবধর্মী এবং প্রতীকধর্মী—দুই-ই।

যাঁরা কোন বস্তুর গভীরে প্রবেশ করবেন তাঁরা নিজের দায়িত্বেই তা করবেন।

যাঁরা কেবল প্রতীকটি নিয়েই খুশি থাকবেন তাঁদেরও ঝুঁকি নিতে হবে বেশ কিছু।

জীবন নয়, কলার সত্যিকার কাজ হচ্ছে দর্শকদের ছবি আঁকা।

কোন ছবি নিয়ে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হলে বুঝতে হবে ছবিটি নতুন, জটিল, এবং প্রাণবন্ত।

সমালোচকরা পরস্পরবিরোধী মত প্রকাশ করলেই বুঝতে হবে কলাবিদের নিজস্ব ভাবধারায় কোন ফাঁকি নেই।

...নে একটি প্রয়োজনীয় জিনিস সৃষ্টি করে স্রষ্টা যতক্ষণ নিজস্ব সৃষ্টির ...য় মুখর হয়ে না ওঠেন ততক্ষণ পর্যন্তই আমরা তাঁর প্রশংসা করি। ...নীয় জিনিস তৈরি করার একমাত্র ওজর হচ্ছে মানুষ তার উচ্চপ্রশংসা

...মস্ত কলাই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

—অস্‌কার ওয়াইল্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোলাপ ফুলের মিষ্টি গন্ধে স্টুডিয়োটি মসগুল হয়ে ছিল; আর বাগানের ভেতরে গ্রীষ্মকালীন বাতাস ঘুরপাক খাওয়ার সময় খোলা দরজার মধ্যে দিয়ে লাইল্যাক ঝাড়ের ঘন সুবাস, অথবা, লাল ফুলে ভরা কাঁটাগাছের ঝোপ থেকে মিষ্টি মেজাজী একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে।

স্টুডিয়োর এক কোণে পারশিয়ান-গদী মোড়া নিচু একটি বসার 'কোচ'; তার ওপরে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী লর্ড হেনরী ওটন শুয়ে-শুয়ে একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকে শেষ করছিলেন। মধুর মত মিষ্টি আর রঙীন সোঁদাল গাছের ফুলের আভা তাঁর চোখে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল গাছটির কম্পমান শাখা প্রশাখাগুলি তাদের আগুনে সমারোহের ভার বইতে পারছে না। বিরাট জানালার ওপরে সিল্কের পর্দা ঝোলানো ছিল, সেই পর্দার ওপরে মাঝে-মাঝে উড়ন্ত পাখিদের ডানার ঝাপটায় মৃদু আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে জাপানী চিত্রকরদের চিত্রকলার সাময়িক ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত দিচ্ছিল। এই দেখে টোকিয়োর বিবর্ণ জরাজীর্ণ মুখগুলির কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। যে আর্ট অচল, ছাড়া আর কিছু নয়, সেই আর্টের মধ্যে একটি চাঞ্চল্য আর গতির সৃষ্টি তাঁরা কী আয়াসই না করেন। চারপাশ নিস্তব্ধ। লম্বা ঘাসের মধ্যে অথবা ধূলিমলিন উডবাইন গাছের জড়ানো ডালের ভেতরে আসুরিক জেদ নিয়ে ঘূর্ণায়মান মৌমাছিদের ক্লান্ত গুঞ্জন সেই নিস্তব্ধতাকে আরও ক্লান্তিকর করে তুলেছিল। লনডন শহরের মৃদু গর্জন শুনে মনে হচ্ছিল দূরাগত কোন সঙ্গীত-যন্ত্রের উচ্চগ্রামের সুর ধ্বনিত হচ্ছে।

ঘরের মাঝখানে ছবি আঁকার একটি খাড়াই ফ্রেম দাঁড় করানো। তার ওপরে একটি যুবকের পূর্ণ প্রতিকৃতি। দেখে মনে হল, যুবকটির চেহারা অদ্ভুত সুন্দর। সেই প্রতিকৃতির সামনে, সামান্য একটু দূরে, চিত্রকর নিজে বসে-ছিলেন। চিত্রকরের নাম বেসিল হলওয়ার্ড। বছর কয়েক আগে এঁর হঠাৎ অন্তর্ধানের কাহিনীকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মধ্যে ভীষণ একটি উত্তেজনা জেগেছিল; আর সেই সঙ্গে মুখর হয়ে উঠেছিল নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত গুজব।

যে মিষ্টি লাবণ্যময় প্রতিকৃতিটি তিনি দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন তার দিকে চিত্রকর তাকিয়ে ছিলেন। ছবিটিকে দেখে তাঁর মুখের ওপরে একটুকরো আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো, শুধু উঠলো না; মনে হল, হাসিটুকু লেগে রইল একটু। কিন্তু হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন, চোখ বোজালেন; আঙুলগুলি রাখলেন বোজানো চোখের পাতার ওপরে; মনে হল একটি অদ্ভুত স্বপ্নকে তিনি মগজের মধ্যে বন্দী করে রাখতে চান, ভয় হল, হয়ত তাঁর স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

অবসন্নভাবে লর্ড হেনরী বললেন: বেসিল, এটি তোমার শ্রেষ্ঠ চিত্র; এত ভাল চিত্র জীবনে তুমি আর আঁক নি। পরের বছর এটিকে নিশ্চয় তুমি গ্রসভেনর-এ পাঠাবে। আকাডেমী হচ্ছে যেমন বড় তেমনি কদর্য। যখনই আমি সেখানে গিয়েছি তখনই দেখেছি হয় সেখানে এত মানুষের ভিড় জমেছে যে ছবি দেখার সুযোগ পাই নি একটুকু, ব্যাপারটা ভয়ানক, সন্দেহ নেই; অথবা, এত ছবির ভিড় হয়েছে যে মানুষ দেখার সময় পাই নি। এটি আরও খারাপ গ্রসভেনর-ই একমাত্র জায়গা যেখানে তোমার ছবি তার উপযুক্ত মূল্য পাবে।

একটু অদ্ভুতভাবে ঘাড় নাড়লেন চিত্রকর, অক্সফোর্ডে পড়ার সময় এইভাবেই তিনি ঘাড় নাড়তেন, সেই ঘাড়নাড়া দেখে তাঁর সহপাঠীরা সবাই হাসতেন। সেই রকম একটি ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন: আমার মনে হয় না এটিকে আমি কোথাও পাঠাব। না; এটিকে আমি কোথাও পাঠাব না।

এই কথা শুনে লর্ড হেনরী কেমন যেন অবাক হয়েই মুখটা তুলে আফিঙের গুঁড়ো মেশানো সিগারেটের জমাট ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন: কোথাও পাঠাবে না? কেন বন্ধু? এর পেছনে কি কোন যুক্তি রয়েছে? তোমাদের এই চিত্রকরের জাতটা সত্যিই বড় কিম্ভূতকিমাকার। নাম কেনার জন্যে এ দুনিয়ায় তোমরা সব কিছু করতে পার। তার নাম হওয়া মাত্র তোমরা তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাও। সুনামটাকে পরিত্যাগ করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ আলোচনা করার চেয়ে খারাপ, এবং যে জিনিসটি লোকে প্রায় আলোচনা করতে চায় না এরকম একটি জিনিসই পৃথিবীতে রয়েছে। এই রকম একটি প্রতিকৃতি ইংলণ্ডের সমস্ত যুবকদের ওপরে তোমাকে বসাবে, আর বৃদ্ধেরা তোমাকে হিংসা করবে, অবশ্য কোন রকম ভাব প্রকাশের শক্তি যদি তাদের থাকে।

বেসিল বললেন: আমি জানি আমাকে তুমি উপহাস করবে। কিন্তু আমি

সত্যিই বলছি এটিকে আমি বাইরের প্রদর্শনীতে পাঠাতে পারব না। এর মধ্যে আমার নিজেকে অনেকখানি মিশিয়ে দিয়েছি।

সোফার ওপরে শরীরটাকে বেশ ভাল করে ছড়িয়ে দিয়ে লর্ড হেনরী হাসলেন।

হাঁ্যা, আমি জানি তুমি হাসবে, কিন্তু কথাটা যে সত্য সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কী বলছ তুমি, বেসিল! তোমার অনেকখানি এই প্রতিকৃতির ভেতরে রয়েছে? তুমি যে এতটা অহঙ্কারপূর্ণ তা তো আমি জানতাম না। আর সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের দুজনের মধ্যে আমি কোন সাদৃশ্য দেখতে পাচ্ছি নে; তোমার মুখ রুক্ষ, পুরুষ্ট, চুলগুলি আলকাতরার মত কালো; আর ওই যৌবনোচ্ছল যুবকটিকে দেখলে মনে হবে যেন হাতির দাঁত আর গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তার দেহটি তৈরি হয়েছে। তোমার ওই প্রতিকৃতিটি আত্মপ্রেমিক নারসিসাস বলে মনে হচ্ছে আমার; অবশ্য ওর মধ্যে তুমি কিছুটা বুদ্ধির কারুকার্য ফুটিয়ে তুলেছ—এই যা। কিন্তু বুদ্ধির জলুস বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সৌন্দর্য, সত্যিকার সৌন্দর্য বলতে অবশ্য যা বোঝা যায়—তা নষ্ট হয়ে যায়। বুদ্ধি জিনিসটাই হচ্ছে অতিশয়োক্তির বহিঃপ্রকাশ; এর কাজ হচ্ছে মুখের কমনীয়তা নষ্ট করা। যে মুহূর্তে মানুষ চিন্তা করতে বসে সেই মুহূর্তেই তার মুখের ওপর থেকে লালিত্য সরে যায়; এক কথায়, মুখের আর কোন চিহ্নই থাকে না; মানুষ তখন একটা নাক বা কপালে রূপান্তরিত হয়। ঘটনাটা ভয়ঙ্কর ছাড়া আর কিছু নয়। বিদগ্ধ পেশায় সাফল্য অর্জন করেছেন এমন যে-কোন একটি মানুষের দিকে লক্ষ্য কর। তাঁরা দেখতে কী ভয়ানক! অবশ্য গির্জার পাদরী ছাড়া। কিন্তু সত্যিকার চিন্তা করার বালাই পাদরীদের নেই। আঠার বছর বয়সে বিশপকে যা বলতে শেখানো হয় আশী বছর বয়সেও তিনি তাই বলতে থাকেন। ফলে, চিন্তার ভার থেকে তিনি সব সময়েই মুক্ত; সব সময়েই তিনি খুশি থাকেন। তোমার-এই রহস্যময় যুবক বন্ধুটি—যাঁর নাম তুমি কোন দিনই আমাকে বল নি—এবং যিনি আমাকে মুগ্ধ করেছেন—কোন দিনই চিন্তা করেন না; এদিক থেকে আমার কোন সন্দেহ নেই। ভদ্রলোকটি নির্বোধ, সুন্দর মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। শীতকালে তাকিয়ে দেখার মত যখন কোন ফুল ফোটে না তখন এখানে তাঁর উপস্থিতি আমাদের আনন্দ দেবে; গ্রীষ্মকালে বুদ্ধির ধার ভোঁতা করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর সাহচর্য সব সময় আমাদের

কাছে উপাদেয় বলে মনে হবে। আমার কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ো না, বেসিল ; কিন্তু তুমি আদৌ ওর মত নও।

আর্টিস্ট বেসিল বললেন : তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না, হ্যারি। অবশ্য ওর মত আমি যে নই তা আমি ভালভাবেই জানি। বাস্তবিক, ওর মত আমাকে দেখাচ্ছে একথা কেউ বললে আমি দুঃখই পাব। বিশ্বাস হল না তোমার ? আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলছি। সমস্ত শারীরিক আর মানসিক উৎকর্ষ ধ্বংস হয়ে যায় ; ঠিক এমনিভাবেই ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে এই মরণশীলতা রাজাদের স্খলিত পদক্ষেপের পিছু ধাওয়া করেছে। সহযাত্রীদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে না থাকাটাই ভাল। যারা কুৎসিৎ এবং মূর্খ এ-জগতে তারাই সবচেয়ে ভাল জিনিসটা ভোগ করে। তারা আরাম ক'রে বসে খেলার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। / জয় সম্বন্ধে যদি তাদের কোন জ্ঞান না-ও থাকে. পরাজয় সম্বন্ধে কোন ধ্যান-ধারণাও তাদের নেই। কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাটই তাদের বিব্রত করে না ; আর দশ জনের মত তারা শান্ত আর উদাসীনভাবেই জীবন কাটিয়ে দেয়। কোনদিনই তারা অন্য লোকের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে না ; অন্য লোকের কাছ থেকেও তারা কোন রকম গুরুতর আঘাত পায় না। হ্যারি, তোমার পদমর্যাদা এবং অর্থ ; আমার মস্তিষ্ক—দাম তার যাই হোক, আমার কলা—এদের দাম যাই হোক ; ডোরিয়েন গ্রে-র মিষ্টি চাহনি—ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন তার জন্যে আমরা সবাই দুঃখ পাব—বেশ ভাল রকম দুঃখই পাব আমরা।

বেসিল হলওয়ার্ডের দিকে কয়েকটি পা এগিয়ে যেতে-যেতে লর্ড হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন : ডোরিয়েন গ্রে ? কী নাম বললে ?

হ্যাঁ ; ওইটাই তঁর নাম। ইচ্ছে করেই আমি তোমাকে বলি নি।

কিন্তু কেন বল নি ?

তা আমি বলতে পারব না। যাদের আমার খুব ভাল লাগে তাদের নাম আমি কাউকে বলি নে। এই নাম বলার অর্থই হচ্ছে তাদের কিছুটা অংশ বলি দেওয়া। সব জিনিসই গোপন রাখতে আমি কেমন যেন ভালবাসি। আমার ধারণা, যে সব জিনিস আধুনিক জীবনযাত্রাকে রহস্যময় আর অপরূপ করে তুলেছে এটি তার মধ্যে একটি। লুকিয়ে রাখতে পারলে অতি তুচ্ছ সাধারণ জিনিসও আমাদের আনন্দ দেয়। আজকাল শহর ছেড়ে বাইরে কোথাও গেলে ঠিক কোথায় আমি যাচ্ছি সে-কথা আমি কাউকেই বলি নে। একথা বললে

বেড়ানোর সমস্ত আনন্দ আমার নষ্ট হয়ে যেত। অভ্যাসটা প্রশংসা করার মত নয়, তবু মনে হয় এই ধরনের গোপনপ্রিয়তা মানুষের জীবনে বেশ কিছু রোমান্সের আমদানি করে। মনে হচ্ছে এর জন্যে আমাকে বেশ বোকা-বোকা লাগছে তোমার?

লর্ড হেনরী বললেন: মোটেই তা নয়। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি বিবাহিত। বিবাহের একটা আকর্ষণ হচ্ছে প্রবঞ্চনা; বিবাহিত জীবনকে আকর্ষণীয় করতে হলে স্বামী আর স্ত্রী দুজনকেই প্রবঞ্চনার আশ্রয় অবশ্যই নিতে হবে। আমার স্ত্রী কোথায় যান তা আমি কোন দিনই জানি নে; আমি কোথায় ঘুরে বেড়াই সেবিষয়েও আমার স্ত্রী সমানভাবে অজ্ঞ। মাঝে-মাঝে আমাদের দেখা হয়; আমরা দুজনে বাইরে খেতে যাই; তখন বেশ গম্ভীর ভাবেই পরস্পরের কাছে আমরা নির্ভেজাল মিথ্যে কথা বলে যাই। মিথ্যে ভাষণে আমার স্ত্রী অত্যন্ত পটীয়সী; সত্যি কথা বলতে কি আমার চেয়ে অনেক বেশী। কবে কার সঙ্গে দেখা করার তাঁর কথা রয়েছে সে কথা তিনি একবার-ও ভুলে যান না; কিন্তু আমি ভুলে যাই। ফলে, আমি যখন ধরা পড়ে যাই তখন তা নিয়ে তিনি এতটুকু হইচই করেন না। মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়, একটু আধটু হইচই করলেই হয়ত ভাল হোত; কিন্তু তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু উপহাসের হাসি হাসেন মাত্র।

স্টুডিয়োর একটা দরজা বাগানের দিকে খোলা ছিল; সেই দিকে পায়চারি করতে-করতে বেসিল বললেন: হ্যারি, তোমার বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে যেসব কথা তুমি বললে তা শুনতে মোটেই ভাল লাগল না আমার। তুমি যে সত্যিকারের একজন ভাল দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন স্বামী সেদিক থেকে আমার কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু সেকথা বলতে তোমার লজ্জা হয়। তুমি একটি চমৎকার মানুষ। কোন দিনই তোমার মুখ থেকে নীতিকথা বেরোয় নি; কিন্তু কোনদিনই তুমি অন্যায় কাজ কর নি। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৈরাগ্যটা তোমার একটা ভাণ মাত্র।

লর্ড হেনরী হেসে বললেন: আসল কথা হচ্ছে স্বাভাবিক হওয়াটাই একটা চাল; আর আমার মতে খুব একটা বিরক্তিকর চাল।

এই কথা বলে লর্ড হেনরী তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বাগানের মধ্যে বেরিয়ে এলেন। একটি দীর্ঘ লরেল গাছের ঝোপের ছায়ায় বাঁশের একটা মাচা বাঁধা ছিল। দুজনে সেই মাচায় বসলেন। মসৃণ পাতার ওপর দিয়ে রোদ গড়িয়ে পড়ছিল। ঘাসের বনে প্রচুর পরিমাণে ফুটে ছিল ডেইসী ফুল।

একটু চুপ করে লর্ড হেনরী তাঁর পকেট-ঘড়িটা টেনে নিলেন পকেট থেকে; বললেন: আমাকে এবার যেতে হবে, বেসিল; কিন্তু যাওয়ার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর আমি জানতে চাই; প্রশ্নটা একটু আগেই আমি তোমাকে করেছি।

মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চিত্রকর জিজ্ঞাসা করলেন: প্রশ্নটা কী বলত?

তুমি নিজেই তা ভাল জান।

আমি জানিনে, হ্যারি।

বেশ; আমি তোমাকে তা বলছি। আমি জানতে চাই ডোরিয়েন গ্রে-র প্রতিকৃতিটি তুমি প্রদর্শনীতে পাঠাবে না কেন? আসল কারণটা আমি জানতে চাই।

আমি তোমাকে আসল কারণটাই বলেছি।

না; তুমি তা বল নি। তুমি কেবল বলেছিলে ওই ছবির ভেতরে তোমার নিজস্ব সত্তার অনেকটা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কিন্তু এটা তোমার ছেলেমানুষের কথা।

বন্ধুর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বেসিল হলওয়ার্ড বললেন: হ্যারি, গভীর দরদ আর অনুপ্রেরণার সঙ্গে যে ছবি আঁকা হয় সেটা হচ্ছে চিত্রকরের নিজস্ব প্রতিকৃতি; মডেল-এর নয়। সেই বিশেষ ক্ষেত্রে মডেলটা হচ্ছে আকস্মিক, চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনে গৌণ। চিত্রকর কোনদিনই মডেলের সত্তাকে প্রতিফলিত করেন না; সেই রঙিন চিত্রপটের ওপরে তিনি প্রতিবিম্বিত করেন নিজেকেই। এই ছবিটিকে প্রদর্শনীতে না পাঠানোর কারণটা হল আমার আশঙ্কা। ভয় হচ্ছে, এই ছবির সঙ্গে আমার আত্মার অনেক গোপন বেদনা আর আনন্দ মিশে গিয়েছে।

হাসলেন লর্ড হেনরী; জিজ্ঞাসা করলেন: সেটা কী?

আমি তোমাকে বলব—উত্তর দিলেন চিত্রকর; কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হল সব যেন তিনি গুলিয়ে ফেলছেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে লর্ড হেনরী বললেন: আমি শোনার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি, বেসিল।

চিত্রকর বললেন: বলার সত্যিই বেশী কিছু নেই; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তুমি হয়তো আমার কথা বুঝতে পারবে না। হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করতেও পারবে না তুমি।

লর্ড হেনরী হাসলেন; ঝুঁকে ঘাসের বন থেকে একটা লাল ডেইসী ফুল তুলে সেটাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেই ফুলটার দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন: না, না; আমি নিশ্চয় বুঝতে পারব; আর বিশ্বাস করার কথা যদি বল আমি যে-কোন জিনিসই বিশ্বাস করতে পারি যদি অবশ্য সেটি একেবারে অবিশ্বাস্য না হয়।

গাছের ফুলগুলি কাঁপতে লাগল; এবং সেই ক্লান্ত বাতাসে লাইল্যাক ফুলের ভারি-ভারি গুচ্ছগুলি এদিকে-ওদিকে দুলতে লাগল। দেওয়ালের পাশে একটা ঘাস ফড়িং ভনভন করতে সুরু করল; আর নীল সুতোর মত লম্বা রোগাটে একটা ফড়িং তার রঙিন ডানা মেলে ঘুরে-ঘুরে উড়তে লাগল। লর্ড হেনরীর মনে হল তাঁর বন্ধুর বুকটা ঘন-ঘন ওঠানামা করছে। বন্ধুটি এর পরে কি বলবেন তাই তিনি ভাবতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে চিত্রকর বললেন: ঘটনাটা হচ্ছে এই: মাস দুই আগে আমি একদিন লেডী ব্র্যানডনের পার্টিতে গিয়েছিলেম। তুমি জান আমাদের মত দরিদ্র আর্টিস্টের মাঝে-মাঝে বাইরে লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয় শুধু তাদের বোঝানোর জন্যে যে আমরা বন্যপ্রাণী নই। তোমার কথাই ঠিক। সান্ধ্য পোশাক আর সাদা গলাবন্ধনী চড়িয়ে যে-কোন মানুষই, এমন কি একজন পাতি ব্যবসাদার-ও, সভ্য আর সংস্কৃতিবান বলে পরিচিত হওয়ার সাহস রাখে। সেদিন মিনিট দশেক আমি সুবেশা বিধবা আর বিরক্তিকর পণ্ডিতদের বিরাট সমাবেশ মিনিট দশেক গল্পগুজব করেছি এমন সময় হঠাৎ আমার মনে হল একজন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আধখানা ঘুরে দাঁড়ালাম; সেই প্রথম ডোরিয়েন গ্রে-র সঙ্গে চোখাচোখি হল আমার। চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল আমি যেন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছি। একটা অদ্ভুত ভীতি আমাকে গ্রাস করে বসলো। বেশ বুঝতে পারলাম আমি এমন একজনের সংস্পর্শে এসে পড়েছি যার ব্যক্তিত্বের মোহিনীশক্তি এত প্রবল যে তাকে যদি সময়ে আমি প্রতিরোধ করতে না পারি তাহলে সে আমার চরিত্র, আত্মা, আমার আর্ট সব গ্রাস করে ফেলবে। বাইরে থেকে কেউ আমার ব্যক্তিগত জীবনের ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে এ আমি চাইনে। তুমি নিজেই জান হ্যারি, চরিত্রের দিক থেকে আমি কতখানি স্বাবলম্বী। চিরদিনই আমি সেই রকমই ছিলাম; অন্তত, ডোরিয়েন গ্রে-র সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত। তারপর—কিন্তু কী করে যে ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাবো বুঝতে পারছি নে।

কে যেন বলে দিল জীবনে আমি একটি বিষম বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কী জানি কেন আমার মনে হয়েছিল সে ভাগ্য আমার জন্যে অনির্বচনীয় আনন্দ আর অবর্ণনীয় দুঃখ জমিয়ে রেখেছে। ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। বিবেক যে আমাকে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা নয়; আমার সেই মানসিক অবস্থাকে তুমি বরং কাপুরুষতা বলতে পার। সেদিন সেখান থেকে পালিয়ে আসার চেষ্টার মধ্যে কোন রকম যুৎসই কারণ খুঁজে পাই নি আমি।

বিবেক এবং কাপুরুষতা, সত্যিকথা বলতে কি, একই বস্তু, বেসিল। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক নাম হচ্ছে বিবেক, এই যা।

হ্যারি, ওকথা আমি বিশ্বাস করি নে; জানি, তুমিও তা কর না। আমার উদ্দেশ্য যাই হোক, হয়ত সেটা আমার গর্বই হবে, এবং চরিত্রের দিক থেকে গর্বিত কিছুটা আমি ছিলাম, আমি যে দরজার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই লেডী ব্র্যানডন-এর সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। তিনি চিৎকার করে উঠলেন: মিঃ হলওয়ার্ড, এত তাড়াতাড়ি আপনি নিশ্চয় পালিয়ে যাচ্ছেন না? তাঁর গলার সেই অদ্ভুত স্বরটা নিশ্চয় তোমার মনে রয়েছে।

লর্ড হেনরী বললেন: রয়েছে। সৌন্দর্য বাদ দিয়ে ভদ্রমহিলা একেবারে ময়ূরকণ্ঠী।

এই বলে দুর্বল আঙুলগুলি দিয়ে তিনি একটি ডেইসী ফুল ছিঁড়তে লাগলেন।

বেসিল বলে গেলেন: আমি তাঁকে এড়াতে পারলাম না। তিনি অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজবাড়ীর অতিথি, খেতাবধারী পুরুষ, বড়-বড় টায়রা পরা খঁচোল নাকধারিণী মহিলা। সকলের কাছেই তিনি আমার পরিচয় দিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু হিসাবে। এর আগে মাত্র একবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল; কিন্তু আমি যে একজন মহান ব্যক্তি এই রকম একটা ধারণা তাঁর মগজে ঢুকেছিল। আমার বিশ্বাস আমার কোন একটা ছবি সেই সময় বেশ নাম করেছিল, অন্তত, ঊনবিংশ শতাব্দী নীতিহীন ধ্বজাবাহী সস্তা দামের কিছু সংবাদপত্র সেই ছবিটি নিয়ে বেশ হইচই করেছিল। যে যুবকটির ব্যক্তিত্ব আমাকে ওই রকম অদ্ভুতভাবে নাড়া দিয়েছিল হঠাৎ দেখলাম সেই যুবকটির সামনা-সামনি এসে হাজির হয়েছি আমি। খুব কাছাকাছি এসেছি আমরা—যাকে বলে স্পর্শ দূরত্বের মধ্যে। আবার

আমাদের চোখাচোখি হল। হঠকারিতা সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে আমি সেদিন লেডী ব্র্যানডনকে অনুরোধ করেছিলেম। হয়ত, একেবারে হঠকারিতাও নয়। আলাপ হওয়াটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। কোন রকম পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মানুষ না থাকলেও, হয়ত আমরা নিজেরাই আলাপ করতাম। সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। পরে, ডোরিয়েন-ও আমাকে সেই কথাই বলেছিলেন। তাঁরও মনে হয়েছিল ভাগ্যই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত।

তাঁর বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন : এবং লেডী ব্র্যানডন তাঁর সেই অদ্ভুত বন্ধুটির কী পরিচয় দিলেন? আমি জানি অতিথিদের বর্ণনা করার সময় তিনি বেশ দ্রুত এবং সংক্ষিপ্তভাবে তাঁদের গুণের বর্ণনা দেন। বেশ মনে পড়ে ভদ্রমহিলা একবার একটি বর্বর, সমস্ত শরীরে সরকার-দেওয়া খেতাব-আঁটা এক বৃদ্ধের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার কানে ফিস-ফিস করে তাঁর অজস্র গুণের বর্ণনা দিয়ে গেলেন। তাঁর সেই ফিসফিসানি কেবল যে ঘরের প্রতিটি লোকের কানে গিয়ে পৌঁচেছিল তা-ই নয়—ভদ্রলোকের গুণাবলীর বর্ণনা তাঁর মুখ থেকে শুনে আমিও কেমন যেন হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। এর পরেই আমি স্রেফ কেটে পড়লাম। আমার সমগোত্র, অথবা আমার পছন্দমত মানুষ খুঁজে বার করতেই আমি চাই, কিন্তু ভদ্রমহিলার ব্যাপার স্বতন্ত্র। নিলামকারীরা যেভাবে তাদের জিনিসপত্রের দাম ধার্য করে, আমাদের ওই ভদ্রমহিলাটির কাছেও তাঁর অতিথিদের মূল্য নির্ধারণের প্রণালীটি ঠিক সেই জাতীয়। হয় তিনি তাঁদের সরিয়ে রাখেন, অথবা, তাঁদের সম্বন্ধে এমন কিছু নেই যা তিনি অপরকে বলেন না—বাদ দেন কেবল সেইটুকু যেটুকু আর সবাই জানতে চায়।

হলওয়ার্ড একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বললেন : ভদ্রমহিলার ওপরে অতটা কঠোর হয়ো না হ্যারি। হায়, হতভাগ্য নারী লেডী ব্র্যানডন।

অতিথিদের জন্যে তিনি একটি আপ্যায়ন-কক্ষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু যা করতে পেরেছিলেন তা হচ্ছে—একটি রেস্তোরাঁ। তাঁকে আমি প্রশংসা করব কেমন করে? কিন্তু সেসব কথা থাক, ডোরিয়েন গ্রে-র সম্বন্ধে তিনি তোমাকে কী বললেন সেইটাই আমাকে বল।

তেমন কিছু নয়। "চমৎকার ছেলে; ওর মা আর আমি—যাকে বলে একেবারে হরিহর আত্মা; ওযে ঠিক কী করে তা আমার স্মরণ হচ্ছে না; সম্ভবত, কিছুই করে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ; করে বটে, পিয়ানো বাজায়! পিয়ানো,

না, বেহালা মিঃ গ্রে ?" এই কথা শুনে আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে সঙ্কোচ কেটে গেল ; আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।

আর একটি ডেইসী ফুল তুলে নিয়ে লর্ড হেনরী বললেন : বন্ধুত্বের সুরুতে হাসি-ঠাট্টা সূচনা হিসাবে খারাপ নয় ; আর বন্ধুত্বের সমাপ্তিতেও ওর চেয়ে ভাল জিনিস আর বোধ হয় নেই।

হলওয়ার্ড মাথা নেড়ে বললেন : বন্ধুত্ব আসলে জিনিসটা কী তা তুমি বোঝ না, হ্যারি, অথবা শত্রুতা বলতে ঠিক কী বোঝায় তা-ও হয়তো তোমার অজানা। সবাইকেই তুমি পছন্দ কর ; অর্থাৎ, সকলের ওপরেই তুমি সমান ভাবে উদাসীন।

টুপীটা মাথার পেছনে একটু ঠেলে দিয়ে, নীলকান্তমণি খচিত শূন্য গ্রীষ্মাকাশের বুকে সাদা দুধের ফেনার মত যে ছোট ছোট মেঘের টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছিল সেই দিকে তাকিয়ে লর্ড হেনরী বললেন : কী অন্যায় তোমার ! নিশ্চয়, একশবার অন্যায়। মানুষ আর মানুষের মধ্যে তফাৎ রয়েছে আমার কাছে। আমি সেই সব মানুষকে পছন্দ করি যারা দেখতে ভাল, যারা সৎ তাদের সঙ্গেই পরিচয় জমাই, আর যাদের ধীশক্তি তীক্ষ্ণ তাদেরই আমি শত্রু বলে গণ্য করি। শত্রু নির্বাচনে মানুষ খুব বেশী সতর্ক হ'তে পারে না। আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ মূর্খ নেই। সকলেরই কিছু-না-কিছু বুদ্ধি রয়েছে, ফলে, সকলেই প্রায় আমাকে পছন্দ করে। এ থেকে কি আমার কোন দম্ভ প্রকাশ পায়, মনে হয় আমি এদিক থেকে কিছুটা দাম্ভিক।

আমার-ও তাই মনে হোত, কিন্তু তোমার তালিকা অনুযায়ী, আমি তোমার নিছক পরিচিত ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রিয় বেসিল, তুমি তার চেয়ে অনেক বড়।

আর বন্ধুর নিচে, মনে হয়, ভায়ের মত ; তাই না ?

ওঃ, ভাই, ভাই ! ভাইদের নিয়ে দুর্ভাবনা করার মত কিছু নেই। আমার দাদা মারা যাবেন না, আর আমার ছোট ভাইদেরও সেরকম কিছু করার সম্ভাবনা নেই।

হলওয়ার্ড বিরক্ত হয়ে বললেন : হ্যারি।

বন্ধু, আমি মোটেই সিরিয়াস হয়ে ওকথা বলি নি। কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের আমি ঘৃণা না করে পারি নে। মনে হয় আমাদের এই মানসিক অবস্থার জন্যে দায়ী একটা ; সেটা হচ্ছে, আমাদের মত যাদের দোষ রয়েছে তাদের আমরা

সহ্য করতে পারি নে। ইংলিশ গণতন্ত্র উচ্চ শ্রেণীর মানুষের বিকৃত রুচি বলতে যা বোঝাতে চায় তার সঙ্গে আমার পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। জনসাধারণ মনে করে মদ্যপায়িতা, মূর্খতা, আর চরিত্রহীনতা তাদের বিশেষ সম্পদ; এবং আমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদের সেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে নাক গলাতে যায় তাহলে সে একটি গর্দভ বলে বিবেচিত হবে। যখন হতভাগ্য সাউথওয়ার্ক বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় জড়িয়ে পড়ল তখন তাদের ঘৃণা সত্যিই দেখার মত হয়েছিল। তবু আমার মনে হয় শতকরা দশজন সাধারণ মানুষও নির্ভুল ভাবে জীবন কাটায় না।

তুমি যা বললে তার একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি নে; তার চেয়েও বড় কথা, হ্যারি, আমার বিশ্বাস, তুমি নিজেও তা কর না।

লর্ড হেনরী তাঁর স্ুঁচোলো কটা দাড়ির ওপরে হাত বুলোতে-বুলোতে পেটেণ্ট চামড়ার তৈরি বুট জুতোর ওপরে তাঁর আবলুস কাঠের লাঠিটা ঠুকতে লাগলেন। তারপরে বললেন: বেসিল, তুমি একটি পাকা ইংরেজ। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তুমি ওই উক্তিটি করলে। যদি কেউ কোন ইংরেজের কাছে নতুন কিছু বলে—যা বলাটা নিঃসন্দেহে হঠকারিতা—তাহলে সেটা ঠিক কি বেঠিক সে-সম্বন্ধে চিন্তা করার কথা সে স্বপ্নেও ভাবে না। একটি মাত্র জিনিস যা সে সত্যিই বিবেচনার যোগ্য বলে মনে করে তা হচ্ছে এই যে বক্তা নিজেই সেকথা বিশ্বাস করে কি না। এখন কথাটা হচ্ছে নতুন কথা বলার দাম এই নয় যে বক্তা নিজে সে কথা বিশ্বাস করেন। বরং একথা বললে অযৌক্তিক হবে না যে যার মুখের আর মনের কথার মধ্যে ফারাক যত বেশী তার মতবাদ তত উচ্চমানের। কারণ সেই মতবাদের সঙ্গে কোন দিক দিয়েই তারা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। যাই হোক, আমি তোমার সঙ্গে রাজনীতি, সমাজনীতি অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে চাই নে। নীতির চেয়ে মানুষকে বেশী পছন্দ করি আমি; এবং এ জগতে নীতিহীন মানুষকে আমি যত পছন্দ করি এত পছন্দ আর কিছুই আমি করি নে। মিঃ ডোরিয়েন গ্রে-র সম্বন্ধে আরও কিছু তুমি আমাকে বল। তোমার সঙ্গে তাঁর কেমন দেখা সাক্ষাৎ হয়?

প্রতিদিন, রোজ তাঁর সঙ্গে দেখা না হলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি আমার কাছে একেবারে অত্যাবশ্যকীয়।

অবাক কাণ্ড! আমার ধারণা ছিল আর্ট ছাড়া আর কিছুই গ্রাহ্য কর না তুমি।

চিত্রকর গম্ভীরভাবেই বললেন: তিনিই এখন আমার আর্টের বিষয়। হ্যারি, মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় যে পৃথিবীর ইতিহাসে মূল্যবান বলতে মাত্র দুটি যুগ রয়েছে; প্রথমটি হল আর্টের নতুন বিষয়বস্তুর আবির্ভাব; দ্বিতীয়টি হল সেই আর্টের জন্যে নতুন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। ভেনিসিয়ানদের কাছে তৈল-চিত্রের আবিষ্কারের দাম যা, পরবর্তী যুগের গ্রীক ভাস্কর্যের কাছে অ্যানটি-নোয়াস-এর মূল্য যেরকম, ডোরিয়েন গ্রে-র মুখও একদিন আমার কাছে সেই রকম মূল্যবান হয়ে দেখা দেবে। সে আমার কাছে নিছক মডেল নয়। প্রতিকৃতি আঁকার জন্যে তার কাছ থেকে যতটুকু নেওয়ার দরকার তার প্রায় সবটুকুই আমি নিয়েছি। কিন্তু নিছক মডেল-এর চেয়ে সে আমার কাছে অনেক বড়।, আমি তোমাকে একথা নিশ্চয় বলব না যে তার কাছ থেকে আমি যেটুকু পেয়েছি তাতে আমি খুশি নই; অথবা, তার সৌন্দর্য এমন একটা জিনিস যে আর্ট তা প্রকাশ করতে পারে না; আর এটাও আমি জানি যে ডোরিয়েন গ্রে-র সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে আমি যে ছবি এঁকেছি তা সত্যিই ভাল; অথবা, আমার জীবনের ওটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ছবি। কিন্তু কেন জানি নে, বললে তুমিও হয়ত তা বিশ্বাস করবে না, তার ব্যক্তিত্ব চিত্রকলার সম্বন্ধে একটি নতুন রীতি, একটি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের সন্ধান দিয়েছে। এখন আমি প্রতিটি জিনিস অন্যভাবে দেখি, প্রতিটি জিনিসের সম্বন্ধে অন্যভাবে চিন্তা করি। এখন আমি কোন জিনিসকে নতুনভাবে সৃষ্টি করি। এ-শক্তি এতদিন আমার ছিল না। "চিন্তার দিনগুলিতে কল্পনার আভাস," একথা কে বলেছেন বলতো! আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু আমার কাছে ডোরিয়েন গ্রে ঠিক সেই ভাবেই প্রতিভাত হয়েছে। বয়স তার কুড়ির খুব বেশী নয়। আমি তাকে বালক ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি নে। তুমি ভাবছ সে আমার জীবনের কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে? নিজের অজ্ঞাতসারেই চিত্রকলার একটি নব-দিগন্তের সন্ধান সে আমাকে দিয়েছে। এটাই হল গ্রীক মানসিকতার পূর্ণ বিকাশ। আত্মার সঙ্গে দেহের এই সমঝোতা—এর দাম কত! উন্মাদের মত আমরা এই দুটিকে পৃথক করে রেখেছি; পৃথক করে, এমন একটি বস্তুবাদের সৃষ্টি করেছি যা সত্যিই বড় নিকৃষ্ট, যার আদর্শ মূল্যহীন। ডোরিয়েন গ্রে আমার কাছে যে কতবড় সম্পদ তা যদি তুমি জানতে, হ্যারি। অ্যাগনিউ আমার যে ছবিটি কেনার জন্যে অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল সেটা তুমি দেখেছ। সেই ছবিটিকে আমি বিক্রী করতে চাই নি। কয়েকটি ভাল ছবির মধ্যে ওটি আমার

শ্রেষ্ঠ ছবি। কিন্তু কেন বলতো? কারণ, ওই ছবিটি আঁকার সময় ডোরিয়েন গ্রে আমার পাশে বসেছিল। সেই সময়ে নিঃশব্দে তার প্রভাব আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল; এবং জীবনে সেই প্রথম সহজ অরণ্যের মধ্যে আমি এমন একটি সৌন্দর্যের, ব্যঞ্জনার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলেম। এতদিন ধরে আমি তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম; কিন্তু তাকে খুঁজে পাই নি।

বেসিল, তোমার কথা শুনে তাজ্জব লাগছে আমার। ডোরিয়েন গ্রে-কে দেখতেই হবে আমাকে।

হলওয়ার্ড তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠে বাগানের ভেতরে পায়চারি করতে সুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এসে বললেন: হ্যারি, ডোরিয়েন গ্রে আমার কাছে আর্টের প্রেরণা মাত্র। তার মধ্যে তুমি দেখার মত কিছুই খুঁজে পাবে না। আমি তার মধ্যে সব কিছু দেখতে পাই। তার ভাবমূর্তি ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে ধরা পড়ে না। তোমাকে যা বলেছি, সে একটি নতুন রীতির ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই নয়। কয়েকটি রেখার ভঙ্গিমা আর কয়েকটি বিশেষ রঙের চারুত্ব ছাড়া অন্য কোনভাবেই তাকে আমি দেখতে পাইনে। তার সম্বন্ধে এ ছাড়া অন্য কোন কথা নেই।

লর্ড হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে, তুমি তাঁর ছবিটা প্রদর্শনীতে পাঠাচ্ছ না কেন?

কারণ, ইচ্ছে না করেই আমি এই সব অদ্ভূত চিত্রকল্প সুচারু ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাগুলি ওই প্রতিকৃতির মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছি। এ-সম্বন্ধে আমি অবশ্য তাকে বলি নি। সে নিজেও এ-বিষয়ে কিছু জানে না। কিছু জানবেও না কখনও। কিন্তু দর্শকরা হয়তো কিছুটা অনুমান করতে পারে; এবং সেই সব সাধারণ অনুসন্ধিৎসুদের কাছে আমি নিশ্চয় আমার মনের কথাগুলি খুলে বলব না। সত্যিকথা বলতে কি হ্যারি, ওই প্রতিকৃতির মধ্যে আমার নিজস্ব অনেকটা মিশে গিয়েছে।

কবিরাও তোমার মত দ্বিধাগ্রস্ত নয়। তাঁরাও জানেন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পেছনে তাঁদের তাগিদ কত বেশী। আজকাল হৃদয়-যন্ত্রণার কাব্যের বাজার অনেক বড়।

একটু অস্থির হয়েই হলওয়াড বললেন: ঠিক এরই জন্যে আমি তাঁদের ঘৃণা করি। আর্টিস্টের কাজই হচ্ছে সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করা; কিন্তু সেইগুলির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলাটা উচিৎ নয়। আমরা এমন একটি যুগে বাস করি

যে যুগে মানুষে ললিতকলাকে আত্মজীবনী বলে মনে করে। সৌন্দর্যের কায়াহীন সত্বাটিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এই সত্বাটি কী একদিন জগতকে তা আমি দেখাব। আর সেই জন্যেই ডোরিয়েন গ্রে-র যে প্রতিকৃতিটি আমি এঁকেছি তা বাইরের মানুষ দেখতে পাবে না।

বেসিল, আমার মনে হয় তুমি ভুল করছ; কিন্তু তা নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। যাদের মগজে কিছু নেই তারাই তর্ক করে। সত্যি বল দেখি, ডোরিয়েন কি তোমাকে খুব ভালবাসে?

কয়েকটি মুহূর্ত চিত্রকর কী যেন ভাবলেন; তারপরে বললেন: আমি জানি সে আমাকে পছন্দ করে। অবশ্য আমিও তার ভয়ঙ্কর রকমের প্রশংসা করি। তাকে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলতে আমার বেশ একটা আনন্দ হয়। আমি জানি, সে-সব কথা বলার জন্যে আমাকে দুঃখ করতে হবে। তাকে আমার বেশ ভালই লাগে। আমার স্টুডিয়োতে বসে হাজার রকমের গল্প করি। মাঝে-মাঝে সে বড় বোকার মত কাজ করে; মনে হয়, আমাকে যন্ত্রণা দিতে পারলে বেশ আনন্দ হয় তার। হ্যারি, তখন আমার মনে হয় আমি যেন আমার সমস্ত সত্বা তার কাছে সমর্পণ করেছি; মানুষ যেমন তার কোতামের ঘরে ফুল গুঁজে রাখে, তার কাছে আমার আত্মাটিও সেই রকম ফুলের মত। তার দম্ভের অলঙ্করণ, গ্রীষ্মের জলুসের মত।

ধীরে-ধীরে বললেন লর্ড হেনরী: গ্রীষ্মের দিনগুলি দীর্ঘস্থায়ী, বেসিল। মনে হয় তার চেয়ে তুমিই তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। একথা ভাবতেও কষ্ট লাগে; কিন্তু প্রতিভা যে সৌন্দর্যের চেয়ে বেশী দিন বেঁচে থাকে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্যেই বেশী জ্ঞান অর্জন করার জন্যে আমরা এত কষ্ট পাই। জীবন যুদ্ধের উত্তেজনায় আমাদের এমন কিছু দরকার যা বেঁচে থাকে। ঘাঁটি আগলে রাখার মূর্খ চেষ্টার আমরা তাই বস্তুর জঞ্জালে আমাদের মন পূর্ণ করে রাখি। আধুনিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় যত বেশী তিনিই এ যুগে তত বড় আদর্শ মানুষ। আজকাল কোন জিনিসের ব্যবহারিক দামটা তার প্রকৃত মূল্যের অনেক ওপরে। ব্যাপারটা যাই হোক, আমার ধারণা, তুমিই ক্লান্ত হবে প্রথম। একদিন তুমি হয়তো তোমার বন্ধুর দিকে তাকাবে; মনে হবে, দেখে ছবি আঁকার মত চেহারা আর তার নেই; হয়তো তার রঙটা আর তোমার ভাল লাগবে না; অথবা, কোন একটি বিশেষ জিনিস তুমি আর তার মধ্যে খুঁজে পাবে না। মনে-মনে তুমি তীব্রভাবে তাকে তিরস্কার করবে;

তোমার সত্যি-সত্যিই মনে হবে সে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। তারপরে তোমার সঙ্গে তার দেখা হলে আগের মত আনন্দের সঙ্গে তুমি তাকে অভ্যর্থনা জানাবে না ; উদাসীন হয়ে যাবে তুমি। তোমার এই পরিবর্তনটা দুঃখজনক হয়ে দাঁড়াবে সন্দেহ নেই। আমাকে এতক্ষণ ধরে তুমি যা বললে তা রোমান্স ছাড়া আর কিছু নয় ; বলতে পার চিত্রকল্পের উচ্ছ্বাস ; আর যে-কোন রঙিন উচ্ছ্বাসের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস হচ্ছে এই যে সে মানুষকে বড় অরসিক করে তোলে।

হ্যারি, ওকথা বলো না। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, ডোরিয়েন গ্রে-র ব্যক্তিত্ব আমাকে গ্রাস করে থাকবে। আমি যা অনুভব করি, তুমি তা কর না। তোমার পরিবর্তন হতে সময় লাগে না বিশেষ।

সত্যি কথা বলতে কি বেসিল, ঠিক ওই কারণেই আমি তা বুঝতে পারি। যাদের আমরা বিশ্বাসী বলি প্রেমের একটি দুর্বল অংশ ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গেই তাদের পরিচয় নেই। প্রেমের ট্র্যাজিডি বলতে কী বোঝা যায় তা একমাত্র অবিশ্বাসীরাই জানে।

পৃথিবীর অন্তর্নিহিত সত্যটিকে গুটিকতক কথায় চমৎকারভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন এই রকম একটি আত্মতুষ্টির আবেশে মাতোয়ারা হয়ে লর্ড হেনরী তাঁর সুন্দর সিগারেট কেস থেকে একটি সিগারেট বার করে ধরালেন। সবুজ গাছের পাতার ভেতরে চড়ুই পাখিদের ডানার ঝাপটার সঙ্গে কিচির-মিচির শোনা গেল ; ঘাসের ওপরে নীলচে মেঘের ছায়াগুলি চড়ুই পাখির মত ছোটাছুটি করতে লাগল। তাঁর মনে হল বাগানের দৃশ্যটি বড় মনোরম ; মনে হল, বড় সুন্দর মানুষের উচ্ছ্বাস—মতবাদের চেয়ে মানুষের আবেগ অনেক বেশী সুন্দর। বেসিল হলওয়ার্ডের সঙ্গে থাকার ফলে তিনি যে বিরক্তিকর লাঞ্চ থেকে মুক্তি পেয়েছেন এই কথাটা ভাবতে তাঁর বেশ আমোদ লাগল। মাসীর বাড়ীতে লাঞ্চ খেতে গেলে নিশ্চয় লর্ড গুডবডির সঙ্গে তাঁর দেখা হোত ; এবং তাদের আলোচনা চলত দরিদ্র ভোজন আর আদর্শ আবাস বলতে কী বোঝায় তাই নিয়ে। যাঁদের নিজেদের জীবনে এই দুটি জিনিসের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই সেই দুটি জিনিসের গুণাবলী নিয়ে দুদলেই আলোচনা করতেন সমান উত্তেজনা নিয়ে। ধনীরা মিতব্যয়িতার মূল্য কী তারই ওপরে বক্তৃতা দিতেন ; আর শারীরিক পরিশ্রমের সম্মান কতটা তাই নিয়ে মনোজ্ঞ ভাষায় কথা বলতেন তাঁরা যাঁরা অলসভাবে জীবন যাপন করেন। এই সমস্ত অহেতুক বিরক্তির পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে

তিনি বেশ খুশী হলেন। তাঁর মাসীর কথা ভাবতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। তিনি হলওয়ার্থ-এর দিকে ঘুরে বললেন: বন্ধু, একটা কথা মনে পড়েছে আমার।

কী মনে পড়েছে?

ডোরিয়েন নামটা আমি যেন কোথায় শুনেছি।

সামান্য ভ্রূকুটি করে বেসিল জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায়?

চটো না বেসিল। মাসী, লেডী আগাথার বাড়ীতে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে একটি অসামান্য যুবককে তিনি আবিষ্কার করেছেন। এই যুবকটি ইস্ট এনড-এ তাঁকে সাহায্য করতে উৎসুক। তাঁর নাম হচ্ছে ডোরিয়েন গ্রে। আমি বলতে বাধ্য, ভদ্রলোক যে দেখতে সুন্দর সে কথা মাসী আমাকে জানান নি। মিষ্টি চাহনির কদর মহিলারা জানেন না, অন্তত, সৎ মহিলাদের সে জ্ঞান বড় কম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে ভদ্রলোক চপলমতি নয়; তাঁর চরিত্রটিও বড় চমৎকার। ওই কথা শুনেই আমার মনে হয়েছিল ভদ্রলোকটি চশমাধারী; তাঁর চুলগুলি লম্বা, মুখের ওপরে গুটি-গুটি দাগ; লম্বা-লম্বা পা ফেলে তিনি হাঁটাচলা করেন। সেই মানুষটি যে তোমার বন্ধু তা যদি আমি জানতাম!

তুমি যে জানতে পার নি এতেই আমি খুশী, হ্যারি।

কেন?

'ওর সঙ্গে তোমার দেখা হোক তা আমি চাই নে।

চাও না?

না।

এমন সময় খানসামা বাগানের মধ্যে ঢুকে এসে বলল: মিঃ ডোরিয়েন গ্রে স্টুডিয়োতে বসে রয়েছেন, স্যার।

লর্ড হেনরী হাসতে-হাসতে বেশ জোর গলাতেই বললেন: এখন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় তোমাকে করিয়ে দিতে হবেই।

খানসামার দিকে ঘুরে চিত্রকর বললেন: পার্কার, মিঃ গ্রেকে একটু বসতে বল। আমি এখনই আসছি।

অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটি নুইয়ে পার্কার বেরিয়ে গেল বাগান থেকে।

বেসিল হেনরীর দিকে তাকিয়ে বললেন: ডোরিয়েন গ্রে আমার একজন অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। বড় সরল, বড় সুন্দর তাঁর চরিত্র। তাঁর সম্বন্ধে তোমার

মাসীমা যা বলেছেন সেইটাই সত্যি। তাঁকে তুমি নষ্ট করে দিয়ো না। তাঁর ওপরে তোমার প্রভাব বিস্তার করতে চেয়ো না। তোমার প্রভাব তাঁর কাছে খুব খারাপই হবে। বিশাল এই পৃথিবী, এখানে অনেক আশ্চর্য জিনিস তুমি খুঁজে পাবে। আমার কলা-লালিত্যের যিনি প্রতীক তাঁকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেয়ো না। আর্টিস্ট হিসাবে আমার জীবন তাঁরই উপরে নির্ভর করছে হ্যারি, মনে রেখো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

কথাগুলি বেশ ধীরে-ধীরে বললেন তিনি ; মনে হল, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

লর্ড হেনরী হাসতে-হাসতে বললেন : কী বোকার মত বকছো ?

এই বলে হলওয়ার্ড-এর একটা হাত ধরে এক রকম টানতে-টানতেই ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ঘরের মধ্যে ঢুকেই ডোরিয়েন গ্রেকে দেখতে পেলেন তাঁরা। তাঁদের দিকে পেছন করে পিয়ানোর পাশে একটি টুলের ওপরে বসে-বসে স্থুম্যানের রচিত "বন্য দৃশ্যের" একটি বই-এর পাতা ওলটাচ্ছিলেন। পায়ের শব্দ পেয়েই তিনি বললেন : এগুলি আমাকে ধার দিয়ো, বেসিল, আমি পড়তে চাই। বই-গুলি বড় সুন্দর।

তুমি আজ কী ভাবে বসবে তারই ওপরে তোমার বই-পাওয়া নির্ভর করছে ডোরিয়েন।

টুল থেকে পেছনে ঘুরে খেলার ছলে গ্রে বললেন : একভাবে বসে-বসে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পূর্ণ প্রতিকৃতির ওপরে আমার আর কোন লোভ নেই।

লর্ড হেনরীকে দেখে তাঁর গালদুটি হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে তিনি বললেন : বেসিল, আমাকে ক্ষমা কর। আমি বুঝতে পারি নি যে তোমার সঙ্গে অন্য একজন আছেন।

ডোরিয়েন, ইনি হচ্ছেন লর্ড হেনরী ওটোন ; অক্সফোর্ড-এর পুরানো সহপাঠী আমার। মডেল হিসাবে তুমি যে কত ভাল সেই কথাই এতক্ষণ ওঁকে বলছিলেম ; কিন্তু তুমি সব নষ্ট করে দিলে।

লর্ড হেনরী কিছুটা এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিতে একটি হাত প্রসারিত করে বললেন : মিঃ গ্রে, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলে আমার যে আনন্দ হয়েছে সে-আনন্দ আপনি নষ্ট করেন নি। আপনার কথা মাসীমার কাছে আমি শুনেছি। আপনি তাঁর একজন প্রিয় বন্ধু ; এবং আমার মনে হয় আপনি তাঁর একটি শিকার-ও।

একটু অনুশোচনার হাসি হেসে মিঃ গ্রে বললেন : লেডী আগাথার কালো খাতায় আমার নাম লেখা হয়ে গিয়েছে। গত মঙ্গলবার তাঁর সঙ্গে আমি হোয়াইট চ্যাপেলের একটি ক্লাবে যাব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম। সেকথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেম। আমাদের দ্বৈত সঙ্গীত গাওয়ার কথা ছিল, তিনটি সঙ্গীত ; তিনি কী বলবেন জানি নে ; তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভয় লাগছে।

মা ভৈঃ। মাসীমার সঙ্গে আপোষ করিয়ে দেব আপনার। তিনি আপনাকে বেশ ভালবাসেন। তাছাড়া, সেদিন যে আপনি যান নি তার জন্যে তিনি কিছু মনে করেছেন বলে আমার মনে হয় না। দর্শকরা ওটাকে দ্বৈত সঙ্গীত বলেই হয়ত ভেবে নিয়েছিল। মাসীমা আগাথা যখন পিয়ানোর ধারে বসে গান ধরেন তখন তাঁর গলা থেকে যে স্বর বেরোয় তা দুজনের সমান।

ডোরিয়েন হেসে বললেন : লেডি আগাথার সম্বন্ধে এই মন্তব্য যে ভয়াবহ তা-ই নয় ; আমার সম্বন্ধেও বেশ সু-উক্তি নয়।

লর্ড হেনরী তাঁর দিকে তাকালেন। হ্যাঁ ; সত্যিই অপরূপ সুন্দরী তিনি। চারুকার্যের মত সুন্দর লাল দুটি ঠোঁট, দুটি নীল পরিচ্ছন্ন চোখ, কোঁকড়ানো সোনালি চুল। তার মুখের দিকে তাকালে তাকে বিশ্বাস না করে আপনি পারবেন না। যৌবনের সমস্ত উচ্ছলতা তার সর্বাঙ্গে ; সেই সঙ্গে রয়েছে যৌবনের শুচিতা। দেখলে মনে হবে, পৃথিবীর সমস্ত কালিমা থেকে তিনি মুক্ত। বেসিল হলওয়ার্ড যে তাকে পুজো করবেন তাতে আর আশ্চর্য কী ?

সৎ কাজের পক্ষে আপনি অত্যন্ত সুন্দর, মিঃ গ্রে ; অত্যন্ত সুন্দর।

এই বলে, লর্ড হেনরী সোফার ওপরে বসে প'ড়ে সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করলেন।

চিত্রকর এর মধ্যে তাঁর রঙ [illegible] তুলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে [illegible] ছিলেন। এতক্ষণ তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ [illegible]ছিলেন ; লর্ড হেনরীর [illegible] কথা শুনে তিনি একবার তাঁর দিকে ফিরে [illegible]লেন ; একটু দ্বিধা করলেন [illegible] তারপরে বললেন :
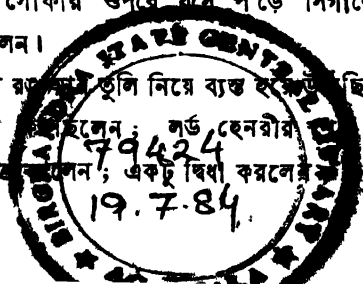
হ্যারি, এই ছবিটা আজই আমি শেষ করতে চাই। তোমাকে যদি আজ আমি চলে যেতে বলি তাহলে কি আমার পক্ষে বেশী অশালীনতা প্রকাশ করা হবে?

লর্ড হেনরী হাসলেন; এবং ডোরিয়েন গ্রে-র দিকে তাকিয়ে বললেন: মিঃ গ্রে, আমাকে কি চলে যেতে হবে?

না, না; লর্ড হেনরী। আপনি দয়া করে যাবেন না। মনে হচ্ছে, বেসিলের মেজাজটা খুব খারাপ; আর ও যখন রেগে যায় তখন আমার ভাল লাগে না। তাছাড়া, আমি জানতে চাই সৎকাজ করা আমার দ্বারা কেন সম্ভব নয়।

আপনাকে বলব কি না সে কথা জানি নে, মিঃ গ্রে। জিনিসটা এতই বিরক্তিকর যে ব্যাপারটা নিয়ে মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে আমি পালিয়ে যাচ্ছি নে; বিশেষ করে আপনি যখন থাকতে বললেন। বেসিল, আমি থাকলে নিশ্চয় তোমার কোন অসুবিধে হবে না। হবে কি? তুমি আমাকে প্রায়ই বল যে ছবি আঁকার সময় তৃতীয় কেউ তোমার মডেলের সঙ্গে বসে গল্প করলে তোমার কাজের সুবিধে হয়।

হলওয়ার্ড ঠোঁট কামড়ালেন, বললেন: অবশ্য ডোরিয়েনের ইচ্ছে হলে নিশ্চয় তুমি থাকবে। ডোরিয়েনের খেয়াল তার নিজের কাছে ছাড়া অন্য সকলের কাছেই আইন।

লর্ড হেনরী তাঁর টুপী আর দস্তানা তুলে নিয়ে বললেন: তোমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা কষ্টকর, বেসিল; কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। অরলিনস-এ একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা দিয়েছি আমি। মিঃ গ্রে, বিদায়। একদিন বিকেলে কার্জন ষ্ট্রীটে আমার কাছে আসুন। পাঁচটার কাছাকাছি প্রতিদিনই আমি প্রায় বাড়ীতে থাকি। কবে আসছেন আমাকে লিখে জানাবেন। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে দুঃখ পাব।

ডোরিয়েন গ্রে বেশ জোর গলাতেই বললেন: বেসিল, লর্ড হেনরী যদি চলে যান আমিও তাহলে চলে যাব। ছবি আঁকার সময় একবার-ও তুমি মুখ খোল না; চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে খুশি হওয়ার ভাণ করাটা আমার পক্ষে সত্যিই বড় কষ্টকর। ওঁকে থাকতে বল। আমি চাই উনি থাকুন।

ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে হলওয়ার্ড বললেন: ডোরিয়েন আর সেই সঙ্গে আমাকে খুশি করার জন্য তুমি থেকে যাও হেনরী। কথাটা সত্যি যে কাজ করার সময় আমি কারও সঙ্গে কথাও বলি নে, কারও কথা কানেও তুলি

নে। আমার মডেলদের কাছে সেটা সত্যিকারের কষ্টকরই হয়ে দাঁড়ায়। আমি অনুরোধ করছি—তুমি থেকে যাও।

"কিন্তু অরলিনস-এ যাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা আছে তাঁর কী হবে?"

চিত্রকর হাসলেন; বললেন: আমি মনে করি নে তার জন্যে তোমার কোন অসুবিধা হবে। হেনরী, তুমি আবার বসে পড়। ডোরিয়েন, এখন তুমি প্লাটফর্মের ওপরে ওঠো; বেশী নড়াচড়া করো না; অথবা, লর্ড হেনরীর কথাতেও কান দিয়ো না বিশেষ। একমাত্র আমি ছাড়া, সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের ওপরেই ওর প্রভাবটা বড় খারাপ।

ডোরিয়েন গ্রে প্লাটফর্মের ওপরে উঠে এলেন; দেখে মনে হল তিনি একজন গ্রীক যুবক; আদর্শের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। লর্ড হেনরীকে তাঁর কেমন যেন ভাল লেগেছিল; তিনি মোটেই বেসিলের মত নন। দুজনের মধ্যে পার্থক্যটা বড় মধুর। তা ছাড়া, হেনরীর স্বরটি কী মধুর। কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: লর্ড হেনরী, সত্যিই কি আপনার প্রভাব খারাপ?

"সৎ প্রভাব বলে কিছু নেই, মিঃ গ্রে। সব প্রভাবই দুর্নীতির বাহক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দুর্নীতিমূলক।"

"কেন?"

"কারণ, কারও ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে গেলে নিজের আত্মাকে বিসর্জন দিতে হয়। তার স্বাভাবিক চিন্তা আর অনুভূতিকে বর্জন করতে হবে। তার নিজের গুণগুলি তার কাছে বাস্তব নয়। তার পাপ, যদি পাপ বলে কোন বস্তু থেকে থাকে, অপরের কাছ থেকে ধার করা। সে অন্য লোকের সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি; যে-নাটক তার জন্যে লেখা হয় নি সেই নাটকেরই অভিনয় করার জন্যে তার ডাক পড়ে। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে বিকাশ করা। নিজের স্বভাবটিকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা, অর্থাৎ, কেন আমরা পৃথিবীতে এসেছি সেটা বুঝতে পারা। আজকাল মানুষ নিজেদেরই বড় ভয় করে। মানুষ ভুলে যায় নিজের ওপরে তার একটা কর্তব্য রয়েছে, আর সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কর্তব্য। অবশ্য তারা উদার প্রকৃতির। ক্ষুধার্তকে তারা অন্ন দেয়, দরিদ্রকে দেয় বস্ত্র। কিন্তু তাদের নিজেদের আত্মা থাকে অভুক্ত, উলঙ্গ। মনুষ্য জাতির কথা যদি ধরেন, তাহলে বলতে হবে আমাদের মধ্যে শৌর্য বলে কোন পদার্থ নেই। সম্ভবত, কোনদিনই আমাদের ও-জিনিসটা ছিল না। আমাদের শাসন করছে

দুটি জিনিস ; একটি হল সামাজিক ভীতি—ওটি হল নীতির গোড়ার কথা, আর একটি হল ভগবানের ভয় ; এইটি হল ধর্মের মূল কথা। এবং তবু—'

গভীর ভাবে কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন চিত্রকর ; তাঁর মনে হল গ্রে-র মুখের ওপরে এমন একটি ভাব প্রতিফলিত হয়েছে যা তিনি আগে কখনও দেখেন নি ; তিনি বললেন : ডোরিয়েন, লক্ষ্মী ছেলের মত ডান দিকে ঘাড়টা একটু বাঁকাও।

আস্তে-আস্তে মিষ্টি গলায় এবং হাতটাকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে [ইটনে পড়ার সময় এইভাবে তিনি কথা বলতেন], লর্ড হেনরী তাঁর কথার সূত্র ধরে বললেন : কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যদি মানুষকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে হয়, যদি তাকে প্রতিটি অনুভূতি ভালভাবে প্রকাশ করতে হয়, যদি তার প্রতিটি চিন্তা আর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হয় তাহলে দুনিয়াটা আনন্দের এমন একটা সজীব উচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে যে আমরা মধ্যযুগের সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পাব—ফিরে আসবো 'হেলেনিক' আদর্শে—তার চেয়েও সুন্দর, পবিত্র একটি আবহাওয়ায় প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারব আমরা। কিন্তু আমাদের ভেতরে যে সবচেয়ে বেশী সাহসী সে-ও তার নিজেকে বড় ভয় করে। বর্বরতার অত্যাচার মানুষের আত্মত্যাগের মূর্তিতে তার বিষণ্ন স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই অকারণ আত্মত্যাগই আমাদের জীবনের সুখ সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়। ত্যাগের জন্যেই আমরা শাস্তি পাই। যে-সব প্রবৃত্তিকে আমরা গলা টিপে হত্যা করি, সেই সব রুদ্ধ প্রবৃত্তিই আমাদের মনের মধ্যে বংশ বৃদ্ধি করে, বিষাক্ত করে আমাদের। দেহ পাপ করে একবারই, দু'বার নয় ; আর আমাদের কর্ম পবিত্র করে তাকে। তারপরে একমাত্র আনন্দের কিছু স্মৃতি, অথবা, অনুতাপের বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রলোভন এড়ানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রলোভনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। বাধা পাও, না-পাওয়ার আকাঙ্খায় তোমার আত্মা রুগ্ন হয়ে যাবে, যে বাসনাকে ভয়ঙ্কর নীতিগুলি ভয়ঙ্কর বলে চিহ্নিত করেছে, প্রচার করেছে দুর্নীতি বলে, সেই বাসনার উন্মাদনায় তুমি জ্বলে পুড়ে মরবে। মানুষে বলে বিশ্বের বিরাট বিরাট ঘটনার জন্ম মানুষের মস্তিষ্কে। এই মস্তিষ্কের ভেতরেই পৃথিবীর সব চেয়ে বিরাট পাপ অঙ্কুরিত হয়। আপনি, মিঃ গ্রে, নিজের কথাই ধরুন ; আপনার এই গোলাপী যৌবন আর গোলাপ-সাদা তারুণ্যের ভেতরে এমন সব আকাঙ্খা অঙ্কুরিত রয়েছে যাদের কথা ভাবতেই আপনার ভয় লাগে, জেগে-জেগে অথবা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে

এমন সব স্বপ্ন আপনি দেখেন যাদের স্মৃতিগুলি আপনার মুখে লজ্জার আভা ছড়িয়ে দেয়—

ডোরিয়েন স্খলিত স্বরে বলেন : থামুন, থামুন। আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছেন। কী বলব আমি তা বুঝতে পারছি নে ; আপনার প্রশ্নের উত্তর একটা কিছু রয়েছে ; কিন্তু সেটা কী তা আমি ঠিক করতে পারছি নে। আপনি আর কিছু বলবেন না। আমাকে একটু ভাবতে দিন। অথবা, এ বিষয়ে কিছু চিন্তা না করাই ভাল।

ঠোঁট দুটি ফাঁক করে প্রায় দশটি মিনিট তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন ; চোখ দুটি তাঁর অস্বাভাবিক ভাবে জ্বল জ্বল করতে লাগলো। তিনি যেন বুঝতে পারলেন একেবারে নতুন ধরনের কিছু প্রভাব তাঁর মনের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। তবু তাঁর মনে হল এগুলি তাঁর নিজেরই। যে কটি কথা বেসিলের বন্ধু তাঁকে বলেছেন—কথাগুলি নিঃসন্দেহে হঠাৎ করেই বলা, উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়—সেগুলি তাঁর হৃদযের গোপন তারে গিযে আঘাত করেছে ; এরকম আঘাত আগে কেউ কখনও করে নি ; কিন্তু এখন তাঁর মনে হল একটি নূতন মূর্ছনায় সেই তন্ত্রীগুলি কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

সঙ্গীত তাঁকে এইভাবেই উদ্বেলিত করেছে। অনেকবার সঙ্গীত তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু সে সঙ্গীত মুখর ছিল না, এটা তাঁর কাছে নূতন কিছু ছিল না, এটি হচ্ছে আর একটি অনাবিষ্কৃত বিশৃঙ্খলা। আমাদের মনের মধ্যে ভগবান এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছেন। কথা, কেবল কথা ! কি নিষ্ঠুর এরা !! কত স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন, এবং নিষ্ঠুর। এদের হাত থেকে মুক্তি নেই কারও। অথচ, তাদের মধ্যে কী তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা রয়েছে। একদিন যা নিরাকার ছিল তাকেই সাকার করে তোলে এরা। বেহালা অথবা বাঁশীর সুরের মত মিষ্টি এর সুর। শুধু কথা ! কথার মত বাস্তব জিনিস আর কোথাও কিছু রয়েছে ?

সত্যি কথা, তাঁর বাল্যে এমন সব জিনিস ছিল যার অর্থ তিনি তখন বুঝতে পারতেন না। সেগুলিকে এখন তিনি বুঝতে পারেন। জীবন হঠাৎ তাঁর কাছে অগ্নিবর্ণ ধারণ করেছে। মনে হচ্ছে তিনি যেন আগুনের ওপরে বিচরণ করছেন। একথা তিনি বুঝতে পারেন নি কেন ?

ইঙ্গিতময় হাসি হেসে লর্ড হেনরী তাঁকে লক্ষ্য করলেন। মনের অবস্থা ঠিক কী রকম থাকলে মানুষকে কিছু বলা উচিত নয় তা তিনি জানতেন। তাঁর কৌতূহল বেশ বেড়ে উঠলো। তাঁর কথাগুলি যে হঠাৎ এতটা অর্থবহ হয়ে

দাঁড়াবে তা বুঝতে পেরে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি একটি বই পড়েছিলেন। সেই বইটি পড়ে তিনি এমন কতকগুলি জিনিস জানতে পেরেছিলেন যেগুলি তিনি আগে জানতেন না। ডোরিয়েন গ্রে কি সেই ধরনেরই বিশেষ কোন অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন? তিনি তো বাতাসে একটি তীর ছুঁড়েছেন মাত্র, সেই তীর কি কোন লক্ষ্যবস্তু ভেদ করেছে। মানুষকে মুগ্ধ করার শক্তি ছেলেটির কী সত্যিই অপরিসীম?

দুজনেই যে নির্বাক হয়ে রয়েছেন সে দিকে কোন খেয়াল ছিল না বেসিলের। তিনি আপন মনে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ছবি এঁকে চলেছেন। সত্যিকারের নিপুণ চিত্রকর ছাড়া এধরনের ছবি আঁকা সত্যিই কল্পনার অতীত।

ডোরিয়েন গ্রে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন; বেসিল, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি একটু বাগানে গিয়ে বসি; আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে এখানে।

বন্ধু, আমি খুব দুঃখিত। ছবি আঁকার সময় আমি অন্য কিছু ভাবতে পারি নে। কিন্তু আজকের মত ভালভাবে আর কোনদিনই তুমি মডেলের কাজ করতে পার নি। একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি। আর আমি তোমার কাছ থেকে যা পেতে চেয়েছিলাম তার সবটুকুই পেয়েছি—অর্দ্ধ-উন্মোচিত দুটি ঠোঁট এবং চোখের ওই উজ্জ্বল আভা। হ্যারি তোমাকে এতক্ষণ কী বলছিল তা আমি জানি নে, কিন্তু সে নিশ্চয় এমন কিছু বলেছিল যার প্রভাবে পড়ে তোমার মুখের ওপরে এই রকম অপরূপ একটি ব্যঞ্জনা ফুটে বেরিয়েছে। মনে হচ্ছে, তোমাকে সে প্রশংসা করছিল। ও যা বলে তার একটি বর্ণও তুমি বিশ্বাস করো না।

উনি মোটেই আমাকে প্রশংসা করেন নি। সম্ভবত সেই জন্যই উনি আমাকে যা বলেছেন তার একটুও আমি বিশ্বাস করতে পারি নি।

ক্লান্ত আর স্বপ্নিল চোখে তাকিয়ে লর্ড হেনরী বললেন: আপনি জানেন আমি যা বলেছি তার সমস্তটাই আপনি বিশ্বাস করেন। আপনার সঙ্গে বাগানে আমিও যাব চলুন। এই স্টুডিয়োর ঘরটিতে ভীষণ গরম লাগছে। বেসিল আমাদের ঠাণ্ডা কিছু খেতে দাও—স্ট্রবেরি মেশানো কিছু।

নিশ্চয়, নিশ্চয় হ্যারি। বেলটা বাজাও। পার্কার এলে তোমাদের যা যা দরকার সব এনে দিতে বলছি। আমার কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সেটুকু আমি যাচ্ছি। ডোরিয়েনকে বেশীক্ষণ আটকে রেখ না। আজকে

আমার যে মুড এসেছে এরকম মুড অনেকদিন আসে নি। এটা আমার সর্বোত্তম সৃষ্টি হবে ; এমনিতেই এটা একটা মাস্টারপিস।

লর্ড হেনরী বাগানে বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন লাইল্যাক ফুলের ঝাড়ের ঠাণ্ডা ছায়ায় ডোরিয়েন গ্রে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রয়েছেন। যেমন করে মানুষ মদ্যপান করে, মনে হল ঠিক সেই রকম ভাবে ফুলের সুগন্ধ তিনি পান করছেন। তিনি তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন ; একটা হাত তাঁর কাঁধের উপরে রাখলেন, এবং মৃদুস্বরে বললেন : আপনি ঠিকই করছেন। অনুভূতি ছাড়া আত্মাকে সুস্থ করা যায় না, যেমন আত্মাকে বাদ দিয়ে অনুভূতি পঙ্গু হয়ে যায়।

যুবকটি চমকে উঠে পিছিয়ে বসেন। তাঁর মাথা খোলা ; এবং গাছের পাতাগুলি তাঁর সেই উদ্দাম বিদ্রোহী চুলগুলির ওপরে পড়ে রঙিন জালের সৃষ্টি করেছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরে মানুষের চোখের মধ্যে যেমন একটা ভীতিজনক বিহ্বলতা জেগে ওঠে তাঁর চোখের ভেতর থেকে সেই রকম একটা ভয়ের আমেজ ফুটে বেরোল। তাঁর খোদাই করা সুন্দর নাকটি কাঁপতে লাগলো, কোন একটি গোপন দুর্বল স্নায়ুর কাঁপুনি জেগে উঠলো তাঁর রঙিন ঠোঁটের ওপরে। ঠোঁট দুটি সেই আবেগে কাঁপতে লাগলো।

লর্ড হেনরী বলে গেলেন, হ্যাঁ, প্রবৃত্তি দিয়ে আত্মাকে নীরোগ করা, আর আত্মা দিয়ে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করা—এটি হল জীবনের একটি প্রধান গোপন কথা। আপনি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। যতটুকু জানেন বলে আপনার ধারণা তার চেয়ে অনেক বেশী আপনি জানেন, ঠিক যেমন যতটা আপনি জানতে চান তার চেয়ে অনেক কম জ্ঞান আপনার রয়েছে।

ভ্রূকুটি করে ডোরিয়েন গ্রে তাঁর মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন। তাঁর সামনে যে দীর্ঘাঙ্গী সুন্দর যুবকটি দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁকে তাঁর ভাল না লেগে উপায় ছিল না। তাঁর রোমান্টিক অলিভ রঙের মুখ এবং ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁকে কৌতূহলী করে তুলেছিল। তাঁর সেই খাদে বাঁধা এবং ক্লান্ত স্বরের মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যেটা তাঁকে মুগ্ধ না করে পারে নি। এমন কি তাঁর ঠাণ্ডা, সাদা, ফুলের মত হাতের মধ্যেও কেমন যেন একটা অদ্ভুত কমনীয়তা ছিল। কথা বলার সময় লর্ড হেনরীর হাতগুলি নড়ছিল ; মনে হচ্ছিল সেগুলি যেন সঙ্গীতের তালে-তালে দুলছে, তাদের যেন নিজস্ব একটা ভাষা রয়েছে। কিন্তু ডোরিয়েনের কেমন যেন ভয় লাগছিল, এবং সেই ভয় পাওয়ার জন্যে তিনি যেন লজ্জিত-ও হচ্ছিলেন।

জের কাছে নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে একজন অপরিচিতের প্রয়োজন হল

কেন? বেসিল হলওয়ার্ডকে তিনি অনেক দিনই জানেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব কোনদিনই তাঁর মনে কোন রকম পরিবর্তন আনতে পারে নি। হঠাৎ তাঁর সামনে এমন একজনের আবির্ভাব হল যিনি তাঁর কাছে জীবনের রহস্যটি প্রকাশ করে দিলেন। কিন্তু তবু ভয় করার কী রয়েছে? তিনি তো স্কুলের ছাত্র অথবা ছাত্রী নন। ভয় পাওয়াটাতো একটা হাস্যকর ব্যাপার।

লর্ড হেনরী বললেন: চলুন, ওই ছায়ায় গিয়ে বসি, পার্কার পানীয় নিয়ে এসেছে, এবং এই রোদের ঝাঁজে আপনি যদি আরও কিছুক্ষণ বসে থাকেন তাহলে আপনার দফা রফা হয়ে যাবে, বেসিল আর কখনও আপনার ছবি তুলবে না। রোদে পোড়া আপনার চলবে না। এটা ঠিক উচিৎ হবে না আপনার।

বাগানের ধারে বসে হাসতে-হাসতে ডোরিয়েন বললেন: তাতে ক্ষতি কী?

তাতে আপনারই সমূহ ক্ষতি, মিঃ গ্রে।

কেন?

কারণ আপনার অনবদ্য যৌবন রয়েছে; আর যৌবন এমন একটা জিনিস থাকে পাওয়ার জন্য মানুষ লালায়িত হয়।

লর্ড হেনরী, আমার কিন্তু সে রকম কিছু মনে হয় না।

না, এখন তা আপনার মনে হবে না। একদিন আপনি যখন বৃদ্ধ হবেন, আপনার দেহের চামড়া যখন কুঁচকে যাবে, আপনি যখন দেখতে কদাকার হয়ে যাবেন, দুশ্চিন্তা আপনার কপালের রেখাগুলিকে যখন কুঞ্চিত করে তুলবে, আর কামনায় আপনার ঠোঁট দুটি মারাত্মকভাবে জ্বলতে থাকবে, তখনই যৌবনের কথা আপনার মনে পড়বে, তখনই আপনি এর অভাবটা ভীষণভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। এখন যেখানেই আপনি যাবেন সেখানেই সবাইকে আনন্দ দেবেন। এটা কি সব সময়েই সম্ভব হবে? আপনার মুখটা কেবল সুন্দর নয়, অসম্ভব সুন্দর, মিঃ গ্রে, হাসবেন না। কথাটা সত্যি। আর সৌন্দর্য যে প্রতিভার একটি স্ফুরণ, অথবা, তার চেয়েও বড়—সেকথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা নেই। সূর্যের আলো, বসন্তকাল, অথবা কালো জলের ওপরে চাঁদের প্রতিফলনের মত এটাও বিশ্বের একটি বড় সত্য। এ নিয়ে তর্ক করার অবকাশ নেই। এর সার্বভৌমত্ব ঈশ্বর ঠিক করে দিয়েছেন। যাদের এই বস্তুটি রয়েছে তারা রাজকুমারের পর্যায়ে পড়েন। হাসছেন? হায়; যখন আপনার যৌবন থাকবে না তখন কিন্তু আপনি আর হাসবেন

না। লোকে মাঝে-মাঝে বলে সৌন্দর্য নাকি দেহের বাইরের জিনিস। তা হতে পারে। কিন্তু চিন্তা যতটা বাহ্যিক এ অন্তত ততটা নয়। আমার কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে সকল বিস্ময়ের সেরা বিস্ময়। বাইরের চেহারা দেখে যারা মানুষকে বিচার করে না তাদের বৈদগ্ধ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ রয়েছে। বিশ্বের আসল রহস্য যা আমরা সাদা চোখে দেখতে পাই তার মধ্যে নিহিত, যা দেখতে পাইনে, তার মধ্যে নয়। হ্যাঁ, মিঃ গ্রে, দেবতারা আপনার ওপরে সদয়। কিন্তু দেবতারা যা দেন তা তাঁরা তাড়াতাড়িই ফিরিয়ে নেন। মাত্র কয়েকটি বছরই আপনি ভালভাবে, পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে পারেন। যৌবন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সৌন্দর্য শেষ হয়ে যাবে; তখনই আপনি হঠাৎ আবিষ্কার করবেন জয় করার মত আর আপনার কিছু নেই; যেটুকু রয়েছে সে শুধু অতীতের স্মৃতি। সেই স্মৃতি পরাজয়ের চেয়েও আপনার কাছে তিক্ত বলে মনে হবে। প্রতি মাসে এই ক্ষয়মান সৌন্দর্য আপনাকে এমন সব পরিবেশের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলবে যেগুলি ভয়ানক ছাড়া আর কিছু নয়। সময় আপনাকে হিংসা করে, আপনার লিলি আর গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, আপনার বুদ্ধিবৃত্তি কমে যাবে, গাল যাবে তুবড়ে, চোখের দৃষ্টি যাবে ক্ষীণ হয়ে। ভীষণভাবে দুঃখ পাবেন আপনি। হায়, যতক্ষণ আপনার যৌবন রয়েছে ততক্ষণই তাকে উপলব্ধি করুন। নীরস নীতিকথা শুনে, অপরিবর্তনীয় ব্যর্থতাকে দেখার জন্যে, অজ্ঞদের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে, সাধারণ আর অশিক্ষিতদের সেবা করার বাসনায় আপনার সোনার দিনগুলিকে নষ্ট করবেন না। এ যুগের এইগুলিই হচ্ছে রুগ্ন আদর্শ, মিথ্যা উন্মাদনা। বাঁচুন, ভগবান আপনাকে যে সুন্দর জীবন দিয়েছেন তাকে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করুন। কোন কিছুই যেন আপনার কাছে নগণ্য বলে গণ্য না হয়; সব সময় নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথে এগিয়ে যান, কিছুই ভয় করবেন না...... একটি নতুন ভোগসুখবাদ—আমাদের শতাব্দী এই মতবাদেই বিশ্বাসী। আপনি হয়ত এর প্রকাশ্য প্রতীক। এমন কিছু নেই যা আপনি আপনার ব্যক্তিত্ব নিয়ে করতে পারেন না। কিছুদিনের জন্যে পৃথিবী আপনার......যখনই আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল তখনই দেখলাম আপনি নিজে কী, এবং কী হতে পারেন সে বিষয়ে আপনি নিজেই জানেন না। আপনার মধ্যে অনেক জিনিস আমি দেখেছি যেগুলি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার মনে হয়েছিল আপনার সম্বন্ধে আপনাকে আমি কিছু বলব। আমার মনে হয়েছিল আপনি যদি নষ্ট হয়ে

যান তাহলে ব্যাপারটা খুবই মর্মান্তিক হবে। কারণ, খুব অল্পদিনই আপনার যৌবন বেঁচে থাকবে। সাধারণ পাহাড়ী ফুল ঝরে যায় বটে, কিন্তু আবার তারা ফোটে। এখনও যেমন, আগামী জুন মাসেও ল্যাবারনাম ফুল তেমনি হলুদ রঙা হয়ে ফুটবে। এখন থেকে এক মাসের মধ্যে ক্লিম্যাটিস লতা গাছের পাতায় বেগনে রঙের তারকা চিহ্নগুলি ফুটে বেরোবে; এবং বছরের পর বছর এর পাতার সবুজ রাত্রিগুলি বেগনে তারকা চিহ্নগুলিকে মেলে ধরবে। কিন্তু কোন দিনই আমরা আমাদের হারানো যৌবনকে ফিরে পাব না। বিশ বছর বয়সে আমাদের মধ্যে যে আনন্দের জয়ধ্বনি ওঠে সেই আনন্দ শেষ পর্যন্ত ঝিমিয়ে আসে। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি শিথিল হয়ে আসে; আমাদের প্রবৃত্তিগুলি পচে যায়। ভয়ঙ্কর অতলে আমরা অধঃপতিত হই। যে বাসনার জন্যে আমরা অতিমাত্রায় ভয় পাই তারই অতৃপ্তির স্মৃতি আমাদের পিছু ধাওয়া করে। যৌবন! যৌবন! এ পৃথিবীতে ও ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছু নেই।

চোখ দুটো বড়-বড় করে, অবাক হয়ে ডোরিয়েন গ্রে তাঁর কথাগুলি শোনেন। লাইল্যাক ফুলের পাপড়িগুলি তাঁর হাত থেকে খসে নিচে শান-বাঁধানো জায়গায় পড়ে যায়, একটা ব্যস্তবাগীশ মৌমাছি কাছে এসে একটু ভনভন করে; তারপরে সে ফুলের ওপরে ঘোরার আশায় ছুটে বেরিয়ে যায়। সামান্য জিনিসের ওপরে কৌতূহল নিয়ে তিনি এর দিকে তাকিয়ে থাকেন; ভয়ে বড় জিনিসের কাছাকাছি ঘেঁষতে না পেরে আমরা ঠিক এই ভাবেই ছোটর দিকে ঝুঁকে পড়ি; কোন নতুন ভাবধারা প্রকাশ করতে না পেরে, অথবা ভয়ঙ্কর কোন চিন্তা যখন হঠাৎ আমাদের মগজকে অবরোধ করে বসে, এবং তার কাছে আমাদের আত্মসমর্পণের দাবি জানায়—তখন আমরা এই ধরনের ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে মেতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে মৌমাছিটা উড়ে গেল, গিয়ে বসলো আর একটি ফুলের ওপরে। ফুলটি এপাশ থেকে ওপাশে ধীরে-ধীরে নড়তে লাগলো।

স্টুডিয়োর দরজার সামনে হঠাৎ চিত্রকরকে দেখা গেল, তিনি ভেতরে আসতে তাঁদের ইশারা করলেন।

তিনি বললেন: আমি অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্যে। আলো বেশ ভালই রয়েছে। তোমাদের পানীয় নিয়ে এস।

তাঁরা দুজনে উঠে পড়লেন, তারপরে ধীরে-ধীরে স্টুডিয়োর দিকে এগিয়ে

গেলেন, সবুজ আর সাদা রঙে মেশানো দুটি প্রজাপতি তাঁদের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে উড়তে লাগলো, বাগানের কোণে একটা পিয়ারা গাছ থেকে একটা থ্রাসপাখী গান সুরু করল।

লর্ড হেনরী তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ গ্রে, আমাকে দেখে আপনি খুশি হয়েছেন ?

হ্যাঁ। বর্তমানে আমি খুশি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই রকম আনন্দ কি সব সময় আমি পাব ?

সব সময়। শব্দ দুটো সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর। কথাটা শুনলেই আমি কাঁপতে থাকি। এই কথাটা বলতে মহিলাদের বেশ ভাল লাগে। চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে চাওয়ার ফলে প্রতিটি রোমান্সকেই তারা নষ্ট করে ফেলে। তা ছাড়া, কথাটা অর্থহীন, খামখেয়াল আর জীবনব্যাপী আকাঙ্খার মধ্যে তফাৎ এই যে খামখেয়াল একটু বেশী দীর্ঘস্থায়ী।

স্টুডিয়োতে ঢোকার পরে ডোরিয়েন গ্রে তাঁর একটি হাত লর্ড হেনরীর কাঁধের ওপরে রেখে বললেন: তাহলে, আমাদের বন্ধুত্ব খামখেয়াল-ই হোক।

এই বলে তিনি প্লাটফর্মের ওপরে উঠে গিয়ে মডেলের ভঙ্গিমায় দাঁড়ালেন।

একটা বড় আরাম কেদারার ওপরে বসে লর্ড হেনরী তাঁকে দেখতে লাগলেন। চারপাশ নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কেবল ক্যানভাসের ওপরে ব্রাশের মৃদু খসখসানি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল, আর যখন চিত্রকর কখনো-সখনো দু একপা পিছিয়ে গিয়ে দূর থেকে তাঁর ছবিটিকে দেখছিলেন তখন। খোলা দরজার ভিতর দিয়ে তির্যক ভঙ্গিতে সূর্যের আলো এসে পড়েছিল, সেই আলোর মধ্যে সোনালি রঙের ধূলিকণাগুলি নাচতে লাগলো। গোলাপ ফুলের ভারি গন্ধ এসে ভরিয়ে দিয়েছিল জায়গাটা।

প্রায় মিনিট পনের কাজ করার পরে হলওয়ার্ড থামলেন; অনেকক্ষণ ধরে ডোরিয়েন গ্রে-র দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপরে তাঁর বিরাট একটা ব্রাশের ডগা দাঁতের মধ্যে চেপে ধরে তাকালেন তাঁর ছবিটির দিকে, ভ্রূকুটি করলেন।

প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে ছবিটা।

এই বলেই তিনি এগিয়ে গিয়ে ক্যানভাসের বাঁদিকের এক কোণে সিঁদুরে অক্ষরে নিজের নামটা লিখে দিলেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন লর্ড হেনরী; ছবিটিকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা

করলেন। অপরূপ চিত্রকলাই বটে, যেন জীবন্ত, প্রাণ-চঞ্চল, একেবারে দ্বিতীয় ডোরিয়েন গ্রে।

তিনি বললেন: বন্ধু, আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর। আধুনিক যুগের একটি সুন্দরতম প্রতিকৃতি তুমি সৃষ্টি করেছ। মিঃ গ্রে, নেমে আসুন, নিজের প্রতিকৃতির দিকে একবার তাকান।

যুবকটি চমকে উঠলেন; মনে হল, হঠাৎ যেন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন।

প্লাটফর্ম থেকে নেমে এসে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: সত্যিই কি শেষ হয়েছে?

চিত্রকর বললেন: প্রায়। আজ তোমার বসা-টি হচ্ছে অদ্ভুত, চমৎকার। তোমার কাছে আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ।

লর্ড হেনরী বললেন: সেই সাফল্যের মূলে রয়েছি আমি। তাই না মিঃ গ্রে?

কোন উত্তর দিলেন না ডোরিয়েন, অন্যমনস্কভাবে একবার তাঁর প্রতিকৃতির সামনে দিয়ে হাঁটলেন; তারপরে সেই দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রতিকৃতিটির সঙ্গে চোখাচোখী হওয়া মাত্র তিনি পিছু ফিরলেন, আনন্দের আতিশয্যে কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে তার গাল দুটি রঙিন হয়ে উঠলো। তাঁর চোখের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল আনন্দের এক টুকরো জ্যোতি, মনে হল, তিনি যেন এই প্রথম নিজেকে চিনতে পেরেছেন। সেইখানে তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন, ভাবতে-ভাবতে অবাক হয়ে কেমন যেন নির্বাক হয়ে গেলেন তিনি। মনে হল, হলওয়ার্ড তাঁকে যেন কিছু বলছেন, কিন্তু ঠিক কী বলছেন তা তাঁর কানে ঢুকলো না। তিনি যে এত সুন্দর এই কথাটা আজই যেন তিনি জীবনে প্রথম বুঝতে পারলেন। এর আগে ঠিক এমনভাবে তিনি বোঝেন নি। বেসিল হলওয়ার্ড এতদিন তাঁকে যে-সব কথা বলে এসেছিলেন সেগুলিকে তিনি বন্ধুর মিষ্ট ভাষণ বলেই মনে করতেন। সে সব কথা তিনি শুনতেন, হাসতেন, এবং ভুলে যেতেন। সেই কথাগুলি তাঁর চরিত্রের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তারপরে এলেন লর্ড হেনরী। যৌবনের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন তিনি, কিন্তু সেই সঙ্গে বলে দিলেন, "সাবধান, যৌবন ক্ষণস্থায়ী।" কথাটা শোনার সময় তাঁর মনে লেগেছিল সত্যি কথা, কিন্তু এখন নিজের পূর্ণ প্রতিকৃতির ছায়ার সামনে দাঁড়িয়ে সেই কথাগুলি তাঁকে বিপুলভাবে নাড়া

দিয়ে গেল। হেনরীর বক্তব্যের আসল ব্যঞ্জনাটা তিনি বুঝতে পারলেন। হ্যাঁ সত্যি কথাই। এমন একটা দিন আসবে যেদিন তাঁর মুখের রেখাগুলি কুঁচকে যাবে, ঝুলে পড়বে গালের চামড়া, চোখের দৃষ্টি হবে নিষ্প্রভ, বিবর্ণ, তাঁর লাবণ্য নষ্ট হয়ে যাবে, নিটোল প্রাণবন্ত স্বাস্থ্যটি ঝুর-ঝুর করে পড়বে ভেঙে। তাঁর ঠোঁটের লালিমা, চুলের সোনালি বর্ণ সব নষ্ট হয়ে যাবে, নিঃশব্দে মিলিয়ে যাবে। আত্মার পরিপোষক যে জীবন—সেই জীবনই তাঁর দেহটিকে বিকৃত করে তুলবে; তিনি পরিণত হবেন একটি ঘৃণ্য, জঘন্য, ভয়ঙ্কর মাংসপিণ্ডে।

এই কথা চিন্তা করতে-করতে একটা তীক্ষ্ণ বেদনা শাণিত লৌহ শলাকার মত বুকে গিয়ে খোঁচা দিল। তাঁর দেহের প্রতিটি স্পর্শকাতর তন্ত্রী সেই আঘাতে আর্তনাদ করে উঠলো। ঘোলাটে হয়ে উঠলো তাঁর চোখ দুটি, ধীরে-ধীরে সে দুটি অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে গেল। মনে হল কার যেন তুষারশীতল একটি হাত তার বুকের ওপরে এসে পড়েছে।

ডোরিয়েন গ্রে-কে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন হলওয়ার্ড; ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে না পেরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: পছন্দ হচ্ছে না?

লর্ড হেনরী বললেন: অবশ্যই ওঁর পছন্দ হয়েছে। এ ছবি কার পছন্দ হবে না? আধুনিক চিত্রকলায় এটি হচ্ছে সর্বোত্তম চিত্র। এর জন্যে তুমি আমার কাছে যা চাও তাই দেব। ছবিটা আমার চাই।

এটা আমার সম্পত্তি নয় হ্যারি।

কার সম্পত্তি?

কার আবার? ডোরিয়েনের।

ভাগ্যবান মানুষ।

ডোরিয়েন গ্রে তখনও তাঁর প্রতিকৃতির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন; সেইভাবে তাকিয়ে থেকেই বিড়বিড় করে অনেকটা স্বগতোক্তির মতই তিনি বললেন: কী দুঃখের, কী দুঃখের! আমি বৃদ্ধ হব, বিকৃত আর ভয়ঙ্কর হব একদিন। কিন্তু এই প্রতিকৃতি চিরকালই যৌবনের আবেগে থাকবে ভরা। আজকের এই জুন মাসের বিশেষ দিনটিতে সে যেমন রয়েছে—চিরকাল সে ঠিক তেমনিই থাকবে।...মনে হবে এ যেন এই সেদিনের ব্যাপার। যদি ঠিক উল্টোটা হোত; আমি চিরকালই যুবক থাকতাম, আর এই প্রতিকৃতিটা যেত বুড়িয়ে। এর জন্য আমি আমার সর্বস্ব দিতে পারতাম। হ্যাঁ, পৃথিবীতে

এমন কিছু নেই যা আমি দিতে পারতাম না; প্রয়োজন হলে, আমার আত্মাকেও বিকিয়ে দিতে পারতাম।

লর্ড হেনরী হেসে বললেন: এ-ব্যবস্থায় নিশ্চয় তুমি রাজী হবে না বেসিল। এর জন্য তুমি অনেক পরিশ্রম করেছ।

হলওয়ার্ড বললেন: আমার খুব বেশী আপত্তি রয়েছে হ্যারি।

ডোরিয়েন গ্রে ঘুরে তাঁদের দিকে তাকালেন; বললেন: বেসিল, আমি জানি তা তুমি করবে। বন্ধুদের চেয়ে তোমার চিত্রকলাকে তুমি বেশী ভালবাস। একটা সবুজ ব্রোঞ্জের মূর্তি ছাড়া তোমার কাছে আমি আর কিছু নই। মনে হয়, ততটুকুও নয়।

চিত্রকর অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডোরিয়েন তো ঠিক এইভাবে কথা বলেন না? ওঁর হল কী? মনে হচ্ছে যেন বেশ চটেছেন তিনি। তাঁর মুখ আর গাল দুটি লাল টকটকে হয়ে উঠেছে।

ডোরিয়েন বলে গেলেন: হ্যাঁ, তোমার হাতির দাঁতের "হারমিস" অথবা রূপোর "ফন" যা, আমার দাম তোমার কাছে তার চেয়ে-ও কম। তুমি তাদের সব সময়েই পছন্দ করবে। কিন্তু আমাকে তোমার কতদিন ভাল লাগবে? যতদিন পর্যন্ত আমার মুখে প্রথম কুঞ্চন না দেখা দেয়। তাই না? এখন আমি বুঝতে পারছি, দেহের সৌন্দর্য, তার দাম যাই হোক, নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ তার সব কিছু হারিয়ে ফেলে, তোমার ছবি আমাকে সেই শিক্ষাই দিয়েছে। লর্ড হেনরী খাঁটি কথা বলেছেন। পরম-পাওয়া বলে যদি মানুষের কিছু থাকে তা হল একমাত্র ঐ যৌবন। যখনই আমার মনে হবে আমি বুড়ো হচ্ছি তখনই আমি আত্মহত্যা করব।

হলওয়ার্ডের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ডোরিয়েনের একটা হাত ধরে তিনি বললেন: ডোরিয়েন, ডোরিয়েন! ওকথা বলো না। তোমার মত বন্ধু আমার নেই, আর হবে-ও না। এইসব জিনিসগুলোকে নিশ্চয় তুমি হিংসে কর না। কর কি? এইসব জিনিসের চেয়ে তুমি অনেক বেশী সুন্দর।

পৃথিবীতে যাদের সৌন্দর্য নষ্ট হয় না তাদের সকলকেই আমি হিংসে করি। আমার যে চিত্রটি তুমি এঁকেছ সেটিকেও হিংসা করি আমি। আমি যা হারাব তা এ ধরে রাখবে কেন? চলমান প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছ থেকে কিছু-না-কিছু সরিয়ে নিচ্ছে; তার পরিবর্তে কিছু দিচ্ছে। হায়রে, এর উলটোটা যদি হতো। যদি চিত্রটারই পরিবর্তন ঘটতো, আমি এখন যা রয়েছি তাই যদি

আমি চিরকাল থাকতাম! তুমি এ-ছবি কেন আঁকলে? একদিন না একদিন এ আমাকে বিদ্রূপ করবে, মর্মান্তিকভাবে বিদ্রূপ করবে!

উষ্ণ অশ্রু তাঁর চোখের ওপরে ছলছল করে উঠলো। তিনি তাঁর হাতটাকে ছিনিয়ে নিলেন। তারপর ডিভানের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখটাকে লুকিয়ে ফেললেন; মনে হল তিনি যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।

চিত্রকর তিক্তভাবে বললেন: এর জন্যে হ্যারি তুমি দায়ী

লর্ড হেনরী চিত্রকরের তিরস্কারকে গ্রাহ্য না করে কাঁধে একটা শ্রাগ করে বললেন: এ-ই হচ্ছে আসল ডোরিয়েন গ্রে—অন্য কিছু নয়।

না, এ তা নয়।

এ যদি তা-ই না হয়, তাহলে একে নিয়ে আমি কি করব?

চিত্রকর বিড়-বিড় করে বললেন: তোমাকে যখন চলে যেতে বলেছিলেন তখনই তোমার চলে যাওয়া উচিৎ ছিল হ্যারি।

লর্ড হেনরী বললেন: তুমি থাকতে বললে বলেই তো থাকলাম।

হ্যারি, একই সঙ্গে আমার দুটি প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে আমি ঝগড়া করে থাকতে পারব না। কিন্তু আমার জীবনের যেটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তোমরা দুজনে সেটিকে ঘৃণা করতে তোমরা দুজনে আমাকে বাধ্য করছ। আমি এটাকে নষ্ট করে ফেলব। এটা ক্যানভাস আর রঙ ছাড়া আর কী! আমাদের তিনটি জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধ্বংস করতে আমি একে দেব না।

এই বলে হলওয়ার্ড ভারি পর্দা দেওয়া জানালার নিচে বসানো ছবি আঁকার টেবিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় ডোরিয়েন গ্রে বালিশের ওপর থেকে মাথাটা তুলে বিবর্ণ মুখে আর অশ্রুসিক্ত লোচনে তাঁর দিকে তাকালেন। হলওয়ার্ড ওখানে কী করছেন? টিনের টিউব আর শুকনো ব্রাশের জঙ্গলে তিনি কি যেন হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন। হ্যাঁ; তিনি লম্বা পাতলা ব্লেডের ষ্টিলের ছুরিটা খুঁজছিলেন। শেষ পর্যন্ত জিনিসটি খুঁজে পেলেন তিনি, তারপরেই প্রতিকৃতিটা এফোঁড়-ওফোঁড় করার জন্য তিনি তৈরি হলেন।

একটা চাপা আর্তনাদ ক'রে ছেলেটি সোফা থেকে লাফিয়ে উঠলেন, এবং দৌড়ে গিয়ে হলওয়ার্ড-এর হাত থেকে ছুরিটা ছিনিয়ে নিলেন। ছুরিটাকে স্টুডিয়োর একধারে ছুঁড়ে ফেলে তিনি বললেন: বেসিল, ও করো না; করো না। ওটা হত্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

ডোরিয়েনের ক্রিয়া কলাপে চিত্রকর কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই

বিস্ময় কাটার পরে তিনি একটু উদাসীনভাবেই বললেন: ডোরিয়েন, তুমি যে শেষ পর্যন্ত আমার তৈরি প্রতিকৃতির মূল্য বুঝতে পেরেছ তা বুঝতে পেরে আমি খুশি হয়েছি। আমি ভাবতে পারি নি যে তুমি তা পারবে।

মূল্য বোঝার কথা বলছ? আমি এর প্রেমে পড়ে গিয়েছি, বেসিল। এটা আমার অচ্ছেদ্য অংশ। এটা আমার মুখের নয়, মনের কথা।

ঠিক আছে। তোমার ছবিটা শুকিয়ে গেলেই তাকে বার্ণিশ করা হবে; বাঁধানো হবে ফ্রেম দিয়ে। তারপর তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তখন তোমার প্রতিকৃতিটা নিয়ে তোমার যা খুশি তা-ই করতে পার।

এই কথা বলে তিনি ঘরের একপ্রান্তে এসে চা আনার জন্য বেল বাজালেন: ডোরিয়েন, নিশ্চয় তুমি চা খাবে? হ্যারি, তুমিও? অথবা, এই সাধারণ আনন্দে তোমাদের কোন আপত্তি রয়েছে?

লর্ড হেনরী বললেন: সাধারণ আনন্দকে আমি পূজো করি। জটিলতার শেষ আশ্রয় ওরাই। কিন্তু একমাত্র স্টেজের ওপরে ছাড়া আমি হই চই পছন্দ করি নে। তোমরা দুজনেই কি অদ্ভুত জীব বলত? আমি ভেবে আশ্চর্য হই কে মানুষকে সামাজিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী বলে চিহ্নিত করেছেন। যত অপরিপক্ক ব্যাখ্যা রয়েছে এটি হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অর্বাচীন। মানুষ অনেক কিছু সন্দেহ নেই; কিন্তু সে আদৌ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নয়। সব দিক দিয়ে ভাবতে গেলে সে যে মোটের ওপরে তা নয় এতে আমি খুশিই হয়েছি। যদিও আমি মনে করি একটা ছবি নিয়ে তোমাদের মত ছোকরাদের এতটা কচকচি করা উচিত হয় নি। বেসিল, এত গোলমালে কাজ নেই। ওটা বরং আমাকে দিয়ে দাও। এই মূর্খ বালক সত্যি সত্যিই ওটা চায় না। আমি চাই।

ডোরিয়েন গ্রে চিৎকার করে উঠলেন: আমাকে না দিয়ে ও-ছবি যদি তুমি আর কাউকে দাও তাহলে আমি তোমাকে কোনদিনই ক্ষমা করব না, বেসিল এবং অন্যলোকে আমাকে বোবা বলবে তা-ও আমি সহ্য করব না।

ডোরিয়েন, তুমি জান এ ছবি তোমার। আঁকার আগেই এটা আমি তোমাকে দান করেছি।

এবং আপনি যে কিছুটা বোকার মত কাজ করেছেন তা আপনি জানেন, মিঃ গ্রে। আপনাকে নিশ্চয় স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে আপনার বয়সটা খুব কাঁচা।

লর্ড হেনরী, আজ সকালেই আমার ভীষণ আপত্তি জানানো উচিৎ ছিল।

হ্যাঁ, আজকে সকাল! তখন থেকেই আপনি বেঁচে আছেন।

দরজায় একটি টোকা পড়ল; বাটলার একটা পেতলের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলো; তারপরে সেটিকে একটি ছোট জাপানী টেবিলের ওপরে রেখে দিল। চায়ের কাপ আর সসারের টুঙ-টাঙ আওয়াজ হল, একটি চাকর বয়ে নিয়ে এল দুটি গোলাকার চায়না ডিশ। ওই দুজনে অবসন্নভাবে টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন ঢাকনির তলায় কী রয়েছে।

লর্ড হেনরী বললেন: আজকে রাত্রিতে আমরা সবাই থিয়েটারে যাই চল। কোথাও না কোথাও নিশ্চয় কিছু-না-কিছু হচ্ছে। হোয়াইট-এ আজ আমার ডিনার খাওয়ার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হচ্ছে আমারই এক বৃদ্ধ বন্ধু। তাঁর আমি একটা টেলিগ্রাম করে দেব, বলব শারীরিক অসুস্থতার জন্যে যেতে পারলাম না; অথবা, হঠাৎ জরুরী কাজ পড়ায় যেতে পারলাম না সে কথাও বলতে পারি। আমার ধারণা অজুহাত হিসাবে ওটা বেশ জুৎসই হবে। অকপটতার মধ্যে যত বিস্ময় রয়েছে এটা হবে তাদের মধ্যে আর এক বিস্ময়।

হলওয়ার্ড বিড়বিড় করলেন: এটা হচ্ছে নিজের পোশাক পরার মত একঘেয়ে। পরার পরেই মনে হয় সেগুলি কত বীতিকিচ্ছি।

লর্ড হেনরী স্বপ্নিল চোখে বললেন: ঠিক কথা। উনবিংশ শতাব্দীর পোশাকই হচ্ছে জঘন্ন। এটা যেমন জাঁকালো তেমনি হতাশাব্যঞ্জক। আধুনিক জীবনে পাপই হচ্ছে একমাত্র রঙিন।

হ্যারি, ডোরিয়েনের কাছে ওই সব কথা বলা তোমার নিশ্চয় উচিৎ হচ্ছে না।

কোন্‌ ডোরিয়েনের কথা তুমি বলছ? যিনি এখন আমাদের জন্যে চা করছেন, তিনি? না, ওই ছবির ডোরিয়েন?

দুজনের কাছেই।

ডোরিয়েন বললেন: লর্ড হেনরী, আমি আজ আপনার সঙ্গে থিয়েটারে যাচ্ছি।

তাহলে আপনি আসুন। বেসিল, তুমিও নিশ্চয় আসছ। না কি?

না; সত্যিই যেতে পারব না। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে আমার।

মিঃ গ্রে, এই পরিস্থিতিতে আমরা একাই যাব।

খুব খুশি হব আমি।

ঠোঁট কামড়ালেন চিত্রকর; তারপরে একটি কাপ হাতে নিয়ে তিনি ছবিটির দিকে এগিয়ে গেলেন। বিষণ্নভাবে তিনি বললেন: আমি আসল ডোরিয়েনের সঙ্গেই থাকবো।

জীবন্ত ছবিটি তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এটাই কি তোমার আসল ডোরিয়েন? আমি কি সত্যিই ওই রকম দেখতে?

হ্যাঁ; তুমি তাই।

কী চমৎকার, কী চমৎকার, বেসিল!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হলওয়ার্ড বললেন: অন্তত বাইরে থেকে দেখতে। তবে এটার কোন পরিবর্তন হবে না। তারও দাম যথেষ্ট।

লর্ড হেনরী চেঁচিয়েই বললেন: আনুগত্য নিয়ে মানুষ কেন যে এত হইচই করে বুঝি নে। এমনকি প্রেমের ব্যাপারেও জিনিসটা শারীরবৃত্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। যুবকরা বিশ্বাসী হ'তে চায়; কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। বৃদ্ধেরা অবিশ্বাসী হ'তে চান; কিন্তু হ'তে পারেন না। এছাড়া আর কিছুই বলার নেই আমাদের।

হলওয়ার্ড বললেন: তুমি আজ থিয়েটারে যেয়ো না ডোরিয়েন। এখানে রয়ে যাও। রাত্রিতে আমরা এক সঙ্গে ডিনার খাব।

না, বেসিল।

কেন?

কারণ লর্ড হেনরীর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য ওর কাছে তোমার দাম বাড়বে না। নিজের প্রতিজ্ঞাই ও ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেলে। আমি অনুরোধ করছি তুমি যেয়ো না।

হেসে মাথা নাড়লেন ডোরিয়েন।

আমি তোমাকে অনুরোধ করছি।

ডোরিয়েন ইতস্তত কর'তে লাগলেন। চায়ের টেবিলে বসে লর্ড হেনরী বেশ রসিকতার দৃষ্টি দিয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ'ছিলেন।

ডোরিয়েন বললেন: আমাকে যেতেই হবে বেসিল।

হলওয়ার্ড বললেন: ঠিক আছে।

তিনি ফিরে গিয়ে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপরে রেখে দিলেন, বললেন: এমনিতেই দেরী হয়ে গিয়েছে। তোমাদের আবার পোশাক পালটাতে হবে।

বিদায়, হ্যারি। বিদায়, ডোরিয়েন। তাড়াতাড়ি একদিন এস। কালকেই।

নিশ্চয়।

ভুলে যাবে না?

না; নিশ্চয় না।

আর……হ্যারি?

বলুন বেসিল।

আজকে সকালে তোমাকে কী বলেছিলেম মনে করে দেখ।

আমার মনে নেই।

তোমার ওপরে আমার বিশ্বাস রয়েছে।

লর্ড হেনরী হেসে বললেন: আমি যদি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারতাম? আসুন, মিঃ গ্রে, বাইরে আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে। আপনাকে আমি যথাস্থানে নামিয়ে দেব। বেসিল, চললাম, আজকের বিকালটা বেশ ভালই কাটলো।

তাঁদের পেছনে দরজটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেসিল সোফার ওপরে ঢলে পড়লেন। তাঁর চোখের ভেতর থেকে একটি ক্লিষ্ট বেদনার জ্যোতি বেরিয়ে এল।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

পরের দিন বেলা সাড়ে বারটার সময় লর্ড হেনরী ওটোন কার্জন স্ট্রীট থেকে বেড়াতে-বেড়াতে তাঁর কাকার সঙ্গে দেখা করার জন্যে অ্যালব্যানীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর কাকা হচ্ছেন লর্ড ফারমোর, বৃদ্ধ এবং অবিবাহিত। বাইরে থেকে কিছুটা রুক্ষ মনে হলেও, আসলে তিনি ছিলেন মিষ্টি স্বভাবের। তাঁর সমাজের বাইরের লোকেরা তাঁকে স্বার্থপর বলে চিহ্নিত করত, কারণ, তাঁর কাছ থেকে তাঁরা কোন উপকার পেত না, অথচ, তাঁর নিজস্ব সমাজে দিলদরিয়া বলে নামডাক ছিল তাঁর, কারণ যারা তাঁকে খুশি করতে পারত তাদের তিনি ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করতেন। ইসাবেলা যখন যুবতী ছিলেন সেই সময় তাঁর বাবা মাদ্রিদে আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ব্যাপারটা অচিন্ত্যনীয়, কিন্তু সত্য যে প্যারিসের দূতাবাসে রাষ্ট্রদূতের পদ না

পাওয়ায় বিরক্ত হয়ে খামখেয়ালী করে তিনি কূটনৈতিক চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসেন। তিনি বিশ্বাস করতেন উচ্চ বংশ, আলস্য, সরকারী চিঠিপত্র লেখার যোগ্যতা, এবং আমোদ প্রমোদের অযৌক্তিক স্পৃহার দিক থেকে বিচার করলে ওই পদটির যোগ্যতম প্রার্থী ছিলেন একমাত্র তিনিই। পুত্রটি ছিলেন তাঁর পিতার সেক্রেটারী। পিতার সঙ্গে-সঙ্গে পুত্রও চাকরিতে ইস্তফা দেন; সে সময়ে সকলেই ভেবেছিল কাজটা তাঁর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হয়েছিল; এবং কিছুদিন পরে পিতার খেতাবের অধিকারী হয়ে, অভিজাত সম্প্রদায়ের যেটি সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কলা—সেই কিছু-না-করার চর্চায় তিনি মসগুল হয়ে রইলেন। শহরে তাঁর দুটি বড় বাড়ী ছিল, বেশী ঝামেলা এড়ানোর জন্য তিনি ছোট বাড়ীতে বাস করতে ভালবাসতেন; খাওয়া-দাওয়া করতেন ক্লাবে। মিডল্যানড-এ তাঁর যে সব কয়লার খনি ছিল সেগুলি দেখাশোনা করতেন কিছুটা। পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে তিনি কয়লার ব্যবসাতে মেতেছেন কেন কেউ এই প্রশ্ন করলে তিনি প্রায়শই বলতেন যে ওইটাই একমাত্র জিনিস যা ভদ্রলোকেরা নিজেদের বাড়ীতে জ্বালানোর ভব্যতা অর্জন করেন। রাজনীতির দিক থেকে তিনি ছিলেন টোরি সম্প্রদায়ভুক্ত; যখন অবশ্য টোরিরা সরকার গঠন করতে অসমর্থ হোত; সেই সময় তিনি তাদের একদল র‍্যাডিক্যাল বলে যথার্থই গালাগালি দিতেন। নিজের পরিচারকের কাছে তিনি ছিলেন বীরপুরুষ যদিও সেই পরিচারকটি সব সময় তাঁর কাছে তর্জন গর্জন করত; বেশীর ভাগ আত্মীয় স্বজনরা তাঁকে রীতিমত ভয় করত, কারণ তিনি প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাঁদের ধমক দিতেন। একমাত্র ইংলণ্ডেই তাঁর মত মানুষের জন্ম সম্ভব। এবং সব সময়েই তিনি অভিযোগ করতেন যে দেশটা একেবারে জাহান্নামে গিয়েছে। তাঁর সমস্ত নীতিগুলিই পুরানো যুগের; কিন্তু তাঁর যতগুলি খেয়াল অথবা, বদখেয়াল রয়েছে তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলা যায়।

লর্ড হেনরী ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর কাকা লর্ড ফারমোর সাধারণ গোছের শিকারে-কোট গায়ে দিয়ে চিরুট খেতে-খেতে টাইমস কাগজের ওপরে চোখ বুলোতে-বুলোতে ঘোঁত-ঘোঁত করছেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন: আরে হ্যারি যে! এত সকালে? আমার ধারণা ছিল তোমাদের মত সুখী ছোকরারা বেলা দুটোর আগে বিছানা থেকে ওঠে না; বিকাল পাঁচটার আগে টিকিটি দেখা যায় না তাদের।

সত্যি বলছি কাকা, একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার! কিছু পেতে এসেছি তোমার কাছ থেকে।

বিকৃত মুখে লর্ড ফারমোর বললেন: সম্ভবত টাকা চাই! ঠিক আছে; বসো; ব্যাপারটা কী খুলে বল আমাকে। আজকাল যুবকরা মনে করে টাকাটাই মানুষের সব।

কোটের বুকে বোতামটা লাগিয়ে লর্ড হেনরী ধীরে-ধীরে বললেন: ঠিক বলেছ কাকা, এবং টাকার সত্যিকার দামটা যে কী তা তারা বড় হলেই বুঝতে পারে। আমি কিন্তু টাকা চাইতে আসি নি। আঙ্কল জর্জ, সত্যিকার টাকার দরকার তাদেরই যাদের জিনিসপত্রের দাম মিটোতে হয়। আমি কোন দিন ক্যাশ টাকা দিয়ে জিনিস কিনি নে। ছোট ছেলের ধারটাই হচ্ছে একমাত্র মূলধন। ওর ওপরে বেশ আরাম করে বাঁচা যায়। তাছাড়া, আমি সব সময় ডার্টমুরের ব্যবসাদারদের সঙ্গে কারবার করি; ফলে, টাকা-পয়সা নিয়ে কোনদিন তারা আমাকে বিরক্ত করে না। বর্তমানে আমি এখানে এসেছি কিছু সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে; অবশ্য এমন কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ নয়; একেবারে অপ্রয়োজনীয়।

ইংলিশ ব্লু-বুক-এ যা রয়েছে তার সবটুকুই আমি তোমাকে বলতে পারি। অবশ্য আজকাল লোকগুলো যা-তা লিখে যাচ্ছে। আমি যখন ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে ছিলাম তখন এখনকার চেয়ে লোকে আরও অনেক ভাল লিখতো। কিন্তু শুনছি ওরা আজকাল পরীক্ষা ক'রে ওই সব চাকরিতে লোক নিচ্ছে। কা তুমি আশা কর? পরীক্ষাটা নিছক প্রতারণা ছাড়া আর কী বল? মানুষ যদি ভদ্রলোক হয় তাহলে তার সব জিনিসই জানা হয়ে যায়; আর যদি সে তা না হয়, তাহলে সে যতটুকু শেখে তার সবটুকুই তার ক্ষতি করে।

লর্ড হেনরী কিছুটা বিকৃত স্বরেই বললেন: তোমার ওই সব সরকারী কেতাবে মিঃ ডোরিয়েন গ্রে-র সম্বন্ধে কিছু লেখা নেই, আঙ্কল জর্জ।

সাদা চুলে ভরা ভুরু দুটি কুঁচকিয়ে লর্ড ফারমোর জিজ্ঞাসা করলেন: মিঃ ডোরিয়েন গ্রে? কে বলত?

সেইটাই তো আমি জানতে এসেছি, আঙ্কল জর্জ। অথবা, বলতেও পার আমি তা জানি, তিনি হচ্ছেন শেষ লর্ড কেলসোর নাতি। তাঁর মা ছিলেন দেবেরু; লেডী মার্গারেট-দেবেরু। তাঁর মায়ের সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছু বল। তিনি কেমন দেখতে ছিলেন? তিনি বিয়ে করেছিলেন কাকে?

তোমার সময়কার প্রায় সকলকেই তুমি চিনতে; তাঁকেও হয়ত তুমি জানতে পার। বর্তমানে মিঃ গ্রে-র সম্বন্ধে কিছু জানার কৌতূহল আমার হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে সবেমাত্র।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি লর্ড হেনরীর স্বর অনুকরণ করে বললেন: কেলসোর নাতি! কেলসোর নাতি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। তার মা-কে আমি খুব ভাল করেই জানতাম। মনে হচ্ছে তার যখন খ্রীশ্চানিং হল সেই থেকেই তাকে আমি জানি। অপরূপ সুন্দরী বলতে যা বোঝা যায় সে ছিল সেই রকম মেয়ে—এই মার্গারেট দেবেরু। একটা কপর্দকশূন্য ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেল মেয়েটা। এই দেখে সবাই তো খ্যাপ্পা। ছোকরাটার কিছুই ছিল না, পদাতিক সেনাবাহিনীতে সামান্য বেয়ারা ছিল মাত্র, কিম্বা, ওই জাতীয় সামান্য একটা চাকরি করত। নিশ্চয়। মনে হচ্ছে এই সেদিনের কথা। বিয়ের কয়েক মাস পরেই স্পা-তে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে ছোকরাটা মারা যায়। এ-সম্বন্ধে একটা নোংরা কথাও অবশ্য শোনা যায়। লোকে বলে কেলসো নাকি একটা বেলজিয়ান গুণ্ডাকে তার পেছনে লেলিয়ে দেয়। গুণ্ডাটা প্রকাশ্য রাস্তার ওপরে জামাইকে অপমান করে। এর জন্যে কিছু অর্থও ঢালতে হয়েছিল তাকে। তারপরেই যা ঘটার ঘটলো। লোকে যেমন ভাবে পায়রা জবাই করে সেই গুণ্ডাটাও ঠিক তেমনিভাবে একদিন সেই ছোকরাকে শেষ করে ফেললো, ব্যাপারটা চেপে দেওয়া হল বটে; কিন্তু সেই থেকে বেশ কিছুদিন কেলসোর সঙ্গে বিশেষ কেউ আর মেলামেশা করত না; বেচারাকে ক্লাবে বসে একাই খাওয়া শেষ করতে হোত। শুনেছি, সে তার মেয়েকে তার নিজের বাড়ীতে ফিরিয়ে এনেছিল। সেই মেয়ে কিন্তু তার বাবার সঙ্গে জীবনে আর কোনদিন কথা বলে নি। না, না; কাজটা কেলসো ভাল করে নি। মেয়েটাও মারা গেল—এক বছরের মধ্যেই। তার একটা ছেলে ছিল। তাই কি? আমার মনে নেই। কেমন দেখতে বলত? যদি তার মায়ের মত হয় তাহলে ছোকরাটাকে নিশ্চয় সুন্দর-ই বলতে হবে।

সায় দিলেন লর্ড হেনরী: দেখতে ছেলেটি বেশ সুন্দরই বটে।

বৃদ্ধ লোকটি বলে চললেন: আশা করি, উপযুক্ত মানুষের হাতেই সে পড়বে। কেলসো যদি তার জন্যে যতটুকু করা উচিৎ তাই করে যায় তাহলে অনেক টাকারও মালিক সে হবে। তার মায়ের ঠাকুরদার মারফৎ সেলবি-র সমস্ত সম্পত্তি তার মা পেয়েছিল। তার ঠাকুরদা কেলসোকে ঘৃণা করতেন

তাঁর মতে কেলসো ছিল একটা ঘৃণ্য কুকুর। কথাটা মিথ্যে নয়। আমি যখন মাদ্রিদে ছিলাম সেই সময় একবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সত্যি বলছি, তাকে দেখে আমি তখন লজ্জিতই হয়েছিলাম। রাণী একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আচ্ছা, ভাড়া নিয়ে কোচোয়ানদের সঙ্গে সব সময়ে ঝগড়া করেন ওই ইংরাজ ভদ্রলোকটি কে বলুন তো? এই নিয়ে স্থানীয় লোকেরা বেশ একটা মুখরোচক গল্পই রচনা করে বসলো। তোমাকে কী বলব, মাস খানেক আমি কোর্টে মুখ দেখাতে পারি নি। আমার ধারণা নাতির সঙ্গে সে খুব একটা ভাল ব্যবহার করত না।

লর্ড হেনরী বললেন: তা আমি জানি নে। আমার ধারণা, ছেলেটির যথেষ্ট অর্থ রয়েছে। তবে সে এখন-ও সাবালক হয় নি। সেলবি যে তাঁর আত্মীয় সেকথা আমি জানি; তিনিই আমাকে তা বলেছেন। আর…তাঁর মা খুব সুন্দরী ছিলেন তাই না?

আমার মতে মার্গারেট দেবেরু সব চেয়ে সুন্দরী রমণী, যাকে বলে পরম সুন্দরী। সে যে কেন অমন কাজ করল তা আমি জানি নে। কত ভাল-ভাল পাত্র ছিল। তাদের যাকে খুশি তাকেই সে বিয়ে করতে পারত। কার্লিংটন তো তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। রোমান্টিক বলতে তোমরা যা বোঝ মার্গারেট ছিল তা-ই। আর শুধু তার কথাই বা বলি কেন ওই বংশের সব মহিলারাই ওই রকম। পুরুষ মানুষরা অতি সাধারণ; কিন্তু মেয়েরা অসাধারণ। কার্লিংটন তার কাছে নতজানু হয়ে প্রেম ভিক্ষা করেছিল; সেকথা সে আমাকে নিজেই বলেছিল। মার্গারেট তাকে বিদ্রূপ করে হাসতো; বিবেচনা কর, লণ্ডনে এমন কোন যুবতী ছিল না যে আর্লিংটনকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে ছোটাছুটি না করত। আচ্ছা হ্যারি, বিয়ের কথা যখন উঠলই তখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ডার্টমুর নাকি একটি অ্যামেরিকান মেয়েকে বিয়ে করতে চায়? কোন ইংরাজ যুবতীই কি তার যোগ্য নয়?

আঙ্কল জর্জ, এখন অ্যামেরিকান বিয়ে করাই তো ফ্যাসান।

টেবিলের ওপরে ঘুষি মেরে লর্ড ফারমোর বললেন: পৃথিবীর সমস্ত মেয়েদের মধ্যে ইংরেজ মেয়েরাই শ্রেষ্ঠ, হ্যারি। একথা আমি জোর করেই বলতে পারি।

সেদিক থেকে অ্যামেরিকান মেয়েদেরই আমাদের দেশের ছেলেরা বেশী পছন্দ করে—একথা আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

তাঁর কাকা বিড়বিড় করলেন : আমি শুনেছি, অ্যামেরিকান মেয়েরা বেশী দিন টেকে না।

দীর্ঘদিন ধরে প্রণয়লীলা তাদের ক্লান্ত করে তোলে ; কিন্তু বেড়াবাজির দৌড়ে তারা অনবদ্য। ঘোড়ার মত সব সময়েই তারা ছুটতে ভালবাসে। ডার্টমুর-এর কোন আশা রয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক গজগজ করে জিজ্ঞাসা করলেন : মেয়েটির আত্মীয় স্বজন কে জান? আছে কেউ?

লর্ড হেনরী মাথা নাড়লেন : অ্যামেরিকান মহিলারা তাদের বাপ মায়ের পরিচয় লুকিয়ে রাখে, ঠিক যেমন ইংরাজ মহিলারা লুকিয়ে রাখে তাদের অতীত জীবনের কাহিনী।

তারা শূয়োর মাংসের ব্যবসা করে, তাই না?

ডার্টমুরের দিক থেকে ভাবলে ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়ায় বটে, আঙ্কল জর্জ, শুনেছি, অ্যামেরিকাতে রাজনীতির পরেই যে ব্যবসাটা জমজমাট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে ঐ শূয়োর মাংসের ব্যবসা।

মেয়েটি কি দেখতে ভাল?

তার ধারণা সে সুন্দরী। বেশীর ভাগ অ্যামেরিকান মহিলারা নিজেদের সুন্দরী বলে মনে করে। তাদের লাবণ্যের এইটাই হচ্ছে গোপন কথা।

এই সব অ্যামেরিকান মহিলারা নিজেদের দেশে কেন থাকতে পারে না বল তো? তারা তো সব সময়েই বলে বেড়াচ্ছে যে অ্যামেরিকা হচ্ছে স্বর্গ।

তাই বটে।—লর্ড হেনরী বললেন—বিশেষ করে সেই জন্যেই ইভ-এর মত সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে তারা ব্যাকুল। এখন আমি চলি আঙ্কল জর্জ। এখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলে লাঞ্চের দেরী হয়ে যাবে। আমি যে সংবাদ জানতে চাই সেইটুকু আমাকে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। নতুন বন্ধুদের সম্বন্ধে সব সময় আমি কিছু জানতে চাই ; পুরানো বন্ধুদের সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই।

আজ কোথায় লাঞ্চ খাচ্ছ হ্যারি?

আন্ট আগাথার বাড়ীতে। আমি আর মিঃ গ্রে দুজনেই যাচ্ছি। তিনিই হচ্ছেন তাঁর সর্বাধুনিক অনুগৃহীত।

হয়। হ্যারি, তোমার আন্ট আগাথাকে জানিয়ে দিয়ো তিনি আর যেন চাঁদা দেওয়ার জন্য বিরক্ত না করেন। আমি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি। ভদ্রমহিলা মনে করেন তাঁর ওই সব বদ খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে চেক কাটা ছাড়া আর কোন কাজ আমার নেই।

ঠিক আছে আঙ্কল জর্জ; তোমার কথা আমি তাঁকে জানিয়ে দেব, কিন্তু তাতে কোন কাজ হবে না। পরোপকারী ব্যক্তিদের মনুষ্যত্ব বলে কোন বোধ-শক্তি নেই। এইটাই হচ্ছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে শব্দ করলেন; তারপরে চাকরকে ডাকার জন্যে বেল বাজালেন। নিচু খিলান পেরিয়ে লর্ড হেনরী বার্লিংটন স্ট্রীটে গিয়ে পড়লেন; তারপরে এগিয়ে চললেন বার্কলে স্কোয়ারের দিকে।

তাহলে ডোরিয়েন গ্রে-র বাবা আর মায়ের কাহিনীটা হল এই? কাহিনীটি যত অমার্জিত ভাবেই বলা হোক না কেন, একটা অদ্ভুত, যাকে বলে আধুনিক রোমান্সের গন্ধে তাঁর মন ভরে উঠেছিল। উন্মাদ আবেগের জন্য একটি সুন্দরী যুবতী জীবনে সবকিছু ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কয়েকটি সপ্তাহের উন্মাদ আনন্দ। তারপরেই একটি ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক অপরাধ তাঁর সেই জীবনকে কেটে ছোট করে দিল। কয়েকটি মাসের নির্বাক যন্ত্রণার পরে জন্ম হল একটি ছেলের। মৃত্যু ছিনিয়ে নিল মাকে; নিঃসঙ্গ শিশুটি পড়ে রইল এমন একটি মানুষের কাছে যার মনে স্নেহ ছিল না, ছিল না কোন ভালবাসা। হ্যাঁ, এইটিই হচ্ছে ছেলেটির জীবনের পটভূমি। এই পরিস্থিতিতেই সে মানুষ হয়েছে; সম্ভবত, এইটাই যেন তাকে পূর্ণ করে তুলেছে। প্রতিটি অপরূপ সৃষ্টির পেছনে রয়েছে এই রকমের একটি যন্ত্রণা, একটি দাহ। সামান্য একটি ফুল ফোটানোর জন্যেও পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়। গত রাত্রিতে ডিনার-এর সময় কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল তাঁকে? সন্ত্রস্ত চোখে আর ঠোঁট দুটি ফাঁক করে একটি উদ্বিগ্ন আনন্দ নিয়ে ক্লাবে ঠিক তাঁর মুখোমুখি বসে ছিলেন তিনি। বাতির লাল রঙের ঢাকনি থেকে রঙিন আলোর দ্যুতি তাঁর মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে গণ্ড দুটিকে গোলাপ-রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর একটি প্রথম শ্রেণীর বেহালায় ঝঙ্কার তোলার মধ্যে কোন ফারাক নেই। প্রতিটি কথা আর ইঙ্গিতের উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। প্রভাব বিস্তার করার মধ্যে একটি চরম আসঙ্গের গন্ধ রয়েছে। আর কোন কাজই বোধ হয় ঠিক এ-রকমটি নয়। এইভাবে নিজের আত্মাটিকে অপর একটি শরীরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে

দাও; একটু অপেক্ষা কর; তারপরে কান পেতে শোন। যৌবনের আবেগে ঝঙ্কৃত হয়ে তোমারই চিন্তাধারা নতুনভাবে রূপায়িত হবে; নতুন তার ব্যঞ্জনা, দ্যোতনা নতুন। নিজের চিন্তাধারা আর একজনের ভাবরসে সিক্তি হয়ে প্রকাশ পাওয়ার মধ্যে সুখকর বস্তু আর নেই; মনে হবে একটি অতীন্দ্রিয় সুবাসের জারক রসে সঞ্জীবিত হয়ে মধুর মত তা একটু-একটু করে ঝরে পড়ছে। আমাদের এই সীমিত, অশালীন যুগে, আত্মসর্বস্ব এবং দেহজ আনন্দে যখন আমরা সবাই মাতোয়ারা, সেই সময় এই রকম একটি অনুভূতি যে নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সত্যিই বড় অদ্ভুত এই ছেলেটি; বেসিল-এর স্টুডিওতে তার সঙ্গে লর্ড হেনরীর নেহাৎ আকস্মিকভাবেই আলাপ হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসের ভাস্কর্যের মত তার গঠন, তার লালিত্য। বিশ্বে এমন কিছু নেই যা তাকে দিয়ে করানো যায় না। তাকে দিয়ে মহীরুহ সৃষ্টি করা যায়—অথবা খেলার পুতুলের মতও ব্যবহার করা যায় তাকে। এই সৌন্দর্য বিবর্ণ হয়ে যাবে—এটা কি দুঃখের কথা।

আর বেসিল! মনস্তত্ত্বের দিক থেকে তার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা কত কৌতুককর। আর্টের নতুন আঙ্গিক, জীবনকে দেখার নতুন রীতি তিনি কী সুন্দরভাবেই না ফুটিয়ে তুলেছেন। অথচ যার প্রতিকৃতির মধ্যে দিয়ে তিনি এই পরীক্ষা করলেন সে তা জানতে-ও পারল না। যে নির্বাক আত্মা এতদিন কুয়াশাচ্ছন্ন বনপ্রদেশে ঘুমিয়েছিল, এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে অদৃশ্যভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই আত্মাটি যেন হঠাৎ বন্য-অপ্সরীর মত নিজেকে প্রকাশ করে দিল। এই আত্মাটিকে প্রকাশ করার জন্যে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নি; কারণ তিনি জানতেন এরই মাধ্যমে অপরূপ সৃষ্টি সম্ভব; সেই আত্মার দ্যুতিতে পৃথিবীর যা কিছু সাধারণ তাই অসাধারণত্ব লাভ করে; অসাধারণত্ব লাভ করে সত্যিকার বাস্তবে রূপায়িত হয়। কী আশ্চর্য্য অনুভূতি—কী অপরূপ সৃজন দক্ষতা।

ইতিহাসে এ রকম দৃষ্টান্তের কথা কোথায় যেন তিনি পড়েছিলেন। চিন্তাকুশলী প্লেটোই কি এই দক্ষতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি? কিন্তু আমাদের দেশে এর নজির নেই। চিত্রকর বেসিল-এর কাছে নিজের অজ্ঞাত-সারেই ডোরিয়েন গ্রে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঠিক সেইভাবেই হেনরী তাকে প্রতিফলিত করবেন। তিনি তার ওপরে নিজের প্রভাব বিস্তার করবেন, সম্পূর্ণভাবে অধিকার করবেন তার চিন্তার জগত; অর্ধেকটা তার প্রায়

অধিকার করেই ফেলেছেন। সেই অনবদ্য আত্মাটিকে তিনি তাঁর নিজস্বকরে নেবেন। ভগবানের এই অদ্ভুত সন্তানটির মধ্যে রয়েছে একটি দুর্ণিবার আকর্ষণ।

হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, চারপাশের বাড়ীগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলেন; দেখলেন তিনি তাঁর কাকীমার বাড়ী অনেকটা পেছনে ফেলে এসেছেন; একটু হেসে তিনি ফিরলেন। কাকীমার থমথমে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই বাটলার তাঁকে জানালেন যে সবাই লাঞ্চের ঘরে রয়েছেন। একটি চাকরকে তাঁর টুপী আর ছড়িটি দিয়ে তিনি ডাইনিং ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

তাঁর দিকে মাথা নেড়ে আন্ট বললেন; হ্যারি, আজ-ও তোমার দেরি হয়েছে—স্বভাব যাবে কোথায়?

হেনরী একটা জুতসই কৈফিয়ত দিয়ে তাঁর পাশের ফাঁকা চেয়ারটায় বসলেন; চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন কে কে এসেছেন। টেবিলের একপ্রান্ত থেকে ডোরিয়েন তাঁর দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ভাবে একবার তাকালেন; তাঁর গালের ওপরে আনন্দের একটা মৃদু রেখা ফুটে উঠলো। বিপরীত দিকে বসেছেন হার্লের ডাচেস। পরিচিত মহলে ভদ্র বলে তাঁর পরিচিতি রয়েছে, এবং তার শরীরের গঠন দেখে সমসাময়িক ইতিহাসকাররা ডাচেস নয় এই রকম সব মহিলাদের শক্ত-সমর্থ বলে রায় দেন। তাঁর পাশে, ডান দিকে বসেছেন স্যার টমাস বার্ডন। ইনি পার্লামেণ্টের র‍্যাডিক্যাল সদস্য। বাইরের জগতে ইনি এঁর দলীয় নেতাকে অনুসরণ করেন; ব্যক্তিগত জীবনে অনুসরণ করেন পাকা রাঁধুনীদের; চরিত্রের দিক থেকে বিজ্ঞ মানুষ; এবং বহুল প্রচারিত বিজ্ঞ নীতির মতই তিনি খানাপিনা করতেন টোরিদের সঙ্গে, চিন্তা করতেন লিবারেলদের মত। তাঁর বাঁদিকের চেয়ারটিতে বসেছেন ট্রেডলির মিঃ এর্কস্কিন, সুন্দর চেহারার সংস্কৃতিবান একটি বৃদ্ধ। চুপচাপ বসে আছেন তিনি; চুপচাপ থাকার কারণটা লেডী আগাথাকে তিনি একবার বলেছিলেন। কারণটা হচ্ছে, তাঁর বলার আর কিছু নেই; যা বলার ছিল তা তিরিশ বছরের মধ্যেই তিনি বলে শেষ করে ফেলেছেন। হেনরীর নিজের পাশে বসেছিলেন মিসেস ভ্যানডেলার; ভদ্রমহিলা তাঁর আনট-এর একজন পুরোনো বন্ধু; মানুষ হিসাবে একেবারে খাঁটি সোনা; কিন্তু পোশাকে আশাকে এবং চেহারায় একেবারে নিকৃষ্ট। তাঁকে দেখে রদ্দি বাঁধাই একটি প্রার্থনার বই-এর কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর কপাল ভাল যে সেই সময় লেডী আগাথা লর্ড ফডেল-এর সঙ্গে তখন তন্ময়

হয়ে কথা বলছিলেন। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, বুদ্ধির দিক থেকে মাঝামাঝি; হাউস-অফ-কমনস-এ মন্ত্রীর ঘোষণার মত যাঁর মাথাটা ছিল টেকো। এতটা তন্ময় হয়ে দুজনে কথা বলছিলেন যেটা তাঁর মতে একটি বিশেষ ত্রুটি; প্রতিটি সৎ মানুষই এই ত্রুটির শিকার, এবং এর হাত থেকে খুব কম মানুষই নিস্তার পেয়েছে।

টেবিলের পাশ থেকে তেরচাভাবে তাকিয়ে মিষ্টি সুরে ডাচেস তাঁকে সম্বোধন করে বললেন: আমরা বেচারা ডার্টমুরের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেম, হেনরী। তোমার কি মনে হয় ডার্টমুর এই কুহকিনী যুবতীটিকে সত্যিই বিয়ে করবে?

আমার বিশ্বাস, মেয়েটি ডার্টমুরকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে মনোস্থির করে ফেলেছে, ডাচেস।

চিৎকার করে উঠলেন লেডী আগাথা: কী ভয়ঙ্কর! সত্যি বলছি, এ ব্যাপারে কার-ও না কার-ও প্রতিবাদ জানানো উচিৎ।

স্যার টমাস বার্ডন উদ্ধতভাবে বললেন: আমি খুব ভাল জায়গা থেকে শুনেছি, মেয়েটির বাবার শুকনো খাবারের দোকান রয়েছে।

স্যার টমাস, আমার কাকা বলেছেন দোকানটা শুয়োরের মাংস প্যাক করার।

শুকনো খাবার! অ্যামেরিকান শুকনো জিনিস বলতে কী বোঝাতে চাও তোমরা!—বেশ উত্তেজিত ভাবে অবাক হয়েই ডাচেস তাঁর বড়-বড় হাত দুটি তুলে প্রশ্ন করলেন।

কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হয়ে লর্ড হেনরী বললেন, অ্যামেরিকান নভেল।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন ডাচেস।

লেডী আগাথা ফিস-ফিস করে বললেন: ওর কথা তোমরা কেউ বিশ্বাস করো না। ও একবিন্দুও সত্যি কথা বলে না।

র‍্যাডিক্যাল সদস্যটি বললেন: যখন অ্যামেরিকা আবিষ্কার করা হল…।

এইটুকু বলার পরেই তিনি কিছু ক্লান্তিকর একঘেয়ে ঘটনার পরিবেশন করতে লাগলেন; এবং যে-সব কথকরা ঘটনার বিশদ বর্ণনায় ক্লান্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে তিনিও তাদের মত তাঁর শ্রোতাদের ক্লান্ত ক'রে তুললেন। ডাচেস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাধা দিয়ে বললেন: অ্যামেরিকাকে যদি কেউ কোন দিন

আবিষ্কার না করত তাহলে কত ভাল হোত। সত্যি বলছি, আমাদের মেয়েদের আর হিল্লে হবে না। এটা খুব অন্যায়।

মিঃ আরস্কিন বললেন: সম্ভবত, অ্যামেরিকা আদৌ আবিষ্কৃত হয় নি। আমার কথা যদি ধরেন তাহলে আমি বলতে পারি যে অ্যামেরিকাকে আমরা সবেমাত্র দেখতে পেয়েছি।

ডাচেস সাধারণভাবে বললেন: তাই বুঝি? আমি কিন্তু অ্যামেরিকার অধিবাসীদের কিছু-কিছু দেখেছি। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে তারা সত্যিই খুব সুন্দর। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদও বেশ ভাল। প্যারিস থেকেই তারা তাদের পোশাক তৈরি করায়। আমি যদি তা পারতাম?

স্যার টমাস রসিকতা করে বললেন, এবং পুরানো পরিত্যক্ত রসিকতার বাণীতে তাঁর বিরাট আলমারী একেবারে ঠাসা। লোকে বলে, সৎ অ্যামেরিকানরা মরার পর প্যারিসে যায়।

ডাচেস প্রশ্ন করলেন: বলেন কী? তাহলে মরার সময় খারাপ অ্যামেরিকানরা কোথায় যায়?

লর্ড হেনরী আস্তে-আস্তে বললেন: অ্যামেরিকায়।

স্যার টমাস ভ্রূকুটি করলেন; লেডী আগাথাকে বললেন: আমার সন্দেহ হচ্ছে, অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে আপনার ভাইপোর মনে কিছু ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। সমস্ত দেশটা আমি গাড়ীতে করে ঘুরেছি; অবশ্য ডায়রেকটাররাই সেই গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন—এসব বিষয়ে ওরা বেশ ভদ্র। আমি আপনাদের নির্ভয়ে বলতে পারি যে অ্যামেরিকাতে শেখার জিনিস অনেক রয়েছে।

মিঃ আরস্কিন করুণভাবে প্রশ্ন করলেন: কিন্তু কিছু শেখার জন্যে আমাদের শিকাগোতে কি যেতেই হবে? আমার তো মনে হয় তার জন্যে যাওয়ার ঝক্কি পোষাবে না।

স্যার টমাস হাত নেড়ে বললেন: ট্রেডলির মিঃ আরস্কিনের ঘরে সারা পৃথিবী ঢোকানো রয়েছে। বাস্তববাদী আমাদের মত মানুষ নিজেদের চোখে সব কিছু দেখতে চায়; বই পড়ে তাদের আশা মেটে না। অ্যামেরিকানরা সত্যিকারের হৃদয়গ্রাহী মানুষ। তাদের কাজ অথবা কথার মধ্যে যুক্তিহীনতার স্থান নেই। আমার মতে ওইটিই তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। হ্যাঁ, মিঃ

আরস্কিন, সত্যিকারের যুক্তিবাদী ওরা। আমি আপনাদের নিশ্চিৎভাবে বলতে পারি বাজে কথা অথবা বাজে কাজের ধার দিয়ে তারা হাঁটে না।

লর্ড হেনরী বললেন: কী বিপদ, কী বিপদ! পাশবিক শক্তি আমি সহ্য করতে পারি; কিন্তু কঠোর যুক্তিবাদ আমার অসহ্য। এই যুক্তি ব্যবহার করার বিপক্ষে কিছু বলার নেই; কিন্তু যুক্তির রাজত্বে ওইটাই হচ্ছে নাভির তলায় আঘাত করার মত অযৌক্তিক।

চটে লাল হয়ে স্যার টমাস বললেন: আপনার বক্তব্যটা আমার মাথায় ঢুকছে না।

মিঃ আরস্কিন হেসে বললেন: আমার মাথায় ঢুকছে, লর্ড হেনরী।

ব্যারনেট যোগ দিলেন: প্যারাডক্স্ অর্থাৎ কূটাভাস হিসাবে কথাটা একরকম সত্যি...

মিঃ আরস্কিন বললেন; কূটাভাস! ওঁর কথার মধ্যে কূটের আভাসটা কোথায় দেখলেন? আমার তা মনে হয় নি। হয়ত আপনার কথাই সত্যি। সত্যের রীতিটাই হচ্ছে কূট। সত্যকে যাচাই করতে গেলে আমাদের সরু শক্ত দড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। সেই দড়ির ওপর দিয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে চলার নিভুলতা অর্জন করতে পারলেই তবে আমরা আসল সত্য উপলব্ধি করতে পারব।

লেডী আগাথা বললেন: হায় ভগবান, পুরুষরা কী রকম তর্ক করে দেখ! সত্যি বলছি, তোমরা কী সব তর্ক করছ তার কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। আর হ্যারি, তোমার ওপরে আমি খুব বিরক্ত হয়েছি। আমাদের প্রিয় ডোরিয়েন গ্রেকে ইসট এন্ড ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তুমি তাঁকে তাতাচ্ছো কেন? আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি এখানে তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। এখানের সবাই তাঁর পিয়ানো বাজানো শুনতে ভালবাসে।

লর্ড হেনরী হেসে বললেন: আমি চাই তাঁর বাজনা আমি শুনবো।

এই বলেই তিনি টেবিলের দিকে তাকালেন; ডোরিয়েন গ্রে-র সম্মতিজ্ঞাপক দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচোখী হল তাঁর।

লেডী আগাথা বললেন: কিন্তু হোয়াইট চ্যাপেলের সবাই বড় কষ্ট পাচ্ছে।

লর্ড হেনরী কাঁধে স্রাগ করে বললেন: দুঃখ ছাড়া সব জিনিসের ওপরেই আমার সহানুভূতি রয়েছে। ওই দুঃখবোধের ওপরে আমার কোন সহানুভূতি নেই। কেউ যন্ত্রণা পেলে আজকাল মানুষরা তাকে সহানুভূতি জানায়।

এটাই হচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর রকমের মানসিক ব্যাধি। মানুষের উচিৎ রঙ, সৌন্দর্য আর আনন্দের সঙ্গে সহানুভূতি জানানো। জীবনের দুঃখ সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

স্যার টমাস গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন: তবু জরুরী সমস্যাটা হচ্ছে ইসট এনড।

লর্ড হেনরী বললেন: ঠিক কথা। এ-সমস্যা হচ্ছে দাসত্বের; ক্রীতদাসদের মনে স্ফূর্তি জাগিয়ে আমরা সেই সমস্যার সমাধান করতে চাই।

রাজনীতিবিদটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে আপনি কী করতে চান?

লর্ড হেনরী হাসলেন: এক আবহাওয়া ছাড়া ইংলণ্ডে আর কিছুই আমি পরিবর্তন করতে চাই নে। দার্শনিক চিন্তা করেই আমি খুশি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ সহানুভূতি খরচ করে-করে একেবারে দেউলে হয়ে গিয়েছে; আমি তাই বিজ্ঞানের কাছে আবেদন রাখছি সে যেন মানুষকে ঠিক পথে চালিত করে। উচ্ছ্বাস আবেগের সুবিধে হচ্ছে এ-মানুষকে বিপদে পরিচালিত করে; আর বিজ্ঞানের সুবিধে হচ্ছে তার কাছে উচ্ছ্বাসের কোন দাম নেই।

মিসেস ভ্যানডেলর ভয়ে-ভয়ে বললেন: কিন্তু আমাদের দায়িত্বও বড কম নয়।

লেডী আগাথা সমর্থন করলেন তাঁর কথা: গুরু দায়িত্ব।

লর্ড হেনরী মিঃ আরস্কিনের দিকে তাকিয়ে বললেন: মানুষ নিজেকে অত্যন্ত সিরিয়াস জীব বলে মনে করে। এইটি হচ্ছে পৃথিবীর আদি পাপ। গুহাবাসী মানুষ যদি হাসতে জানতো তাহলে মানুষের ইতিহাস আজ অন্যভাবে লেখা হোত।

ডাচেস মিষ্টি স্বরে বললেন: তোমার কথায় সান্ত্বনা পেলাম। তোমার আনট-র সঙ্গে দেখা করতে আসার সময় আমি নিজেকে অপরাধিনী মনে করতাম; কারণ, ইসট এনড-এর ওপরে আমার কোন মোহ ছিল না। ভবিষ্যতে কোন রকম লজ্জিত না হয়েই আমি তাঁর মুখের দিকে চাইতে পারব।

লর্ড হেনরী বললেন: একটুখানি লজ্জা ভালই দেখাবে, ডাচেস।

তিনি উত্তর দিলেন: সে কথা ঠিক; তবে ও জিনিসটা যৌবনেই ভাল মানায়। আমার মত বৃদ্ধার গাল যখন লজ্জায় লাল হয়ে যায় তখন দেখতে

কুৎসিতই লাগে। হায়, লর্ড হেনরী, কী করে আবার যৌবন ফিরিয়ে পাওয়া যায় তা যদি আপনি আমাকে বলতে পারতেন।

একটু চিন্তা করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা ডাচেস, পূর্ব জীবনে আপনি কোন দিন খুব বড় ধরনের ভুল করেছিলেন?

ডাচেস বললেন: একটা নয়, অনেক।

লর্ড হেনরী বেশ গম্ভীরভাবেই বললেন: তাহলে সেই ভুলগুলি আবার করুন। যৌবন ফিরে পেতে গেলে প্রথম জীবনের সব ভুলগুলি আবার আপনাকে করতে হবে।

চিৎকার করে উঠলেন ডাচেস: চমৎকার নীতি! ওই নীতিটিকে আবার আমাকে খাটাতে হবে।

স্যার টমাসের পাথর-চাপা ঠোঁটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কথাটা: অতি বিপজ্জনক নীতি!

লেডী আগাথা ঘাড় নাড়লেন; কিন্তু তিনিও খুশি না হয়ে পারলেন না। মিঃ আরস্কিন শুনলেন কথাগুলি।

লর্ড হেনরী তাঁর পূর্ব কথার জের টানলেন: হ্যাঁ; জীবনের গোপন রহস্যগুলির মধ্যে এ হচ্ছে একটি। আজকাল একটি নিঃশব্দ সঞ্চারী সাধারণ জ্ঞানের কবলে পড়ে অধিকাংশ মানুষই মারা যায়; তারা অনেক দেরিতে আবিষ্কার করে যে মানুষ যেগুলির জন্যে অনুতাপ করে না সেগুলি হচ্ছে তাদের ভুল।

সারা টেবিল জুড়ে হাসির বন্যা বয়ে গেল।

কথাটা নিয়ে খেলতে লাগলেন তিনি; ইচ্ছে করেই লোফালুফি করতে লাগলেন। একটা অর্থহীন চিন্তাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে লাগলেন নানাভাবে—কল্পনার রঙে তুললেন রাঙিয়ে, উড়িয়ে দিলেন আপাতবিরোধী সত্যের ডানায়। তাঁর আবেগের উচ্ছ্বাসে মূর্খতার স্তুতি দার্শনিক তত্ত্বে রূপান্তরিত হল। তারুণ্যের উন্মাদনায় সেই দর্শন জীবনের চড়াই-এর ওপরে মনের আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো। জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলি তার সামনে থেকে অরণ্যের পশুর মত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে লাগলো পালাতে। মনে হল যেন একটি অদ্ভুত অপরিকল্পিত কবিতা স্বতঃ উৎসারিত হয়ে তার মুখের মধ্যে থেকে ঝরে পড়ছে। তাঁর মনে হল ডোরিয়েন গ্রে-র চোখ দুটি তাঁর দিকে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে এমন একজন রয়েছেন যাঁকে তিনি মুগ্ধ

করতে চান, এই সজাগ অনুভূতির ফলে তাঁর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, কল্পনা হয়ে উঠলো রঙিন। অপরিসীম চাতুরীর মায়াজাল বিস্তার ক'রে তিনি সবাইকে আত্মপক্ষ সমর্থনে বিভ্রান্ত করে দিলেন; এবং তাঁরাও সকলে হাসতে-হাসতে তাঁকে সমর্থন জানালেন। ডোরিয়েন গ্রে এক দৃষ্টি দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন; যতক্ষণ লর্ড হেনরী কথা বলছিলেন ততক্ষণ তিনি চোখ দুটি অন্য পাশে সরাতে পারেন নি; মনে হল, একটি সম্মোহন মন্ত্র এসে তাঁকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে, অভিভূত করেছে তাঁকে। মাঝে-মাঝে দুজনের স্মিত হাসি দুজনকেই অভিবাদন জানাতে লাগলো; এবং ডোরিয়েনের কালো চোখের তারা দুটি একটি গভীর আবেদনে মুহ্যমান হয়ে পড়লো।

অবশেষে বাস্তব জগতে ফিরে এল সবাই। যুগের উপযোগী পোশাক পরে একটি চাকর ঘরে ঢুকে ডাচেসকে সবিনয়ে জানালো যে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁর গাড়ীটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন এই রকম একটা ভাণ করে নিজের হাত দুটো মুচড়ে বললেন: কী জ্বালা! আমাকে এবার যেতেই হবে। ক্লাব থেকে আমার স্বামীকে তুলে নিতে হবে; উইলিস রুমস-এর 'কাজ নেই তো খই ভাজ' মিটিং-এ যোগ দিতে যাবেন তিনি। একটু দেরী হলেই তিনি রেগে বোম হয়ে যাবেন। আমি তাঁর সঙ্গে রাগারাগি বা হইচই করতে চাই নি। শক্ত কথা বললে তাঁর মাথাটা বিগড়ে যাবে। না, না, আর আমি অপেক্ষা করতে পারব না। আমাকে যেতেই হবে। ডিয়ার আগাথা বিদায়, লর্ড হেনরী, তোমার কথা শুনে খুব আনন্দ হল আমার। ভয়ঙ্কর রকমের দুর্নীতির একটি ডিপো তুমি। তোমার মতবাদের বিরুদ্ধে যে কী বলব তা আমিই জানি নে। একদিন রাত্রিতে আমাদের সঙ্গে ডিনার খেতে এস, আগামী মঙ্গলবার; ওই দিন কি ডিনার খাওয়ার জন্যে কাউকে কথা দিয়েছ?

ঘাড়টা কিঞ্চিৎ নত করে লর্ড হেনরী বললেন: আপনার জন্যে ডাচেস, সকলকে আমি সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করব।

ডাচেস বললেন: সুন্দর কথা; সেই সঙ্গে অন্যায়ও। যাই হোক, আমি ধরে নিলাম তুমি আসছ—আগামী মঙ্গলবার।

এই বলেই তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন; লেডী আগাথা এবং অন্যান্য মহিলারা তাঁকে এগিয়ে দিতে পিছু-পিছু গেলেন।

লর্ড হেনরী আবার বসে পড়লেন। মিঃ আরস্কিন নিজের চেয়ার ছেড়ে

উঠে এলেন ; লর্ড হেনরীর কাছে একটা চেয়ার টেনে বসলেন ; একটা হাত তাঁর হাতের ওপরে রেখে বললেন : আপনার কথা শুনলে আর বই পড়তে ইচ্ছে করে না। আপনি বই লেখেন না কেন ?

আমি বই পড়তে এত ভালবাসি যে বই লেখার কথা ভাবার সময় পাইনে, মিঃ আরস্কিন। আমার একখানা উপন্যাস লেখার নিশ্চয় বাসনা রয়েছে। উপন্যাসটি হবে পার্শিয়ান কার্পেটের মত ঝলমলে, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার এতটুকু সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু পড়বে কে ? আজকাল ইংলণ্ডের পাঠক পাঠিকারা পড়েন কেবল খবরের কাগজ, আর এনসাইক্লোপিডিয়া। পৃথিবীর মধ্যে ইংরেজরাই বোধ হয় একমাত্র জাত সাহিত্যের সৌন্দর্য বলতে ঠিক কি বোঝায় সে-সম্বন্ধে যাদের ধারণা নেই বললেই হয়।

মিঃ আরস্কিন বললেন : আমার মনে হয় আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমারও এক সময় সাহিত্যিক হওয়ার বাসনা ছিল ; কিন্তু সেই বাসনাকে অনেক দিন আগেই আমি পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, যদি অবশ্য বন্ধু বলে আপনাকে সম্বোধন করার অনুমতি দেন, একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি : আজকে লাঞ্চের সময় যেসব কথা আপনি বললেন সেগুলি কি আপনি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করেন ?

লর্ড হেনরী হেসে বললেন, তখন কি বলেছিলাম তা আমার মনে নেই। সত্যিই কি আমার কথাগুলো খুব খারাপ লাগছিল আপনাদের ?

সত্যিই খুব খারাপ। আমার বিশ্বাস আপনার সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের প্রিয় ডাচেসের শেষ পর্যন্ত যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে তার জন্যে আমরা আপনাকেই মূলত দায়ী করব। কিন্তু সে কথা থাক। জীবন সম্বন্ধে আপনি কি বোঝেন সেই সম্বন্ধে কিছু আপনার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই। যে-যুগে আমি জন্মেছি সে যুগটা বড় বিরক্তিকর। কোনদিন যদি লণ্ডনের আবহাওয়ায় আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তাহলে বিনা দ্বিধায় ট্রেডলেতে চলে আসবেন। আমার স্টকে কিছু প্রথম শ্রেণীর বার্গেণ্ডি সুরা রয়েছে। তারই গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে জীবনদর্শন বলতে আপনি কী বোঝেন তাই শোনা যাবে।

খুব খুশি হব আমি। সেদিনের আশায় দিন গুণবো আমি। ট্রেডলের আতিথ্যই কেবল প্রথম শ্রেণীর নয়, আমি জানি, আপনার লাইব্রেরীটি-ও উৎকৃষ্ট।

ভদ্রভাবে এবং ভদ্রসমাজের রীতি অনুযায়ী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁর মাথা কিঞ্চিৎ অবনত করে বললেন: আপনি তাদের পূর্ণ করবেন। এখন আপনার ওই অতিথিবৎসলা আনট-এর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। এখন আমার অ্যাথিনিয়াম-এ যাওয়ার কথা। এইখানেই আমরা ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রা উপভোগ করি।

মিঃ আরস্কিন, আপনারা সবাই?

চল্লিশ জন, চল্লিশটি আরাম কেদারায় চুপ চাপ বসে থাকি আমরা। "ইংলিশ অ্যাকাডেমী অফ লেটারস"-এর সভ্য হওয়ার জন্যে ওইখানেই আমাদের প্রস্তুতি চলে।

হাসলেন লর্ড হেনরী; তারপরে উঠে বললেন: আমি পার্কে যাচ্ছি।

দরজার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ডোরিয়েন গ্রে তাঁকে আলতো ভাবে ধরে ফিসফিস করে বললেন: আমিও যাব।

কিন্তু আমি ভেবেছিলেম বেসিল হলওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে আপনার।

আপনার সঙ্গেই আমি যেতে চাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ; নিশ্চয়। আপনি অমত করবেন না। কথা দিন, সব সময় আমার সঙ্গে আপনি কথা বলবেন? আপনার মত অত সুন্দর কথা আর কেউ বলতে পারবে না।

লর্ড হেনরী হেসে বললেন: আজ আমি অনেক কথা বলেছি। এখন আমি আসল জীবনটা কী তাই দেখতে চাই। আপনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন; এবং ইচ্ছে হলে, আমার চোখ দিয়ে রক্তমাংসে মানুষ বলতে কী বোঝায় তা-ও পারেন দেখতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাসখানেক পরের কথা। সময়, অপরাহ্ন। মে ফেয়ারে লর্ড হেনরীর যে বাড়ী ছিল তারই ছোট লাইব্রেরীতে একটি মোটা গদী-আঁটা ইজি-চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসেছিলেন ডোরিয়েন গ্রে। বলতে গেলে ঘরটি বড় চমৎকার। ভেতরের খিলানগুলি ওক-কাঠের তক্তা দিয়ে আঁটা;

এর পীত রঙের কারুকার্যকরা কার্নিশ, পলেস্তারা করা উঁচু ছাদ আর মেঝে পার্শিয়ান কার্পেট দিয়ে মোড়া। ছোট সাটিন কাঠের টেবিলের ওপরে ক্লডিয়নের তৈরি একটি মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার পাশে পড়ে রয়েছে লা সাঁং নোভেলার একটি কপি; ক্লোভিস ইভ ভ্যালয়-এর মার্গারেটর এটি বেঁধেছেন। চারপাশে ডেইসি ফুলের রঙ দিয়ে ছোপানো; রাণী এই রঙটিই বড় পছন্দ করতেন। কতকগুলি বড়-বড় নীল রঙের চীনা জার আর প্যারটফুলের গুচ্ছ সাজানো রয়েছে অগ্নিকুণ্ডের ওপরে কারুকাজ-করা তাকে। গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে কমলালেবু রঙের আলো জানালার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

লর্ড হেনরী তখন-ও ফেরেন নি। সব সময়েই তিনি দেরি করে ফিরতেন। তাঁর মতে সময়ানুবর্তিতা হচ্ছে সময়-অপহারক। সেই জন্যে ডোরিয়েন গ্রে উদাস দৃষ্টিতে বসেছিলেন; মাঝে-মাঝে চিত্রবহুল ম্যানন লেকট-এর একখানি বই-এর পাতা ওলটাচ্ছিলেন। ঘড়ির অবিরাম টিক টিক শব্দ এক.ঘেয়ে সুরে একটি বিরক্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। ঘর থেকে চলে যাওয়ার জন্যে দুএকবার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন।

অবশেষে দরজার বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ হল; দরজা খুলে গেল। তিনি একটু বিরক্তির সুরে বললেন: হ্যারি, কত দেরী করলে বলত!

তারপরেই তিনি চকিতে একবার আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন; আমাকে ক্ষমা করুন, আমি ভাবছিলাম......

আপনি আমাকে আমার স্বামী বলে ভুল করেছিলেন। আমি তাঁর স্ত্রী মাত্র। আমি নিজেই আমার পরিচয় দিচ্ছি। আপনার ছবি দেখেছি, সেই থেকেই আমি আপনাকে চিনি। আমার স্বামীর কাছে আপনার সতেরখানা ফটো রয়েছে।

লেডী হেনরী, সতেরখানা নয়।

তাহলে, আঠারখানা, সেদিন অপেরাতে তাঁর সঙ্গে আপনাকে আমি দেখেছি।

কথা বলতে-বলতে তিনি একটু হাসলেন; সেই হাসিতে একটু জড়তা ছিল, হাসতে-হাসতে তাঁর সেই ভুলো-না-আমার চোখ দুটি দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। অদ্ভুৎ মহিলা এই লেডী হেনরী। তাঁর পোশাক দেখলে মনে হবে সেগুলি তাঁর মানসিক অব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে তৈরি হয়েছে; পরিধানের মধ্যেও বেশ হঠকারিতার লক্ষণ বিদ্যমান। সাধারণত, সব

সময়েই কার্-ও না কারও সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েন ; এবং প্রতিদিন না পাওয়ার ফলে, তিনি সব সময়েই ভ্রান্তির স্বপ্নে মসগুল হয়ে থাকেন। নিজেকে অপরূপা করে সাজানোর জন্যে চেষ্টার অন্ত ছিল না তাঁর ; কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয় নি। তাঁর নাম ভিকটোরিয়া ; গির্জায় যাওয়াটা তাঁর একটা ঝোঁকে পরিণত হয়েছিল।

আপনি বোধ হয় লোহেন গ্রিন-এর কথা বলছেন, তাই না, লেডী হেনরী ?

হ্যাঁ। আমার প্রিয় লোহেন গ্রিন-এর কথাই বলছি। ওয়াগনারের সঙ্গীত আমার খুব ভাল লাগে। সত্যি কথা বলতে কি অত ভাল আর কার-ও সুরই আমার লাগে না। এ গানের লয় এত চড়া যে নির্বিবাদে কথা বলা যায় ; পাশের লোক সেকথা শুনতে পায় না। চড়া গানের সুবিধে এইখানে, তাই না, মিঃ গ্রে ?

সেই একই রকমের ভীরু হাসি তিনি হাসলেন ; তাঁর পাতলা ঠোঁট দুটি ফাঁক হল ; কচ্ছপের খোলা দিয়ে তৈরি লম্বা একটা কাগজ-কাটা ছুরি তিনি আঙুলের মধ্যে ধরে নাড়াতে লাগলেন।

ডোরিয়েন হেসে তাঁর মাথা নাড়লেন ; লেডী হেনরী, আমার তা মনে হয় না। গানের সময় আমি কথা বলি নে ; বিশেষ করে, গান যদি ভাল হয়। গান খারাপ হলে শ্রোতাদের কর্তব্য হচ্ছে চেঁচিয়ে সেই গান মহৎ করে দেওয়া।

ওঃ, এটা হ্যারিরই একটি মত, তাই না মিঃ গ্রে ? হ্যারির সমস্ত মত-ই আমি তার বন্ধুদের মুখ থেকে শুনতে পাই। তার মত জানার এইটিই আমার একমাত্র উপায়। কিন্তু আপনি নিশ্চয় ভাববেন না আমি ভাল গান পছন্দ করি নে। ভাল গানকে আমি খুব প্রশংসা করি ; কিন্তু ভয়-ও পাই যথেষ্ট। আমাকে এ অতিমাত্রায় কল্পনাবিলাসিনী করে তোলে। আমি পিয়ানোবাদকদের পুজো করি বলতে পারেন, কখন-ও কখন-ও দুজনকে—হ্যারি সেই কথাই আমাকে বলে। তাঁদের মধ্যে কী রয়েছে তা আমি জানি নে ; হয়ত, তাঁরা বিদেশী বলে, ভাল পিয়ানো বাজিয়েদের সবাই বিদেশী, তাই না ? এমন কি যাঁরা ইংলণ্ডে জন্মান তাঁরাও একটা সময় পরে বিদেশী হয়ে যান। তাই না ? তাঁরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ; এবং ললিতকলার পক্ষে সেটা বেশ গৌরবের কথা। এই ধরনের রীতি বাজিয়েদের সার্বজনীন করে তোলে। আপনার তাই মনে হয় না ? মিঃ গ্রে, এই ধরনের কোন মজলিসে আপনি কখনও গিয়েছেন ?

আপনার যাওয়া উচিৎ। ওর্কিড কেনার সামর্থ্য নেই আমার; কিন্তু বিদেশীদের জন্যে কিছু খরচ করতে কার্পণ্য করি নে আমি। তাঁদের উপস্থিতি ঘরকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে তোলে। কিন্তু হ্যারি এসে পড়েছে। হ্যারি, তোমার খোঁজে আমি এই ঘরে ঢুকেছিলেম; তোমার সঙ্গে কিছু দরকার ছিল আমার—কী দরকার ছিল তা আমি ভুলে গিয়েছি। তোমার পরিবর্তে মিঃ গ্রে-কে দেখলাম। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের বেশ চমৎকার আলোচনা হচ্ছিল এতক্ষণ। আমাদের ধারণা প্রায় একই। না, না। আমার মনে হয়, এবিষয়ে আমাদের মতবাদ পৃথক। কিন্তু আমার সঙ্গে আলোচনা করে উনি খুব খুশি হয়েছেন। ওঁকে দেখে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।

বাঁকানো অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি ভুরু তুলে, এবং দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে লর্ড হেনরী বললেন: আমিও খুব খুশি হয়েছি, প্রিয়তমে। দেরি হল বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ডোরিয়েন। ওয়ার্ডোর স্ট্রীটে একটা পুরানো ব্রকেডের তল্লাসে যেতে হয়েছিল আমাকে; এবং দর কষাকষি করতে অনেকটা সময় নষ্ট হল আমার। আজকাল সবাই জিনিসের বাজার দরটাই জানে—কোন জিনিসের মূল্যবোধ বলতে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

হঠাৎ একটু বোকার মত হেসে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে দিলেন লেডী হেনরী; বললেন: আমাকে এখনই বাইরে যেতে হবে। ডাচেসকে গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়ার কথা দিয়েছি আমি, মিঃ গ্রে, হ্যারি, আমি চললাম। সম্ভবত, তুমিও বাইরেই যাচ্ছ? আমিও। সম্ভবত, লেডী থের্নবেরীর বাড়ীতে আমাদের দেখা হবে।

দরজাটা বন্ধ করতে-করতে লর্ড হেনরী বললেন: আমারও তাই মনে হচ্ছে।

ঘরের মধ্যে মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়ে লেডী হেনরী লঘু পদক্ষেপে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন; মনে হল, সারা রাত্রি ধরে বৃষ্টিতে ভিজে স্বর্গের একটা পাখি আটকে পড়েছিল, হঠাৎ দরজা খোলা পেয়ে সে তীব্র বেগে উড়ে গেল। দরজা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরালেন লর্ড হেনরী; তারপরে সোফার ওপরে বসে পড়লেন।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে লর্ড হেনরী বললেন: কটা চুল রয়েছে এরকম কোন মহিলাকে তুমি বিয়ে করো না, ডোরিয়েন।

কেন বলত?

তারা বড় ভাবপ্রবণা হয়।

কিন্তু ওই জাতীয় মানুষকেই যে আমার ভাল লাগে, হ্যারি।

কক্ষনো বিয়ে করো না। মানুষ বিয়ে করে কেন? কারণ, তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কারণ তাদের কৌতূহল থাকে যথেষ্ট। এই জাতীয় মহিলাদের বিয়ে করলে দুদিক থেকেই তাদের নিরাশ হতে হয়।

হেনরী, আমার বিয়ে করার সম্ভাবনা বড় কম। আমি একজনকে খুব ভালবেসে ফেলেছি। এই অদ্ভুত যুক্তি অবশ্য তোমারই। সেইটাই আমি বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে যাচ্ছি—ঠিক অন্যান্য বিষয়েও আমি যেমন তোমার উপদেশ মত চলার বা করার চেষ্টা করি।

একটু থেমে হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন: কাকে তুমি ভালবেসেছ?

লজ্জা পেয়ে ডোরিয়েন বললেন: একজন অভিনেত্রীকে।

লর্ড হেনরী কথাটাকে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে কাঁধে একটা শ্রাগ করে বললেন: এটা একটা সাধারণ রোমান্স ছাড়া আর কিছু নয়।

তাকে দেখলে তুমি একথা বলতে না, হ্যারি।

তার পরিচয়?

তার নাম সাইভিল ভেন।

ওরকম নাম তো কখনও শুনি নি।

কেউ শোনে নি; তবে একদিন সবাই শুনবে। মেয়েটি অভিনয় জগতে একটি জিনিয়াস।

শোন বালক, শোন। কোন নারীই কোন দিন জিনিয়াস-এর পর্যায়ে পড়তে পারে না। নরলোকে ওরা অলঙ্করণের পূজারিণী। কোনদিনই ওদের বলার কিছু থাকে না; কিন্তু সেই কথাটাই ওরা বেশ মিষ্টি করে ললিতকলার ছন্দে বলে যায়। পুরুষরা যেমন নীতির ওপরে মননকে প্রাধান্য দেয়, নারীরা তেমনি প্রাধান্য দেয় মনের ওপরে নিছক বস্তুকে।

হ্যারি, এই রকম কথা বলছ কী করে?

প্রিয় বন্ধু, যেমন করেই বলি; কথাটা সত্যি। বর্তমানে আমি নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করছি; সুতরাং নারীচরিত্র বলতে কী বোঝা যায় তা আমার জানা উচিৎ। বিশ্লেষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে নারী মূলত দুটি শ্রেণীর: সাধারণ, এবং রঙিন। সাধারণ অর্থাৎ ঘরোয়া মহিলারা প্রয়োজন মেটানোর দিক থেকে উৎকৃষ্ট। তুমি যদি সমাজে সম্ভ্রম পেতে চাও তা'হলে এই শ্রেণীর একটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢোক। অন্য শ্রেণীর মহিলারা

দেখতে সুন্দরী; কিন্তু তারা একটা ভুল করে। নিজেদের যুবতী বলে জাহির করার জন্যে তারা অতিমাত্রায় প্রসাধন করে। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা প্রসাধন করতেন সুন্দর করে কথা বলার জন্যে। রুজ-পাউডারের সঙ্গে তখন মেশানো থাকত বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যবিন্যাসের কলাকৌশল। কিন্তু সে যুগকে আমরা আজ হারিয়েছি। আজকাল মহিলারা খুশি হয় কিসে জান? যদি তারা নিজেদের বয়সটাকে তাদের মেয়েদের বয়সের চেয়ে দশটা বছর কমিয়ে আনতে পারে। আর বাচনভঙ্গির কলাকৌশলের কথা যদি ধর তাহলে আমি বলব যে বর্তমানে সারা লণ্ডন শহরে ওই জাতীয়া মহিলা মাত্র পাঁচজন রয়েছেন; এবং সেই পাঁচজনের মধ্যে দু'জনকে কোন সভ্য, বিদগ্ধ সমাজে বার করা যায় না। সে যাক গে; এখন তোমার ওই জিনিয়াসটির সম্বন্ধে আমাকে কিছু বল; কদ্দিন তোমাদের আলাপ হয়েছে?

হায় হ্যারি, তোমার কথা শুনে আমার ভয় লাগছে।

ওগুলো বাদ দাও। কদ্দিন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তোমার?

তিন সপ্তাহের কাছাকাছি।

তার সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায়?

তোমাকে আমি সব বলছি, হ্যারি। কিন্তু আমার কাহিনী শুনে তুমি নির্দয়ের মত হাসবে না। অবশ্য, তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে, এ সমস্যা আমার কোনদিনই দেখা দিত না। জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ভাল করে দেখার একটা উন্মাদ কামনা তুমিই আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে। তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পরে অনেকদিন আমার শিরায়-শিরায় কৌতূহলের ঢল নেমেছিল। পার্কে ঘুরতে-ঘুরতে অথবা পিকাডেলির পথে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে বেড়াতে-বেড়াতে একটা উদগ্র বাসনা নিয়ে, একটি অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল নিয়ে পথচারী প্রতিটি মানুষের দিকে আমি তাকিয়ে থাকতাম। কী ভাবে তারা বেঁচে রয়েছে তাই অনুসন্ধান করে বেড়াতাম। কেউ-কেউ আমাকে মুগ্ধ করেছিল, কেউ-কেউ বা আমাকে করে তুলেছিল ভয়ার্ত। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল লক্ষ লক্ষ বিষের অতি মনোরম কণিকা। উন্মাদ উচ্ছ্বাসের ওপর আমার কেমন যেন একটা ঝোঁক ছিল। ......তারপরে একদিন সন্ধ্যায় জীবনের সম্বন্ধে নতুন কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আমি বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। আমি মনে করেছিলেম আমাদের এই ধোঁয়াটে রঙের দানব লণ্ডন শহরে কেবল বহুবিচিত্র মানুষেরই আবাসস্থল নয়; আদর্শহীন পাপী আর

গৌরবময় পাপে একেবারে বোঝাই। লণ্ডনের এই ব্যাখ্যা অবশ্য তোমারই। ভেবেছিলেম এ-হেন লণ্ডন শহর আমার জন্যে কিছু সঞ্চয় করে রেখেছে। হাজার রকমের কল্পনায় মন আমার উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। নিছক বিপদের সম্ভাবনা আমাকে উৎসাহিত করল। যে চমৎকার রাত্রিতে আমরা দুজনে একসঙ্গে প্রথম ডিনার খেলাম সেদিন তুমি আমাকে যা বলেছিলে তা আমার মনে ছিল। ঠিক কী চাইছিলেম তা আমি জানতাম না, কিন্তু আমি বেরিয়ে গেলাম। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে পূর্বদিকে হাঁটতে-হাঁটতে শেষ পর্যন্ত আমি শক্ত দৈত্যদীঘল গাছ, কালো আর রুক্ষ পার্কের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। সাড়ে আটটার কাছাকাছি আমি একটা কিম্ভূতকিমাকার ছোট থিয়েটারের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম; বড-বড় গ্যাসের আলো আর মোটা-মোটা হরফে লেখা পোস্টারে ঝকমক করছিল তার দেওয়ালগুলি। একটি বিরাটাকার জু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সস্তাদামের সিগার খাচ্ছিল। তার গায়ের ওপরে ওয়েস্ট কোট দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। আসল কথা, ওরকম পোশাক জীবনে আর কখন-ও আমার চোখে পড়েনি। তার আঙুলে একটা তেল চিটচিটে ছোট আঙটি, একটা নোংরা সার্টের মাঝখানে বিরাট একটা হীরে বসানো। আমার সঙ্গে চোখাচোখী হতেই সে জিজ্ঞাসা করল: মি লার্ড, একটা বক্স চাই? এই কথা বলেই দাসত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমাকে অভিবাদন জানানোর উদ্দেশ্যে সে তার টুপীটা খুলে ফেলল। হ্যারি, লোকটির মধ্যে এমন একটি জিনিস ছিল যা আমার কাছে বেশ কৌতুকপ্রদ বলে মনে হয়েছিল। চেহারার দিক থেকে মানুষটা একেবারে দৈত্যবিশেষ। বুঝতে পারছি আমার কথা শুনে মনে-মনে তুমি হাসছ; কিন্তু আমি সত্যি-সত্যিই ভেতরে ঢুকে এক গিনি খরচ করে একটা বক্সের টিকিট কিনে ফেললাম। কেনই বা ওই থিয়েটারে ঢুকলাম, আর কেনই বা অত দামের টিকিট কিনলাম তা আমি আজও বুঝতে পারছি নে, তবু একথাও সত্যি যে আমি যদি সেদিন না যেতাম, সত্যি বলছি হ্যারি, তাহলে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রোমান্স থেকে বঞ্চিত হতাম আমি। দেখতে পাচ্ছি আমার কথা শুনে তুমি হাসছ। ভারি অন্যায়, ভারি অন্যায়।

না ডোরিয়েন, আমি হাসছি না, অন্তত, তোমাকে উপহাস করার জন্যে হাসছি নে। কিন্তু তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রোমান্স বলে ওটিকে চিহ্নিত করো না। বরং বল, ওটি তোমার জীবনের প্রথম রোমান্স। সব সময়েই তোমাকে কেউ না কেউ ভালবাসবে; তুমি ভালবাসবে কাউকে না কাউকে। করার মত

কোন কাজ যাদের হাতে থাকে না এই রকম উচ্ছ্বাসের শিকার হওয়ার নৈতিক অধিকার নিশ্চয় তাদের রয়েছে। দেশের অলস শ্রেণীর ওইটিই একমাত্র কাজ। ভয় পেয়ো না। অনেক অপরূপ সুন্দর জিনিস তোমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে। এই তো সবে সুরু।

চটে উঠলেন ডোরিয়েন গ্রে; একটু চেঁচিয়েই বললেন: তোমার ধারণা আমার চরিত্র এতখানি থেলো, অগম্ভীর?

না; আমার মনে হয় তোমার চরিত্র সত্যিকারের গভীর।

অর্থাৎ?

প্রিয় বালক, অবধান কর। যারা জীবনে একবার মাত্র প্রেমে পড়ে সত্যিকারের অগভীর হচ্ছে তারা। যে জিনিসটাকে তারা আনুগত্য অথবা আস্থা বলে আমার মতে সেটা হয় সামাজিক আলস্য, অথবা, সুস্থ চিন্তার অভাব। বুদ্ধিজীবিদের কাছে চারিত্রিক দৃঢ়তা যা উচ্ছ্বাসময় মানুষের কাছে বিশ্বাসের দাম তাই। দুটিই পরাজয়ের কলঙ্ক ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিশ্বাস! ওটা নিয়ে বিশদ আলোচনা একদিন আমাকে করতেই হবে। এর ভেতরে রয়েছে কিছু হাতিয়ে নেওয়ার প্রয়াস। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলিকে আমরা অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি; ফেলে দিই নে এই ভয়ে যে অন্য লোকে হয়ত সেগুলি কুড়িয়ে নেবে। কিন্তু তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই নে। তোমার গল্পটা বলে যাও।

হ্যাঁ, যা বলছিলেম: আমি একটা বিশ্রী ছোট বক্সের ওপরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বসলাম। একটা নোংরা পর্দা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। পর্দার আড়াল থেকেই ঘরটাকে আমি পরীক্ষা করে দেখছিলেম। বিবাহের নিকৃষ্ট কেকের মত ঘরটা খুবই চটক দিয়ে সাজানো; গ্যালারী আর নিচেটা মোটামুটি ভর্তি ছিল। কেবল খালি ছিল সরু-সরু দুসারি বিবর্ণ স্টল। আর ড্রেস সার্কেলে একজন দর্শকও আমার চোখে পড়ে নি। কমলা লেবু আর জিনজার বিয়ার নিয়ে মহিলারা ঘুরে বেড়াচ্ছে; চারপাশ বাদামের ছাড়ানো খোলায় একেবারে ভরপুর।

ব্রিটিশ নাটকের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

আমার-ও মনে হয় তাই; কিন্তু মন-মেজাজ একেবারে বিগড়ে দেয়। নাটকের নাম শুনে তো আমি অবাক। এ কী কাণ্ড! কী অভিনয় হচ্ছিল বলত, হ্যারি?

আমার ধারণা, নাটকের নাম হয় "ইডিয়ট বোয়" অথবা, "ডাম্ব বাট ইনোসেনট"। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ওই রকম নাটকই পছন্দ করতেন বেশী। যতই দিন যাচ্ছে ডোরিয়েন, ততই বুঝতে পারছি, বাপ-কাকা-জ্যেঠাদের কাছে যেটা ভাল ছিল সেটা আর আমাদের কাছে ভাল নয়। আর্টই বল, অথবা রাজনীতিই বল—সর্বত্র ওই একই ব্যাপার।

'না, হ্যারি; নাটকটা আমাদের পক্ষে ভালই; নাটকের নাম হচ্ছে "রোমিয়ো জুলিয়েট"। এই রকম একটা গর্তের মধ্যে শেকস্‌পীয়রের নাটক অভিনীত হচ্ছে বুঝতে পেরে সত্যি কথা বলতে কি প্রথমেই আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলেম। তবু ভাবলাম, দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কী রকম দাঁড়ায়। যাই হোক, প্রথম অঙ্কটা পর্যন্ত দেখতে আমি মনোস্থির করে ফেলেছিলেম। আবহসঙ্গীত কী ভয়ানক রে বাবা! একটা ভাঙা পিয়ানোর সামনে দাঁড়িয়ে একটি ইহুদী যুবক সঙ্গীত পরিচালনা করছিল। এই দেখেই চম্পট দেব ভাবছি এমন সময় সিন উঠে গেল, সুরু হল অভিনয়। একটি মোটাসোটা বয়স্ক ভদ্রলোক রোমিয়োর অভিনয় করছিলেন; তাঁর ভুরু যুগল কিঞ্চিৎ উঁচু; স্বর শ্রুতিকটু, ভারিক্কি—অনেকটা বিয়োগান্ত ধাঁচের; চেহারাটা হচ্ছে বিয়ারের পিপের মত। মারকিউবিয়োর চেহারাটা আরও খারাপ। অভিনয় করল একটা নিম্নমানের বিদূষকের মত; পোশাক আর চালচলনে মনে হল মানুষটি এই গর্তের আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীর মত তারা-ও কিম্ভূতকিমাকার; তাদের দেখে মনে হল এই মাত্র তারা যেন পাড়া গাঁয়ের কোন অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসছে।

'কিন্তু, জুলিয়েট! হ্যারি, ভেবে দেখ—একটি মেয়ে, সতের ছুঁই-ছুঁই করছে তার বয়স, ফুলের মত ছোট তার মুখ, তামাটে রঙের ঘন চুলের স্তবকে যার মাথাটা গ্রীক ভাস্কর্যের নিপুণ কারুকার্যের মত দেখাচ্ছিল, চোখ দুটি তার ঢল-ঢল, দেখলেই মনে হবে ভাবের উচ্ছ্বাসে যেন তারা উপচে পড়ছে; ঠোঁট দুটি যেন গোলাপের পাপড়ীর মত। জীবনে অত সুন্দর আর কোন যুবতী আমার চোখে পড়ে নি। তুমি একবার আমাকে বলেছিলে যে মানুষের দুঃখ তোমার মনে কোন রেখাপাত করে না।; কিন্তু একটি সুন্দর জিনিস, তা সে যত সামান্যই হোক, তোমার চোখ জলে ভরিয়ে দেয়। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলছি হ্যারি, মেয়েটিকে দেখে আমার চোখ দুটিও জলে ভরে উঠলো; ফলে তার দিকে ভাল করে সেদিন আমি তাকিয়ে থাকতেই পারি নি।

'আর তার কণ্ঠস্বর। ও রকম স্বর আর কখনও আমি শুনি নি। প্রথমে মৃদু স্বরে সে কথা সুরু করল; ধীরে-ধীরে সেই স্বর পরিণত হল উদাত্ত স্বরে; তারপরে সঙ্গীতের মূর্ছনায় আবিষ্ট করে ফেলল তোমাকে। ধীরে-ধীরে সেই স্বর উচ্চ গ্রামে উঠে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। মনে হল অনেক দূরে কোথাও কোন ফ্লুট অথবা সানাই বাজছে। বাগানের দৃশ্যটাও একই রকমের উচ্ছ্বাস বিধুর, নাইটেঙ্গল পাখির গানের মধ্যে দিয়ে ভোরের আলো ফুটে ওঠার কিছু আগে প্রেমিক-প্রেমিকারা আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় যেমন মুষড়ে পড়ে—এই দৃশ্যটিও ঠিক সেই রকমের বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল। মাঝে-মাঝে বিচ্ছেদ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সমতা রাখার চেষ্টায় বেহালার করুণ সুর বেশ চড়া গলায় ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে। তুমি জান, মাঝে-মাঝে কার-ও কণ্ঠস্বর মানুষকে মাতাল করে দেয়, কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে একেবারে মর্মস্থানে গিয়ে আঘাত করে। তোমার স্বর আর সাইবিল ভেন-এর স্বর—এই দুটি স্বর জীবনে আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না, হ্যারি, চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেই আমি সেই স্বর দুটি শুনতে পাই—যদিও চরিত্রের দিক থেকে, ব্যঞ্জনার দিক থেকে তারা ভিন্ন জাতের। ওদের কোন্‌টিকে আমি অনুসরণ করব তা আমি জানি নে।

'আমি তাকে ভালবাসব না কেন? হ্যারি, তাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। আমার জীবনে সে একটি আবিষ্কার ছাড়া আর কিছু নয়। দিনের পর দিন আমি তার অভিনয় দেখতে যাই। একদিন সে রোজালিনড-এর অভিনয় করে; আর একদিন ইমোজেন-এর। প্রিয়তমের বিষ মাখা ঠোঁটে চুম্বন করে, ইটালিয়ান কবরখানার অন্ধকারে তাকে মারা যেতে আমি দেখেছি। আর্ডেন-এর বন প্রদেশে কিশোরের পোশাক পরে কিশোরের বেশে ঘুরে বেড়াতে তাকে আমি দেখেছি। সে উন্মাদ হয়ে অপরাধী রাজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে তাঁর কৃতকার্যের জন্যে অনুশোচনা করতে বাধ্য করেছে। হিংসার কালো কুটিল হাত সেই অপাপবিদ্ধা মেয়েটির শর গাছের মত নরম গলা চিপে ধরেছে। প্রতিটি বয়সের অভিনয় করতে নানান যুগের পোশাক পরা তাকে আমি স্টেজের ওপরে দেখেছি। সাধারণ মেয়েরা কারও চিন্তার জগতে আবেদন জাগায় না। তাদের যুগে তাদের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত সীমিত। কোন জাঁক জমকই তাদের সৌন্দর্য বাড়ায় না, তাদের চিনে নিতে মানুষের বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। তাদের মধ্যে কোন রহস্য নেই। সকালে গাড়ীতে চড়ে তারা পার্কে বেড়াতে যায়; বিকালে চায়ের টেবিলে কিচমিচ করে। তাদের মুখের

হাসি আর চমকপ্রদ পোশাক গতানুগতিকতার ছাপ মারা। তারাই অত্যন্ত সাধারণ।

'কিন্তু অভিনেত্রীদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণের কাছ থেকে তাদের পার্থক্য কত! পৃথিবীতে ভালবাসার একমাত্র উপযুক্ত নারী যে অভিনেত্রী—একথা আগে তুমি আমাকে কেন বল নি হ্যারি?

কারণ, আমি অনেক অভিনেত্রীকে ভালবেসেছি, ডোরিয়েন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়; তুমি সেই সব অভিনেত্রীদের ভালবেসেছ যারা চুলে কলপ দিয়ে আর মুখে প্রসাধনের ছোপ লাগিয়ে বীভৎকিচ্ছি দেখায়।

চুলের কলপ আর মুখের প্রসাধন ওভাবে নাকচ করে দিয়ো না; মাঝে-মাঝে তাদের ভেতরে অসাধারণ মহিলা লুকিয়ে থাকে।

এখন ভাবছি, সাইবিল ভেন-এর কথা তোমাকে না শোনালেই ভাল হোত।

তার কথা আমাকে না বলে তুমি পারতে না, ডোরিয়েন। সারা জীবন ধরে যা করবে তার সবটুকুই তুমি আমাকে বলবে।

হ্যাঁ, হ্যারি; মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথাই বলেছ। তোমাকে কোন কিছু না বলে আমি থাকতে পারি নে। আমার ওপরে তোমার প্রভাব বিস্ময়কর। যদি আমি কোনদিন কোন অন্যায় কাজ করি, তা-ও তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি আমাকে বুঝতে পারবে।

ডোরিয়েন, তোমার মত সুন্দর মানুষ ইচ্ছে করে ভুল করে না। কিন্তু তুমি এইমাত্র যা বললে তার জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এখন বল দেখি—তার আগে দেশলাইটা এগিয়ে দাও—লক্ষ্মী ছেলে—এখন বল সাইবিল ভেন-এর সঙ্গে তোমার আসল সম্পর্কটা কোথায়?

হঠাৎ চটে উঠলেন ডোরিয়েন; চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো তাঁর; তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তিনি বললেন: হ্যারি, সাইবিল ভেন পবিত্র, নিষ্পাপ।

কথার মধ্যে অদ্ভুত একটা দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে লর্ড হেনরী বললেন: ডোরিয়েন, পবিত্র জিনিসকেই মানুষের স্পর্শ করা উচিৎ। কিন্তু তুমি এত বিরক্ত হচ্ছ কেন? আমি ধরে নিচ্ছি একদিন সে তোমারই হবে। প্রেমে পড়লে মানুষ নিজের সঙ্গে প্রতারণা করতে সুরু করে; আর সব সময়ে সুরু করে অপরকে প্রতারণা করতে। এই প্রতারণাকেই আমরা বলি রোমান্স। যাই হোক, ধরে নিচ্ছি, তুমি তাকে চিনতে পেরেছ।

হ্যাঁ, নিশ্চয়; তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। প্রথম যেদিন আমি থিয়েটারে গিয়েছিলেম সেইদিন নাটক ভাঙার পরে সেই ভীষণদর্শন বৃদ্ধ ইহুদী এসে আমার সঙ্গে দেখা করল, তারপরে সাজঘরে নিয়ে গিয়ে সাইবিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিল। আমি খুব চটে উঠে তাকে বললাম: 'জুলিয়েট কয়েকশ বছর আগে মারা গিয়েছে; তার মৃতদেহ এখন ভেরোনার মার্বেল কবরখানার মধ্যে শুয়ে রয়েছে।' সে কেমন ফ্যাল-ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে; তার চাহনি দেখে মনে হল বেটা ভেবেছিল আমি প্রচুর পরিমাণ স্যাম্পেন বা অন্য কোন মাদকদ্রব্য পান করে বেহেড হয়ে গিয়েছি।

তোমার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হই নি, ডোরিয়েন।

তারপরে সে জিজ্ঞাসা করল আমি কোন খবরের কাগজে লিখি কি না, আমি তাকে বললাম—লেখা দূরের কথা কোন খবরের কাগজই আমি পড়ি নে। আমার কথা শুনে মনে হল সে বেশ হতাশ হয়ে পড়েছে; তারপরে সে আমাকে গোপনে জানালো যে সমস্ত নাট্য সমালোচকরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে; এখন, ব্যবসা চালাতে গেলে তাদের সবাইকে কিনে নিতে হবে।

লোকটি যে ঠিক কথা বলেছে সেদিক থেকে আমার কোন রকম সন্দেহ নেই। তবে, একথাও আমি বলতে চাই যে, তাদের চেহারা আর হাবভাব দেখে আমার মনে হয় তাদের কিনতে বেশী কিছু খরচ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

ডোরিয়েন হেসে বললেন: তার কথা শুনে মনে হল সে সামর্থ্যও তার নেই। এই সময় থিয়েটারে আলো নেবানোর সময় হয়ে এল; কয়েকটা বাতি নিবেও গেল। সুতরাং আমাকেও বেরিয়ে আসতে হল। তার ইচ্ছে আমি তার দেওয়া দু' একটা সিগার খাই—আমি তার উপহার প্রত্যাখ্যান করলাম। পরের রাত্রিতেও আমি আবার সেই আগের আসনটি দখল করলাম। আমাকে দেখেই সে মাথাটা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে বলল—আমার মত অর্থশালী এবং দিলদরিয়া পেট্রন তার আর নেই। লোকটা একটা দুর্বিনীত পশু, মানুষকে রূঢ় কথা বলতে ওস্তাদ; কিন্তু শেকসপীয়রকে সে অসাধারণ ভালবাসে। একবার সে বেশ বুক ফুলিয়ে গর্ব করে আমাকে বলেছিল যে ওই "চারণকবিটির" জন্যে সে পাঁচবার দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হয়েছিল। শেকসপীয়রকে সে চারণকবি ছাড়া অন্য কোন নামে ডাকতে রাজি নয়। এই নামে ডাকার মধ্যে সে তার আভিজাত্য খুঁজে পেয়েছে।

হ্যাঁ, এটা তো একটা অভিজাত-বোধ বটেই, ডোরিয়েন—বড় রকমের

অভিজাত-বোধ। অনেক মানুষ গদ্যময় জীবন নিয়ে ফাটকাবাজি খেলতে গিয়ে দেউলিয়া হয়েছে; কাব্যের জন্যে নিজেকে ধ্বংস করা একটা সম্মান বইকি! কিন্তু মিস সাইবিল ভেন-এর সঙ্গে তোমার প্রথম আলাপ হল কবে?

তৃতীয় রাত্রিতে। সেদিন সে রোজালিনড-এর অভিনয় করেছিল। আমি তার কাছাকাছি না গিয়ে পারি নি। আমি তাকে কিছু ফুল ছুঁড়ে দিয়েছিলেম। সে আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। অন্তত, সেই রকমই মনে হল আমার। বৃদ্ধ ইহুদীও তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্যে আমার কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করছিল। আমাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। আমিও তাই শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলাম। তার সঙ্গে আমি যে আলাপ করতে চাই নি সেটা অস্বাভাবিক, তাই না?

না; আমি তা মনে করি নে।

কেন?

এর উত্তর আর একদিন তোমাকে আমি দেব। এখন মেয়েটির সম্বন্ধে আমি কিছু শুনতে চাই।

সাইবিল? ও:; সে বড় লাজুক মেয়ে, আর কি ভদ্র! একেবারে যাকে বলে শিশু, তার অভিনয় সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা হয়েছিল সেকথা আমার মুখ থেকে শুনে সে অবাক হয়ে চোখ দুটো বড়-বড় করে সোৎসাহে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। নিজের দক্ষতার সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার ছিল না। মনে হয়, আমরা দুজনেই কেমন আমতা-আমতা করতে লাগলাম। সেই ধূলিমলিন সাজঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুড়ো ইহুদী পরম কৌতুকের সঙ্গে তাকিয়ে রইল; তারপরে, আমাদের দুজনের ওপরে লম্বা টানা বক্তৃতা দিল; আর আমরা নর্বাক হয়ে শিশুর মত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ইহুদীটি বারবার আমাকে 'মি লার্ড' বলে সম্বোধন করতে লাগল; সেই জন্যে সাইবিলকে নিশ্চিন্ত করতে হল যে আমি আদৌ ও-শ্রেণীর মানুষ নই। সে আমাকে শুধু বলল: আপনি রাজকুমারের চেয়ে দেখতে সুন্দর, আপনাকে আমি "প্রিনস চার্মিঙ" বলে ডাকবো।

সত্যি বলছি ডোরিয়েন, কী ভাবে মানুষকে প্রশংসা করতে হয় সাইবিল তা জানে।

হ্যারি, তুমি তাকে বুঝতে পারছ না। নাটকের একটি অভিনেতা বলেই সে আমাকে ধরে নিয়েছিল। বাস্তব জীবনের সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার নেই।

সে তার মায়ের সঙ্গে থাকে; সংসারের চাপে পড়ে ভদ্রমহিলা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছেন; পরিশ্রমের ক্লান্তিতে স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সুদিন তাঁর জীবনে এসেছিল।

আঙুলের আংটি খুঁটতে-খুঁটতে লর্ড হেনরী মন্তব্য করলেন: ওদের মুখের চেহারা কি তা আমি জানি। ওদের দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়।

ইহুদীটি তার কাহিনী বলার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু আমি তাকে বলতে দিই নি; কারণ, তাতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

তুমি ঠিকই করেছ, অন্য লোকের দুঃখের কাহিনীর মধ্যে সব সময় অসম্ভব রকমের নীচতা রয়েছে।

সাইবিলই একমাত্র জিনিস যার ওপরেই আমার আগ্রহ রয়েছে; সে কোথায় জন্মেছে তা জেনে আমার লাভ নেই। সেই ছোট মাথা থেকে ছোট পা পর্যন্ত সবটাই তার স্বর্গীয়। প্রতিদিন রাত্রিতেই তার অভিনয় আমি দেখতে যাই; আর প্রতিদিনই সে আমার চোখে অপরূপা হয়ে দেখা দেয়।

আমার মনে হয় সেই জন্যেই বুঝি তুমি আজকাল আমার সঙ্গে ডিনারে যাওয়ার সময় পাও না। আমি ভেবেছিলেম তুমি বোধহয় কারও সঙ্গে রোমান্স করছ। করছ ঠিকই; কিন্তু আমি তোমার সম্বন্ধে যা ভেবেছিলাম তা করছ না।

শোন হ্যারি, প্রতিদিন আমরা হয় লাঞ্চ না হয় ডিনার খাই; আর তোমার সঙ্গে এর ভেতরে অনেকবারই আমি অপেরায় গিয়েছি—তাই না! —অবাক হয়ে দুটি নীল চোখ বিস্তারিত করে ডোরিয়েন হেনরীর মৃদু অভিযোগ নস্যাৎ করে দিলেন।

তুমি প্রায়ই অনেক দেরি করে আস।

অবশ্য সাইবিলের অভিনয় না দেখে আমি পারি নে। একটা অঙ্কের জন্যে হলেও আমাকে থিয়েটারে যেতে হয়। তাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি আমি। যখন ভাবি তার ওই হাতির দাঁতের মত কারুকার্যমণ্ডিত ছোট দেহটির মধ্যে অত্যাশ্চর্য একটি আত্মা লুকিয়ে রয়েছে তখন আমি ভয় পেয়ে যাই।

আজ তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খাবে চল, ডোরিয়েন। যাবে না?

ডোরিয়েন মাথা নাড়লো আজ সে ইমোজেন-এর অভিনয় করবে; আগামী কাল সাজবে জুলিয়েট।

কখন সে সাইবিল ভেন-এর অভিনয় করবে?

কোন দিন না।

আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কী ভয়ঙ্কর তুমি হ্যারি? বিশ্বের সমস্ত নায়িকাকে এক করলে যা দাঁড়ায় সাইবিল হচ্ছে তাই। ব্যক্তির চেয়ে অনেক বড় সে। তুমি হাসছ? কিন্তু আমি তোমাকে বলছি সে একটি জিনিয়াস। আমি তাকে ভালবাসি। সে যাতে আমাকে ভালবাসে সে-চেষ্টা আমাকে অবশ্যই করতে হবে। তুমি তো জীবনের অনেক গোপন রহস্যের সন্ধান জান। কেমন করে সাইবিলকে আমি মুগ্ধ করব, কী করলে সে আমাকে ভালবাসবে সে-কথাটা আমাকে তুমি বলে দাও। রোমিয়োকে বাধ্য করব সে যাতে আমাকে হিংসে করে। আমি চাই বিশ্বের মৃত প্রেমিকদের আত্মা যেন আমাদের দ্বৈত হাসির শব্দ শুনতে পায়; শুনতে পেয়ে বিষণ্ণ হয়। আমি চাই আমাদের উন্মাদ ভালবাসার নিঃশ্বাস ধূলায় মেশানো তাদের মৃত আত্মাগুলিকে যেন সঞ্জীবিত করে তোলে, তাদের ছাইগুলিকে বেদনার আঘাতে জর্জরিত করে। ভগবানের দিব্যি, হ্যারি, আমি তাকে পুজো করি।

এই কথা বলতে-বলতে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন; তাঁর গাল দুটি লাল টকটক করতে লাগলো. বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি।

লর্ড হেনরী তাঁকে লক্ষ্য করলেন; মনে-মনে খুশিই হলেন তিনি। বেসিল হলওয়ার্ডের স্টুডিয়োতে যে লাজুক, নম্র, আর ভীতচকিত যুবকটিকে তিনি দেখেছিলেন আজকের এই মানুষটির সঙ্গে পার্থক্য তার কত। তাঁর স্বভাবটি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে, রক্তবর্ণ কুসুমস্তবকে ভরে উঠেছে তাঁর আবেগ। গোপন বিবর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে তাঁর আত্মা, তার সঙ্গে মিতালি করার জন্যে বিবর থেকে এগিয়ে এসেছে আকাঙ্খা।

শেষকালে লর্ড হেনরী জিজ্ঞেস করলেন: তাহলে কি করতে চাও তুমি?

আমি চাই একদিন তুমি আর বেসিল আমার সঙ্গে তার অভিনয় দেখতে এস। এর ফল কী হবে সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমার নেই। অভিনয়ে তার দক্ষতা যে তর্কাতীত সেকথা স্বীকার করতে তোমরাও বাধ্য হবে। তারপরে তাকে আমরা ইহুদীর হাত থেকে ছাড়িয়ে আনব। তিন বছরের জন্যে—আজ থেকে মোটামুটি দু'বছর আট মাসের মত—চুক্তির শর্ত অনুযায়ী

তাকে ওখানে থাকতে হবে। অবশ্য, তাকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে ইহুদীকে কিছু দিতে হবে। সব চুকেবুকে গেলে, ওয়েস্ট এনড-এ আমি একটা থিয়েটার খুলব—সেইখানে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে অভিনয় করাব। আমাকে যেমন সে উন্মাদ করে সেই রকম উন্মাদ সারা বিশ্বকে সে করে তুলবে।

প্রিয় বালক, তোমার ও-আশা পূর্ণ হবে না।

হ্যাঁ; সে করবে। অভিনয় কলাটাকে সে যে বিশেষভাবে রপ্ত করেছে তা-ই নয়; ব্যক্তিত্ব-ও তার খুব জোরালো, এবং তুমি আমাকে অনেক বারই বলেছ যে আধুনিক যুগকে যা নাচাতে পারে তা মানুষের নীতি নয়, ব্যক্তিত্ব।

ঠিক আছে। কবে আমরা যাচ্ছি?

দাঁড়াও, দেখি। আজ হচ্ছে মঙ্গলবার। আগামীকাল যাই চল। কাল সে জুলিয়েটের অভিনয় করবে।

বহুৎ আচ্ছা। ব্রিস্টল—রাত আটটা। বেসিলকে আমি আনানোর ব্যবস্থা করব।

আটটা নয়, প্রিন্স হ্যারি। সাড়ে ছ'টা। পর্দা ওঠার আগেই আমাদের সেখানে পৌঁছতে হবে। প্রথম অঙ্কেই রোমিয়োর সঙ্গে তার দেখা হবে। সেই সময়েই তাকে তোমাদের দেখা উচিৎ।

সাড়ে ছ'টা! যা বাব্বা। ওই সময় তো লোকে হয় "মিট টি" খায়, অথবা ইংরিজি নভেল পড়ে। সাতটা কর অন্তত। রাত্রি সাতটার আগে কোন ভদ্রলোকই ডিনার খেতে বেরোয় না। এর মধ্যে বেসিলের সঙ্গে কি দেখা হবে তোমার? না, আমি তাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেব?

প্রিয় বেসিল। সাত-সাতটা দিন তাকে আমি দেখি নি। কাজটা আমার খুব খারাপ হয়েছে। এর মধ্যে একটি অদ্ভুত সুন্দর ফ্রেমে বাঁধাই করে, ফ্রেমের ডিজাইন কী হবে সেটা সে নিজেই ঠিক করে দিয়েছে—সে আমার প্রতিকৃতিটা পাঠিয়ে দিয়েছে। যদিও আমার বয়স এক মাস বেড়ে যাওয়ার ফলে ছবিটাকে আমি হিংসে করি তবু একথাও আমি স্বীকার না করে পারব না যে ছবি দেখে আমি আনন্দ পেয়েছি। তুমিও বরং তাকে চিঠি দিয়ে দাও একটা। একা তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই নে। তার কথা শুনতে বিরক্ত লাগে আমার। সে আমাকে কেবল সৎ উপদেশ দেয়।

লর্ড হেনরী হাসলেন: নিজেদের যা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন সেইটাই

বিলিয়ে দিতে মানুষ বড় আনন্দ পায়। এই অভ্যাসটাকে আমি বলি বদান্যতার গভীরতা।

কিন্তু বেসিল আমাদের বন্ধু হিসাবে সেরা ; তবে আমার মনে হয় চরিত্রের দিক থেকে মানুষটি একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ। তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরেই, হ্যারি, এ জিনিসটা আমি বুঝতে পেরেছি।

বেসিলের সব কিছু মাধুর্য সবই তুমি তার কাজের মধ্যে দেখতে পাবে। ফলে, নিজের বলতে কুসংস্কার, নীতিবোধ, আর যাকে আমরা 'কমনসেনস' বলি এগুলি ছাড়া তার আর কিছু নেই। ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে আমি জানি নিম্নমানের আর্টিস্টরাই হচ্ছে সত্যিকারের আলাপী। তাদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। সত্যিকার ভাল আর্টিস্টরা বেঁচে থাকে তাদের সৃষ্টির মধ্যে ; ফলে ব্যক্তিগত জীবনে তারা কাউকেই আকর্ষণ করতে পারে না। বড় কবি, অর্থাৎ, যাঁকে আমরা সত্যিকার বড় কবি বলি—হচ্ছেন ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বের সব চেয়ে অকবি। কিন্তু নিম্নমানের কবিদের সঙ্গে মিশলে চমৎকৃত হ'তে হয়। তাদের ছন্দ যত খারাপ, ততই তারা সুন্দর করে নিজেদের প্রকাশ করে। যে কবি একটিমাত্র দ্বিতীয় মানের চতুর্দশপদী কবিতার বই ছাপিয়েছেন নরকুলে বাহোবা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র তিনি-ই। যে কাব্য সৌরভ পরিবেশন করা তাঁর সাধ্যাতীত, মজার কথা হচ্ছে সেই সৌরভের মধ্যে তিনি নিজে বাস করেন। অপরে কবিতা লেখে বটে ; কিন্তু সেই কাব্যরস পান করার মত সাহস তাদের নেই।

টেবিলের ওপরে বড় একটা বোতলে আতর ঢালা ছিল ; রুমালে সেই আতর কিছুটা ছিটিয়ে ডোরিয়েন বললেন : হ্যারি, তুমি যা বললে তাই কি সত্যি ? তুমি যদি বল, তাহলে তাই সত্যি হতে বাধ্য। আমি এখন চললাম। ইমোজেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আগামী কালের কথা ভুলে যেয়ো না। বিদায়।

ডোরিয়েন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। লর্ড হেনরীর ভারি-ভারি চোখের পাতাগুলি নেমে এল। তিনি ভাবতে লাগলেন। সত্যি কথা বলতে কি ডোরিয়েন গ্রে তাঁকে যেমন করে আকর্ষণ করেছিলেন তেমন আকর্ষণ আর কেউ তাঁকে করতে পারে নি। তবু ছোকরা যে আর এক জনকে পাগলের মত প্রশংসা করে তা তিনি যেন সহ্য করতে পারছিলেন না, তার মনের কোথায় যেন একটা কাঁটা খচখচ করে বিঁধছিল। তিনি খুশি-ও হয়েছিলেন। এর ফলে,

ডোরিয়েন-কে আরও ভাল করে বিশ্লেষণ করার সুযোগ হল তাঁর। প্রকৃতি বিজ্ঞানকে তিনি কোনদিনই অস্বীকার করতে পারেন নি, কিন্তু বিজ্ঞানের সাধারণ শাখাগুলি কোনদিনই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে নি, সেগুলিকে তিনি অর্থহীন বলেই মনে করতেন। সেই জন্যে সুরু করেছিলেন তিনি নিজেক ব্যবচ্ছেদ করতে; শেষ করলেন অন্য লোককে ব্যবচ্ছেদ করে। মানুষের জীবন—তিনি মনে করতেন মানুষের জীবনটাই হচ্ছে বিচার করার বিশ্লেষণ করার একমাত্র উপযুক্ত জিনিস। এর সঙ্গে তুলনা করলে আর সব বস্তুই তাদের জেল্লা হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে তাদের মূল্যবোধ। এটা সত্যি যে মানুষ যখন এই বেদনা আর আনন্দের আধারটিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করল তখন মুখে কাঁচের মুখোস পরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি; সম্ভব হয় নি দগ্ধমান সালফারের ধোঁয়া সরিয়ে রাখা, সে ধোঁয়া কেবল মস্তিষ্ককেই জখম করে খ্যান্ত হয় নি, আমাদের চিন্তার জগতে বিপর্যয় ডেকে এনেছে, স্বপ্নকে করেছে বিকৃত। এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে তাদের চরিত্র কী ভালভাবে জানতে গেলে নিজেদের অসুস্থ করতে হয়। এমন কয়েকটি ব্যাধি রয়েছে যাদের ভালভাবে জানতে গেলে আপনাকে অসুস্থ হতে হবে। কিন্তু তবু কী পুরস্কারই না মানুষে পায়! তার কাছে পৃথিবী কী আশ্চর্য রকমের সুন্দরই না দেখায়? মানুষের মনে কেন উচ্ছ্বাস জাগে, তার চরিত্রটাই বা কী, বুদ্ধিজীবিদের রঙিন জীবনের উচ্ছ্বাস বলতেই বা কী বোঝা যায়, কোথায় তাদের মিল রয়েছে। অমিলটাই বা কোথায়—এই সব পর্যবেক্ষণ করা, বিশ্লেষণ করার মধ্যে একটা আনন্দ রয়েছে। তার জন্যে মানুষকে কী দাম দিতে হবে তা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। কোন সংবেদনের জন্যেই মানুষ খুব বেশী একটা দাম দিতে পারে না।

তিনি তা জানতেন। যে চিন্তাটা তাঁর কটা চোখের মধ্যে আনন্দের সামান্য একটু রশ্মি ফুটিয়ে তুলল—ডোরিয়েনের যে মিষ্টি কথাগুলি তাঁর কানে গিয়েছিল সেইগুলি থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ডোরিয়েন গ্রে-র হৃদয় এই শ্বেতাঙ্গিনীর দিকে ঝুঁকেছে; তাকেই তিনি পূজা করছেন। ছেলেটি অনেকখানি তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। তিনিই তাঁকে নাবালক করে রেখেছেন। এটা অবহেলার বস্তু নয়। জীবন তার রহস্য প্রকাশ করে না দেওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষে অপেক্ষা করে; কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা খুব কমই রয়েছে—আর এরাই হচ্ছেন নির্বাচিত কিছু জনপ্রতিনিধি—যবনিকা তুলে নেওয়ার আগেই যাঁদের কাছে জীবনের রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। কখনও-কখনও,

জীবনের এই ব্যঞ্জনাটি ফুটে ওঠে চিত্রকলার মাধ্যমে; বিশেষ করে—সাহিত্য কলায়; কারণ, উচ্ছ্বাস এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সমন্বয় ঘটানোই সাহিত্যের কাজ। কিন্তু মাঝে-মাঝে কখনও-সখনও কোন জটিল ব্যক্তিত্ব বিচারকের স্থান অধিকার করে বসে, এবং আর্টের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কবিতা, ভাস্কর্য, অথবা চিত্রকলার মত মানুষের জীবন-ও আর্টের একটি বিস্তৃত লীলা ক্ষেত্র ছাড়া আর কী?

সত্যি কথাই। ছোকরাটির বুদ্ধি এখনও পর্যন্ত পোক্ত হয় নি। বসন্ত কালেই সে শস্য কাটার আয়োজনে মেতে উঠেছে। যৌবনের সমস্ত উন্মাদনা তাঁর মধ্যে রয়েছে; কিন্তু তিনি আজকাল আত্ম সচেতন হয়ে উঠেছেন। তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করাটা বেশ আনন্দের। সেই সুন্দর মুখ, আর সুন্দর আত্মা—দুই-এ জড়িয়ে তাঁর যে সত্তাটি গড়ে উঠেছে তার দিকে অবাক হয়েই চেয়ে থাকতে হয়। কী ভাবে এই জীবনের পরিণতি আসবে তা ভেবে লাভ নেই কিছু। অভিনয়ের মঞ্চে তিনি সেই ধরনের একজন আদর্শ অভিনেতা যাঁর ব্যক্তিগত সুখের সন্ধান রাখার কোন সম্ভাবনা আমাদের নেই, অথচ যাঁর দুঃখবোধ আমাদের অভিভূত করে তোলে। যাঁর দেহের ক্ষত তাজা গোলাপের মত লাল টকটকে।

আত্মা এবং দেহ, দেহ আর আত্মা—কী অদ্ভুত সৃষ্টি ভগবানের। আত্মার মধ্যে পশুত্ব রয়েছে, দেহের মধ্যে মাঝে-মাঝে অধ্যাত্ম জগতের প্রতিফলন ঘটে। আমাদের প্রবৃত্তিগুলি সুন্দর হতে পারে, এবং অধঃপতন ঘটতে পারে ধীশক্তির। জৈব উচ্ছ্বাসের সমাপ্তি কোথায় অথবা কোথা থেকে আমাদের দৈহিক সংবেদনের সৃষ্টি হয়—এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? সাধারণ মনস্তত্ত্ববিদরা নিজেদের ইচ্ছামত যে সব ব্যাখ্যা দিয়ে গিয়েছেন সেগুলি কত অগভীর। এবং বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যে বিভিন্ন মত আর পথের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা সে কথা কে বলবে? পাপের ঘরে যে আত্মা বসে রয়েছে সেটা কি ছায়া মাত্র? অথবা, দেহটা সত্যি-সত্যিই আত্মার অন্তজ? বস্তু থেকে তার শক্তির বিচ্যুতি সত্যিই বড় রহস্যময়; আর বস্তুর সঙ্গে তার শক্তির সংহতি একই রকম রহস্যে ঘেরা। কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক এ-সম্বন্ধে শেষ কথা কে বলবে!

আচ্ছা, মনস্তত্ত্বই কি শেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার মধ্যে দিয়ে মানুষের অবচেতন মনের সমস্ত কিছু ছোট খাট চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়? তিনি

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন। ব্যাপারটা যাই হোক, আমরা সব সময় নিজেদের আর সেই সঙ্গে অপরকে ভুল বুঝেছি, নীতির দিক থেকে অভিজ্ঞতার কোন দাম নেই। মানুষ যে সমস্ত ভুল করে সেগুলিকেই তারা অভিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দিয়েছে। নীতিবাগীশরা যথারীতি এটিকে সতর্কবাণী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন; তাঁদের মত চরিত্র গঠনে এর নৈতিক দক্ষতা অনস্বীকার্য; তাঁরা এর প্রশংসা করেছেন এই জন্যে যে কী করা উচিৎ আর কী বর্জন করা উচিৎ সে-বিষয়ে এ আমাদের শিক্ষা দেয়। কিন্তু পরিচালনা করার মত কোন শক্তি অভিজ্ঞতার নেই। বিবেকের মত এর-ও কর্মক্ষমতা নেই বললেই হয়। এ যেটুকু বলে দেয় তা হচ্ছে এই যে আমাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে অতীতের কোন পার্থক্য নেই, যে পাপ আমরা একবার করেছি এবং অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গেই করেছি সেই পাপ ভবিষ্যতে আবার আমরা করব, আর বেশ আনন্দের সঙ্গেই।

এটা তাঁর কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে প্রায়োগিক পদ্ধতিটাই হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি যার সাহায্যে জীবনের সমস্ত আবেগ আর উচ্ছ্বাসের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন সম্ভব। সেদিক থেকে ডোরিয়েনকে নিয়ে কিছুটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে, এবং সম্ভবত, সেই পরীক্ষায় বিশেষ ফললাভের-ও সম্ভাবনা রয়েছে। সাইবিল ভেনকে তিনি যে হঠাৎ উন্মাদের মত ভালবেসে ফেললেন মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটা কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। অবশ্য এর মূল কারণ যে কৌতূহল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কৌতূহলই নিছক নয়, নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আকাঙ্খাও বটে। তবু এটা সাধারণ উচ্ছ্বাস নয়, এ উচ্ছ্বাস সত্যিই বড় জটিল। যে অনুভূতিটা প্রাথমিক পর্যায়ে নিছক শিশুসুলভ একটা কৌতূহল ছিল, সেইটাই হঠাৎ তার নিজের কাছেই ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল, পরিণত হল কামনায়, ভোগ-সম্ভাবনার অতৃপ্তিতে। এইটাই তার কাছে বিপজ্জনক। এই কামনাগুলিই আমাদের ওপর চিরকাল প্রভাব বিস্তার করে এসেছে, অত্যাচার করে এসেছে আমাদের; অথচ, এদের আসল রূপটি সম্বন্ধে আমরা সব সময় ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে প্রবঞ্চিত করেছি আমাদের।

লর্ড হেনরী যখন এই সব আলোচনা করছিলেন, এমন সময় দরজায় একটা টোকা পড়ল; তাঁর চাকর ঘরে ঢুকে তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে ডিনারে যাওয়ার সময় হয়েছে। তিনি উঠে পড়লেন, তাকিয়ে দেখলেন রাস্তার দিকে। বিপরীত দিকে বাড়ীগুলির জানালার ওপরে অস্তগামী সূর্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। জানালার কাচগুলি আগুনে পোড়ানো ধাতুর মত লাল

টকটক করছে। মাথার ওপরে আকাশের রঙ বিবর্ণ গোলাপের মত। বন্ধুর আগুনের মত রঙিন জীবনের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। কেমন করে কোথায় কোন্ পথ দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন এগিয়ে চলবে তা কে বলবে?

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় বাড়ী ফিরলেন তিনি; দেখলেন, টেবিলের ওপরে একখানা টেলিগ্রাম পড়ে রয়েছে। তিনি সেটি খুললেন, দেখলেন টেলিগ্রামটি ডোরিয়েনের কাছ থেকে এসেছে। সংক্ষিপ্ত সংবাদ: ডোরিয়েন আর সাইবিল বিয়ে করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

মা, মা, আমি আজ খুশি—আনন্দে আমার মন-প্রাণ ভরে উঠেছে।

একটি বিবর্ণা শীর্ণকায়া মহিলার কোলের ওপরে মুখ লুকিয়ে মেয়েটি আনন্দে যেন ফেটে পড়ল। দেখে মনে হয়, বয়স্কা মহিলাটি সংসার যাঁতার মধ্যে পড়ে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ছোট বসার ঘর; আলো-হাওয়ার বালাই সেখানে নেই বললেই হয়। সেই ঘরের একমাত্র আসবাব ছোট একটি আর্ম-চেয়ারের ওপরে বসে ছিলেন; উজ্জ্বল আলোর ধকল সহ্য করতে পারছিলেন না বলেই হয়ত আলোর দিকে বসেছিলেন পেছন করে।

মেয়েটি আবার বলল: আনন্দ ধরে রাখার আর জায়গা পাচ্ছি নে আমি। তোমারও আনন্দ হচ্ছে নিশ্চয়।

মিসেস ভেন ভ্রূকুটি করলেন; কিন্তু তাঁর রক্তশূন্য ফ্যাকাসে রঙের একটি হাত তাঁর মেয়ের মাথার ওপরে রাখলেন।

আনন্দ! তোমাকে যখন অভিনয় করতে দেখি আমার আনন্দ হয় তখনই। অভিনয় ছাড়া বর্তমানে অন্য কিছুই তোমার চিন্তা করা উচিৎ নয়। মিঃ আইস্যাকস আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। তিনি যে আমাদের ধার দিয়েছেন সে ধার এখনও শোধ হয় নি।

মেয়েটি ওপরের দিকে মুখ তুলে বলল: মা; টাকার কথা বলছ? টাকায় কি যায় আসে। ভালবাসা টাকার চেয়ে অনেক বেশী।

ভুলে যেয়ো না, ঋণ শোধ আর জেমস-এ পোষাক তৈরি করার জন্যে

মিঃ আইস্যাকস আমাদের পঞ্চাশ পাউণ্ড অগ্রিম দিয়েছেন। সেকথা ভুলে যেয়ো না সাইবিল। পঞ্চাশ পাউণ্ড অনেক টাকা। এদিক থেকে মিঃ আইস্যাকসকে সুবিবেচক না বলে আমি পারছি নে।

দাঁড়িয়ে উঠল মেয়েটি; তারপরে জানলার ধারে গিয়ে বলল: মা, ও ভদ্রলোক নয়। আমার সঙ্গে ও যেভাবে কথা বলে তাতে ওকে আমার ঘৃণা হয়।

স্বরে কিঞ্চিৎ ঝাঁকানি দিয়ে বর্ষীয়সী মহিলাটি বললেন: তাঁর সাহায্য ছাড়া কী করে যে আমাদের চলত তা আমি জানি নে।

সাইবিল ভেন নিজের মাথাটা নাড়িয়ে হাসল: আর তাকে আমাদের দরকার নেই মা। এখন থেকে প্রিন্স চার্মিঙ-ই আমাদের সব ভার নেবেন।

এই বলে সে থামলো। একটা লজ্জার ঢল নামলো তার ধমনীতে; সে একটু কেঁপে উঠল: সেই রঙ ধীরে-ধীরে রাঙা করে দিল তার দুটি কপোলকে। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে তার পদ্মপাতার মত নরম দুটি ঠোঁট বিভক্ত হল—কাঁপতে লাগল ঠোঁটের দুটি পাপড়ি; দক্ষিণে বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপরে, সুন্দর পোষাকের ভাঁজগুলি দিল খুলে। সে শুধু বলল: আমি তাকে ভালবাসি।

টিয়াপাখির মত তাঁর মা চিৎকার করে উঠলেন—"বোকা, বোকা মেয়ে"। কথার সঙ্গে-সঙ্গে নকল হীরে-বসানো আংটি-পরা আঙুলটি তাঁর অদ্ভুতভাবে নড়তে লাগল।

মেয়েটি আবার হেসে উঠল। খাঁচায়-পোরা পাখির আনন্দ তার স্বরে ধ্বনিত হল। সেই সুর ধরা পড়ল তার চোখের মণিতে; দৃষ্টির আলোতে বিচ্ছুরিত হল তার-ই দ্যুতি। তারপরে তার চোখের পাতাগুলি মুহূর্তের জন্যে বুজে এল; মনে হল, সে কিছু গোপন রহস্যকে ঢেকে রাখতে চায়। যখন সে চোখ খুলল তখন স্বপ্নের কুয়াশা কেটে গিয়েছে।

সেই জীর্ণ চেয়ার থেকে রুগ্ন ভদ্রমহিলাটি তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন; তিনি তাকে বিজ্ঞ হওয়ার উপদেশ দিলেন, উপদেশ দিলেন সমঝে চলার জন্যে। কাপুরুষদের জন্যে যে সব বই লেখা হয়েছে এবং যেখানে লেখক 'সাধারণ জ্ঞান' বলে শব্দটা না বুঝে বারবার উচ্চারণ করেছেন, সেই বই থেকে কিছু উপদেশ বাণী উদ্ধৃত করে তিনি তাকে শোনালেন। মেয়েটি সেদিকে কান দিল না। কামনার কারাগারে সে মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন। তার রাজকুমার, প্রিন্স চার্মিঙ, তার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরছে তখন। তাকে মনের মত সৃষ্টি করার চেষ্টায় সে

তখন মসগুল। তাকে খুঁজে বার করার জন্যে সে তার আত্মাকে দূত করে পাঠিয়েছে; সেই দূত তাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। রাজকুমারের জ্বালাময় চুম্বন আবার তার ঠোঁট দুটিকে স্পর্শ করেছে। তার নিঃশ্বাসে মেয়েটির চোখের পাতাগুলি গরম হয়ে উঠেছে।

তারপর বিজ্ঞতা চিন্তার পদ্ধতি পরিবর্তন করল। এই যুবকটি ধনী হতে পারে। তাই যদি হয়, বিয়ের কথা চিন্তা করা যেতে পারে। তার কানের উপকূলে সাংসারিক জ্ঞানের ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ল। ছলনার তীর ছুঁড়ল মেয়েটি। সে দেখতে পেল পাতলা ঠোঁটগুলি তার নড়ছে। সে হাসলো।

হঠাৎ কথা বলার তাগিদ এল তার। সে চেঁচিয়ে বলল: মা, মা, সে আমাকে এত ভালবাসে কেন? আমি তাকে কেন ভালবাসি তা আমি জানি। তাকে আমি ভালবাসি এই জন্যে যে সে নিজেই ভালবাসার মূর্ত প্রতীক। কিন্তু আমার মধ্যে সে কী দেখেছে? আমি তো তার যোগ্য নই। কিন্তু তবু কেন জানিনে, যদিও তার কাছে আমি অনেক ছোট তবু তার প্রেমের অযোগ্য মনে হয় না নিজেকে। তার ভালবাসা পেয়ে গর্বে আমার বুকটা ভরে ওঠে। মা, আমি যেমন আমার প্রিন্স চার্মিঙ-কে ভালবাসি, তুমি-ও কি বাবাকে সেই রকমই ভালবাসতে?

অল্প দামের প্রসাধনের নিচে বয়স্কা মহিলার গণ্ডদুটি হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল; একটা যন্ত্রণার আকস্মিক আবেগে তাঁর শুকনো ঠোঁটদুটি বিকৃত হল। সাইবিল ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল; এবং গালে একটা চুমু খেয়ে বলল: মা আমাকে ক্ষমা কর। বাবার সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে যে তোমার কষ্ট হয় তা আমি জানি। কারণ, তুমি তাঁকে ভালবাসতে—খুব ভালবাসতে। দুঃখ করো না মা। বিশ বছর আগে তুমি একদিন যেমন সুখী হয়েছিলে আজ আমি তেমনি সুখী। আমাকে চিরকাল সুখী থাকতে দাও।

বৎসে, প্রেমে পড়ার কথা চিন্তা করার মত বয়স তোমার এখন-ও হয়নি। তাছাড়া, এই ছেলেটির সম্বন্ধে কতটুকুই বা তুমি জান? তার নামটা কি তা-ও পর্যন্ত তুমি জান না। এসব কথা আলোচনা করার এতটুকু সময়; বিশেষ করে জেমস এখন অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। কত জিনিস ভাবতে হচ্ছে আমাকে। আশা করেছিলেম ঠিক এখনই তুমি বুঝে-শুনে চলবে। যাই হোক, তোমাকে আমি আগেই বলেছি, ছেলেটি যদি ধনী হয়……

মা, মা,; টাকা পয়সার কথা ছাড়; আমাকে সুখী হতে দাও।

মিসেস ভেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ; এবং নকল নাটকীয় ভঙ্গিমায় —যে ভঙ্গিমাটি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্টেজের ওপরে স্বভাবসিদ্ধ কলাকৌশলের সঙ্গে প্রকাশ করতে হয়, তিনি মেয়েকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে এল একটি যুবক ; মাথার চুলগুলি তার উসকো খুসকো, কটা রঙের। চেহারার বাঁধুনি শক্ত ; হাত আর পা বেশ লম্বা, চলার ভঙ্গিমাটা বেশ সাবলীল নয়। বোনের মত পরিচ্ছন্ন ভাবে সে মানুষ হয়ে ওঠে নি। দুজনের মধ্যে যে একটা নিকট সম্পর্ক রয়েছে হঠাৎ দেখলে তা বোঝা বেশ কষ্টকর। মিসেস ভেন ছেলেটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ; মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটি। মনে-মনে ছেলেটিকে তিনি রঙ্গমঞ্চের দর্শকের ভূমিকাতে দেখতে লাগলেন। তিনি নিশ্চিৎ হলেন যে মূকনাটকটি ভালই জমেছে।

ছেলেটি মিষ্টি সুরে একটু বিক্ষোভ জানিয়ে বলল : তোমার কয়েকটা চুমু আমার জন্য রেখো, সাইবিল।

সাইবিল বলল : তাই বুঝি ! কিন্তু কেউ তোমাকে চুমু খেলে তো তোমার ভাল লাগেনা। তুমি একটি দুষ্ট বৃদ্ধ ভালুক।

এই বলে মেঝের ওপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরল।

জেমস ভেন তার বোনের দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ; বলল : আবার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে চল, সাইবিল। মনে হচ্ছে, এই বিতিকিচ্ছি লণ্ডনে আর আমি ফিরব না। আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, এখানে ফিরে আসার ইচ্ছে আমার নেই।

একটা জমকালো থিয়েটারের পোশাক তুলে নিয়ে ভাজ করতে-করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিসেস ভেন বললেন : ওরকম ভয়ঙ্কর কথা বলো না বাছা।

ছেলেটি যে থিয়েটারে নামলো না এতে তিনি খুবই হতাশ হয়েছিলেন, নামলে নাটকটা জমতো ভালই।

কেন বলব না, মা ? সত্যিই বলছি, ফিরে আসার ইচ্ছে আমার নেই।

তোমার কথা শুনলে আমার বড় কষ্ট হয় বাছা। আমি বিশ্বাস করি প্রচুর অর্থ নিয়েই তুমি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে আসবে। সমাজ বলতে কলোনীতে কিছু নেই—যা রয়েছে বলে শুনেছি তাকে আমরা সোসাইটি বলতে পারি নে। সেই জন্যে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করার পর আর তোমার সেখানে থাকার দরকার নেই ; এইখানে ফিরে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে তুমি।

ছেলেটি প্রতিবাদের সুরে বিড়-বিড় করে বলল: সোসাইটি! ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই। আমার প্রথম কাজ হচ্ছে প্রচুর অর্থ রোজগার করা; তারপরে তোমাকে আর সাইবিলকে স্টেজ থেকে সরিয়ে আনা। স্টেজে অভিনয় করাকে আমি ঘৃণা করি।

সাইবিল হাসতে-হাসতে বলল: ও জিম! কী নিষ্ঠুরের মত কথা বলছ তুমি? কিন্তু সত্যিই কি তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে? খুব খুশি হব আমি। আমার ভয় হচ্ছিল তুমি হয়ত তোমার কিছু বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিতে বেরিয়ে গিয়েছ—বিশেষ করে টম হার্ডি—যে তোমাকে ওই বিচ্ছিরি পাইপটা দিয়েছে, অথবা, নেড ল্যাঙটন—সেই পাইপ টানার জন্যে যে তোমাকে সব সময় ঠাট্টা করে। বিকেলটা আমার সঙ্গে বেড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে তুমি যে আমাকে ভালবাস তারই প্রমাণ দিয়েছ। কোথায় যাবে বলত? চল, পার্কে যাই।

ছেলেটি একটু চটেই বলল: আমার পোশাক নোংরা। ধনী লোকরাই কেবল পার্কে যায়।

তার জামার হাতাটা চাপড়াতে-চাপড়াতে সাইবিল বলল—বোকা কোথাকার, জিম।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল জিম; তারপরে বলল: ঠিক আছে। কিন্তু সাজতে বেশী দেরী করো না। চটপট সেরে নাও।

নাচতে-নাচতে ঘরের বাইরে চলে গেল সাইবিল। গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। সেই গানের সুর নিচেও শোনা গেল। মাথার ওপরে তার ছোট্ট পা দুটি অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করতে লাগল।

জিম দু'তিনবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করল; তারপরে চেয়ারের ওপরে নিশ্চলভাবে যে মূর্তিটি বসেছিল তার দিকে ঘুরে জিজ্ঞাসা করল: মা, আমার জিনিসপত্র সব ঠিক করে রেখেছ?

নিজের কাজের দিকে চোখ রেখে মা বললেন: হ্যাঁ, জিম। সব ঠিক রয়েছে।

এই রুক্ষ, কড়া মেজাজের পুত্রটির সঙ্গে যখনই তিনি একা থেকেছেন, বিশেষ করে শেষ কটি মাস, তখনই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করেছেন। দুজনের চোখাচোখী হলেই, তার গোপন সফরী-চরিত্রটা নিজেকে বিপদাপন্ন বলে মনে করত। ছেলেটি কিছু সন্দেহ করছে নাকি এই কথাটাই

প্রায় তিনি অবাক হয়ে ভাবতেন। ছেলেটি কথা বলত কম; চুপচাপ থাকত বেশী। এই সময়টাই তাঁর কাছে অসহ্য লাগত। ফলে, তিনি অভিযোগ করতে সুরু করলেন। অপরকে আক্রমণ করেই মহিলারা নিজেদের রক্ষা করে, ঠিক যেমন হঠাৎ এবং অদ্ভুতভাবে আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে।

তিনি বললেন: জেমস, আমি আশা করি, নাবিকের জীবনে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। স্মরণ রেখ, এ-জীবন তুমি নিজেই বেছে নিয়েছ। তুমি কোন সলিসিটরের অফিসে চাকরি নিতে পারতে; শ্রেণী হিসাবে সলিসিটরদের আমরা সম্মানার্হ বলে মনে করি; এবং এদেশে তারা বেশ উঁচু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ডিনার খায়।

জেমস উত্তর দিল: চাকরির জীবনটাকে আমি ঘৃণা করি; বিশেষ করে কেরাণীর চাকরি। কিন্তু তুমি ঠিক কথাই বলেছ। নিজের পেশা আমি নিজেই ঠিক করে নিয়েছি। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, সাইবিলের ওপরে লক্ষ্য রেখো। তার যেন কোন ক্ষতি না হয় মা, তার দিকে নজর রেখো।

জেমস, তোমার কথা শুনে অবাক হচ্ছি। তার ওপরে নিশ্চয় আমি লক্ষ্য রাখি।

শুনলাম, একটি ভদ্রলোক নাকি প্রতিদিন থিয়েটারে আসেন; আর তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে স্টেজের পিছনে যান। এ-সংবাদ কি সত্যি? এ-বিষয়ে কী বল তুমি?

জেমস, তুমি কি বলছ তা তুমি নিজেই জান না। আমাদের পেশায় আমাদের যাঁরা গুণমুগ্ধ তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে আমরা অভ্যস্ত। এক সময় আমি নিজেও অনেক ফুলের তোড়া উপহার পেয়েছি। সে-যুগে সত্যিকার অভিনয় কাকে বলে মানুষ তা বুঝতো। সাইবিলের কথা যদি বল, আমি জানিনে, ওদের এই আলাপ সত্যিকার সিরিয়াস, কি সিরিয়াস নয়। কিন্তু যুবকটি যে সত্যিকার ভদ্র সেদিক থেকে আমার কোন সন্দেহ নেই। আমাকে সে খুব শ্রদ্ধা করে। তাছাড়া, দেখলে মনে হয় ছেলেটি ধনী; যে-সব ফুল সে আমাদের পাঠায় সেগুলিও খুব সুন্দর।

জেমস কর্কশ স্বরেই বলল: যদিও তুমি তার নাম জান না।

মুখের চেহারা কোন রকম বিকৃত না করেই মা বললেন: না। ছেলেটি

তার আসল নামটা পর্যন্ত আমাকে এখনও বলে নি। মনে হচ্ছে, এই না বলাটাই তার একটা আনন্দ। ছেলেটি সম্ভবত অভিজাত শ্রেণীর।

নিজের ঠোঁট কামড়ালো জেমস, শুধু মাত্র বলল : ওর দিকে লক্ষ্য রেখো, মা, ওর ওপরে লক্ষ্য রেখো।

বাছা, তোমার কথা শুনে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। সাইবিল সব সময় আমার বিশেষ নজরের মধ্যে রয়েছে। অবশ্য এই ছেলেটি যদি ধনী হয় তাহলে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই বা সাইবিল ইতস্তত করবে কেন? আমার বিশ্বাস ছেলেটি অভিজাত সম্প্রদায়ের। পাত্র হিসাবে সাইবিলের পক্ষে ছেলেটি হবে পয়লা নম্বরের। দুজনে মিলবে-ও ভাল; যাকে বলে, রাজযোটক মিল। ছেলেটি দেখতে-ও বেশ ভাল। সবাই তা লক্ষ্য করেছে।

নিজের মনে-মনে বিড়-বিড় করতে লাগল জেমস; তারপরে জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে শাসির ওপরে আঙুলের টোকা দিতে লাগল। কিছু বলার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখল দরজাটা খুলে গিয়েছে, সেই খোলা দরজার ভেতর দিয়ে সাইবিল দৌড়ে আসছে।

সে বলল : তোমরা দুজনেই দেখছি বেশ গম্ভীর। বলি, ব্যাপারটা কী?

জেমস বলল : ও কিছু নয়। মাঝে-মাঝে মানুষের কিছুটা সিরিয়াস হওয়া উচিৎ। মা, আমরা চললাম। সন্ধ্যে পাঁচটার সময় আমি ডিনার খাব। একমাত্র সার্ট ছাড়া, আর সবই গোছানো হয়ে গিয়েছে। তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

একটু কষ্টকল্পিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে মা বললেন : এস।

জেমস যে-ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলছিল তাতে তিনি সত্যিই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তার চোখের মধ্যে এমন একটা জিনিস তিনি দেখেছিলেন যেটা তাকে রীতিমত শঙ্কিত করে তুলেছিল।

সাইবিল বলল : আমাকে একটা চুমু দাও, মা।

এই বলে সে তার ফুলের মত নরম দুটি ঠোঁট দিয়ে তার মায়ের শুকনো গালের হাড়ের ওপর চুমু খেল; তাঁর ঠাণ্ডা গালদুটিকে উষ্ণ করে তুলল।

কাল্পনিক দর্শকের অন্বেষণে ওপরের দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিমায় মা বললেন; বাছা, বাছা আমার!

জেমস অস্থির হয়ে বলল : এস সাইবিল।

মায়ের এই স্নেহ প্রবণতাকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারল না।

বাতাসে কাঁপানো সূর্যের আলোতে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, হাঁটতে লাগল নিরানন্দ উসটন রোড ধরে। একটি সুন্দরী পোশাকে-চলনে পরিচ্ছন্ন রুচির মেয়ের পাশে ওই রকম বেখাপ্‌পা পোশাক পরা গম্ভীর মেজাজের বিষণ্ণ একটি যুবককে হাঁটতে দেখে পথচারীরা একটু অবাক হয়েই তাদের দিকে তাকাতে লাগল। তাদের মনে হল যেন একটি গোলাপ ফুলের সঙ্গে একটা সাধারণ মালি হেঁটে চলেছে।

অপরিচিত কোন মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টির ওপরে চোখ পড়ার ফলে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জিম; মাঝে-মাঝে ভ্রূকুটিও করল। অদ্ভুত চেহারার মানুষদের কৌতূহলী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস সাধারণ মানুষরা কোন-দিনই ছাড়তে পারে না; শেষ জীবনে জিনিয়াসরা এই দৃষ্টির জ্বালায় তিতি-বিরক্ত হয়ে ওঠেন। সেই রকমের একটা অনুভূতি জিমকেও আচ্ছন্ন করে ফেলল। সাইবিলের অবশ্য অন্য কথা। পথচারীদের ওপরে সে যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে সে-বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। প্রেমের আবেগ হাসির উচ্ছ্বাসে তার ঠোঁট দুটিকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। সে তখন প্রিন্স চার্মিঙ-এর কথাই ভাবছিল। তার সম্বন্ধে বেশী চিন্তা করার জন্যে তাকে নিয়ে মুখে কোন আলোচনা করল না সাইবিল। আলোচনা করল কেবল জিম-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে, যে-জাহাজে চড়ে সে যাবে সেই জাহাজ নিয়ে, বিদেশে গিয়ে সে যে প্রচুর সোনা রোজগার করবে সেই সোনা নিয়ে, দুষ্টপ্রকৃতির রেড-ইনডিয়ানদের হাত থেকে যে অপরূপ সুন্দরী রাজকুমারীকে সে উদ্ধার করবে—সেই সম্ভাবনা নিয়ে। কারণ, একটি সাধারণ নাবিক অথবা সুপার-কারগো অথবা এখন সে যে কাজের জন্যে যাচ্ছে সেইটুকু নিয়েই সে জীবন কাটাবে না। না, না, নিশ্চয় না। নাবিকের জীবন বড় কষ্টকর। একটা জাহাজের খোলের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকাটা কি ভীষণ কষ্টকর। চারপাশে সমুদ্রের তরঙ্গ; হাজার-হাজার সেই তরঙ্গ বিরাট-বিরাট ঝুঁটি বাগিয়ে ফুলে-ফুঁসে চারপাশ থেকে ধাক্কা দিচ্ছে জাহাজটাকে; কখন-ও কখন-ও বা কালো-কালো দৈত্যদানব ঝড়ের ঝাপটায় পাল ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে। নাবিকের জীবন সে যে কত ভয়ঙ্কর, কত বিপজ্জনক তা একবার ভেবে দেখুন। মেলবোর্নে সে জাহাজ থেকে নামবে, ক্যাপটেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা সোনার খনিতে হাজির হবে। এক সপ্তাহ কাটার আগেই একতাল খাঁটি সোনা সে পেয়ে যাবে; আজ পর্যন্ত অতবড় তাল কেউ খুঁজে পায় নি; ছ'জন সশস্ত্র অশ্বারোহী পুলিশের

তত্ত্বাবধানে সেই তালটা রেল গাড়ীতে চাপিয়ে সমুদ্রোপকূলে নিয়ে আসা হবে। বনে-বাদাড়ে যে সব ডাকাতরা লুকিয়ে থাকে সেই সোনা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে তারা অন্তত বার তিনেক গাড়ীটাকে আক্রমণ করবে; কিন্তু তাদের আক্রমণ প্রতিহত হবে; অনেক হতাহতকে পেছনে ফেলে পালিয়ে যাবে তারা।

অথবা, না। জিম আদৌ হয়ত সোনার খনির দিকে যাবে না। এই খনিগুলি বড় খারাপ জায়গা। এসব জায়গায় যারা কাজ করে তারা সব সময়ে মদ খেয়ে চুর হয়ে থাকে। সেই মত্ত অবস্থায় সরাইখানায় তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে—মুখ খিস্তি করে। হয়ত সে যাবে কোন মেষপালকের খামারে। কোন এক সন্ধ্যায় যখন সে ঘোড়ায় চড়ে খামারে ফিরবে এমন সময় সে হয়ত দেখতে পাবে কোন দস্যু কালো পোশাক পরে একটা কালো ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে একটি ধনীর অপরূপ সুন্দরী মেয়েকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। সেই দেখে সে দস্যুকে তাড়া করবে, উদ্ধার করে আনবে মেয়েটিকে। তারপরে, নিশ্চয় মেয়েটি তার প্রেমে পড়ে যাবে; জিমও ভালবেসে ফেলবে তাকে। শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটিকে বিয়ে করে প্রচুর সম্পদ নিয়ে ফিরে আসবে জিম; লণ্ডনে বিরাট একটি প্রাসাদ নিয়ে বসবাস করবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়; অনেক প্রাচুর্য, অনেক আনন্দ জিমের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে; কিন্তু তাকে চরিত্রের দিক থেকে ভাল হতে হবে, মেজাজটিকে রাখতে হবে শরীফ; মূর্খের মত অর্থ নষ্ট করলে তার চলবে না, জিমের চেয়ে সে মাত্র এক বছরের বড়; কিন্তু সাংসারিক অভিজ্ঞতা তার অনেক, অনেক বেশী। প্রতিটি ডাকে সে যেন তাকে চিঠি দেয়, আর প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে সে যেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। ভগবান খুব ভাল; তিনি নিশ্চয় তাঁর দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সে নিজেও তার ভাই-এর জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবে। কয়েকটা বছরের মধ্যে জিম বেশ ধনী আর সুখী হয়ে ফিরে আসবে।

ছেলেটি গম্ভীর হয়ে তার কথা শুনছিল; কিন্তু কোন উত্তর দিল না। বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার চিন্তায় তার মনটা খুব খারাপ হয়েছিল।

তবু ওই একটা ব্যাপারই তাকে বিষণ্ণ করে নি। সাংসারিক অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট না থাকলেও, সাইবিলের পেশায় যে বিপদ রয়েছে সে-সম্ভাবনাটাও কেমন যেন তাকে বিব্রত করে তুলেছিল। ওই যে ভদ্রবেশধারী যুবকটি তার সঙ্গে প্রেম করে চলেছে সেটা তার কাছে মঙ্গল-জনক না-ও হ'তে পারে। যুবকটি ভদ্রলোক; বিশেষ ক'রে সেই জন্যেই জিম তাকে ঘৃণা করে, যদিও

এর পেছনে ঠিক কী কারণ রয়েছে তা সে বুঝতে পারে না ; হয়ত শ্রেণী বিদ্বেষই এর মূল কারণ। তার মায়ের বুদ্ধি আর চিন্তাশক্তি যে যথেষ্ট কম সে-বিষয়েও তার সন্দেহ কম ছিল না। বিশেষ করে সেই কারণে বিপদে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা সাইবিলের রয়েছে বলে সে মনে করত। শিশুরা তাদের বাবা-মাকে ভালবেসেই জীবন স্থুরু করে ; বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তারা তাঁদের বিচার করতে স্থুরু করে ; কখনও-কখনও তাঁদের দোষ তারা ক্ষমাও করে।

তার মা! একটা প্রশ্ন মাকে তার করার ইচ্ছা ছিল ; অনেক দিন ধরে এই প্রশ্নটা সে মনের গভীরে লুকিয়ে রেখেছিল। থিয়েটারে একদিন হঠাৎ কথাটা তার কানে গিয়েছিল ; একদিন সে যখন থিয়েটারের দরজায় অপেক্ষা করছিল সেই সময় কিছু লোক কথাটা নিয়ে হাসাহাসি করছিল। সেই হাসির টুকরো সে শুনতে পেয়েছিল। মনে হল, কে যেন তার মুখের ওপরে শপাং করে একটা চাবুক কষিয়ে দিয়েছে। তার কপাল কুঞ্চিত হল ; এবং একটা মারাত্মক দুঃখের যন্ত্রণাকে সহ্য করার জন্যে সে তার নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছিল।

সাইবিল : আমার কথা কিছুই তোমার কানে ঢুকছে না, জিম। তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কী স্থন্দর পরিকল্পনাই তোমার জন্যে আমি তৈরি করে দিচ্ছি। কিছু বল।

কী শুনতে চাও তুমি ?

সাইবিল ভাই-এর দিকে চেয়ে হেসে বলল : তুমি বেশ লক্ষ্মী ছেলে হবে, আর আমাদের ভুলে যাবে না।

জিম তার কাঁধে একটা শ্রাগ করল, তারপরে বলল : তুমিই বরং আমাকে তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে সাইবিল ; অন্তত সেদিক থেকে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

সাইবিলের মুখ লাল হয়ে উঠল : তুমি ঠিক কী বলতে চাচ্ছ জিম ?

শুনছি, তোমার একটি নতুন বন্ধু হয়েছে। সে কে ? তার বিষয়ে তুমি আমাকে কিছু বল নি কেন ? তাকে দিয়ে তোমার কোন মঙ্গল হবে না।

সাইবিল চেঁচিয়ে উঠল : জিম, তুমি থাম, তার বিরুদ্ধে কোন কথা তুমি বলবে না, আমি তাকে ভালবাসি।

জিম বলল : ভালবাসা ? সাবাস ! তুমি তার নামটা পর্যন্ত জান না। কে সে ? তার পরিচয় কী ? এসব জানার অধিকার আমার রয়েছে।

তাকে সবাই প্রিন্স চার্মিঙ বলে ডাকে। এ-নামটা তোমার পছন্দ হয়

না? বোকা ছেলে কোথাকার। এ নামটা ভুলে যাওয়া তোমার উচিৎ নয়। তাকে একবার চোখে দেখলে তোমার মনে হোত অমন সুন্দর, অপরূপ মানুষ পৃথিবীতে আর বুঝি নেই। একদিন তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে; অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে আসার পরে; খুব ভাল লাগবে তোমার। সবাই তাকে পছন্দ করে; আর আমি···আমি তাকে ভালবাসি। তুমি যদি আজ থিয়েটারে আসতে পারতে। সে আজ আসছে। আজ আমি জুলিয়েট-এর ভূমিকায় অভিনয় করব। উঃ, কী রকম অভিনয় করব বলত? জিম, ভেবে দেখ, সত্যিকার প্রেমে পড়ে জুলিয়েট-এর অভিনয় করব আমি। সে থিয়েটারে বসে আমার অভিনয় দেখবে। তাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য অভিনয় করব আমি। ভয় হচ্ছে, আমি হয়ত দর্শকদের ভয় পাইয়ে দেব; প্রেমে পড়লেই মানুষ তার স্বাভাবিকতার বেড়া ডিঙিয়ে কিছুটা অস্বাভাবিক হয়ে যায়। আর ওই হতভাগ্য বদমেজাজী আইস্যাকস তার বার-এ যে সব তৃতীয় শ্রেণীর মানুষরা মদ খেতে ঢোকে তাদের কাছে আমার অভিনয়ের প্রশংসা ক'রে বলবে—একটি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। এতদিন সে আমাকে প্রচার করেছিল গোঁড়া বলে; এখন সে প্রচার করে আমি একটি ঐশ্বরিক শক্তিধারিণী প্রতিভাবিশেষ। আমি তা বেশ বুঝতে পারছি। আর এ-সমস্তই কেবল তারই জন্যে—সেই প্রিন্স চার্মিঙ-এর। কিন্তু তার উপযুক্ত আমি নই? দরিদ্র আমি! দরিদ্র? তাতে কী যায় আসে? ঘরের দরজা দিয়ে যখন দারিদ্র্য হামাগুঁড়ি দিয়ে ঢুকে আসে, প্রেম তখন জানালার ভেতর দিয়ে উড়ে যায়। আমাদের এই প্রবাদ বচনটিকে নতুনভাবে লিখতে হবে। মানুষের দুঃখের দিনে এই প্রবচনটি রচিত হয়েছিল; এখন সুখের দিন আমার—বসন্তের মাতাল করা দিন; নীল আকাশের বুকে ফুলের সমারোহ জাগার দিন।

জিম গম্ভীরভাবেই বলল: তিনি ভদ্রলোক···

গানের ঢঙে সাইবিল বলল: ভদ্রলোক কি বলছ—বল—রাজকুমার—প্রিন্স। আর বেশী তুমি কী চাও?

তিনি তোমাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধতে চান।

তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশঙ্কায় আমি কাঁপি।

আমি চাই তাঁকে তুমি এড়িয়ে চল।

তাকে দেখা পাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাকে পুজো করা; তাকে যে জানে সে তাকে বিশ্বাস না করে পারে না।

সাইবিল, তুমি উন্মাদের মত কথা বলছ।

সাইবিল হেসে তার একটা হাত ধরে বলল : ভাই জিম, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বয়স তোমার একশ বছরের কাছাকাছি। সময় আসবে যেদিন তুমি নিজেকেই নিজে ভালবেসে ফেলবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে ভালবাসা কী বস্তু। অতটা মুখ গম্ভীর করে রেখো না। যদিও তুমি চলে যাচ্ছ, তবু যাওয়ার সময় এই কথাটা জেনে যাও যে আগের চেয়ে এখন আমি অনেক সুখী। তোমাকে এবং আমাকে দুজনকেই বেশ. কষ্টের ভিতর দিয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু এখন সেই কষ্টের সমাপ্তি। তুমি পেয়েছ একটি নতুন জগতের সন্ধান, আমি পেয়েছি একটি নতুন জীবনের সন্ধান। দুটি চেয়ার আমাদের সামনে রয়েছে পাতা। এস, আমরা এদের ওপরে বসে চালাক-চতুর মানুষদের আসা-যাওয়া দেখি।

একদল উৎসুক দর্শকদের চোখের সামনে তারা দুট চেয়ার দখল করে বসলো। রাস্তার ওপরে একরাশ আগুন রঙের লাল ফুল গোল হয়ে কাঁপছে। মহিলাদের চকচকে রৌদ্রনিবারণী ছাতাগুলি বাতাসে কাঁপছে; দেখে মনে হচ্ছে যেন বিরাট-বিরাট প্রজাপতির দল নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে।

সাইবিলের অনুরোধে জিম তার ভবিষ্যতের অনেক আশা ভরসার কথা বলতে লাগলো। বেশ কষ্ট করেই সে ধীরে-ধীরে মুখ খুলল। তারপরে দুজনেই কথায় মেতে উঠলো। বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল সাইবিল। নিজের আনন্দের কথা কিছুতেই খুলে বলতে পারছিল না। ভাই-এর কাছ থেকে কোন সহানুভূতির কথা সে শুনতে পায় নি। তার কথা শুনে সে মাঝে-মাঝে একটু আধটু ভ্রূকুট করছিল মাত্র। কিছুক্ষণ পরে সাইবিল নিজেই চুপ করে গেল। হঠাৎ ডোরিয়েন গ্রে-র সোনালি চুল আর হাসিমাখা মুখখানা তার চোখে পড়ল। একটা খোলা গাড়িতে চেপে দুটি মহিলার সঙ্গে গ্রে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

সাইবিল উত্তেজনায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল : ওই যে সে।

জিম জিজ্ঞাসা করল : কার কথা বলছ?

অপস্রিয়মান গাড়ীটির দিকে তাকিয়ে সাইবিল বলল : প্রিন্স চার্মিঙ।

জিম লাফিয়ে উঠলো; তারপর সাইবিলের একটা হাত ধরে জোরে নাড়া দিয়ে বলল : কোথায়, কোথায়? কোন্‌টি তোমার প্রিন্স চার্মিঙ? বল—বল। তাকে আমি দেখবই।

কিন্তু দেখা বা দেখানোর সুযোগ কোনটাই হলো না। ঠিক সেই মুহূর্তে বারউইকস-এর ডিউকের চার ঘোড়ার গাড়ীটি দুদলের মাঝখানে এসে হাজির হল। পথ যখন পরিষ্কার হল তখন ডোরিয়েনের গাড়ীটি পার্কের এলাকা ছাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

দুঃখের সঙ্গে সাইবিল বলল : সে চলে গিয়েছে। তাকে যদি তুমি দেখতে পেতে আমি তাহলে খুব খুশি হতাম।

দেখতে পাওয়া উচিৎ ছিল আমার, কারণ, ভগবানের দিব্যি করে বলছি, ওর হাতে যদি তোমার কোন ক্ষতি হয় তাহলে ওকে শেষ করে ছাড়ব।

কথাটা শুনে সাইবিল তার ভাই-এর দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইল। জিম সেই কথাটাই আবার বলল। ধারালো ছুরির মত কথাগুলি বাতাসের বুকে কেটে-কেটে বসলো। আশপাশের লোকেরা তাদের দিকে তাকিয়ে রইল হাঁ করে। সাইবিলের পাশে দাঁড়ানো একটি মহিলা তো মুখ চিপে ফিক-ফিক করে হেসেই উঠলো।

চারপাশের অবস্থা দেখে সাইবিল ফিস-ফিস করে বলল : জিম, চলে এস।

জিম ভিড়ের ভিতর দিয়ে সাইবিলের পিছু-পিছু এগোতে লাগল। সে যে ওই কথাগুলি বলতে পেরেছে তাতেই সে খুশি।

অ্যাকিলিস-এর মূর্তির কাছাকাছি আসার পরে, সাইবিল ঘুরে দাঁড়ালো। তার চোখের মধ্যে এতক্ষণ করুণার একটা ছায়া লুকিয়ে ছিল ; সেইটাই এবারে তার ঠোঁট দুটির ওপরে হাসির ছটায় রূপান্তরিত হল। জিম-এর দিকে তাকিয়ে মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে সে বলল : জিম, তুমি বোকা ; শুধু বোকাই নও ; একেবারে যাকে বলে নিরেট গর্দভ, বদমেজাজী। এসব কথা তুমি উচ্চারণ কর কেমন করে ? কী বলছ তা তুমি জান না। তুমি কেবল হিংসুটেই নও, বড় কঠিন। আমি চাই তুমিও প্রেমে পড়। একমাত্র প্রেমই মানুষকে ভাল করে। এইমাত্র তুমি যা বললে সে-সব কথা দুষ্ট লোকেরা বলে থাকে।

জিম বলল : আমার বয়স ষোল। আমি কি বলছি তা আমি জানি। কোনদিক দিয়ে মা তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারছে না। তোমাকে কী ভাবে মানুষ করতে হবে সে-সম্বন্ধে মায়ের কোন ধারণা-ও নেই। ঠিক এই সময় অস্ট্রেলিয়া না যেতে পারলেই খুশি হতাম আমি। সব জিনিসটা বেশ ভাল করে তলিয়ে দেখার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু কাগজপত্র সব সই হয়ে গিয়েছে। বিপদটা সেইখানেই।

না, না জিম। অত ভাববার দরকার নেই। মা যে সব রম্য-নাটক অভিনয় করতে ভালবাসত, তুমি সেই সব নাটকেরই নায়কের মত কথা বলছ। তোমার সঙ্গে ঝগড়া আমি করব না। আমি তাকে দেখেছি, তাকে দেখেই আমার মন-প্রাণ আনন্দে ভরে উঠেছে। কোনদিনই আমরা ঝগড়া করব না। আশা করি, আমি যাকে ভালবাসি তার কোন ক্ষতিই তুমি করবে না। আমার এ ধারণা ঠিক তো?

জিম গম্ভীরভাবে বলল: অবশ্য যতক্ষণ তুমি তাকে ভালবাসবে ততক্ষণ।

সাইবিল একটু চেঁচিয়ে আর বেশ জোর দিয়েই বলল: আমি তাকে চিরকাল ভালবাসব।

আর সে?

সেও চিরকাল।

স্বার্থের খাতিরে তাই তার করা উচিৎ।

সাইবিল তার কাছ থেকে একটু সরে গেল; তারপরে হেসে তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরল। জিম সত্যিই বড় ছেলেমানুষ।

মার্বেল আর্চের কাছে এসে তারা একটা 'বাস' ধরল। এসটেন রোড-এ বাড়ীর কাছাকাছি একটা জায়গায় নেমে গেল তারা। বিকাল পাঁচটার পরেই তারা ফিরে এল। থিয়েটারে যাওয়ার আগে ঘণ্টা-দুই সাইবিলকে বিশ্রাম নিতে হবে, স্রেফ বিছানার ওপরে গড়াগড়ি দিতে হবে তাকে। বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে জিমও বারবার তাকে চাপ দিল। সে বলল তার মা একটু সরে গেলেই সে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে; অন্যথায়, মা কান্না-কাটি করে শেষ পর্যন্ত একটা কাণ্ড করে তুলবে। কান্নাকাটি করে হৈচৈ করাটাকে সে একদম বরদাস্ত করতে পারে না।

সাইবিলের ঘরেই তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। ছেলেটির মনের মধ্যে হিংসার একটা বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তাদের দুজনের মধ্যে এই তৃতীয় ব্যক্তিটির আগমন সে মোটেই বরদাস্ত করে উঠতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, আগন্তুকটির সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে খুন করে ফেলতে পারত। তবু, যখন সাইবিল দুটি হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল, তার চুলের ভেতর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে তাকে চুমু খেল তখনই তার মনটা নরম হয়ে গেল; সত্যিকার ভালবাসা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল; সে-ও আদুরে ভাই-এর মত বোনকে চুমু খেল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল তারা; চোখের জলের ভেতর দিয়ে বিদায় নিল।

তার জন্যে নিচে তার মা অপেক্ষা করছিলেন। সে ঘরে ঢুকতেই, দেরী করার জন্যে মা গজ গজ করতে লাগলেন। কোন উত্তর না দিয়ে জিম খেতে বসল। খাওয়ার আয়োজন এমন কিছু বেশী ছিল না। কিন্তু তা-ও তার খুব ভাল লাগল বলে মনে হল না। চারপাশে মাছি ভন ভন করতে লাগল; দু'চারটে টেবিলের ওপরে লাগল ঘুরতে। রাস্তায় যান-বাহনের হট্টগোল; এদের মধ্যে দিয়েই তার বিদায়ের শেষ ক'টি মুহূর্ত ধীরে-ধীরে নিঃশেষিত হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সে খাবারের থালাটা সরিয়ে রাখলো; মাথাটাকে দুটো হাতের চেটো দিয়ে চেপে ধরল। তার মনে হল ওদের মধ্যে কী ঘটছে তা বিশেষভাবে জানার অধিকার তার রয়েছে; এ ব্যাপারটা তাকে আরও আগেই জানানো উচিৎ ছিল। তাহলে সে বুঝতে পারত সে যা সন্দেহ করেছে সেটা সত্যি কি না। ছেলের অকস্মাৎ এই ভাবালুতায় মা ভয় পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যান্ত্রিকভাবেই তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল, একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার রুমাল তিনি আঙুলে জড়াতে লাগলেন। ঘড়িতে ছ'টা বাজলো। জিম ধীরে-ধীরে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপরে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে তাকাল। চোখাচোখী হল দুজনের। জিম দেখল মা তাকে সব জিনিসটা ক্ষমার চোখে দেখতে অনুরোধ করছেন। এই মনে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে চটে উঠলো।

মা, তোমাকে কিছু বলার রয়েছে আমার।

মা-র চোখ দুটি ঘরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কোন উত্তর দিলেন না তিনি।

মা, আমাকে সত্যি কথা বল। কথাটা জানার অধিকার রয়েছে আমার। বাবার সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হয়েছিল?

ভদ্রমহিলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বুকের বোঝা অনেকটা হালকা হয়ে গেল তাঁর। এতদিন ধরে, দিনে আর রাতে, সপ্তাহ আর মাস ধরে যে মুহূর্তটির জন্যে আতঙ্কিত হৃদয়ে তিনি অপেক্ষা করে দিন গুণছিলেন সেই চরম মুহূর্তটি তাঁর সামনে এসে হাজির হয়েছে। যতই কদর্য হোক, প্রশ্নটি সোজা; সোজা উত্তরই দিতে হবে তাঁকে। এই রকম একটি অবস্থার জন্যে কোন রকম প্রস্তুতি ছিল না। জিম-এর প্রশ্নটি অকস্মাৎ; কেবল অকস্মাৎ-ই নয়, একেবারে যাকে বলে অমার্জিত; অনেকটা নাটকের খারাপ রিহার্সালের মত।

জীবনের সহজ বর্বর গতির কথা চিন্তা করে অবাক হয়েছিলেন তিনি। এটাই যেন জীবনের একমাত্র সত্য; কিন্তু কেন যে এই বর্বরতা মানুষ মেনে নেয়, বা মেনে নিতে বাধ্য হয়, তা জানার মত দক্ষতা তাঁর ছিল না, অনেক সহজ জিনিসের মত এটা-ও একটা বর্বর সত্য।

না; বিয়ে হয় নি।

দুটো হাত শক্ত করে ঘুষি পাকিয়ে ছেলেটি চিৎকার করে উঠলো: আমার বাবা তাহলে একটি স্কাউনড্রেল।

ঘাড় নাড়লেন তিনি; বললেন: না, আমি জানতাম, সামাজিকভাবে বিয়ে তিনি আমাকে করতে পারতেন না। সেদিক থেকে যথেষ্ট অসুবিধে ছিল তাঁর। কিন্তু আমরা দুজনই দুজনকে ভালবাসতাম। বেঁচে থাকলে, নিশ্চয় তিনি আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করে যেতে পারতেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করো না, বাছা; তিনি তোমার বাবা, এবং ভদ্রলোক। তাছাড়া, অভিজাত ছিলেন তিনি।

ভ্রূকুট করল জিম: আমার জন্যে কিছুই আমি গ্রাহ্য করি নে। কিন্তু সাইবিলকে তুমি কিছুতেই ··এও তো একজন ভদ্রলোক—তাই নয়—ওই যে লোকটি সাইবিলকে ভালবাসে—অথবা, বলে সে ভালবাসে? তাছাড়া, মনে হচ্ছে—বেশ অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষ—তাই না?

হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। একটা ভয়ঙ্কর রকমের ক্লেদাক্ত অপমান তাঁকে স্তব্ধ করে দিল। লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ল তাঁর। হাত দুটো কাঁপতে লাগল। সেই কাঁপানো হাত দিয়ে চোখ দুটো তিনি মুছলেন; বললেন: সাইবিলের মা রয়েছে। আমার মা ছিল না।

মায়ের কথা শুনে জিমের মন নরম হয়ে গেল; সে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে তাঁকে চুমু খেল; বলল: বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে তোমাকে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি তার জন্যে আমি দুঃখিত, মা। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না; এখন আমাকে যেতেই হবে। ভুলে যেয়ো না যে এখন থেকে লক্ষ্য রাখার মত একটি সন্তানই তোমার কাছে রইল; আর এটাও তুমি বিশ্বাস করো যে সেই লোকটা আমার বোনের যদি এতটুকু ক্ষতি করে আমি নিশ্চয় খুঁজে বার করব তাকে, তারপরে কুকুরের মত গুলি করে মারব। প্রতিজ্ঞা করছি আমি।

ভয় দেখানোর এই অনাবশ্যক মূর্খতা, উচ্ছ্বাস, আর উন্মত্ত নাটকীয় ঢঙ

ভদ্রমহিলার কাছে জীবনটাকে আরও স্পষ্ট করে তুলল। এই রকম একটি আবহাওয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। এই আবহাওয়ায় তিনি আরও সহজ ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারতেন; আর অনেক দিন পরে সেই প্রথম ছেলেকে তিনি সত্যি-সত্যিই প্রশংসা করলেন। উচ্ছ্বাসভরা এই পরিস্থিতি আরও কিছুক্ষণ কাটানোর ইচ্ছে ছিল তাঁর; কিন্তু সে-সুযোগ তিনি পেলেন না; পুত্রই তাঁকে থামিয়ে দিল। তখনও ট্রাঙ্কটা নামানো হয় নি; খোঁজা হয় নি 'মাফলার'। বাসা-করার অনেক টুকি-টাকি জিনিস এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে ছিল। গাড়োয়ানের সঙ্গে দর কষাকষি করতে হল; খুঁটি-নাটি কাজেই অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। ছেলে গাড়ীতে উঠে চলে যাওয়ার পরে, নতুন ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানালা থেকে ছেঁড়া রুমালের একটা টুকরো নিয়ে নাড়তে লাগলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন একটা বড় রকমের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। সাইবিলকে এই বলে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন যে বর্তমানে তাঁর আর কাজ নেই, তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন; কারণ, এখন লক্ষ্য রাখার মত একটি সন্তানই তাঁর কাছে রয়েছে। ছেলের কথাটা তাঁর মনে ছিল। কথাটা তাঁকে খুশিই করেছিল। ছেলে যে ভয় দেখিয়েছিল সে-বিষয়ে মেয়েকে তিনি কিছুই বলেন নি। কথাটা জিম বেশ স্পষ্ট করে আর নাটকীয় ভঙ্গীতেই বলেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল এই কথাটা নিয়ে একদিন সবাই তাঁরা হাসাহাসি করবেন।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

ব্রিষ্টল হোটেলের একটি ছোট কামরায় সেদিন সন্ধ্যায় কেবল তিন জনের জন্যে ডিনার দেওয়া হয়েছিল। বেসিল হলওয়ার্ডের সঙ্গে সেই ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে লর্ড হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন: বেসিল, তুমি নিশ্চয় খবরটা শুনেছ?

একজন ওয়েটার মাথা নিচু করে তাঁদের অভিবাদন জানালো; সেই ওয়েটারের হাতে টুপী আর কোটটা দিয়ে আর্টিস্ট হলওয়ার্ড বললেন: না, হ্যারি। কী খবর বলত? আশা করি রাজনীতির ব্যাপার কিছু নয়? ও-সব খবরে আমার আগ্রহ নেই। হাউস-অফ-কমনস-এ এমন একজন সদস্যও নেই

যার প্রতিকৃতি আঁকা চলতে পারে ; যদিও অবশ্য, কিছুটা পালিশ করলে তাদের ভালই দেখায়।

লর্ড হেনরী বললেন : ডোরিয়েন গ্রে বিয়ে করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

চমকে উঠলেন হলওয়ার্ড ; তারপরে ভ্রূকুটি করলেন, বললেন : কী বললে ! ডোরিয়েন গ্রে বিয়ে করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ? অসম্ভব, অসম্ভব।

না, সত্যি ; যাকে বলে, নির্ভেজাল সত্যি।

কাকে বিয়ে করবে ?

একটি ক্ষুদে অভিনেত্রী বা ওই জাতীয় কোন মেয়েকে।

আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই। এসব ব্যাপারে ডোরিয়েন অনেক বেশী বুদ্ধিমান।

প্রিয় বেসিল, বরং বলতে পার মাঝে-মাঝে বোকার মত কাজ না করার মত ডোরিয়েন বুদ্ধিমান।

হ্যারি, মাঝে-মাঝে করার মত কাজ বিয়েটা মোটেই নয়।

লর্ড হেনরী ক্লান্তভাবে বললেন : অ্যামেরিকা ছাড়া। কিন্তু আমি বলি নি সে বিয়ে করেছে ; আমি বলেছি নিজের বিয়ে সে নিজেই ঠিক করে ফেলেছে। দুটোর মধ্যে পার্থক্য অনেক। আমার কথাই ধর না কেন। কবে আমার বিয়ে হয়েছে সেকথাটা আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে, কিন্তু কবে আমি বিয়ে করব বলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেম সেকথা আমি স্রেফ ভুলে গিয়েছি। আমার যেন মনে হচ্ছে, বিয়ে করতে আমি কোনদিনই চুক্তিবদ্ধ হই নি।

কিন্তু ডোরিয়েনের সম্পদ, জন্ম, আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথাটা একবার চিন্তা করে দেখ। তার সামাজিক পদমর্যাদার এত নিচের কাউকে বিয়ে করাটা তার পক্ষে হাস্যকর হবে।

বেসিল, মেয়েটিকে সে বিয়ে করুক এটা যদি তুমি চাও, তাহলে সে কথাটা তাকে তুমি বলতে পার। তাহলে সে মেয়েটিকে নিশ্চয় বিয়ে করবে। যখনই মানুষ আকাঠ মূর্খের মত কাজ করে তখনই বুঝবে তার পেছনে তার কোন মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে।

আশা করি মেয়েটি ভাল। কোন দুশ্চরিত্রাকে ডোরিয়েন বিয়ে করুক তা আমি চাই নে ; তাতে তার চরিত্র নষ্ট হবে ; নষ্ট হবে তার বুদ্ধি।

অরেঞ্জ-বিটার মেশানো ভারমুথের গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে লর্ড হেনরী বললেন : না, না ; মেয়েটি ভালর চেয়েও ভাল ; সে সুন্দরী। ডোরিয়েন

বলছে—মেয়েটি সুন্দরী। এসব ব্যাপারে সাধারণত তার ভুল হয় না। তুমি যে তার ছবিটি এঁকেছ তাই দেখে অন্য লোকের সৌন্দর্য তার চোখে ধরা পড়েছে। অনেক জিনিসের মধ্যে অপরের সৌন্দর্য উপলব্ধি করার মত শক্তি তার রয়েছে। আজ রাত্রিতে মেয়েটিকে দেখার কথা রয়েছে আমাদের, যদি অবশ্য ছোকরা এখানে আসার কথা বেমালুম ভুলে যায়।

তুমি কি সিরিয়াস?

নিশ্চয়, বেসিল। বর্তমানে আমি যতটা সিরিয়াস তার চেয়ে বেশী সিরিয়াস আর কখনও আমি হতে পারি একথা ভাবতেই আমার কষ্ট হচ্ছে।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে-করতে ঠোঁটে কামড় দিয়ে বেসিল হলওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করলেন: কিন্তু এ-বিয়েতে কি তোমার মত রয়েছে? নিশ্চয় না। এটা একটা অর্থহীন মোহ ছাড়া আর কিছু নয়।

অনুমোদন অথবা অননুমোদন—বর্তমানে আমি কিছুই করি নে। জীবনের সম্বন্ধে এই ধরনের চিন্তা করাটা উদ্ভট। আমাদের নৈতিক কুসংস্কারকে ঢাক পিটিয়ে জাহির করার জন্যে পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করি নি। সাধারণে এ-বিষয়ে কী বলে তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে; আর মনোহর মানুষেরা যা করে তার মধ্যে আমরা নাক গলাই নে। মনোমুগ্ধকারী ব্যক্তি যে কাজ যে ভাবেই করুক না কেন আমি তাতে আনন্দ পাই। ডোরিয়েন একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। মেয়েটি জুলিয়েট-এর ভূমিকায় অভিনয় করে। মেয়েটিকে সে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। তাতে আপত্তি কী? সে যদি মেসালিনাকে বিয়ে করত তাতেই বা কী ক্ষতি হোত। তুমি জান বিয়ের সমর্থক আমি নই। বিয়ের সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছে এই যে বিয়ে করলে মানুষ নিঃস্বার্থপর হয়; আর যে সব মানুষ স্বার্থের কথা চিন্তা করে না, চরিত্রের দিক থেকে তারা বিবর্ণ। তাদের ব্যক্তিত্ব বলে কোন বস্তু নেই। তবু এমন কয়েকটি মানসিক বৃত্তি রয়েছে বিয়ে যাদের জটিলতর করে তোলে। এই সব মানুষরা তাদের অহমিকা বজায় রাখে; আর সেই অহমিকার সঙ্গে আরও অনেক দম্ভ মিশিয়ে দেয়। বিবাহিত ব্যক্তিরা একাধিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। বিয়ের পরে তারা বেশ ভালভাবেই সংঘবদ্ধ হয়; এবং আমার মতে, এই সংঘবদ্ধতাই হচ্ছে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য। তা ছাড়া, প্রতিটি অভিজ্ঞতারই দাম রয়েছে; এবং বিয়ের বিরুদ্ধে যে যাই বলুক, নিঃসন্দেহে এটি একটি অভিজ্ঞতা। আমি আশা করি ডোরিয়েন এই মেয়েটিকে বিয়ে করবে, ছ'মাস পাগলের মত

ভালবাসবে—তারপরে আর কেউ তাকে মোহগ্রস্ত করে ফেলবে। অনুশীলনের জন্যে ডোরিয়েন একটি অদ্ভুত চরিত্রে পরিণত হবে।

হ্যারি, এতক্ষণ ধরে তুমি যা বললে তার একটি বর্ণ-ও তুমি নিজে বিশ্বাস কর না। বিশ্বাস যে কর না তা তুমি নিজেই জান। ডোরিয়েন গ্রে-র জীবন যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তোমার চেয়ে বেশী দুঃখ আর কেউ পাবে না। তুমি যা দেখাও তার চেয়ে তুমি অনেক উঁচু।

লর্ড হেনরী হেসে বললেন: অন্য লোক যে ভাল একথা আমরা চিন্তা করি কেন জান? কারণ, নিজেরাই আমরা নিজেদের ভয় করি। অপরের ভাল দেখার ভিত্তি হচ্ছে নিছক ভীতি। আমাদের উপকারে আসতে পারে এই এই রকম কিছু গুণ অন্য লোকের মধ্যে খুঁজে বার করে আমরা তাদের প্রশংসা করি; ভাবি, এটাই আমাদের বিরাট একটা বদান্যতা। ব্যাঙ্কারকে আমরা প্রশংসা করি এই উদ্দেশ্যে যে আমরা প্রয়োজনমত আমাদের সঞ্চিত অর্থের চেয়ে বেশী অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পারব। দস্যুদের বীরত্বের প্রশংসা করি এই ভরসায় যে তারা আমাদের পকেটটা রেহাই দেবে। আমি যা বললাম তা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। মানুষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—এই আশাবাদকে আমি যথেষ্ট ঘৃণা করি। আর জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা যদি বল তাহলে এটুকু আশ্বাস তোমাকে আমি দিতে পারি যে যে-জীবনের গতি রুদ্ধ হয় নি তার বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মানুষের প্রকৃতিকে যদি তুমি ধ্বংস করতে চাও তাহলে তাকে শুধু সংস্কার করে দাও। বিয়ের কথা যদি বল তাহলে অবশ্য মূর্খতা হবে; কিন্তু বিয়ে বাদ দিয়েও নর-নারীর মধ্যে অনেক রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে; এই সম্পর্কগুলি কেবল যে মনোরম তা-ই নয়, এগুলি আমাদের কৌতূহল-ও উদ্রেক করে যথেষ্ট। এইগুলি যারা গড়ে তোলে তাদের নিশ্চয়ই আমি উৎসাহিত করব। ফ্যাসানেবল বলে স্বীকৃতি পাওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে তাদের। কিন্তু ডোরিয়েন সশরীরে হাজির হয়েছে; আমার চেয়ে অনেক দক্ষতার সঙ্গে সে তোমাকে ব্যাপারটা বোঝাতে পারবে।

সাটিনের পালক-দেওয়া টুপীটা মাথা থেকে খুলে এবং দুজনের সঙ্গে পর্যায়-ক্রমে করমর্দন করে ডোরিয়েন উৎসাহের আতিশয্যে বলে উঠল: প্রিয় হ্যারি, প্রিয় বেসিল, তোমরা নিশ্চয় আমাকে অভিনন্দন জানাবে। এত আনন্দ জীবনে আর কোনদিনই আমি পাই নি। অবশ্য এর জন্য কোন রকম প্রস্তুতি ছিল না; সত্যিকার সুখের জিনিসগুলি এই রকম আকস্মিকভাবেই আমাদের

কাছে হাজির হয়। তবু মনে হয় এই রকম একটি আনন্দকেই আমি এতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

উত্তেজনায় আর আনন্দে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল; দেখতে তাকে অপরূপ দেখালো।

হলওয়ার্ড বললেন : আশা করি, ডোরিয়েন, সব সময়েই তুমি খুব সুখী হবে। কিন্তু তোমার বিয়ে যে ঠিক হয়ে গিয়েছে একথা তুমি আমাকে জানাও নি বলে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না। সে-সংবাদ হ্যারিকে তুমি দিয়েছ।

ছোকরাটির কাঁধে হাত রেখে হাসতে-হাসতে লর্ড হেনরী বললেন : এবং ডিনারে আসতে দেরি করার জন্যে আমি তোমাকে ক্ষমা করব না ডোরিয়েন। এখন এস, বসে পড়ি। এখানকার খাবার কী রকম খেতে তা-ই পরীক্ষা করি এস। তারপরে তোমার কাহিনী বলো।

ছোট টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসতে-বসতে ডোরিয়েন বলল : বেশী বলার সত্যিই কিছু নেই। কী হয়েছিল সেইটাই সোজা কথায় বলছি। গতকাল সন্ধ্যায় হ্যারি তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে আমি পোশাক বদলালাম; রুপার্ট স্ট্রীটের যে রেস্তোরাঁতে আমাকে তুমি নিয়ে গিয়েছিলে সেখানে ডিনার খেতে ঢুকলাম। ডিনার সেরে রাত প্রায় আটটা নাগাদ আমি থিয়েটারে হাজির হলাম। রোজালিনড-এর ভূমিকায় অভিনয় করছিল সাইবিল। অবশ্য দৃশ্যপট একদম জঘন্য ছিল; আর প্রায় সেই রকম ছিল অরল্যানডো। কিন্তু সাইবিল! সে-অভিনয় তোমরা দেখলে খুশি হতাম আমি। ছেলের পোশাক পরে সে যখন স্টেজে এসে নামলো তখন তাকে যা দেখাচ্ছিল কী আর বলব! শ্যাওলা রঙের ফতুয়ার সঙ্গে সরু পায়জামা পরেছিল সে; মাথায় ছিল দামী পাথর বসানো বাজপাখীর একটা পালক; গায়ের ওপরে জড়ানো ছিল ফিকে লাল লাইনটানা একটা ঢিলে জামা। এমন অপরূপ সাজে আর কখনো-ও তাকে আমি দেখি নি। বেসিল, তোমার স্টুডিওতে তানাগ্রা যুবতীর যে অপরূপ ছবি রয়েছে ঠিক সেইরকম দেখতে। একটা বিবর্ণ গোলাপের চারপাশে ঘন কালো পাতার আচ্ছাদনের মত তার ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের রাশি তার মুখের চারপাশে জড়ানো ছিল। তার অভিনয়ের কথা যদি বল তা সে নিজেদের চোখেই আজ তোমরা দেখতে পাবে। একেবারে জাত আর্টিস্ট বলতে যা বোঝা যায় সাইবিল সেই জাতীয় অভিনেত্রী। সেই ছোট ঘিঞ্জি জায়গায় আমি তো একেবারে অভিভূতের মত বসে রইলাম। আমি যে উনবিংশ শতাব্দীর লনডনে বসে

রয়েছি সেকথা আমি একেবারে ভুলেই গেলাম। যে-অরণ্য কেউ কোনদিন দেখে নি, মনে হল সেই অরণ্যের ভিতরে আমি আমার প্রেমিকার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। অভিনয় শেষ হওয়ার পরে আমি নিচে নামলাম; তারপরে সাজ-ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বললাম। আমরা যখন দুজনে পাশাপাশি বসেছিলাম তখন হঠাৎ তার চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম। তার চোখের ওই রকম চাহনি আগে কোনদিন আমার চোখে পড়ে নি। আমার ঠোঁটদুটি তার দিকে এগিয়ে গেল। দুজনেই দুজনকে গভীর আবেগের সঙ্গে চুমু খেলাম। সেই মুহূর্তে আমি যে কেমন বিভোর হয়ে গেলাম সে কথা তোমাদের আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। মনে হল, আমার সমস্ত জীবন, সমস্ত যৌবন গোলাপী আনন্দের একটি মুহূর্তে কেন্দ্রীভূত হল। সাদা নর্সিসাস ফুলের মত সে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপরে সে হাঁটু মুড়ে বসে আমার হাতে চুমু খেল। এসব কথা অবশ্য তোমাদের বলে লাভ নেই; তবু, না বলে আমি পারছি নে। অবশ্য আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা এখনও খুব গোপন রয়েছে। এমন কি, সে তার মাকেও একথা জানায় নি। জানি নে, আমার অভিভাবকরাই বা কী বলবেন। লর্ড র‍্যাডলি নিশ্চয় খুব চটে যাবেন। আমার তাতে কিছু আসে যায় না। সাবালক হতে আমার আর এক বছর-ও নেই; তারপরে খুশিমত যা ইচ্ছে তাই করতে পারব। বেসিল, তোমার কি মনে হয় কাব্যলোক থেকে প্রেমিকাকে সরিয়ে এনে আমার স্ত্রীকে শেকসপীয়রের নাটক অভিনয় করার সুযোগ দেওয়াটা আমার পক্ষে উপযুক্ত হবে না? শেকসপীয়রের বাণী যে গোপনে আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলছে। রোজালিনড-এর দুটি বাহু যে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছে, আমি যে জুলিয়েটের ঠোঁটে চুমু খেয়েছি।

হলওয়ার্ড আস্তে-আস্তে বললেন: হ্যাঁ, ডোরিয়েন, মনে হয় তুমি ঠিক কথাই বলেছ।

লর্ড হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার সঙ্গে তার কি আজ দেখা হয়েছে?

ডোরিয়েন গ্রে মাথা নাড়লেন: আমি তাকে আর্ডেনের বনভূমিতে ছেড়ে এসেছি, ভেরোনার উদ্যানে আমি আবার তাকে খুঁজে পাব।

গভীর মনোনিবেশ সহকারে লর্ড হেনরী তাঁর স্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগলেন।

ঠিক কোন মুহূর্তে তুমি বিয়ের কথাটা উচ্চারণ করলে ডোরিয়েন? সে-ই বা কী উত্তর দিল? সম্ভবত, কিছুই মনে নেই তোমার।

প্রিয় হ্যারি, বিয়েটাকে আমি ব্যবসাদারী চোখে দেখি নি; আর এ-বিষয়ে কোন প্রস্তাব-ও আমি তাকে দিই নি—। তাকে যে আমি ভালবাসি এই কথাটাই কেবল তাকে আমি বলেছি। সে বলেছে, আমার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা তার নেই। যোগ্যতা নেই! শোন কথা! আমার কাছে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যাকে আমি তার সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

লর্ড হেনরী বিড়-বিড় করে বললেন, বাস্তববুদ্ধিতে নারীজাতির সঙ্গে কারও তুলনাই চলে না। আমাদের চেয়ে তারা অনেক বেশী বুদ্ধিমতী। ওই রকম অবস্থায় বিয়ের কথাটা বলতে আমরা প্রায়শই ভুলে যাই—তারা আমাদের সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

হলওয়ার্ড তাঁর হাতের ওপরে একটা হাত চাপিয়ে বললেন: থাক হ্যারি। ডোরিয়েনকে বিরক্ত করছ তুমি। অন্য পুরুষদের সঙ্গে ওর তুলনা করো না। ও কারও জীবনে দুঃখ ডেকে আনবে না। ওর চরিত্রটি বেশ সুন্দর, মার্জিত।

টেবিলের উলটো দিকে তাকিয়ে লর্ড হেনরী বললেন: ডোরিয়েন কোন-দিনই আমার ওপরে বিরক্ত হয় না। আমার প্রশ্নের মধ্যে কোন রকম কুটিলতা নেই; অথবা, প্রশ্নটা আমি করছি খোলা মনে। প্রশ্নের কারণটা হচ্ছে নিছক কৌতূহল। আমার ধারণা, বিয়ের ব্যাপারে মহিলারাই আমাদের কাছে প্রস্তাব তোলে প্রথম। আমরা তাদের কাছে কোন প্রস্তাব রাখি নে। অবশ্য মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে এ-রীতিটা খাটে না। কিন্তু মধ্য-বিত্ত সম্প্রদায়কে আমরা আধুনিক বলি নে।

হেসে মাথা নাড়লেন ডোরিয়েন: তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না, হ্যারি; কিন্তু তোমার কথায় আমি কিছু মনে করি নে। তোমার ওপরে রাগ করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। সাইবিল ভেনকে দেখলে তুমি বুঝতে পারবে, একমাত্র জানোয়ার ছাড়া আর কেউ তাকে দুঃখ দিতে পারে না। আমি তাকে সোনার চৌকিতে দাঁড় করিয়ে দেখতে চাই আমার স্ত্রীকে বিশ্বের লোক পুজো করছে। বিয়েটা কী বলত? একটা চুক্তি, একটা প্রতিজ্ঞা—যাকে কোন অবস্থাতেই ভাঙা যায় না। তুমি আমার কথা শুনে হাসছ? না, না; হেস না। একটি অপরিবর্তনীয় চুক্তিই তার সঙ্গে আমি করতে চাই। ভালবাসাকে মানুষ কী করে যে অপমান করে তা আমি জানি নে। আমি সাইবিল ভেনকে ভালবাসি।

তার আত্মা আমাকে বিশ্বাসী করে তুলেছে, করে তুলেছে সৎ। তার পাশে বসে থাকলে তুমি আমাকে যা শিখিয়েছ তার জন্যে অনুতাপ করি আমি। তোমরা আমাকে যা জান আমি তখন আর ঠিক সে রকমটি থাকি নে। আমার সব কিছু পালটে যায়। সাইবিল ভেন-এর একটু ছোঁওয়া আমাকে সব ভুলিয়ে দেয়; ভুলিয়ে দেয় তোমার মনোমুগ্ধকর, চিত্তাকর্ষী, বিষাক্ত, মুখরোচক নীতিগুলি।

কিছু স্যালড নিজের দিকে টেনে নিয়ে লর্ড হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন: এবং ওগুলি কি…

ওই জীবন, প্রেম, এবং আনন্দের ওপরে তোমার নীতিগুলির কথাই বলছি। হ্যারি, কেবল ওইগুলি নয়, তোমার যাবতীয় নীতি।

আস্তে-আস্তে সুরেলা কণ্ঠে লর্ড হেনরী বললেন: আনন্দই হচ্ছে একমাত্র জিনিস যার সম্বন্ধে কিছু নীতিকথা বলা যায়। কিন্তু এ-নীতি আমার নিজস্ব নয়—প্রকৃতির। প্রকৃতি এই আনন্দের মারফতেই মানুষকে যাচাই করে। যে আনন্দ করতে জানে তাকেই প্রকৃতি সমর্থন করে। সুখী হলেই আমরা সৎ হব, কিন্তু সৎ হলেই যে আমাদের সব সময় সুখী হতে হবে এমন কোন কথা নেই।

বেসিল হলওয়ার্ড জিজ্ঞাসা করলেন: কিন্তু "সৎ হওয়া" কথাটার অর্থ কী বলত?

টেবিলের ওপরে টবে রাখা ঘন ফুল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে লর্ড হেনরীর দিকে চোখ চিরে তাকাতে-তাকাতে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে ডোরিয়েন গ্রে বললেন: ঠিক, ঠিক, "সৎ হওয়া" বলতে কী বোঝ তুমি তা-ই আমাদের বল।

গ্লাসের পাতলা কাচের ওপরে নিজের সুন্দর একটি আঙুলের চাপ দিয়ে লর্ড হেনরী বললেন: সৎ-হওয়া আর নিজের আত্মার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া একই কথা। অন্য লোকের সঙ্গে যে একাত্মতা তারই মধ্যে বিভেদের বীজ লুকিয়ে থাকে। মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় হল তার নিজের জীবন। প্রতিবেশীদের কথা যদি ধর, তাহলে প্রয়োজন হলে তাদের লক্ষ্য করে তুমি অনেক নৈতিক উপদেশের বাণী ছাড়তে পার। তা ছাড়া, উঁচু আদর্শ বলতে আমরা যা বুঝি তা রয়েছে একমাত্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের। যুগের মানদণ্ডই হচ্ছে আধুনিক নীতিজ্ঞানের মাপকাঠি। আমার মনে হয় কোন মানুষের পক্ষেই

তার যুগের মাপকাঠি মেনে নেওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অনৈতিক কাজ।

বেসিল হলওয়ার্ড বললেন: সত্যি কথা বলতে কি হ্যারি, কেউ যদি নিছক নিজের জন্যেই বেঁচে থাকে তাহলে কি তাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয় না?

নিশ্চয়। আজকাল প্রতিটি জিনিসের জন্যই আমাদের অনেক মূল্য দিতে হয়। আমার ধারণা, দরিদ্রদের সত্যিকার ট্র্যাজিডি হচ্ছে নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই তারা বঞ্চিত করতে পারে না। সমস্ত কিছু সুন্দর জিনিসের মতই সুন্দর পাপ করার অধিকার আর সুযোগ একমাত্র ধনীদেরই রয়েছে।

অর্থের কথা বাদ দিলেও, মানুষকে অন্যভাবে দাম দিতে হয়।

কী ভাবে, বেসিল?

ধর, অনুতাপের দাম, দুঃখ-যন্ত্রণার দাম···নৈতিক অবনতির দাম।

কাঁধে স্রাগ করে লর্ড হেনরী বললেন: প্রিয় বন্ধু, মধ্যযুগের কলা খুব মনোমুগ্ধকর। কিন্তু মধ্যযুগের অনুভূতিগুলি বর্তমান যুগে অচল। অবশ্য, সেই অনুভূতিগুলিকে নভেল-নাটকে চালানো যায়। কিন্তু নভেল-নাটকে স্থান পায় কারা? বর্তমান যুগের বাস্তব পটভূমিকায় যারা অচল, বিশ্বাস কর, এমন কোন সভ্য মানুষ নেই যে আনন্দের জন্যে অনুতাপ করে, আর এমন কোন সভ্য মানুষ নেই সত্যিকার আনন্দ বলতে কী বোঝায় সে-বিষয়ে যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান রয়েছে।

ডোরিয়েন গ্রে বললেন: আমি জানি আনন্দ কাকে বলে। আনন্দ হচ্ছে কাউকে গভীরভাবে ভালবাসা।

লর্ড হেনরী ফল নাড়তে-নাড়তে বললেন: ভালবাসা পাওয়ার চেয়ে ভালবাসা অবশ্যই ভাল। কারও পূজা পাওয়াটা হচ্ছে জঘন্য জিনিস। মানুষরা দেবতাদের যে চোখে দেখে নারীরাও সেই চোখে পুরুষদের দেখে থাকে। তারা সব সময় আমাদের পুজো করে; আর সেই অজুহাতে তাদের জন্যে কিছু করার জন্যে সব সময় আমাদের কাছে ঘ্যান-ঘ্যান করে।

ডোরিয়েন একটু গম্ভীরভাবেই বললেন: আমার ধারণা, আমাদের চরিত্রে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করে তারা; আমাদের কাছ থেকে সেই প্রেম চাওয়ার পূর্ণ অধিকার তাদের রয়েছে।

হলওয়ার্ড বললেন: খাঁটি কথা, ডোরিয়েন।

লর্ড হেনরী বললেন: কোন জিনিসই চিরকাল খাঁটি নয়, বেসিল।

বাধা দিলেন ডোরিয়েন: অর্থাৎ, এ কথাটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে

হ্যারি, যে নারীরা তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস পুরুষদের উপহার দেয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লর্ড হেনরী বললেন: সম্ভবত; কিন্তু টুকরো-টুকরো করে সেইটাই তারা ফিরে পেতে চায়। আমাদের দুশ্চিন্তাটা সেখানেই। কোন একজন ধীসম্পন্ন ফরাসী ভদ্রলোক একবার বলেছেন—বড় কাজ করার জন্যে মহিলারা সব সময় আমাদের উৎসাহিত করে; কিন্তু সেই কাজ আমরা যখন করতে যাই তখনই চরম বাধা আসে তাদের কাছ থেকে।

হ্যারি, তোমার কথাগুলি বড় ভয়ঙ্কর। আমি জানি নে তোমাকে আমি এত পছন্দ করি কেন।

তিনি বললেন: তুমি আমাকে সব সময় পছন্দ করবে ডোরিয়েন। একটু কফি চলবে? ওয়েটার, কফি নিয়ে এস; সেই সঙ্গে নিয়ে এস সেরা শ্যাম্পেন আর সিগারেট। না, না, সিগারেট থাক। আমার কাছে কয়েকটা রয়েছে। বেসিল, আমি তোমাকে সিগার খেতে দেব না। একটা সিগারেট খাও। নিখুঁত আনন্দে তোমাকে একটি নিখুঁৎ সিগারেটই দিতে পারে। এ জিনিসটি অপরূপ। খেয়েও তৃপ্তি পায় না মানুষ। আর কী চাই আমরা? হ্যাঁ, ডোরিয়েন, আমাকে তুমি সব সময় পছন্দ করবে। আজ পর্যন্ত যে সব পাপ করার সাহস তোমার হয় নি, তোমার কাছে সেই সব পাপের প্রতীক আমি।

সিগারেট ধরাতে-ধরাতে ডোরিয়েন বললেন: কী সব আবোল-তাবোল বকছো হ্যারি? চল, এবারে আমরা থিয়েটারের দিকে এগোই, সাইবিল স্টেজে এসে দাঁড়ালেই নতুন জীবনের মুখোমুখী এসে দাঁড়াবে তোমরা। সে এমন একটি জীবন তোমাদের সামনে তুলে ধরবে যা তোমরা আগে কোন দিন দেখ নি।

ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে লর্ড হেনরী বললেন: আমি সব জানি; কিন্তু সব সময় আমি নতুন-নতুন অনুভূতি সংগ্রহ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকি। অথচ, বলতে আমি ভয় পাচ্ছি, সেরকম কোন অনুভূতির সাক্ষাৎ আমি পাই নি। তবু হয়ত তোমার এই অপরূপা আমার মধ্যে কিছুটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারে। আমি অভিনয় ভালবাসি। বাস্তব জীবনের চেয়ে এ অনেক বেশী সত্য। চল, আমরা যাই। ডোরিয়েন, তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি দুঃখিত বেসিল, কিন্তু আমার গাড়ীতে দুজনের বেশী জায়গা হবে না। গাড়ীতে করে আমাদের পিছু-পিছু এস।

তাঁরা উঠে পড়লেন, কোট চাপালেন গায়ে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কফি খেতে

লাগলেন। হলওয়ার্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন ; কী যেন ভাবছিলেন তিনি। একটা বিষাদের ছায়া তাঁর ওপরে নেমে এসেছিল। এই বিয়েটাকে কেমন যেন মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি ; অথচ তাঁর মনে হল ডোরিয়েনের জীবনে যে-সব ঘটনা ঘটতে পারতো তাদের অনেকের চেয়ে এটা ভাল। কয়েক মিনিট পরে, তাঁরা সবাই নিচে নেমে এলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি একাই গাড়ীতে উঠলেন ; সামনে দেখলেন লর্ড হেনরীর গাড়ীতে আলো চকচক করে উঠলো। অদ্ভুত একটা ক্ষতির অনুভূতি তাঁকে গ্রাস করে ফেলল। তাঁর মনে হল আগের মত ডোরিয়েন আর তাঁর নিজের হবেন না। তাঁদের মধ্যে নতুন একটি জীবন এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর চোখের দৃষ্টি কালো হয়ে এল ; উজ্জ্বল আলোয় ভরা জনাকীর্ণ রাস্তাগুলি কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এল তাঁর চোখে। গাড়ীটা থিয়েটারে এসে হাজির হলে তাঁর মনে হল তিনি যেন অনেকগুলি বছর পেরিয়ে এসেছেন।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

কী জানি কেন সেদিন রাত্রিতে প্রেক্ষাগৃহ লোকে গিজগিজ করছিল : মেদবহুল ইহুদী ম্যানেজার দরজার সামনে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালো ; চাটুকারের ভীরু হাসি তার মুখের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঝলসে উঠলো। জোর-জোরে কথা বলতে-বলতে আর হীরের আংটি পরা হাত দোলাতে-দোলাতে বিনয়ের অবতার সেজে সে তাঁদের নির্ধারিত বকস-এ নিয়ে গেল। লোকটিকে ডোরিয়েন গ্রে-র কোন দিনই ভাল লাগত না ; সেদিন আরও খারাপ লাগল। তাঁর মনে হল মিরান্দার সন্ধানে এসে তিনি ক্যালিব্যানের মুখোমুখী পড়ে গিয়েছেন। লর্ড হেনরীর অবশ্য তাকে ভালই লাগল। অন্তত সেই রকমের একটা ইঙ্গিত করে তার সঙ্গে করমর্দন করার বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই সঙ্গে একথাটাও বলতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না যে এমন একটি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তিনি গর্ববোধ করছেন যে সত্যিকার প্রতিভাময়ী একটি অভিনেত্রীকে আবিষ্কার করেছে ; এবং একজন কবির জন্যে যে দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখিয়েছে। একতলায় গর্তে সমবেত দর্শকবৃন্দের

মুখের দিকে তাকিয়ে হলওয়ার্ড দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা করতে লাগলেন। অতিরিক্ত গরম আবহাওয়াটা সহ্য করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তাঁদের; বিরাট সূর্যটিকে মনে হচ্ছিল গাঢ় পীত রঙের দানবীয় আকৃতির একটি ডালিয়া ফুলের পাপড়ির মত। গ্যালারীতে যে যুবকগুলি বসেছিল তাদের কোট আর ওয়েস্ট কোট খুলে হাতলের ওপরে রেখে দিলো। থিয়েটারের ভেতরে তারা নিজেদের মধ্যে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথা বলাবলি করছিল, জমকালো পোশাক পরে তাদের পাশে যে সব মেয়েরা বসেছিল তাদের সঙ্গে তারা কমলালেবু ভাগাভাগি করে খাচ্ছিল। গর্তের মধ্যে কয়েকটি মহিলা হাসছিল। তাদের গলার স্বর কেবল তীব্রই নয়, অনেকটা বেসুরো-ও। মদের দোকান থেকে ছিপি খোলার শব্দ-ও ভেসে আসছিল।

লর্ড হেনরী বললেন: প্রিয়তমা খুঁজে বার করার জায়গাই বটে! বাপরে, বাপ।

ডোরিয়েন গ্রে বললেন: ঠিকই বলেছ। এইখানেই তাকে আমি খুঁজে বার করেছি; এবং আমার কাছে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে সে অনেক বেশী স্বর্গীয়া। তার অভিনয় দেখলে তোমরা সব ভুলে যাবে। সে স্টেজে নামলেই এই সব সাধারণ, কর্কশ স্বভাব এবং পাশবিক চরিত্রের মানুষগুলির হাবভাবও পালটিয়ে যাবে। তাদের চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে যাবে; চুপ করে বসে তার অভিনয় তারা দেখবে। তারই ইচ্ছেমত এই সব মানুষগুলি হাসবে, কাঁদবে। সে তাদের বেহালার তারের মত সুরময় করে তুলবে। তাদের আত্মিক জগতে সে তুলবে সুর। নিজেদের রক্তমাংসের কথা ভুলে যাবে তারা।

অপেরা-কাচ চোখে বসিয়ে লর্ড হেনরী একতলার দর্শকদের দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন, ডোরিয়েনের কথা শুনে তিনি বললেন, ভুলে যাবে! অর্থাৎ নিজেদের রক্ত মাংসের কথা। এবিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত নই।

হলওয়ার্ড বললেন: ওর কথা শোন না, ডোরিয়েন। তুমি কী বলছ তা আমি বুঝতে পারছি। এই মেয়েটির ওপরে আমার আস্থা রয়েছে। অপরূপা ছাড়া আর কাউকেই তুমি ভালবাসতে পার না। মেয়েটির সম্বন্ধে এইমাত্র তুমি যা বললে সেই সমস্ত গুণ যার মধ্যে রয়েছে সে নিশ্চয় চরিত্রের দিক থেকে সুন্দরী এবং রুচিসম্পন্না। নিজের যুগকে উন্নত করা নিশ্চয় একটা সৎ কাজ। আত্মা বলে যাদের কিছু নেই তাদের মধ্যে মেয়েটি যদি আত্মার প্রতিষ্ঠা করতে

পারে, যারা চিরকাল ঘৃণ্য আর কুৎসিৎ পরিবেশের মধ্যে বাস করে এসেছে তাদের মনে মেয়েটি যদি সৌন্দর্যের পরশ বুলিয়ে দিতে সক্ষম হয়, মেয়েটি যদি তাদের স্বার্থপরতার উর্দ্ধে তুলে ধরতে, আর অপরের দুঃখে তাদের চোখে জল আনাতে পারে তাহলে বুঝতে হবে সে তোমার ভালবাসার যোগ্য—শুধু তুমি নয়, সারা পৃথিবী। তোমাদের এই বিয়ের বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই। প্রথমে এতটা আমি ভাবি নি ; কিন্তু এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তোমার নির্বাচনের মধ্যে কোন গলদ নেই। কেবল তোমার জন্যেই ভগবান সাইবিল ভেনকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ওকে বাদ দিলে তোমার জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

তাঁর হাতের ওপরে চাপ দিয়ে ডোরিয়েন বললেন : ধন্যবাদ। আমি জানতাম যে তুমি আমাকে বুঝতে পারবে। হ্যারি বড় সিনিক। বিশ্বের কোন ভালই ওর চোখে পড়ে না। ওর কথা শুনলে আমি কেমন ভয় পেয়ে যাই। কিন্তু ওই অরকেস্ট্রা স্থরু হয়েছে ; বাপরে, বাপ ; কী ভয়ঙ্কর শব্দ। তবে পাঁচ মিনিটের বেশী নয় ; তারপরেই ওটা থেমে যাবে। তারপরেই যবনিকা উঠবে ; স্টেজের ওপরে দেখতে পাবে সেই মেয়েটিকে যাকে আমার সমস্ত জীবন আর যৌবন সমর্পণ করতে যাচ্ছি ; আমার মধ্যে যা কিছু ভাল আর সুন্দর রয়েছে যাকে আমি আগেই সব দিয়ে দিয়েছি।

মিনিট পনের পরে ঘন-ঘন করতালির মধ্যে সাইবিল ভেন স্টেজের ওপরে এসে দাঁড়ালো। হ্যাঁ ; কথাটা ঠিক। মেয়েটি বড় চমৎকার দেখতে ; লর্ড হেনরীর মনে হল এমন সুন্দর মেয়ে জীবনে তিনি খুব কমই দেখেছেন। তার সেই লাজুক ভঙ্গিমা আর চকিত চাহনির মধ্যে একটা মাদকতা রয়েছে। উৎসাহী দর্শকে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দিকে একবার তাকাতেই একটা মৃদু লজ্জার আভাষ তার মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ল ; মনে হল, রূপোর আয়নার ওপরে একটা গোলাপ ফুলের ছায়া পড়েছে। সামনে থেকে কয়েক পা সে পিছিয়ে গেল, মনে হল তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। বেসিল হলওয়ার্ড দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিতে লাগলেন। তার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন ডোরিয়েন গ্রে ; মনে হল তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন। চশমার ভেতর দিয়ে তাকাতে-তাকাতে লর্ড হেনরী বলে উঠলেন : চমৎকার, চমৎকার।

দৃশ্যটা ছিল ক্যাপুলেত-এর বাড়ীর বড় একখানা বসার ঘর। মারকুসিয়ো আর কিছু বন্ধু বান্ধব নিয়ে দরবেশের পোশাক পরে রোমিয়ো সেখানে ঢুকলো।

স্টেজের পেছনে বাজনা বেজে উঠলো, সুরু হল নাচ। একদল অতি সাধারণ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নোংরা মলিন পোশাক পরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাঝখানে সাইবিল ভেন লোকান্তরের মানুষের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলো। জলের মধ্যে বেতস লতা যেমনভাবে দোলে নাচের তালে-তালে, তার দেহটাও সেই রকম দুলতে লাগলো; কখনও সামনে, কখনও পেছনে। তার গলার আদলটা সাদা শালুকের গলার মত বাঁকানো; মৃদু হিল্লোলে দুলতে লাগলো। মনে হল, হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি হয়েছে তার হাত দুটি।

তবু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল সাইবিল। রোমিয়োকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে জুলিয়েট-এর মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল সে রকম কোন আনন্দ সাইবিলের চোখে মুখে, চলনে-বলনে ফুটে উঠলো না। কিছু কথা তাকে অবশ্য বলতে হল: হে দরবেশ, হাত দুটির ওপরে তুমি যথেষ্ট অন্যায় করছ। এই হাত দুটি দিয়ে মানুষ তার মনের ভক্তি জানায়; কারণ, তাদের হাত দুটি সাধুদের হাত স্পর্শ করে—এবং তীর্থযাত্রা শেষ করে এসে তীর্থযাত্রীরা সেই হাত ভক্তিভরে চুম্বন করে।

এর পরেও কয়েকটি কথা তার বলার ছিল; সেগুলি-ও সে বলল; কিন্তু সেই বলার মধ্যে আবেগ দেখা গেল না—মনে হল সবটাই কৃত্রিম। কথাগুলি অপরূপ মিষ্টি; কিন্তু আবেগ প্রকাশের দিক থেকে সেগুলি ব্যর্থ, ব্যঞ্জনার দিক থেকে দ্যুতিহীন। কাব্যের সমস্ত মাধুর্যই নষ্ট হয়ে গেল তাতে, অবাস্তব মনে হল জুলিয়েতের উচ্ছ্বাস।

তার অভিনয়ে এই জড়তা দেখে ডোরিয়েনের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কেমন যেন মাথাটা গুলিয়ে গেল তাঁর; উদ্বেগে ভরে উঠলো তাঁর মন। তাকে লক্ষ্য করে বন্ধুরাও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস করলেন না। তাঁদের মনে হল, জুলিয়েত-এর ভূমিকায় অভিনয় করার যোগ্যতা মেয়েটির নেই। নিরাশ হয়ে পড়লেন তাঁরা। এই রকম একটি অভিনয় দেখার জন্যে এখানে আসার প্রয়োজন ছিল না তাঁদের।

তবু তাঁরা ভাবলেন যে জুলিয়েত-এর শ্রেষ্ঠ অভিনয় হচ্ছে দ্বিতীয় অংকের "বারান্দার দৃশ্যে"। সেই দৃশ্যটি দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁরা। সেই দৃশ্যটা যদি সাইবিল জমিয়ে তুলতে না পারে তাহলে তাকে কোন মতেই অভিনেত্রী বলা যেতে পারবে না।

চাঁদের আলোতে জুলিয়েত-এর বেশে সাইবিল যখন বেরিয়ে এল তখন তাকে

সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেবিষয়ে সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না কিছু। কিন্তু তার অভিনয়ের জড়তা অসহ্য মনে হল। দৃশ্যটি যতই এগোতে লাগলো ততই খারাপ হতে লাগলো তার অভিনয়। তার চাল-চলন, হাত আর মুখ নাড়ার ভঙ্গিমা শুধু কৃত্রিমই হল না, হাস্যকর হয়ে দাঁড়ালো। সব কথাই অনাবশ্যক জোর দিয়ে সে বলতে সুরু করল :

তুমি জান আমার মুখের ওপরে রাত্রির—
ছায়া এসে নেমেছে ; অন্যথায় কিশোরীর
কুমারী লজ্জা আমার মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়বে ;
আজ রাত্রিতে আমার মুখ থেকে এই মাত্র তুমি যা শুনলে
তার পরে আমি আমার লজ্জা ঢাকবো কেমন করে !

এমন সুন্দর কথাগুলি সে উচ্চারণ করল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ; মনে হল সে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রী ; একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকের কাছে আবৃত্তি করার শিক্ষা নিয়েছে। তারপরে সে বারান্দার ওপরে ঝুঁকে প'ড়ে বলল :

যদিও তোমাকে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে
তবু আমি বলব, আজকের এই মিলনে আমার
কোন আনন্দ নেই, রাত্রির এই মিলন হঠকারী,
যুক্তিহীন, এবং অকস্মাৎ। এ-মিলন বিদ্যুতের মত
চমকপ্রদ, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী : 'অন্ধকার দূর হল'
বলতে না বলতেই আবার তা অন্ধকারে হারিয়ে যায়।
প্রিয়তম, বিদায় ;
আবার আমাদের যখন দেখা হবে তখন
এই বসন্তে প্রেমের যে কোরক অঙ্কুরিত হয়েছে
তা যেন ভালবাসার তাজা ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।

প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার এই সংযত অথচ গভীর প্রেমোচ্ছ্বাস মাখা কথাগুলি গড়-গড় করে মুখস্ত ব'লে গেল সাইবিল ; যেন কেবল বলার জন্যেই বলা ; সেগুলি জুলিয়েত-এর নয় ; সেগুলির মধ্যে প্রেমিকার হৃদয় মাধুর্য নেই। দেখে মনে হলনা, সে হঠাৎ ভয় পেয়ে নিজের ওপরে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে ; দেখে মনে হল, সে আত্মস্থা, কী বলছে, কী করছে তা সে জানে। অভিনয়-কলার দিক থেকে ব্যাপারটা কদর্য ছাড়া আর কিছু নয়। অভিনয় করার কোন যোগ্যতা তার নেই।

গ্যালারীর দর্শক, এমন কি সস্তা দামের টিকিট কেটে নিচে যারা বসেছে সেই সব অশিক্ষিত মানুষরাও কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলো। নাটক জমছে না। কদর্য অভিনয়ের আলোচনায় মুখর হয়ে উঠলো তারা, চেঁচামেচি করতে লাগলো; দিতে লাগলো শিস। ইহুদী ম্যানেজার এতক্ষণ সাজঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাপারটা দেখে রাগে গর-গর করতে-করতে সে পা ঠুকতে লাগলো। এত গোলমাল আর হই-চই-এর মধ্যে যে মানুষটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে হচ্ছে সাইবিল নিজে। প্রেক্ষাগৃহের কোন বিশৃঙ্খলাই তাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

দ্বিতীয় অংক শেষ হওয়ার পরে চারপাশ থেকে আবার হিস-হিস শব্দ উঠলো। লর্ড হেনরী উঠে দাঁড়ালেন; তারপরে কোটটা কাঁধে ফেলে বললেন: মেয়েটি দেখতে সুন্দরী—সেদিক থেকে তোমার সঙ্গে আমি একমত; কিন্তু ও অভিনয় করতে জানে না। এবার আমরা চলে যাই—এস।

ডোরিয়েন বললেন: শেষ পর্যন্ত আমি নাটকটা দেখবো।

স্বরটা তাঁর তিক্ত কর্কশ।

তোমাদের সন্ধ্যেটা নষ্ট করে দিলাম বলে আমি খুব দুঃখিত, হ্যারি। তোমাদের দুজনের কাছেই আমি ক্ষমা চাইছি।

হলওয়ার্ড বাধা দিয়ে বললেন: আমার বিশ্বাস, মিস ভেন অসুস্থ। আর এক রাত্রিতে আসব আমরা।

ডোরিয়েন বললেন: ও অসুস্থ হলেই খুশি হব আমি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অভিনয়ে তার আজ মন নেই। ও সম্পূর্ণভাবে পালটিয়ে গিয়েছে। গত রাত্রিতে ও একজন উঁচু দরের অভিনেত্রী ছিল। আজ সে অতি সাধারণের পর্যায়ে।

ডোরিয়েন, যাকে তুমি ভালবাস তার সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলো না; বলার চেয়ে ভালবাসা অনেক উঁচু দরের।

লর্ড হেনরী বললেন: আঙ্গিকের দিক থেকে ও দুটিই হচ্ছে অনুকরণের বিশেষ রূপ। কিন্তু চল। ডোরিয়েন, তোমারও এখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা উচিৎ নয়। খারাপ অভিনয় দেখা নীতির দিক থেকে কারও উচিৎ নয়। তাছাড়া আমার ধারণা, তোমার স্ত্রী অভিনয় করুক এটা তুমি চাইবে না। সুতরাং কাঠপুতুলের মত সে জুলিয়েটের অভিনয় করুক, বা না করুক, তাতে তোমার কি যায় আসে? মেয়েটি দেখতে বড় মিষ্টি। সুতরাং অভিনয়ের মত

জীবনের সম্বন্ধে-ও যদি তার জ্ঞানটা না থাকে, তাহলে তাকে নিয়ে নতুন-নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তুমি পাবে। সেই অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তোমাকে আনন্দ দেবে। পৃথিবীতে দুজাতের মানুষ রয়েছে যারা সত্যিকারের আকর্ষণীয় : একদল সব জানে, একদল কিছুই জানে না। হায় ভগবান, তুমি এতটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলে কেন? যৌবনের রহস্য কী জান? যৌবনের গোপন কথা হচ্ছে অশোভনীয় কোন উচ্ছ্বাসকেই সে বরদাস্ত করে না। এস আমরা ক্লাবে যাই। সেখানে শ্যাম্পেন আর সিগারেট খেতে-খেতে সাইবিলের সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করিগে চল। মেয়েটি সত্যিকারের সুন্দরী। আর কী চাও তুমি।

ডোরিয়েন একটু চিৎকার করেই বললেন: হ্যারি, তুমি যাও। আমি একা থাকতে চাই। বেসিল, তোমাকেও যেতে হবে। আমার হৃদয় যে ভেঙ্গে যাচ্ছে তাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

তাঁর চোখ দুটি গরম অশ্রুতে ভরে উঠলো; কাঁপতে লাগল দুটি ঠোঁট; বকস-এর পেছনে দৌড়ে গিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে তিনি চোখ দুটিকে হাতের চেটো দিয়ে ঢেকে দিলেন।

স্বরটাকে অদ্ভুতভাবে নরম করে লর্ড হেনরী বললেন: এস বেসিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দুজনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার মঞ্চের আলো জ্বলে উঠলো; যবনিকা তোলা হল; সুরু হল তৃতীয় অঙ্ক। ডোরিয়েন তাঁর নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। তাকে তখন বিবর্ণ দেখাচ্ছিল; কেবল বিবর্ণ নয়, গর্বিত; সেই সঙ্গে উদাসীন। গড়িয়ে-গড়িয়ে নাটক চলতে লাগলো; সময় যেন আর কাটতে চায় না। হাসতে হাসতে ভারি বুট ঠুকতে-ঠুকতে প্রায় অর্দ্ধেক দর্শক নাটক শেষ হবার আগেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সব জিনিসটাই শেষ পর্যন্ত পরিণত হলো প্রহসনে; শেষ অংক অভিনীত হল শূন্য ঘরে। শেষ পর্যন্ত অভিনয় শেষ হল; অসন্তোষের গুঞ্জনে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

অভিনয় শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডোরিয়েন ছুটে সাজঘরে গিয়ে হাজির হলেন। বিজয়িনীর মত সাইবিল একাই দাঁড়িয়েছিলেন। তার চোখের ওপরে একটা অপরূপ জ্যোতি ফুটে উঠেছিল। তার চারপাশে একটা আলোর দ্যুতি খেলা করছিল। তার ঠোঁট দুটি কী জানি একটা গভীর রহস্যে বিমুক্ত হয়ে হাসছিল।

ডোরিয়েন ঘরে ঢুকতেই সে তাঁর দিকে তাকালো, একটা বিপুল আনন্দ তাকে নাড়া দিয়ে গেল। সে বলল : ডোরিয়েন, আজ আমি কি রকম খারাপ অভিনয় করলাম দেখেছ ?

তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে তিনি বললেন : ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর রকমের খারাপ অভিনয় আজ তুমি করেছ। তুমি কি অসুস্থ ? কী রকম জঘন্য অভিনয় আজ তুমি করেছ সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তোমার নেই। সেই অভিনয় দেখে আমি কত কষ্ট পেয়েছি তা-ও তুমি জান না।

মেয়েটি হেসে বলল : ডোরিয়েন, কেন আমি খারাপ অভিনয় করেছি তা তোমার বোঝা উচিৎ ছিল। কিন্তু এখন তুমি বুঝতে পারছ তা-ই না ?

তিনি রেগেই জিজ্ঞাসা করলেন : কী বুঝবো ?

আজ রাত্রিতে আমি এত খারাপ অভিনয় করলাম কেন ? কেন আমি সব সময় খারাপ অভিনয় করব ? কেন আর আমি অভিনয় করব না।

কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিলেন তিনি ; বললেন : আমার ধারণা ; তোমার শরীর আজ ভাল নেই। অসুস্থ শরীর নিয়ে অভিনয় করতে আসাটা উচিৎ হয়নি তোমার। এইভাবে অভিনয় করে তুমি সকলের হাসির খোরাক জুগিয়েছ ; আমার বন্ধুরা বিরক্ত হয়েছেন ; বিরক্ত হয়েছি আমি।

মনে হল, এই সব কথা মেয়েটির কানে ঢুকলো না ; আনন্দে আবেগে সে তখন মাতোয়ারা। একটা অপরূপ আনন্দের উচ্ছ্বাস তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

তারপরে সে বলল : ডোরিয়েন, তোমাকে জানার আগে অভিনয়টাই আমার জীবনে ছিল সত্য। এই থিয়েটারেই আমি বেঁচে ছিলেম। ভেবেছিলেম, এটাই পরম সত্য। এক রাত্রিতে আমি রোজালিনড, আর এক রাত্রিতে পোর্শিয়া। পোর্শিয়ার আনন্দ, কোর্ডিলিয়ার দুঃখ—সব আমার নিজস্ব। সবার উপরেই বিশ্বাস ছিল আমার। যারা আমার সঙ্গে অভিনয় করত সেই সব সাধারণ মানুষকে আমি দেবতার মত মনে করতাম। স্টেজের চিত্রিত দৃশ্যগুলিই ছিল আমার জগৎ। ছায়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে নি। সেইগুলিকেই আমি বাস্তব বলে মনে করতাম। তারপরে তুমি এলে—ভালবাসলে আমাকে, মুক্ত করে আনলে ছায়ার কারাগার থেকে ; বাস্তব কী জিনিস তুমি আমাকে তা-ই শেখালে। আজকের রাত্রিতেই—আমার জীবনে এই প্রথম—আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে জীবনের মধ্যে দিয়ে আমি এতদিন কাটিয়েছি তা কতটা অন্তঃসারহীন, লজ্জাকর, এবং ঘৃণ্য। আজকের রাত্রিতেই এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম

রোমিয়ো কত ভয়ঙ্কর ; কত বৃদ্ধ, এবং প্রসাধনের আড়ালে যে-মানুষটা লুকিয়ে রয়েছে তার দেহ কতটা কুৎসিৎ। আজকেই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম বাগানের এই চাঁদের আলো কত মিথ্যে, দৃশ্যটি কত কদর্য, এবং যে-কথাগুলি আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেগুলি যে কেবল অবাস্তব তাই নয়, সেগুলি আমার মনের কথা নয়—সে কথাগুলি মন থেকে আমি বলতে চাই নি। তুমি আমার মধ্যে এমন একটা জিনিস এনে দিয়েছ যা অনেক উঁচু—যার কাছে সমস্ত কলাই প্রতিবিম্ব বিশেষ। ভালবাসা কী তুমি আমাকে তা শিখিয়েছ। প্রিয়তম, তুমিই আমার রূপকথার রাজকুমার। ছায়ার পেছনে ঘুরে-ঘুরে আমি ক্লান্ত। বিশ্বের সমস্ত কলার চেয়ে আমার কাছে তোমার দাম অনেক বেশী। মঞ্চে সাক্ষীগোপালের অভিনয় করে কী লাভ হবে আমার ? আজকে যখন আমি অভিনয় করতে এলাম তখন আমি বুঝতেই পারি নি কেমন করে আমার ভেতর থেকে পূর্বের সব আবেগ আর আকাঙ্ক্ষা নির্বাসিত হয়েছে। ভেবেছিলেম আমি অপরূপ অভিনয় করব ; শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম যে কিছুই করার ক্ষমতা আমার নেই। এই পরিবর্তন বা অক্ষমতার কারণটা কী তা যেন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম। আবিষ্কারটি আমার কাছে নিঃসন্দেহে অপরূপ ; কানের কাছে কেবলই সে গুনগুন করতে লাগলো। আমি হাসলাম। আমাদের প্রেম যে কত গভীর তা তাছাড়া জানবে কেমন করে ? আমাকে তুমি নিয়ে চল ডোরিয়েন, যেখানে আমরা দুজনে একলা থাকতে পারি এমন একটা জায়গায় আমাকে তুমি নিয়ে চল। রঙ্গমঞ্চকে আমি ঘৃণা করি। যে আবেগ আমাকে মাতায় না, এখানে আমি তারই একটা ব্যর্থ অনুকরণ করতে পারি মাত্র ; কিন্তু সে আবেগ আমার মনের মধ্যে আগুনের মত জ্বলছে তাকে আমি অনুকরণ করতে পারি নে। ডোরিয়েন, ও ডোরিয়েন, এর অর্থ কী তা কি তুমি বুঝতে পারছ ? প্রকাশ করতে পারলেও, স্টেজে অন্য লোকের সঙ্গে সত্যিকার প্রেমের অভিনয় করাটা আমার কাছে নিছক ব্যভিচার ছাড়া আর কিছু নয়। এই সহজ কথাটা বুঝতে শিখিয়েছ তুমি।

সোফার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ডোরিয়েন ; তারপরে বিড়বিড় করে বললেন : আমার ভালবাসাকে হত্যা করেছ তুমি।

তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সাইবিল ; হাসলো। কোন উত্তর দিলেন না ডোরিয়েন। সাইবিল তাঁর কাছে এগিয়ে এসে তার ছোট-ছোট আঙুল দিয়ে তাঁর মাথার চুলগুলিকে আস্তে-আস্তে টানতে লাগলো। হাঁটু-

মুড়ে বসে তাঁর আঙুলগুলি দিয়ে তার ঠোঁটের ওপরে ধরল চেপে। তিনি হাতটাকে টেনে নিলেন; তাঁর দেহটা কাঁপতে লাগলো।

তারপরেই তিনি লাফিয়ে উঠে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে বললেন: হ্যাঁ সত্যি কথা, তুমি আমার প্রেমকে হত্যা করেছ। তুমি আমার কল্পনাকে উদ্বোধিত করেছিলে একদিন; আজ তুমি আমার মনে সামান্য কৌতূহল জাগাতেও অক্ষম হয়েছ। তুমি আমাকে আর নাড়া দিতে পারছ না। তোমাকে আমি ভালবেসেছিলেম কারণ তুমি ছিলে অপরূপা, কারণ তোমার ছিল প্রতিভা, ছিল ধীশক্তি, মহান কবিদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তোমার; এবং কলার যাকে আমরা ছায়া বলি তাকেই বাস্তবে রূপায়িত করতে তুমি পারতে—সেই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েও তুমি তাদের ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছ। তোমার গভীরতা নেই; মূর্খ তুমি! হায় ভগবান, কত ভালই না তোমাকে আমি বেসেছিলেম? কী মূর্খই না আমি ছিলেম। এখন থেকে তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই আমার। আর তোমার মুখ আমি দেখব না। আর তোমার কথা আমি চিন্তা করব না। আর তোমার নাম আমি উচ্চারণ করব না। একদিন তুমি যে আমার কাছে কি ছিলে তা তুমি জান না। ওঃ, আমি আর ভাবতে পারছিনে। হায়রে, তোমার সঙ্গে আমার যদি কোনদিন দেখা না হোত! আমার জীবনের রোমান্স তুমি নষ্ট করে দিয়েছ। ভালবাসা তোমার আর্টকে নষ্ট করে দেয় এই যদি তোমার মত হয় তাহলে বুঝতে হবে ভালবাসা কাকে বলে তা তুমি জান না। আমি তোমাকে দিগ্বিজয়িনী করিয়ে আনতে পারতাম; তোমাকে বিশ্বের মানুষ পূজো করত এবং আমার স্ত্রী হিসাবে পরিচিতি পেতে তুমি, কিন্তু এখন তুমি কী? সুন্দর মুখধারিণী তৃতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়েটির মুখ সাদা হয়ে গেল; কাঁপতে লাগলো সে; নিজের দুটো হাত মুচড়াতে লাগলো। গলার মধ্যে স্বরটা তার আটকে গেল যেন; সে বলল, ডোরিয়েন, তুমি সিরিয়াস নও। তুমি অভিনয় করছ।

তিনি তিক্তভাবে বললেন: অভিনয়! ওটা আমি তোমার জন্যে রেখে দিলাম। ওটা তুমি ভালই কর।

সাইবিল উঠে দাঁড়াল; তারপর বিবর্ণ মুখে ডোরিয়েনের সামনে এসে হাজির হল; একটা হাত তাঁর হাতের ওপরে রেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

ডোরিয়েন তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন।

চিৎকার করে কেঁদে উঠল সাইবিল : আমাকে তুমি ছোঁবে না ?

একটা অস্পষ্ট কান্নায় ভেঙে পড়ল সাইবিল; ডোরিয়েনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো। সেইখানে পায়ে মাড়ানো ফুলের মত কিছুক্ষণ সে পড়ে রইল, তারপরে ফিস ফিস করে বলল : ডোরিয়েন, আমাকে পরিত্যাগ করো না। ভাল অভিনয় করতে পারি নি বলে আমি দুঃখিত। অভিনয়ের সময় সারাটা ক্ষণই আমি তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম। কিন্তু আমি চেষ্টা করব— সত্যিই আমি চেষ্টা করব। তোমাকে ভালবাসি বলেই হঠাৎ আমার এই ভাবান্তর ঘটেছিল। যদি তুমি আমাকে চুমু না খেতে, যদি আমি তোমাকে চুমু না খেতাম, তাহলে আমরা যে দুজনে দুজনকে ভালবাসি তা আমি বুঝতে পারতাম না। আমাকে আবার চুমু খাও। আমার কাছ থেকে চলে যেয়ো না। আমার ভাই···না না, সেকথা থাক। সত্যি সত্যিই কিছু করবে বলে সে একথা বলে নি, ঠাট্টা করেই বলেছিল···কিন্তু তুমি। আজকের মত তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পার না? আমি ভাল অভিনয় করার জন্যে আবার চেষ্টা করব। পৃথিবীর মধ্যে তোমাকেই আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি বলে আমার ওপরে নিষ্ঠুর হয়ো না তুমি। মোট কথা, মাত্র একবারই আমি তোমাকে খুশি করতে পারি নি। কিন্তু ডোরিয়েন, তুমিই ঠিক কথা বলেছ। আর্টিস্ট হিসাবেই নিজেকে আমার বেশী মনে করা উচিৎ ছিল। মূর্খের মত কাজ করেছি আমি, না করে পারি নি বলেই করেছি। আমাকে তুমি ছেড়ে যেয়ো না, ছেড়ে যেয়ো না।

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলো সাইবিল; ডোরিয়েন গভীর অনীহা নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন; অপরূপ ঘৃণায় তাঁর কারুকার্যকরা ঠোঁট দুটি বিকৃত হল, ভালবাসা নষ্ট হলে মানুষের সমস্ত উচ্ছ্বাসই কেমন যেন হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। সাইবিল ভেনকেও অদ্ভুত রকমের অতি-নাটকীয় বলে মনে হল তাঁর। সাইবিলের ফোঁপানির শব্দ আর চোখের জল বিরক্ত করল তাঁকে।

শেষকালে পরিচ্ছন্ন স্বরে তিনি বললেন : আমি যাচ্ছি। আমি নিষ্ঠুর হতে চাই নে; কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। তুমি আমাকে নিরাশ করেছ।

মেয়েটি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো; কোন উত্তর দিল না; কিন্তু তাঁর দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো। তার ছোট-ছোট হাতদুটি বিস্তারিত হয়ে

অন্ধকারে কী যেন খুঁজতে লাগলো, মনে হল তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তিনি পিছন ফিরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই থিয়েটারের বাইরে গিয়ে পড়লেন।

কোথায় যে যাচ্ছিলেন তা তিনি নিজেও জানতেন না। মনে হল, আলো আঁধারের ভেতর দিয়ে স্বল্প আলোকোজ্জ্বল রাস্তার ওপর দিয়ে, কালো-কালো গম্বুজ আর ভূতুড়ে বিরাট-বিরাট প্রাসাদের পাশ দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। কর্কশভাবে হাসতে-হাসতে স্ত্রীলোকেরা তাঁকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো। মদ খেয়ে মাতালগুলো হনুমানের মত কিচকিচ করতে-করতে আর গালাগালি দিতে-দিতে রাস্তার ওপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে। কিম্ভূতকিমাকার চেহারার বাচ্চাদের বুকের ওপরে বসে থাকতে তিনি দেখলেন; ভেতরের উঠোন থেকে অশ্লীল ভাষায় যে সব কথাবার্তা চলছিল সে-শব্দও শুনতে পেলেন তিনি।

ভোরের দিকে তিনি বুঝতে পারলেন কোভেনট গার্ডেন-এর খুব কাছে এসে পড়েছেন। অন্ধকার অপসারিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে একটা ফিকে আগুনে রঙ দেখা দিল; তারপরেই আকাশ মুক্তোর মত হয়ে গেল। লিলি ফুলের বোঝা নিয়ে বড়-বড় গাড়ীগুলি ফাঁকা রাস্তার ওপর দিয়ে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করতে-করতে এগিয়ে যেতে লাগলো। ফুলের গন্ধে ভারি হয়ে উঠলো বাতাস। তাদের গন্ধে যন্ত্রণার কিছুটা উপসম হল তাঁর। বাজারের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি; বিরাট-বিরাট গাড়ী থেকে মাল খালাস করতে দেখলেন। সাদা পোশাক পরা একটি গাড়োয়ান তাঁকে কয়েকটা চেরি দিল। তিনি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন লোকটা তাঁর কাছ থেকে দাম নিল না কেন। সেই ফলগুলি নিয়ে অন্যমনস্কভাবে তিনি খেতে লাগলেন। ফলগুলিকে মধ্যরাত্রিতেই তোলা হয়েছে; রাত্রির ঠাণ্ডা ফলগুলির ভেতরে ঢুকে সেগুলিকে স্নিগ্ধ করে রেখেছে। একদল ছেলে টিউলিপ, বেগনে আর লাল গোলাপের টুকরি নিয়ে তাঁর পাশ দিয়ে শাকসব্জীর দোকানের দিকে এগিয়ে গেল। সূর্যের আলোকে চকচকে বড়-বড় থাম-দেওয়া গাড়ীবারান্দার নীচে নিলাম ডাকা শেষ হওয়ার জন্যে একদল মেয়ে খোলা মাথায় অপেক্ষা করছে। আর সবাই পিয়াজার কফি-হাউসের ঠেলা দরজার কাছে কফি খাওয়ার জন্যে ভিড় করেছে। বড়-বড় শকটগুলো ঘণ্টা বাজিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। কয়েকটা গাড়োয়ান খালি বস্তার ওপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে; আবার রাস্তার ওপরে ছড়ানো খাবার খুঁটে খাওয়ার জন্যে পায়রার দল ঝাঁক বেঁধে উড়ছে।

কিছুক্ষণ পরে একটা গাড়ী ডেকে বাড়ীতে ফিরে এলেন তিনি। কিছুক্ষণ তিনি বন্ধ দরজার সামনেই পায়চারি করতে লাগলেন ; সামনেই পার্ক ; পার্কের চারপাশের বাড়ীগুলি জানালা দরজা বন্ধ করে তখনও ঘুমোচ্ছিল। সেইদিকে কয়েক মিনিট তিনি তাকিয়ে রইলেন।

ঘরের সামনেই বিরাট হলঘর। ওক-গাছের বিম দেওয়া তৈরি নিচের ছাদ থেকে ভেনিসের তৈরি বিরাট একটা বাতিদান ঝুলছিল। তার ভেতরে তিনটে বাতি তখনও জ্বলছিল মিটমিট করে। বাতিগুলিকে নিবিয়ে দিলেন তিনি ; টুপী আর ঢিলে জামাটা টেবিলের ওপরে খুলে রেখে লাইব্রেরীর মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর শোওয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। নিচের তলার ঘরটি তাঁর বেশ বড়ই। জীবনে নতুন ভোগের আস্বাদ পেয়ে ঘরটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন তিনি। ঘরের দরজা খোলার সময় হঠাৎ বেসিলের তৈরি তাঁর সেই প্রতিকৃতিটির দিকে নজর পড়ে গেল। সেটি তাঁর ঘরের দরজার সামনেই দাঁড় করানো ছিল। প্রতিকৃতিটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে একটু পিছু হটে গেলেন তিনি। একটু বিভ্রান্ত হয়ে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। কোটটা খুলে একটু ইতস্তত করলেন ; তারপরে বেরিয়ে এলেন আবার ; প্রতিকৃতির সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঘি-রঙা মোটা সিল্কের পর্দা ভেদ করে যেটুকু আলো প্রতিকৃতিটির ওপরে এসে পড়েছিল সেই আলোতেই সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। মনে হল কিছুটা যেন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রতিকৃতিটির আগেকার চাহনি আর নেই। মুখের ওপরে নিষ্ঠুরতার একটা ছাপ পড়েছে। ছাপটা স্পষ্ট ; যে-কোন লোকের চোখেই তা ধরা পড়ার কথা। নিশ্চয়, ওটা নিষ্ঠুরতার ছাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন, পর্দাটা দিলেন সরিয়ে। ভোরের উজ্জ্বল আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, ঘরের রহস্যময় অন্ধকার একপাশে ছিটকে পড়ল। কিন্তু প্রতিকৃতিটির মুখের ওপরে যে অদ্ভুত ছাপটি তিনি প্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন আলোর জ্যোতিতেও তা অপসারিত হল না ; মনে হল, সেটি আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আরশীর সামনে দাঁড়ালে মানুষ যেমন তার মুখের প্রতিটি অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে পায়, প্রভাতের আলোর দ্যুতিতেও সেই রকম পরিচ্ছন্নভাবে দেখতে পেলেন তিনি—প্রতিকৃতির মুখের ওপরে যে ছাপটা পড়েছে সেটা নিষ্ঠুরতার ; মনে হচ্ছে, এইমাত্র সে কোন পাপ করে এসেছে।

ভ্রূকুটি করলেন ডোরিয়েন। লর্ড হেনরী তাঁকে অনেক উপহার দিয়েছিলেন ; তার মধ্যে একটা ছিল ডিম্বাকৃতি গ্লাস। তারই মসৃণ গায়ের ওপরে তিনি তাড়াতাড়ি নিজের মুখ দেখতে লাগলেন। না, তাঁর লাল ঠোঁট দুটির ওপরে তো কোন চিহ্ন পড়ে নি। তাহলে, এর অর্থ কী ?

চোখ দুটো রগড়ে নিলেন তিনি ; ছবিটির খুব কাছে এসে আবার পরীক্ষা করতে লাগলেন। ছবিটার ওপরে সত্যিকার কোন দাগ পড়ে নি, তবু মনে হচ্ছে ছবিটির মুখের চেহারাটা যেন পালটিয়ে গিয়েছে। এটা তাঁর নিছক কল্পনা নয়। পরিবর্তনটা স্পষ্ট—ভীষণভাবে স্পষ্ট।

একটা চেয়ারের ওপরে বসে ভাবতে লাগলেন।

ছবিটা শেষ হওয়ার দিন বেসিলের স্টুডিয়োতে বসে একটা কথা বলেছিলেন। সেই কথাটা হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে রয়েছে তাঁর। তিনি একটি উন্মত্ত আশা পোষণ করেছিলেন। আশাটা হচ্ছে, তিনি চিরকাল তরুণ থাকবেন ; বৃদ্ধ হোক ছবিটা। তাঁর নিজস্ব সৌন্দর্য যেন নষ্ট না হয় ; তাঁর সমস্ত পাপ আর উচ্ছ্বাসের ছাপ ওই ক্যানভাসের বুকে প্রতিফলিত হোক। তাঁর সমস্ত দুঃখ আর চিন্তার রেখায় জর্জরিত হোক ছবিটা। তিনি যৌবনের সমস্ত রসে চিরকাল সঞ্জীবিত থাকুন। নিশ্চয় তাঁর আশা পূর্ণ হয় নি। এ-আশা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর সামনের ওই ছবিটির মুখে নিষ্ঠুরতার ছাপ পড়ল কী করে ?

নিষ্ঠুরতা ! সত্যিই কি তিনি নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন ? অপরাধ মেয়েটির ; তাঁর নয়। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন মেয়েটি একজন বিরাট আর্টিস্ট, প্রতিভাময়ী ভেবেছিলেন বলেই তো তিনি তাকে ভালবেসেছিলেন। সে তাঁকে নিরাশ করেছে। মেয়েটি সাধারণ ; তাঁর ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা তার নেই। তবু মেয়েটি যে একটা শিশুর মত তাঁর পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল—এই দৃশ্যটা মনে পড়তেই তিনি দুঃখ আর তীব্র অনুশোচনায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি যে কতটা নিরাসক্তভাবে সেই দৃশ্য দেখেছিলেন সেকথাটা তাঁর মনে পড়ে গেল। ভগবান তাঁকে কেন এমন করে সৃষ্টি করলেন ? কেন তিনি তাঁকে ওই ধরনের আত্মা দিয়েছেন ? কিন্তু তিনিও কম যন্ত্রণা ভোগ করেন নি। অভিনয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনটি ঘণ্টা তাঁর মনে হয়েছিল তিনটি শতাব্দী ; আর তাদের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাঁকে পাওয়া তো সাইবিলের পক্ষে কম পাওয়া ছিল না। তিনি তাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছেন এই

কথাটা স্বীকার করে নিলেও তো অস্বীকার করা যায় না যে সে-ও তাঁকে মুহূর্তের জন্যে বিয়ে করেছিল। তাছাড়া, ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা দুঃখ ভোগে বেশী অভ্যস্ত। প্রেমিকদের সঙ্গে কলহ করতেই মেয়েরা ভালবাসে; একথা লর্ড হেনরী তাঁকে বলেছেন, এবং মেয়েরা কী ধাতু দিয়ে গড়া তা লর্ড হেনরী ভালভাবেই জানেন। সাইবিল ভেনের কথা চিন্তা করে তিনি এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন? এখন থেকে সাইবিল ভেন তাঁর কাছে কেউ নয়।

কিন্তু তার ছবি? ওটার সম্বন্ধে কী বলার রয়েছে তাঁর? ওই ছবিটাতেই তো তাঁর জীবনের রহস্য লুকিয়ে রেখেছে; ওই ছবিটাই তাঁর জীবনের আলেখ্য। এই ছবিটাই তাঁকে তাঁর নিজের সৌন্দর্যকে ভালবাসতে শিখিয়েছে। নিজের আত্মাকে ঘৃণা করতেও কি ওই ছবি তাঁকে শেখাবে? আবার কি তিনি ছবিটিকে দেখবেন?

না। যে যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তিনি কাটিয়েছেন তারই জন্যে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে তাঁর। যে ভয়ানক রাত্রিটি তিনি অতিক্রম করে এসেছেন সেই রাত্রিটিই তাঁর পিছনে ভৌতিক ছায়াগুলিকে লেলিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ তাঁর মাথার মধ্যে এমন একটা দুশ্চিন্তার বীজ উপ্ত হয়েছে যে দুশ্চিন্তা মানুষকে উন্মাদ করে দেয়। প্রতিকৃতিটির কোন পরিবর্তন হয় নি; পরিবর্তন হয়েছে একথাটা ভাবাই তাঁর পক্ষে মূর্খতা হয়েছে।

তবু তার সুন্দর অথচ বিকৃত মুখ আর নিষ্ঠুর হাসি নিয়ে ছবিটি তাঁকে লক্ষ্য করছে। প্রভাতের সূর্যরশ্মিতে তার উজ্জ্বল চুলগুলি চিকচিক করছে। তার নীল চোখ দুটির সঙ্গে তাঁর চোখাচোখী হল। তাঁর নিজের জন্যে নয়, তাঁর ওই প্রতিকৃতিটির জন্যে তাঁর একটা অদ্ভুত মায়া হল। ছবিটির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে; ভবিষ্যতে আরও দেখা দেবে। তার গোলাপী রঙটা ফ্যাকাসে হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে তার লাল আর সাদা গোলাপগুলি। তিনি যে সব পাপ কাজ করবেন তার প্রতিটি ছাপ ওই সুন্দর মুখের ওপরে পড়ে তাকে বিকৃত করবে। কিন্তু তিনি কোন পাপ কাজ করবেন না। পরিবর্তন হোক আর নাই হোক, তাঁর বিবেকের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে ছবিটি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রলোভন তিনি এড়িয়ে চলবেন। লর্ড হেনরীর সঙ্গে আর তিনি দেখা করবেন না; অন্তত, আর কোনদিনই তাঁর কথায় কান দেবেন না। এবং এই কথা-গুলিই বেসিল হলওয়ার্ডের বাগানে প্রথম তিনি তাঁর মুখ থেকে শুনেছিলেন; এবং এইগুলিই বিষাক্ত নীতির মত তাঁর অসম্ভব বাসনা-কামনাগুলিকে নাড়া

দিয়েছিল। তিনি সাইবিল ভেনের কাছেই ফিরে যাবেন, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তাকে বিয়ে করবেন, আবার তাকে ভালবাসতে চেষ্টা করবেন। হ্যাঁ, এটাই তাঁর কর্তব্য হবে। তিনি যত কষ্ট ভোগ করেছেন তার চেয়ে সাইবিল নিশ্চয় অনেক বেশী কষ্ট পেয়েছে। হতভাগ্য শিশু। স্বার্থপরের মত তিনি তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। সাইবিলের ওপরে তাঁর যে আকর্ষণ জন্মেছিল সে-আকর্ষণ আবার ফিরে আসবে। তাকে নিয়ে সুখী হবেন তিনি। তাকে বিয়ে করে তাঁর জীবন সুন্দর আর পবিত্র হয়ে উঠবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন তিনি; প্রতিকৃতির সামনে যে বিরাট পর্দাটা ঝুলছিল সেটাকে একপাশে টেনে দিলেন, তার দিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠলেন। "কী ভয়ঙ্কর।" —বিড়বিড় করে বলতে-বলতে তিনি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে জানালাটা খুলে দিলেন। ঘাসের ওপরে বেরিয়ে এসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি। প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস তাঁর মনের সমস্ত অবসাদ দূর করে দিল। কেবল সাইবিলের কথাই তিনি ভাবতে লাগলেন। ভালবাসার একটা ক্ষীণ রশ্মি আবার তাঁর চোখে পড়ল। সাইবিলের নাম তিনি বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। শিশিরভেজা বাগানের মধ্যে পাখীরা যে গান গাইছিল সেই গান সাইবিলের কথাই তাঁকে শোনাচ্ছিল।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

তাঁর ঘুম যখন ভাঙলো তখন দুপুর অনেকটা গড়িয়ে গিয়েছে। তিনি জেগেছেন নাকি জানার জন্যে তাঁর চাকর অনেক বারই নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে; তার যুবক মনিব এত ঘুমোচ্ছেন কেন বুঝতে না পেরে অবাক হয়েছে যথারীতি। শেষ পর্যন্ত এক সময় তাঁর ঘুম ভাঙলো; তিনি বেল বাজালেন। ভিকটর এক কাপ চা আর পুরানো চীনে মাটির ট্রে-তে করে এক গাদা চিঠি নিয়ে ধীরে-ধীরে ঘরে এসে ঢুকলো; তিনটি জানালার ওপরে যে ওলিভ-সাটিনের পর্দাগুলি ঝুলছিল সেগুলি সে টেনে একপাশে সরিয়ে দিল।

ভিকটর হেসে বলল: মঁসিয়ে আজ অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন।

ঘুম চোখে ডোরিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন : কটা বেজেছে, ভিকটর?

সওয়া একটা ম'সিয়ে।

সত্যিই বড় দেরি হয়েছে। উঠে বসলেন তিনি; চা খেয়ে তিনি চিঠিগুলি টেনে নিলেন। একটা চিঠি এসেছে লর্ড হেনরীর কাছ থেকে। সেদিনই সকালে একটি পত্র বাহক এসে সেটি দিয়ে গিয়েছে। খুলবেন কি খুলবেন না—একটু ইতস্তত করে তিনি সেটিকে সরিয়ে রাখলেন। অন্যগুলিকে তিনি খুললেন বটে কিন্তু পড়ার আগ্রহ তাঁর একেবারে ছিল না, চিঠিগুলির মধ্যে ছিল কার্ড, ডিনারের নিমন্ত্রণ, সিনেমা, কনসার্টের টিকিট; এই সময়টা লনডনের কর্মহীন ফ্যাশানেবল যুবকদের কাছে এই জাতীয় চিঠিপত্র প্রায়ই আসে। একটা অনেক টাকা দামের বিল্-ও এসেছিল। তিনি একটা রুপোর লুই কুইনজ টয়লেট সেট কিনেছিলেন। এই কথাটা তখনও পর্যন্ত তিনি তাঁর অভিভাবকদের জানাতে সাহস করেন নি। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাঁর অভিভাবক একেবারে সেকেলে। তিনি কিছুতেই বুঝতে চান না আধুনিক যুগে আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসের। জারমিন স্ট্রীটের উত্তমর্ণদের কাছ থেকে চিঠিও এসেছিল অনেকগুলি। তারা বেশ বিনীতভাবে জানিয়েছিল যে এক মিনিটের নোটিশে এবং সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত অথবা নামমাত্র সুদ নিয়ে তারা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে।

ঘুম থেকে ওঠার প্রায় মিনিট দশেক পরে, সিল্কের পাড় বসানো দামি একটা বড় কাশ্মীরী উলের তৈরি ড্রেসিঙ গাউন গায়ে চড়িয়ে তিনি স্নানের ঘরে ঢুকলেন। দীর্ঘ নিদ্রার পরে ঠাণ্ডা জল তাঁর অবসাদ অনেকটা দূর করে দিল। আগের দিন রাত্রি থেকে যে সব যন্ত্রণা আর হতাশার মধ্যে দিয়ে তাঁকে কাটাতে হয়েছিল স্নানের পরে সে সমস্ত তাঁর মন থেকে মুছে গেল। দু'একবার অবশ্য বিয়োগান্ত নাটকের অদ্ভুত স্মৃতিগুলি তাঁর মনের কোণে উঁকি দেয় নি সেকথা সত্যি নয়; কিন্তু তাঁর মনে হল সেগুলি সব স্বপ্ন, তাদের মধ্যে বাস্তবের কোন ছোঁয়াচ নেই।

স্নান সেরে তিনি লাইব্রেরীতে গেলেন। এই ঘরেই খোলা জানালার ধারে ছোট একটি টেবিলের ওপরে তাঁর জন্যে অল্প পরিমাণ ফ্রেঞ্চ ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছিল। সেই টেবিলের পাশে গিয়ে তিনি বসলেন। দিনটি বড় চমৎকার। মনে হল, গরম বাতাসের মধ্যে সুগন্ধি মসলার গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। গুনগুন করতে-করতে একটা মৌমাছি ঘরের মধ্যে ঢুকে এল; তাঁর সামনে নীল ভেস-

এর মধ্যে মাথা বেগনে গোলাপ ফুলের চারপাশে ঘুরতে লাগলো। আর তাঁর কোন দুঃখ নেই। মন তাঁর আনন্দে ভরে উঠেছে।

প্রতিকৃতির সামনে যে পর্দা ঝোলানো ছিল হঠাৎ তাঁর চোখ দুটো তার ওপরে গিয়ে পড়ল। চমকে উঠলেন তিনি।

টেবিলের ওপরে একটা ওমলেটের প্লেট দিয়ে তাঁর পরিচারক জিজ্ঞাসা করল: খুব ঠাণ্ডা লাগছে, মঁসিয়ে? জানালাটা বন্ধ করে দেব?

মাথা নাড়লেন ডোরিয়েন; বললেন: না, না; ঠাণ্ডা লাগছে না।

ব্যাপারটা কি সত্যি? সত্যিই কি প্রতিকৃতিটার ওপরে পরিবর্তন দেখা গিয়েছে? প্রতিকৃতিটির মুখের যে জায়গাটায় আগে আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠেছিল সেইখানে একটা কলঙ্কের রেখা দেখা দিয়েছে। এটা কি সত্যি, না, তাঁর মতিভ্রম। ক্যানভাসে আঁকা চেহারার মধ্যে নিশ্চয় কোন পরিবর্তন দেখা দিতে পারে না। ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব ঘটনা। বেসিলকে তিনি গল্প বলার ছলে এ-কাহিনী একদিন বলতে পারেন। গল্প শুনে নিশ্চয় তিনি হাসবেন।

কিন্তু তবু কত স্পষ্টই না তাঁর সব মনে রয়েছে। প্রথমে প্রত্যূষের অস্পষ্ট আলোতে তারপরে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোতে ওই ছবিটির ঠোঁটের ওপরে নিষ্ঠুরতার একটি বাঁকা ভ্রূভঙ্গি তিনি দেখেছেন। তাঁর পরিচারক ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি একটু ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে ঘরে একা থাকলেই ওই প্রতিকৃতিটিকে পরীক্ষা করার জন্যে আবার তাঁকে উঠতে হবে। পরীক্ষা করতে তাঁর আপত্তি নেই; কিন্তু সেই নির্মম ব্যঙ্গের ছায়াটি যে তিনি দেখতে পাবেন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না তাঁর। কফি আর সিগারেট দিয়ে লোকটি যখন চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল তখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না যাওয়ার জন্যে তাকে অনুরোধ জানানোর একটা উদগ্র কামনা জাগলো তাঁর। লোকটি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজানোর সঙ্গে-সঙ্গে তিনি তাকে ডাকলেন। তাঁর নির্দেশ কী শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে রইল লোকটি। ডোরিয়েন তার দিকে একটু তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন: কেউ এলে বলে দিয়ো আমি বাড়ীতে নেই।

মাথাটা একটু নুইয়ে বেরিয়ে গেল লোকটি।

তারপরে তিনি উঠলেন, একটা সিগারেট ধরালেন, পর্দার দিকে মুখ করে যে ভাল গদী দিয়ে মোড়া সোফাটি পাতা ছিল তার ওপরে বসে পড়লেন।

পর্দাটা পুরানো, স্পেনদেশীয় চামড়া দিয়ে তৈরি ; তার ওপরে লুই কোয়ট্‌জ জাতীয় চকচকে স্ফটিক মণির নক্সা কাটা। বিশেষ কৌতূহল নিয়ে তিনি পরীক্ষা করলেন সেটিকে। সত্যিই কি মানুষের হৃদয়ের গোপন কোন রহস্য এর আগে কোনদিন সে লুকিয়ে রেখেছে ?

যাই হোক, এটাকে কি তিনি সরিয়ে রাখবেন ? কী দরকার ? ওখানেই থাক না। ও-কথা জেনে লাভ কী ? ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয় তাহলে নিশ্চয় তা ভয়ানক ; যদি সত্যি না হয়, তাহলে বিষয়টা নিয়ে এত চিন্তা ক'রে লাভ নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আর কারও চোখে যদি হঠাৎ এই পরিবর্তনটি ধরা পড়ে ? বেসিল হলওয়ার্ড এসে যদি এই ছবিটির দিকে তাঁকে তাকিয়ে দেখতে বলেন তাহলে তিনি কী করবেন ? বেসিল সেকথা যে তাঁকে বলবেন সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিৎ। না ; জিনিসটাকে ভাল করে দেখতে হবে, এবং এখনই। এই ভয়ঙ্কর সন্দেহ মনের মধ্যে পুষে রাখার চেয়ে অন্য যে কোন কাজ করা ভাল।

এই ভেবে তিনি উঠে পড়লেন ; বন্ধ করে দিলেন দুটি দরজা। এই লজ্জার কালিমা একমাত্র তিনি নিজেই দেখবেন। তারপরে তিনি পর্দাটাকে সরিয়ে দিলেন, প্রতিকৃতিটির মুখোমুখী দাঁড়ালেন না, ব্যাপারটা সত্যি—যাকে বলে নির্ভেজাল। প্রতিকৃতিটির চেহারায় পরিবর্তন এসেছে।

ভবিষ্যতে ঘটনাটিকে নিয়ে মনে-মনে তিনি অনেকবারই আলোচনা করেছেন, এবং আলোচনা করতে-করতে কম অবাক হন নি। প্রথমে ছবিটির দিকে তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়েই তাকিয়ে ছিলেন। এই রকম একটা পরিবর্তন যে ঘটতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু তবু ঘটনাটা সত্যি। রাসায়নিক অণু-পরমাণুগুলির মধ্যে কি চোখে দেখা যায় না এমন কোন সংযোগ রয়েছে ? আর তারই ফলে কি ক্যানভাসের ওপরে প্রতিকৃতির অবয়ব, রঙ, আর তার আত্মাটি প্রতিফলিত হয় ? এটা কি সম্ভব যে সেই আত্মা যা চিন্তা করে সেইটাই পরমাণুগুলি বাইরে প্রকাশ করে ? সেই আত্মা যা স্বপ্ন দেখে সেইটাকেই তারা পরিণত করে সত্যে ? অথবা, এর পেছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে, এবং সে কারণগুলি ভয়ঙ্কর ? ভাবতে-ভাবতে তিনি ভয়ে কেঁপে উঠলেন ; তারপরে, সোফার ওপরে ফিরে গিয়ে তিনি বিহ্বল নেত্রে ছবিটির দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন চুপচাপ।

একটি জিনিস অবশ্য ছবিটি তাঁর কাছে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। সেটা

হচ্ছে, সাইবিল ভেনের ওপরে তিনি কী অত্যাচার করেছেন, তার সঙ্গে কত নির্মম ব্যবহার করেছেন সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। এই অন্যায়ের প্রতিকার করার সময় যায় নি এখনও। সাইবিল তাঁর স্ত্রী হ'তে পারে। তাঁর এই অবাস্তব আর স্বার্থপরের মত ভালবাসা কোন মহৎ আদর্শের কাছে মাথা নিচু করবে; বেসিল হলওয়ার্ড তাঁর যে প্রতিকৃতিটি তৈরি করেছেন সেটি ভবিষ্যতে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে; সন্মার্গ বলতে কিছু লোকে যা বোঝে, বিবেক বলতে কিছু লোকের কাছে যা মনে হয়, এবং ভগবৎ ভীতি বলতে সকলের কাছে যা প্রতীয়মান ছবিটিকে সেইভাবে মেনে নিয়ে তিনি চলার পথে এগিয়ে যাবেন। অনুশোচনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আফিঙ রয়েছে, নৈতিক প্রবৃত্তিগুলিকে ঘুম পাড়ানোর জন্যে রয়েছে ওষুধ। কিন্তু পাপের জন্যে তাঁর যে অধঃপতন ঘটেছে তা এখানে স্পষ্ট। তিনি যে তাঁর আত্মাটিকে ধ্বংস করে ফেলেছেন তারই চির ভাস্বর নিদর্শন এইখানে জলজল করে জলছে।

তিনটে বাজলো, চারটে বাজলো; সাড়ে চারটে বাজার দ্বৈত সংকেত শোনা গেল ঘড়িতে। কিন্তু একইভাবে বসে রইলেন গ্রে। বসে-বসে জীবনের পীতাভ-লালচে সুতোগুলিকে একসঙ্গে গুটিয়ে তিনি একটি নতুন প্যাটার্ণ তৈরি করছিলেন। আশা আর আবেগের যে অন্ধ গলির মধ্যে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তারই মধ্যে থেকে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এর পরে কী তিনি করবেন সে-সম্বন্ধে কিছুই তিনি ভেবে পেলেন না। ভাবতে-ভাবতে তিনি টেবিলের ধারে উঠে গেলেন; যে-মেয়েটিকে তিনি ভালবাসতেন তাকে উদ্দেশ্য করে একটি দীর্ঘ আবেগমাখা প্রেমপত্র লিখলেন; তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালেন যে সেদিন তিনি তার সঙ্গে অপ্রকৃতিস্থের মত ব্যবহার করেছেন। দুঃখ, যন্ত্রণা, আর অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস দিয়ে তিনি পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুললেন। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত চিঠিটি আত্ম তিরস্কারে ভরাট হয়ে গেল। নিজেরাই যখন আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলি তখন আমরা ভাবি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার আর কারও অধিকার নেই। পাদরী নয়, এই স্বীকারুক্তিই আমাদের মুক্তি দেয়। চিঠিটি শেষ করার পরে ডোরিয়েন সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন তিনি যে অন্যায় করেছেন সেই অন্যায়ের প্রতিকার সুসম্পন্ন হয়েছে।

হঠাৎ [illegible]ায় একটা টোকা পড়ল; বাইরে থেকে লর্ড হেনরীর কথা শোনা গেল: ডোরিয়েন, তোমার সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে। দরজা

খোল। এইভাবে দরজা বন্ধ করে তুমি বসে থাকবে এটা আমি সহ্য করতে পারব না।

প্রথমে কোন উত্তর দিলেন না তিনি; চুপচাপ বসে রইলেন। দরজার ওপরে ধাক্কার পর ধাক্কা পড়তে লাগলো; ঠিক, ঠিক—তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়াই ভাল। তিনি যে নতুন জীবনের পরিকল্পনা করেছেন সেটা তাঁকে খুলে বলতে হবে; তিনি যদি তার বিরোধীতা করেন তাহলে প্রয়োজনবোধে কলহের আসরেও নামতে হবে তাঁকে; আর সেই কলহের ফলে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ যদি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সেই বিচ্ছেদকেও তাঁকে মেনে নিতে হবে। এই ভেবে তিনি দাঁড়িয়ে উঠলেন; এবং তাড়াতাড়ি পর্দাটি ছবির সামনে টেনে দিয়ে তিনি দরজাটা খুলে দিলেন।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে লর্ড হেনরী বললেন: যা ঘটেছে তার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত, ডোরিয়েন; কিন্তু ও-সম্বন্ধে বেশী কিছু চিন্তা করো না তুমি।

ডোরিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি সাইবিল ভেনের কথা বলছ?

চেয়ারের ওপরে বসে ধীরে-ধীরে হাতের দস্তানাগুলি খুলতে-খুলতে লর্ড হেনরী বললেন: হ্যাঁ, নিশ্চয়। একদিক থেকে ঘটনাটা ভয়ঙ্কর, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার জন্যে তুমি দায়ী নও। বল দেখি, অভিনয় শেষ হওয়ার পরে তুমি কি নিচে নেমে তার সঙ্গে দেখা করেছিলে?

করেছিলেম।

আমিও তাই ভেবেছিলেম। তার সঙ্গে কোন ঝগড়া-ঝাটি তোমার হয়েছিল?

আমি খুব নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করেছিলেম হ্যারি—পশুর মত ব্যবহার করেছিলেম। কিন্তু সে সব এখন মিটে গিয়েছে। যা ঘটে গিয়েছে তার জন্যে আমি দুঃখিত নই। এই ঘটনার মাধ্যমে নিজেকে আমি ভাল করে বোঝার সুযোগ পেয়েছি।

বাঁচালে ডোরিয়েন! গোটা ব্যাপারটাকেই তুমি যে এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে পেরেছ এতেই আমি খুশি হয়েছি। তুমি হয়ত গভীর অনুশোচনায় ডুবে নিজের মাথার সুন্দর চুলগুলি ছিঁড়ছো এই ভেবে আমি বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেম।

মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়ে এবং একটু হেসে ডোরিয়েন বললেন: সে অবস্থা আমি পেরিয়ে এসেছি। এখন আমি খুশি। প্রথম কথাটা হচ্ছে,

বিবেক বলতে কী বোঝায় তা আমি বুঝতে পেরেছি; তুমি আমাকে যেভাবে বুঝিয়েছিলে বিবেক তা নয়; আমাদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে বিবেক হচ্ছে তাদের সকলের চেয়ে স্বর্গীয়। নাক সিটকিয়ো না, হ্যারি; অন্তত, আমার কাছে না; আমি ভাল হ'তে চাই; আমার আত্মা ভয়ঙ্কর হবে, বিকৃত হবে তা আমি সহ্য করতে পারব না।

নীতির ভিত্তি হিসাবে তোমার কথাটি কেবল মনোরম-ই নয়, সত্যিকার কলাবিদের মত ডোরিয়েন। এই কথা বলার জন্যে তোমাকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। কিন্তু সুরু করবে কোথায়?

সাইবিল ভেনকে বিয়ে করে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন লর্ড হেনরী; হতভম্বের দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন: কী, কী বললে? সাইবিল ভেনকে বিয়ে করে! কিন্তু প্রিয় ডোরিয়েন···

হ্যাঁ, হ্যারি; এর পরে তুমি কী বলবে তা আমি জানি। বিয়ের বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোন ভয়ঙ্কর কথা। না, না; ওসব কথা বলো না। আমার কাছে আর কোন দিন বিয়ের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করো না তুমি। দু'দিন আগে সাইবিলকে বলেছিলেম আমাকে বিয়ে করতে। সে কথা ভাঙতে আমি রাজি নই। সেই আমার স্ত্রী হবে।

তোমার স্ত্রী হবে! ডোরিয়েন···তুমি কি আজ সকালে আমার চিঠি পাও নি? নিজের হাতে সেই চিঠি আমি তোমার বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি।

তোমার চিঠি! হ্যাঁ, হ্যাঁ; মনে পড়ছে বটে। আমি সেটা এখনও পড়ি নি। ভয় হচ্ছিল হয়ত সেই চিঠিতে এমন কিছু রয়েছে যা আমার পড়ে ভাল লাগবে না। তোমার বক্রোক্তিগুলি একটা আস্তো জীবনকে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলে।

তাহলে তুমি কিছুই জান না?

কী বলছ তুমি?

লর্ড হেনরী ঘরের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে ডোরিয়েন গ্রে-র পাশে গিয়ে বসলেন; তারপরে তাঁর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে শক্ত করে ধরে বললেন: ডোরিয়েন, ভয় পেয়ো না; আমার চিঠিতে লেখা ছিল সাইবিল ভেন মারা গিয়েছে।

যন্ত্রণার একটা তীব্র আর্তনাদ ডোরিয়েনের ঠোঁটের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল;

চট করে দাঁড়িয়ে উঠলেন তিনি ; লর্ড হেনরীর মুঠো থেকে নিজের হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন—মারা গিয়েছে! সাইবিল আর নেই! না, এ সত্যি নয়, এ একটা জঘন্য মিথ্যা কথা। একথা বলতে তোমার সাহস হল কেমন করে?

লর্ড হেনরী গম্ভীরভাবে বললেন: কথাটা সত্যি, ডোরিয়েন। সকালের কাগজেই এই সংবাদটা বেরিয়েছে। আমার সঙ্গে দেখা করার আগে আর কারও সঙ্গে তুমি দেখা করো না—বিশেষ করে এই কথাটাই সেখানে লেখা ছিল। এবং অবশ্যই একটা অনুসন্ধান এর হবে—যাকে বলে ময়না তদন্ত; সেই তদন্তের সঙ্গে তোমার জড়িয়ে পড়া চলবে না। এই রকম ব্যাপার ফ্রান্সে মানুষকে ফ্যাশনেবল করে তোলে; কিন্তু ?. ?ন সাধারণ লোকেরা ছি-ছি করে। দুর্ণাম রটনা হ'তে পারে এমন কোন কাজকেই এখানে আমাদের প্রচারযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিচারণার সঙ্গে ওগুলিকে সঞ্চয় করে রাখা উচিত। আমার মনে হয়, থিয়েটারে কেউ তোমার নাম জানে না। যদি না জেনে থাকে তো ভালই। তার ঘরের দিকে যেতে কেউ কি তোমাকে দেখেছিল? এইটিই একটা জরুরী জিনিস।

কয়েক মিনিট কোন কথা বললেন না ডোরিয়েন, মনে হল, হতভম্ব হ'য়ে পড়েছেন তিনি; তাঁর চোখ আর মুখের ওপরে ভয়ের একটা ছায়া পড়েছে। অবশেষে রুদ্ধ কণ্ঠের ভেতর থেকে একটা জড়ানো, অস্পষ্ট স্বর বেরিয়ে এল তাঁর: হ্যারি, 'ময়না তদন্তের কথা' তুমি বললে না? কেন ময়না তদন্ত? সাইবিল কি তাহলে...ও, হ্যারি, আমি সহ্য করতে পারছি নে। তাড়াতাড়ি; কী ঘটেছে সব আমাকে তাড়াতাড়ি বল।

ডোরিয়েন, আমার ধারণা ব্যাপারটা নিছক দুর্ঘটনা নয়; যদিও সেইভাবেই বাইরের লোকের কাছে ঘটনাটা সাজাতে হবে। মনে হচ্ছে রাত্রি সাড়ে বারটা অথবা তারই কাছাকাছি কোন এক সময়ে তার মা যখন তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে থিয়েটারে এসেছিলেন সেই সময় কিছু একটা জিনিস আনার জন্যে সাইবিল দোতলায় যায়। জিনিসটা নাকি ভুলে সে সেখানে ফেলে এসেছিল। কিছুক্ষণ তাঁরা নিচে অপেক্ষা করেছিলেন; কিন্তু সাইবিল আর নিচে নামে নি। খুঁজতে-খুঁজতে তারা শেষ পর্যন্ত সাজঘরের মেঝের ওপরে তার মৃতদেহটিকে পড়ে থাকতে দেখে। ভুল করে বিষ জাতীয় কিছু একটা সে খেয়ে ফেলেছিল। ওই জাতীয় কিছু জিনিস থিয়েটারের কাজে লাগে। ঠিক জানি নে বস্তুটি কী; হয়ত

প্রুশিক অ্যাসিড ; শ্বেত পারা-ও হতে পারে। আমার বিশ্বাস প্রুশিক অ্যাসিড-ই হবে ; কারণ, খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার মৃত্যু হয়েছিল।

চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন ডোরিয়েন : হ্যারি, হ্যারি, ভয়ঙ্কর এই সংবাদ।

হ্যাঁ, ঘটনাটা অবশ্যই বড় করুণ। কিন্তু এর সঙ্গে তোমার জড়িয়ে পড়লে চলবে না। স্ট্যানডার্ড কাগজ পড়ে বুঝলাম মেয়েটির বয়স সতের। আরও কম বয়স বলেই মনে হয়েছিল আমার। দেখতে মেয়েটি ছিল বাচ্চা ; আর অভিনয় করতে সে কিছুই জানতো না। ডোরিয়েন, এটা নিয়ে তুমি বেশী ভেবো না। তুমি আমার সঙ্গে চল ; রাত্রির খাওয়াটা আমরা দুজনে একসঙ্গে সারবো ; তারপরে আমরা অপেরাতে যাব। আজকে পাটির সম্মানার্থে সেখানে অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে। গণ্যমান্য সবাইকেই সেখানে তুমি দেখতে পাবে। আমার বোনের আসনে তুমি বসবে ; তার সঙ্গে কিছু অভিজাত ঘরণী রয়েছে। তার টিকিট পেতে কোন অসুবিধে হবে না।

অনেকটা নিজের মনে-মনে বিড়বিড় করতে-করতে ডোরিয়েন গ্রে বললেন : সুতরাং সাইবিল ভেনকে আমি খুন করলাম। তার ছোট কণ্ঠটি ছুরি দিয়ে কেটে ফেলার মতন করেই তাকে আমি হত্যা করে ফেললাম। তবুও গোলাপ ফুলকে এখনও আমরা কম ভালবাসছিনে। আমার বাগানে পাখিরা এখনও সেই আগের মতই মিষ্টি সুরে গান করছে। এবং আজ রাত্রিতে তোমার সঙ্গে আমি ডিনার খেতে চলেছি, সেখান থেকে যাব অপেরাতে ; অপেরা ভাঙলে আর কোন জায়গায় খেতে যাব। জীবন কি অসম্ভব রকমেরই না নাটকীয়। হ্যারি, এই কাহিনী কোন বই-এ পড়লে নিশ্চয় আমি কাঁদতাম। যে-কোন কারণেই হোক ঘটনাটি সত্যি-সত্যি ঘটেছে বলেই, অথবা, আমাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে বলেই হয়ত চোখের জল ফেলার চেয়েও অনেক বেশী চমৎকার বলে মনে হচ্ছে। জীবনে এই প্রথম আমি একটি উচ্ছল প্রেমপত্র লিখেছিলেম। সত্যিই এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমার প্রথম প্রেমপত্র একটি মৃতা প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে লেখা। আমি অবাক হয়ে ভাবি, ওই শ্বেত পোশাক পরা মানুষ-গুলি, যাদের আমরা মৃত বলি, তাদের কি অনুভব করার শক্তি রয়েছে? সাইবিল! সে কি অনুভব করতে পারে, জানতে পারে, শুনতে পায়? হায় হ্যারি, তাকে আমি কত ভালবাসতাম। মনে হচ্ছে সে যেন কত বছর আগেকার কথা। আমার সমস্ত মন আর প্রাণ জুড়ে বসেছিল সে। তারপরে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটি হাজির হল। সেটি কি সত্যিই গত রাত্রি? সে খারাপ

অভিনয় করল ; সেই দেখে আমার হৃদয় গেল ভেঙে। খারাপ অভিনয় সে কেন করেছিল সে-কথা সে আমাকে বুঝিয়ে বলেছিল। কী করুণ সেই দৃশ্য ! কিন্তু আমার হৃদয় তাতে একবিন্দু-ও গলে নি। আমি ধরে নিয়েছিলেম অভিনয় করার ক্ষমতা তার নেই। অকস্মাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটলো যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কী যে ঘটলো তা ঠিক জানি নে ; কিন্তু এটা বুঝতে আমার অসুবিধে হয় নি যে সেটি ভয়ঙ্কর। আমি বললাম তার কাছে আমি ফিরে যাব। আমি বুঝতে পারলাম তার ওপরে আমি অন্যায় করেছি। এবং এখন সে মৃতা। ভগবান, এখন আমি কী করব ? তুমি জাননা কী বিপদে আমি পড়েছি। নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখার মত অন্য কোন অবলম্বন আমার নেই। আমাকে একমাত্র সেই ধরে রাখতে পারত। আত্মহত্যা করার কোন অধিকার তার ছিল না। সে নিতান্ত স্বার্থপরের মত কাজ করেছে।

সিগারেটের বক্স থেকে একটা সিগারেট বার করলেন লর্ড হেনরী, সোনালি দেশলাই-এর খোল থেকে কাঠি বের ক'রে সেটি ধরালেন, তারপরে বললেন : প্রিয় ডোরিয়েন, পুরুষকে সৎপথে আনার একটি কৌশলই নারীদের জানা রয়েছে ; সেটি হচ্ছে তাদের তিতিবিরক্ত করে তোলা ; তাতেই বাঁচার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পুরুষদের নষ্ট হয়ে যায়। এই মেয়েটিকে বিয়ে করলে নিজেকে তুমি হতভাগ্য বলে মনে করতে। অবশ্য তার সঙ্গে তুমি সদয় ব্যবহার করতে পারতে। কিন্তু কার সঙ্গে মানুষ সদয় ব্যবহার করে জান ? যার ওপরে তার বিন্দুমাত্র দরদ নেই। কিন্তু মেয়েটির বুঝতে দেরি হোত না যে তুমি তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। কোন মহিলা যদি বুঝতে পারে যে তার স্বামী তার প্রতি উদাসীন তাহলে সে কী করে বলত ? হয় সে ভয়ঙ্কর রকমের কদর্য হয়ে যায়, নতুবা, সে এমন জাঁকালো পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায় যার খরচ অন্য মহিলাদের স্বামীদের যোগান দিতে হয়। সামাজিক ভুলভ্রান্তিগুলির কথা আমি অবশ্য এখানে তুলছিনে—কারণগুলি মানুষের নীচতা প্রকাশ করে, এবং ওগুলিকে কোনদিনই আমি ক্ষমার চোখে দেখতে পারি নে ; কিন্তু একটা বিষয়ে আমি তোমাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি যে বিয়ে করলে তোমার সারা জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যেত।

ঘরের মধ্যে বিবর্ণ মুখে পায়চারি করতে-করতে ডোরিয়েন বললেন : সম্ভবত, তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু ভেবেছিলেম এটাই আমার কর্তব্য। এই ভয়ঙ্কর মৃত্যু যে আমার সেই কর্তব্যের পথে বাধার সৃষ্টি করল তার জন্যে আমার কোন

অপরাধ নেই। আমার মনে রয়েছে তুমি একবার বলেছিলে সমস্ত সৎ পরিকল্পনার মধ্যেই কোথায় যেন ধ্বংসের একটা উপকরণ লুকিয়ে রয়েছে। তুমি আরও বলেছিলে সৎ প্রচেষ্টাগুলিকে কার্যকরী করতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে যায়। আমার পক্ষে সেটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

সৎ সংকল্পগুলি সব সময় বৈজ্ঞানিক নীতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তাদের উৎসই হচ্ছে নির্ভেজাল দাম্ভিকতা। সেইজন্যে আমদানির ঘরটা তাদের একেবারে শূন্য থাকে। মাঝে-মাঝে তারা অবশ্য কিছু দান করে; সেগুলি হচ্ছে বন্ধ্যা উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য। সেই দেখে দুর্বলরা কখন-ও কখন-ও যে মুগ্ধ হয় সেকথা মিথ্যা নয়। এছাড়া সৎ সংকল্পের পক্ষে আর কিছুই বিশেষ বলার নেই। ব্যাঙ্কে টাকা না থাকা সত্ত্বেও চেক কাটলে ব্যাপারটা যে রকম দাঁড়ায় এ-ও অনেকটা সেই জাতীয় ব্যাপার।

লর্ড হেনরীর কাছে এসে পাশে বসলেন ডোরিয়েন; তারপরে বললেন: হ্যারি, বলতে পার দুঃখটাকে যতটা গভীরভাবে আমি অনুভব করতে চাই ততটা অনুভব করতে পারছিনে কেন? আমি যে হৃদয়হীন সেকথা তো আমার মনে হয় না। তোমার কী মনে হয়?

মিষ্টি সুরে এবং বিষণ্ণ হাসি হেসে লর্ড হেনরী বললেন: বিগত পনেরটি দিন ধরে তুমি এত বোকার মত কাজ করেছ যার ফলে ওই বিশ্লেষণটি অর্জন করার যোগ্যতা তোমার হয় নি।

ভ্রূকুটি করে ডোরিয়েন বললেন: হ্যারি, তোমার বিশ্লেষণটা আমার ভাল লাগছে না; কিন্তু আমি নির্মম নয় একথাটা যে তুমি স্বীকার করেছ এতেই আমি খুশি। সত্যিই আমি নির্মম নই। আমি তা জানি। তবু আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে যতটা আঘাত করা উচিৎ ছিল দুর্ঘটনাটি ততখানি আঘাত আমাকে করে নি। মনে হচ্ছে একটি অপরূপ সুন্দর নাটকের একটি অপরূপ সুন্দর সমাপ্তি ঘটেছে। গ্রীক ট্র্যাজিডির সব কিছু ভয়াল সৌন্দর্যই এখানে রয়েছে; মনে হচ্ছে; সেই নাটকে অনেকটা প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে আমাকে; অথচ, একটুকুও আহত হইনি আমি।

যুবকটির অবচেতন মনের দাম্ভিকতা নিয়ে খেলা করতে বেশ মজা লাগলো লর্ড হেনরীর; তিনি বললেন: সমস্যাটা কৌতূহলোদ্দীপক, সন্দেহ নেই, সত্যিই বড় কৌতূহলোদ্দীপক। আমার ধারণা তুমি যে প্রশ্নটি রেখেছ তার আসল উত্তর হচ্ছে এই: জীবনের সত্যিকারের ট্র্যাজিডিগুলি প্রায়ই এমন অশিল্পসুলভ

প্রক্রিয়ায় ঘটে যে তাদের নগ্নতায় আমরা আহত হই, আহত হই তাদের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীনতায়, তাদের হাস্যকর অর্থহীনতায় এবং আঘাত করার অসুন্দর আঙ্গিকে। অশ্লীলতা যেভাবে আমাদের আঘাত করে ঠিক সেইভাবেই আঘাত করে এই ট্র্যাজিডিগুলি। তাদের সেই আক্রমণে পশুশক্তির গন্ধ পাই বলেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি। মাঝে-মাঝে অবশ্য অতি সুন্দর ভাবেই আমাদের জীবনে ট্র্যাজিডি দেখা দেয়; এই সৌন্দর্যের অবদানগুলি বাস্তব হলে তারা আমাদের নাটকীয় অনুভূতিগুলিকে স্পর্শ করে। হঠাৎ আমাদের মনে হয় আমরা আর অভিনেতা নয়, দর্শকমাত্র। অথবা, আমরা দুই-ই। নিজেদের লক্ষ্য করি আমরা, এবং দৃশ্যাবলীর চমৎকারিত্ব আমাদের দাসত্বে পরিণত করে; অর্থাৎ একেবারে সম্মোহিত করে ফেলে আমাদের, বর্তমান ক্ষেত্রে আসল ঘটনাটা কী বলত? তোমার ভালবাসা হারানোর ভয়ে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। এরকম একটা অভিজ্ঞতা আমার হলে খুব খুশি হতাম। তাহলে আমি বাকি জীবনটার সঙ্গে আমি নিজেই প্রেমে পড়ে যেতাম। যারা আমাকে ভালবাসত, আমার সঙ্গে মেলামেশা না করলে যারা অস্থির হয়ে উঠত—যদিও তাদের সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়—সামান্য—তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমি ছিন্ন করার পরে-ও, অথবা, আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তারা শেষ করে দেওয়ার পরে-ও অনেকদিন তারা বেঁচে রয়েছে, আত্মহত্যা অথবা আত্মনির্যাতনের কথা তারা কল্পনাও করেনি। তাদের স্বাস্থ্য ফিরেছে—একঘেয়েমী বেড়েছে তাদের। হঠাৎ দেখা হলে তারা সেই পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে সুরু করেছে। নারীদের স্মৃতিশক্তি কি ভয়ানক! কি ভয়ঙ্কর। চিন্তার জগতে তারা একেবারে স্থবির। জীবনের সৌন্দর্যে মানুষের ডুবে থাকা উচিৎ, জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে মেতে থাকা উচিৎ নয়। খুঁটিনাটি সবসময়েই অশ্লীল।

ডোরিয়েন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন: আমার বাগানে 'পপি' বুনতেই হবে।

লর্ড হেনরী বললেন: কোন প্রয়োজন নেই। জীবনের হাতে সব সময়েই পপি অর্থাৎ আফিঙ রয়েছে। মাঝে-মাঝে অবশ্য কিছু স্মৃতি বেশীদিন ধরে বেঁচে থাকে। একটি রোমান্সের মৃত্যু না হওয়ায় শিল্পীসুলভ দুঃখ প্রকাশ করার জন্যে পুরো একটা ঋতু ধরে ভায়লেট ছাড়া অন্য কোন ফুলই আমি ব্যবহার করি নি। শেষ পর্যন্ত সেই রোমান্সের অবশ্য মৃত্যু হয় নি; মৃত্যু কী করে হল সেকথা আজ আর আমার মনে নেই। আমার ধারণা যেদিন মেয়েটি

ঘোষণা করল যে আমার জন্যে সে পৃথিবীর সব কিছু পরিত্যাগ করতে রাজি সেই দিনই আমাদের রোমান্সের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই সময়টাই মানুষের জীবনে সবচেয়ে শঙ্কটময়; কারণ, অনন্তের ভীতি আমাদের তখন গ্রাস করে ফেলে। এক সপ্তাহ আগে লেডী হ্যাম্পশায়ারের বাড়ীতে ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল আমার। ভদ্রমহিলার পাশেই আমি খেতে বসেছিলেম। তুমি কি বিশ্বাস করবে ভদ্রমহিলা আবার সেই পুরানো দিনগুলির কথা তুলে ভবিষ্যতের অসহনীয় দিনগুলির সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য কাহিনী কপচাতে সুরু করলেন। অ্যাসফোডেল ফুলের বিছানায় আমাদের রোমান্স আগেই আমি কবর দিয়ে ফেলেছিলেম; তিনি আবার তাকে খুঁড়ে বার করে আমাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে আমি তাঁর জীবন নষ্ট করে দিয়েছি। আমি একথা বলতে বাধ্য যে সেদিন ডিনারে তাঁর কিছু অরুচি আমার চোখে পড়ে নি; সোজা কথায়, ভূরিভোজনই তিনি সেদিন করেছিলেন। সেই জন্যে তাঁর সেই অভিযোগে আমার মনে কোন আশঙ্কা জাগে নি। কিন্তু কী কুরুচির পরিচয়ই সেদিন তিনি দিয়েছিলেন বলত! অতীতের একমাত্র সৌন্দর্য এই যে সে অতীত। কিন্তু কখন যে যবনিকা পড়ে সে-সংবাদ নারীরা রাখে না। তারা সব সময় নাটকে ষষ্ঠ অংকের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে; এবং নাটকের অভিনয় যখন শেষ হয়ে যায় তখনও তারা সেটিকে চায় আরও টেনে নিয়ে যেতে। তাদের যদি সে-সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সব কমেডিই ট্র্যাজিডিতে পরিণত হবে; আর সব ট্র্যাজিডি পরিণত হবে ফার্স-এ। কৃত্রিমতার দিক থেকে তারা সত্যিই বড় চমৎকার, 'আর্টিষ্টিক সেনস' বলতে সত্যিই তাদের কিছু নেই। আমার চেয়ে এদিক থেকে তুমি অনেক ভাগ্যবান। আমি তোমাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ডোরিয়েন, যে সাইবিল ভেন তোমার যে উপকার করেছে সেরকম উপকার আমার কোন প্রেমিকাই আমার করতে পারে নি। সাধারণ মহিলারা সব সময়েই নিজেদের সান্ত্বনা দেয়। কিছু মহিলা রয়েছে যারা নিজেদের সান্ত্বনা দেয় রেগে হইচই করে। যে-মহিলা ফিকে লাল রঙের পোশাক পরে, তাদের বয়স যাই হোক, কোনদিন তাদের বিশ্বাস করো না, বিশ্বাস করো না সেই সব মহিলাদের যাদের বয়স পঁয়ত্রিশের ওপরে, যারা ফিকে লাল ফিতে দিয়ে চুল বাঁধতে ভালবাসে। এই জাতীয় মহিলাদের দেখলেই ভেবে নিয়ো যে তাদের প্রত্যেকের কিছু ইতিহাস রয়েছে। আর একদল মহিলা রয়েছে যারা হঠাৎ তাদের স্বামীদের সদগুণগুলি আবিষ্কার করতে

পেয়েছে বলে নিজেদের সান্ত্বনা দেয়। লোকের নাকের ডগায় ওরা তাদের বিবাহিত জীবনের সুখ এবং আড়ম্বরের সঙ্গে প্রকাশ করে যে মনে হবে জিনিসটা চমৎকার একটা পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ-কেউ আবার ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পায়। একটি মহিলা একবার আমাকে বলেছিলেন যে রঙিন বাক-চাতুর্যের মধ্যেই নারীদের সান্ত্বনা পাওয়ার রহস্যটি লুকিয়ে রয়েছে; এবং কথাটা যে সত্যি তা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হয় নি। তা ছাড়া নিজেকে পাপী বলে চিহ্নিত করার মধ্যে মানুষের দম্ভ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ পায় না। বিবেক বলে বস্তুটা আমাদের সবাইকেই আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে। হ্যাঁ, আধুনিক জগতে সান্ত্বনার উপায় খুঁজে পাওয়ার সত্যিই কোন শেষ নেই মহিলাদের। সত্যি কথা বলতে কি এখনও আমি সবচেয়ে দামি কথাটাই বলি নি।

ডোরিয়েন কিছুটা অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: সেটা কী হ্যারি?

ওই সান্ত্বনার সম্বন্ধেই বলছি। নিজের প্রেমিককে হারিয়ে ওরা সব সময় অপরের প্রেমিককে ছিনিয়ে নেয়। সভ্য সমাজ ছিনকারিণীদের চরিত্র চকচকে করে তোলে ব্যাপারটা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ডোরিয়েন, আমাদের পরিচিতা মহিলাদের কাছ থেকে সাইবিল ভেনের পার্থক্য কত। তার মৃত্যুর মধ্যে এমন একটা জিনিস রয়েছে যা আমার চোখে বড় সুন্দর লাগছে। এই শতাব্দীতে যে এমন সুন্দর এবং আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে পারে তা জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। রোমান্স, কামনা আর ভালবাসা যা নিয়ে আমরা খেলা করি সেগুলি যে কতখানি বাস্তব এই থেকে তা প্রমাণিত হয়।

তুমি ভুলে যাচ্ছ, তার সঙ্গে আমি খুব নির্মম ব্যবহার করেছি।

কিছু মনে করো না, আমি বলতে বাধ্য যে পুরুষের কাছ থেকে নির্মম ব্যবহার নারীরা বেশ উপভোগ করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রবৃত্তিগুলি তাদের মধ্যে অদ্ভুতভাবে সতেজ রয়েছে। দাসত্ব থেকে আমরা তাদের মুক্তি দিয়েছি বটে; কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে দাসত্বটাই তারা পছন্দ করে বেশী; তাইত তারা সব সময় মনিব খুঁজে বেড়ায়। অপরের কর্তৃত্বে থাকতে তারা ভালবাসে। তোমার ব্যবহার যে চমৎকার সেদিক থেকে আমার কোন সন্দেহ নেই। সত্যিকার রাগতে তোমাকে আমি কোনদিনই দেখি নি। কিন্তু তোমার ব্যবহারটা যে কত আমেজী তা আমি লক্ষ্য করেছি। তাছাড়া গতকালের আগের দিন তুমি আমাকে একটা কথা বলেছিলে। তখন আমি

বিশেষ গুরুত্ব দিই নি কথাটার ওপরে। কিন্তু এখন দেখছি তুমি যা বলেছিলে তা সত্যি; আর সেইটাই হচ্ছে তোমার সব।

কী কথা, হ্যারি?

তুমি বলেছিলে বিশ্বের সমস্ত রোমান্টিক নায়িকাকে একসঙ্গে করলে যা দাঁড়ায় তোমার কাছে সাইবিল তা-ই। এক রাত্রিতে সে দেসদিমনা, আর এক রাত্রিতে সে ওফিলিয়া; যদি জুলিয়েট হয়ে সে মারা যায়, ইমোজেন হয়ে সে বেঁচে ওঠে।

দুটি হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে বললেন: এখন আর সে বেঁচে উঠবে না।

না, আর কোনদিনই সে বেঁচে উঠবে না। সে শেষবারের মত তার ভূমিকা অভিনয় করেছে। কিন্তু সেই নোংরা সাজঘরে তার নিঃসঙ্গ মৃত্যুকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে হবে তোমাকে। ভাবতে হবে জ্যাকবিয়ান কোন ট্র্যাজিডির বিদর্ঘ কোন দৃশ্যের অভিনয় দেখছ তুমি, ওয়েবস্টার, ফোর্ড, অথবা, সিরিল টুরনারের কোন নাটকের কোন একটি অপরূপ দৃশ্য তুমি অভিনীত হতে দেখছ। তাছাড়া, কোনদিনই মেয়েটি বেঁচে থাকে নি; সুতরাং তার মারা যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তোমার কাছে অন্তত সে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিল না; তোমার কাছে তাকে অশরীরী বলে মনে হোত—যে শেকসপীয়রের নাটকের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুরে বেড়াতো—যার উপস্থিতিতে নাটকগুলি সুন্দর হয়ে উঠতো; তোমার কাছে সে ছিল একটি শর গাছের মত, যার ভেতর দিয়ে শেকসপীয়রের সঙ্গীত হয়ে উঠতো মধুক্ষরা এবং আনন্দময়। যে মুহূর্তে সে বাস্তবের মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো সেই মুহূর্তেই সে সেই জীবনটাকে করে তুলল বিকৃত, আর সেই জন্যেই সে মারা গেল। ইচ্ছে হলে, ওফিলিয়ার জন্যে তুমি শোক করতে পার। কর্ডিলিয়াকে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল বলে মাথার ওপরে ছাই ঢেলে তুমি শোকদিবস পালন করতে পার; ব্রাবনসিয়োর কন্যা মারা গিয়েছিল বলে তুমি ভগবানের বিরুদ্ধে চিৎকার করে অভিযোগ জানাতে পার; কিন্তু সাইবিল ভেনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তোমার চোখের জল বৃথা নষ্ট করো না। তাদের চেয়ে সে অনেক বেশী অবাস্তব।

কিছুক্ষণের জন্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল। ঘরের মধ্যে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। নিঃশব্দে আর খালি পায়ে বাগান থেকে এগিয়ে এল ছায়ারা। দৃশ্যমান জিনিসগুলি ধীরে-ধীরে তাদের জেল্লা হারিয়ে ফেলল।

কিছুক্ষণ পরে ডোরিয়েন গ্রে মুখ তুললেন, তারপরে কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছেন এই ধরনের একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন : হ্যারি, যে কথাটা নিজেকে আমি নিজে বলতে চেয়েছিলেম সেটা তুমিই আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলে। তুমি যা বললে সেই সব কথা আগেই আমি ভেবেছিলেম ; কিন্তু যে কোন কারণেই হোক নিজের কাছে প্রকাশ করার সাহস আমার হয় নি। আমার চরিত্রটা কী সুন্দরই না তুমি বুঝতে পেরেছ ? কিন্তু যা ঘটে গিয়েছে তা নিয়ে তুমি আর আলোচনা করো না কখনও। এ থেকে একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হল আমার। এই-ই যথেষ্ট। আমি জানি নে আমার জন্যে এই রকম চমৎকার আরও কোন অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে কি না।

ডোরিয়েন, তোমার জন্যে জীবন অনেক কিছু নিয়েই অপেক্ষা করছে। তোমার এই অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে করতে পারবে না পৃথিবীতে এমন কোন কাজ নেই।

কিন্তু ধর হ্যারি, আমি যদি কুৎসিৎ, বৃদ্ধ হয়ে যাই, আমার দেহের ওপরে যদি বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়ে ? তখন কী হবে ?

বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে লর্ড হেনরী বললেন : আ, তখন! প্রিয় ডোরিয়েন, তখন লড়াই করে পাওনাগণ্ডা ছিনিয়ে নিতে হবে তোমাকে। বর্তমানে, তারাই তোমার কাছে এগিয়ে আসবে। না না। এই সুন্দর চেহারাটি বজায় রাখতে হবে তোমাকে। আমরা এমন একটা যুগে বাস করি যখন মানুষ বিজ্ঞ হওয়ার জন্যে অতিরিক্ত পড়াশুনা করে, সুন্দর হওয়ার জন্যে চিন্তা করে বেশী। আমরা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি নে। এখন ভাল পোশাক পরে ক্লাবে যাই চল। এমনিতেই আমাদের দেরি হয়ে গিয়েছে।

হ্যারি, তোমার সঙ্গে বরং আমি অপেরাতেই দেখা করব। বড় ক্লান্ত আমি, খাবার বিশেষ ইচ্ছে নেই আমার। তোমার বোনের 'বক্স' নম্বরটা কত ?

সম্ভবত সাতাশ। গ্রানড টায়ার-এর ওপরে তার বক্স। দরজার ওপরে তার নাম লেখা থাকবে। কিন্তু আমার সঙ্গে বেরোতে আর ডিনার খেতে পারছ না বলে সত্যিই আমি দুঃখিত।

ডোরিয়েন ক্লান্তভাবে বললেন : ইচ্ছে করছে না। কিন্তু তুমি আমাকে যা বললে তার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। নিঃসন্দেহে তুমি আমার

শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তোমার মত আজ পর্যন্ত আর কেউ আমাকে বুঝতে পারে নি।

তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে লর্ড হেনরী বললেন: ডোরিয়েন, আমাদের বন্ধুত্ব সবে সুরু হয়েছে। বিদায়। আশা করি, রাত্রি সাড়ে নটার আগেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। মনে রেখ, প্যাটি আজ গান করছেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লর্ড হেনরী। দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডোরিয়েন বেল টিপলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভিকটর একটা বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকলো; তারপরে ঘরের পর্দাগুলি সব নামিয়ে দিল। ভিকটরের চলে যাওয়ার জন্যে অস্থিরভাবে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। সব কাজেই লোকটা কেমন যেন মাঠো।

লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পর্দার দিকে দৌড়ে গেলেন; তারপরে একপাশে টেনে দিলেন সেটি। না, ছবির ওপরে আর কোন পরিবর্তনের ছাপ পড়ে নি। তাঁর আগেই সাইবিল ভেনের মৃত্যু সংবাদ ও জানতে পেরেছে। জীবনের ঘটনাগুলি কী ভাবে ঘটছে সে-বিষয়ে ও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ঠিক যে-সময়ে সাইবিল বিষ অথবা ওই জাতীয় কিছু খেয়েছিল ঠিক সেই সময়ের নিষ্ঠুরতার সেই বিশেষ ছাপটি ওর মুখের ওপরে পড়েছিল। অথবা, ফলাফলের বিষয়ে ও সম্পূর্ণ উদাসীন? আত্মার ভিতরে যা ঘটে ওকি কেবল সেইটুকুই গ্রাহ্য করে? সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল হয়ত একদিন তিনি চোখের ওপরেই ওর ওপরে পরিবর্তন দেখতে পাবেন; সেই সম্ভাবনায় তিনি ভয়ে পিছিয়ে এলেন।

হতভাগিনী সাইবিল! তাঁদের দুজনের মধ্যে কী অদ্ভুত রোমান্সই না গড়ে উঠেছিল? স্টেজের ওপরে প্রায়ই সে মৃতের অনুকরণ করত। তারপরে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই তাকে ছুঁয়ে গেল, সঙ্গে করে নিয়ে গেল তাকে। তার জীবননাট্যের সেই ভয়ঙ্কর শেষ দৃশ্যটি সে কী ভাবে অভিনয় করল? মৃত্যুর সময় সে কি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছে? না; তাঁর প্রতি ভালবাসা নিয়েই সে মৃত্যু বরণ করেছে; এবং এখন থেকে ভালবাসা তাঁর কাছে পবিত্র জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়। নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে সে সব কিছুর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছে। থিয়েটারে সেই বীভৎস রাত্রিটিতে তার জন্যে তিনি যত কষ্ট পেয়েছেন সে-সব কথা আর তিনি মনে রাখবেন না। তার কথা যখন তিনি চিন্তা করবেন তখন মনে হবে একটি নির্ভেজাল প্রেমের প্রতীক ক'রে ভগবান তাকে সংসার-রঙ্গমঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছেন; সেই প্রতীকটি সম্পূর্ণভাবে ট্র্যাজিক।

মেয়েটির শিশুর মত সরল চাহনি, তার চিত্তাকর্ষক রোমান্টিক চালচলন আর ভীরু লাবণ্যের কথা মনে হতেই তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো। সেই জল তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে তিনি ছবির দিকে আবার তাকিয়ে দেখলেন।

তাঁর মনে হল এখন থেকে তাঁর চলার পথটা তাঁকেই ঠিক ক'রে ফেলতে হবে। অথবা, তা কি আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছে? হ্যাঁ, জীবনই তা ঠিক করে দিয়েছে—জীবন, আর জীবন সম্বন্ধে তাঁর অনন্ত কৌতূহল। অনন্ত যৌবন, অনন্ত কামনা, ইঙ্গিতময় এবং গোপন আনন্দ, উদ্দাম, উদ্দামতর পাপ—এই সব কটির সঙ্গেই মোলাকাৎ করতে হবে তাঁকে। তাঁর লজ্জা আর অপমানের সমস্ত জ্বালা আর যন্ত্রণা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ছবিটিকে। এ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন নি তিনি।

ক্যানভাসের ওপরে আঁকা ছবিটির সুন্দর মুখের ওপরে ভবিষ্যতে যে কলঙ্করেখাগুলি পড়ে সেটিকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলবে একথা ভাবতে গিয়েই তিনি আতঙ্কিত হলেন। একবার নার্সিসাসকে ব্যঙ্গ করার শিশু-চাপল্যে যে ঠোঁট দুটি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছিল সেই ঠোঁট দুটিকে তিনি চুম্বন করলেন, অথবা, চুম্বন করার ভাণ করলেন। অনেকদিন প্রভাতে এই ছবিটির দিকে তাকিয়ে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকতেন। এখন থেকে তাঁর প্রতিটি কাজের প্রতীক চিহ্ন হিসাবে কি ছবিটির পরিবর্তন হবে? এই ছবিটা কি শেষ পর্যন্ত দানবীয় আর সেই সঙ্গে ঘৃণ্য হয়ে দাঁড়াবে? শেষ পর্যন্ত কি ছবিটিকে সূর্যকিরণ থেকে সরিয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখতে হবে? হায়রে, কী দুর্ভাগ্য, কী দুর্ভাগ্য।

ছবি আর তাঁর মধ্যে যে ভয়ানক একটি আত্মিক সংযোগ দেখা দিয়েছে সেটি ছিঁড়ে ফেলার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার কথা একবার তিনি চিন্তা করলেন। প্রার্থনা করার ফলে ছবিটির ওপরে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে; সম্ভবত সেই প্রার্থনার ফলেই ছবিটি আর ভোল পালটাবে না। কিন্তু তবু যতই আজগুবী হোক, অথবা, যত ভয়ানক পরিণতিই আসুক জীবন সম্বন্ধে এতটুকু জ্ঞান আছে এমন মানুষ কে রয়েছে যে চির যৌবন ভোগ করার সুযোগ ছাড়তে পারে? তা ছাড়া, ছবির প্রকৃতিটি নিয়ন্ত্রিত করার সত্যিই কি কোন ক্ষমতা রয়েছে তাঁর? প্রার্থনা করার জন্যেই কি ছবিটি তার প্রথম পরিবর্তনকে বর্জন করেছে? এর পেছনে কি অদ্ভুত কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নেই? জীব জগতের ওপরে চিন্তার যদি কোন প্রভাব থাকে, তাহলে মৃত আর জড়ের

ওপরে-ও কি তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না? অর্থাৎ, গভীরভাবে চিন্তা অথবা কামনা করলে বাইরের কোন বস্তু কি আমাদের মনের গভীরে নিহিত বাসনা কামনার অজস্র স্পন্দনের মধ্যে তার অণু-পরমাণুগুলিকে সমান তালে নাচাতে পারে না? কিন্তু কারণটা নিয়ে চুলচেরা বিচার করার প্রয়োজন নেই তাঁর। আর কখনও ভয়ঙ্কর কোন শক্তির কাছে তিনি প্রার্থনা জানাবেন না, প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করবেন না। প্রতিকৃতিটা যদি তার মর্জিমত রঙ বদলায় তো বদলাক। তাঁর কিছু করার নেই। অত খুঁটিয়ে দেখে লাভ কী?

কারণ এটিকে লক্ষ্য করার মধ্যেই তো আসল আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে। একেই অনুসরণ ক'রে তিনি তাঁর মনের গভীরে লুকানো অনেক কিছুই জানতে পারবেন। ঐন্দ্রজালিক আরশীর মত ছবিটি তাঁকে সাহায্য করবে। এটি যেমন তাঁর দেহটাকে ফুটিয়ে তুলেছে, তেমনি প্রকাশ করে দেবে তাঁর আত্মাটিকে। এবং যখন ওর ওপরে শৈত্যের জড়তা এসে দেখা দেবে তখনও তাঁর দেহের ওপরে বসন্তের হিল্লোল থাকবে জেগে। যখন ওর মুখের ওপর থেকে রক্ত শুকিয়ে যাবে, যখন ওর চোখ দুটি তাদের জ্যোতি হারিয়ে কোটরের মধ্যে আশ্রয় নেবে, তখনও তিনি ভরা যৌবনের জোয়ারে ভেসে বেড়াবেন। তাঁর সৌন্দর্যের একটি কণাও নষ্ট হবে না; তাঁর ধমনীর একটি স্পন্দনও গতিহীন হবে না; গ্রীক দেবতাদের মত তিনি শক্তিবান হয়ে থাকবেন, গতি আর আনন্দের আমেজে থাকবেন মেতে। ক্যানভাসের ওপরে আঁকা ওই রঙিন প্রতিকৃতিটার কী হবে তাতে তাঁর কী আসে যায়? তিনি তো নিরাপদে থাকবেন। এ-ছাড়া, আর কিছু ভাববার নেই তাঁর।

হাসতে-হাসতে ভারি পর্দাটা আবার তিনি প্রতিকৃতির মুখের ওপরে টেনে দিলেন; তারপরে, শোওয়ার ঘরে ঢুকলেন। সেইখানে তাঁর পরিচারক ভিকটর তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। এক ঘণ্টা পরে তিনি অপেরাতে হাজির হলেন; লর্ড হেনরী তাঁর চেয়ারের ওপরে ঝুঁকে বসেছিলেন।

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

পরের দিন সকালে-সকালে তিনি বসে-বসে প্রভাতকালীন জলযোগ করছিলেন এমন সময় বেসিল হলওয়ার্ড ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। ঢুকেই গম্ভীরভাবে বললেন : তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশি হয়েছি, ডোরিয়েন। কাল রাত্রিতে এসে শুনলাম তুমি অপেরাতে গিয়েছ। অবশ্য আমি জানতাম কথাটা সত্যি নয়; তবু তুমি ঠিক কোথায় গিয়েছ সে-সম্বন্ধে যদি স্পষ্ট ভাবে বলে যেতে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। আর একটা বিপদ ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় কাল সন্ধ্যেটা আমার খুব খারাপ গিয়েছিল। সংবাদটা প্রথম পাওয়ার পরে আমাকে তোমার টেলিগ্রাফ করা উচিৎ ছিল। ক্লাবে 'গ্লোব' কাগজের শেষ সংস্করণটার ওপরে চোখ বুলোতে-বুলোতে হঠাৎ সংবাদটা আমার নজরে পড়ে গেল। সংবাদটা পড়েই আমি এখানে ছুটে এসেছিলেম। তোমাকে না পেয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেম। সমস্ত ঘটনাটা পড়ে আমি যে কত কষ্ট পেয়েছিলেম তা আর তোমাকে কী বলব? আমি জানি নিশ্চয় তোমার কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তুমি কি মেয়েটির মায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাড়ী গিয়েছিলে? একবার ভাবলাম সেই দিকে আমিও এগিয়ে যাই। কাগজেই তাদের বাড়ীর ঠিকানাটা দেওয়া ছিল। এসটোন রোডের কাছাকাছি একটা জায়গা, তাই না? কিন্তু যে দুঃখকে আমি এতটুকু কমাতে পারব না সেখানে অনাবশ্যক যেতে আমার কেমন সঙ্কোচ লাগছিল। হতভাগিনী নারী? নিশ্চয় তাঁর মনের অবস্থা খুব খারাপ। ওই তাঁর একমাত্র সন্তান। এ বিষয়ে তিনি কী বললেন?

ভেনিশিয়ান গ্লাস থেকে ফিকে বেগনে রঙের মদ চাকতে-চাকতে ডোরিয়েন আস্তে-আস্তে বললেন : প্রিয় বেসিল, তা জানবো কেমন করে?

তারপরে অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে বললেন : আমি অপেরাতেই গিয়েছিলেম। তোমারও সেখানে যাওয়া উচিৎ ছিল। কালই প্রথম হেনরীর বোন লেডী গিনদোলেন-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হল, আমরা দুজনে একটা বক্স-এ বসেছিলেম। ভদ্রমহিলা সত্যিকার সুন্দরী। প্যাটিও অদ্ভুত সুন্দর গান গাইলেন. ভয়ানক ঘটনা নিয়ে আর আলোচনা করো না। কোন বিষয় নিয়ে

আলোচনা না করলেই সেটা যে সত্যিই ঘটেছে তা আমাদের মনে হবে না। হ্যারি বলে, আলোচনা করলেই যে-কোন জিনিসই বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। আমি কেবল তোমাকে এইটুকুই জানাতে পারি যে ভদ্রমহিলার ও-ই একমাত্র সন্তান নয়। একটি ছেলেও রয়েছে। সেটি-ও বড় চমৎকার ছেলে। কিন্তু সে অভিনয় করে না। পেশার দিক থেকে সে নাবিক বা ওই জাতীয় কিছু একটা হবে। এখন তোমার কথা, আর বর্তমানে তুমি কী আঁকছো তাই আমাকে বল।

ধীরে-ধীরে এবং বেদনার্ত স্বরে হলওয়ার্ড বললেন: অপেরাতে গিয়েছিলে? একটা নোংরা ঘরে সাইবিল ভেনের মৃতদেহটা যখন পড়েছিল তখন তুমি বসেছিলে অপেরাতে! যে মেয়েটিকে তুমি ভালবাসতে সেই মেয়েটিকে নির্বিঘ্নে কবরস্থ করার আগেই অন্য মহিলারা যে কত সুন্দরী, প্যাটি যে কেমন স্বর্গীয় গান গাইলেন সেই সব কথা আমাকে তুমি বলতে পারলে? তুমি কি জান না, সাইবিলের শ্বেত শুভ্র সেই শরীরটা নিয়ে এখনও অনেক ঝামেলা পোয়াতে হবে?

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে উঠলেন ডোরিয়েন: বেসিল, চুপ কর, চুপ কর! ওসব কথা শুনতে চাই নে। আমাকে ওসব কথা তুমি বলো না। যা হয়েছে তা হয়ে গিয়েছে। যা অতীত তা অতীতেই মিলিয়ে যাক।

গতকাল যা ঘটেছে তাকে তুমি অতীত বলতে চাও?

ঘণ্টা মিনিট ধরে সময়ের প্রকৃতি ঠিক করা যায় না; যারা মূর্খ, মনের নদীতে যাদের চড়া পড়ে গিয়েছে, বিশেষ কোন অনুভূতিকে ভুলে যেতে তাদেরই অনেক বছর সময় লাগে। নিজের প্রবৃত্তিগুলিকে যে আয়ত্বে রাখতে পেরেছে সে যেমন অতি সহজে নতুন আনন্দের আয়োজন করতে পারে তেমনি সহজে ভুলে যেতে পারে দুঃখ। প্রবৃত্তির দাস হ'তে আমি রাজি নই। আমি চাই তাদের খাটাতে, আনন্দ পেতে এবং তাদের ওপরে প্রভুত্ব করতে।

ডোরিয়েন, তুমি যে কথা বলছ সেগুলি নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। এমন কিছু ঘটেছে যা তোমার চরিত্রকে একেবারে পালটিয়ে দিয়েছে। যে অদ্ভুত সুন্দর ছেলেটি দিনের পর দিন আমার স্টুডিয়োতে এসে বসে থাকত এখনও বাইরে থেকে সেইরকমই সুন্দর তুমি দেখতে। কিন্তু তখন তুমি ছিলে সাদাসিধা, স্বাভাবিক এবং স্নেহশীল। সারা দুনিয়ায় তোমার মত নিষ্পাপ মানুষ আমার চোখে আর পড়ে নি। কিন্তু এ কী কথা শুনছি! জানি না, কী হ'ল তোমার। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে হৃদয় বলতে কোন পদার্থ তোমার নেই। নেই

কোন দয়া, মায়া, অনুভূতি। বেশ বুঝতে পারছি, হ্যারির প্রভাব তোমার ওপরে পড়েছে।

লাল হয়ে উঠল ডোরিয়েনের মুখ, তিনি জানালার ধারে গিয়ে সূর্যকরোজ্জ্বল বাগানের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ; তারপরে বললেন: বেসিল, হ্যারির কাছে আমি অনেক ঋণী; তোমার চেয়েও বেশী। তুমি আমাকে কেবল অনাবশ্যকভাবে দাম্ভিক হ'তে শিখিয়েছিলে।

সেই জন্যে আমি শাস্তি পেয়েছি, ডোরিয়েন—অথবা ভবিষ্যতে পাব।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডোরিয়েন বললেন: তোমার কথাটা আমার মাথায় ঢুকছে না, বেসিল। তুমি কী চাও তা-ও আমি বুঝতে পারছি নে। কী চাও বলত?

দুঃখের সঙ্গে আর্টিস্ট বললেন: আমি চাই সেই ডোরিয়েন গ্রে-কে যার ছবি আমি এঁকেছি।

তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে এবং একটি হাত তাঁর কাঁধের ওপরে রেখে ডোরিয়েন বললেন: বড় দেরি হয়ে গিয়েছে বেসিল। গতকাল যখন আমি শুনলাম সাইবিল আত্মহত্যা করেছে···

তাঁর দিকে তাকিয়ে বিহ্বল নেত্রে হলওয়ার্ড বললেন; আত্মহত্যা! হায় ভগবান! এ বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নেই।

প্রিয় বেসিল, এটা যে একটা নিছক দুর্ঘটনা তা নিশ্চয় তুমি মনে কর নি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আত্মহত্যাই সে করেছে।

বয়স্ক মানুষটি নিজের হাতের মধ্যে মুখটা ঢেকে বললেন: ওঃ, কী ভয়ানক।

দেহটা তাঁর কাঁপতে লাগল।

ডোরিয়েন গ্রে বললেন: না, না। ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই এতে। এ-যুগের এটাই হচ্ছে একটি বড় রোমান্টিক ট্র্যাজিডি। যারা অভিনয় করে তারা সাধারণত সাধারণ ভাবেই বেঁচে থাকে। তাদের স্বামী থাকে, থাকে বিশ্বাসী স্ত্রী; জীবনটা তাদের একঘেয়ে, গতানুগতিকের বেড়া দিয়ে ঘেরা। আমি কী বলতে চাই তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ? আমি বলতে চাই শ্রেণী আর সংস্কৃতির দিক থেকে তারা সবাই মধ্যবিত্ত—ধর্ম, আচার-ব্যবহার—সব দিক থেকেই। তাদের সঙ্গে সাইবিলের পার্থক্য কত। তার জীবনটাই হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর, মধুর একটি ট্র্যাজিডি। সব সময়েই সে নায়িকা, গত

রাত্রিতে, অর্থাৎ তোমরা তাকে যেদিন দেখেছিলে—সে খুব খারাপ অভিনয় করেছিল, কারণ সত্যিকার ভালবাসা বলতে কী বোঝায় তা সে বুঝতে পেরেছিল। যখন সে বুঝতে পারল এটা কতখানি অবাস্তব তখনই সে মারা গেল। ঠিক এই ভাবেই জুলিয়েট মারা গিয়েছিল। সত্যিকার আর্টের জগতে প্রবেশ করল সে। তার মৃত্যুর মধ্যে আমি কী দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি শহীদ হওয়ার করুণ ব্যর্থতা, বিনষ্ট সৌন্দর্যের ব্যর্থতা। কিন্তু যা তোমাকে বলছিলাম, ভেব না যে আমি কম দুঃখ ভোগ করেছি। গতকাল যদি বিশেষ একটি মুহূর্তে তুমি এখানে আসতে—ধর সাড়ে পাঁচটা অথবা পৌনে ছটার কাছাকাছি—তাহলে আমার চোখ ভরা জল তুমি দেখতে পেতে। হ্যারি-ই এই সংবাদটা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। খবরটা পেয়ে আমার মনের কী অবস্থা হয়েছিল এমন কি সে-ও তা বুঝতে পারে নি। দুঃখ আর অনুশোচনায় সাময়িকভাবে ভেঙে পড়েছিলেম আমি। তারপরে সেই অবস্থাটা আমার কেটে গেল। সেই অনুভূতিকে আর আমি ফিরিয়ে আনতে পারব না; একমাত্র ভাবপ্রবণ মূর্খ ছাড়া কেউ তা পারে না। সেদিক থেকে, বেসিল, আমার ওপরে সত্যিই তুমি অবিচার করছ। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে তুমি এখানে এসেছ। খুব ভাল কথা। তুমি দেখলে আগেই আমি শান্ত হয়ে গিয়েছি। দেখেই তুমি ক্ষেপে উঠলে। এই কি তোমার সহানুভূতির নমুনা? হ্যারি আমাকে একটা গল্প বলেছিল। তুমি আমাকে সেটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে। গল্পটা হচ্ছে, একজন পরোপকারী ব্যক্তির একটি অন্যায়ের প্রতিকার করার। অথবা কোন একটি আইনের ধারা পালটানোর জন্যে, ব্যাপারটা আমার ঠিক মনে নেই, তাঁর জীবনের কুড়িটি বছর তিনি নষ্ট করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছিল, তার পরেই কিন্তু তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন; আর কিছু করার ছিল না তাঁর; মনের এই বেকারত্ব সহ্য করতে পারলেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত অপরের ক্ষতি করার উৎসাহে মেতে উঠলেন। তা ছাড়া প্রিয় বেসিল, তুমি যদি সত্যিই আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাও তাহলে কেমন করে ওই তিক্ত ঘটনাটিকে আমি ভুলে যেতে পারি সেই পথটাই তুমি আমাকে বাতলিয়ে দাও; অথবা, কেমন করে সমস্ত জিনিসটাকে আমি আর্টিস্টের দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে দেখতে পারি সেই উপদেশই আমাকে দাও। সেদিন "মারলো" হোটেলে একটি যুবকের সঙ্গে তুমি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে; তিনি সেদিন কথায়-কথায় বলেছিলেন জীবনের সব দুঃখ কষ্ট পীতাভ সার্টিন ভুলিয়ে দিতে

পারে। আমি অবশ্য সে-মতে বিশ্বাসী নই। আমি সুন্দর জিনিস ভালবাসি ; সুন্দর আর বাস্তব—যেগুলিকে আমি স্পর্শ করতে পারি। পুরানো ব্রোকেড, সবুজ ব্রোঞ্জের জিনিস, ল্যাকারের কাজ, খোদাই-করা হাতির দাঁত, সুন্দর পারিপার্শ্ব, প্রাচুর্য, উচ্ছ্বাস, আর আনন্দ—এদের সকলের কাছ থেকেই কিছু না কিছু পাওয়ার রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে আর্টিস্টিক মানসিকতা রয়েছে, অথবা, যে আর্টিস্টিক রুচি তারা প্রকাশ করে আমার বেশী আকর্ষণ সেই দিকে, হ্যারির মতে নিজের জীবনটাকে মানুষ যদি দর্শকের ভূমিকা থেকে দেখতে পারে তাহলেই সে নিজের জীবনের দুঃখ ভুলে যায়। তোমার সঙ্গে যে এভাবে আমি তা শুনে, আমি জানি, তুমি অবাক হচ্ছ। কেমন করে আমি হঠাৎ বড় হয়ে উঠলাম তা তুমি জান না। তুমি যখন আমায় চিনতে তখন আমি ছিলাম স্কুলের ছাত্র। এখন আমি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। কিন্তু তার জন্যে আমাকে তুমি কম পছন্দ করতে পারবে না। আমি এখন অন্য জগতের ; আমার ভাবনা নতুন, চিন্তা নতুন, আদর্শ নতুন। এক কথায় খোল-নলচে আমার পালটিয়ে গিয়েছে। পরিবর্তন আমার যে হয়েছে সেটা ঠিকই ; কিন্তু তুমি সব সময়েই আমার বন্ধু থাকবে—ঠিক আগের মতনই। অবশ্য হ্যারিকে আমার খুবই ভাল লাগে ; কিন্তু বন্ধু হিসাবে হ্যারির চেয়ে তুমি অনেক উঁচু স্তরের। শক্তির দিক থেকে তার মত সবল তুমি নও, জীবনটাকে বেশী ভয় কর তুমি ; কিন্তু তুমি তার চেয়েও উঁচু মানের। আমরা দুজনে কী সুখেই না ছিলাম। বেসিল, আমাকে তুমি পরিত্যাগ করো না ; আমার সঙ্গে ঝগড়া করো না তুমি। এখন আমাকে যা তুমি দেখছ, আমি তা-ই। এ ছাড়া আর কিছু আমার বলার নেই।

চিত্রকরকে অদ্ভুতভাবে বিচলিত হতে দেখা গেল। ছেলেটিকে তিনি বড় ভালবাসতেন ; এবং তাঁর চিত্রকরের জীবনে ওই ছেলেটিই বিরাট একটি সাফল্য এনে দিয়েছে। তাকে বেশী তিরস্কার করতে কেমন যেন কষ্ট হল তাঁর। তাছাড়া, জীবনের ওপরে তার যে বিরাট নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে সেটা নিঃসন্দেহে সাময়িক ; কিছুক্ষণের ভেতরেই তার এই মনোভাব নষ্ট হয়ে যাবে। তার মধ্যে অনেক ভাল জিনিস রয়েছে, এমন অনেক কিছু রয়েছে যাদের মহত্বের পর্যায়ে ফেলা যায়।

শেষ পর্যন্ত একটা বিষণ্ণ হাসি হেসে তিনি বললেন : ঠিক আছে, ডোরিয়েন, আজকের পর এই ভয়াবহ ঘটনা নিয়ে আর কোনদিনই আমি তোমার সঙ্গে

আলোচনা করব না। আশা করি, এর মধ্যে তোমাকে কেউ জড়াবে না। আজ বিকেলেই হত্যার তদন্ত সুরু হবে। তারা কি তোমাকে সাক্ষী দেওয়ার জন্য ডেকেছে?

মাথা নাড়লেন ডোরিয়েন; 'তদন্ত' কথাটা শুনে তাঁর মুখের ওপরে বিরক্তির রেখা ফুটে বেরোল; সেই রেখার মধ্যে ফুটে উঠলো একটা রুক্ষ ভাব, একটা অশ্লীল অনুভাব। তিনি শুধু বললেন: তারা আমার নাম জানে না।

কিন্তু মেয়েটি নিশ্চয় জানত?

শুধু আমার খৃশ্চান নামটাই সে জানত। আমি নিশ্চিৎ যে সে কথাটা ও সে কাউকে বলে নি, সে একবার আমাকে বলেছিল আমার আসল পরিচয় জানার জন্যে ওখানে অনেকেই বিশেষ কৌতূহলী ছিল। সে তাদের সবাইকেই বলেছিল আমার নাম "প্রিন্স চার্মিং", ভালই করেছিল। বেসিল, সাইবিলের একটা ছবি এঁকে দিয়ো আমাকে। কয়েকটি চুম্বন, করুণ কয়েকটি ভাঙা-ভাঙা কথার স্মৃতি ছাড়া তার আরও কিছু আমি সঞ্চয়ের ঘরে জমা করে রাখতে চাই।

তুমি চাইলে কিছু করার চেষ্টা করব, ডোরিয়েন। কিন্তু তুমি এসে আবার আমার কাছে বস। তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।

হঠাৎ চমকে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে ডোরিয়েন চিৎকার করে বললেন: না; আর আমি তোমার মডেল হ'তে পারব না—না, না; অসম্ভব।

চিত্রকর তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন: কী পাগলের মত কথা বলছ! তুমি কি বলতে চাও তোমার জন্যে আমি যা করেছি তা তোমার ভাল লাগে নি? দেখতে পাচ্ছি, ছবিটার সামনে তুমি একটা পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছ। দেখতে দাও আমাকে। আজ পর্যন্ত আমি যা এঁকেছি এটি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ডোরিয়েন, পর্দাটাকে সরিয়ে দাও। আমার ছবিকে এইভাবে ঢেকে রাখাটা তোমার চাকরদের খুব অন্যায় হয়েছে। ভেতরে ঢোকার সময় তোমার ঘরের চেহারাটাও যেন কেমন-কেমন লাগছে।

ওর সঙ্গে আমার চাকর-বাকরদের কোন সম্পর্ক নেই, বেসিল। ভেব না, আমার ঘর কী ভাবে সাজানো হবে সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমি কোন পরামর্শ করি না। এক কিছু ফুল সাজিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছুতে হাত দেয় না তারা। না; ছবিটাকে আমিই ঢেকে রেখেছি। ছবিটার ওপরে বেশী আলো পড়ছিল।

বেশী আলো! নিশ্চয় নয়। এই জায়গাটাই ছবিটা রাখার সবচেয়ে ভাল জায়গা। দেখি ছবিটা।

এই বলে হলওয়ার্ড ঘরের সেই বিশেষ কোণটির দিকে এগিয়ে গেলেন।

একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ ডোরিয়েনের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। তিনি দৌড়ে ছবি আর চিত্রকরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বিবর্ণ মুখে তিনি বললেন: বেসিল, ছবিটাকে তুমি দেখো না। আমি চাইনে তুমি দেখ।

হলওয়ার্ড হাসতে-হাসতে বললেন: বল কী হে! আমার নিজের আঁকা ছবি আমি দেখব না? তুমি সিরিয়াস নও, কেন দেখব না?

আমার দিব্যি, যদি তুমি ছবিটা দেখ তাহলে জীবনে আর আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না। এদিক থেকে আমি তোমাকে খাঁটি কথাই বলছি। এর কোন কৈফিয়ৎ তোমাকে আমি দেব না; তুমিও তা চেয়ো না। কিন্তু মনে রেখ, পর্দাটা একবার ছুঁয়েছ কি আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।

বজ্রাহতের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন হলওয়ার্ড। অবাক বিস্ময়ে ডোরিয়েনের দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। ডোরিয়েনের এই রকম মানসিক অবস্থার সঙ্গে তাঁর আগে কোনদিন পরিচয় ছিল না। ডোরিয়েন সত্যি-সত্যিই রাগে টগবগ করে ফুটছিলেন। তাঁর হাত দুটি ছিল মুষ্টিবদ্ধ; দুটো চোখ আগুনে-গোলার মত বনবন করে ঘুরছিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক কাঁপছিলেন তিনি।

ডোরিয়েন!

কোন কথা নয়।

কিন্তু ব্যাপারটা কী বলত?

পিছু ঘুরে জানালার দিকে ফিরে যেতে-যেতে বেশ বিরক্তির সঙ্গেই তিনি বললেন: অবশ্য তোমার আপত্তি থাকলে আমি ছবিটা দেখব না। কিন্তু আমার নিজের হাতে আঁকা ছবিটা আমি দেখতে পাব না—ব্যাপারটা নেহাত-ই হাস্যকর, বিশেষ করে এই শরৎ কালে প্যারিসের চিত্র প্রদর্শনীতে ছবিটা যখন আমি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। পাঠানোর আগে সম্ভবত ছবিটার ওপরে আর এক পোঁচ রঙ বুলাতে হবে। সেইজন্যেই ছবিটা একবার আমার দেখা দরকার। আজকে দেখার আপত্তিটা কী?

এই ছবিটাকে তুমি প্রদর্শনীতে পাঠাবে!

চিৎকার করে উঠলেন ডোরিয়েন। একটা অদ্ভুত ভীতির ছায়া তাঁর সারা শরীরের ওপরে গুঁড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। তাঁর জীবনের গোপন

রহস্যটি সকলের কাছে দেখানো হবে? সারা বিশ্ব সেই রহস্যের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে? না না; সে অসম্ভব। ঠিক কী তাঁর করা উচিৎ তা তিনি বুঝতে পারলেন না বটে; কিন্তু এটা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হল না যে একটা কিছু তাঁর করা দরকার, এবং এখনই।

হ্যাঁ। আমার ধারণা তাতে তোমার কোন আপত্তি হবে না। রু্য ত্ম সিজের বিশেষ প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্যে জর্জ পেটিণ্ট আমার শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিকে সংগ্রহ করছেন। প্রদর্শনীটা সুরু হচ্ছে অকটোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে। মাত্র একমাসের জন্যে ছবিটা আমি নিয়ে যাব। আমার ধারণা, এই কটা দিন ছবিটা তুমি ছেড়ে দিতে পারবে। তা ছাড়া, তুমিও তো শহরের বাইরে যাচ্ছ। ছবিটাকে যদি সব সময় তুমি পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখ তাহলে ওর উপরে যত্ন নেওয়াও তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কপালের ওপরে হাত বুলোলেন ডোরিয়েন। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে সেখানে। তাঁর মনে হল একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির একেবারে শেষ ধাপে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

তিনি বেশ জোর গলাতেই বললেন: ছবিটা তুমি কোনদিনই প্রদর্শনীতে পাঠাবে না এই রকম একটা কথা মাসখানেক আগে আমাকে তুমি বলেছিলে। তোমার মত পরিবর্তন করলে কেন? তোমাদের মত যারা নিজদের এক কথার মানুষ বলে মনে করে তাদের সঙ্গে অন্য লোকদের কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে এই যে তোমাদের উচ্ছ্বাস অর্থহীন। তুমি যে আমাকে বলেছিলে যে পৃথিবীর কোন কিছুর লোভেই তুমি ছবিটি প্রদর্শনীতে পাঠাবে না সেকথাটা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাও নি। হ্যারিকেও তুমি ঠিক ওই কথাই বলেছিলে।

এই বলেই হঠাৎ তিনি চুপ করে গেলেন। হঠাৎ তাঁর একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিছুটা সিরিয়াস আর কিছুটা উপহাসের ভঙ্গিতে লর্ড হেনরী একবার তাঁকে বলেছিলেন: যদি মিনিট পনের সময় পাও তো বেসিলকে বলতে বলো কেন সে ছবিটি প্রদর্শনীতে পাঠাবে না। সে আমাকে বলেছিল সে পাঠাবে না। কথাটা শুনে অবাক লেগেছিল আমার। হ্যাঁ, তাই। বেসিলেরও তাহলে কোন গোপন রহস্য রয়েছে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, জানার চেষ্টা করবেন কারণটা।

তাঁর কাছে এগিয়ে এসে এবং সোজাসুজি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে

ডোরিয়েন বললেন : বেসিল, আমাদের দুজনেরই একটা গোপন রহস্য রয়েছে। তুমি যদি তোমার কথা আমাকে বল, আমার কথা আমি তোমাকে বলব। কেন তুমি আমার ছবিটা প্রদর্শনীতে পাঠাতে চাও নি তখন ?

নিজের অজান্তে চিত্রকর একটু কেঁপে উঠলেন ; বললেন : ডোরিয়েন, সে কথা বললে তুমি হয়ত আগের মত আর আমাকে পছন্দ করবে না ; চাই কি উপহাস-ও করতে পার। ও দুটির একটাও যদি তুমি কর আমি তা সহ্য করতে পারব না। তুমি যদি ওই ছবিটি আর কোনদিনই আমাকে দেখাতে না চাও তাতে-ও আমি খুশি। আমি চাই তুমিই ওটিকে সব সময় দেখ। তুমি যদি মনে কর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবিটিকে তুমি লুকিয়ে রাখবে তাতেও আমি সন্তুষ্ট। যশ বা খ্যাতি—দুটোর কোনটাকেই আমি তোমার বন্ধুত্বের ওপরে স্থান দিই নে।

ডোরিয়েন গ্রে ছাড়লেন না ; বললেন : না বেসিল ; তোমাকে বলতেই হবে। মনে হয় সেকথা জানার অধিকার আমার রয়েছে।

তাঁর আতঙ্ক সরে গেল ; তার জায়গা দখল করল একটা কৌতূহল। বেসিল হলওয়ার্ডের রহস্যটা কী তা জানার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন।

হলওয়ার্ডের চোখ মুখের চেহারা দেখে মনে হল তিনি বেশ একটা অসুবিধায় পড়েছেন।

ডোরিয়েন, এস আমরা বসি। আমি তোমাকে একটি মাত্র প্রশ্ন করব। তার উত্তর দাও। ছবির ভেতরে কোন অদ্ভুত জিনিস কি তুমি লক্ষ্য করেছ ? এমন একটা জিনিস যা প্রথমে তোমার নজরে পড়ে নি ; কিন্তু হঠাৎ একদিন ধরা পড়েছে তোমার কাছে ?

কম্পিত হাতে চেয়ারের একটা হাতল জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলেন তিনি : বেসিল।

চমকে উঠে ভয়-বিহ্বল চোখে তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বুঝতে পারছি তোমার চোখে তা ধরা পড়েছে। চুপ কর। এ-বিষয়ে আমি যা বলতে চাই তা তুমি মন দিয়ে শোন, ডোরিয়েন, তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পর থেকেই, তুমি অদ্ভুতভাবে আমাকে প্রভাবান্বিত করেছিলে। আমার আত্মা, মস্তিষ্ক, আর শক্তি সকলের ওপরেই প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলে তুমি। অনবদ্য স্বপ্নের মত অদৃশ্য আদর্শের যে স্মৃতিটি আমাদের মত আর্টিস্টদের অস্থির করে তোলে তুমি আমার কাছে ছিলে তার একটি মূর্ত প্রতীক।

আমি তোমাকে পূজা করতাম। তুমি কারও সঙ্গে কথা বললে আমি তাকে করতাম হিংসা। আমি তোমার সমস্ত সত্তাকে নিজের মধ্যে পেতে চেয়েছিলাম। তুমি যখন আমার কাছে বসে থাকতে কেবলমাত্র তখনই আমি সুখী হতাম। তুমি যখন চলে যেতে আমার শিল্পের মধ্যে তখন-ও তোমার উপস্থিতির স্পর্শ পেতাম। অবশ্য এ-ব্যাপারটা তোমাকে কখনও আমি জানতে দিই নি। জানতে দেওয়াটা সম্ভব ছিল না। তুমি তা বুঝতে পারতে না। আমি নিজেও কি তা পেরেছিলাম? আমি কেবল বুঝতে পেরেছিলাম, একটি নিখুঁং বাস্তব সৌন্দর্যের মুখোমুখী আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং পৃথিবীটা আমার চোখে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। সম্ভবত এটাও আমি জানতাম যে এই যুক্তিহীন পূজায় বিপদ লুকিয়ে রয়েছে—সেই বিপদটা হচ্ছে হারানোর, ঠিক যেমন বিপদ রয়েছে সেটিকে নিজস্ব করে ধরে রাখার মধ্যে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল; তোমার মধ্যে নিজেকে আমি হারিয়ে ফেললাম; বিশ্বের সমস্ত রোমান্টিক নায়কের বেশে তোমাকে আমি কল্পনা করে সাজিয়ে দিলাম। সমস্ত আর্টের-ই শেষ কথা তা-ই; অবচেতন মনের সমস্ত সৌন্দর্য আর রসবোধকে রঙ তুলি দিয়ে ক্যানভাসের ওপরে ধরে রাখা। একদিন এল, যে দিনটি আমার মতে বিপজ্জনক, আমি তোমার ছবি আঁকতে মনস্থ করলাম—প্রাচীন মৃত যুগের রঙে নয়, তোমার আসল রঙে। তুমি যা সেই ভাবে। এটাই শিল্পকলার বাস্তব রীতি, না, তোমার অপরূপ ব্যক্তিত্বের কোন প্রভাব আমাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা আমি জানি নে। কিন্তু এটা আমি জানি যে তোমার প্রতিকৃতি আঁকার সময় প্রতিটি রঙ আর তুলির আঁচড় আমার মনের গোপন রহস্যটি আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়েছিল। পাছে অন্য লোকে আমার এই মূর্তিপূজার কথা জানতে পারে এই ভয়ে শঙ্কিত ছিলাম আমি। ডোরিয়েন, আমার মনে হয়েছিল প্রতিকৃতিটির মধ্যে আমার নিজস্ব সত্তার অনেকখানি আমি ঢেলে দিয়েছিলেম। তখনই আমি ঠিক করে ফেলেছিলেম এ-ছবি কোনদিনই আমি কোন প্রদর্শনীতে পাঠাবো না। তুমি কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলে; কিন্তু ছবিটা আমার কাছে কী জিনিস তা তুমি তখন জানতে না। হ্যারিকে বলেছিলেম। সে আমাকে উপহাস করেছিল। সেই উপহাসে আমি কিছু মনে করি নি। ছবিটি শেষ হওয়ার পরে যখন আমি একা সেটির কাছে বসে থাকতাম তখন আমার মনে হোত আমি ঠিকই করেছি। ছবিটি আমার স্টুডিয়ো থেকে চলে যাওয়ার কয়েক দিন পরে আমার

অসম্ভব।

আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমার চিত্রকরের জীবনটা তুমি নষ্ট করে দিলে, ডোরিয়েন। কোন মানুষের জীবনে দু'বার আদর্শ আসে না; একবারই খুব কম মানুষই তার আদর্শের সংবাদ পায়।

কারণটা তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, বেসিল। কিন্তু তোমার ছবির মডেল হ'তে আর আমি পারব না। ছবিটার মধ্যে বিপজ্জনক কিছু রয়েছে। মনে হচ্ছে ছবিটা জীবন্ত। চল, তোমার সঙ্গে চা খাই গে। এ আলোচনা মধুরেন সমাপয়েৎ করা যাক।

হলওয়ার্ড বললেন: তোমার দিক থেকে মধুরেন হ'তে পারে। এখন চলি। ছবিটা যে আর তুমি আমাকে দেখতে দেবে না এই কথা শুনে দুঃখই পেয়েছি। কিন্তু উপায় নেই। ছবিটার সম্বন্ধে তোমার মনোভাব কী তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন হলওয়ার্ড। মনে-মনে হাসলেন ডোরিয়েন গ্রে। হতভাগ্য বেসিল। ছবিটা দেখতে না দেওয়ার আসল কারণটা তিনি জানতেই পারলেন না। আর কী আশ্চর্যের কথা, তাঁর নিজের রহস্য ফাঁস না ক'রে কী অদ্ভুত উপায়েই না তিনি বেসিলের মনের গোপন কথাটি বার করে নিলেন; চিত্রকরের হাস্যোদ্দীপক হিংসা, তাঁর উদ্দাম ভক্তি, অনাবশ্যক স্তুতি,—বেসিলের মনের অনেক অবচেতন মনের রহস্যই তিনি জানতে পারলেন। বেসিলের জন্যে দুঃখ হল তাঁর। রোমান্সের রঙে রঙিন বন্ধুত্বের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিষাদের সুর লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হল তাঁর।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'বেল' টিপলেন তিনি। যেমন করেই হোক প্রতিকৃতিটাকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আর কেউ এটিকে দেখতে পারে এ-ঝুঁকি আর তিনি নিতে চাইলেন না। যে ঘরে তাঁর বন্ধুরা আসা-যাওয়া করেন সেই ঘরে ছবিটাকে এক ঘণ্টার জন্যেও রাখাটা তাঁর পাগলামি হয়েছে।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

চাকরটি ঘরে এসে ঢুকতেই একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোকটা কি পর্দার পেছনে আড়ি পেতে শুনছিল এতক্ষণ। লোকটির মুখের ওপরে কোন রকম ভাবান্তর দেখা গেল না। সে নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আরশীর দিকে এগিয়ে গেলেন ডোরিয়েন। তাকিয়ে দেখলেন। ভিকটরের মুখটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল আরশীর ওপরে। চাকরের মুখের মতনই সে-মুখ নিবাত-নিষ্কম্প। ভয় করার মত কিছু নেই সেখানে। তবু তাঁর মনে হল সাবধানে থাকাই ভাল।

ধীরে-ধীরে কথা বললেন ডোরিয়েন: রাঁধুনীকে পাঠিয়ে দাও, তারপরে তুমি ছবির যারা ফ্রেম তৈরি করে সেই দোকানে দুজন মিস্ত্রীকে এখনই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বল।

তাঁর মনে হল, লোকটি চলে যাওয়ার সময় পর্দার দিকে একবার তাকিয়ে গেল। অথবা এটা তাঁর মতিভ্রম?

কিছুক্ষণ পরে কালো পোশাক পরে মিসেস লিফ লাইব্রেরীতে হাজির হল, স্কুলঘরের চাবিকাঠিটা তিনি চাইলেন।

মিসেস লিফ বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করল: পুরানো স্কুল ঘরের চাবি চাইছেন, মিঃ ডোরিয়েন? ঘর তো একেবারে ধুলোয় বোঝাই হয়ে রয়েছে। আপনি ঢোকার আগে ঝেড়ে-মুছে ঘরটাকে চলনসই করতে হবে। ওঘরে এখনই আপনি ঢুকতে পারবেন না স্যার; না, না, নিশ্চয় না।

ঘর ঝাড়-পোঁচ করতে আমি চাইনে, লিফ, আমি যা চাই সেটা হচ্ছে চাবিকাঠি।

কিন্তু স্যার, ঘরের মধ্যে মাকড়শার জাল গিজ গিজ করছে। ঢুকলেই আপনার গোটা গা ভর্তি হয়ে যাবে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে ঘরটা খোলা হয় নি, সেই যেদিন হিস লর্ডশীপ দেহত্যাগ করেছেন।

দাদামশায়ের কথা উঠতেই তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। দাদামশায়ের সম্বন্ধে তাঁর যে স্মৃতিটা রয়েছে তার মধ্যে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই। তিনি বললেন: তাতে কিছু যাবে না। জায়গাটা আমি কেবল দেখতে চাই। চাবিটা আমাকে দাও।

কাঁপা হাতে চাবির বাণ্ডিল ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা চাবি বার করে বৃদ্ধা লিফ বলল: এই যে গোছা থেকে এখনই এটা আমি বার করে দিচ্ছি। কিন্তু ওখানে আপনি থাকবেন ঠিক করেন নি তো? এঘরে তো আপনি ভালই রয়েছেন।

না, না, রাত্রিবাস করার কোন পরিকল্পনা আমার নেই। ধন্যবাদ, এবার তুমি এস।

কিন্তু তখনই সে চলে গেল না; দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে কিছুটা বক-বক করল। তিনি মনে-মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: বেশ তো; তোমার মনে যেটা ভাল মনে হবে সেইভাবেই সংসার চালাও।

মিসেস লিফ চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। চাবিকাঠিটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন ডোরিয়েন; ঘরের ভেতরে চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখলেন। দেখতে-দেখতে লাল সাটিনের বিরাট একটা চাদর তাঁর চোখ এসে পড়ল, চারপাশটা তাঁর সোনালি বুটির কাজ, সপ্তদশ শতাব্দীর ভেনিসিয় কারুকলার একটি অপূর্ব নিদর্শন। বোলোগনার কনভেনট থেকে তাঁর দাদামশায় সেটি সংগ্রহ করেছিলেন। হ্যাঁ; সেই ভয়ানক বস্তুটাকে ওই চাদর দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঢাকা দেওয়া যাবে। ওটা দিয়ে প্রায় মৃতদেহগুলিকে ঢাকা দেওয়া হোত। এখন ওটা দিয়ে এমন একটা জিনিসকে চাপা দেওয়া হবে যেটা আপনা থেকেই বিকৃত হয়ে ওঠে; মৃতদেহের বিকৃতির চেয়েও যার বিকৃতি অনেক বেশী ভয়ঙ্কর—যে নিজে না মরেও চারপাশে মৃত্যুর বিভীষিকা ছড়িয়ে দেয়। মৃতদেহের ওপরে পোকারা যে বিকৃতি ঘটায়, তাঁর পাপ ক্যানভাসের ছবিটির ওপরেও সেই রকম বিকৃতি ঘটাবে। তাঁর পাপগুলি ছবিটির সৌন্দর্য নষ্ট করবে, ধ্বংস করে দেবে তার লাবণ্য। একেবারে কদর্য হয়ে যাবে জিনিসটা. তবু তার মৃত্যু হবে না; তবু সে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

ভাবতে-ভাবতে তিনি শিউরে উঠলেন। প্রতিকৃতিটাকে ঢেকে রাখার আসল কারণটা তিনি যে বেসিলকে বলেন নি সে-জন্যে অনুশোচনা হল তাঁর। লর্ড হেনরীর প্রভাব অথবা, তাঁর নিজের প্রবৃত্তি থেকে যে সব পঙ্কিল চিন্তাগুলি বেরিয়ে তাঁকে পাপের পথে টেনে নিয়ে যেতে চায় সেগুলির প্রভাব থেকে বেসিল হয়ত তাঁকে বাঁচাতে পারতেন। তাঁর ভালবাসার মধ্যে এমন কিছু নেই যা মহৎ নয়, মননশীলতা যার মধ্যে নেই। কারণ, কোন খাদ নেই বেসিলের ভালবাসার ভেতরে। এই ভালবাসা দেহজ নয়। প্রবৃত্তিগুলি ক্লান্ত হয়ে উঠলে

দেহজ ভালবাসা নষ্ট হয়ে যায়। মাইকেল এঞ্জেলো, মনতেন উইনকিলম্যান, এবং শেকসপীয়র—এঁরা সবাই সেই আসল ভালবাসারই পূজারী। হ্যাঁ, বেসিলই তাঁকে বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছে। এখন আর সে-সময় নেই। অতীতকে সব সময় বিনষ্ট করা যায়। অনুশোচনা, আত্মাহুতি আর বিস্মৃতির মধ্যেই কবরস্থ করা যায় অতীতকে। কিন্তু ভবিষ্যতকে এড়ানো যায় না। তাঁর কামনা আর ভোগের উচ্ছ্বাসই তাঁর সামনে বিপদের নতুন পথ খুলে দেবে, আজ যে বিপদ অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে একদিন তাই রূপায়িত হবে ভয়ঙ্কর বাস্তব সত্যে।

সোফার ওপর থেকে তিনি সোনালি কারুকার্য করা বিরাট চাদরটিকে হাতে করে তুলে নিলেন; তারপরে সেটি নিয়ে পর্দার পেছনে চলে গেলেন। ক্যানভাসের ওপরে যে মুখটি আঁকা রয়েছে, আগের সেটি কি আরও কুৎসিৎ রূপ ধারণ করেছে? দেখে তো মনে হল কোন রকম পরিবর্তন দেখা দেয় নি; কিন্তু ছবিটির ওপরে তাঁর ঘৃণার মাত্রাটা যেন আরও বেড়ে গেল। সোনালি চুল, নীল চোখ, গোলাপ-রাঙা দুটি ঠোঁট—সবই সেই আগের মতই রয়েছে। নেই যা তা হচ্ছে মুখের ভাবটা। একটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার ছাপ মুখের ওপরে পড়েছে। সাইবিল ভেনকে নিয়ে বেসিল তাঁকে যে তিরস্কার করেছেন তার তুলনায় এই মুখের তিরস্কার কত বেশী, কত তীব্র। এই ছবির ভেতর থেকে তাঁর নিজের আত্মাই যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলছে—এই অন্যায়ের বিচার চাই। একটা যন্ত্রণায় তিনি আর্তনাদ করে চাদরটা ছবির ওপরে ছুঁড়ে দিলেন। ঠিক এমনি সময়ে দরজায় টোকা পড়ল। তিনি বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঘরে চাকরটি ঢুকে এসে বলল: জন কয়েক লোক এসেছেন মঁসিয়ে।

তাঁর মনে হল চাকরটিকে এখনই কোথাও সরিয়ে দিতে হবে। ছবিটা কোথায় রাখা হবে সে-সংবাদ তাকে জানতে দেওয়া হবে না। এই উদ্দেশ্যে একটু চালাকি খেলতে হল তাঁকে। লেখার টেবিলে ধীরে সুস্থে বসে তিনি একখানা পত্র লেখার কাগজ টেনে নিলেন; লর্ড হেনরীকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটি লাইন খস-খস করে লিখেও ফেললেন; সেই চিঠিতে পড়ার জন্যে কিছু বই তাঁকে পাঠাতে বললেন, সেই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন সেদিন রাত আটটা পনেরর সময় তাঁদের বিশেষ একটি জায়গায় মিলিত হওয়ার কথা রয়েছে।

চিঠিটা চাকরের হাতে দিয়ে তিনি বললেন: এটা তুমি লর্ড হেনরীর কাছে

নিয়ে যাও। তাঁর উত্তরটা নিয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করো। ভদ্রলোকদের আসতে বলে যাও।

দু'তিন মিনিটের মধ্যে আর একটা টোকা পড়ল। হাজির হলেন সাউথ অডলি স্ট্রীটের মিঃ হুবার্ড স্বয়ং। পেশার দিক থেকে বেশ নামকরা ফটো ফ্রেম বাঁধাইকারী। তিনি একলা আসেন নি; সঙ্গে এনেছেন রুক্ষ চেহারার একটি যুবক সহকারীকে। চেহারার দিকে ভদ্রলোক বেঁটে; গোঁফ জোড়াটি লাল; পোশাক বেশ জাঁকালো আর্টের ওপরে। তাঁর যে শ্রদ্ধা তার উৎস হচ্ছে যে সব আর্টিস্টের সঙ্গে তাঁর লেনদেনের ব্যাপার ছিল তাঁদের অনেকেরই চরম দারিদ্র্য। নীতিগতভাবে কোনদিনই তিনি দোকান ছেড়ে বেরোতেন না। খরিদ্দার বা অন্য লোকদের জন্যে তিনি দোকানেই অপেক্ষা করতেন। কিন্তু ডোরিয়েন গ্রে-র ব্যাপারে সব সময়েই তিনি এই নিয়ম ভেঙে চলতেন। ডোরিয়েন গ্রে-র মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যা মানুষকে মুগ্ধ না করে পারত না। তাঁকে চোখে দেখেও আনন্দ পেত মানুষ।

তাঁর স্থূল হাত দুটিকে কচলিয়ে তিনি বললেন: আপনার জন্যে কী করতে পারি মিঃ গ্রে? ভেবেছিলেম আপনার এখানে আমি একাই আসব। আমার দোকানে অদ্ভুত সুন্দর একটা ছবির ফ্রেম রয়েছে, স্যার। এটাকে একটা সেল-এ কিনেছি আমি। মনে হয়, ফ্লরেন্স থেকে আমদানি হয়েছে। ধর্ম সংক্রান্ত কোন কিছু ছবির পক্ষে এই ফ্রেম খুব জুৎসই, স্যার।

মিঃ হুবার্ড, আপনি যে কষ্ট করে নিজেই এসেছেন তার জন্যে আমি দুঃখিত। যদিও ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন আর্ট নিয়ে বর্তমানে আমি মাথা ঘামাই নে তবু আপনার দোকানে একদিন গিয়ে নিশ্চয় আমি ফ্রেমটি দেখে আসব,—কিন্তু আজকে আমার একটি ছবিকে বাড়ীর ওপরতলায় নিয়ে যেতে হবে। ছবিটা বেশ ভারি; আপনি যদি জন দুই লোক পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে খুব ভাল হয়।

তাতে আর অসুবিধে কী রয়েছে, মিঃ গ্রে? আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারলে আমি খুশিই হব। কোন্ ছবিটার কথা বলছেন, স্যার?

পর্দাটাকে সরিয়ে ডোরিয়েন বললেন: এইটা। চাপান্ শুদ্ধ, ঠিক যেমনটি রয়েছে, এটাকে নিয়ে যেতে পারবেন? ওপরে নিয়ে যাওয়ার সময় এর গায়ে কোথাও কোন ঠোক্কর লাগুক তা আমি চাইনে।

কোন অসুবিধে হবে না স্যার।

এই বলে সেই লোকটি তাঁর সহকারীকে নিয়ে যে পেতলের শেকল দিয়ে

ছবিটি টাঙানো ছিল তার পেরেকটা খুলতে লাগলেন।

এখন কোথায় এটিকে নিয়ে যাব, মিঃ গ্রে?

আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন। জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, মিঃ হুবার্ড। তার চেয়ে আপনিই বরং আগে-আগে চলুন। যেতে হবে বাড়ীর একেবারে ওপরতলায়। চলুন আমরা সামনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাই। সিঁড়িটা বেশ চওড়া।

তাঁদের যাতে বেরিয়ে যেতে অসুবিধে না হয় সেইজন্যে দরজাটা তিনি ফাঁক করে দিলেন। হলঘরের মধ্যে ঢুকে তাঁরা সিঁড়িতে উঠতে লাগলেন। বিশেষ এবং বিশদ খুঁটিনাটির দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে ছবিটা বেশ ভারি হয়ে পড়েছিল পাছে সেটা ঠোক্কর লেগে ভেঙে যায় এই ভয়ে মাঝে-মাঝে ডোরিয়েন ছবিটাকে ধরছিলেন। কিন্তু মিঃ হুবার্ড বিনয়-নম্রভাবে নিষেধ করছিলেন তাঁকে; তার বোধ হয় কারণটা এই যে সত্যিকার ব্যবসাদারের মত তিনি চাইতেন না কোন ভদ্রলোক কোন প্রয়োজনীয় কাজ করুক।

সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে সেই ক্ষুদে লোকটি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন: সত্যিকার ভারি, স্যার।

এই বলে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি।

ঘরের চাবি খুললেন ডোরিয়েন; এই ঘরেই তিনি তাঁর জীবনের একটি অদ্ভুত গোপন রহস্যকে লুকিয়ে রাখতে এসেছেন। সেই সঙ্গে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখবেন নিজের আত্মাটিকেও। দরজাটা খুলে দিয়ে তিনি বললেন: হ্যাঁ, তা বেশ ভারিই বটে।

এই ঘরে জীবনে তিনি বার বছরের মধ্যে ঢোকেন নি। শৈশবে এই ঘরে তিনি খেলতেন; কিছুটা বড় হওয়ার পরে এখানে তিনি পড়াশুনা করতেন। ঘরটি বিরাট এবং উপযুক্ত মাপের। বাচ্চা নাতির জন্যেই মৃত লর্ড কেলসো ঘরটিকে তৈরি করিয়েছিলেন। ছেলেটির মধ্যে তার মায়ের চেহারার ছাপ থাকায়, এবং অন্যান্য কারণে, ছেলেটিকে সব সময় তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। বিশেষ করে- সেইজন্যেই ছেলেটিকে তিনি তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। ডোরিয়েনের মনে হল ঘরটির কিছুই পরিবর্তন হয় নি। তার গঠন, আসবাবপত্র—সব একই রকম রয়েছে। সাটিনের তৈরি বুককেসের মধ্যে এখনও তাঁর স্কুলের বইগুলি সাজানো রয়েছে। তার পেছনে দেওয়াল। সেই দেওয়ালের ওপরে অপরিচ্ছন্ন একটা পর্দা। পর্দার গায়ে একটি রাজা আর

রাণীর অস্পষ্ট ছবি ; বাগানে বসে তাঁরা দাবা খেলছেন। পাশের রাস্তা দিয়ে কয়েকটি ফিরিওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। তাদের কব্জির ওপরে শেকল বাঁধা কয়েকটা ঝুঁটি-ওয়ালা পাখি। সব মনে রয়েছে তাঁর—স্পষ্ট মনে রয়েছে। ঘরের চারপাশে তিনি তাকিয়ে দেখলেন। শৈশবের প্রতিটি নিঃসঙ্গ মুহূর্ত তাঁর মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল তাঁর শৈশবের নিষ্পাপ দিনগুলির কথা। সেই ঘরের মধ্যে এই ধরনের যে একটা বিষাক্ত ছবিকে লুকিয়ে রাখতে হবে এটা ভাবতেই তাঁর মনটা আঁতকে উঠলো। তাঁর কপালে এই লেখা রয়েছে—একথা কি কোনদিন তিনি ভাবতে পেরেছিলেন।

কিন্তু কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে কোন জিনিস লুকিয়ে রাখার মত এর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই। চাবিটা তাঁর কাছে রয়েছে। সেই জন্যে অন্য কেউ সেখানে ঢুকতে পারবে না। এই লাল চাদরের নিচে প্রয়োজন মনে করলে ছবির মুখটা তার খুশি মত পাশবিক মূর্তি গ্রহণ করতে পারে। তাতে কার কী যায় আসে? কেউ তা দেখতে আসবে না। নিজেও তিনি তা দেখবেন না। তাঁর আত্মার এই ভয়ঙ্কর বিকৃতি কেনই বা তিনি লক্ষ্য করবেন? তাঁর যৌবন বেঁচে থাকবে এইত যথেষ্ট। তাছাড়া, তাঁর চরিত্র কি শেষ পর্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে না? তাঁর ভবিষ্যৎটা'ও যে এই রকমেরই ক্লেদাক্ত থেকে যাবে এর পেছনেও তো কোন কারণ নেই। নতুন কোন প্রেম তাঁর ভেতরে দেখা দিতে পারে ; সেই প্রেম তাঁকে পবিত্র করে তুলবে এবং যে পাপ তাঁর দেহ আর মনকে এমনভাবে ঝাঁকানি দিয়েছে—সেই অদ্ভুত অদৃশ্য পাপ যাকে আমরা বুঝতে পারি নি বলেই মনোহর বলে মনে করি—সেই পাপ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারে। সেই রক্তিমাভ স্পর্শকাতর মুখ থেকে হয়ত একদিন সেই নির্মম চাহনিটি মুছে যাবে ; এবং বেসিল হলওয়ার্ডের জীবনে শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিটিকে তিনি বিশ্বকে দেখাতে পারবেন।

না ; সে অসম্ভব। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, ছবিটির ওপরে বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়বে। পাপের ভয়ঙ্কর বিকৃতি থেকে ও মুক্তি পেতে পারে ; কিন্তু বয়সের বিকৃতি থেকে ওর কোন মুক্তি নেই। গালদুটি চুপসে যাবে, হবে থলথলে ; হলদে রঙের ছায়া নেমে নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়বে নিষ্প্রভ দুটি চোখের কোটরে, বীভৎস দেখাবে তাদের। চুলগুলি হারিয়ে ফেলবে তাদের উজ্জ্বল বর্ণ, মুখের চোয়াল পড়বে ঝুলে, বৃদ্ধদের মুখের মত সেই মুখ বোকাটে-বোকাটে দেখাবে। কণ্ঠে জাগবে কুঞ্চন, ঠাণ্ডা হাত দুটির ওপরে নীল

শিরাগুলি জেগে উঠবে; দেহটা ভেঙ্গে কুঁজো হয়ে যাবে। শৈশবে যে দাদামশায় তাঁর চোখে অত কঠোর প্রকৃতির ছিলেন বৃদ্ধ বয়সে তিনিও ঠিক ওই জাতীয় প্রাণীতে পরিণত হয়েছিলেন। বেশ মনে রয়েছে তাঁর। সুতরাং ছবিটাকে লুকিয়ে ফেলতেই হবে। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই তাঁর।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বেশ ক্লান্ত স্বরেই তিনি বললেন: ওটাকে ভেতরে নিয়ে আসুন, মিঃ হুবার্ড, আপনাদের অনর্থক দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত, আমি অন কথা ভাবছিলাম।

মিঃ হুবার্ড পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছিলেন; তিনি বললেন: একটু বিশ্রাম পেয়ে ভালই হয়েছে, মিঃ গ্রে। এটাকে কোথায় রাখব বলুন তো?

যে-কোন জায়গায়। এখানে, এখানে-ও রাখা যেতে পারে। আমি এটাকে ঝুলিয়ে রাখতে চাই নে। দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখুন। ধন্যবাদ।

কিন্তু ছবিটা কী কেউ দেখতে চাইতে পারে স্যার!

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন মিঃ ডোরিয়েন; লোকটির দিকে চোখ রেখে বললেন: ওটা দেখতে আপনার ভাল লাগবে না।

যে ঢাকা পর্দাটা তাঁর জীবনের একটি গোপন রহস্যকে ঢেকে রেখেছে, লোকটি যদি সেই পর্দাটা একটু সরিয়ে ছবিটি দেখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে তাহলে তাঁকে আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়ার একটা বাসনা তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল।

আর আপনাকে কষ্ট দেব না। আপনি যে দয়া করে এসেছেন তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোটেই না, মোটেই না, মিঃ গ্রে। আপনার জন্যে সব সময়ে সব কাজ করতে আমরা প্রস্তুত।

এই বলে মিঃ হুবার্ড তাঁর সহকারীকে পেছনে নিয়ে নামার পথ ধরলেন। নামার পথে সহকারীটি তার সেই রুক্ষ আর বিশ্রী মুখ ঘুরিয়ে লজ্জা আর সেই সঙ্গে কিছুটা বিস্ময় মাখানো দৃষ্টি দিয়ে পেছন ফিরে ডোরিয়েনের দিকে একবার তাকালো। এমন অপরূপ চেহারার মানুষ আর কোন দিন তার চোখে পড়ে নি।

তাদের পদশব্দ নীচে মিলিয়ে যাওয়ার পরে, দরজায় চাবি দিয়ে চাবিকাঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন ডোরিয়েন। এখন অনেকটা নিরাপদ মনে হল তাঁর।

এই ভয়ঙ্কর জিনিসটা আর কারও চোখে পড়বে না। নিজের ছাড়া আর কারও চোখ তাঁর এই লজ্জার ওপরে পড়বে না।

লাইব্রেরীতে নেমে আসার পরে তিনি দেখলেন পাঁচটা বেজে গিয়েছে। টেবিলের ওপরে চা-এর সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে। প্রচুর পরিমাণে ঝিনুক দিয়ে গাঁথা সুগন্ধী কাঠের তৈরি ছোট্ট একটা টেবিলের ওপরে লর্ড হেনরীর একটা চিঠি চাপা রয়েছে। তাঁর অভিভাবকের পত্নী লেডী র‍্যাডলে টেবিলটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা গত শীতে কায়রোতে ছিলেন। লর্ড হেনরীর চিঠির পাশে হলদে কাগজে মোড়া একখানা বই রয়েছে। বইটির মলাট সামান্য ছেঁড়া, বাঁধাইটা নোংরা। চা-এর ট্রের ওপরে দি সেণ্ট জেমস গেজেটের তৃতীয় সংস্করণের একটি কপি চাপা দেওয়া। স্পষ্টতই বোঝা গেল যে ভিকটর ফিরে এসেছে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে দুজনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কিনা, এবং হলে, তাদের কাছ থেকে সে কোন তথ্য সংগ্রহ করেছে কি না এটাই তিনি ভাবতে লাগলেন। ঘরের মধ্যে চা-এর সংজ্ঞাম গুছিয়ে রাখার সময় সম্ভবত ছবিটিকে সে দেখতে পায়—সম্ভবত নয়, নিশ্চয়। পর্দাটাকেও সে ঠিক করে রাখে নি। ফলে দেওয়ালের সামনের জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। হয়ত কোন রাত্রিতে লোকটা গুঁড়ি দিয়ে ওপরে গিয়ে দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করবে। ঘরের ভেতরে গুপ্তচর রাখাটা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। তিনি এমন কিছু ধনী মানুষদের কথা শুনেছেন যাদের বাড়ীর চাকর চিরকাল তাঁদের ব্ল্যাকমেইল করেছে, কারণ তাদের কোন গোপন চিঠি তারা পড়ে ফেলেছিল; অথবা, মনিবের কিছু কথা তারা আড়ি পেতে শুনেছিল, অথবা ঠিকানা লেখা কোন কার্ড তাদের হাতে পড়েছিল, অথবা বালিশের তলায় পাক বাঁধা কোন চুলের ফিতে আবিষ্কার করে ফেলেছিল। এই জন্যে চাকরদের অনেক ঘুষ খাওয়াতে হয়েছে তাঁদের।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। তারপরে চা ঢেলে লর্ড হেনরীর চিঠিটা খুললেন। চিঠিতে কেবল লেখা ছিল যে সন্ধ্যার কাগজটা তিনি পাঠিয়ে দিলেন, সেই সঙ্গে পড়তে যদি ভাল লাগে এই আশায় একখানি বই-ও পাঠালেন। তিনি যে তাঁর জন্যে ক্লাবে আটটা পনেরতে অপেক্ষা করবেন সেকথা লিখতেও ভোলেন নি তিনি। খবরের কাগজের পাতাগুলি উদাসীনভাবেই উলটোচ্ছিলেন তিনি, হঠাৎ পঞ্চম পৃষ্ঠার একটি কলামে লাল পেনসিলের দাগ কাটা থাকায় তাঁর কৌতূহল কেমন বেড়ে গেল। তিনি সেটা পড়ে গেলেন।

"একটি অভিনেত্রীর মৃত্যুর সম্বন্ধে তদন্ত: হক্সটন রোডে বেল ট্র্যাভার্ন-এ ডিস্ট্রিক্ট করোনার মিঃ ডানবি আজ সকালে সাইবিল ভেন নাম্নী একটি যুবতী অভিনেত্রীর মৃত্যুর কারণ বার করার জন্যে অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। অভিনেত্রীটি হলবর্ন-এ রয়্যাল থিয়েটারে অভিনয় করতেন। নিছক একটা দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এই মতই তিনি দিয়েছেন। মৃতার মা যখন সাক্ষী দিতে এসেছিলেন তখন এই বিয়োগের জন্যে অনেকেই তাঁর দুঃখে সহানুভূতি দেখান। ডঃ বিরেল ময়না তদন্ত করেন। তাঁর সাক্ষী দেওয়ার সময়েও শ্রোতারা গভীর দুঃখে ভেঙে পড়েন।"

লেখাটা পড়ে ভ্রূকুটি করলেন তিনি, কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন, তারপরে জানালার বাইরে সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কী কুৎসিত! কী ভয়ঙ্কর রকমের কদর্য! সংবাদটা তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে লর্ড হেনরীর ওপরে তাঁর রাগ হল। তাছাড়া সংবাদটার চারপাশে লাল পেনসিল দিয়ে দাগ কেটে দেওয়াটাও নেহাৎ বোকামো হয়েছে। ভিকটর নিশ্চয় তা পড়েছে। ওটা পড়ে বোঝার চেয়ে অনেক বেশী ইংরেজি সে জানে।

সম্ভবত সে ওটি পড়েছে; এবং পড়ে কিছু সন্দেহ করতে সুরু করেছে। কিন্তু তাতেই বা কী আসে যায়? সাইবিল ভেনের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? না, কোন ভয় নেই। ডোরিয়েন গ্রে তাকে মারেন নি।

লর্ড হেনরী যে হলদে বইটা পাঠিয়েছেন সেই বইটার ওপরে নজর পড়ল তাঁর। বস্তুটা কী? তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন। ধূসর বর্ণের ছোট অষ্টভুজ দাঁড়ানো বই রাখার জায়গাটার দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন। দেখে সব সময় তাঁর মনে হোত ইজিপ্টের কোন শ্রমশীল মিস্ত্রী ওটিকে তৈরি করেছেন। গ্রন্থটিকে তুলে নিয়ে আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন তিনি, তারপরে পড়ায় গেলেন ডুবে। ওরকম অদ্ভুত বই জীবনে আর কখনও তিনি পড়েন নি। তাঁর মনে হল বাঁশীর মিষ্টি সুরের সঙ্গে তাল দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত পাপ নির্বাকভাবে নাচতে-নাচতে তাঁর সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে জিনিসগুলি তিনি কল্পনায় দেখতেন সেগুলি যেন হঠাৎ রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর সামনে উপস্থিত হল। যে জিনিসটা কোনদিন তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি সেই জিনিস ধীরে-ধীরে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল।

ওটি একটি উপন্যাস; কিন্তু প্লট বলে কিছু ওর নেই। চরিত্র বলতে একটিই

—সেটি হচ্ছে প্যারিসের একটি যুবকের। ওটিকে একটি মনস্তত্ত্বমূলক গ্রন্থ বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে। উনবিংশ শতাব্দীর এই যুবকটি একমাত্র তার নিজের যুগ ছাড়া অন্য সমস্ত যুগের ভাবধারা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ সেই সব কৃত্রিম আত্মত্যাগ যেগুলিকে মানুষ চিরকাল পুণ্য বলে ভুল করেছে, অথবা মানুষের সেই সব স্বাভাবিক বিদ্রোহ যাদের মানুষ অবিবেচকের মত পাপ বলে প্রচার করেছেন সেইগুলি আসলে কী তাই নিয়ে সে সারাজীবনটা গবেষণা করেছিল। ভাষাটি গুরুগম্ভীর, মুক্তোর ঝালরের মত তা প্রাচীন ব্যঞ্জনা আর আঙ্গিকে খোদাই করা। মাঝে-মাঝে বিশেষ অর্থে বিশেষ শব্দ প্রয়োগের চেষ্টা বেশ স্পষ্ট। সেই সঙ্গে রয়েছে বিশদ ব্যাখ্যা। জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকরা বিশেষ করে ফ্রান্সে যাঁদের সিম্বোলিস্ট বলা হয়, এই জাতীয় দুর্বোধ্য রচনার ভেতর দিয়েই স্বীকৃতি লাভ করেছেন। অতীন্দ্রিয় দর্শনের মধ্যে দিয়ে রক্তমাংসের প্রবৃত্তিগুলিকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে এখানে। পাঠক বুঝতে পারে না সে মধ্যযুগের কোন সাধুর আধ্যাত্মিক কোন বক্তৃতা পড়ছে, না আধুনিক কোন রুগ্ন পাপীর স্বীকারোক্তি পড়ছে। গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বিষাক্ত। ঘরের মধ্যে ধূপের ভারি গন্ধ বইটির পাতায় মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর চিন্তাধারাটিকে কিছুটা বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ভাষার ছন্দ আর বর্ণনার ঝঙ্কার তাঁর মনে এমন একটি সুর জাগিয়ে তুলেছিল যে তিনি সব ভুলে একটি পরিচ্ছেদের পর আর একটি পরিচ্ছেদ অবলীলাক্রমে পড়ে যেতে লাগলেন।

মেঘমুক্ত আকাশ থেকে ধীরে-ধীরে অন্ধকার নেমে এল, জানালার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করল ঘরের মধ্যে। সেই অস্পষ্ট আলোতে তিনি আরও কিছুক্ষণ পড়তে চেষ্টা করলেন, শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না। এর মধ্যে তার চাকরটি বারবার এসে দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে সচেতন করে দিয়ে গিয়েছে। শেষকালে এক সময় তিনি উঠে পড়লেন, এবং বইটি তাঁর শোওয়ার ঘরে রেখে ডিনারের জন্যে তৈরি হলেন।

ক্লাবে গিয়ে পৌঁছতে তাঁর প্রায় রাত নটা বেজে গেল। তিনি দেখলেন লর্ড হেনরী যথারীতি সেখানে বসে রয়েছে। মুখে তাঁর বেজারের চিহ্ন।

তিনি বললেন: দেরী হওয়ার জন্যে আমি সত্যিই বড় দুঃখিত, হেনরী। কিন্তু তুমি যে বইটা আমাকে পাঠিয়েছ সেটি পড়তে গিয়ে আমি কেমন যেন মশগুল হয়ে পড়েছিলাম। সময়ের জ্ঞান আমার ছিল না।

চেয়ার থেকে উঠে লর্ড হেনরী বললেন: আমি জানতাম, বইটি তোমার ভাল লাগবে।

ভাল লেগেছে সেকথা আমি বলি নি, হ্যারি; বলেছি আমাকে বইটি একেবারে অভিভূত করে তুলেছিল। দুটি কথার মধ্যে প্রভেদ রয়েছে।

দুজনে ডাইনিং রুমের দিকে যেতে-যেতে লর্ড হেনরী বললেন: তা-ই বুঝি! তুমি তাহলে তফাতটা বুঝতে পেরেছ?

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

তারপরে দীর্ঘ কয়েকটি বছর বইটির প্রভাব থেকে ডোরিয়েন গ্রে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি, নিজেকে মুক্ত করতে চান নি বললেই হয়ত কথাটা ঠিক বলা হবে। বইটির প্রথম সংস্করণের বড়-বড় প্রায় ন'টি কাগজের মোড়াই কপি তিনি প্যারিস থেকে আনালেন, বিভিন্ন রঙের কভার দিয়ে সেগুলিকে বাঁধালেন। যে-সব বাসনা-কামনার হাতে নিজেকে তিনি বন্দী করে ফেলেছিলেন বিভিন্ন ঋতুতে তাদেরই খুশি করার জন্যে তাঁর এই প্রচেষ্টা তাঁকে বেশ কিছুদিন একেবারে মসগুল করে রেখেছিল। প্যারিসের অধিবাসী সেই নায়কের রোমান্টিক এবং বৈজ্ঞানিক ভাবধারার মধ্যে তিনি তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর জন্মের অনেক আগে থাকতেই তাঁরই জীবনের কাহিনী নিয়ে কে যেন উপন্যাসটি রচনা করে গিয়েছেন।

উপন্যাসের সেই অদ্ভুত নায়কের চেয়ে একদিক থেকে তিনি বেশী ভাগ্যবান ছিলেন। আয়না, পালিশকরা চকচকে ধাতব জিনিস, অথবা শান্ত পরিষ্কার জল খুব অল্প বয়স থেকেই ওই নায়কের মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভীতির সৃষ্টি করেছিল। তাঁর দেহের সৌন্দর্য হঠাৎ নষ্ট হয়ে যাওয়াটাই এই ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এসব দিক থেকে ডোরিয়েন নির্ভয় ছিলেন। বইটির শেষ দিকের অংশটি তিনি একটা নির্দয় আনন্দের সঙ্গে পড়তেন—সম্ভবত, প্রতিটি আনন্দ আর আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই কিছু-না-কিছু নির্মমতা রয়েছে; অথচ, কিছুটা আতিশয্য থাকা সত্ত্বেও, এই অংশটিই সত্যিকার বড় করুণ। এই খানেই নায়ক একটি অবশ্যম্ভাবী বাস্তব সত্যের সামনা-সামনি এসে পড়েছেন;

সেই সত্যটি হচ্ছে সৌন্দর্যের মৃত্যু। বিশ্বের সকলেই যে বস্তুটিকে সবচেয়ে মূল্যবান বলে মনে করে সেই বস্তুটিই তিনি যে দিন-দিন হারিয়ে ফেলছেন এই নিষ্ঠুর সত্যটা নায়ককে নৈরাশ্যের অন্ধকারে দিশেহারা করে তুলেছে।

কারণ, যে অপরূপ সৌন্দর্য বেসিল হলওয়ার্ড এবং অনেক মানুষকেই মুগ্ধ করেছিল সেই সৌন্দর্য তাঁর অটুট ছিল। কুৎসাই বলুন, অথবা ফিসফিসানিই বলুন, লণ্ডন শহরে, ক্লাবে, বারে তাঁকে নিয়ে যারা দিনরাত মুখরোচক আলোচনা করত, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র সেই সব মানুষরা সব ভুলে যেত ; তারা ভাবতেই পারত না যে এমন একটি অপরূপ মানুষ কোন রকম নিন্দনীয় কাজ করতে পারেন। তাঁর চেহারা দেখলে মনে হোত তিনি একটি নিষ্পাপ কুসুম ছাড়া আর কিছু নন। কালিমার কোন ছাপই তাঁর মুখের ওপরে পড়ে নি। বরং একটা পবিত্রতার ছায়া তাঁর মুখটিকে স্নিগ্ধ করে রেখেছিল। সেই দেখেই কুৎসা রটনাকারীরা লজ্জিত হোত, কেমন করে ওই রকম অপরূপ চেহারার একটি যুবক পৃথিবীর হাজার ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্ত থাকতে পারে একথা ভেবেই তারা অবাক হয়ে যেত।

মাঝে-মাঝে অনেক দিন ধরে শহর থেকে টানা তিনি অনুপস্থিত থাকতেন। কোথায় যেতেন, কী করতেন সে-বিষয়ে কেউ কিছু জানত না। ওই নিয়ে নানান লোকে নানান গুজব ছড়াতো, বিশেষ ক'রে তাঁর বন্ধু আর বান্ধবীরা। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি ফিরে আসতেন, প্রায় নিঃশব্দে ওপরে উঠে দরজার চাবি খুলতেন। তারপরে একটা আয়না নিয়ে তিনি বেসিলের আঁকা সেই প্রতিকৃতিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। প্রতিকৃতিটির মুখের ওপরে পাপের যে ক্লেদাক্ত চিহ্নগুলি ফুটে উঠেছে একবার তিনি সেইগুলির দিকে তাকিয়ে দেখতেন, একবার দেখতেন আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত নিষ্পাপ সুন্দর তাঁর নিজের মুখটাকে। দেখে হাসতেন। দুটির মধ্যে তীব্র পার্থক্য তাঁর আনন্দ বাড়িয়ে দিত। ক্রমশ তিনি যেমন নিজের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়লেন, তেমনি আগ্রহী হলেন নিজের আত্মার অধঃপতনে। পাপের এবং বয়সের যে ছাপগুলি প্রতিকৃতিটির কুঞ্চিত কপালের ওপরে বীভৎস হয়ে ফুটে উঠেছিল, বিকৃত করেছিল মুখের আদলটিকে সেইগুলি তিনি বেশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতেন, দেখে মাঝে-মাঝে একটা পাশবিক আনন্দে তাঁর মন নেচে উঠতো। ছবিটির থলথলে মোটা হাতের পাশে নিজের পরিচ্ছন্ন হাত রেখে তিনি হাসতেন। সেই বিকৃত দেহ এবং বিবশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে বিদ্রূপ করতেন তিনি।

রাত্রিতে মাঝে-মাঝে তাঁর ঘরে সুন্দর বিছানায় যখন তিনি একা শুয়ে থাকতেন, অথবা ডকের পাশে নোংরা ছোট বস্তীর ঘরে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে এবং গোপনে যখন তিনি রাত্রিবাস করতেন, প্রায়ই বেশ্যালয়ে যাওয়াটা যখন তাঁর কেমন একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তখন মাঝে-মাঝে আত্মার অধঃপতনে তাঁর কেমন যেন একটা দুঃখ হোত; এই দুঃখ তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বলেই তা এত তিক্ত। কিন্তু এ রকম চিন্তাও তাঁর মনে খুব একটা বেশী আসত না। বেসিলের বাগানে বসে লর্ড হেনরী তাঁর মনে জীবনের যে কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিলেন সেই কৌতূহলই তাঁর বাড়তে লাগল; আর সেই কৌতূহল যত তাঁর মিটতে লাগল ততই তিনি খুশি হতে লাগলেন। যতই তিনি জানতে লাগলেন ততই তাঁর জানার আগ্রহ বাড়তে লাগল। সেই বাসনার পূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে নতুন বাসনা দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগল।

কিন্তু তবু সত্যি কথা বলতে কি সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার দিক থেকে তিনি মোটেই উদাসীন ছিলেন না। শীতকালে মাসে দু'বার কি একবার এবং বুধবার সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে তাঁর গানের জলসা বসত; সেই জলসায় কেবল বিদগ্ধ মানুষদেরই তিনি আপ্যায়িত করতেন না, সে-যুগের বিখ্যাত এবং লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সঙ্গীতকারদেরও নিমন্ত্রণ জানাতেন; তাঁরা তাঁদের সঙ্গীতে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করতেন। মাঝে-মাঝে তিনি ছোটছোট ভোজ দিতেন। এই কাজে লর্ড হেনরী অবশ্য সব সময়েই তাঁকে সাহায্য করতেন। এখানেও সেই একই ব্যাপার: নিমন্ত্রিত থেকে সুরু করে খাবার টেবিল, ঘর সাজানো, এবং খাদ্যের তালিকা প্রস্তুতিতে তিনি যথেষ্ট সুরুচি এবং শিল্পকলার পরিচয় দিতেন। সেই নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায় তাঁর মধ্যে ইটন অথবা অক্সফোর্ডের আভিজাত্য খুঁজে পেতেন।

এবং একথা বললে অযৌক্তিক হবে না যে জীবনটাই তাঁর কাছে ছিল প্রথম আর শ্রেষ্ঠ—সকল কলার শ্রেষ্ঠ কলা; অন্য সমস্ত কলা সেই জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করার প্রস্তুতি মাত্র। সত্যিকার আজগুবী জিনিস ফ্যাসানের মাধ্যমেই সার্বজনীন হয়ে দাঁড়ায়; আধুনিক সৌন্দর্যকে জোর করে জাহির করাকেই বলা হয় বাবুগিরি। এই দুটি জিনিসই তাঁকে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছিল। তাঁর পোশাকের গঠন, এবং পোশাক পরার রীতিটি তখনকার "মেফেয়ার বল" এবং "পল মল" ক্লাবের যুবক সম্প্রদায়ের মনে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তারা সবাই তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন অনুকরণ

বারবার ব্যর্থ চেষ্টায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াত।

জনসাধারণের দেওয়া এই সম্মান তিনি গ্রহণ করেছিলেন। লণ্ডনের বিভিন্ন ক্লাবে তিনি যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন এই ভেবে তিনি বেশ আনন্দ পেতেন। জীবনের সম্বন্ধে তিনি কিছু নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিলেন, প্রচার করেছিলেন কিছু নতুন নীতি; এবং এদেরই মাধ্যমে পূর্ণ সম্ভোগের প্রয়োজনে কী করে প্রবৃত্তিগুলিকে আধ্যাত্মিকতার পথে পরিচালিত করা যায় সে-পথও বাতলে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেছিলেন।

প্রায় এবং ন্যায়তভাবেই প্রবৃত্তির পূজাকে মানুষ প্রশ্রয় দেয় নি; কারণ, ভোগলালসা মানুষকে তার দাসে পরিণত করে, খর্ব করে তাদের ব্যক্তিত্বকে। এরই জন্যে তার ওপরে মানুষের একটা ভীতি জন্মেছে। তাছাড়া, তারা মনে করে সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনযাপনের পথে এই ভোগলালসা বিপজ্জনক একটা অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। কিন্তু ডোরিয়েনের মতে প্রবৃত্তির আসল রূপ আর চরিত্র বলতে ঠিক কী বোঝায় তা অনেকেই জানে না। অভুক্ত রেখে পৃথিবী মানুষকে তার দাস করতে চায় বলেই সে চিরকালই বন্য পশুই রয়ে গেল; তার মনে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলো না জ্বালিয়ে, সৌন্দর্য উপভোগ করাটাই যে মানুষের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খা হওয়া উচিৎ এই শিক্ষা না দিয়ে পৃথিবী তাকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করতে চায় বলেই না তার পাশবিক প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাস আলোচনা করে তিনি ক্ষতির অনুভূতিতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কত অর্থহীন ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে কত বড় জিনিসই না মানুষকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। ইচ্ছা করে মানুষ উন্মাদের মত অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, অনেক নির্যাতন করেছে নিজেকে. তাদের মধ্যে সুস্থ কোন জীবনবেদ অথবা বোধ নেই; যে-সব কাজ করলে তার অধঃপতন ঘটতে পারে বলে সে মনে করে তার চেয়ে অনেক বড় অধঃপতনকে সে মেনে নিয়েছে জীবনের এই নেতিবাচক উপলব্ধিতে। যে অজ্ঞতাকে সে এড়াতে চেয়েছে জীবনের বিরাট ভীতাতাকে পাকে-প্রকারে তাকে সেই অজ্ঞতার কূপে নিক্ষেপ করেছে। যারা ঘরে থাকতে চায় প্রকৃতি তাদের পাঠিয়েছে মরুভূমিতে—সেইখানে তারা বন্যজন্তুদের সঙ্গে বাস করছে, আবার সঙ্গীর অভাব পূর্ণ করার জন্যে ঋষির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে বন্য প্রাণীদের। একে প্রকৃতির এক নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কী বলা যায়?

হ্যাঁ, পূর্ণ উপভোগের জন্যে, লর্ড হেনরীও সেই রকমই আশা করেন,

জীবনটাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে; সেই নির্মম, অশোভনীয় কৃচ্ছ্রসাধনা, আধুনিক যুগে যে আবার মানুষের সমাজে কায়েমী হয়ে বসেছে, তাকে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। বোধের দিক থেকে, যুক্তিবাদের দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা কিছুটা স্বীকৃতি পেলেও, এমন কোন নীতি মানুষের থাকা উচিৎ নয় যা তার স্বাভাবিক কামনাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়; সেই সঞ্চয়ের ফল ভাল কি মন্দ তা যাচাই করা নয়। কৃচ্ছ্রসাধন মানুষের প্রবৃত্তিগুলিকে বিনষ্ট করে বলেই, অথবা ব্যভিচার মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে ভোঁতা করে দেয় বলেই, ওই দুটি জিনিসকেই মানুষের সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিৎ। জীবন নশ্বর—মহাকালের একটি মুহূর্ত। সত্যিকার সুস্থ জীবনবোধের নীতি হবে এই সহজ কথাটা তাকে জানিয়ে দেওয়া। দান্তের মতে সৌন্দর্যের পূজা ক'রে যাঁরা পূর্ণতা অর্জন করেছেন তিনি নিজেকে জনসাধারণের কাছে সেইভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। গয়তিয়ারের মত দৃশ্যমান জগৎটিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি।

আমাদের মধ্যে এমন কেউ-কেউ রয়েছেন যাঁরা প্রভাতের আগে জাগেন না। জাগেন না যে তার কারণ হচ্ছে হয় তাঁরা স্বপ্নহীন অবস্থায় সারা রাত মরার মত ঘুমোন, অথবা সারা রাতই তাঁরা ভীতির আতঙ্কে মাঝে-মাঝে আঁৎকে ওঠেন, বিকৃত আনন্দে মুষড়ে থাকেন। এই সময়ে তাঁদের মাথার মধ্যে বাস্তবের চেয়ে অনেক বিপজ্জনক ভৌতিক ছায়ারা ঘুরে বেড়ায়, প্রবৃত্তিগুলি সারা রাত ধরে তৈরি করে কল্পনার মিনার। দিবাস্বপ্ন দেখার নেশা যাঁদের রয়েছে তাঁদেরই মন এইভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। সাদা আঙুলগুলি ধীরে-ধীরে মশারির ভেতর দিয়ে নড়তে থাকে, ভয়ে-আশঙ্কায় কাঁপতে থাকেন তাঁরা। কিম্ভূতকিমাকার কালো-কালো চেহারার ছায়াগুলি ঘরের এক কোণে গুঁড়ি দিয়ে ঢোকে, চুপচাপ বসে অপেক্ষা করে। বাইরে তখন পাখির কাকলি জেগে ওঠে, মানুষ কাজকর্ম সুরু করে, পাহাড়ের গা বেয়ে মৃদু বাতাসের তরঙ্গে কার যেন ফোঁপানির শব্দ শোনা যায়; নিস্তব্ধ ঘরটির চারপাশে তারা ঘুরে বেড়ায়; যেন ঘুমন্ত মানুষটিকে জাগিয়ে দিতে তারা ভয় পাচ্ছে। তবু তাকে জাগাতেই হবে। কর্মমুখর জগতে আর বেশীক্ষণ তাদের ঘুমিয়ে থাকাটা ভাল দেখায় না। ধীরে-ধীরে চারপাশের কুয়াসা কেটে যায়, রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে জেগে ওঠে প্রকৃতি; প্রাচীন ঢঙে পৃথিবীটাকে আমরা চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। নিষ্প্রভ আয়নার বুকে জীবনের

প্রতিবিম্ব ফুটে বেরোয়। নিবে-যাওয়া বাতিগুলি যে জায়গায় আমরা রেখেছিলেম ঠিক সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের পাশে অনাদরে খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে বই। ঘুমিয়ে পড়ার আগে এই বই হয়ত তাঁরা পড়ছিলেন। রাত্রির আসরে যে ফুলগুলি নিয়ে আমরা আনন্দ করেছিলেম সেই ফুলগুলি শুকিয়ে গিয়েছে, যে চিঠি আমরা পড়তে ভয় পাই অথবা অনেকবার পড়েছি সেটি হয়ত বিছানার ওপরে পড়ে রয়েছে। রাত্রির অবাস্তব ছায়ার মধ্যে থেকে আমাদের পরিচিত জগৎটি ধীরে-ধীরে জেগে ওঠে। যেখান থেকে আমরা চলে এসেছিলেম আবার সেখান থেকেই সুরু করি। আবার আগের মতই গতানুগতিকভাবে দৈনন্দিন জীবন আমাদের যাপন করতে হবে এই অনস্বীকার্য সত্যটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়; অথবা আমরা এই ভেবে চোখগুলি যে নতুন একটি পৃথিবী নতুন আশা নিয়ে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে; অথবা আমাদের আনন্দের জন্যেই সেই পুরানো আশা আকাঙ্খাগুলি নতুন রঙে সাজিয়ে তুলবে নিজেদের।

এই রকম একটি জগৎই ডোরিয়েনের কাছে সত্য ছিল; অথবা জীবনে যা-যা আমরা পেতে চাই তাদের মধ্যে ছিল একটি; এবং এই নতুন অথচ মেজাজী অনুভূতির সন্ধানে তিনি এমন কয়েকটি চিন্তার আশ্রয় নিলেন যেগুলি তাঁর কাছে একেবারে অপরিচিত ছিল। তিনি তা জানতেন-ও; কিন্তু তাদের প্রভাবের মধ্যে তিনি নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপরে কৌতূহল চরিতার্থ হওয়ার পরে তিনি সে-গুলিকে চরম ঔদাসীন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। মানসিক অবস্থার দিক থেকে এইটাই ছিল তাঁর মত চরিত্রের মানুষের কাছে একমাত্র স্বাভাবিক জিনিস; অন্তত কিছু আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা সেই কথাই বলেন।

একবার গুজব রটে গেল যে তিনি রোমান ক্যাথলিক প্রার্থনায় আসা-যাওয়া করছেন। সত্যি কথা বলতে কি রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় রীতিনীতিগুলি তাঁকে যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিল। কেন? কারণ এখানকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে প্রতিদিন যে আহুতি দেওয়া হোত প্রাচীন যুগের সমস্ত নির্মম বলিদানের চেয়ে-ও তা কঠোর; তাছাড়া, এখানে যাতায়াত করার পেছনে আরও একটা উদ্দেশ্য তাঁর ছিল। সেটি হচ্ছে, মানুষের জীবনের যে অনন্ত ট্র্যাজিডি প্রকাশ করার জন্যে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে—এখানে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। এখানে গিয়ে তিনি মার্বেলে বাঁধাই মেঝের ওপরে হাঁটু

মুড়ে বসে থাকতে ভালবাসতেন; ভালবাসতেন পাদরীদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতে। ফুলের নক্সা কড়া ইস্ত্রিকরা ঢিলে জামা পরে পাদরী তাঁর সাদা হাত নেড়ে-নেড়ে মন্দিরের পর্দার পাশে ঘুরে বেড়ান; মাঝে-মাঝে যিশুকে উদ্দেশ্য ক'রে নিজের পাপের জন্যে নিজের বুকের ওপরে তিনি আঘাত করেন—এই সব দেখতে তিনি ভালবাসতেন। গির্জা থেকে বেরিয়ে আসার সময় কখন-ও বা কালো পোশাক পরা মানুষদের অবাক হয়ে তিনি দেখতেন, কখনও-কখনও ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় তাদেরই পাশে বসে তাদের জীবনের অসংলগ্ন টুকরো-টুকরো কাহিনী শুনতেন।

কিন্তু কোন বিশেষ নীতি অথবা রীতির পরিপোষক হয়ে নিজের বুদ্ধি-বৃত্তিকে নষ্ট করার মত ভুল তিনি করতেন না। নিজের বাড়ীটিকে কিছুতেই তিনি দুদণ্ডের পান্থশালা বলে ভাবতে পারতেন না; অতি-সাধারণ বস্তুকে আমাদের কাছে অদ্ভুতভাবে প্রকাশ করার পরমাশ্চর্য ক্ষমতা অতীন্দ্রিয়বাদের রয়েছে। কিছু দিনের জন্যে তিনি এর কবলে পড়েছিলেন; আবার কখনও-কখনও বা ডারউইনের বস্তুতান্ত্রিক নীতির পরিপোষক হয়ে মানুষের চিন্তা আর উচ্ছ্বাসের মধ্যে একটা অপরূপ সামঞ্জস্য খুঁজে বার করার চেষ্টায় তিনি মসগুল হয়ে থাকতেন। তবু যে কথা আগেই বলেছি, কোন বিশেষ নীতিকেই তিনি বাস্তব জীবনের চেয়ে বড় করে দেখতে চাইতেন না। পরীক্ষা নিরীক্ষার বাইরে মানুষের সমস্ত ধীশক্তি যে কতটা মূল্যহীন তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি জানতেন আধ্যাত্মিক রহস্য উন্মোচনের ব্যাপারে আত্মার চেয়ে প্রবৃত্তির অবদান কম নেই।

আর সেই জন্যেই তিনি সুগন্ধী জিনিসের প্রকৃতি আর গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করতেন। এই গবেষণার ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মনের এমন কোন অনুভূতি নেই আত্মিক জীবনের অনুভূতির সঙ্গে যার অমিল রয়েছে; বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি তাদের আসল রূপটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করতেন; বার করার চেষ্টা করতেন কেন বিশেষ একটি উপাদান আমাদের কাছে বিশেষ একটি ভাবের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়।

অন্য সময় নিজেকে তিনি গানের জলসার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ডুবিয়ে দিতেন। লম্বা জাফরি টানা ঘরের মধ্যে মাঝে-মাঝে তিনি অদ্ভুত ধরনের কনসার্ট-এর আয়োজন করতেন। এই ঘরের ভেতরে ছাদটির রঙ সোনালি; দেওয়ালগুলি

অলিভ-সবুজ বার্নিশ করা। এখানে বসে উন্মত্ত জিপসীরা ছোট-ছোট তারের যন্ত্রে উদ্দাম ঝংকার তুলে গান করত; আবার কখন-ও বা সবুজ শাল জড়িয়ে গম্ভীর মেজাজের টিউনিশিয়ান গায়করা বিরাট বীণা যন্ত্রের কানে মোচড় দিয়ে গান গাইত; সেই সঙ্গে নিগ্রোরা দাঁতে দাঁত চিপে তামার ঢাকের ওপরে একটানা কাঠি পিটিয়ে যেত; আর ঘন লাল মাদুরের ওপরে হাঁটু মুড়ে বসে মাথায় পাগড়ি বেঁধে রোগাটে ইনডিয়ানরা পেতল অথবা শর কাঠির তৈরি লম্বা শানাই ফুঁকতো; মনে হোত বিরাট ফণাওয়ালা সাপও যেন তাদের সেই গান শুনে মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে যেত। সেই অনার্য সঙ্গীতের রুক্ষ বিরতি আর কর্কশ অসঙ্গতি মাঝে-মাঝে তাঁর মন বিরক্তিতে ভরিয়ে দিত; তখন স্কুবার্ট, চোপিন অথবা বিটোফেন-এর বিরাট স্বর-সঙ্গতি-ও তাঁর কাছে নেহাৎ জলো বলে মনে হোত। প্রাচীন অবলুপ্ত জাতির কবরখানা থেকে অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে যে-সব জাতির সম্পর্ক তখনও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি তাদের কাছ থেকে অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সেই যন্ত্রগুলিকে বাজাতে বেশ ভাল লাগত তাঁর। বায়ো নিগ্রো ইনডিয়ানদের অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। এই যন্ত্রটির দিকে চোখ মেলে তাকানোর কোন অধিকার ওদের মহিলাদের ছিল না; এমন কি রীতিমত উপবাস এবং বিশুদ্ধ না হয়ে ওখানকার যুবকরাও ওই বাদ্যযন্ত্রটি স্পর্শ করতে পারত না; পেরুভিয়া থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন মাটির পাত্র যেগুলি থেকে পাখির কর্কশ কণ্ঠের স্বর শোনা যেত; অথবা, চিলিতে আলফনসো মানুষের হাড় দিয়ে তৈরি যে ফ্লুটের স্বর শুনেছিলেন সেই ফ্লুট সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। কুমড়োর খোলের মধ্যে ছোট-ছোট নুড়ি বোঝাই করে সেই খোলগুলিকে তিনি রঙ মাখিয়ে দিয়েছিলেন। এগুলি ছাড়া আরও কত রকমের যে অদ্ভুত আর অপরিচিত, অর্দ্ধ পরিচিত বাদ্যযন্ত্র তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাদের একটি নিখুঁত তালিকা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। মেকসিকো থেকে লম্বা 'ক্ল্যারিন' আমাজন থেকে কর্কশ 'তুরে', সাপের চামড়ায় মোড়া লম্বা সিলিণ্ডারের মত ঢাক—ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই বাদ্যযন্ত্রগুলির অদ্ভুত চরিত্র তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এই সব দেখে তাঁর কেমন যেন মনে হয়েছিল প্রকৃতির মত আর্টের জগতে-ও দৈত্য, দানো, রাক্ষস-খোক্ষস রয়েছে। তাদের স্বর-ও বেশ ভয়ঙ্কর। তবু কিছুদিনের মধ্যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। সেই ক্লান্তি দূর করার জন্যে তিনি ছুটে যেতেন অপেরাতে; কখন-ও একা, আবার কখন-ও বা লর্ড হেনরীর সঙ্গে। তানহাউসারের নাটক

দেখে কেমন যেন তন্ময় হয়ে যেতেন; সেই মহান নাটকের প্রস্তাবনায় নিজের জীবনের ট্র্যাজিডি দেখতে পেতেন।

একবার তিনি রত্ন আহরণে মনোযোগী হলেন; ফ্রান্সের অ্যাডমিরাল আনে ছ জয়য়েয়ু যেমন তাঁর পোশাকে পাঁচশ ষাটটি রত্ন বসিয়েছিলেন সেই রকম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি একবার একটি নাচের পোশাক তৈরির কারখানায় হাজির হলেন। এই বাতিকটা তাঁকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছিল যে শেষ পর্যন্ত এটা থেকে মুক্তি পান নি তিনি। সারা দিন ধরে রত্নগুলিকে নানান ভাবে তিনি সাজাতেন, গুছোতেন, খুলতেন, আবার বসাতেন; এগুলির মধ্যে ছিল অলিভ রঙের ক্রীসোবেরিল মণি; আলোর সামনে ধরলে এগুলি লাল হয়ে যায়; সীমোফেন; গোলাপ-রঙা বা মদের মত হলুদ রঙের পোখরাজ; লাল টকটকে দারুচিনি পাথর, কমলা আর বেগনে রঙের স্পাইনেল, সেই সঙ্গে ছিল নীলকান্ত আর পদ্মরাগ মণি। সানস্টোনের রক্তিমাভা, আর মুনস্টোনের মুক্তার মত শ্বেত আভা অত্যন্ত ভালবাসতেন তিনি। আমস্টার্ডাম থেকে বিরাট মাপের তিনটি পান্না তিনি সংগ্রহ করেছিলেন।

এই রত্নগুলির সম্পর্কে অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প-ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। অ্যালফেনসোর 'ক্লেরিক্যালিস ডিসিপ্লিনা'তে একটি সাপের উল্লেখ রয়েছে। তার চোখের মণি দুটি সত্যিকারের মণি দিয়ে তৈরি; রঙ তার লালচে-কমলালেবুর মত, ইমাথিয়া-বিজয়ী আলেকজান্দারের যে রোমান্টিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তাতে শোনা যায়, জর্ডন উপত্যকায় এই ধরনের সাপ দেখা যায়— 'সত্যিকারের পান্না দিয়ে তাঁদের পিঠগুলি মোড়া'। ফিলোট্র্যাটাসের কাহিনী থেকে জানা যায় এক রকমের ড্র্যাগন রয়েছে যাদের মাথায় সত্যিকারের হীরে বসানো রয়েছে। সোনালি অক্ষর আর লাল পোশাক দেখিয়ে এদের ঘুম পাড়িয়ে হত্যা করা হয়। প্রখ্যাত অপরসায়নবিদ্ পেয়ারে ছ বোনিফেস-এর মতে ওই হীরে মানুষকে অদৃশ্য করে দেয়; আর ভারতে অকীক নামে যে এক রকম কঠিন আর মূল্যবান পাথর পাওয়া যায় তার সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা তিনি করেছেন। কর্ণেলিয়ান নামে একরকম দামি পাথর রয়েছে যা মানুষের ক্রোধ নষ্ট করে, আর ঘুমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে হায়াসিনথ। সুরার মাদকতা নষ্ট করে পদ্মরাগ মণি। গারনেট জাতীয় মণি দৈত্যদানোদের তাড়িয়ে দেয়, হাইড্রোপিকাসের ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় চাঁদ। চাঁদের তিথি অনুযায়ী সেলেনাইট

পাথরের বাড়া কমা চলে। মেলোসিয়াস নামে এক রকমের পাথর রয়েছে চোর খুঁজে বার করার ক্ষমতা যার অদ্ভুত; বাচ্চাদের রক্ত গায়ে লাগলে এর গুণ নষ্ট হয়ে যায়। সদ্য নিহত একটা কোলাব্যাঙের মাথার খুলি থেকে লিওনার্ডাস ক্যামিলাস একটা দামি পাথর বার করতে দেখেছিলেন; বিষের ক্রিয়া প্রতিহত করার ক্ষেত্রে এর শক্তি যথেষ্ট। আরব দেশের হরিণের বুকের ভেতরে এক-জাতীয় পাথরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যার স্পর্শেই প্লেগ সেরে যায়। আরব দেশের পাখির বাসায় এক রকমের পাথর রয়েছে, ডেমোক্রিটাসের মতে যা ধারণ করলে আগুন থেকে পোড়ার কোন ভয় মানুষের থাকে না।

রাজ্যাভিষেকের সময় সিলেন-এর রাজা বড় একটা রুবি হাতে পরে শহরের মধ্যে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে গিয়েছিলেন। জন দি প্রিস্ট-এর প্রাসাদের তোরণ দুটি ছিল সাডিয়াস পাথরের তৈরি। কোন মানুষ যাতে বিষ নিয়ে ভেতরে আসতে না পারে এই জন্যে তাদের গায়ে শিঙ-ওয়ালা সাপের ছবি আঁকা রয়েছে। ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা দেওয়ালের ওপরে ঝুলতো দুটো সোনার আপেল, তাদের গায়ে বসানো ছিল দুটো পদ্মরাগ মণি। এর ফলে দিনের বেলায় চকচক করত সোনা; রাত্রিতে শোভা পেত নীলকান্ত মণি। 'এ মার্গারাইট অফ অ্যামেকি' নামে লজ-এর একটি নামকরণ রোমান্টিক গ্রন্থে লেখা আছে যে রাণীর অন্তঃপুরে ক্রোসিলাইট, কারবাঙ্কালস প্রভৃতি যে সব মূল্যবান পাথর অথবা ধাতুর আয়না রয়েছে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলে পৃথিবীর সতী সাবিত্রীদের দেখতে পাওয়া যায়। জিপাংগুর অধিবাসীরা মৃতদের মুখের মধ্যে গোলাপী রঙের মুক্তো গুঁজে দেয়। মার্কো পোলো তা দেখেছেন। একটি ডুবুরী একটা সামুদ্রিক দৈত্যের কাছ থেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটা মুক্তো সংগ্রহ করে রাজা পেরোজকে দেয়। সেই মুক্তো চুরি হয়ে গেলে রাজা চোরকে হত্যা করে সাতদিন শোক করেন। প্রোকোপিয়াসের কাহিনী থেকে বোঝা যায় হুনেরা সেই মুক্তো ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে রাজাকে ভুলিয়ে বিরাট একটা গর্তের সামনে নিয়ে আসে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সেই মুক্তোটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। সেইটাকে খুঁজে বার করার জন্যে সম্রাট আনাস-টেসিয়াস পাঁচশ সোনার মোহর পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেন; কিন্তু সেটি আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। মালাবারের রাজা একজন ভেনিসবাসী একটা মুক্তোর মালা দেখিয়েছিলেন। সেই মালাতে তিনশ চারটি মুক্তো ছিল। প্রতিটি মুক্তোর দেবতা ছিল একটি। রাজা সেই সব দেবতাদের পূজা করতেন।

ব্রাঁন্তোর মতে ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই-এর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় ষষ্ঠ আলেকজান্দারের পুত্র ডিউক দ্য ভ্যালেনটিনয়-এর ঘোড়ার পিঠ সোনার পাত দিয়ে মোড়া ছিল। তাঁর মাথার টুপিতে গাঁথা ছিল দুসার রুবি। সেই রুবিগুলি থেকে আলোর রোশনাই ফুটে বেরোত। ইংলণ্ডের চার্লস-এর ঘোড়ার পাদানি থেকে চারশ কুড়িটা হীরে ঝুলতো। তিরিশ হাজার মার্কস দামের দ্বিতীয় রিচার্ড-এর একটি কোট ছিল; তার চার ধারে বসানো ছিল রুবি। রাজ্যাভিষেকের পূর্বে টাওয়ারে যাওয়ার পথে অষ্টম হেনরী যে সোনার ঝালর দেওয়া, অসংখ্য হীরে আর দামী-দামী পাথরের চুমকি বসানো পোশাক পরেছিলেন সেকথা 'হল' সাহেব আমাদের জানিয়েছেন। প্রথম জেমস-এর প্রিয়পাত্রেরা কানে সোনার তারের সঙ্গে পান্না বসানো দুল পরতেন। দ্বিতীয় এডওয়ার্ড পিয়ারস গ্যাভেস্টোনকে টকটকে লাল সোনার তৈরি কিছু যুদ্ধাস্ত্র দান করেছিলেন। সেই অস্ত্রগুলির গায়ে নীলকান্ত মণি বসানো। দ্বিতীয় হেনরী কনুই পর্যন্ত যে দস্তানা পরতেন তাতে বসানো থাকত দামী-দামী পাথর, তাঁর একটি বিশেষ রকমের দস্তানা ছিল যার সঙ্গে গাঁথা ছিল বারটি রুবি আর বাহান্নটি বেশ দামী পাথর। বার্গেণ্ডি বংশের শেষ ডিউক চার্লস দি র‍্যাশ-এর টুপিতে গাঁথা ছিল নাশপাতির গড়নের মুক্তো; তার মধ্যে বসানো ছিল অনেকগুলি নীলকান্ত মণি।

সেযুগের জীবনযাত্রা কী অপরূপই না ছিল। কত প্রাচুর্য আর আড়ম্বরই না ছিল সে যুগে! এমন কি মৃতদের বিলাস বৈভবের কাহিনী পড়তেও ভাল লাগে কত!

তারপরে তিনি সূচীশিল্পের দিকে ঝুঁকলেন। উত্তর য়েরোপ দেশগুলির ঠাণ্ডা ঘরের দেওয়ালে যে-সমস্ত প্রাচীর-চিত্র আঁকা রয়েছে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্যে তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। গুণই বলুন আর অপগুণটি বলুন তাঁর চরিত্রের একটা অসামান্য বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে কোন কিছু ধরার সঙ্গে-সঙ্গে সেটার একেবারে ভেতরে তিনি তলিয়ে যেতেন। সূচীশিল্পের মধ্যেও তিনি ঠিক তেমনিভাবেই ডুবে গেলেন। দেখলেন সেই অপরূপ প্রাচীরচিত্রগুলিকে মহাকাল কী ভাবেই না নষ্ট করে দিয়েছে। দেখে, মনে-মনে বেশ কষ্ট পেলেন তিনি। যে কোন রকমেই হোক, তিনি কালের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গ্রীষ্মের পর গ্রীষ্ম আসছে; ড্যাফোডিল ফুলগুলি ফুটছে আর বারবার শুকিয়ে যাচ্ছে। রাত্রির বিভীষিকা বারবার তার ঘৃণ্য কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করছে।

কিন্তু তাঁর কোন পরিবর্তন নেই। কোন শীতই তাঁর মুখের আদল বিকৃত করতে পারে নি, ম্লান করতে পারে নি তাঁর ফুলের মত দেহ-লাবণ্যকে। বাস্তব জগতের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কত! কোথায় তারা বিলীন হয়ে গিয়েছে? এথেনাকে খুশি করার জন্যে অপ্সরীরা নব-বসন্তের রঙে ছুপিয়ে যে বিখ্যাত পোশাকটি তৈরি করেছিল, যার জন্যে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল দেবতাদের—সেই পোশাকটা আজ কোথায়? সেই বিরাট ফিকে লাল নৌকোর পালটি কোথায়? রোমের কলোসিয়ামে নেরো এই পালটিকে বিছিয়ে রেখেছিলেন। এর গায়ে আঁকা ছিল তারকা খচিত আকাশ; আর ছিল রথী অ্যাপোলোর ছবি; সোনালি লাগাম গলায় পরে সাতটি ঘোড়া সেই রথ টানছিল, সূর্যের খাবার টেবিলে পাতা সেই অদ্ভুত রুমালগুলি তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। এই টেবিলের ওপরে বিশ্বের সেরা রসাল খাবার পরিবেশন করা হোত। রাজা কিলপেরিকের শবাধারের ওপরে তিনশ সোনার মৌমাছি বসানো যে আচ্ছাদনটি সেইটাই বা আজ কোথায়। এই অদ্ভুত পোশাক দেখে পনটাসের বিশপ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এর ওপরে আঁকা ছিল সিংহ, মযাল সাপ, ভালুক, কুকুর, অরণ্য, ছোট-ছোট পাহাড়, শিকারী—এক কথায় চিত্রকর প্রকৃতির যা কিছু অনুকরণ করতে পারেন—সেগুলির সব ছবি। আর সেই কোট—যে কোট অরলিনস-এর চার্লস একবার পরেছিলেন—যার হাতের ওপরে সুন্দর একটি গান লেখা ছিল। শুধু গানই নয়, তার স্বরগ্রাম-ও। প্রতিটি স্বরগ্রাম লেখা ছিল সোনালি সুতো দিয়ে—প্রতিটির ছেদের মধ্যে গাঁথা ছিল চারটি ক'রে মুক্তা। রাণী যোয়ান অফ বারগেনডির ব্যবহারের জন্য রিমস-এ যে প্রাসাদটি তৈরি হয়েছিল সেই প্রাসাদের একটি ঘরের কথা তিনি পড়লেন। সুতোয় বোনা তেরশ একুশটা টিয়াপাখি দিয়ে এই ঘরটি সাজানো ছিল, সাজানো ছিল রাজার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, আর ছিল একুশটি প্রজাপতি; তাঁদের প্রতিটি ডানায় আঁকা ছিল রাণীর হাত; এই সব নকসাগুলি আগাগোড়া সোনা দিয়ে তৈরি। ক্যাথারিন দ্য মেডিসি-র কালো ভেলভেটের একটি শোকশয্যা ছিল, তার ওপরে আঁকা ছিল অসংখ্য বাঁকা চাঁদ আর সূর্য। বুটিদার কাপড় দিয়ে তৈরি ছিল এর মশারি। সোনা আর রূপোর জমির ওপরে লতা আর ফুলের মালা ছিল আঁকা; তাদের ধারে-ধারে বসানো ছিল মুক্তার চিকন। রাণীর রুচিমত রূপোর ঝালরের ওপরে কালো ভেলভেটের সারি-সারি পর্দার মধ্যে বিছানাটি পাতা ছিল। চতুর্দশ লুই-এর ঘরে পনের ফুট উঁচু অনেকগুলি নারীমূর্তি ছিল। তাদের ওপরে ছিল সোনার কারুকার্য।

পোলাণ্ডের রাজা সোবিয়েস্কীর রাজকীয় শয্যাটি তৈরি হয়েছিল নীলকান্ত মণির নকসা দিয়ে; সঙ্গে সুতো দিয়ে লেখা ছিল কোরানের বাণী। এর পাগুলো ছিল রূপোর; পা-দানিগুলি হীরে দিয়ে মোড়া। এটা নিয়ে আসা হয়েছিল তুর্কীদের শিবির থেকে; এর বিরাট মশারির ছাউনির নিচে মহম্মদের পতাকা ছিল আঁটা।

এইভাবে পুরো একটি বছর ধরে তন্তুজ আর সূচীশিল্প নিয়ে তিনি অনেক গবেষণা করলেন, সংগ্রহ করলেন অনেক প্রাচীন স্মারক চিহ্ন, দিল্লির সূক্ষ্ম মসলিন থেকে ঢাকার প্রচারু ফিনফিনে বস্ত্র—প্রতীচ্যে যার নাম ছিল 'বাতাস-বয়ন'; এবং 'সন্ধ্যার শিশির'—অদ্ভুৎ ছবি আঁকা যাভার কাপড়; চীনদেশের বেগনে পর্দা, সিসিলির বুটি, স্পেনের ভেলভেট, সবুজ সোনার জাপানী বয়ন শিল্প আর চমৎকার পালকের পাখি।

গির্জা সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতই ধর্মীয় সাজপোশাক সম্বন্ধে-ও তাঁর বিশেষ একটা আগ্রহ জন্মেছিল। তাঁর বাড়ীর পশ্চিম দিকের গ্যালারীতে অনেকগুলি সিডার কাঠের বাক্স সারিবন্দীভাবে সাজানো ছিল। সেইখানে অনেক দুষ্প্রাপ্য আর সুন্দর প্রাচীন স্মারক চিহ্ন তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি ওগুলি ব্রাইড অফ ক্রাইস্ট-এর পোশাকের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর উপবাসক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ এবং স্ব-নির্বাচিত দুঃখ আর ক্ষত যে দেহটিকে জর্জরিত করে ফেলেছিল সেই দেহটিকে ঢেকে রাখার জন্যে কালো আর সাদায় মেশানো লাল রঙের পোশাক পরার প্রয়োজনীয়তা ছিল তাঁর; শুধু তাই নয়, সেই পোশাকটি সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়ে তৈরি এবং হীরামণিমুক্তা খচিত। পাদরীরা ধর্মীয় শোভাযাত্রার সময় যে রকম ফিকে লাল সিল্ক আর গোলাপী রঙের সোনার সুতো দিয়ে কাজ করা জমকালো ঢিলে জামা পরতেন সেই জাতীয় কিছু পোশাকও সংগ্রহশালায় তাঁর ছিল। সেই সব ঢিলে জামার ধারে-ধারে ভার্জিনের জীবন থেকে নেওয়া কিছু-কিছু টুকরো ঘটনার ছবিও ছিল আঁকা। মাথার টুপিতে রঙিন সিল্ক দিয়ে আঁকা ভার্জিনের অভিষেকের ছবিটিও সুচারুরূপে আঁকা ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি ইতালিয়ন ভাস্কর্য এটি। আর একটি ওই জাতীয় জামার ধারে সবুজ ভেলভেটের আঁকা অ্যাকানথাস পাতার কয়েকটি ছবিও ছিল। এই সব পাতার বিশদ নক্সা আঁকা হয়েছিল রূপালি সুতো আর রঙিন ক্রীসট্যাল দিয়ে। লাল আর সোনালী সিল্কের সুতো দিয়ে ঢিলে জামাগুলি বোনা

হয়েছিল; তাদের ওপরে আঁকা ছিল অনেক সাধু-সন্তের ছবি। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে সেন্ট সিথাসটিনের। প্যাসন এবং ক্রায়েস্টের ক্রুশিফিকেশন এর প্রতীক চিহ্ন হিসাবে তিনি যে ধর্মীয় পোশাকটি পরেছিলেন সেটি সবুজ রঙের সিল্ক দিয়ে তৈরি, তার সঙ্গে মেশানো ছিল নীল সিল্ক, সোনার বুটি, পীত রঙের দামাস্কাস সিল্ক আর সোনার জাজিম। সেই সঙ্গে ছিল সিংহ, ময়ূর এবং অন্যান্য প্রতীক চিহ্ন।

এই সমস্ত এবং আরও অনেক অধুনা দুষ্প্রাপ্য রত্নগুলি তিনি যে সংগ্রহ করেছিলেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর নিজের মানসিক বিপর্যয় ভুলে যাওয়ার চেষ্টা। মাঝে-মাঝে যে আতঙ্কটা তাঁর পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত সেই আতঙ্ক থেকে তাঁকে সাময়িকভাবে মুক্তি দিত ওই রত্নগুলি। তালাবন্ধ যে নির্জন ঘরটিতে তিনি তার শৈশব কাটিয়েছিলেন সেই ঘরের দেওয়ালে নিজের হাতে তিনি সেই ভয়ানক প্রতিকৃতিটিকে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর জীবনের সত্যিকারের অধঃপতন পরিবর্তনশীল ওই প্রতিকৃতিটির ওপরেই প্রতিফলিত হোত। এরই সামনে তিনি সেই সোনালি পর্দাটা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। পর-পর কয়েকটি সপ্তাহ তিনি ও-ঘরে ঢুকতেন না। না ঢোকার ফলেই তিনি তাঁর সহজ, আনন্দময় জীবনযাত্রায় ফিরে আসতেন। তারপরে হঠাৎ একদিন রাত্রিতে তিনি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে "ব্লু গেট ফিলড"-এর কাছাকাছি সেই সব ভয়ানক পাড়ায় গিয়ে ঢুকতেন, বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতেন। ফিরে এসে তিনি সেই প্রতিকৃতিটির সামনে বসতেন; মাঝে-মাঝে ছবিটিকে তিনি নিজের মতই ঘৃণা করতেন; অন্য সময়, ব্যক্তিত্বের গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠতো; পাপের অর্দ্ধেক মোহ-ই বোধ হয় এই গর্বে। যে বিকৃতি তাঁকে সহ্য করতে হোত সেই বিকৃতির সমস্ত জ্বালা আর যন্ত্রণা যে ওই প্রতিকৃতিটাকে ব'য়ে বেড়াতে হচ্ছে এই দেখে গোপন আনন্দে তিনি হাসতেন।

কয়েক বছর পরে ইংলণ্ডের বাইরে বেশী দিন থাকাটা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। ট্রোভিল আর আলজিয়ার্সে লর্ড হেনরীর সঙ্গে যৌথভাবে তিনি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা এক সঙ্গে কয়েকবার শীতকালে বাস করেছিলেন। সেই দুটি বাড়ী তিনি ছেড়ে দিলেন। যে ছবিটি তাঁরই জীবনের একটি অঙ্গ তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে তাঁর ভাল লাগত না। তাছাড়া, একটা কেমন ভয়-ও জন্মেছিল তাঁর মনে। যদিও দরজাটিকে

সুরক্ষিত করার জন্যে তিনি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, দরজার গায়ে শক্ত মজবুত লোহার বেড়া দিয়েছিলেন, তবু তাঁর ভয় হচ্ছিল কেউ যদি তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

একথা তিনি ভালভাবেই জানতেন যে ঘরে ঢুকেও কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। কথাটা সত্যি যে মুখের চেহারাটা কুৎসিত এবং কদাকার হওয়া সত্ত্বেও, ছবিটার ওপরে তাঁর চেহারাটাই প্রতিফলিত হয়েছিল; কিন্তু ছবিটা দেখে কী বুঝবে তারা? কেউ তাঁকে এ নিয়ে বিরক্ত করার চেষ্টা করলে তিনি উপহাস করে তাদের উড়িয়ে দেবেন। তিনি এ ছবি আঁকেন নি। সুতরাং সেটা কদাকার দেখালেই বা তাঁর কী? তাছাড়া সত্যি কথাটা বললেও কি তারা তাকে বিশ্বাস করবেন?

তবু তিনি ভয় পেয়েছিলেন। নটিংহামশায়ারে তাঁর নিজস্ব প্রাসাদে সমগোত্রীয় যুবকদের ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত করতে-করতে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর জীবনযাত্রার সেই অহেতুক উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা আড়ম্বর দেখে সবাই যখন অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো ঠিক সেই সময় হঠাৎ তিনি অতিথিদের পরিত্যাগ করে তাড়াতাড়ি শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসতেন; তাঁর ভয় হোত হয়ত বা কেউ দরজার তালা ভেঙে সেই ঘরে ঢুকে ছবিটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কেউ যদি ওটিকে চুরি করে নিয়ে যায় তাহলে কী হবে? এই চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভয়ে হিম হয়ে যেতেন। তাহলে নিশ্চয় পৃথিবীর লোক তাঁর জীবনের গোপন রহস্যটি জেনে যাবে। হয়ত তারা তাঁকে সন্দেহ করতে সুরুই করে দিয়েছে।

কারণ, তাঁকে অনেকেরই খুব ভাল লাগত—এই কথাটা সত্যি বলে ধরে নিলেও, তাঁকে অবিশ্বাস করত এমন মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। তাঁর জন্ম এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবীতে যে 'ওয়েস্ট এনড' ক্লাবে প্রবেশাধিকার পাওয়ার পূর্ণ অধিকার তাঁর ছিল, সেখানে একবার প্রায় তিনি ধাক্কা খেয়েছিলেন। শোনা যায় একবার তাঁর একটি বন্ধু ধূমপান করার জন্যে তাঁকে নিয়ে 'চার্চিল' ঘরে ঢোকেন। তাঁদের ঢুকতে দেখেই বারউইক-এর ডিউক এবং আর একটি ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। ব্যাপারটা তাঁর চোখ এড়ায় নি। পঁচিশ বছর অতিক্রম করার পরে তাঁর সম্বন্ধে অদ্ভুত-অদ্ভুত কাহিনী চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। গুজব রটলো হোয়াইট চ্যাপেল-এর মত দূরে একটা ভাঁটিখানায় কতকগুলি বিদেশী নাবিকের সঙ্গে

মদ খেয়ে হুল্লোড় করতে তাঁকে দেখা গিয়েছে। গুজব রটলো, চোর-ডাকাত আর মুদ্রা জালকারীদের সঙ্গে তাঁর নাকি দোস্তী রয়েছে ; এবং তাদের ব্যবসার গোপন রহস্য কী তা তিনি জানেন। শহর থেকে দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি তাঁর চরিত্রে কলঙ্কলেপন করেছিল ; যখন তিনি ফিরে আসতেন তখন তাঁকে নিয়ে চারপাশে বেশ কানাঘুষা চলত, দেখা হলে তারা একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে আড়চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে যেত। ভাবখানা এই যে তাঁর গোপন রহস্যটা বার তারা করবেই।

অবশ্য এই সব ঔদ্ধত্য আর পরিকল্পিত উপহাসকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না ; এবং অধিকাংশ লোকের মতে তাঁর সহজ চালচলন, তাঁর পরিচ্ছন্ন নিরপরাধ হাসি, তাঁর অনবদ্য শাশ্বত যৌবন, তাঁর সমস্ত কুৎসার উপযুক্ত জবাব বলে মনে হোত। লোকের মুখে শোনা যেত যে যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাঁরাও কিছুদিন তাঁর সঙ্গে মেলামেশার পরে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। যে সমস্ত মহিলারা তাঁকে পাগলের মত পছন্দ করত, এবং তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেশার জন্যে কোন সামাজিক কুৎসাকেই গ্রাহ্য করে নি এবং সমস্ত রীতি নীতি বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেনি কিছুদিন পরে ডোরিয়েন গ্রে তাঁদের ঘরে ঢুকলে তাঁরাও আতঙ্ক কিম্বা অপমানে বিবর্ণ হয়ে যেতেন।

তবু এই চাপা কুৎসা অনেকের চোখে তাঁর অদ্ভুত এবং বিপজ্জনক আকর্ষণটিকে বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রচুর সম্পদ তাঁর অর্থনৈতিক জীবনে কিছুটা নিশ্চয়তা এনেছিল। সমাজ, অন্তত যাকে আমরা সভ্য সমাজ বলি, যাঁরা ধনী এবং সেই সঙ্গে অপরকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা যাঁদের রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা শুনতে খুব বেশী একটা রাজি নয়। স্বভাবতই সে মনে করে যে চালচলনটাই যে কোন মানুষের কাছে তার নীতির চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। তার মতে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রম তার একটা ভাল রাঁধুনী থাকার চেয়ে কম দামী। আর তা ছাড়া, মানুষকে খারাপ খানা আর খারাপ মদ খাওয়ানোর পরেও কাউকে সমাজে তিরস্কার করা যাবে না। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার সময় লর্ড হেনরী একবার বলেছিলেন অনেক ভাল গুণ থাকা সত্ত্বেও, মানুষ যদি নিমন্ত্রিতদের গরম খাবার দিতে না পারেন তাহলে তাঁর দোষ ক্ষমার্হ নয়। কারণ আর্টের নীতি আর সৎ সমাজের নীতি একই ; অন্তত, তাই হওয়া উচিৎ। এর প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে আঙ্গিক। যা কিছু আমরা করি তার মধ্যে চাই নিখুঁৎ আয়োজনের মর্যাদা ; সেই সঙ্গে চাই

একটা অবাস্তব আবহাওয়া। কপটতা, সৌন্দর্য আর বুদ্ধি সেগুলোর বিস্তার রোমান্টিক নাটক আমাদের আনন্দ দেয়—এর মধ্যেও সেগুলি থাকাসের প্রবঞ্চনা কি এতই বিপজ্জনক? আমার মনে হয় তা নয়। আমাদের বহুরে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার এটা একটা আঙ্গিক মাত্র।

অন্তত ডোরিয়েন গ্রে-র মতবাদ সেই রকমই। যারা মানুষের অহম্ বোধকে সহজ, সাধারণ, শাশ্বত এবং একই ধাতু দিয়ে গঠিত মনে করে তাদের সেই অগভীর মনস্তত্ত্বর কাছে ভেবে তিনি অবাক হয়ে যেতেন। তাঁর মনে হোত মানুষ নিজের মধ্যেই বহু জীবন যাপন করে, তার অনুভূতির সীমা নেই—তার চিন্তাধারা অদ্ভুৎ, তার উচ্ছ্বাস বাঁধনহারা; তার দেহ মৃতের বিপজ্জনক রুগ্ন বীজাণু দিয়ে গড়া। দেশের বিভিন্ন জনহীন শীতল ছবির গ্যালারীতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন; এবং তাঁর ধমনীতে যে সব বংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল সেই সব বংশের বিরাট-বিরাট প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতেন। "রাণী এলিজাবেথ এবং রাজা জেমস-এর রাজত্বের স্মৃতিচারণ" গ্রন্থে ফ্র্যান্সিস অসবর্ণ ফিলিপ হারবার্ট-এর যে বিবরণ দিয়েছেন, সেই হারবার্টের প্রতিকৃতি সেখানে রয়েছে। এই সুন্দর যুবক ফিলিপ হারবার্টের জীবনই কি তিনি যাপন করছেন? কোন বিষাক্ত বীজাণু কি দেহ থেকে দেহে সংক্রামিত হয়ে তাঁর শরীরে এসে উপস্থিত হয়েছে? সোনার জল দিয়ে আঁকা আঁটো জামার ওপরে আর হীরার বুটি দেওয়া বর্ম পরে স্যার অ্যানথনী শেরাড দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সাদা আর কালো রঙের অস্ত্রশস্ত্রের স্তূপ তাঁর পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। এই মানুষটি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে কী রেখে গিয়েছেন? নেপলস-এর জিয়োভানার প্রেমিক কি তাঁর জন্যে পাপ আর লজ্জা গিয়েছেন দিয়ে? এই মৃত ব্যক্তিটি সাহস করে যা চিন্তা করতে পারতেন না তাঁর নিজস্ব কাজগুলি কি তারই স্বপ্ন? এইখানে রঙ-চটা ক্যানভাসের ওপরে লেডী এলিজাবেথ দেবার তাঁর জমকালো পোশাক আর মুক্তাখচিত কাঁচুলি পরে হাসছেন। তাঁর ডান হাতে একটি ফুল, বাঁ-হাতে দামাস্কাস গোলাপের বন্ধনী। পাশে একটি টেবিল। সেই টেবিলের ওপরে একটি ম্যানডোলিন এবং একটি আপেল। সবুজ ফিতে দিয়ে তৈরি করা কয়েকটি বড়-বড় গোলাপ ফুল তাঁর সূঁচলো জুতোর ওপরে সেলাই করা ছিল। তাঁর জীবনের কথা তিনি জানতেন, তাঁর প্রেমিকদের সম্পর্কে যে অদ্ভুৎ কাহিনী লোকের মুখে-মুখে ঘুরে বেড়াতো তাও তাঁর অজানা ছিল না। এলিজাবেথের চঞ্চল মানসিকতার কিছুটা কি তিনি নিজেও পেয়েছেন? সেই

ভারি-ভারি চোখ দুটি গভীর কৌতুকের সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে
জর্জ উইলোবি-র প্রতিকৃতির কথাই ধরা যাক। কী ভয়ঙ্কর দেখতে
ছিল লোকটি। চুলে তার পাউডারের প্রলেপ ; মুখের ওপরে তাঁর অদ্ভুত ধরনের
দাগ। তাঁর মুখের চেহারা ক্রুর ; রঙ কালো। কামনায় ভরা তাঁর ঠোঁট দুটি
ঘৃণায় বঙ্কিম হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মার্কনী বলে তিনি পরিচিত
ছিলেন। যৌবনে তিনি ছিলেন লর্ড ফেরারস-এর দোস্ত। দ্বিতীয় লর্ড
বেকেনহাম-এর সম্বন্ধেই বা তিনি কী বলবেন। প্রিন্স রিজেণ্টের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল
দিনের বন্ধু ছিলেন তিনি ; মিসেস ফিটজারবার্ট-এর সঙ্গে যুবরাজের গোপনে
যে বিবাহ হয়েছিল তারও সাক্ষী ছিলেন তিনি। কী গর্বিত, সুন্দর চেহারা
তাঁর। কী উদ্ধত তাঁর ভঙ্গিমা! তাঁর সেই উচ্ছ্বাসের কিছু অংশ কি তিনি
ডোরিয়েনকে উইল করে দিয়ে গিয়েছেন? বিশ্বের লোক তাঁকে দুষ্ট চরিত্রের
বলে জানে। কার্লটন হাউস-এ তিনিই রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। তার
পাশে কালো পোশাক পরা বিশীর্ণ চেহারার আর একটি প্রতিকৃতি। এটি তাঁর
স্ত্রীর। তাঁর রক্তের শিহরণও ডোরিয়েনের শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। কী
অদ্ভুত। আর তাঁর মায়ের ছবি! ভদ্রমহিলার মুখটি ছিল লেডী হ্যামিলটনের
মুখের মত। তাঁর কাছ থেকে কী পেয়েছেন তিনি তা জানেন। তিনি পেয়েছেন
দেহের সৌন্দর্য ; আর পেয়েছেন অপরের সৌন্দর্য উপভোগ করার তীব্র কামনা।
ব্যাকানণ্টি পোশাক পরে তিনি যেন তাঁকে উপহাস করছেন। তাঁর চুলে আঙুরের
পাতা জড়ানো। ছবির রঙটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে ; কিন্তু তাঁর অদ্ভুত চোখ দুটি
তাঁর পিছু-পিছু এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবু নিজের জাতের মত সাহিত্যেও মানুষ তার পূর্বপুরুষদের সন্ধান
পেত, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সম্ভবত বেশী নৈকট্য অনুভব করত
সে ; এবং নিশ্চয় তাদের প্রভাব যে তার ওপরে পড়ত সেকথা সে জানতো।
মাঝে-মাঝে ডোরিয়েন গ্রে-র মনে হোত যে সমস্ত ইতিহাসটাই যেন তার
জীবনের কর্মতালিকা—যা তিনি করতেন সেগুলির নয় ; যা তিনি করবেন
বলে মনে করতেন। যে সমস্ত অদ্ভুত এবং বিপজ্জনক অভিনেতারা পৃথিবীর
রঙ্গমঞ্চে পাপকে এমন রমণীয় করে তুলেছে, অমঙ্গল করেছে সূক্ষ্ম কারুকার্যের
শামিল যাকে ব্যাখ্যা করা সত্যিকার দুরূহ, তাঁর মনে হোত তিনি যেন
তাদের বেশ ভালভাবেই চেনেন। তিনি ভাবতেন কোন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের
মাধ্যমে তাঁর জীবন তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

অনবদ্য উপন্যাসের যে নায়ক তাঁর জীবনের ওপরে অতটা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর সেই অদ্ভুত খেয়ালের কথা জানতেন। উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে তিনি বলছেন—বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার ভয়ে, ফুলের মুকুট পরে তাইবেরিয়াস-এর মত তিনি ক্যাপ্রির বাগানে বসেছিলেন, বসে-বসে এলিফ্যানটিস-এর জঘন্য বইগুলি পড়ছিলেন। বামন আর ময়ূরের দল তাঁর চারপাশে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; আর বাঁশীর সুরের রেশ সুগন্ধী ধূপের বক্রগতিকে উপহাস করছিল। তার পরে ক্যালিগুলার মত আস্তাবলে সবুজ শার্ট পরা জকীদের আদর করে জাগিয়ে দিলেন, এবং হীরে বসানো জিন দিয়ে মোড়া ঘোড়াটার সঙ্গে হাতির দাঁতের তৈরি গামলায় তিনি ভোজন করলেন। মার্বেল পাথরে বাঁধানো সারি-সারি আয়নার ধার দিয়ে ডোমিতিয়েনের মত লম্বা বারান্দার ভেতর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; ভোগের আয়োজনে জীবনের পাত্র উপছে পড়ার ফলে যার জীবনে বাঁচার সমস্ত আনন্দ নষ্ট হয়ে যায় সেই রকম মানুষের মত নিজের দেহটাকে নষ্ট করার জন্যে শীর্ণ দুটো চোখ দিয়ে সেই সন্নিবদ্ধ আয়নাগুলির মধ্যে তিনি ছোরার ছায়া খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। পরিষ্কার পান্নার ভেতর দিয়ে সার্কাসের রক্তাক্ত পরিবেশের দিকে উঁকি দিয়ে দেখলেন; তারপরে সাদা খচ্চরবাহিত লাল মুক্তা খচিত পাল্কিতে চড়ে পথে গ্রানেটের রাস্তার ওপর দিয়ে তিনি স্বর্ণ মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইলেগাবোলাস-এর মত নিজের মুখ তিনি রঙ দিয়ে ছাপিয়ে নিলেন, মহিলাদের মধ্যে বার বার অবিশ্বাস ছড়ালেন, কার্থেজ থেকে চাঁদ নিয়ে এসে সূর্যের সঙ্গে বিয়ে দিলেন তাঁর। কী করে দিলেন সে-রহস্য আজও কেউ বুঝতে পারে নি।

এই আজগুবী পরিচ্ছেদটি ডোরিয়েন বার-বার পড়তেন; তার ঠিক পরের দুটি পরিচ্ছেদ তাঁকে যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিল। পরিচ্ছেদ তো নয়; সূক্ষ্ম কারুকার্য করা জাজিমের মত। তার ওপরে নিপুণ চাতুর্যের সঙ্গে আঁকা ছিল কতকগুলি ভীতিপ্রদ আর সেই সঙ্গে সুন্দর মূর্তি. সেই মূর্তিগুলিকে পাপ, রক্ত, আর ক্লান্তি দানবীয় অথবা উন্মত্ত করে তুলেছিল: সেই মূর্তিগুলির, চরিত্র-গুলির বলাই ভাল, একটি হচ্ছে মিলানের ডিউক ফিলিপোর। তিনি তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে তার ঠোঁটের ওপরে লাল রঙের বিষ মাখিয়ে রঙিন করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য: যে দেহটিকে তিনি আদর করতেন সেই স্ত্রীর মৃত ঠোঁট দুটি চুম্বন করে তাঁর প্রেমিক যেন মৃত্যু বরণ করেন। আর একটি চরিত্র

হচ্ছে ভেনিসবাসী পিয়াত্রো বারবি—ইনি পরিচিত ছিলেন দ্বিতীয় পল নামে। দম্ভের বশবর্তী হয়ে তিনি ফরমোসাস-এর খেতাব গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মুকুটের দাম দুহাজার ফ্লোরিন। ওই মুকুটটি সংগৃহীত হয়েছিল ভয়ঙ্কর পাপের পথে। আর একটি চরিত্র হচ্ছে গিয়াঁ মারিয়া ভাইকোঁতি। জীবন্ত মানুষের পেছনে তিনি ডালকুত্তা ছেড়ে দিতেন। তাঁর নিহত দেহটিকে তাঁর প্রেমিকা বারবনিতা গোলাপ ফুলে ঢেকে দিয়েছিলেন। সাদা ঘোড়ার পিঠে বর্জিয়াকেও দেখা যাবে সেখানে। তাঁর পাশে ঘোড়ার পিঠে চলেছেন ফ্র্যাট্রিসাইড। তাঁর বড় ঢিলে জামাটি পেরোত্তোর রক্তে ভেজা। আর রয়েছেন ফ্লোরেনস-এর যুবক কার্ডিনেল আর্কবিশপ পিয়েত্রো রিয়ারিয়ো—ইনি হচ্ছেন চতুর্থ সিক্সতাস-এর পুত্র এবং প্রিয়পাত্র। তাঁর সৌন্দর্য যেমন অপরূপ, লাম্পট্যও তেমনি সীমাহীন। সাদা এবং গাঢ় লাল সিল্কের তাঁবুতে আরাগনের লিওনোরাকে তিনি অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। সেই তাঁবুতে ছিল অপ্সরীর দল, আর ছিল একরকমের জীব—প্রাচীন গ্রীক কাহিনীতে যারা ছিল অর্দ্ধেক মানুষ আর অর্দ্ধেক ঘোড়া। গ্যানিমিড অথবা হাইলাস-এর মত ভোজের সভায় উৎসর্গ করার জন্য একটি ছেলেকে তিনি সাজিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে ছিলেন এজেলিন। মৃত্যুর দৃশ্য ছাড়া তাঁর বিষাদকে নষ্ট করা যেত না। মানুষের যেমন লাল মদের দিকে ঝোঁক থাকে তাঁর তেমনি ঝোঁক ছিল লাল রক্তের ওপরে। শয়তানের বাচ্চা বলে পরিচিত ছিলেন তিনি; আরও শোনা যায় নিজের আত্মার সদগতির জন্যে নিজের বাবাকে পাশা খেলায় তিনি হারিয়ে দিয়েছিলেন। সেই জন্যে ছিলেন গিয়ামবাতিস্তা সিবো। মানুষটি রসিকতা করে নিজের নাম নিয়েছিলেন 'ইনোসেনট' বলে। তার অসাড় শিরার মধ্যে একজন জুইস ডাক্তার তিনটি ছেলের দেহের রক্ত ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ইসোতার প্রেমিক এবং রামিনির লর্ড সিগিসমনদো ম'লাতেস্তাকেও দেখা যাবে সেখানে। দেবতার শত্রু হিসাবে রোমে তাঁর কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। গলায় একখানা রুমাল বেঁধে তিনি পলিসেনাকে হত্যা করেছিলেন, পান্নার কাপে করে বিষ দিয়েছিলেন জিনেভ্রাকে; এবং লজ্জাকর ভাবের আবেশে খৃশ্চানদের পূজা করার জন্যে একটি অখৃশ্চান ধর্মমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। ষষ্ঠ চার্লসকেও সেখানে আপনারা খুঁজে পাবেন। তিনি তাঁর ভাই-এর স্ত্রীকে এমন উন্মত্তের মত ভালবাসতেন যে তাই দেখে একজন কুষ্ঠরোগী তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল

এই বলে যে উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় বেশী দেরী তাঁর নেই। সেই চার্লস যখন সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে গেলেন তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারত একমাত্র সারাসেন তাস; সেই তাসের ওপরে আঁকা থাকতো প্রেম, মৃত্যু, আর উন্মাদের ছবি। সেই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে ফিটফাট পোশাক পরা গ্রিফোনেত্তো ব্যাগলিয়োনির ছবি; মাথায় তাঁর মণিমুক্তা খচিত টুপী, অ্যাকানথাসের মত কোঁকড়ানো চুলের স্তবক। তিনি সস্ত্রীক অ্যাসটোরীকে খুন করেছিলেন, সিমোনেত্তোকে হত্যা করেছিলেন তাঁর চাকর সমেত। সিমোনেত্তো তাঁর মৃত্যুকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে পেরুগিয়ায় মৃত্যুশয্যায় তাঁকে নির্লিপ্তভাবে শুয়ে থাকতে দেখে কেউ চোখের জল না ফেলে পারে নি; আর যে আটালানটা তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তিনিই শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ করেছিলেন তাঁকে।

এঁদের সকলেরই একটা ভয়ঙ্কর আকর্ষণ ছিল। রাত্রিতে ডোরিয়েন এঁদের ছবি দেখতেন; দিনের বেলায় এঁরা তাঁর কল্পনাকে বিব্রত করে তুলতো। রেনাসাঁর যুগে অদ্ভুত-অদ্ভুত উপায়ে মানুষকে বিষ খাইয়ে মারা হোত; কোথাও শিরস্ত্রানে বিষ মাখিয়ে, কোথাও জ্বলন্ত টর্চ বিষাক্ত করে, কোথাও নক্সাকাটা দস্তানা; কোথাও মুক্তা খচিত পাখা দিয়ে। ডোরিয়েন গ্রে বিষাক্ত হয়েছিলেন বই পড়ে। এমন মুহূর্তও তাঁর এসেছিল যখন নিছক সৌন্দর্য উপভোগের উপায় হিসাবেই অমঙ্গলকে তিনি গ্রহণ করতেন।

। দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

দিনটা হল নভেম্বর মাসের ন'তারিখ। যেদিন তিনি আটতিরিশ বছরে পড়লেন তার আগের রাত্রি। পরে এই দিনটির কথাই তাঁর বেশী মনে ছিল।

রাত্রি প্রায় এগারটা হবে। লর্ড হেনরীর বাড়ী থেকে ডিনার খেয়ে ফিরছিলেন তিনি। রাত্রিটি ঠাণ্ডা কনকনে। ঘন কুয়াসা জমেছিল আকাশে। মোটা ফারের কোট ছিল তাঁর গায়ে। গ্রসভেনর স্কোয়ার আর সাউথ অডলি স্ট্রীটের কোণে সেই অন্ধকারে একটি লোক তাঁর পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেলেন। লোকটি বেশ দ্রুতই হাঁটছিলেন; ধূসর রঙের আলস্টারের কলারটা তাঁর

ওলটানো ছিল। তাঁর হাতে ছিল একটা ব্যাগ। চিনতে পারলেন ডোরিয়েন। পথচারী হচ্ছেন বেসিল হলওয়ার্ড। হঠাৎ কী জানি কেন ভয় পেয়ে গেলেন তিনি। পথচারীকে চেনার কোন লক্ষন না দেখিয়ে তিনি নিজের বাড়ীর দিকে হন-হন করে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু হলওয়ার্ড তাঁকে দেখতে পেলেন। ডোরিয়েন বেশ বুঝতে পারলেন হলওয়ার্ড ফুটপাতের ওপরে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তারপরেই তিনি দ্রুত গতিতে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর হাত ডোরিয়েনের হাত স্পর্শ করল।

'ডোরিয়েন, কী ভাগ্য! প্রায় ন'টা থেকে তোমার লাইব্রেরীতে তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম। শেষ পর্যন্ত তোমার চাকরের ওপরে কেমন যেন দয়া হল আমার। বেরিয়ে আসার সময় সে দরজা খুলে দিল। আমি তাকে শুয়ে পড়তে বললাম। আজ রাত্রির ট্রেনেই আমি প্যারিসে চলে যাচ্ছি। যাওয়ার আগে বিশেষ করে তোমার সঙ্গেই আমি দেখা করতে চেয়েছিলাম। আমার পাশ দিয়ে পেরিয়ে যেতে মনে হল তোমাকে আমি দেখেছি—অথবা, তোমার ওই ফার কোটটাকে। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। তুমি কি চিনতে পার নি আমাকে?

প্রিয় বেসিল, এই কুয়াসায়? কী যে বল! গ্রসভেনর স্কোয়ারটাকেও চিনতে পারছি নে। মনে হচ্ছে আমার বাড়ীটা এরই কাছাকাছি একটা জায়গায় হবে; কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় সেটা ঠাহর হচ্ছে না। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। তাই তুমি চলে যাচ্ছ বলে বেশ কষ্ট হচ্ছে আমার। কিন্তু মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়িই ফিরে আসছ তুমি!

না, ছ' মাসের জন্যে ইংলণ্ড ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি। ঠিক করেছি প্যারিসে একটা স্টুডিয়ো নেব, সত্যিকার বিরাট একটা কিছু কাজ করার ইচ্ছে হয়েছে আমার। যতদিন না সে-কাজ শেষ হয় ততদিন পর্যন্ত স্টুডিয়ো ছেড়ে আমি বাইরে বেরোব না। যাই হোক, নিজের কোন কথা তোমাকে আমি বলতে চাই নে। তোমার বাড়ীর সামনে এসে গিয়েছি আমরা। চল, একটু বসে যাই, তোমাকে কিছু বলার রয়েছে আমার।

খুব খুশি হব আমি। কিন্তু তুমি ট্রেন ফেল করবে না?

সিঁড়িতে উঠে "ল্যাচ কী" দিয়ে দরজাটা খুলতে-খুলতে বেশ ক্লান্ত স্বরেই প্রশ্ন করলেন ডোরিয়েন।

ঘন কুয়াসার ভেতর দিয়ে বাতির আলো বেশ কষ্ট করেই বেরিয়ে এল বাইরে। সেই আলোতে হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হলওয়ার্ড বললেন: এখনও অনেক সময় রয়েছে। বারটা পনেরর আগে ট্রেন ছাড়ছে না। সত্যি কথা বলতে কি তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই আমি ক্লাবের দিকে যাচ্ছিলাম; হঠাৎ রাস্তায় তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখতেই পাচ্ছ ভারি লগেজ পাঠাতে আমার দেরী হবে না; সেগুলি আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে রয়েছে কেবল এই ব্যাগটা। ভিকটোরিয়া স্টেশনে পৌছতে আমার কুড়ি মিনিটের বেশী সময় যাবে না।

তাঁর দিকে তাকিয়ে ডোরিয়েন একটু হাসলেন।

তোমার মত একজন সৌখীন চিত্রকরের এইভাবে বেড়াতে যাওয়ার রীতিটি নিঃসন্দেহে চমৎকার। একটা গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ আর একখানা অলেস্টার ভেতরে এস; দরজা খুলে রাখলে কুয়াশা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়বে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ। কোন সিরিয়াস আলোচনা তুমি করবে না। আজকাল সিরিয়াস বলে কোন জিনিসেরই অস্তিত্ব নেই। অন্তত, থাকা উচিৎ নয়।

ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে হলওয়ার্ড নিজের মাথাটা নাড়লেন; তারপরে ডোরিয়েনের পিছু-পিছু লাইব্রেরীতে হাজির হলেন। বড় খোলা উনুনে কাঠের আগুন গনগন করছিল। বাতি জ্বালানো হল। একটা রূপোর ডাচ স্পিরিট কেস-এর ওপরে সোডার বোতল, বড় গ্লাস কয়েকটা বসানো ছিল।

ডোরিয়েন, তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার চাকর আমার যথেষ্ট সেবা করেছে। আমার সব কিছু প্রয়োজন সে স্বেচ্ছাতেই মিটিয়েছে; এমন কি তোমার সবচেয়ে দামী সিগারেট পর্যন্ত আমাকে দিতে সে কোন রকম কুণ্ঠাবোধ করে নি। অতিথিবৎসল হিসাবে সে পয়লা নম্বরী। তোমার আগের সেই ফরাসী চাকরের চেয়ে একে আমার বেশী ভাল লেগেছে। আচ্ছা, সেই লোকটি কোথায়?

কাঁধ কুঁচকে ডোরিয়েন বললেন: মনে হচ্ছে, সে লেডী র‍্যাডলীর ঝিকে বিয়ে করেছে। বৌকে সে প্যারিসে ইংরেজ দর্জি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে; ওখানে এই জাতীয় ফ্যাশনের বেশ দাম রয়েছে। ফরাসীরা কী বোকা, তাই না? কিন্তু তুমি কি জান, চাকর হিসাবে লোকটি মোটেই খারাপ ছিল না। আমি তাকে কোনদিনই পছন্দ করতাম না সত্যি কথা; কিন্তু তার বিরুদ্ধে

অভিযোগ করার মত কিছু আমার ছিল না। মানুষে প্রায় এমন অনেক জিনিস কল্পনা করে থাকে যেগুলি চরিত্রের দিক থেকে উদ্ভট। সে-ও আমার খুব অনুরক্ত ছিল। চলে যাওয়ার সময় বেশ কষ্টই হয়েছিল তার। আর একটু ব্র্যানডি আর সোডা নাও। না, "হক আর সেলট্জার" নেবে? আমার কিন্তু হক আর সেলট্জার-ই ভাল লাগে বেশী। পাশের ঘরে নিশ্চয় কেউ রয়েছে।

টুপী আর ওভারকোট খুললেন চিত্রকর; সেগুলিকে ব্যাগের ওপরে রাখলেন, ব্যাগটিকে তিনি আগেই একটা কোণে রেখেছিলেন। তারপরে বললেন: ধন্যবাদ। না; আর কিছু আমার চাই নে। এখন বন্ধু, তোমার সঙ্গে কিছু সিরিয়াস আলোচনা আমি করতে চাই। ওভাবে ভ্রূকুটি করো না। ওই রকম করার জন্যেই সত্যি কথাটা তোমাকে বলা আমার কাছে বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

সোফার ওপরে বসে তাঁর স্বাভাবিক খিটখিটে মেজাজের সঙ্গেই ডোরিয়েন বললেন: ব্যাপারটা কী বলত? আশা করি, আমার বিষয়ে কিছু নয়। আজ রাত্রিতে আমি বড় ক্লান্ত, মেজাজটা বেশ ভাল নেই।

বেশ গম্ভীর ভাবেই হলওয়ার্ড বললেন: কথাটা তোমারই সম্বন্ধে; আর সে-কথা তোমাকে আমার বলতেই হবে। আধ ঘণ্টার বেশী সময় তোমার আমি নেব না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন ডোরিয়েন; তারপরে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন: আ-ধ ঘণ্টা!

ডোরিয়েন, বেশী কিছু বলার নেই আমার। তবে আমি যা বলছি সেটা তোমার নিজেরই ভালর জন্যে। লণ্ডনে তোমার সম্বন্ধে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। গুজবগুলি নোংরা। আমার মনে হয় সেগুলি কী তা তোমার জানা উচিৎ।

সেগুলি কী তা জানার কোন আকাঙ্খা আমার নেই। অন্য লোকের কুৎসা শুনতে আমার ভাল লাগে; কিন্তু নিজের কুৎসা শোনার কোন আগ্রহ নেই আমার। এদের মধ্যে নতুন কিছু নেই।

সেগুলি জানার আগ্রহ তোমার থাকা উচিৎ ডোরিয়েন। সুনাম বজায় থাকুক এটা প্রতিটি ভদ্রলোকই চায়। লোকে তোমাকে নোংরা অশ্লীল ভাবুক এটা নিশ্চয় তুমি চাও না। অবশ্য সমাজে তোমার প্রতিষ্ঠা রয়েছে, রয়েছে

সম্পদ—অভিজাত সম্প্রদায়ের আরও অনেক কিছু রয়েছে সম্ভবত। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর সম্পদই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মনে রেখো, এসব গুজবে আমি কান দিই নে। তোমাকে দেখলে সে-সব গুজব বিশ্বাস করতে পারি নে আমি। পাপ এমন একটা জিনিস যা মানুষের মুখের ওপরে নিজের অস্তিত্বের সমস্ত চিহ্ন ফুটিয়ে তোলে। পাপকে লুকিয়ে রাখা যায় না। অনেক সময় মানুষে গোপন পাপের কথা বলে; কিন্তু ওরকম কোন বস্তু নেই। চোখ, মুখ, এমন কি হাতের বলিরেখার ওপরেও পাপের সমস্ত চিহ্ন ফুটে ওঠে। একটি ভদ্রলোক—তাঁর নাম আমি করব না—কিন্তু তুমি তাঁকে জান—গত বছর আমার কাছে এসেছিলেন তাঁর একটি প্রতিকৃতি এঁকে দেওয়ার জন্যে। ওর আগে কোনদিনই তাঁকে আমি দেখি নি। দেখা দূরের কথা, কোন দিন নামও পর্যন্ত শুনি নি তাঁর; যদিও তার পরে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা আমার কানে এসেছে। প্রতিকৃতিটি তৈরি করার পারিশ্রমিক হিসাবে অনেক টাকা তিনি আমাকে দিতে চাইলেন। রাজি হই নি আমি। তাঁর আঙুলের ওপরে এমন একটা চিহ্ন ফুটে উঠেছিল যা দেখতে আমার ভাল লাগে নি। এখন আমি জানি তার সম্বন্ধে তখন আমি যা সন্দেহ করেছিলাম সেগুলি সব সত্যি। মানুষটি ব্যবহারিক জীবন ক্লেদাক্ত, পঙ্কিল। কিন্তু ডোরিয়েন, তোমার কথা স্বতন্ত্র। তোমার চরিত্র পবিত্র, উজ্জ্বল, নিষ্পাপ; তোমার যৌবন বিকৃত নয়। তোমার বিরুদ্ধে কোন কুৎসাই বিশ্বাস করতে আমি রাজি নই। তবু তোমার সঙ্গে আজকাল আমার খুব কমই দেখা হয়; তুমি আজকাল আমার স্টুডিয়োতে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছ। ঠিক এই রকম একটি পরিস্থিতিতে তোমার বিরুদ্ধে যে-সব কুৎসা রটছে তাদের জবাব যে আমি কী দেব তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি নে। আচ্ছা ডোরিয়েন, তুমি ক্লাবে ঢুকলে ডিউক অফ বারউইকের মত ভদ্রলোক কেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান বলতে পার? লণ্ডনের এতগুলি ভদ্রলোক কেন তোমাকে তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন না, বা, কেন তোমার বাড়ীতে আসেন না সেকথা কি তুমি জান? লর্ড স্টেভিলির বন্ধু ছিলে তুমি। গত সপ্তাহে একটা ডিনারে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ডাডলির প্রদর্শনীতে তুমি যে কিছু টুকরো ছবি ধার দিয়েছিলে সেই প্রসঙ্গেই তোমার কথা উঠেছিল। স্টেভিলি তাঁর ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন—কিছু আর্টিস্টিক রুচি হয়ত তোমার রয়েছে; কিন্তু কোন নিরপরাধ যুবতীর তোমার সঙ্গে আলাপ হওয়াটা বাঞ্ছনীয় নয়; অথবা, তোমার সঙ্গে

একই ঘরে বসে থাকাটা কোন ভদ্রমহিলার পক্ষেই শোভনীয় দেখাবে না। তাঁকে আমি স্মরণ করিয়ে দিলাম যে তুমি আমার বন্ধু; তাঁর মন্তব্যের গূঢ় অর্থ কী সেটাও জানতে চাইলাম আমি। কেন তিনি ওই মন্তব্য করলেন সেকথা তিনি আমাকে বললেন; কেবল আমাকেই নয়; সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলের সামনেই তিনি বললেন। তাঁর বক্তব্য শুনে আমার খুব খারাপ লাগল। যুবকদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব এতটা মারাত্মক কেন? সেপাই দলের সেই হতভাগ্য ছেলেটা সেদিন আত্মহত্যা করে বসলো। তুমি তার খুব প্রিয় বন্ধু ছিলে। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে স্যার হেনরী অ্যাসটনকে ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। তোমরা দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলে। আড্রিয়ান সিঙ্গলটন আর তাঁর ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাই বা কে না জানে? লর্ড কেণ্টের একমাত্র পুত্র আর তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ওই একই কথা খাটে। সেণ্ট জেমস স্ট্রীটে তার বাবার সঙ্গে গতকাল আমার দেখা হয়েছিল। লজ্জা আর দুঃখে, মনে হল, ভদ্রলোক ভেঙে পড়েছেন। পার্থ-এর যুবক ডিউকের কথাই বা কী বলব? কী ভাবে সে জীবন কাটাচ্ছে তা তুমি জান? কোন্ ভদ্রলোক তার সঙ্গে মেলামেশা করবে?

দুটো ঠোঁট কামড়িয়ে ঘৃণার সঙ্গে ডোরিয়েন বললেন: বেসিল, চুপ কর। এমন সব বিষয় নিয়ে তুমি আলোচনা করছ যাদের সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। আমি ঘরে ঢুকলে বারউইক সেই ঘর ছেড়ে উঠে যায় কেন সে-প্রশ্ন তুমি আমাকে করেছ। তার কারণ এই নয় যে সে আমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানে; তার কারণ হচ্ছে এই যে তার সম্বন্ধে আমি সব কিছু জানি। ধমনীতে তার যে বিষাক্ত রক্ত বইছে তারপরে-ও সে কেমন করে পরিষ্কার থাকবে? হেনরী অ্যাসটন আর যুবক পার্থের কথা তুমি আমাকে বলেছ। আমি কি প্রথম লোকটিকে পাপ কাজ করতে শিখিয়েছি, না, লম্পট হওয়ার মদৎ দিয়েছি দ্বিতীয় মানুষটিকে? যদি কেণ্টের মূর্খ ছেলে বস্তীর মেয়েকে বিয়ে করে তাতে আমার কী যায় আসে? যদি আড্রিয়ান সিঙ্গলটন বিলের ওপরে তার বন্ধুর নাম জাল করে তার জন্যে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কথা কি আমার? ইংলণ্ডের লোকেরা সব বিষয়েই কী রকম হইচই করে তা আমি জানি। নোংরা খাবার টেবিলের ধারে বসে এখানকার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের নৈতিক কুসংস্কার নিয়ে মহা আড়ম্বরে ঢাক-ঢোল পেটায়; অভিজাত সম্প্রদায়ের লাম্পট্য নিয়ে তারা দেদার আলোচনা করে এইটা প্রমাণ করার জন্যে যে তারা অতিশয় চতুর, আর যাদের

তারা কুৎসা করছে তাদের সঙ্গে তারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এদেশে পরের কুৎসা কুড়ানোর যোগ্যতা তাদেরই রয়েছে যারা অভিজাত আর বুদ্ধিমান। যারা নিজেদের নীতি নিয়ে এত বড়াই করছে তাদের দৈনন্দিন জীবনটাই বা কী? বন্ধুবর, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমরা সবাই কপট মানুষের সমাজে বাস করছি।

হলওয়ার্ড একটু জোরেই বললেন: ডোরিয়েন, কথাটা তা নয়। সেদিক থেকে ইংলণ্ড যে যথেষ্ট খারাপ, আর এখানকার সমাজ যে ভুল ছাড়া কিছু ঠিক করে না তা আমি জানি। সেই জন্যেই আমি চাই তুমি পরিচ্ছন্ন হও। কিন্তু তুমি তা হ'তে পার নি। প্রভাব বিস্তারের ফলে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যাব তারই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করার অধিকার আমাদের রয়েছে। মনে হচ্ছে সম্ভ্রমবোধ, সততা, আর চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সবই তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তুমি তাদের ভোগের উন্মাদনায় উন্মত্ত করে তুলেছ, অধঃপাতের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে তারা। তুমি তাদের সেই পথে পরিচালিত করেছ। হাঁ, তুমিই তাদের পরিচালক। তবু তুমি হাসতে পার, ঠিক এখন যেমন তুমি হাসছ। কিন্তু বিপদটা এখানেই শেষ নয়। আমি জানি তুমি আর হেনরী অচ্ছেদ্য। অন্য কোন কারণ না থাকলেও, ঠিক সেই কারণেই, তার বোনের কলঙ্ক রটনা করাটা তোমার উচিৎ হয় নি।

সাবধান বেসিল, তোমার কথার ঝাঁঝটা বড় বেশী তীব্র হয়ে পড়ছে।

তাহলেও, আমাকে তা বলতেই হবে; আর তোমাকে সেকথা শুনতেই হবে। শুনতে তুমি বাধ্য। তোমার সঙ্গে লেডী গিয়েনদোলেনের যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন তার বিরুদ্ধে কুৎসার একটি বাণী-ও কার-ও মুখ থেকে বেরোয় নি। আজকে লণ্ডনে এমন একটি ভদ্রমহিলাকেও কি খুঁজে পাওয়া যাবে যিনি তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে পাশাপাশি বসে পার্কে বেড়াতে যেতে রাজি হবেন? অপরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত তাঁর কাছে থাকতে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া, তোমার সম্বন্ধে আরও অনেক কুৎসিত কথা প্রচারিত হয়েছে সেগুলির সম্পর্কেই বা বলার কী রয়েছে তোমার? শোনা যায় খুব সকালে নাকি বেশ্যাবাড়ী থেকে গা ঢাকা দিয়ে তুমি বেরিয়ে আস; আবার সন্ধ্যের পরে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে তুমি বারবনিতাদের বাড়ীতে ঢুকে পড়। এসব কথা কি সত্যি? এসব কাহিনী কি সত্যি হতে পারে? এসব কথা যখন প্রথম আমার কানে এল তখন আমি হেসেছিলাম। এখন সে-সব

কথা শুনে আমি ভয়ে কেঁপে উঠি। শহরের বাইরে তোমার যে বাগানবাড়ী রয়েছে সেটাই বা কী? সেখানে তুমি যে-জীবন যাপন কর তার সম্বন্ধেই বা বলার কী রয়েছে তোমার? ডোরিয়েন, লোকে তোমার নামে কী বলে তা তুমি জান না। তোমার কাছে আমি সৎ ভাষণ দেব না এমন কোন কথা আমি বলব না। মনে আছে হেনরী একবার বলেছিল দুর্দিনের যোগীরা সব সময়েই ওই রকম কথা বলেই এগিয়ে আসে; তারপরে প্রথম চোটেই সেটা তারা ভেঙে ফেলে। আমি তোমাকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে চাই। আমি চাই তুমি এমন জীবন যাপন কর যাতে সবাই তোমাকে সম্মান করতে পারে। তোমার নামের সঙ্গে যে কলঙ্ক জড়িয়ে রয়েছে, আমি চাই সেই কলঙ্ক মুছে ফেলে তুমি একটি পরিচ্ছন্ন জীবনের পথে এগিয়ে এস। যে সমস্ত নোংরা লোকের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছ, আমি চাই তাদের সঙ্গ তুমি পরিত্যাগ কর। ওভাবে উপহাস করো না আমাকে। নিজের সম্বন্ধে অতটা উদাসীন হয়ো না। মানুষের ওপরে তোমার প্রভাব নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য; কিন্তু সেই প্রভাব কুপথে পরিচালিত না ক'রে মানুষকে সুপথে পরিচালিত করুক। লোকে বলে যাদের সঙ্গেই তোমার হৃদ্যতা জন্মায় তাদেরই তুমি খারাপ পথে নিয়ে যাও; আর কারও বাড়ীতে তুমি পা দিলেই লোকে ধরে নেবে যে এবারে সেখানে একটা নোংরা জিনিস ঘটবে। এটা সত্যি কি না তা আমি জানি নে; কী করেই বা জানব? কিন্তু তোমার সম্বন্ধে এই রকমেরই একটা ধারণা জন্মেছে সকলেরই মনে। আমি এমন সব ঘটনার কথা শুনেছি যেগুলিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। সেই অক্সফোর্ড থেকেই লর্ড গ্লসেস্টার আমার একজন প্রিয় বন্ধু। তিনি আমাকে একটি চিঠি দেখালেন। চিঠিটি তাঁর স্ত্রীর। মেনটোন-এর বাগানবাড়ীতে নিঃসঙ্গ মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে সেই চিঠিটি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি যে স্বীকারোক্তি করেছেন তার মধ্যে তোমার নাম কুৎসিৎ ভাবে জড়ানো রয়েছে। এরকম ভয়ানক স্বীকারোক্তি জীবনে আর কখন-ও আমি পড়ি নি। আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম— এ কথা অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করি নে; আমি তাকে ভালভাবেই জানি; এরকম কাজ সে কোন দিন করতে পারে না। তোমাকে কি আমি জানি? আমার অবাক লাগে ভাবতে তোমাকে সত্যিই আমি জানি কি না। এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তোমার আত্মাটাকে আমার দেখা উচিৎ।

সোফা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন ডোরিয়েন; ভয়ে মুখটা তাঁর প্রায় সাদা

হয়ে উঠল। তিনি বিড়বিড় করে বললেন: আমার আত্মাকে দেখা!

গম্ভীরভাবে আর বেশ গভীর দুঃখের সঙ্গে হলওয়ার্ড বললেন: হ্যাঁ, তোমার আত্মাকে আমি দেখতে চাই; কিন্তু একমাত্র ভগবানই তা পারেন।

ডোরিয়েনের ঠোঁটের ভেতর থেকে উপহাসের একটা তিক্ত হাসি বেরিয়ে এল।

তুমি নিজেই তা দেখবে এস, আজই, আজ রাত্রেই—টেবিল থেকে বাতিটা নিয়ে চিৎকার করে বললেন তিনি: এস। এটা তোমার নিজের হাতেই তৈরি হয়েছে। তুমি তা দেখতে পাবে না কেন? ইচ্ছে হলে পরে একথা তুমি বিশ্ববাসীকে জানাতে পার। কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না। যদি তারা তা করে তাহলে তারা আমাকে আরও বেশী পছন্দ করবে। এই যুগের পক্ষে যত সাফাই-ই তুমি গাও না কেন আমি একে ভাল করেই চিনি। আমি বলছি, আমার সঙ্গে তুমি এস। ব্যভিচারের বিরুদ্ধে অনেক বকবক করেছ তুমি। এবার তুমি তা নিজের চোখে দেখতে পাবে।

তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যে একটা গর্বের আবেগ ঝরে পড়ল। ছেলেমানুষের মত দম্ভভরে তিনি মাটিতে পা ঠুকলেন। দ্বিতীয় কেউ তাঁর জীবনের গোপন রহস্যের অংশীদার হবে এই চিন্তায় তিনি একটা ভয়ঙ্কর আনন্দ পেলেন। তাঁর লজ্জা আর অপমানের মূলাধার সেই প্রতিকৃতিটি যিনি নিজের হাতে এঁকেছেন সেই কীর্তির ভয়ঙ্কর স্মৃতিটা তাঁকেও যে বাকি জীবনটা বয়ে বেড়াতে হবে এই ভেবে ডোরিয়েনের মন পৈশাচিক উল্লাসে নেচে উঠল।

তাঁর কাছে সরে এসে এবং তাঁর কঠোর চোখ দুটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ডোরিয়েন আগের কথারই পুনরুক্তি করলেন: হ্যাঁ। আমার আত্মা আমি তোমাকে দেখাব। যা একমাত্র ভগবানের দেখার কথা বলে তোমার মনে হয়েছিল সেই জিনিসটাই নিজের চোখে তুমি দেখতে পাবে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন হলওয়ার্ড; বললেন: ডোরিয়েন, ভগবানের কুৎসা করছ তুমি। ওরকম কথা বলা তোমার উচিত নয়। কথাগুলি কেবল বিপজ্জনকই নয়, অর্থহীন।

আবার হাসলেন ডোরিয়েন: তাই মনে হচ্ছে তোমার?

হ্যাঁ। আজ রাত্রে তোমাকে যে-সব কথা বললাম সেগুলি তোমারই মঙ্গলের জন্যে। তুমি জান, আমি চিরদিনই তোমার সত্যিকার বন্ধু।

আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার বলা শেষ কর।

চিত্রকরের মুখের ওপরে বেদনার একটা জ্বালা তড়িৎ গতিতে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। একটু থামলেন তিনি। কেমন যেন মায়া হল তাঁর। ঘটনা যাই হোক, ডোরিয়েন গ্রে-র ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামানোর কী অধিকার তাঁর রয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে যে-সব কুৎসা ছড়িয়েছে তার কিছুটা-ও যদি সত্যি হয় তাহলেই কি কম কষ্ট তিনি পেয়েছেন? তারপরেই তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন ফায়ার প্লেসের কাছে; তাকিয়ে রইলেন জ্বলন্ত কাঠ, কুয়াসার মত ছাই, আর কেঁপে-কেঁপে ওঠা আগুনে শিখাগুলির দিকে।

শক্ত এবং পরিচ্ছন্ন স্বরে ডোরিয়েন বললেন: আমি অপেক্ষা করছি, বেসিল।

ঘুরে দাঁড়ালেন বেসিল, বললেন: তোমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে সে-গুলির উপযুক্ত জবাব তুমি আমাকে দেবে আমি কেবল এইটুকুই বলতে চাই। তুমি যদি বল গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত অভিযোগগুলি একেবারে মিথ্যা, আমি তাই বিশ্বাস করব। ডোরিয়েন, অভিযোগগুলি অস্বীকার কর তুমি, কী গভীর উৎকণ্ঠায় আমি ভুগছি তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না? ভগবানের দিব্যি, তুমি আমাকে বলো না যে তুমি খারাপ, ব্যভিচারী, আর ঘৃণ্য।

ডোরিয়েন গ্রে হাসলেন। তাঁর ঠোঁটের ওপরে ঘৃণার বাঁকা রেখা ফুটে বেরোল। তিনি শান্তভাবে বললেন: ওপরে চল বেসিল। প্রতিদিনের রোজনামচা আমি লিখে রাখি। যে-ঘরে এটি লিখি সে-ঘরের বাইরে সেটি যায় না। আমার সঙ্গে এলে আমি সেটি তোমাকে দেখাব।

তুমি যদি তাই চাও, আমি যাব ডোরিয়েন। মনে হচ্ছে ট্রেন ফেল করেছি আমি। তাতে কিছু যায় আসে না। কাল যেতে পারি। কিন্তু আজ রাত্রিতে কিছু পড়তে আমাকে বলো না। আমি যা চাই তা হচ্ছে আমার প্রশ্নগুলির সোজা উত্তর।

উত্তর আমি ওপরেই দেব। এখানে সে-উত্তর আমি দিতে পারব না; বেশী পড়তে হবে না তোমাকে।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি ; সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। তাঁর পিছু-পিছু চললেন বেসিল হলওয়ার্ড। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত ধীরে-ধীরে হাঁটতে লাগলেন তাঁরা। জ্বলন্ত বাতি থেকে বেরিয়ে ভূতুড়ে ছায়াগুলি সিঁড়ি আর দেওয়ালের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বাইরের ঝড়ো বাতাসে জানালার খড়খড়িগুলো খট-খট করে শব্দ করতে লাগল।

সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে ডোরিয়েন বাতিটাকে মেঝের ওপরে নামিয়ে রাখলেন ; তারপর চাবি বার করে তালাটা খুলে ফেললেন। দরজা খুলে আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি : তুমি জানতে চাও, এই না বেসিল ?

চাই।

হেসে বললেন ডোরিয়েন : তোমার কথা শুনে আমি খুশি হয়েছি।

তারপরে একটু রূঢ়ভাবেই তিনি বললেন : পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র মানুষ আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানার যার অধিকার রয়েছে। তুমি যতটুকু ভাবছ আমার জীবন নিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু করার প্রয়োজন তোমার রয়েছে।

এই পর্যন্ত বলে বাতিটা তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন তিনি। একতাল ঠাণ্ডা বাতাস তাঁদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিশ্রী রকমের লাল হয়ে শিখাটা হঠাৎ কেঁপে একবার উঁচু হয়ে উঠল। শিউরে উঠলেন তিনি। বাতিটা টেবিলের ওপরে রেখে তিনি ফিসফিস করে বললেন : দরজাটা বন্ধ করে দাও।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে হলওয়ার্ড তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। চারপাশে বন্ধ ঘরটার অবস্থা দেখে মনে হল অনেক দিন সেখানে কেউ বাস করে নি। একটি বিবর্ণ ফ্লেমিশ গালচে, পর্দা দিয়ে ঢাকা একখানা বড় ছবি, একটি পুরানো ইটালিয়ান ক্যাসোনি, আর প্রায় খালি একটা বুক-কেস—ঘরের আসবাবপত্র বলতে মোটামুটি এই ; তা ছাড়া রয়েছে একটা চেয়ার আর একটা টেবিল। কুলুঙ্গির ওপরে আধপোড়া একটা বাতি ছিল ; ডোরিয়েন সেটা জ্বালানোর সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল সারা ঘরটার ওপরে পুরু ধুলো জমেছে, মাঝে-মাঝে কার্পেটটা ফুটো হয়ে গিয়েছে। তাঁদের শব্দ পেয়েই একটা ইঁদুর ছুটে

পর্দার পেছনে লুকিয়ে পড়ল। ব্যাঙের ছাতার ভিজে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে।

বেসিল, তোমার ধারণা একমাত্র ভগবানই মানুষের আত্মা দেখতে পান ? তাই না ? ওই পর্দাটা একপাশে টেনে দাও ; তুমি আমার আত্মাটা দেখতে পাবে।

স্বরটা কেবল নিরুত্তাপই নয়, যথেষ্ট নিষ্ঠুর।

তাঁর দিকে ভ্রূকুটি করে হলওয়ার্ড বললেন : ডোরিয়েন, হয় তুমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছ ; না হয় তো, অভিনয় করছ।

ডোরিয়েন বললেন : পর্দাটা তুমি সরাতে চাও না ? তাহলে আমি নিজেই তা সরিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে একটা হেঁচকা টান দিয়ে পর্দাটা খুলে ফেললেন তিনি ; তারপরে মেঝের ওপরে ছুঁড়ে দিলেন সেটাকে।

ভয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন হলওয়ার্ড। সেই স্বল্প আলোতে মনে হল ক্যানভাসের ওপর থেকে একটা বীভৎস মুখ তাঁর দিকে কুটিল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সেই দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা তাঁর মন ঘৃণা আর বিরক্তিতে ভরিয়ে তুললো। হায় ভগবান, যা তিনি দেখছেন তা কি ডোরিয়েন গ্রে-র মুখ ? খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। সেই বীভৎসতার মধ্যে, চেহারা তার যত বিকৃতই হোক, সেই অপরূপ সৌন্দর্যকে একেবারে নষ্ট করতে পারে নি। ক্ষীয়মান কেশগুলির ওপরে এখনও কিছু রঙিন আভা ছড়িয়ে রয়েছে। ঠোঁট দুটির রং এখনও বিবর্ণ হয়ে যায় নি। ব্যভিচারে নিষ্প্রভ চোখ দুটি থেকে নীলাঞ্জন ছায়াটুকু এখনও একেবারে মুছে যায় নি ; পাথরে কুঁদাই করার মত সুন্দর নাক আর মসৃণ কণ্ঠ থেকে বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গিটির সৌন্দর্য এখনও নষ্ট হয় নি। হ্যাঁ, ডোরিয়েনের প্রতিকৃতিই বটে। কিন্তু কে এ কাজ করলে ? এই রঙ-তুলি তো তাঁরই নিজের ; ফ্রেমের পরিকল্পনা-ও তো তাঁরই নিজস্ব। জ্বলন্ত বাতিটা তুলে নিয়ে প্রতিকৃতিটির সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ফ্রেমের বাঁ দিকের কোণে তাঁর নিজেরই নাম খোদাই করা রয়েছে।

ব্যাপারটা কেবল নিম্নশ্রেণীর প্রহসনই নয়, ঘৃণ্য, নীচ বিদ্রূপ-ও বটে। ঠিক এই রকম একটি ছবি তিনি আঁকতে পারেন না। তবু এ ছবি তাঁরই। তিনি তা জানতেন। মনে হল, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর শরীরের সমস্ত গরম রক্ত জমে বরফ হয়ে গেল। এই কি তাঁর নিজের আঁকা ছবি ? এর অর্থ কি? এর পরিবর্তন

হল কেন? রুগ্ন মানুষের দৃষ্টি দিয়ে ডোরিয়েন গ্রে-র দিকে তিনি ফিরে তাকালেন। তাঁর মুখ বিকৃত হল ; শুকিয়ে এল জিব। মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোতে চাইল না তাঁর। কপালের ওপরে তিনি হাত বুলোলেন। চিটচিটে ঘামে ভিজে গিয়েছে কপালটা।

কোন বড় অভিনেতার অভিনয় দেখার সময় মানুষে যে-রকম একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে থাকে, কুলুঙ্গিতে ঠেস দিয়ে ডোরিয়েন-ও সেইভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে সত্যিকার কোন দুঃখ অথবা আনন্দ বলে কিছু ছিল না। দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে দেখছিলেন ; সেই দৃষ্টির মধ্যে বিজয়-অভিযানের কিছু ইঙ্গিত-ও যে একেবারে ছিল না সে-কথাও সত্যি নয়। কোটের বোতাম থেকে একটা গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে তিনি তা শুঁকছিলেন ; অথবা মনে হল যেন শুঁকছিলেন।

শেষ পর্যন্ত হলওয়ার্ডই চিৎকার করে উঠলেন : এ-সবের অর্থ কী?

সেই তীক্ষ্ণ স্বর তাঁরই কানে কেমন যেন বেখাপ্পা শোনালো।

ফুলটা হাতের ভেতরে চটকে ডোরিয়েন বললেন : অনেক দিন আগে, আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, তোমার সঙ্গে যখন আমার প্রথম আলাপ হল সেই সময় আমার নিজের দেহের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সজাগ থাকতে তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলে। একদিন তোমার একটি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে। যৌবনের বিস্ময় বলতে কী বোঝায় সে-কথা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তুমি আমার প্রতিকৃতি শেষ করলে। আমি যে কত সুন্দর সে-কথা তখনই আমি বুঝতে পারলাম। মুহূর্তের উত্তেজনায়, আমি এখনও জানি নে তার জন্যে আমি দুঃখিত কি না, আশা করেছিলেম, তুমি সেটাকে প্রার্থনা-ও বলতে পার…

আমার তা মনে আছে। খুব ভালভাবেই মনে রয়েছে। না, না, সে অসম্ভব। এই ঘরটা স্যাঁতসেতে। ক্যানভাসের ওপরে ব্যাঙের ছাতার মত একটা আবরণ পড়েছে। যে রঙ দিয়ে আমি এটা এঁকেছিলাম নিশ্চয় তার ভেতরে কিছু ধাতব বিষ মেশানো ছিল। আমি তোমাকে বলছি— এ অসম্ভব ঘটনা।

জানালার ধারে এগিয়ে গিয়ে শিশির-ভেজা শার্সির গায়ে মাথাটা চেপে ডোরিয়েন বললেন : অসম্ভব ঘটনাটা কী?

ছবিটাকে তুমি নষ্ট করে ফেলেছ—এই কথাই তুমি আমাকে বলেছিলে।

সেটা মিথ্যে কথা। ছবিটাই আমাকে নষ্ট করেছে।

আমি বিশ্বাস করি নে এটা আমার আঁকা ছবি।

ডোরিয়েন তিক্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার আদর্শ এর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছ না?

আমার আদর্শ, যা তুমি বলছ···

যা তুমি বলতে।

তার মধ্যে কোন নোংরামি ছিল না, ছিল না ঘৃণা করার মত কিছু জিনিস। তুমি আমার কাছে এমন একটি আদর্শ ছিলে ঠিক যেরকমটি আর কোনদিনই আমার চোখে পড়ে নি। কিন্তু এই মুখটাতো দেখছি ছাগলের।

এটি হচ্ছে আমার আত্মার মুখ।

হায় ভগবান, এই জিনিসটাকে আমি এতদিন পুজো করে এসেছি? এর চোখ দুটো তো শয়তানের।

নৈরাশ্যের ভঙ্গি করে ডোরিয়েন বললেন: আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই স্বর্গ আর নরক দুই-ই রয়েছে, বেসিল।

আবার প্রতিকৃতিটির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন বেসিল; তাকিয়ে রইলেন তার দিকে; তারপরে চিৎকার করে বললেন: হায় ভগবান, এটাই যদি সত্যি হয়···তোমার জীবন নিয়ে যদি এই রকম খেলাই তুমি সত্যি-সত্যিই খেলে থাক তাহলে লোকে তোমার সম্বন্ধে যা ভাবে তার চেয়ে তো দেখছি তুমি অনেক বেশী খারাপ, অধঃপাতের আর-ও অনেক নীচে তুমি নেমে গিয়েছ।

এই বলে বাতিটি তুলে আবার তিনি ক্যানভাসটাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ওপরটা মোটেই বিকৃত হয় নি। যেমন তিনি রেখেছিলেন ঠিক তেমনিই রয়েছে; বিকৃতি যা ঘটেছে তার সবটাই ওই ভেতর থেকে। অবচেতন মনের কোন একটি বিশেষ আর রহস্যময় চোরা পথ দিয়ে পাপের কুষ্ঠ বাইরে বেরিয়ে এসে ছবিটিকে কুরে-কুরে খেয়ে ফেলছে। জলে বোঝাই কবরের মধ্যে মৃতদেহের পচনও এর মত ভয়ঙ্কর নয়।

হাত কাঁপতে লাগল তাঁর; বাতিটা হাত থেকে মাটির ওপরে পড়ে গেল; শিখাটা ছিটকে পড়ল চারপাশে। পা দিয়ে মাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলেন তিনি। তারপরে টেবিলের পাশে যে সরু একটা চেয়ার ছিল সেইখানে বসে দুটো হাত দিয়ে মুখটাকে ঢেকে দিলেন।

হায় ভগবান, ডোরিয়েন; এ কী শিক্ষা, এ কী ভয়ঙ্কর শিক্ষা!!

কোন উত্তর এল না ডোরিয়েনের কাছ থেকে। জানালার কাছ থেকে একটা চাপা আর্তনাদে ফোঁপাতে লাগলেন তিনি।

হলওয়ার্ড বললেন: ডোরিয়েন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। শৈশবে আমাদের কী কণ্ঠস্থ করতে হয় বলতো? "হে ভগবান, পাপের পথে আমাদের পরিচালিত করো না; আমাদের পাপ তুমি ক্ষমা কর; আমাদের পবিত্র কর তুমি। এস, আমরা দুজনে মিলে সেই প্রার্থনাই আমরা করি। তোমার দম্ভের প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে; তোমার অনুতাপ করার প্রার্থনাও ভগবান পূর্ণ করবেন। তোমার সৌন্দর্যকে আমি খুব বেশী পূজা করতাম। তার শাস্তি আমি পেয়েছি। নিজেকেও তুমি খুব বেশী ভালবাসতে। তার জন্যে আমরা দুজনেই শাস্তি পেয়েছি যথেষ্ট।

ধীরে-ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন ডোরিয়েন; অশ্রুসিক্ত লোচনে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে; বললেন: অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে, বেসিল।

প্রার্থনার সময়-অসময় নেই, ডোরিয়েন; এস, আমরা দুজনে একসঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসে চেষ্টা করে দেখি প্রার্থনার কোন পদ আমাদের মনে আসে কি না। "যদিও তোমার পাপ লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, তবু তাকেই আমি বরফের মত সাদা করে দেব"—এই ধরনের একটা প্রার্থনা রয়েছে না?

ও-পদ বর্তমানে আমার কাছে অর্থহীন, বেসিল।

চুপ! ওকথা বলো না। জীবনে অনেক পাপ তুমি করেছ। হায় ভগবান, ওই হতভাগা জিনিসটা আমাদের যে ব্যঙ্গ করছে তা কি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?

ছবিটির দিকে তাকালেন ডোরিয়েন গ্রে। বেসিলের ওপরে একটা অদম্য আক্রোশ হঠাৎ চেপে বসল তাঁর। মনে হল, ক্যানভাসের ওপরে আঁকা প্রতিকৃতিটা ঠোঁট বিকৃত করে বেসিলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল তাঁকে। বিরাট একটা উত্তেজনায় কেঁপে উঠলেন তিনি। একটা আহত পশুর উন্মত্ত জিঘাংসা তাঁকে অস্থির করে তুলল। ওই চেয়ারে যে মানুষটি বসে রয়েছে তাঁর ওপরে প্রচণ্ড একটা ঘৃণা এল তাঁর। মনে হল এত ঘৃণা জীবনে আর কাউকেই তিনি করেন নি। পাগলের মত তিনি চারপাশে তাকাতে লাগলেন। তাকের ওপরে একটা জিনিস তাঁর চোখে পড়ল। চকচক করছিল জিনিসটা। এটা কী তা তিনি জানতেন। এটা একটা ছোরা। কয়েক দিন আগে একটা দড়ি কাটার জন্যে তিনি এটাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন; তারপরে সরিয়ে

নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন। ধীরে-ধীরে হলওয়ার্ডের পাশ দিয়ে তিনি সেই দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর পেছনে গিয়ে ছোরাটা তুলে নিয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। হলওয়ার্ড একটু নড়লেন; মনে হল তিনি এবারে উঠবেন। দ্রুত-গতিতে এগিয়ে গিয়ে ডোরিয়েন সেই ছোরা বেসিলের কানের পেছনে যে বড় শিরাটা রয়েছে তার মধ্যে প্রচণ্ড বেগে ঢুকিয়ে দিলেন। মাথার ওপরে জোরে আঘাত করে ফেলে দিলেন মেঝেতে; তারপরে বারবার ছুরিকাঘাত করতে লাগলেন তাঁকে।

একটা চাপা গোঙানি শোনা গেল; মনে হল, চাপ-চাপ রক্তে কার-ও যেন কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বেসিলের অসহায় দুটি হাত বার তিনেকের মত কাঁপতে-কাঁপতে ওপরে উঠে শেষবারের মত মাটির ওপরে লুটিয়ে পড়ল। আরও দুবার তাঁর বুকে ছোরাটা বসিয়ে দিলেন ডোরিয়েন। মৃত বেসিলের কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ এল না। মেঝের ওপর জলীয় একটা কিছু ঝির-ঝির করে গড়িয়ে পড়ল। বেসিলের মাথাটা নিচের দিকে চেপে রেখে একটু অপেক্ষা করলেন তিনি; তার টেবিলের ওপরে ছোরাটা ছুঁড়ে দিয়ে কান পেতে রইলেন।

কার্পেটের ওপরে ঝির-ঝির ক'রে রক্ত পড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই তাঁর কানে এল না। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। চারপাশ নিজন, চুপচাপ। আশেপাশে কাউকেই দেখা গেল না। কয়েক সেকেণ্ড চারপাশের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তিনি বারান্দার রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে চাবিটা বার করে আবার তিনি ভেতরে ঢুকলেন; তারপরে খিল দিয়ে দিলেন ঘরে।

মূর্তিটা তখনও চেয়ারের ওপরেই বসে রয়েছে; মাথাটা তার টেবিলের ওপরে নামানো; পিঠটা উঁচু হয়ে উঠেছে—হাত দুটি অদ্ভুতভাবে রয়েছে ছড়ানো। তার পিঠের ওপর গভীর একটা ক্ষত চিহ্ন না থাকলে, আর তার ওপরে কালো রক্ত জমাট বেঁধে না উঠলে, সবাই ভাবত লোকটি ঘুমোচ্ছেন।

কত তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ হয়ে গেল! অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে গেলেন তিনি; জানালার ধারে এসে খুলে দিলেন শার্সিগুলো; তারপরে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। বাতাসে কুয়াশা উড়ে গিয়েছে; অজস্র সোনালি নক্ষত্রে খচিত হয়ে আকাশটাকে একটা দানবীয় ময়ূরের পেখমের মত দেখাচ্ছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন পুলিশ রোঁদে বেরিয়ে নিস্তব্ধ বাড়ীগুলির বন্ধ দরজার ওপরে

তার লম্বা লণ্ঠন ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আলো ফেলছে। এক কোণে লাল রঙের একটা পুলিশের গাড়ী চকিতে দেখা দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। লম্বা আলোয়ান জড়িয়ে একটি মহিলা রেলিং-এর ধার দিয়ে সন্তর্পণে স্খলিতপদে এগিয়ে এল। মাঝে-মাঝে সে থামলো, ফিরে তাকালো পেছনের দিকে। পুলিশম্যান তার সামনে এগিয়ে এসে কী যেন বলল। হাসতে-হাসতে মেয়েটি টলতে-টলতে চলে গেল। যাওয়ার সময় হেড়ে গলায় অপ্রকৃতিস্থের মত গানের কয়েকটা কলিও আওড়ালো। একটা ঠাণ্ডা হাওয়া পার্কের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। গ্যাসের আলোগুলি কাঁপতে লাগল, কাঁপতে-কাঁপতে নীলচে হয়ে গেল তারা। পত্রহীন গাছগুলি তাদের সেই কালো-কালো লোহার মত শক্ত ডালগুলি এপাশ-ওপাশে নাড়াতে লাগল। কাঁপতে-কাঁপতে পিছিয়ে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

দরজার সামনে গিয়ে চাবি দিয়ে তালাটা খুললেন তিনি। নিহত মানুষটির দিকে তিনি একবার ফিরেও তাকালেন না। তাঁর মনে হল ব্যাপারটা নিয়ে কোন রকম চিন্তা না করাটাই হল আসল কথা। ওই ছবিটাই হল তাঁর সমস্ত দুঃখ আর দুর্দশার মূল কারণ। যে বন্ধুটি ওই বিপজ্জনক ছবি এঁকেছেন তিনি আজ মৃত। সেইটেই যথেষ্ট।

তারপরে বাতিটার কথা তার মনে পড়ে গেল। মুর দেশের কারুকার্য করা অদ্ভুত সেই বাতিদান ; মরা রুপো দিয়ে তৈরি ; তার গায়ে নীলকান্তমণির বুটি। সেটাকে যথাস্থানে দেখতে না পেয়ে চাকরটা হয়ত খোঁজাখুঁজি করবে। একটু ইতস্তত করলেন তিনি। তারপরে ঘুরে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে সেটি তুলে নিলেন। মৃত মানুষটির দিকে একবার চোখ না ফিরিয়ে তিনি পারলেন না। কী চুপচাপ পড়ে রয়েছে দেহটা। দীর্ঘ হাত দুটি কী ভয়ঙ্কর সাদাই না দেখাচ্ছে ! মনে হল যেন একটা ভয়াল মোমের মূর্তি চেয়ারের ওপরে বসে রয়েছে।

দরজায় চাবি দিয়ে চুপি-চুপি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলেন তিনি। কাঠের সিঁড়িগুলি মচমচ করল ; মনে হল, তারা যেন যন্ত্রণায় গোঙিয়ে উঠছে। কয়েক-বারই তিনি থামলেন ; উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন। না। চারপাশ নিস্তব্ধ। যে শব্দ তাঁর কানে ঢুকেছিল সেটা তাঁরই পায়ের।

লাইব্রেরীতে ঢুকে এলেন তিনি, দেখলেন, ঘরের এক কোণে ব্যাগ আর কোটটা পড়ে রয়েছে। ওগুলিকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে। ঘরের দেওয়ালের ভেতরে একটা গোপন কুঠরী ছিল। তার মধ্যে তিনি তাঁর গোপন

জিনিসগুলি রাখতেন। সেই দেরাজটা খুলে ব্যাগ আর কোট তার ভেতর ঢোকালেন। পরে যথাসময়ে ওগুলিকে সহজেই পুড়িয়ে ফেলা যাবে। তারপরে তিনি ছোট ঘড়িটা বার করে দেখলেন। দু'টো বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি।

বসে পড়ে ভাবতে লাগলেন তিনি। যা তিনি করেছেন তার জন্যে ইংলণ্ডে প্রতিটি মাসে প্রতিটি বছরে মানুষকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। আকাশে বাতাসে হত্যার উন্মত্ততা ছড়িয়ে পড়েছে। কোন ধূমকেতু পৃথিবীর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে।...তবু, তিনিই যে হত্যাকারী তার প্রমাণ কী? রাত্রি এগারটার সময় বেসিল হলওয়ার্ড তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। তাঁকে ফিরে আসতে কেউ দেখে নি। অধিকাংশ চাকরই সেলবী রয়্যালে গিয়েছে। তাঁর নিজস্ব পরিচারক গিয়েছে ঘুমোতে। প্যারিস! হ্যাঁ। বেসিল প্যারিসেই গিয়েছেন। তাঁরই সময়সূচী অনুযায়ী মাঝরাতের ট্রেনেই তিনি প্যারিসের পথে রওনা হয়েছেন। নিজেকে লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখার স্বভাব যে তাঁর রয়েছে একথা কে না জানে। সুতরাং, তিনি যে মারা গিয়েছেন সে-সন্দেহ মানুষের হতে কয়েক মাস সময় লাগবে। দীর্ঘ কয়েকটি মাস। তার ভেতরে তাঁর সমস্ত পশ্চাৎ চিহ্ন একেবারে নষ্ট করে ফেলা সম্ভব হবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। ফার্-এর কোট আর টুপী চড়িয়ে তিনি হল-ঘরে বেরিয়ে এলেন। একটু থামলেন। ফুটপাতের ওপরে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। সে-শব্দ তাঁর কানে এল। তাদের লণ্ঠনের আলো গোল হয়ে শার্সির কাচের ওপরে পড়েছে তা-ও তিনি দেখলেন। নিঃশ্বাস টিপে অপেক্ষা করলেন তিনি।

তারই একটু পরে চাবিটা টেনে নিয়ে তিনি পকেটের মধ্যে ফেলে দিলেন; তারপরে খুব আস্তে-আস্তে দরজাটা বন্ধ করে, তিনি বেলটা বাজাতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারক গায়ে কোন রকমে পোশাকটা জড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখে মুখে তখনও তার বেশ ঘুম জড়িয়ে রয়েছে।

দু'পা এগিয়ে এসে তিনি বললেন: ফ্রান্সিস, তোমাকে ঘুম থেকে টেনে তোলার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি "ল্যাচ কী" টা আনতে ভুলে গিয়েছি। ক'টা বাজে বলত?

চোখ দু'টো মিটমিট করে লোকটি বলল: দু'টো বেজে দু'মিনিট হয়েছে স্যার।

ছুটো বেজে দু'মিনিট! বল কী! বড্ড রাত হয়ে গিয়েছে তো তাহলে। তুমি কিন্তু কাল বেলা ন'টার সময় আমাকে তুলে দিয়ো। কিছু কাজ রয়েছে আমার।

দেব স্যার।

সন্ধ্যের দিকে কেউ আমার খোঁজ করছিল?

মিঃ হলওয়ার্ড, স্যার। তিনি এখানে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত বসেছিলেন। তারপরে ট্রেন ধরতে হবে বলে উঠে গেলেন।

তাঁর সঙ্গে দেখা হল না বলে আমি দুঃখিত। কিছু বলে গিয়েছেন তিনি; অথবা কোন চিঠি দিয়েছেন?

না স্যার। তিনি বলে গিয়েছেন ক্লাবে যদি আপনার সঙ্গে আজ দেখা না হয় তাহলে প্যারিস থেকে তিনি আপনাকে চিঠি দেবেন।

ঠিক আছে ফ্রান্সিস। কাল আমাকে সকাল ন'টায় ডেকে দিতে ভুলো না।

না স্যার।

চটি পায়ে দিয়ে লোকটি টলতে-টলতে ঘুমের ঘোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টুপী আর কোটটা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে ডোরিয়েন লাইব্রেরীতে ঢুকলেন। ভাবতে-ভাবতে আর ঠোঁট কামড়াতে-কামড়াতে প্রায় মিনিট পনের ধরে তিনি পায়চারি করলেন। তারপরে একটি ব্যাগ থেকে তিনি "ব্লু বুকটা" টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। 'অ্যালেন ক্যাম্পবেল, ১৫২, হার্ট ফোর্ড স্ট্রীট, মে ফেয়ার"। হ্যাঁ; এই লোকটিকেই তাঁর দরকার।

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

পরের দিন সকাল ন'টার সময় চাকরটি ট্রে-তে ক'রে এক কাপ চকোলেট নিয়ে ঘরে ঢুকে জানালার শার্সিগুলি খুলে দিল। ডান দিকে পাশ ফিরে একটা হাত গালের নিচে রেখে বেশ আরাম করেই ঘুমোচ্ছিলেন ডোরিয়েন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখলে মনে হবে যেন খেলা অথবা পড়ার পরে ক্লান্ত হয়ে একটা শিশু ঘুমিয়ে পড়েছে।

লোকটি তাঁর কাঁধে বার দুই ঠেলা দেওয়ার পরে তাঁর ঘুম ভাঙলো। চোখ

খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঠোঁট দুটির ওপরে একটি মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। মনে হল যেন একটা মিষ্টি স্বপ্নে এতক্ষণ তিনি বিভোর হয়ে ছিলেন। তবু, স্বপ্ন তিনি মোটেই দেখেন নি। আনন্দ বা দুঃখ কোনটাই তাঁর রাত্রিটিকে ভারাক্রান্ত করে তোলে নি। কিন্তু অকারণেই যৌবন হাসে। এইটাই হচ্ছে তার সেরা সৌন্দর্য।

ঘুরে বালিশের ওপর কনুইটা রেখে চকোলেটে চুমুক দিলেন তিনি। নভেম্বর মাসের মিষ্টি রোদ তাঁর ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরিচ্ছন্ন আকাশ; বাতাসে মিষ্টি রোদের আমেজ। দিনটা মে মাসের প্রভাতের মতই উজ্জ্বল।

ধীরে-ধীরে নিঃশব্দ রক্তাক্ত পদক্ষেপে গতরাত্রির ঘটনাগুলি তাঁর মাথার মধ্যে ভিড় করে দাঁড়ালো; পরিস্ফুট করে তুলল সেই বিপজ্জনক নাটকটিকে। তিনি যে দুঃখ পেয়েছেন সেই দুঃখ আর বেদনার স্মৃতি হঠাৎ তাঁকে ভারাক্রান্ত করে তুলল; তারই উত্তেজনায় চেয়ারের ওপরে উঠে বসলেন তিনি; এবং যে ঘৃণা বেসিল হলওয়ার্ডকে হত্যা করতে তাঁকে বাধ্য করেছিল সেই নিদারুণ ঘৃণা আবার এসে দেখা দিল; তাঁর সমস্ত সহানুভূতি হিমশীতল হয়ে জমাট বেঁধে গেল। মৃত লোকটি এখনও সেইখানে একই ভাবে বসে রয়েছে, তবে বর্তমানে রোদ এসে তার গায়ের ওপরে পড়েছে। কী ভয়ঙ্কর! এই রকম ভয়ঙ্কর কাজের দোসর রাত্রির অন্ধকার, দিনের পরিচ্ছন্ন আলো নয়।

তাঁর মনে হল গত রাত্রির কথা আবার যদি তিনি ভাবতে সুরু করেন তাহলে হয় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, আর না হয়, পাগল হয়ে যাবেন। এমন অনেক পাপ রয়েছে যাদের স্মৃতি সত্যিকারের কাজের চেয়ে অনেক বেশী মানুষকে মুগ্ধ করে। সত্যিকার ভোগ মানুষের প্রবৃত্তির আকাঙ্খা মেটায় সন্দেহ নেই; তাকে আনন্দ দেয়; কিন্তু এই সব কাল্পনিক বিজয়, যাকে আমরা পাপের মনোচারণ বলি, তারা আমাদের আনন্দ দেয় অনেক বেশী, আমাদের কল্পনাকে অনেক বেশী রাঙিয়ে তোলে। কিন্তু বর্তমান স্মৃতিটা ঠিক সেই জাতীয় নয়। এই স্মৃতি ভয়াবহ, বিপজ্জনক—মানুষকে আফিঙের নেশায় আচ্ছন্ন, একেবারে ধ্বংস করে ফেলে তাকে—। সেই ধ্বংসের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে একে নষ্ট করে দিতে হবে।

আধ ঘণ্টা এইভাবে বসে থাকার পরে, কপালের ওপর হাতটা বুলালেন তিনি; তারপরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন; পরিপাটি করে পোশাক পরলেন, অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশী যত্ন নিলেন প্রসাধনে; পছন্দমত নেকটাই

পরলেন, বাছাই করে নিলেন একটা আংটি। অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে-চিবিয়ে প্রাতরাশ খেলেন, চাকরদের এবারে কী ধরনের পোশাক তৈরি করিয়ে দেবেন তাই নিয়ে চাকরের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন; চিঠিপত্র খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন। কয়েকটি চিঠি পড়ে তিনি হাসলেন; তিনটি চিঠি পড়ে বিরক্ত হলেন। একখানা চিঠি বারবার তিনি পড়লেন; তারপরে, ভ্রূ কুঁচকে সেটিকে ছিঁড়ে ফেললেন। এই জাতীয় চিঠির সম্বন্ধেই লর্ড হেনরী একবার বলেছিলেন: একেই বলে মহিলাদের স্মৃতি চারণ। বাপরে বাপ, কী ভয়ানক!!

এক কাপ কালো কফি খাওয়ার পরে তোয়ালে দিয়ে ধীরে-ধীরে মুখ মুছলেন তিনি; চাকরকে অপেক্ষা করতে বলে লেখার টেবিলের দিকে উঠে গেলেন; সেখানে গিয়ে চিঠি লিখলেন দুটি। একটা তিনি নিজের পকেটে ঢুকোলেন; আর একটা তাঁর চাকরের হাতে দিয়ে বললেন: ফ্রান্সিস, এটা নিয়ে তুমি ১৫২ নং হার্ট ফোর্ড স্ট্রীটে যাও। মিঃ ক্যাম্পবেল যদি এখন শহরের বাইরে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর ঠিকানাটা নিয়ে এস।

আবার তিনি একা, নিঃসঙ্গ। চাকরটি চলে যাওয়ার পরেই তিনি একটা সিগারেট ধরালেন; তারপরে এক টুকরো কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসলেন; প্রথমে আঁকলেন ফুলের ছবি, তারপরে ঘর-বাড়ীর, তারপরে মানুষের মুখের। আঁকতে-আঁকতে হঠাৎ তিনি মন্তব্য করে বসলেন—বেসিল হলওয়ার্ডের মুখের সঙ্গে এই সব ক'টির-ই কোথায় যেন একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই ভ্রূকুটি করে উঠে পড়লেন তিনি, বুক-কেস-এর দিকে এগিয়ে গেলেন; সেখান থেকে একখানা বই তুলে নিলেন। বাধ্য না হলে যা ঘটেছে তা নিয়ে আর তিনি আলোচনা করবেন না বলে মনোস্থির করে বসলেন।

সোফার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে তিনি গিটারের লেখা একখানা বই, জাপানী কাগজে ছাপানো ছবি জ্যাকিমার্ট-এর; সবুজ চামড়া দিয়ে বাঁধাই। বইটি আদ্রিয়েন সিঙ্গলটন তাঁকে দিয়েছিলেন। বইটির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে ল্যাসিনেয়ার-এর ঠাণ্ডা সবুজ হাতের ওপরে লেখা একটি কবিতার ওপরে তাঁর চোখ পড়ে গেল। কবিতাটি পড়ে নিজের সাদা স্ঁচোলো আঙুলগুলির দিকে তিনি একবার তাকিয়ে দেখলেন; দেখে, নিজের অজান্তেই কেমন যেন শিউরে উঠলেন। তারপরে পড়লেন ভেনিস-এর ওপরে লেখা সুন্দর একটি কবিতা।

কী সুন্দর বর্ণনা ভেনিস-এর। কবিতাটা পড়তে-পড়তে পাঠকের মনে হবে সে যেন পাটল বর্ণের মুক্তার মত শহরের নদীর ওপর দিয়ে পাল তুলে রূপালি দাঁড় লাগানো কালো গনডোলার ওপরে বসে ভেসে চলেছে; শরৎকালে ভেনিসে তিনি যে দিনগুলি কাটিয়েছিলেন সেইগুলির কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। কী আনন্দেই না কেটেছিল দিনগুলি—অজস্র আনন্দ আর ভুলের উত্তেজনায় মাতোয়ারা হয়ে ছিলেন তিনি। প্রতিটি জায়গায় রোমান্স একেবারে থই-থই করছে সেখানে; কিন্তু অক্সফোর্ডের মত, ভেনিস-ও তার সমস্ত রোমান্সকে পেছনে সরিয়ে রেখেছে। আর সত্যিকার রোমান্টিক চিন্তাধারার মানুষের কাছে পটভূমিকাটাই আসল, অথবা একমাত্র সত্য। কিছুদিন বেসিল-ও তাঁর সঙ্গে ওখানে কাটিয়েছিলেন। হতভাগ্য বেসিল! মানুষ যে এভাবে মারা যেতে পারে সেকথা ভাবতে-ও তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বইটা তুলে নিলেন তিনি। সব কিছু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। একটার পর একটা পাতা ওলটাতে লাগলেন তিনি। দেশ-বিদেশের পাখির কাহিনী পড়লেন; স্মার্ণার ছোট কাফের জানালার ভেতর দিয়ে চড়াই পাখিরা উড়ে বেড়ায়—সেখানে হাজিসরা বসে-বসে হলদে রঙের মালা গণে, পাগড়ি-ওয়ালা বণিকদের দল তাদের লম্বা-লম্বা পাইপ টানে; আর মাঝে-মাঝে গম্ভীরভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। সব পড়লেন তিনি। আরও অনেক কিছু পড়লেন তিনি: সূর্যহীন প্যালেস দ্য লা কনকোর্ড-এর ওবেলিসক পাখির কথা, নীল নদের ধারে স্পিনিকস-এর কথা, ইজিপ্টের শকুন আর কুমীরের কথা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বইটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি; বিরাট ভয় এসে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অ্যালেন ক্যাম্পবেল যদি ইংলণ্ডের বাইরে চলে যায়? তাঁর ফিরে আসতে অনেক দিন লাগবে। তিনি না-ও আসতে পারেন। তাহলে তিনি কী করবেন? প্রতিটি মুহূর্ত এখন জরুরী। পাঁচ ছ' বছর আগে তাঁদের মধ্যে অগাধ বন্ধুত্ব ছিল—যাকে বলে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। তারপরেই হঠাৎ তাঁদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এখন মাঝে-মাঝে কোন জায়গায় যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তাহলে ডোরিয়েন-ই পরিচিতির হাসি হাসেন; অ্যালেন পরিচয়কে অগ্রাহ্য করে যান।

মানুষ হিসাবে অ্যালেন সত্যিকারের বুদ্ধিমান যুবক। কিন্তু বাস্তব কলার সৌন্দর্য তাঁকে কোনদিনই আকর্ষণ করতে পারে নি; আর কাব্যিক সৌন্দর্য

বলতে যেটুকু তিনি বুঝতেন বলে মনে হোত তার সবটুকুই তাঁর ডোরিয়েন-এর কাছ থেকে নেওয়া। বিজ্ঞানের দিকেই তাঁর ঝোঁকটা ছিল প্রবল। কেম্ব্রিজে পড়ার সময় বেশীর ভাগ সময়টাই তিনি ল্যাবরেটরীতে কাটাতেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি ভালই ছিলেন। এখনও পর্যন্ত তিনি রসায়নশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করতেন; নিজের একটি পরীক্ষাগার-ও তিনি তৈরি করেছেন; এবং সেইখানেই দিনের অধিকাংশ সময় দরজা বন্ধ করে দিয়ে গবেষণায় ডুবে থাকতেন অ্যালেন। তাঁর মা তাঁর এবম্বিধ ব্যবহারে বড় ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি মনে করতেন কেমিস্টরা কেবল রোগীর প্রেসক্রিপসন লেখে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র পার্লামেণ্টের নির্বাচনে দাঁড়াক। গায়ক হিসাবেও অ্যালেনের যথেষ্ট নাম ছিল। অনেক সখের বাজিয়েদের চেয়ে অনেক ভাল তিনি বেহালা আর পিয়ানো বাজাতে পারতেন। সত্যি কথা বলতে কি এই গান বাজনার মধ্যে সেই ডোরিয়েন-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়; আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যা ঘটেছে—ডোরিয়েন-এর অদ্ভুত সৌন্দর্য আর সম্মোহনী শক্তিই তাঁকে তাঁর কাছে টেনে এনেছিল। লেডী বার্কশায়ারের বাড়ীতে যে রাত্রিতে রুবিনস্টেন বাজনা বাজিয়েছিলেন সেই রাত্রিতেই ওদের দুজনের পরিচয় হয়; তারপরেই তাঁরা এক সঙ্গে অপেরায় যেতে সুরু করেন; সুরু করেন গানের মজলিসে যোগ দিতে। আঠার মাস ধরে তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়। এই সময় সেলবিরয়্যাল অথবা গ্রসভেনর স্কোয়ারে প্রায় অ্যালেনকে দেখা যেত। তাঁদের মধ্যে কী কারণে কলহ হয়েছিল, অথবা, কলহ কোন আদৌ হয়েছিল কি না সে কথা কেউ জানে না। কিন্তু হঠাৎ শোনা গেল তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে; আর কোন জায়গায় ডোরিয়েন হাজির হলে অ্যালেন অনেক আগেই সেখান থেকে চলে যান। অ্যালেন-এর ভেতরেও অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সেই হাসি খুশি ভাবটা তাঁর আর নেই; সব সময়েই কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকেন। গান-বাজনার জলসায় বিশেষ দেখা যায় না তাঁকে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন বিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি এতই ব্যস্ত থাকেন যে ও-সব দিকে মন দেওয়ার মত সময় তাঁর আর নেই। কথাটা সত্যি। দিনদিন তিনি শরীরতত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। মাঝে-মাঝে অদ্ভুত ধরনের গবেষণাও তিনি করতেন। বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকপত্রে তাঁর নামও মাঝে-মাঝে দেখা যেত।

এই মানুষটির জন্যেই ডোরিয়েন গ্রে অপেক্ষা করে বসেছিলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটি-একটি মিনিট গণে যাচ্ছিলেন তিনি। মিনিটের পর মিনিট কেটে

যাওয়ার পরেই তিনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। খাঁচায়-পোরা একটি রমণীয় বস্তুর মত তিনি উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। দুটি হাত অদ্ভুতভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে তিনি লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘুরতে লাগলেন।

প্রতীক্ষা অসহ্য হয়ে উঠল তাঁর। মনে হল, সময় যেন আর কাটে না। প্রতিটি মুহূর্তে একটি কালো ঝড়ো হাওয়া যেন তাঁকে ঠেলে-ঠেলে চড়াই-এর একেবারে কিনারের দিকে নিয়ে চলেছে। তারপরেই নীচে বিরাট অন্ধকার তলহীন গহ্বর। সেখানে তাঁর জন্যে কী অপেক্ষা করে বসে রয়েছে তা তিনি জানতেন। সেই ভয়ে দুটি হাত দিয়ে জোরে-জোরে তিনি তাঁর চোখ দুটো ঘষতে লাগলেন; মনে হল তিনি তাঁর নিজের মাথাটা ভেঙে ফেলবেন, দুটি চোখকে ঢুকিয়ে দেবেন কোটরের ভেতরে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেলেন না তিনি। দুশ্চিন্তার পঙ্গপাল তাঁরই চোখের সামনে নেচে-নেচে বেড়াতে লাগল। তারপরে হঠাৎ স্থবির হয়ে গেল সময়। সেই মরা সময় কবরখানা থেকে লঘুগতিতে তাঁর চোখের ওপরে যে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎটিকে টেনে নিয়ে এল তা দেখেই আঁৎকে উঠলেন তিনি। ফ্যাল-ফ্যাল করে তার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। আতংকে পাথর হয়ে গেলেন তিনি।

অবশেষে দরজা খুলে গেল; ঘরে ঢুকল চাকর। তার দিকে চকচকে চোখে চেয়ে দেখলেন ডোরিয়েন।

লোকটি বলল: মিঃ ক্যাম্পবেল এসেছেন স্যার।

তাঁর সেই শুকনো ঠোঁট দুটির ভেতর থেকে একটা স্বস্তির স্বর ফুটে বেরোল। বিবর্ণ গণ্ড দুটি ধীরে-ধীরে আবার তাদের পুরানো রঙ ফিরে পেল। কিছুটা সহজ হয়ে এলেন ডোরিয়েন।

তাঁকে এখনই পাঠিয়ে দাও ফ্রানসিস।

তাঁর মনে হল, আবার যেন স্বস্থানে ফিরে এসেছেন তিনি। তাঁর দেহ-মন থেকে ভীরুতা, দুর্বলতার সব চিহ্ন তখন অপহৃত হয়েছে।

মাথাটা নিচু করে লোকটি চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতরেই অ্যালেন ক্যাম্পবেল ভেতরে ঢুকে এলেন। আগন্তুকের মেজাজ বেশ রুক্ষ; কিন্তু মুখের রঙটি বিবর্ণ। ঘন কালো চুল আর ভুরু দুটির জন্যে তাঁর মুখের পাণ্ডুরতা আরও বেশী করে চোখে পড়ল।

অ্যালেন! তুমি যে দয়া করে এসেছ তার জন্যে ধন্যবাদ।

গ্রে, তোমার বাড়ীতে আর কোন দিন আসার ইচ্ছে আমার ছিল না।

কিন্তু তুমি চিঠিতে লিখেছিলে যে জীবন আর মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ।

তাঁর স্বরটি যে কেবল কঠোর তা-ই নয়; রীতিমত নিরুত্তাপ। ধীরে-ধীরে চিবিয়ে-চিবিয়ে কথাগুলি বললেন তিনি। ডোরিয়েন গ্রে-র দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন; সেই দৃষ্টি ঘৃণার, অবহেলার। হাত দুটি কোটের পকেটে ঢুকিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন; ডোরিয়েন গ্রে-র সাগ্রহ অভ্যর্থনাকে কোন রকম আমল দিলেন না।

হ্যাঁ; সত্যিই তাই—জীবন-মৃত্যুই বটে; আর আমার একারই নয়; আরও অনেকের। বস।

টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন ক্যাম্পবেল; তাঁর মুখোমুখি বসলেন ডোরিয়েন। চোখাচোখী হল দুজনের। একটু করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ডোরিয়েন। তিনি জানতেন যা তিনি বলতে যাচ্ছেন তা সত্যিই ভয়ঙ্কর।

কয়েক মুহূর্ত বিক্ষুব্ধ নিস্তব্ধতার পরে তিনি অ্যালেনের দিকে একটু ঝুঁকে শান্তভাবে বললেন; প্রতিটি কথা কী ভাবে তাঁর ওপরে প্রভাব বিস্তার করছে তা-ও লক্ষ্য করলেন তিনি: অ্যালেন, এই বাড়ীর ছাদে একটা বন্ধ ঘর রয়েছে। সেই ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ ঢোকে না। সেইখানে টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের ওপরে একটি মৃত মানুষ বসে রয়েছে। এখন থেকে ঘটা দশেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে। উঠো না; আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থেকো না। লোকটি কে, কেন সে মারা গেল, কী ভাবে মারা গেল—সে-সব বিষয়ে জানার কোন প্রয়োজন তোমার নেই। তোমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে এই যে···

গ্রে, তুমি চুপ কর। আর কিছু আমি জানতে চাইনে। তুমি যা বললে তা সত্যি কি না তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। আসল কথা, তোমার জীবনের কোন ঘটনার সঙ্গে নিজেকে আর জড়িয়ে রাখতে আমি নারাজ। যদি কোন ভয়ঙ্কর গোপন কাহিনী তোমার থাকে তা তুমি নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখ। সেটা জানার কোন কৌতূহল আমার নেই।

অ্যালেন, তোমাকে তা জানতেই হবে; বিশেষ করে এই গোপন কথাটা তোমার জানা চাই। তোমার জন্যে সত্যিই আমার বড় দুঃখ হয়, অ্যালেন। কিন্তু আমার কোন উপায় নেই। একমাত্র তুমিই আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পার। সেই জন্যে বাধ্য হয়েই তোমাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি।

তা ছাড়া অন্য কোন পথ আমার ছিল না। অ্যালেন, তুমি বৈজ্ঞানিক। রসায়ন আর ওই জাতীয় কিছু বিষয়ে তোমার জ্ঞান রয়েছে। এই সব বিষয়ে অনেক পরীক্ষা তুমি করেছ। ওপরে যে জিনিসটি পড়ে রয়েছে সেটিকে একেবারে লোপাট করে দিতে হবে; এমন ভাবে পুড়িয়ে ফেলতে হবে যেন তার কোন চিহ্নটুকু পর্যন্ত আর না থাকে। এ-বাড়ীতে ঢুকতে লোকটিকে কেউ এখানে দেখে নি। সত্যি কথা বলতে কি, ঠিক এই সময় তার প্যারিসে থাকার কথা। বেশ ক'টা মাস তার প্যারিসে থাকার কথা। বেশ ক'টা মাস তার কেউ খোঁজ খবর নেবে না। যখন লোকে তাকে খুঁজবে তখন তার কোন চিহ্ন যেন এখানে না থাকে। অ্যালেন, তুমি তাকে আর তার সমস্ত চিহ্নগুলিকে পুড়িয়ে ছাই করে দাও; সেই ছাই আমি বাতাসে ছড়িয়ে দেব।

ডোরিয়েন, তুমি উন্মাদ।

তুমি আমাকে ওই নামে ডাকবে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলাম এতদিন, অ্যালেন।

তুমি উন্মাদ হয়েছ; উন্মাদ না হলে ভাবতে পারতে না যে যা তুমি চাইছ তা-ই আমি করব; উন্মাদ না হলে, এ প্রস্তাব তুমি আমাকে দিতে পারতে না। ঘটনাটা যাই হোক, তার মধ্যে আমি আর নেই। তুমি কি মনে কর, তোমাকে বাঁচানোর জন্যে একটা মিথ্যে দুর্নামের বোঝা আমি মাথায় তুলে নেব? তুমি যদি কিছু শয়তানী করে থাক তার দায়িত্ব আমার নয়।

অ্যালেন, লোকটি আত্মহত্যা করেছে।

শুনে খুশি হলাম। কিন্তু কে তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে? সম্ভবত, তুমি।

আমার জন্যে এতটুকু করতে কি তুমি এখনও নারাজ?

নিশ্চয়। তোমার জন্যে আমি কিছুই করতে রাজি নই। এর জন্যে তোমার কী দুর্নাম ঘটবে তার দায়িত্ব আমার নেই। সেইটাই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার। দশ জনের কাছে তুমি যদি হেয় প্রতিপন্ন হও, সমাজে সবাই যদি তোমাকে দূর-ছাই করে তাহলেও তোমার জন্যে আমার কোন দুঃখ হবে না। পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে তোমার দুষ্কর্মের ভাগীদার হতে তুমি আমার শরণাপন্ন হয়েছ দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভেবেছিলেম অন্য মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কিছু জ্ঞান জন্মেছে। তোমর বন্ধু লর্ড হেনরী ওটন তোমাকে যা-ই শিখিয়ে থাকুন মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই

শেখান নি। তোমাকে সাহায্য করার জন্যে একটা আঙুল-ও আমি তুলতে রাজি নই। তুমি ভুল লোকের কাছে এসেছ। সাহায্যের জন্যে তুমি তোমার বন্ধুদের কাছে যাও—আমার কাছে এস না।

অ্যালেন, ব্যাপারটা হচ্ছে হত্যা। আমি তাকে হত্যা করেছি। তুমি জান না তারই জন্যে জীবনে আমি কত যন্ত্রণা ভোগ করেছি। আমি আজ যে-অবস্থায় এসে পৌচেছি তার জন্যে হ্যারির অবদান যত তার চেয়ে অনেক বেশী অবদান ছিল তার; ভালর জন্যেও বটে, খারাপের জন্যেও বটে। তার ইচ্ছে হয়ত তা ছিল না; কিন্তু হয়ে-দয়ে জিনিসটা একই দাঁড়িয়েছে।

হত্যা! হায় ভগবান! শেষ পর্যন্ত ডোরিয়েন, তুমি এতটা নিচে নেমে এসেছ? এদিক থেকে কোন সাহায্য আমার তুমি পাবে না। ও কাজ আমার নয়। তা ছাড়া, আমার সাহায্য ছাড়াই পুলিশ তোমাকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করবে। মূর্খ ছাড়া কেউ কোন পাপ কাজ করে না। কিন্তু এবিষয়ে আমার কিছুই করণীয় নেই।

তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে। থাম, থাম; অস্থির হয়ো না। আমার কথা শোন, শোন না অ্যালেন। তুমি একটু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কর; এ ছাড়া আর কিছু আমি চাই নে। তুমি হাসপাতালে যাও, মর্গে যাও; সে-সব জায়গায় তুমি যে বীভৎস মৃতদেহ দেখ সেগুলি তোমার ওপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কোন নোংরা শব-ব্যবচ্ছেদাগারের টেবিলের ওপরে যদি তুমি এই মানুষটিকে শায়িত অবস্থায় দেখতে তাহলে বস্তুটিকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপযুক্ত আধার ভেবে তুমি কেবল খুশিই হতে। এতটুকু দ্বিধা করতে না তুমি। তোমার একবার-ও মনে হোত না যে তুমি কিছু অন্যায় করতে যাচ্ছ; বরং তোমার মনে হোত মনুষ্য জাতির একটা উপকার তুমি করছ? বিশ্বের জ্ঞান বাড়িয়ে দিচ্ছ; অথবা, চিন্তার কিছুটা কৌতূহল মেটাচ্ছ; বা, ওই জাতীয় কোন সৎ কাজে তুমি নিজেকে উৎসর্গ করেছ। যে-কাজ আগেও তুমি অনেকবারই করেছ, সেই রকম একটা কাজই আমি তোমাকে আজ করতে বলছি। বরং, যে-কাজ করতে তুমি অভ্যস্ত, এ কাজ তার চেয়ে অনেক কম ভয়ঙ্কর—এই পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়াটা। মনে রেখ, আমার বিরুদ্ধে এটাই একমাত্র সাক্ষী। এই মৃতদেহ যদি কেউ আবিষ্কার করে ফেলে তাহলেই আমার শেষ; আর তুমি যদি আমাকে সাহায্য না কর, তাহলে আমি ধরা পড়ে যাবই।

তোমাকে সাহায্য করার কোন বাসনা আমার নেই। সেই কথাটাই তুমি ভুলে যাচ্ছ। এই ব্যাপারটাতেই কোন আগ্রহ নেই আমার। এর সঙ্গে নিজেকে আমি জড়াতে চাই নে।

অ্যালেন, তোমাকে আমি অনুরোধ করছি। আমি কী গাড্ডায় পড়েছি সেকথাটা একবার ভেবে দেখ। তুমি এখানে আসার ঠিক আগে পর্যন্ত ভয়ে আমি আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম। তোমাকেও হয়ত একদিন এই অবস্থায় পড়তে হতে পারে। না, তা ভেব না। গোটা ব্যাপারটিকে তুমি কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখ। পরীক্ষা করতে গিয়ে কোথা থেকে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়েছে সেই অনুসন্ধান কি তুমি কোন দিন কর? সুতরাং এখনও তা জানতে চেয়ো না। তোমাকে আমি অনেক কথা বলে ফেলেছি। তোমাকে অনুরোধ করছি এই কাজটি তুমি করে দাও। অ্যালেন, আমরা একদিন বন্ধু ছিলেম।

ডোরিয়েন, সে-সব দিনের কথা আর তুলো না; সেগুলি আজ মৃত।

মাঝে-মাঝে মৃতেরাও বেঁচে থাকে। ওপরে যে-মানুষটি রয়েছে সে চলে যাবে না। মাথা নিচু করে হাত দুটি ছড়িয়ে সে টেবিলের ওপরে বসে রয়েছে। অ্যালেন, অ্যালেন—তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে না আস তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। বুঝতে পারছ না। যা করে ফেলেছি, তার জন্যে ওরা আমাকে ফাঁসি দেবে।

এ নিয়ে আর বেশী কচকচি করে লাভ নেই। এ-বিষয়ে কিছু করতে আমি রাজি নই। উন্মাদ না হলে এ-অনুরোধ তুমি আমাকে করতে না।

রাজি নও তুমি?

না।

অ্যালেন, আমার অনুরোধ।

অনর্থক অনুরোধ করো না।

ডোরিয়েন-এর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। তারপরেই তিনি হাত বাড়িয়ে এক টুকরো কাগজ টেনে নিলেন; তার ওপরে একটা কী যেন লিখলেন। বার দুই পড়লেন; ভাল করে ভাঁজ করলেন; তারপরে সেটিকে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলেন। চিঠিটা ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ক্যাম্পবেল; তারপরে, কাগজটা

টেনে নিয়ে পড়লেন, পড়তে-পড়তে তাঁর মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠল ; তিনি চেয়ারের ওপরে বসে পড়লেন। একটা ভয়াবহ অস্থিরতা গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। মনে হল, একটা শূন্য গুহার দেওয়ালে তাঁর হৃৎপিণ্ডটা যেন অনবরত মাথা ঠুকে চলেছে।

দু'তিন মিনিটের মত একটা ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপরে, ডোরিয়েন ঘুরে দাঁড়ালেন, ক্যাম্পবেলের পেছনে এসে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন।

আস্তে-আস্তে বললেন ডোরিয়েন : তোমার জন্যে আমি দুঃখিত, অ্যালেন, কিন্তু এছাড়া অন্য কোন পথ আমার জন্যে তুমি খোলা রাখ নি। আমি আগেই চিঠি লিখে রেখেছি। এই দেখ, কোথায় পাঠানোর কথা তা-ও তুমি দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি আমাকে সাহায্য না কর তাহলে এ-চিঠি আমি যথাস্থানেই পাঠিয়ে দেব। এর ফল কী হবে তা তুমি জান। কিন্তু তুমি আমাকে সাহায্য করবে; বর্তমান পরিস্থিতিতে সাহায্য না করাটা তোমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে তোমাকে আমি বাঁচাতেই চেয়েছিলেম। কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেছ। তুমি আমাকে যে-ভাবে অপমান করেছ সেই ভাবে অপমান করার দুঃসাহস আজ পর্যন্ত কোন জীবন্ত মানুষের হয় নি। আমি সব সহ্য করেছি। এখন বদলা নেওয়ার পালা আমার।

দু'হাতের মধ্যে মুখটাকে লুকিয়ে ফেললেন ক্যাম্পবেল ; তাঁর শরীরটা কাঁপতে লাগল।

হ্যাঁ, অ্যালেন, এখন তুমি আমার হাতের মুঠোয়। তোমাকে কী করতে হবে তা তুমি জান। কাজটা খুব সহজ। এস ; অনর্থক উত্তেজিত হয়ো না, দুর্বল করে ফেল না নিজেকে। কাজটা করতেই হবে। সুতরাং আর দেরি করো না।

ক্যাম্পবেলের ঠোঁটের ভেতর দিয়ে একটা মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এল। সারা শরীরটা তাঁর কেঁপে-কেঁপে উঠল। সেলফ-এর ওপরে ঘড়ির টিক-টিক শব্দ মনে হল সময়টাকে যেন অসংখ্য টুকরো-টুকরো যন্ত্রণার অণুতে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলছে। সেই যন্ত্রণা সহ্য করা কষ্টকর। তাঁর মনে হল যেন একটা লোহার সাঁড়াশী ধীরে-ধীরে তাঁর কপালের ওপরে চেপে বসছে ; যে-কলঙ্কের ভয় তাঁকে দেখানো হয়েছে, তাঁর মনে হল সেই কলঙ্কের কালি ইতিমধ্যেই যেন তাঁর শরীরের ওপরে ছিটকে পড়েছে। তাঁর কাঁধের ওপরে যে হাতটি এসে পড়েছে

সেটি সীসের মত ভারি হয়ে উঠেছে। এ অসহ্য। মনে হল, তিনি যেন গুঁড়িয়ে যাবেন।

অ্যালেন, কী করবে তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেল।

আমি করতে পারব না।

যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কথাটা বলে গেলেন অ্যালেন ; নিছক কথা যেন সব কিছু ওলট-পালট করে দিতে পারে !

করতে তোমাকে হবেই। অন্য কোন পথ খোলা নেই তোমার। দেরি করো না।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন অ্যালেন ; জিজ্ঞাসা করলেন : ওপরে আগুন রয়েছে ?

রয়েছে। গ্যাসের আগুন ।

আমাকে বাড়ী যেতে হবে ; ল্যাবরেটরী থেকে কয়েকটা জিনিস আনতে হবে।

না অ্যালেন। এঘর ছেড়ে যাওয়া তোমার চলবে না। তোমার কী দরকার একটা কাগজে লিখে দাও। আমার চাকর গাড়ীতে করে এখনই সে সব জিনিস নিয়ে আসবে।

কয়েকটা লাইন লিখলেন ক্যাম্পবেল ; তারপর ব্লটিং পেপার চিপে একটা খামের ভেতরে পুরলেন ; খামের ওপরে নাম লিখলেন তাঁর সহকারীর। ডোরিয়েন চিঠিটি ভাল করে পড়ে বেল বাজালেন। চাকর ঢুকতে তাকে নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

দরজাটা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যাম্পবেল থর-থর করে কাঁপতে সুরু করলেন ; তারপরে চেয়ার ছেড়ে উঠে চিমনি রাখার জায়গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। মনে হল তাঁর জ্বর এসেছে। প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে কেউ কারও সঙ্গে কথা কইলেন না। একটা মাছি ভনভন করে ঘুরতে লাগল ; ঘড়ির টিকটিক শব্দ হাতুড়ির ঘা বলে মনে হল।

একটা বাজলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পবেল ডোরিয়েন-এর দিকে তাকালেন ; দেখলেন তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে। সেই মুখের ওপরে এমন একটা পবিত্র বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছিল যে অ্যালেন না রেগে পারেন নি। তিনি ফিসফিস করে বললেন : জঘন্য, নক্কারজনক তোমার জীবন।

চুপ অ্যালেন। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।

তোমাকে! হায় ভগবান! কী জঘন্য জীবন তোমার! একটা পাপ থেকে আর একটা পাপের মধ্যে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়েছ। তার শেষ পরিণতি হল নরহত্যায়। যা আমি করতে যাচ্ছি, অথবা যা করতে তুমি আমাকে বাধ্য করছ—সেটা কিন্তু তোমার জীবন বাঁচানোর জন্যে নয়। সে কথা আমি চিন্তাও করছি নে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ডোরিয়েন বললেন: তোমার ওপরে আমার যে করুণা রয়েছে তার একশ ভাগের এক ভাগও আমার ওপরে করুণা যদি তোমার থাকত!

এই বলেই ডোরিয়েন ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না ক্যাম্পবেল।

আরও মিনিট দশেক পরে দরজায় একটা টোকা পড়ল; বিরাট একটা মেহগনী কাঠের বাক্স নিয়ে চাকর ঘরে ঢুকলো; সেই বাক্সের মধ্যে ছিল কেমিকেল, লম্বা ইস্পাত আর প্ল্যাটিনাম তার; আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত দেখতে দুটি লোহার আঁকশী।

ঘরে ঢুকেই সে ক্যাম্পবেলকে জিজ্ঞাসা করল: এগুলি কি স্যার এইখানেই রেখে যাব?

ডোরিয়েন বললেন: হ্যাঁ। তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে ফ্রান্সিস। রিচমনড-এর সেই লোকটির নাম কী বলত—ওই যে, যে লোকটি সেলবিতে অরকিড দেয় হে।

তার নাম হার্ডেন, স্যার।

হ্যাঁ, হ্যাঁ; হার্ডেন। তুমি এখনই রিচমনড-এ যাও; হার্ডেন-এর সঙ্গে দেখা করো; তাকে বলবে আমি যে ক'টা অরকিড পাঠাতে বলেছি তার যেন দ্বিগুণ পাঠায়; সাদা অরকিড যত কম হয় ততই ভাল—অন্তত, যতগুলি সম্ভব। সত্যি কথা বলতে কি, সাদা অরকিড আমি চাই নে! দিনটা বড় সুন্দর ফ্রান্সিস; রিচমনড জায়গাটাও ভারি চমৎকার। তা না হলে আমি তোমাকে কষ্ট করে যেতে বলতাম না।

না, না। আমার কোন কষ্ট হবে না স্যার। কখন আমি ফিরব?

ক্যাম্পবেল-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ডোরিয়েন: পরীক্ষাটা শেষ করতে তোমার কত সময় লাগবে ডোরিয়েন?

স্বর তাঁর শান্ত, উদাসীন। ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি তাঁকে

অদ্ভুত রকমের সাহসী করে তুলেছিল।

ভ্রূ কোঁচকালেন ক্যাম্পবেল; একটা ঠোঁট কামড়ালেন, বললেন: ঘণ্টা পাঁচেক।

সাড়ে সাতটার কাছাকাছি তোমার ফিরে এলেই চলবে, ফ্রান্সিস। কিম্বা দাঁড়াও। আমার জিনিসপত্র তুমি টেবিলের ওপরেই সাজিয়ে রেখে দাও। আজ তোমার ছুটি। আজ রাত্রিতে আমি বাড়ীতে যাচ্ছি নে। তোমাকে আজ আর কোন দরকার হবে না।

ধন্যবাদ, স্যার।—ঘর থেকে বেরিয়ে গেল লোকটি।

অ্যালেন, একটি মুহূর্ত-ও নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। বাক্সটা তো বেশ ভারি দেখছি। আমিই বয়ে নিয়ে যাচ্ছি। অন্য জিনিসগুলি তুমি নিয়ে এস।

নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি কথাগুলি বললেন তিনি। প্রতিবাদ করার মত শক্তি ছিল না ক্যাম্পবেল-এর। তাঁরা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওপরের সিঁড়িতে এসে ডোরিয়েন চাবি বার করে তালা খুললেন; একটু থামলেন; একটা বিষণ্ণ দৃষ্টি তাঁর চোখের মধ্যে ফুটে বেরোল। কেঁপে উঠলেন তিনি; বিড়বিড় করে বললেন অ্যালেন, ভেতরে ঢুকতে বড় অস্বস্তি লাগছে আমার।

ক্যাম্পবেল বেশ নীরস ভাবেই বললেন: আমার কাছে ব্যাপারটা কিছুই নয়। তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

দরজা অর্দ্ধেকটা ফাঁক করলেন ডোরিয়েন; খোলার সময় প্রতিকৃতিটা চোখে পড়ল তাঁর। সূর্যের আলোতে সেটা আড় চোখে তাকিয়ে ছিল। তারই সামনে মেঝের ওপরে পড়ে ছিল ছেঁড়া পর্দাটা। তার মনে পড়ল আগের রাত্রিতে তিনি সেই বিপজ্জনক ছবিটাকে ঢাকতে ভুলে গিয়েছিলেন; জীবনে সেই তাঁর প্রথম ভুল। দৌড়ে তিনি ভেতরে ঢুকতে গেলেন; কিন্তু তারপরেই ভয় পেয়ে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

ছবিটার হাতের ওপরে নোংরা লাল ফোঁটার মত কী ওটা রোদে চকচক করছে? মনে হচ্ছে তার হাতের ঘাম যেন রক্ত হয়ে ঝরে পড়ছে। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ওই যে মূর্তিটি টেবিলের ওপরে আড় হয়ে পড়ে রয়েছে, এবং

কার্পেটের ওপরে যার ছায়া দেখে মনে হচ্ছে সে একটুও নড়ে নি, কিন্তু সেই একই ভাবে পড়ে রয়েছে তার চেয়ে ভয়ানক।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি; দরজাটা একটু ফাঁক করলেন; তারপরে মৃতদেহটির দিকে আদৌ তাকাবেন না এই রকম একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তিনি দৌড়ে ভেতরে ঢুকে নীচু হয়ে পর্দাটা তুলে ছবিটাকে ঢেকে দিলেন।

তারপরেই তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লেন; ঘুরে দাঁড়াতেই ভয় হল তার। শব্দ শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, ক্যাম্পবেল সেই ভয়ঙ্কর কাজটি সুরু করার জন্যে তাঁর জিনিসপত্রগুলি গোছাচ্ছেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন কোন দিন কি সত্যি-সত্যিই তার সঙ্গে বেসিল হলওয়ার্ড-এর দেখা হয়েছিল; হয়ে থাকলে, পরস্পরের সম্বন্ধে দুজনের কী ধারণা জন্মেছিল?

তাঁর পেছন থেকে একটা কর্কশ স্বর শোনা গেল: তুমি এখান থেকে চলে যাও।

ডোরিয়েন ঘরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে আসার সময় তিনি বুঝতে পারলেন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সাতটার অনেক পরে ক্যাম্পবেল লাইব্রেরীতে নেমে এলেন। তার মুখ বিবর্ণ; কিন্তু একেবারে শান্ত তিনি; কোন রকম উত্তেজনা দেখা গেল না তাঁর ভেতরে।

তিনি বিড়বিড় করে বললেন: আমাকে যা করতে বলেছিলে সে-কাজ আমি শেষ করেছি। বিদায়। আর যেন কোনদিন আমাদের দেখা না হয়।

ডোরিয়েন কেবল বললেন: ধ্বংসের হাত থেকে আমাকে তুমি বাঁচিয়েছ, অ্যালেন। একথা আমি ভুলতে পারি নে।

ক্যাম্পবেল চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি ওপরে উঠে গেলেন। ঘরের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিডের ভয়ানক রকমের একটা উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু যে জিনিসটা টেবিলের ধারে এতক্ষণ বসেছিল সেটি আর নেই।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

সেই দিনই রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় অপরূপ সুন্দর পোষাকে সেজে আর কয়েকটি "পারমা" ভায়লেট ফুল কোটের বুকে গুঁজে ডোরিয়েন গ্রে লেডী নরবোরোর বাড়ীতে এসে হাজির হলেন; ভদ্রমহিলার চাকররা সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে তাঁর বসার ঘরে নিয়ে গেল। তাঁর কপালের শিরাগুলি তখন ধকধক করছে; একটা ভীষণ উত্তেজনা বুকের মধ্যে নাচানাচি করছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন তিনি গৃহস্বামিনীর হাতটি চুম্বন করার জন্যে ঝুঁকে পড়লেন তখন মনে হল সেই চিরাচরিত, সুন্দর, নিষ্পাপ ডোরিয়েন গ্রে ছাড়া আর কিছুই তিনি নন। সম্ভবত, কোন অভিনেতাই অভিনয় করার সময় এতটা সাবলীল হ'তে পারেন না। সেদিন রাত্রিতে কেউ যদি ডোরিয়েন গ্রেকে ভাল-ভাবে লক্ষ্য করত তাহলে সে কিছুতেই বুঝতে পারত না যে তাঁর জীবনে কিছুক্ষণ আগেই এমন একটি ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিডি নেমে এসেছে যাকে আমাদের আধুনিক যুগের যে কোন ট্র্যাজিডির সঙ্গেই তুলনা করা যায়। ওই সুন্দর আঙুলগুলি পাপ কাজ করার জন্যে কখনও ছুরি ধরতে পারে, অথবা, ওই স্মিত ঠোঁট দুটি কখনও ভগবানের বিরুদ্ধে, সত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে পারে একথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইত না। নিজের শান্ত ভাব দেখে তিনি নিজেই কেমন যেন বিস্মিত হয়ে গেলেন; এবং এই দ্বৈত জীবনের জন্যে মুহূর্তের জন্যে তিনি যে একটা নির্মম আনন্দও পেলেন না সেকথা-ও সত্যি নয়।

পার্টিটা খুব ছোটই ছিল। লেডী নরবোরো খুব তাড়াতাড়িই আয়োজনটি করেছিলেন। অত্যন্ত চতুর ছিলেন লেডী নরবোরো। লর্ড হেনরীর ভাষায় এই জাতীয় মহিলারা হচ্ছেন সত্যিকার কুৎসিৎ আদর্শের উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যবহারিক জীবনে একটি অসামাজিক রাষ্ট্রদূতের তিনি ছিলেন সুযোগ্য পত্নী। স্বামীর কবরের ওপরে তিনি একটি মর্মর সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন; এই সৌধের পরিকল্পনা তাঁর নিজেরই। তাঁর মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন বয়স্ক ভদ্রলোকদের সঙ্গে। এই ভাবে আদর্শ পত্নী আর জননীর কর্তব্য শেষ করে বর্তমানে তিনি সময় কাটান ফরাসী উপন্যাস পড়ে, ফরাসী রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে, আর সুযোগ পেলে ফরাসী মদ্য পান করে।

তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্রদের মধ্যে ডোরিয়েন ছিলেন বিশেষতম; এবং

ভদ্রমহিলা তাঁকে সব সময়েই বলতেন যে যৌবনে যে তাঁদের পরিচয় হয় নি এতে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। তিনি বলতেন: আমি জানি, তোমার সঙ্গে দেখা হলে উন্মাদের মত তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলতাম; আর তোমার জন্যে সব কিছু ছাড়তাম আমি। খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে তখন তোমার কথা আমার মনে হয় নি। আসল কথা হচ্ছে, আমাদের যুগটা এতই অখাদ্য আর শাসন এতই কড়া ছিল যে কারও সঙ্গে যে একটু প্রেম করব সে-সুযোগও আসে নি আমার। অবশ্য সবটাই নারবোরোর দোষ। তার দৃষ্টির প্রসারতা ছিল না; আর যে-স্বামী কিছুই দেখে না তাকে বিয়ে করার মধ্যে কোন আনন্দ নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কেউ প্রায় প্রাণ খুলে আসর জমাতে পারেন নি। এর কারণটা নোংরা ফ্যান-এর আড়ালে তিনি অবশ্য ডোরিয়েনকে বলেছিলেন। কারণটা হচ্ছে সেদিনই তাঁর একটি বিবাহিতা কন্যা হঠাৎ তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে, তার চেয়েও খারাপ ব্যাপারটা হচ্ছে সেই কন্যাটি তার স্বামীটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

ঠিক এই সময় মেয়েটার এখানে আসাটা ঠিক হয় নি, বুঝতে পারছি; অবশ্য আমি হামবার্গ থেকে ফিরে প্রতিটি গ্রীষ্মে ওদের বাড়িতে গিয়ে ক'টা দিন কাটিয়ে আসি; কিন্তু আমার মত বৃদ্ধা মহিলার মাঝে-মাঝে ফাঁকায় থাকাটা দরকার; আর তা ছাড়া, আমি তাদের কিছুটা চাঙ্গাও করে তুলি। ওরা যে কী ভাবে দিন কাটায় তা তুমি জান না। যাকে বলে একেবারে নির্ভেজাল গ্রাম্য জীবন। সংসারে অনেক কাজই ওদের করতে হয়; তাই ওরা খুব সকালে উঠে পড়ে; গভীর কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা ওদের নেই। তা-ই ওরা সন্ধ্যে-সন্ধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। রাণী এলিজাবেথের সময় থেকে ও-অঞ্চলে কারও কোন কলঙ্ক রটে নি; ফলে ডিনার খেয়েই সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের কারও পাশেই তোমার বসার দরকার নেই; তুমি বসবে আমার পাশে, আনন্দ দেবে আমাকে।

একটু হেসে ডোরিয়েন তাঁর বদান্যতার স্বীকৃতি জানালেন; তারপরে, ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ভদ্রমহিলা সত্যি কথাই বলেছেন। আসরটা মোটেই জমাট বাঁধে নি। আগন্তুকদের মধ্যে দুজন তাঁর অপরিচিত; অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন আর্নেস্ট হ্যারোডেন; মধ্যবয়সী অতি সাধারণ মানুষ; লণ্ডনের ক্লাবগুলিতে এই জাতীয় নিরপরাধ শান্তশিষ্ট অনেক গোবেচারা দেখা

যায়; এরা হল অজাতশত্রু; কিন্তু এদের বন্ধুরা মোটেই এদের পছন্দ করে না। আর রয়েছেন অনাবশ্যক বেশভূষায় শরীর-ঢাকা সাতচল্লিশ বছর বয়সের লেডী রাক্সটন, সূঁচোলো নাক; অন্য লোকে যা বলে সব সময়েই তিনি তা মেনে নেন; কোন প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু এত সাদাসিধে যে তাঁর বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ নেই, থাকলে যেন তিনি একটু খুশিই হতেন। আর আছেন মিসেস আরলিন; মিষ্টি ঠোঁট আর ভেনিস দেশের মত লাল তাঁর চুলের গোছা। রয়েছেন লেডী অ্যালিস চ্যাপম্যান। ইনি হচ্ছেন লেডী নরবোরোর কন্যা। চেহারা কদাকার; বোকা-বোকা মুখের আদল; ব্রিটেনের জাতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর মুখে—এ মুখ একবার দেখার পরে আর কারও মনে থাকে না। রয়েছেন তাঁর স্বামী, গণ্ড দুটি লাল; সাদা গোঁফ জোড়া, আচারে-ব্যবহারে তাঁরই সমগোত্রীয়দের মত। তাঁর ধারণা অনাবশ্যক উজ্জ্বলতা উঁচু আদর্শের পরিপন্থী।

এই রকম একটি ভোজে আসার জন্যে ডোরিয়েন-এর আপশোষ হল। লেডী নরবোরো শেলফ-এর ওপরে ঝোলানো ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বেশ চেঁচিয়েই বললেন: কী আশ্চর্য! হেনরীর এত দেরী হচ্ছে কেন? আজ সকালে হঠাৎ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল যে আজকে সে আসবেই।

সান্ত্বনার কথা এই যে হেনরীর আসার কথা রয়েছে। তারপর দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে যখন মিথ্যা অজুহাতের সঙ্গে তাঁর মিষ্টি গলার স্বর শোনা গেল তখনই ডোরিয়েন-এর মন থেকে অবসাদ কেটে গেল; তিনি কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ডিনারের সময় কিছুই খেতে পারলেন না তিনি। প্লেটের পর প্লেট নিয়ে ফিরে চলে গেল বেয়ারা। লেডী নারবোরো মৃদু ধমক দিলেন তাঁকে; বললেন: বেচারা অ্যাডোলফকে তুমি অপমান করছ ডোরিয়েন। তুমি যা ভালবাস সেই খাবারই বেছে-বেছে ও রান্না করেছে।

লর্ড হেনরীও মাঝে-মাঝে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ ভাব আর বিভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন। মাঝে-মাঝে বাটলার খালি গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিতে লাগল। সেইটাই তিনি আগ্রহের সঙ্গে খেতে লাগলেন; তৃষ্ণা যেন বাড়তে লাগল তাঁর।

শেষ পর্যন্ত লর্ড হেনরী প্রশ্ন না করে পারলেন না: কী ব্যাপার বলত

ডোরিয়েন; আজ যেন কেমন-কেমন দেখাচ্ছে তোমাকে।

লেডী নারবোরো বললেন: মনে হয় ছেলেটা প্রেমে পড়েছে। পাছে আমি হিংসে করি এই জন্যে ওর প্রেমিকার নামটা আমাকে বলতে ভয় পাচ্ছে। না বলে ভালই করেছে। আমি হিংসাই করতাম।

হাসতে-হাসতে ডোরিয়েন বললেন: প্রিয় লেডী, গোটা একটা সপ্তাহ আমি কারও প্রেমে পড়ি নি; বিশেষ ক'রে মাদাম দ্য ফেরোল শহর ছাড়ার পর থেকে।

বৃদ্ধ একটু চেঁচিয়ে মন্তব্য করলেন: বুঝতে পারি নে ওই মহিলাটির সঙ্গে প্রেমে পড় কী করে?

লর্ড হেনরী বললেন: তার একমাত্র কারণ, আপনি যখন শিশু ছিলেন তখনকার কথা তাঁর মনে রয়েছে। আপনার ছোট ফ্রক আর আমাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র যোগসূত্র।

আমার ছোট ফ্রকের কথা মোটেই তার মনে নেই, লর্ড হেনরী; কিন্তু তিরিশ বছর আগে তাঁকে যে অবস্থায় আমি ভিয়েনাতে দেখেছিলাম সে-কথা আমার এখনও মনে রয়েছে। সেই সময় তিনি কাঁধ আর গলা খোলা জামা আর অস্বাভাবিক রকমের ছোট স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়াতেন।

তাঁর লম্বা আঙুলের ভেতরে একটা অলিভ ফুল ধরে তিনি বললেন: এখনও তিনি সেইভাবেই ঘুরে বেড়ান; যখন তিনি চৌকস গাউন পরে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করেন তখন তাঁকে দেখলে মনে হবে একটা অখাদ্য ফরাসী উপন্যাসকে যেন মরক্কো চামড়া দিয়ে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে। সত্যিই তিনি বড় অদ্ভুত; কখন যে তিনি কী ভাবে মানুষকে চমকে দেবেন সে-কথা কেউ জানে না। আত্মীয়স্বজনদের ভালবাসতে তাঁর জোড়া আর নেই। তৃতীয় স্বামী মারা যাওয়ার পরে শোকে দুঃখে তাঁর মাথার চুলগুলি একেবারে রক্তবর্ণ ধারণ করল।

ডোরিয়েন চেঁচিয়ে বললেন: এসব কথা কী বলছ, হ্যারি?

লেডী নারবোরো হেসে বললেন: নিঃসন্দেহে খুব রোমান্টিক ব্যাখ্যা। কিন্তু তৃতীয় স্বামীর কথাটা কী বললেন, লর্ড হেনরী? ফেরোল কি তাহলে তার চতুর্থ স্বামী?

হ্যাঁ, লেডী—চতুর্থ।

আপনার একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি নে।

ঠিক আছে; মিঃ গ্রেকে জিজ্ঞাসা করুন। ও তাঁর একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মিঃ গ্রে, কথাটা কি সত্যি?

ডোরিয়েন বললেন : সেই কথাই তিনি আমাকে বলেছেন। মারগিরাইট দ্য নাভারার মত তিনি মৃত স্বামীদের হৃদয়গুলি সুগন্ধি পুষ্পাধারে রেখে দিয়েছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বললেন : না। কারণ, হৃদয় বলে কোন পদার্থ তাদের কারুরই ছিল না।

চার-চারটে স্বামী ! তবে যে-কোন কাজ করার মত দুর্দান্ত মানসিক অবস্থা তার রয়েছে। কিন্তু ফেরোল কেমন দেখতে। তার সঙ্গে তো আমার কোন আলাপ নেই।

মদের পাত্রে চুমুক দিতে-দিতে লর্ড হেনরী হেসে বললেন : সুন্দরী মহিলাদের স্বামীদের জাত একটাই—তারা হচ্ছে ক্রিমিন্যাল।

লেডী নারবোরো হাত-পাখার খোঁচা দিলেন তাঁকে ; বললেন : লর্ড হেনরী, বিশ্বের লোক যে আপনাকে পয়লা নম্বরের দুষ্টু বলে অভিহিত করে তাতে আমি মোটেই অবাক হই নে।

চোখ দুটো ওপরে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন লর্ড হেনরী : কিন্তু কোন্ বিশ্বের লোকেরা বলে ? নিশ্চয় অন্য বিশ্ব ; কারণ এই বিশ্বের সঙ্গে আমার যথেষ্ট সৌহার্দ রয়েছে।

লেডী নারবোরো ঘাড় নেড়ে বললেন : উহুঁ ! আমার সঙ্গে যাদের পরিচয় রয়েছে তারা সবাই ওই কথা বলে।

কয়েক মুহূর্ত গম্ভীরভাবে থেকে লর্ড হেনরী বললেন : এইভাবে মানুষে যে আজকাল অপরের সম্বন্ধে নির্ভেজাল সত্যিকথাটা তাদের পেছনে বলে চলেছে তা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ডোরিয়েন বললেন : ওর সঙ্গে কথায় আপনি পারবেন না।

লেডী নারবোরো হেসে বললেন : আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু আপনারা সবাই যদি মাদাম দ্য ফেরোলের এইভাবে স্তুতি করেন তাহলে বাজারে বিকোবার জন্যে দেখছি আমাকেও আবার বিয়ে করতে হবে।

লর্ড হেনরী বললেন : বিয়ে আর আপনি করবেন না। আপনি অনেক সুখী। কোন মহিলা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তখন ধরে নিতে হবে যে প্রথম স্বামীকে তিনি ঘৃণা করতেন। পুরুষ যখন দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন তখন বুঝতে হবে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ভালবাসতেন। মহিলারা ভাগ্যকে যাচাই করেন ; পুরুষরা নেন ঝুঁকি।

বৃদ্ধটি বললেন : নারবোরো খাঁটি ছিল না।

তিনি খাঁটি হলে আপনি তাঁকে ভালবাসতে পারতেন না। খুঁৎ থাকে বলেই মহিলারা আমাদের ভালবাসে। আমাদের দোষ যত বেশী থাকবে ততই মহিলারা আমাদের ক্ষমা করবে, এমন কি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পর্যন্ত। এই কথা শোনার পরে ভবিষ্যতে নিশ্চয় আর আপনি আমাকে ডিনারে আসতে নিমন্ত্রণ করবেন না ; কিন্তু কথাটা সত্যি।

লর্ড হেনরী, আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। আপনাদের দোষের জন্যেই যদি মহিলারা আপনাদের ভাল না বাসত তাহলে আপনাদের অবস্থা কী হোত? আপনাদের একজনের-ও বিয়ে হোত না। ঝাঁকে-ঝাঁকে আপনারা অবিবাহিত থেকে যেতেন। তাতে অবশ্য আপনাদের অবস্থার কোন হেরফের হোত না। আজকাল সব বিবাহিত পুরুষরাই অবিবাহিত পুরুষদের মত দিন কাটায় ; আর সব অবিবাহিত পুরুষরাই দিন কাটায় বিবাহিতদের মত।

লর্ড হেনরী বললেন : একেই বলে জীবনের উচ্ছ্বাস।

লেডী নারবোরো বললেন : একেই বলে জীবনের পরিহাস।

ডোরিয়েন বললেন : জীবন একটা বিরাট ধোঁকা।

দস্তানাগুলি হাতে পরে লেডী নারবোরো বললেন : জীবনটা যে তোমার শেষ হয়ে গিয়েছে একথা নিশ্চয় তুমি আমাকে বলতে চাইছ না। মানুষ যখন তোমার মত কথা বলে তখন মনে হয় সে বুঝতে পেরেছে যে তার জীবন শেষ হয়ে এসেছে। লর্ড হেনরী দুষ্ট প্রকৃতির ; মাঝে-মাঝে মনে হয় আমিও যদি ওই রকম হতাম। কিন্তু ভগবান তোমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন—এত সুন্দর তুমি দেখতে। তোমার জন্যে একটি সুন্দর পাত্রী খুঁজে দেব আমি। লর্ড হেনরী, আপনার কী মনে হয় মিঃ গ্রে-র বিয়ে করা উচিৎ নয়?

লর্ড হেনরী বললেন : সেকথা আমি ওকে অনেকবার বলেছি, লেডী নারবোরো।

বিয়ের যোগ্য পাত্রীদের একটা তালিকা আজই আমি তৈরি করে ফেলব।

তাদের বয়স শুদ্ধও তো?—জিজ্ঞাসা করলেন ডোরিয়েন।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। একটু রদবদল করে আর কী! কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছু করব না। আমি চাই তোমরা দুজনেই সুখী হও।

লর্ড হেনরী বললেন : বিয়ে করে সুখ! কী আলতু-ফালতু কথাই না মানুষ বলে! পুরুষ যে-কোন নারীকে নিয়েই সুখী হতে পারে যদি না সে তাকে

ভালবেসে ফেলে।

চেয়ারটাকে সরিয়ে লেডী—রাক্সটনের দিকে চেয়ে লেডী নারবোরো বললেন: দেখেছ—একেবারে পাকা সিনিক। তোমাকে তাড়াতাড়ি আমার এখানে একদিন আসতেই হবে; আর ডিনার-ও খেতে হবে। টনিক হিসাবে সত্যিই তোমার তুলনা নেই; স্যার অ্যানড্রু আমাকে যে টনিক দেন তার চেয়েও অনেক বেশী উপাদেয়। সেদিন এখানে কার-কার সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাও তা-ও তুমি আমাকে বলবে কিন্তু। মজলিসটা জমজমাট হোক আমিও তাই চাই।

তিনি বললেন: আমি সেই সব পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করতে চাই যাদের ভবিষ্যৎ রয়েছে; আর আলাপ করতে চাই সেই সব মহিলাদের সঙ্গে যাদের রয়েছে অতীত; আপনার কি মনে হয় এরকম মজলিস বেশ জমাটি হবে না?

দাঁড়িয়ে হাসতে-হাসতে লেডী নারবোরো বললেন: আমার তাই মনে হয়। ক্ষমা করবেন লেডী রাক্সটান, আপনার যে এখনও সিগারেট খাওয়া শেষ হয় নি তা আমি বুঝতে পারি নি।

কিছু না, কিছু না; লেডী নারবোরো, সিগারেটটা আমি খুব বেশী খাই। ভবিষ্যতে সিগারেট আমি কম খেতে মনস্থ করেছি।

লর্ড হেনরী বললেন: আমার অনুরোধ, লেডী রাক্সটান, ও-কাজটি আপনি করবেন না। পরিমিত ব্যবহারের মত জঘন্য, মারাত্মক জিনিস আর নেই। মিতাচার জিনিসটা হচ্ছে দৈনন্দিন খাওয়ার মত খারাপ; অমিতাচার ভোজন-উৎসবের মত উপাদেয়।

তাঁর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে লেডী রাক্সটান বললেন: লর্ড হেনরী, একদিন বিকালে আমার বাড়ীতে এসে ব্যাপারটা আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন তো! আপনার মতবাদ বড়ই চমৎকার।

এইটুকু বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লেডী নারবোরো বেশ চেঁচিয়েই বললেন; মনে রেখ. তোমার রাজনীতি আর কুৎসা নিয়ে বেশীক্ষণ মেতে থেকো না; থাকলে, তোমাদের ভেতরে একটা হট্টগোল বেঁধে যাবে।

পুরুষ অতিথিরা হাসলেন। মিঃ চ্যাপম্যান গম্ভীরভাবে টেবিলের ধার থেকে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে এলেন। ডোরিয়েন গ্রে স্থান পরিবর্তন করে লর্ড হেনরীর পাশে এসে বসলেন। হাউস অফ কমনস-এর ঘটনা নিয়ে মিঃ চ্যাপমান বেশ জোর গলায় আলোচনা সুরু করলেন। তাঁর চিন্তাধারার

মানমন্দিরের ওপরে তিনি য়ুনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়িয়ে দিলেন। ব্রিটিশ জাতির বংশগত মূর্খতাকে তিনি খুব মেজাজের অভিজ্ঞ "ইংলিশ কমনসেন্স" বলে চিহ্নিত করলেন। তাঁর মতে সেইটাই হচ্ছে সমাজের আসল কাঠামো।

লর্ড হেনরীর দুটি ঠোঁট হাসিতে বেঁকে উঠল; তিনি ঘুরে ডোরিয়েন-এর দিকে তাকালেন; জিজ্ঞাসা করলেন: শরীর ভাল তো? ডিনারের সময় তোমাকে যেন কেমন-কেমন দেখাচ্ছিল।

হ্যারি, না. আমি ভালই আছি। আমি একটু ক্লান্ত—এই যা।

গতরাত্রিতে তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। ডাচেস তো তোমার ভক্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি বলছিলেন একদিন তিনি তোমার সেলবি-র বাড়ীতে হাজির হবেন।

কুড়ি তারিখে যাবে বলে তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন।

মনমাউথ-ও কি যাবে?

হ্যাঁ, নিশ্চয—হ্যারি।

ওই মানুষটাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না; যেমন ভাল লাগে না ডাচেসের। মহিলা হিসাবে তিনি চতুর, অত্যন্ত চতুর। দুর্বলতার যে অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য রয়েছে সেই দুর্বলতা তার নেই। কাদার পা থাকার জন্যেই সোনার মূর্তির কদর। তার পা দুটি সুন্দর. কিন্তু সেগুলি কাদার নয়। বরং সাদা পোরসিলিন-এর বসাতে পারে। অনেক আগুনের ওপর দিয়ে তাদের হাঁটাতে হয়েছে: এবং আগুন যাকে পোড়াতে পারে না তাকে শক্ত করে দেয়। অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।

ডোরিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন: কত দিন তার বিয়ে হয়েছে?

তার মতে অনন্ত কাল। আমার বিশ্বাস, তার পিয়ারেজ পাওয়ার সময় থেকে যদি ধর তাহলে, বিয়ে হয়েছে তাদের বছর দশেক। কিন্তু মনমাউথের সঙ্গে দশ বছর ঘর করা অনন্ত সময়েরই সামিল। আর কারা আসছেন?

উইলোবায় দম্পতী, লর্ড রাগবী এবং তার স্ত্রী, আমাদের লেডী নারবোরো, জিয়োফ্রি ক্লোসিটন, আর ওই জাতীয় মানুষ যাঁরা সাধারণত আমাদের পার্টিতে এসে থাকেন। লর্ড গ্রোগিয়েনকে আমি আসতে বলেছি।

লর্ড হেনরী বললেন: ভদ্রলোকটিকে আমি পছন্দ করি। অনেকের তাঁকে ভাল লাগে না বটে; কিন্তু আমার তো মনে হয় ভদ্রলোক বেশ চমৎকার মানুষ। মাঝে-মাঝে তিনি পোষাকে নিজেকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন সেই

পাপের সব সময় প্রায়শ্চিত্ত করেন বিত্তার প্রাচুর্যে। আধুনিক বলতে যা বোঝা যাই তিনি তা-ই।

তিনি আসতে পারবেন কিনা জানি নে, হ্যারি ; তাঁর বাবার সঙ্গে হয়ত তাঁকে মন্টি কার্লোতে যেতে হবে।

হায়রে, মানুষের আত্মীয়স্বজনরা কী জঘন্য, ডোরিয়েন! তিনি যাতে সেদিন আসেন তার জন্যে চেষ্টা কর। আচ্ছা ডোরিয়েন, গতকাল রাত্রিতে তুমি তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলে, রাত্রি এগারটা বাজার আগেই। তারপরে কী করলে তুমি? সোজা বাড়ী গিয়েছিলে?

ডোরিয়েন তাঁর দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন ; শেষ কালে বললেন : না হ্যারি ; রাত্রি প্রায় তিনটের আগে আমি বাড়ীতে ঢুকি নি।

তুমি কি ক্লাবে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

তারপরেই তিনি ঠোঁট কামড়ালেন : না ; তা নয়। ক্লাবে আমি যাই নি ; ঘুরে বেড়িয়েছি। কী করেছি তা আমার মনে নেই। সব জিনিসে তোমার এত আগ্রহ কেন হ্যারি? অন্য লোকে কী করে সব সময়েই তুমি তা জানতে চাও। আমি কী করছি তা আমি সব সময়েই ভুলে যেতে চাই। ঠিক কখন কাল রাত্রিতে আমি বাড়ীতে ফিরেছি তা যদি তুমি জানতে চাও তাহলে বলব রাত্রি আড়াইটা। 'ল্যাচ কী'-টা আমি বাড়ীতে ফেলে এসেছিলাম ; চাকরটা আমাকে দরজা খুলে দিয়েছিল। যদি প্রমাণ চাও—তার সঙ্গে কথা বলতে পার।

কাঁধটা কোঁচকালেন লর্ড হেনরী : না, না বন্ধু ; তুমি কখন ফিরছো তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। চল আমরা ড্রয়িংরুমে যাই। মিঃ চ্যাপম্যান, ধন্যবাদ ; আর শেরী নয়। ডোরিয়েন, নিশ্চয় কিছু একটা তোমার হয়েছে। কী হয়েছে বল। আজ তোমার চালচলনটা ঠিক আগেকার তোমার মত নয়।

ও-সব ছেড়ে দাও, হ্যারি। আমার মেজাজটা আজ ভাল নেই ; কেমন যেন চটে উঠছি। আমি কাল বা পরশু তোমার সঙ্গে দেখা করব। লেডী নারবোরোর কাছে আমার হয়ে তুমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ো ; ওপরে আর আমি যাচ্ছি নে। আমি বাড়ী যাব—বাড়ী আমাকে যেতেই হবে।

ঠিক আছে ডোরিয়েন; কাল চা-খাওয়ার সময় নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ডাচেস-ও আসছেন।

আসতে চেষ্টা করব হ্যারি।

এই বলেই ডোরিয়েন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাড়ীতে ফেরার পথে তাঁর মনে হল যে ভীতিটার গলা টিপে হত্যা করেছিলেন বলে এতক্ষণ তিনি ভেবেছিলেন সেই ভীতিটা আবার তাঁর ফিরে এসেছে। কথায়-কথায় লর্ড হেনরী তাঁকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তাতেই তাঁর স্নায়ুগুলি সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই স্নায়ুগুলিকে তাঁর ঠিক করতে হবে। ধ্বংস করতে হবে তাঁর কাছে যেগুলি বিপজ্জনক হ'তে পারে সেই জিনিসগুলি, ভ্রূকুটি করলেন তিনি। জিনিসগুলি স্পর্শ করতেও তাঁর ঘৃণা বোধ হল।

তবু সে-কাজগুলি তাঁকে করতেই হবে। করতে যে হবে সেদিক থেকে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। লাইব্রেরীতে ঢুকে তিনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন; তারপরে একটা গোপন ড্রয়ার খুললেন; এরই ভেতরে বেসিল হলওয়ার্ড-এর কোট আর ব্যাগটা তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঘরের ভেতরে বিরাট একটা চুল্লীতে আগুন জলছিল; আরও কয়েকটা কাঠের গুঁড়ি তিনি তার মধ্যে ফেলে দিলেন। পোড়া কাপড় আর চামড়ার উগ্র গন্ধে ঘর ভরে উঠলো; সব কিছু পুড়িয়ে ফেলতে তিন কোয়ার্টারের মত সময় লাগল তাঁর। কেমন যেন অবশ হয়ে উঠলেন তিনি। কপালটা ভিজিয়ে নিলেন ঠাণ্ডা সুগন্ধী ভিনিগারে।

হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন; তাঁর চোখ দুটো অস্বাভাবিক ভাবে জলজল করতে লাগল; ভয় পেয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ালেন তিনি! দুটি দরজার মাঝখানে হাতির দাঁতের কাজ করা আবলুস কাঠের তৈরি বিরাট একটা কেবিনেট ছিল। সেইটির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে রইলেন তিনি। জিনিসটা তাঁকে কেবল চমৎকৃতই করে নি; যথেষ্ট সন্ত্রস্ত-ও করেছিল তাঁকে। আকর্ষণ আর ঘৃণা দুটিই তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছিল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততা বৃদ্ধি পেল তাঁর। একটা উন্মত্ত কামনা গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি। তাঁর চোখের পাতা এল নেমে। তবু তিনি কেবিনেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপরে সোফা থেকে উঠে তিনি সেটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। চাবিটি খুলে গোপন একটা বোতামে চাপ দিলেন। তিনকোণা একটা ড্রয়ার বেরিয়ে এল ধীরে-ধীরে,

তাঁর আঙুলগুলি তার মধ্যে ঘুরে-ঘুরে একটা জিনিসের ওপরে গিয়ে পড়ল; কালো আর সোনালি গুঁড়ো মেশানো ল্যাকারের ছোট একটা চীনে বাক্স। ডালাটা খুলতেই খানিকটা চটচটে সবুজ পদার্থ তাঁর নজরে পড়ল। গন্ধটাও তার বড় তীব্র।

মুখটা হাসিতে ভরে উঠলো তাঁর। কয়েকটি মুহূর্ত দ্বিধা করলেন তিনি। ঘরের আবহাওয়া যথেষ্ট গরম হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাঁপতে লাগলেন; তারপরে পিছিয়ে এসে ঘড়ির দিকে তাকালেন। বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। বাক্সটা যথাস্থানে রেখে ড্রয়ারটি বন্ধ করে তিনি শোওয়ার ঘরে চলে এলেন।

ধোঁয়াটে আকাশে মধ্যরাত্রির সংকেত বেজে উঠতেই ডোরিয়েন গ্রে বেশ সাধারণ ভাবেই পোশাক পড়লেন, গলায় জড়ালেন মাফলার; তারপরে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বন্ড স্ট্রীটে গিয়ে একটা বেশ ভাল ঘোড়ার গাড়ী দেখতে পেলেন। তার ভেতরে উঠে নিচু গলায় বিশেষ একটা জায়গায় যাওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন গাড়োয়ানকে।

গাড়োয়ান ঘাড় নেড়ে বলল: অনেক দূর স্যার।

ডোরিয়েন বললেন: একটা সোভারেন নাও। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারলে আর একটা পাবে।

লোকটি বলল: আচ্ছা স্যার। একঘন্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছে দেব আপনাকে।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ ॥

বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছিল; ঠাণ্ডা কনকনে বৃষ্টি। সেই ঝিরঝিরে ঝাপটায় রাস্তার আলোগুলি ভূতের মত বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। বেশ্যাপাড়ায় লোকজন কমে এসেছিল; ভাঙা-ভাঙা দলে তখনও কিছু বারবনিতাদের দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। কিছু-কিছু সরাইখানা থেকে উঁচু হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। অন্য জায়গা থেকে ভেসে আসছিল মাতালদের ঝগড়া আর চিৎকার।

গাড়ীর মধ্যে বসে মাথার টুপিটা কপালের ওপরে নামিয়ে ডোরিয়েন গ্রে উদাসীন দৃষ্টিতে সেই বিরাট শহরের নির্লজ্জ খেলা দেখছিলেন। প্রথম পরিচয়ের

দিনে লর্ড হেনরী 'প্রবৃত্তি দিয়ে আত্মার পরিশোধন, আর আত্মার সাহায্যে প্রবৃত্তির বিশুদ্ধীকরণের' যে-কথাটা তাঁকে বলেছিলেন সেই কথাগুলিই নিজের মনে-মনে বারবার তিনি উচ্চারণ করতে লাগলেন। হ্যাঁ, ওইটাই হল গোপন কথা; সেইভাবে চলতে এর আগেও তিনি অনেকবার চেষ্টা করেছেন; এখনও তাই করতে যাচ্ছেন। সেখানে আফিঙের আস্তানা রয়েছে, ওখানে মানুষে ভুলে থাকার ওষুধ কিনতে পায়; সেখানে পুরানো পাপের ভয়ঙ্কর স্মৃতির আস্তাবল রয়েছে; ওইখানে মানুষ নতুন পাপের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে পুরানো পাপের কথা ভুলে যেতে পারে।

হলদে মড়ার মাথার মত নিচ-আকাশে ঝুলে পড়তে চাঁদকে দেখা যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে বিরাট বিকলাঙ্গ মেঘের কোন হাতকে দেখা যাচ্ছে সেই চাঁদকে ঢেকে দিতে। আলোর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে; রাস্তাগুলি সরু আর অন্ধকারাচ্ছন্ন। একবার পথের নিশানা ভুল করায় আধ মাইল পিছিয়ে আসতে হল গাড়োয়ানকে। পাশের জানালার শার্সিগুলি ধূসর রঙের কুয়াসায় ভরে উঠেছিল।

"প্রবৃত্তি দিয়ে আত্মার পরিশোধন, আর আত্মার সাহায্যে প্রবৃত্তির বিশুদ্ধীকরণ!" কথাগুলি তাঁর কানের ভেতরে গুনগুন করতে লাগল। নিঃসন্দেহে তাঁর আত্মা ক্লান্তিতে জর্জরিত। সাত্যই প্রবৃত্তি তাঁর আত্মাকে বাঁচাতে পারবে? নিরপরাধ মানুষকে তিনি হত্যা করেছেন। এরই বা প্রায়শ্চিত্ত কী? হায়রে, কোন প্রায়শ্চিত্তই এই পাপ থেকে তাঁকে রেহাই দিতে পারবে না। কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই; তবু এখনও তিনি সব কিছু ভুলে থাকতে পারেন। এবং সব কিছু ভুলে যেতে তিনি বদ্ধপরিকর; যে সাপ তাঁকে ছোবল দিয়েছে সেই সাপকে একেবারে পিষে মেরে ফেলতে তিনি পণ করেছেন। আর ওভাবে কথা বলার কী অধিকার ছিল বেসিলের? অন্য লোকের বিচার করার অধিকার কে তাঁকে দিয়েছিল? তিনি যে সব কথা বলেছিলেন সেগুলি যে কেবল ভয়ানক আর বিপজ্জনক তাই নয়; অসহ্য।

গাড়ীটি গড়িয়ে-গড়িয়ে চলতে লাগল। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন গাড়ীর গতি বেশ শ্লথ হয়ে আসছে। লোকটিকে তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাতে বললেন। আফিঙের নেশায় অস্থির হয়ে উঠছিলেন তিনি। তাঁর গলা জ্বলতে লাগল, কাঁপতে লাগল হাতগুলি। হাতের ছড়ি দিয়ে ঘোড়াগুলিকে উন্মাদের মত তিনি পিটতে লাগলেন। গাড়োয়ান হেসে চাবুক কষালো

তাদের পিঠে। প্রত্যুত্তরে তিনি হেসে উঠলেন ; লোকটি চুপ করে গেল।

পথের যেন আর শেষ নেই। মাকড়শার জালের মত পথটা কেবল জট পাকিয়ে চলেছে। একঘেয়ে চলা আর তাঁর সহ্য হচ্ছিল না। কুয়াশা ঘন হয়ে এল। ভয় পেয়ে গেলেন তিনি।

নির্জন ইট-পাঁজার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল গাড়ী। এখানে কুয়াশা পাতলা। বোতলের মত গনগনে আগুনে চুল্লীগুলি এবার তিনি দেখতে পেলেন। বেশীর ভাগ জানালাই অন্ধকার ; মাঝে-মাঝে কোন জানালার ভেতর থেকে অদ্ভুত-অদ্ভুত ছায়া দেখা গেল। একটা কুকুর চেঁচিয়ে উঠলো ; আর অনেক দূরে অন্ধকারে কোন ভ্রাম্যমান শৃগালের চিৎকার শোনা গেল। একটা কুঁড়ের সামনে ধাক্কা খেয়ে বেঁকে আবার ছুটতে লাগল গাড়ীটা।

একটা উন্মত্ত ক্রোধ তাঁর মনের মধ্যে দাপাদাপি করতে লাগল। একটা কোণে গাড়ীটা এসে পৌছতেই একটা মেয়ে চিৎকার করে উঠলো, সঙ্গে-সঙ্গে দুটো লোক প্রায় একশ গজের মত তাদের পেছনে ছুটে এল। গাড়োয়ান তাদের পিঠে তার চাবুক বসিয়ে দিল।

শোনা যায় কামনা নাকি বৃত্তাকারে মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ডোরিয়েন গ্রে-ও তা থেকে অব্যাহতি পেলেন না। তাঁর মাথার একটি রন্ধ্র থেকে আর একটি রন্ধ্রে কেবল একটি চিন্তাই ঘুরে বেড়াতে লাগল। মানুষের সমস্ত আকাঙ্খার মধ্যে সবচেয়ে উন্মাদ আর বিপজ্জনক হচ্ছে বেঁচে থাকা। এই আকাঙ্খাই তাঁর প্রতি স্নায়ু আর তন্ত্রীকে উগ্র উত্তেজনায় কাঁপিয়ে তুলল। বাস্তব সত্য বলে একদিন কুৎসিৎ জিনিসকে তিনি ঘৃণা করতেন ; আর ঠিক সেই কারণেই আজ কুৎসিৎ তার প্রিয়। চারুকলা আর সঙ্গীতের চেয়ে অপরিচ্ছন্ন সরাইখানা, ঘৃণ্য বস্তী, বিশৃঙ্খল জীবনের নগ্ন হট্টগোল, এমন কি চোর আর অসামাজিক মানুষের নোংরামিও অনেক বেশী বাস্তব। আর তিন দিনের মধ্যে মুক্তি পাবেন তিনি।

একটি অন্ধ গলির মোড়ে এসে লোকটি ধাক্কা দিয়ে হঠাৎ গাড়ীটা থামিয়ে দিল। নিচু ছাদ আর ঘরের চিমনির স্তূপের ওপরে জাহাজের কালো-কালো মাস্তুলগুলি দেখা যাচ্ছিল। উঠানে সাদা কুয়াশার মালা ভূতুড়ে পালগুলির ওপরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

লোকটি বলল : এই জায়গাটাই নয় স্যার ?

চমকে উঠলেন ডোরিয়েন, মুখ বার করে চারপাশে তাকালেন।

ঠিক আছে।

এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন; গাড়োয়ানকে কথামত বাড়তি ভাড়া দিলেন; তারপরে জাহাজ ঘাটার দিকে দ্রুত এগিয়ে চললেন। এখানে-ওখান বিরাট সওদাগরী জাহাজের গায়ে লাল লণ্ঠন জ্বলছিল।

বাঁ দিক ধরে তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। কেউ তাঁকে অনুসরণ করছে কি না জানার জন্যে মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে তাকালেন। সাত থেকে আট মিনিটের মধ্যে তিনি একটা নোংরা বাড়ীর সামনে এসে হাজির হলেন। বাড়ীটা দুটো বিরাট ফ্যাকটরীর মাঝখানে। ওপরের একটা জানালায় একটা লণ্ঠন বসানো ছিল। তিনি থামলেন সেইখানে, এবং বিশেষ রকম ধাক্কা দিলেন দরজায়।

কিছুক্ষণ পরে ভেতরে একজনের পায়ের শব্দ তাঁর কানে এল; শব্দ হল শেকল খোলার। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। কোন কথা না বলে তিনি সোজা ভেতরে ঢুকে গেলেন। লম্বা হল-এর শেষ প্রান্তে সবুজ রঙের একটা ছেঁড়া পর্দা ঝুলছিল। তিনি ঘরে ঢোকার ফলে রাস্তা থেকে যে একটা দমকা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছিল তারই ধাক্কায় পর্দাটা উড়তে লাগল। পর্দাটাকে একপাশে সরিয়ে তিনি একটা লম্বা নিচু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন; দেখলে মনে হবে ঘরটি এক সময় এই তৃতীয় শ্রেণীর নাচঘর ছিল। দেওয়ালের চারপাশে ছিল গ্যাস-জেট আর বিবর্ণ আরশী। মেঝের ওপরে ছড়ানো ছিল করাত গুঁড়ো; এখানে-ওখানে কিছু মাটি, আর মদ ছড়ানোর দাগ। ছোট কয়লার স্টোভের ধারে বসে কয়েকটি মালয় দেশের লোক বাজনা বাজাচ্ছিল—আর কজন সাদা দাঁত বার করে দিচ্ছিল তাল। হাতের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে একজন নাবিক টেবিলের ওপরে ঝুঁকে বসেছিল; আর একপাশ দিয়ে টানা ছিল নোংরা "বার"; সেইখানে দুটি শীর্ণ চেহারার মেয়ে একটি বুড়ো মানুষকে দেখে ঠাট্টা করছিল। ডোরিয়েন তাকে পেরিয়ে যেতেই লোকটি তাঁকে উদ্দেশ্য করে গজগজ করতে লাগল।

ঘরের শেষে একটা ছোট সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি পেরিয়ে একটা অন্ধকার ঘর। সরু-সরু তিনটে সিঁড়ি ওঠার পরেই ডোরিয়েনের নাকে আফিঙের গন্ধ এসে লাগল। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন তিনি; আরামে তাঁর চোখ দুটি ফুলে উঠলো। তিনি ঘরে ঢুকতেই একটি যুবক দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে তাঁর দিকে তাকালো।

ডোরিয়েন ফিস-ফিস করে বললেন : আদ্রিয়েন, তুমি এখানে ?

উদাসীনভাবে উত্তর দিল আদ্রিয়েন : আর কোথায় যাব ? কোন লোকই আজ আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না।

আমি ভেবেছিলেম ইংলণ্ড ছেড়ে তুমি চলে গিয়েছ।

ডারলিঙটন কিছু করতে রাজি নয়। শেষকালে আমার ভাই টাকাটা মিটিয়ে দিয়েছে। জজ আমার সঙ্গে কথা বলে না, আমি গ্রাহ্য করি নে কিছু।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার, বলল : যতক্ষণ মানুষের কাছে এই জিনিসটা থাকবে ততক্ষণ কোন বন্ধুর দরকার তার নেই। আমার ধারণা, আমার বন্ধুর সংখ্যা অনেক।

ভ্রূকুটি করলেন ডোরিয়েন, ছেঁড়া মাদুরের ওপরে অদ্ভুতভাবে যে সব কিম্ভুতকিমাকার বস্তুগুলি পড়ে রয়েছে সেগু'লর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সেই বাঁকানো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মুখব্যাদন, আর বিবর্ণ দৃষ্টিগুলি তাকে অভিভূত করে ফেলল। কী অদ্ভুত সর্গে তারা যন্ত্রণা ভোগ করছে তিনি তা জানতেন। কোন নরক যন্ত্রণা তাদের কাছে নতুন আনন্দের গোপন রহস্যের দ্বার খুলে দিয়েছে তা জানতে তার অসুবিধে হয় নি। তাদের অবস্থা তাঁর চেয়ে অনেক ভাল। তিনি দুশ্চিন্তার কারাগারে বন্দী, ভয়ঙ্কর কোন ব্যাধির মত স্মৃতি তাঁর আত্মাকে কুরে-কুরে খেয়ে শেষ করে ফেলছে। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হল বেসিল হলওয়াডের চোখ দুটি যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন। তবু তার মনে হল তিনি আর অপেক্ষা করতে পারেন না। আদ্রিয়েন সিঙ্গলটনের উপস্থিতি তাঁকে অস্থির করে তুলল। তিনি এমন একটা জায়গায় যেতে চান যেখানে কেউ তাকে চিনতে পারবে না। নিজের কাছ থেকেই তিনি পালিয়ে যেতে চান।

একটু থেমে তিনি বললেন : আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি।

জেটির দিকে ?

হ্যাঁ।

সেই পাগল বেড়ালটা নিশ্চয় ওখানে রয়েছে। এখন এখানে তারা আর তাকে রাখে না।

ডোরিয়েন অগ্রাহ্যভরে স্রাগ করলেন, বললেন : প্রেমিকাদের নিয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। যে সব মেয়েরা অপরকে ঘৃণা করে তারাই সব চেয়ে উপাদেয়। তা ছাড়া, জিনিস হিসাবে ও তারা উৎকৃষ্ট।

একই রকম।

ওদেরই আমি বেশী পছন্দ করি। এস; একটু ড্রিঙ্ক করে যাবে। আমারও কিছু চাই।

যুবকটি বিড়-বিড় করে বলল: না; আমার কিছু দরকার নেই।

ঠিক আছে। এস।

ক্লান্তভাবে আড্রিয়েন সিঙ্গলটন উঠে দাঁড়ালেন; 'বার' পর্যন্ত ডোরিয়েন-এর পিছু-পিছু গেল। ছেঁড়া পাগড়ী আর ময়লা কোট পরে একজন বেয়ারা বিকৃত মুখে অভিনন্দন জানিয়ে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি আর দুটো মগ তাদের সামনে রেখে দিল। মেয়েরা ভয়ে টলতে-টলতে সরে গিয়ে কিচির-মিচির করতে লাগল। ডোরিয়েন তাদের দিকে পেছন করে দাঁড়ালেন; আড্রিয়েন সিঙ্গলটনকে ফিস-ফিস করে কী যেন বললেন।

মেয়েদের একটির মুখের ওপরে বাঁকা হাসি খেলে গেল। সে নাক বাঁকিয়ে ব্যঙ্গের ছলে বলল: আজ আমাদের সৌভাগ্যের দিন।

মেঝের ওপরে পা ঠুকে চিৎকার করে উঠলেন ডোরিয়েন: ভগবানের দোহাই, আমাদের সঙ্গে কথা বলো না। কী চাই তোমাদের? টাকা? এই নাও। ভবিষ্যতে আর কখনও আমার সঙ্গে কথা বলো না।

মেয়েটির ভিজে চুপসানো চোখ দুটির ভেতর থেকে দুটো লাল ফুলকি চকচক করে উঠলো; তারপরে যথারীতি সেগুলি মিলিয়ে গেল। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে কাউণ্টার থেকে সে লোলুপ ভাবে মুদ্রা দুটি প্রায় ছো দিয়ে তুলে নিল। হিংসার চোখে তার বন্ধুরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করল।

আড্রিয়েন সিঙ্গলটন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল: কোন লাভ নেই। আর আমি ফিরে যেতে চাই নে। আর ফিরে গিয়েই বা লাভ কী? আমি এখানে সুখেই রয়েছি।

একটু চুপ করে থেকে ডোরিয়েন বললেন: তোমার যদি কখনও কিছু দরকার হয় আমাকে তা জানাবে তো? না কি?

সম্ভবত।

তাহলে, এখন চলি।

শুকনো মুখ রুমাল দিয়ে মুছে চলে যেতে-যেতে সে বলল: শুভরাত্রি।

ডোরিয়েন দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তাঁর দৃষ্টির মধ্যে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। পর্দাটা সরিয়ে দিতেই একটা মেয়ে বীভৎস গলায় হেসে উঠলো।

এটি সেই মেয়ে যে কাউণ্টারের ওপর থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছিল।

মোটা গলায় সে চেঁচিয়ে বলল: শয়তানটা যাচ্ছে।

তিনি বললেন: তুমি গোল্লায় যাও। আমাকে ও নামে ডেকো না।

মেয়েটা বাতাসে হাতের ঝাপটা দিয়ে বলল: তোমাকে প্রিন্স চার্মিঙ বলে ডাকতে হবে, তাই না?

একটা নাবিক ঝিমোচ্ছিল। এই কথা শুনে সে লাফিয়ে উঠে উত্তেজিত ভাবে চারপাশে তাকাতে লাগলো। দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ তার কানে এল। সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে; মনে হল, ডোরিয়েন-এর পিছু নিয়েছে সে।

পিটপিটে বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ডোরিয়েন দ্রুত জাহাজ ঘাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। আড্রিয়েন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁকে অদ্ভুত ভাবে নাড়া দিয়েছে। তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন বেসিল হলওয়ার্ড যে জন্যে তাঁকে অপমান করেছিলেন তা কি সত্যি? অর্থাৎ, আড্রিয়েন-এর অধঃপতনের জন্যে কি তিনিই দায়ী? নিজের ঠোঁটটা কামড়ালেন তিনি; কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো বুজিয়ে দিলেন। কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করলেন তিনি। তবু, তাঁরই বা কি যায় আসে? অন্য লোকের ভ্রান্তির বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে বয়ে বেড়ানোর মত সময় মানুষের কোথায়? প্রতিটি মানুষ নিজের জীবন নিয়েই বেঁচে থাকে; আর তার জন্যে তাকে যথেষ্ট খেসারৎ দিতে হয়। সব চেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে একই ভুলের জন্যে অনেকবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় মানুষকে; অনেকবার নয়; বার বার। মানুষের সঙ্গে হিসাব-নিকাশের খতিয়ান কোন দিনই ভাগ্য শেষ করে দেয় না।

মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, জীবনে এমন সময় আসে যখন পাপ, অথবা, মানুষ যাকে পাপ বলে, করার প্রবৃত্তি মানুষকে এমনভাবে গ্রাস করে বসে, যে তার দেহের প্রতিটি স্নায়ু, বা মাথার প্রতিটি কোষ একটা ভয়ঙ্কর উন্মাদনায় থরথর করে কাঁপে। সে-সময় মানুষ তার ইচ্ছার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। স্রোতের টানে অসহায়ের মত এগিয়ে যায় ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে। বিবেচনা করার শক্তি তখন তার থাকে না; নষ্ট হয়ে যায় বিবেক। অথবা, নষ্ট যদি না-ই হয়ে থাকে তো বিদ্রোহ করাই তার আসল সৌন্দর্য হয়ে দাঁড়ায়; এবং অবাধ্যতাই হয়ে দাঁড়ায় তার আসল হাতিয়ার। সমস্ত ধর্ম-যাজকরা বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে অবাধ্যতাই হচ্ছে চরম পাপ। বিশ্বের

প্রথম অমঙ্গলের প্রতীক শয়তানের যখন স্বর্গচ্যুতি ঘটেছিল তখন সে বিদ্রোহী হয়েই নেমে এসেছিল।

সব কিছুর সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে অন্যায় করার জন্যে সমস্ত শক্তি সংহত করে, কলঙ্কিত মন আর বিদ্রোহের অতৃপ্ত আকাঙ্খা নিয়ে ডোরিয়েন গ্রে তাঁর চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন; পতিতালয়ে যাওয়ার পথটা ছোট করার জন্যে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে গেলেন; কিন্তু এই সময়ে পেছন থেকে অতর্কিতে দুটো হাত ধাক্কা দিয়ে তাঁকে দেওয়ালের গায়ে ঠেলে দিল; তারপরে, একটা হাত প্রচণ্ড শক্তিতে তাঁর টুঁটিটা চেপে ধরল। সতর্ক হওয়ার এতটুকু সময় তিনি পেলেন না।

বাঁচার জন্যে পাগলের মত চেষ্টা করলেন তিনি; এবং কোন রকমে তাঁর গলা থেকে আক্রমণকারীর হাতটা সরিয়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে রিভলভার বার করার একটা শব্দ তাঁর কানে গেল, তিনি দেখতে পেলেন একটা রিভলভারের মুখ চকচক করছে; আর দেখলেন সেই মুখ তাঁর মাথাটা লক্ষ্য করে উঁচিয়ে রয়েছে। আবছায়ার মধ্যে তাঁর নজরে পড়ল একটা স্বাস্থ্যবান বেঁটে লোক তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি: কী চাও?

লোকটি বলল: চোপ্। একটু নড়লেই তোমাকে আমি গুলি করে মারবো।

তুমি পাগল। আমি তোমার কী করেছি?

উত্তর এল: তুমি সাইবিল ভেন-এর জীবন ধ্বংস করেছ। সাইবিল আমার বোন ছিল। সে আত্মহত্যা করেছে। আমি তা জানি। তোমার জন্যেই সে আত্মহত্যা করেছে। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমাকে হত্যা করে তার বদলা নেব আমি। বছরের পর বছর ধরে আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোন সন্ধান পাই নি তোমার। যে-দুজন তোমাকে চিনিয়ে দিতে পারতো তারা আজ মৃত। যে প্রিয় নামে সে তোমাকে ডাকতো সেইটুকু ছাড়া তোমার সম্বন্ধে আর কিছুই আমি জানতাম না। আজই হঠাৎ সেই নামটা আমার কানে এল। ভগবানের কাছে শেষবারের মত প্রার্থনা করে নাও, কারণ, আজ তোমাকে মরতেই হবে।

ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন ডোরিয়েন গ্রে। তিনি তোত্লাতে-তোত্লাতে বললেন: আমি তাকে কোন দিনই চিনতাম না। তার নাম কোনদিনই

আমি শুনি নি। তুমি একটি উন্মাদ।

তার চেয়ে বরং নিজের দোষ স্বীকার কর। কারণ আমি যেমন সত্যি-সত্যিই জেমস ভেন, তেমনি সত্যি-সত্যিই তোমাকে মরতে হবে।

কয়েকটি ভয়াবহ মুহূর্ত। কী করা উচিৎ বা কী বলা উচিৎ কিছুই ভেবে পেলেন না ডোরিয়েন।

গর্জন করে উঠলো লোকটি: হাঁটু মুড়ে বস। প্রার্থনা করার জন্যে এক মিনিট সময় তোমাকে আমি দিচ্ছি। তার বেশী নয়।

ডোরিয়েনের হাত দুটি নেতিয়ে পড়ল। ভয়ে হিম হয়ে গেল তাঁর দেহ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন তিনি। হঠাৎ তাঁর মগজে একটা আশার বিজলি খেলে গেল।

তিনি চিৎকার করে বললেন: থাম। কত বছর আগে তোমার বোন মারা গিয়েছে। তাড়াতাড়ি বল।

লোকটি বলল: আজ থেকে আঠার বছর আগে। একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? বয়সে কী আসে যায়?

বিজয়ীর মত ডোরিয়েন হেসে বললেন: আঠার বছর! আঠার বছর! আলোর নিচে চল; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ।

কথাটা বুঝতে না পেরে জেমস ভেন একটু ইতস্তত করল। তারপরে তাঁকে টানতে-টানতে সেই গলির বাইরে নিয়ে এল।

বাতাসে আলোর শিখাগুলি কাঁপছিল সত্যি কথা, তবু সেই আলোতেই নিজের বিষম ভুলটা সে বুঝতে পারল। কারণ যে লোকটিকে সে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল সে যুবক, তার মুখের ওপরে নিষ্পাপ শিশুর অকলঙ্কিত পবিত্রতা। দেখলে মনে হবে তার বয়স বছর কুড়ির বেশী নয়; যদি একটু বেশীই হয় তাহলে, অতগুলি বছর আগে ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় তার দিদির বয়স যা ছিল তার চেয়ে হয়ত সামান্য একটু বেশী। এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, যে মানুষটি তার দিদির মৃত্যুর জন্যে দায়ী এ সে-মানুষ নয়।

হাত ছেড়ে দিয়ে সে পিছু হটে বলল: হায় ভগবান, হায় ভগবান; আর একটু হলে আমি তোমাকে খুন করে ফেলতাম।

দীর্ঘ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডোরিয়েন। তার দিকে তাকিয়ে বেশ রূঢ় ভাবেই তিনি বললেন: আর একটু হলে তুমি প্রায় নরহত্যা করে ফেলতে হে! এ থেকে একটা শিক্ষা তোমার হোক। প্রতিহিংসা চরিতার্থ

করার ইচ্ছেটা কখনও নিজের হাতে রেখ না।

জেমস ভেন বিড়বিড় করে বলল: আমাকে ক্ষমা করুন স্যার। আমি প্রতারিত হয়েছি। ওই নোংরা বস্তিতে হঠাৎ একটা নাম শুনে আমি ভুল করে ফেলেছি।

পেছন ফিরে এগোতে-এগোতে ডোরিয়েন বললেন: বরং বাড়ী যাও। পিস্তলটাকে সরিয়ে রাখ। না হলে, বিপদে পড়তে পার।

ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে জেমস ভেন রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে রইল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঠকঠক করতে লাগলো তার। একটা কালো ছায়া ভিজে দেওয়ালের পাশ দিয়ে গুঁড়ি দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আসছিল এতক্ষণ। একটু পরেই সেই ছায়া আলোর সামনে বেরিয়ে এল; তারপরে নিঃশব্দে সেটি কাছে এসে দাঁড়ালো তার। একটি হাত তার হাতের ওপরে এসে পড়তেই চমকে উঠে সে পিছনে ফিরে তাকালো। বার-এ যে সব মেয়েরা মদ খাচ্ছিল এটি সেই দলেরই।

তার সেই কদাকার মুখটা তার মুখের কাছে ধরে মেয়েটা ফিসফিস করে বলল: শয়তানটাকে তুমি খুন করলে না কেন? ড্যানির কাছ থেকে তুমি যখন ছুটে বেরিয়ে এলে তখনই আমি জানতাম তুমি ওর পেছনে ছুটেছ। ওকে তোমার খুন করা উচিৎ ছিল। লোকটার অনেক টাকা রয়েছে; ব্যাটা একেবারে শয়তানের শিরোমণি।

জেমস বলল: আমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি এ সে-লোক নয়। আমি কারও টাকা চাই নে। আমি একটি মানুষের জীবন চাই। যে-লোকটিকে আমি খুন করতে চাই তার বয়স এখন চল্লিশের কাছাকাছি হবে। এই লোকটি শিশুর চেয়ে কিছু বড়। ওর রক্ত যে আমার হাতে লাগে নি তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ।

মেয়েটা চিবিয়ে চিবিয়ে হেসে উঠলো: শিশুর চেয়ে কিছু বড়। তাই বটে। কী বলছ তুমি! আমার যে অবস্থা দেখছ তার জন্যে দায়ী ওই প্রিন্স চার্মিঙ! আঠারো বছর আগে ওই লোকটা আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

জেমস ভেন চিৎকার করে উঠলো: মিথ্যে কথা বলছ তুমি।

আবেদন করার ভঙ্গিতে আকাশে হাত দুটি তুলে মেয়েটি বলল: ভগবানের দিব্যি, আমি সত্যি কথা বলছি।

ভগবানের দিব্যি !

আমার কথা যদি সত্যি না হয় তাহলে আমি যেন বোবা হয়ে যাই। এখানে যারা আসে ও হচ্ছে তাদের মধ্যে নিকৃষ্ট। লোকে বলে সুন্দর মুখের জন্যে মানুষটা শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রী করে দিয়েছে। প্রায় আঠারো বছর আগে ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়। সেই থেকে ওর চেহারার খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। যদিও আমার হয়েছে অনেক।

তুমি দিব্যি করে বলছ ?

তার সেই চওড়া থ্যাবড়ানো মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা প্রতিধ্বনি : আমি দিব্যি করছি। আমি ওকে বড় ভয় করি। আজকের জন্যে আমাকে কিছু টাকা দাও।

একটা কুৎসিৎ কথা বলে সে ঘুরে দাঁড়ালো ; দৌড়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। কিন্তু ততক্ষণে ডোরিয়েন গ্রে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। পিছু ফিরে তাকালো জেমস। মেয়েটিও তখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। সেলবি রয়্যাল-এর বাড়ীতে বসে ডোরিয়েন গ্রে মনমাউথ-এর সুন্দরী স্ত্রী ডাচেস-এর সঙ্গে গল্প করছিলেন। পাশে ছিলেন তার স্বামী লর্ড মনমাউথ ; বয়স ষাটের কাছাকাছি ; মনে হচ্ছে পরিশ্রান্ত। সময়টা চা খাওয়ার। টেবিলের ওপরে ঢাকনি দেওয়া বিরাট বাতিদান থেকে একটা মিষ্টি আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সান্ধ্য মজলিসে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন ডাচেস স্বয়ং। তাঁর সাদা হাত দুটি লঘুভাবে কাপের ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডোরিয়েন গ্রে ফিসফিস করে তাঁকে যা বলছিলেন তাই শুনে তাঁর ঠোঁট দুটি ভরে উঠছিল হাসিতে। তাঁদের দিকে তাকিয়ে লর্ড হেনরী একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। পিচ রঙের একটি সোফার ওপরে বসেছিলেন লেডী নারবোরো ; ব্রেজিল থেকে যে শেষ পোকাটা ডিউক সংগ্রহ করে এনেছিলেন তাঁরই মুখ থেকে সেই কাহিনীটি শোনার ভাণ করছিলেন তিনি। তিনটি যুবক ধোপদুরস্ত পোশাক পরে মহিলাদের চা পরিবেশন

করছিল। মজলিসে উপস্থিত ছিলেন বারো জন। পরের দিন আরও কিছু অতিথিদের আসার কথা।

টেবিলের কাছে হেলতে-দুলতে এগিয়ে গিয়ে এবং কাপটি নামিয়ে রেখে লর্ড হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন: কী গল্প হচ্ছে তোমাদের? আশা করি আমি যে সকলের নতুন করে নাম করণের পরিকল্পনা করেছি তা বোধ হয় তুমি শুনেছ, গ্ল্যাডিস? পরিকল্পনাটা বড় সুন্দর।

অপরূপ সুন্দর দুটি চোখ তার দিকে তুলে ডাচেস বললেন: আবার আমার নতুন নামকরণ করতে আমি রাজি নই, হেনরী, আমার নিজের যা নাম তাতেই আমি খুশি। এবং মিঃ গ্রে-ও যে তার নামে খুশি সে-বিষয়েও আমি নিশ্চিৎ।

ডোরিয়েন গ্রে বললেন: প্রিয় গ্ল্যাডিস, পৃথিবীতে এমন কিছু জিনিস নেই যার লোভে আমি দুটি নামের একটিও পরিবর্তন করতে রাজি হব। দুটিই নিখুঁৎ। বিশেষ করে আমি ফুলের কথা চিন্তা করছিলাম। গতকাল বাটনহোল-এ গোঁজার জন্যে আমি একটা অর্কিড ফুল কেটেছিলাম। ফুলটা কী সুন্দর; সাতটি ভয়ঙ্কর পাপের মত গোটা গায়ে তার সুন্দর সুন্দর ফুটকি। কোন কিছু না ভেবেই মালিকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ফুলের নামটা কী। সে আমাকে বলল রবিন সোনিয়ানা বা ওই জাতীয় কোন ভয়ঙ্কর জিনিস সেটি। কথাটা সত্যি, কিন্তু নামটা শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল কিন্তু সুন্দর জিনিসের সুন্দর নাম দেওয়ার শক্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। নামই তো সব, কাজ নিয়ে আমি কোনদিন কলহ করি নে। আমার একমাত্র বিবাদ শব্দের সঙ্গে। সেই জন্যে সাহিত্যে অশ্লীল নগ্নতাকে আমি এত ঘৃণা করি। যে লোক কোন জিনিসকে তার আসল নামে চিহ্নিত করে সে কোদালকে কোদাল বলেই ডাকে। এ ছাড়া অন্য কোন গুণ তার নেই।

ডাচেস জিজ্ঞাসা করলেন: তাহলে, তোমাকে কী নামে ডাকবো, হ্যারি?

ডোরিয়েন বললেন: ওর নাম প্রিন্স প্যারাডক্স।

ডাচেস বললেন: আমি তো ওকে এক নজরে চিনে ফেলতে পারি।

একটা চেয়ারের ওপরে গাটা এলিয়ে দিয়ে লর্ড হেনরী হেসে বললেন: থাক, থাক, আর আমি শুনতে চাই নে। দুর্নাম থেকে মুক্তি নেই মানুষের। আমি এ উচ্ছ্বাস পছন্দ করি নে।

সুন্দরীর ঠোঁট থেকে সাবধান বাণী একটা উচ্চারিত হল: রাজতন্ত্র

সিংহাসনচ্যুত না হতে পারে…

তুমি চাও আমি আমার সিংহাসন রক্ষা করি ?

হ্যাঁ।

আগামী কাল যেটা সত্য হযে দাঁড়াবে আজকে আমি সেই কথাই বলি।

ডাচেস বললেন : আজকের ভুলগুলিকেই আমি পছন্দ করি বেশী।

তুমি আমাকে অস্ত্রহীন করে ফেলছ গ্ল্যাডিস।

তোমার বর্মটা সরিয়ে নিচ্ছি, বর্শাটা নয়।

হাতটা সামনের দিকে ঘুরিযে তিনি বললেন : সৌন্দর্যের ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ি নে আমি।

বিশ্বাস কর হেনরী, ওটাই তোমার ভুল। সৌন্দর্যের দাম তোমার কাছে খুব বেশী।

একথা তুমি বলছ কী করে ? স্বীকার করছি আমার কাছে ভাল হওয়ার চেযে সুন্দর হওযা অনেক ভাল। কিন্তু তবু সবার আগে এটাও আমি স্বীকার করি যে কুৎসিৎ হওয়ার চেযে ভাল হওয়া অনেক ভাল।

ডাচেস বললেন : তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে সাতটি ভয়ঙ্কর পাপের মধ্যে কুৎসিৎ জিনিস একটি মারাত্মক পাপ ? অর্কিডের সম্বন্ধে তোমার উপমাটা কী ?

যাকে তোমরা কুৎসিৎ বলছ সেটা হচ্ছে সাতটি মারাত্মক গুণের একটি, গ্ল্যাডিস, সাঁচ্চা টোরি-হিসাবে ওদের তুমি হেলাফেলা করতে পার না। বিনয়, বাইবেল, আর ওই সাতটি মারাত্মক গুণই আমাদের ইংলণ্ডকে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে।

ডাচেস জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি তাহলে তোমার দেশকে পছন্দ কর না ?

আমি এই দেশেই বেঁচে রযেছি।

এই জন্যে যে এর অপগুণ তুমি ভাল করে প্রচার করতে পার ?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : এ সম্বন্ধে যেরোপ কী বলে তাই কি তুমি শুনতে চাও ?

কী বলে তারা ?

টার্টুফি ইংলণ্ডে এসে দোকান খুলে বসেছে।

এটা কি তোমারই কথা, হ্যারি ?

আমি এটা তোমাকেই দিলাম।

আমি তা কাজে লাগাতে পারতাম না। জিনিসটা ভয়ঙ্কর রকমের সত্যি।

ভয় নেই তোমার। আমাদের দেশের লোক কোন বর্ণনাকেই স্বীকার করে না।

তারা বাস্তবধর্মী।

তারা যতটা বাস্তবধর্মী তার চেয়ে অনেক বেশী চতুর। হিসাবের খাতা লিখতে বসে তারা মূর্খতা জের টানে অর্থের প্রাচুর্য দিয়ে, আর পাপের জের টানে শঠতা দিয়ে।

তবু, আমাদের অনেক বড় জিনিস রয়েছে।

বড় জিনিস আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, গ্র্যাণ্ডিস।

সে-বোঝা আমরা বয়ে এনেছি।

সেকথা সত্যি; তবে আমাদের দৌড় ওই স্টক এক্সচেনজ পর্যন্ত।

ঘাড় নাড়লেন ডাচেস; বললেন: ইংরাজ জাতের ওপরে আমার আস্থা রয়েছে।

ইংরাজ জাতটা বেঁচে রয়েছে কেবল অপরকে ল্যাং মারার চেষ্টায়।

উন্নতির পথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

ধ্বংসই আমাকে আকর্ষণ করে বেশী।

কিন্তু আর্ট?

ওটা একটা রোগ।

প্রেম?

ওটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ধর্ম?

ওটা হচ্ছে বিশ্বাসের একটা সৌখীন প্রতীক।

তুমি একটি নাস্তিক।

কভি নেহী। নাস্তিকবাদ দিয়েই বিশ্বাসের সুরু।

তোমার কাজটা কী বলত?

ব্যাখ্যা করার অর্থই হচ্ছে সীমাবদ্ধ করা।

আমাকে একটা ধরতি দাও।

দড়ি ছিঁড়ে যায়। অনন্ত গহ্বরে তুমি পথ হারিয়ে ফেলবে।

তুমি আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছ। অন্য আলোচনা করা যাক এস।

যাঁর বাড়ীতে আমরা আজ অতিথি হয়ে এসেছি তাকে নিয়ে আলোচনা

করলে আনন্দ পাবে। অনেকদিন আগেই তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছে। সেই নামটা হচ্ছে প্রিন্স চার্মিঙ।

ডোরিয়েন গ্রে বললেন: ওকথাটা আর আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো না।

একটু লাল হয়ে ডাচেস বললেন: মিঃ গ্রেকে আজ একটু যেন কেমন-কেমন দেখাচ্ছে। আমার বিশ্বাস ও মনে করে নিছক বৈজ্ঞানিক স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্যে মনমাউথ আমাকে বিয়ে করেছে। ওর ধারণা আমাকে বিয়ে করে মনমাউথ আধুনিক প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ একটি নিদর্শন সংগ্রহ করেছে।

ডোরিয়েন হেসে বললেন: আশা করি মনমাউথ তোমার বুকে পিন ফুটিয়ে দেবেন না, ডাচেস।

সে-কথা যদি বল তাহলে আমার চাকরাণীই চটে গেলে আমার বুকে পিন ফুটিয়ে দেয় মিঃ গ্রে।

কিন্তু তোমার ওপরে বিরক্ত হওয়ার তার কারণটা কী ডাচেস?

আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি মিঃ গ্রে, একেবারে বাজে কারণে। সাধারণত আমি নটা বাজতে দশ মিনিটে বাড়ীতে ঢুকে তাকে বলি আমাকে সাড়ে আটটার মধ্যে সাজিয়ে দাও। এই আমার অপরাধ।

সত্যিই কী অন্যায়। তোমার তাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিৎ।

সাহস পাই নে, মিঃ গ্রে। কী করে পাব বলুন? সে আমার জন্যে নতুন রকমের টুপি তৈরি করে। লেডী হিলটনের গার্ডেন পার্টিতে আমি যেটা পরেছিলাম সেই টুপিটার কথা তোমার মনে রয়েছে? মনে নেই, কিন্তু মনে থাকার ভাণ যে করছ তাই যথেষ্ট। সেই টুপিটা সে তৈরি করেছিল তেমন কিছু মাল মশলা না দিয়েই। সব ভাল টুপিই এই ভাবে তৈরি হয়।

লর্ড হেনরী মাঝপথে বলে উঠলেন: হ্যাঁ, গ্ল্যাডিস, ঠিক যশের মত। প্রতিটি যশ অর্জন করার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ একটি ক'রে শত্রু তৈরি করে। জনপ্রিয় হ'তে গেলে মানুষকে চরিত্র আর দক্ষতার দিক থেকে মাঝামাঝি ধরনের হ'তে হবে।

মাথা নেড়ে ডাচেস বললেন: উঁহু। ও কথা মহিলাদের সম্বন্ধে খাটে না; আর বিশ্ব শাসন করে এই মহিলারাই। কে যেন বলেছে, আমরা মহিলারা কান দিয়ে ভালবাসি যেমন পুরুষরা ভালবাসে চোখ দিয়ে, যদি অবশ্য সত্যিকার ভালবাসার ক্ষমতা পুরুষদের থাকে।

ডোরিয়েন বিড়বিড় করে বললেন: আমার তো মনে হয় এক ভালবাসা

ছাড়া আর কিছুই আমরা করি নে।

দুঃখের ভাণ ক'রে ডাচেস বললেন : তাহলে, মিঃ গ্রে, তুমি সত্যি-সত্যিই ভালবাস।

লর্ড হেনরী বললেন : প্রিয় গ্ল্যাডিস, একথা তুমি বললে কেমন করে? পুনরাবৃত্তির ওপরেই রোমান্স বেঁচে থাকে; আর একটা আকাঙ্খাকে কলায় পরিণত করে এই পুনরাবৃত্তি। তা ছাড়া, প্রতিটিবার মানুষ যখন প্রেমে পড়ে একমাত্র তখনই সে সত্যিকার ভালবাসে। বস্তুর পার্থক্য আকাঙ্খার একাগ্রতাকে পরিবর্তন করতে পারে না; বরং বাড়িয়ে তোলে। জীবনে আমরা একবারই মহৎ অভিজ্ঞতা লাভ করি; আর জীবনের রহস্য হচ্ছে যতবার সম্ভব সেই অভিজ্ঞতাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

একটু চুপ করে থেকে ডাচেস প্রশ্ন করলেন : মানুষ আহত হলেও, হ্যারি?

লর্ড হেনরী উত্তর দিলেন : আলবৎ।

মুখ ঘুরিয়ে চোখের ওপরে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটিয়ে ডাচেস ডোরিয়েন গ্রে-র দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মিঃ গ্রে, তুমি কী বল?

একটু দ্বিধা করলেন ডোরিয়েন; তারপরে মাথাটা পেছনে সরিয়ে হেসে বললেন : হ্যারির সঙ্গে আমি সব সময়েই একমত, ডাচেস।

যখন সে অন্যায় কথা বলে তখনও?

হ্যারি কখনও অন্যায় কথা বলে না, ডাচেস।

ওর দর্শন কি তোমার ভাল লাগে?

সেকথা কোনদিনই আমি ভাবি নে। কে সুখ চায়? আমি খুঁজে বেড়িয়েছি আনন্দ।

এবং তা তুমি পেয়েছ?

হ্যাঁ; নিশ্চয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ডাচেস-এর; বললেন : আমি শান্তি খুঁজছি। আমি যদি এখনই গিয়ে পোশাক পরিবর্তন না করি তাহলে আজ সন্ধ্যায় আমাকে শান্তি পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হবে।

দাঁড়িয়ে উঠে ডোরিয়েন বললেন : তোমাকে কয়েকটা অর্কিড এনে দিই, ডাচেস।

লর্ড হেনরী তাঁর আত্মীয়াকে বললেন : তোমার চালচলনটা বেশ যুৎসই

হচ্ছে না। খুব সাবধান। ওকে দেখে মেয়েরা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আকর্ষণ করার শক্তি ওর অসীম।

সে-ক্ষমতা ওর না থাকলে, কোন লড়াই হোত না।

তাহলে বলতে চাও সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি চলছে তোমাদের ?

আমি ট্রোজানদের দলে। একটি মহিলার জন্যে তারা লড়াই করেছিল।

পরাজিত হয়েছিল তারা।

ডাচেস বললেন : বন্দিনী হওয়ার চেয়ে খারাপ জিনিস রয়েছে।

তুমি বলগা ছেড়ে দিয়ে লাফাচ্ছ।

দ্রুতগতিই তো বেঁচে থাকারই অঙ্গ।

আমার ডায়েরীতে আজ রাত্রিতে কথাটা আমি লিখে রাখবো।

কোন্ কথাটা ?

যে আগুনে পোড়া শিশু আগুনকে ভালবাসে।

পোড়া দূরের কথা, আমার গায়ে আঁচ-ও লাগে নি। আমার পাখা পোড়ে নি।

এক উড়ে যাওয়া ছাড়া, ওই পাখা দিয়ে তুমি সব কাজই কর।

সাহস আজকাল পুরুষদের কাছ থেকে মেয়েদের কাছে এসে পড়েছে। এটা আমাদের কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

তোমার একটি প্রতিদ্বন্দ্বিনী রয়েছেন।

কে ?

তিনি হেসে বললেন : লেডী নারবোরো। ভদ্রমহিলা ওকে একেবারে পুজো করে।

তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে। আমাদের মত যারা রোমান্টিক তাদের কাছে প্রাচীনত্ব ভয়ানক রকমের বিপজ্জনক।

তুমি নিজেকে রোমান্টিক বলছ! তোমার সব ক'টি ছলাকলাই তো দেখছি বৈজ্ঞানিক।

পুরুষরাই আমাদের সব কিছু শিখিয়েছে।

কিন্তু তোমাদের আত্মাকে উদ্‌ঘাটিত করে নি।

জাতি হিসাবে আমাদের নারীদের ব্যাখ্যা কী ?

তোমরা হচ্ছ স্ফিংক্‌স্-এর জাতি ; তফাৎ এইটুকু যে গোপন রহস্য বলতে তোমাদের কিছু নেই।

তাঁর দিকে তাকিয়ে ডাচেস একটু হেসে বললেন: মিঃ গ্রে-র এত দেরি হচ্ছে কেন? চল, তাঁকে সাহায্য করি গে। আমার ফ্রকের রঙটা এখনও তাঁকে বলা হয় নি।

তার ফুলের রঙের সঙ্গে তোমার ফ্রকের রঙটা মিলোতেই হবে তোমাকে, গ্ল্যাডিস।

এর অর্থই হচ্ছে বেশী তাড়াতাড়ি নিজেকে সমর্পণ করা।

রোমান্টিক আর্টের সুরুই হচ্ছে শেষ থেকে।

কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ একটা খোলা রাখতে হবে তো।

পার্থিয়ানদের মত?

তারা তো মরুভূমির মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। আমার পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

সব সময় মহিলাদের তাদের ইচ্ছেমত সুযোগ দেওয়া হয় না।

লর্ড হেনরী কথা শেষ করার আগেই ফুলগাছগুলি যে-ঘরে থাকে সেই দিক থেকে একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল। একটা ভারি জিনিস মাটিতে পড়ে যাওয়ার-ও শব্দ এল কানে। সবাই চমকে ছুটে গেল সেইদিকে। ভয়ে চলচ্ছক্তিহীনা হয়ে গেলেন ডাচেস। ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠল লর্ড হেনরী। পাম গাছের পাতার ভেতর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে দেখলেন ডোরিয়েন গ্রে মেঝের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে মূর্ছা গিয়েছেন।

তাঁকে তক্ষুনি বসার ঘরে তুলে নিয়ে আসা হল; শুইয়ে দেওয়া হল সোফার ওপরে। সামান্য কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। বিভ্রান্তের মত চারপাশে তাকাতে লাগলেন তিনি।

জিজ্ঞাসা করলেন: কী হয়েছে বলত? হ্যাঁ, হ্যাঁ; বুঝতে পেরেছি। হ্যারি, এখানে কি আমি নিরাপদ?

এইটুকু বলেই তিনি কাঁপতে লাগলেন।

লর্ড হেনরী বললেন: প্রিয় ডোরিয়েন, তুমি মূর্ছা গিয়েছিলে মাত্র। এ ছাড়া আর কিছু তোমার হয় নি। নিশ্চয় তুমি খুব বেশী পরিশ্রম করছ। ডিনারে তোমার না যাওয়াই ভাল।

দাঁড়ানোর চেষ্টা ক'রে ডোরিয়েন বললেন: না, না; আমি যাব। আমার নিচে যাওয়াই ভাল। আমি একলা থাকব না।

ঘরে গিয়ে তিনি পোশাক পরিবর্তন করলেন। খেতে বসে খুশির অকারণ

উচ্ছাসে মেতে উঠলেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে ভয়ে তিনি শিউরে উঠতে লাগলেন। তাঁর মনে হল ফুল গাছ রাখার ঘরের দেওয়ালের গায়ে সাদা রুমালের মত, জেমস ভেন-এর মুখ তিনি দেখেছেন। জেমস যেন তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥

পরের দিন তিনি আর ঘর ছেড়ে বেরোলেন না। সত্যিকথা বলতে কি যদিও জীবনের বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন, তবু আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে বেশীর ভাগ সময়টাই তিনি ঘরের মধ্যে কাটালেন। কেউ যে তাঁর পিছু নিয়েছে, তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই রকম একটা ধারণা তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলল। বাতাসে কিছু নড়াচড়ার শব্দ হলেই তিনি কেঁপে উঠতেন। জানালার শার্সিতে মরা পাতার ঝাপ্‌টা শুনে তাঁর মনে হোত সেগুলি বুঝিবা তারই ব্যর্থ প্রতিজ্ঞা আর অর্থহীন অনুশোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। চোখ দুটো বুজোলেই তিনি দেখতে পেতেন একটি নাবিকের তীক্ষ্ণ দুটো চোখ তাঁর সমস্ত গতিবিধি লক্ষ্য করছে। তখনই ভয়ে তাঁর অন্তরাত্মা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত।

কিন্তু সম্ভবত সত্যিই কেউ তাঁর পেছনে ঘোরে নি। সেদিন রাত্রিতে যে দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, যে শাস্তি তাঁকে নিতে হচ্ছিল এটা হয়ত তারই একটা প্রতিচ্ছবি। বাস্তব জীবনটাই হচ্ছে কেমন যেন গণ্ডগোলে। কিন্তু আমাদের কল্পনার মধ্যে একটা সুশৃঙ্খল নীতি রয়েছে। এই কল্পনাই পাপের অনুশোচনায় আমাদের পরিচালিত করে ; এই কল্পনার ভেতরে প্রতিটি পাপ প্রতিফলিত করে নিজেকে। বাস্তব জগতে পাপীরা শাস্তি পায় না, পুরস্কৃত হয় না সাধুরা। সবলরা সাফল্য অর্জন করে, অসাফল্যের সমস্ত কালিমা চাপানো হয় দুর্বলের মাথায়। এ ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া যদি কোন অপরিচিত মানুষ তাঁর বাড়ীর আশেপাশে ঘুরে বেড়াতো তাহলে নিশ্চয় চাকর বাকরদের কেউ তাকে দেখতে পেতো। কারও পায়ের ছাপ যদি বাগানে পড়তো তাহলে মালিই ব্যাপারটা কানে তুলতো তাঁর। হ্যাঁ ; ওটা তার কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁকে হত্যা করার জন্যে সাইবিল ভেন-এর ভাই তাঁর পেছনে ঘুরে

বেড়াচ্ছে না। সে নিশ্চয় সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে এতক্ষণ। যেমন করেই হোক, তার হাত থেকে তিনি রেহাই পেয়েছেন। তাছাড়া তিনি কে সেকথা লোকটা জানত-ও না, জানার কোন উপায়ও তার ছিল না। যৌবনের মুখোশ তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তবু ব্যাপারটা যদি নিছক দৃষ্টিভ্রমই হোত তাহলে তাঁর বিবেক কি অত ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তির কল্পনা করতে পারতো। ভাবতেও গা কেমন ছমছম করে। এইভাবে দিনের পর দিন যদি প্রতিটি অলিগলি থেকে, পথে-প্রান্তর থেকে, তার খাওয়ার টেবিলের পাশ থেকে আতঙ্ক স্থির চক্ষু দুটি মেলে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তার সাধারণ গতিতে বিভ্রান্ত করে তোলে তাহলে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনের পরিণতি কী দাঁড়াবে? এই চিন্তাটা তাঁর মাথার মধ্যে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ভয়ে হিম হয়ে যান; বাতাস হঠাৎ হিমেল হয়ে যায়। হায়রে, উত্তেজনার কী এক উন্মাদ মুহূর্তে তিনি তাঁর বন্ধুকে হত্যা করেছিলেন? সেই হত্যার দৃশ্যটা কী মর্মান্তিক। সবই যেন তিনি আবার দেখতে পেলেন। সে রাত্রির প্রতিটি ঘটনার ভয়ঙ্কর খুঁটিনাটিগুলি তাঁর ভীতি আরও বাড়িয়ে দিল। কালের কালো গুহা থেকে তার পাপ রূপায়িত হয়ে তাঁর চোখের সামনে দাঁড়ালো। সন্ধ্যে ছ'টার সময় লর্ড হেনরী যখন তাঁর বাসায় এসে পৌঁছলেন তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

পর-পর তিন দিন ঠিক এইভাবেই কাটালেন তিনি। তারপর ঘর থেকে বেরোলেন। সেই পরিচ্ছন্ন পাইন গাছের গন্ধে ভরা শীতের সকাল তাঁর মন আনন্দে ভরিয়ে তুললো, বাঁচার নতুন স্বাদ পেলেন তিনি। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণ নিছক প্রাকৃতিক পরিবেশই নয়। যে দুঃখবোধ তাঁর বাঁচার পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল, ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল তার মনকে, তারই বিরুদ্ধে তাঁর চরিত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যাঁদের মন সুচারু শিল্পের রেশমে গড়া তাঁদের এই রকমই হয়। তাঁদের তীক্ষ্ণ উচ্ছ্বাস হয় আহত হয়, না হয় আত্মসমর্পণ করে। তারা হয় অপরকে হত্যা করে, না হয় তো হত্যা করে নিজেদের। মহৎ প্রেম অথবা মহৎ দুঃখ এইভাবে নিজেদের প্রাচুর্যের উচ্ছ্বাসেই বিনষ্ট হয়। ছোট দুঃখ অথবা অগভীর প্রেমই বেঁচে থাকে। তাছাড়া, তিনি যে একটা অমূলক বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছিলেন সে-বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁর ভীতিকে তাই তিনি কৃপার দৃষ্টিতে না দেখে পারলেন না; কেবল কৃপা নয়, ঘৃণার দৃষ্টিতেও।

প্রাতরাশ শেষ করে ঘণ্টাখানেক তিনি ডাচেস-এর সঙ্গে বাগানে বেড়ালেন ; তারপরে গাড়ীতে চেপে পার্ক পেরিয়ে তিনি শিকার পার্টিতে যোগ দিলেন। পাইন বনের এক ধারে দেখা হল ডাচেস-এর ভাই স্যার জিয়োফ্রি ক্লাউসটন-এর সঙ্গে। ভদ্রলোক তখন বন্দুকের ভেতর থেকে দুটো টোটা বার করছিলেন। ডোরিয়েন গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে এলেন ; তারপরে সহিসের হাতে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি শুকনো গাছের ডালের ভেতর দিয়ে সেই দিকে এগোতে লাগলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন : জিয়োফ্রি, ভাল শিকার মিলেছে ?

না ; তেমন আর মিললো কোথায়, ডোরিয়েন ? আমার ধারণা বেশীর ভাগ পাখিই বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। আশা করি লাঞ্চের পরে আমরা যেখানে যাব সেখানে নিশ্চয় অনেক ভাল শিকার পাব।

হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে কুড়ি গজের মত দূরে একটা পুরানো ঘাসের ঝোপ থেকে কালো ডোরা কাটা একটা খরগোশ কান উঁচু করে সামনে বেরিয়ে এল। সে পাশের একটা ঝোপের দিকে দৌড়ে যেতেই স্যার জিয়োফ্রি কাঁধের ওপরে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলেন ; কিন্তু খরগোশটার চেহারার মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য দেখা গেল যে ডোরিয়েন মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না ; তিনি চেঁচিয়ে বললেন : ওকে মেরো না, জিয়োফ্রি। ওটা বাঁচুক।

তাঁর সঙ্গীটি হেসে বললেন : দুত্তোর ! কী আজেবাজে বকছো ?

খরগোশটা পাশের ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়ার আগেই স্যার জিয়োফ্রি ঘোড়াটা টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটো আর্তনাদ শোনা গেল ; খরগোশের মৃত্যুযন্ত্রণার কাতরানি, আর তার চেয়েও ভয়াবহ একটি মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের আর্তনাদ।

স্যার জিয়োফ্রি চিৎকার করে উঠলেন : হায় ভগবান, যারা জানোয়ার তাড়াচ্ছিল তাদেরই একজনের গায়ে গুলি লেগেছে। লোকটা কী গাধা বলত ! বন্দুকের নলের মুখোমুখী কখনও কেউ দাঁড়ায় ?

তারপরে তিনি চেঁচিয়ে সাবধান করে দিলেন : এই গুলি ছোঁড়া বন্ধ কর সব। একটা লোক আহত হয়েছে।

হাতে করে একটা ছড়ি নিয়ে প্রধান দারোয়ান ছুটে এল।

কোথায় স্যার ? লোকটা কোথায় ?

ঠিক সেই সময় চারপাশে বন্দুক ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল।

ঝোপের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে-যেতে স্যার জিয়োফ্রি রেগে বললেন : এইদিকে।

লোকগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখ না কেন বলত? সারাটা দিন আমার নষ্ট করে দিলে।

তারা দুজনে ডালপালা সরিয়ে ঝোপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডোরিয়েন তা দেখলেন। একটু পরে একটা লোককে তারা বাইরে টেনে আনলো। ভয়ে তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তাঁর মনে হল দুর্ভাগ্য তাঁর পিছু নিয়েছে। জিয়োফ্রি জিজ্ঞাসা করলেন লোকটা সত্যি সত্যিই মারা গিয়েছে কিনা। দারোয়ান বলল—হ্যাঁ। দুজনের কথাই কানে এল তাঁর। মনে হল অরণ্য হঠাৎ জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছে। চারপাশ থেকে লোক ছুটে আসছে। তাদের গলার অস্পষ্ট স্বর শোনা গেল।

কয়েকটি মুহূর্ত একটা অনির্বচনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল তাঁর। মনে হল সময় যেন আর কাটে না। তারপরেই কে যেন তাঁর কাঁধের ওপরে হাত রাখলো। চমকে উঠে ফিরে দাঁড়ালের তিনি।

লর্ড হেনরী বললেন : ডোরিয়েন, আজকের মত শিকার বন্ধ করতে আমি বরং ওদের বলে দিই। শিকার চালিয়ে যাওয়াটা ভাল দেখাবে না।

তিক্তভাবে তিনি বললেন : হ্যারি, আমার ইচ্ছে শিকার চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাক। সমস্ত জিনিসটাই হচ্ছে জঘন্ন ভয়াবহ। লোকটা কি···

কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি।

লর্ড হেনরী বললেন : আমার তাই ভয় হচ্ছে। গুলিটা তার বুকে লেগেছে। লোকটা সম্ভবত সঙ্গে-সঙ্গেই মারা গিয়েছে। এস আমরা বাড়ী যাই।

কোন রকম কথা না বলে রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি তাঁরা দুজনে প্রায় পঞ্চাশ গজ হেঁটে গেলেন; তারপরে লর্ড হেনরীর দিকে তাকিয়ে ডোরিয়েন বললেন : ঘটনাটা অশুভ, হেনরী।

লর্ড হেনরী জিজ্ঞাসা করলেন : কোন্‌টা? ওঃ, এই দুর্ঘটনার কথা বলছ? বন্ধু, একে এড়ানো যেত না। দোষ ওই লোকটারই। বন্দুকের নাগালের মধ্যে ওর যাওয়ার দরকারটা কী ছিল? তাছাড়া, আমাদের কী? অবশ্য জিয়োফ্রির ব্যাপারটা খারাপ লাগার কথা। শিকার যারা খেদাই করে আনে তাদের হত্যা করার অর্থ নেই কিছু। লোকে ভাববে জিয়োফ্রি বন্দুক ছুঁড়তে

জানে না। কিন্তু জিয়োফ্রি সে-জাতের মানুষ নয়। ও সোজাসুজি গুলি ছোঁড়ে। মরুক গে, ওকথা নিয়ে আর আলোচনা করে লাভ নেই।

মাথা নাড়লেন ডোরিয়েন: ঘটনাটা অশুভ হ্যারি—ও তুমি যাই বল। মনে হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কারও বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

যন্ত্রণায় মুখটা তাঁর বিকৃত হয়ে উঠলো; চোখ দুটোর ওপরে হাত বুলিয়ে তিনি কথা শেষ করলেন তার: হয়ত আমারই।

বয়স্ক মানুষটি হাসলেন: ডোরিয়েন, পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভীতিপ্রদ জিনিস হচ্ছে ক্লান্তি। ওটা হচ্ছে এমন একটা পাপ যার কোন ক্ষমা নেই। কিন্তু ও নিয়ে আমাদের কিছু ভাবতে হবে না যদি ভদ্রলোকেরা ডিনারের সময় ওইটা নিয়ে কচকচি না করেন। আমি তাঁদের জানিয়ে দেব যে আলোচনাটা নীতিগতভাবেই আমাদের বন্ধ করা উচিৎ। আর অশুভ ঘটনার কথা যদি বল তো সত্যিকার অশুভ বলে কোন বস্তু নেই। আমাদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে দুর্ভাগ্য কোন সংবাদ পাঠায় না। সেদিক থেকে ভদ্রমহিলা অনেক বেশী জ্ঞানী অথবা নিষ্ঠুর, তাছাড়া, তোমার আবার হবে কী ডোরিয়েন? পৃথিবীতে মানুষ যা চায় সব তুমি পেয়েছ। তোমার সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করতে পারলে যে কোন মানুষই খুশি হবে।

হ্যারি, পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যার সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করতে আমি রাজি না হব। আমার কথা শুনে অমন করে হেস না তুমি। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলছি। যে হতভাগ্য চাষীটা আজ মারা গেল তার অবস্থাও আমার চেয়ে ভাল। মৃত্যুকে আমার ভয় নেই; মৃত্যুর পদধ্বনিই আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। হায় ভগবান, তুমি কি লক্ষ্য কর নি গাছের পেছনে একটা লোক আমাকে লক্ষ্য করছিল, অপেক্ষা করে বসেছিল আমার জন্যে?

যেদিকে তাঁর কম্পিত হাতটা বাড়ানো ছিল লর্ড হেনরী সেইদিকে তাকিয়ে দেখলেন। হেসে বললেন: হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। মালি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমার ধারণা আজ রাত্রিতে টেবিলে কোন্ কোন্ ফুল রাখা হবে সেই কথাটাই সে জানতে চায়। তোমার ভয় দেখে অবাক লাগছে আমার। শহরে ফিরে গিয়ে আমার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিয়ো।

মালিকে তাঁদের দিকে আসতে দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডোরিয়েন। লোকটি তার টুপিটা একটু তুলে দ্বিধার সঙ্গে লর্ড হেনরীর দিকে তাকিয়ে তার মনিবের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বলল: চিঠির উত্তর

নিয়ে যাওয়ার জন্যে মাদাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

চিঠিটা পকেটে ফেলে দিয়ে বেশ বিরক্তির সঙ্গে ডোরিয়েন বললেন: মাদামকে বলো আমি এখনই আসছি।

উত্তর পেয়ে লোকটি ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুতগতিতে বাড়ীর পথে এগিয়ে গেল।

লর্ড হেনরী হেসে বললেন: বিপজ্জনক কাজ করতে মহিলারা কত ভালবাসে। অনেক গুণের মধ্যে তাদের এই গুণটাকে আমি সবচেয়ে বেশী প্রশংসা করি। যতক্ষণ সবাই তাকিয়ে থাকে ততক্ষণই তারা পুরুষদের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে প্রেমের অভিনয় করে।

হ্যারি, তুমি নিজেও বিপজ্জনক কথা বলতে কম ভালবাস না। বর্তমান ক্ষেত্রে তুমি ভুল করছ। ডাচেসকে আমার খুব ভাল লাগে সত্যি কথা, কিন্তু আমি তাকে ভালবাসি নে।

এবং ডাচেস তোমাকে খুব ভালবাসে, কিন্তু পছন্দ করে কম। তোমাদের মিলটা হল তাই রাজযোটক।

তুমি কুৎসা রটনা করছ হ্যারি। কুৎসা রটনা করার মত কোন কাজ আমরা করি নি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসতে হাসতে লর্ড হেনরী বললেন: প্রতিটি কুৎসার ভিত্তি হচ্ছে নীতিহীন নিশ্চয়তা।

কথা বলার মোহে সবাইকে তুমি জবাই করতে পার, হ্যারি।

উত্তর এল: কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। জবাই হওয়ার জন্যে সবাই হাঁড়িকাঠের দিকে এগিয়ে চলেছে।

স্বরে গভীর দুঃখের একটা আমেজ মিশিয়ে ডোরিয়েন বললেন: আমি যদি ভালবাসতে পারতাম। কিন্তু ভালবাসার প্রবৃত্তি আমার নষ্ট হয়েছে, আকাঙ্খাও তেমন আর নেই। নিজেকে নিয়েই আমি বড় ব্যস্ত। আমার ব্যক্তিত্ব আমার নিজের ওপরেই একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি মুক্তি চাই, পালিয়ে যেতে চাই, চাই ভুলতে। এখানে আসাটাই আমার বোকামি হয়েছে। মনে হচ্ছে হার্ভেকে জাহাজ ঠিক করার জন্যে এখনই একটা টেলিগ্রাম করে দেব। জাহাজের ওপরে মানুষ নিরাপদ।

কার কাছ থেকে নিরাপদ, ডোরিয়েন? তুমি বিপদে পড়েছ। বিপদটা কী জাতীয় তা আমাকে তুমি বলছ না কেন? তুমি জান আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।

বিষণ্ণভাবে তিনি বললেন: সেকথা তোমাকে আমি বলতে পারব না। আমার ধারণা ওটা আমার একটা কল্পনা। এই অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনাটা আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। আমার ভয় লাগছে এই ধরনের কোন একটা দুর্ঘটনা হয়ত আমারও ঘটবে।

পাগল কোথাকার!

তাই যেন হয়; কিন্তু দুশ্চিন্তা না ক'রে আমি পারছি নে। ওই তো ডাচেস আসছে। দেখ, আমরা ফিরে এসেছি।

ডাচেস বললেন: মিঃ গ্রে, আমি সব শুনেছি। বেচারা জিয়োফ্রি খুব ঘাবড়ে গিয়েছে। শুনলাম খরগোশটাকে গুলি করতে তুমিই তাকে নিষেধ করেছিলে। কী কাণ্ড!

সেই রকমই বটে। কেন তাকে নিষেধ করতে গেলাম তা আমিই জানি নে। খরগোশ দেখতে বড় সুন্দর ছিল। কিন্তু লোকটার কথা তোমার কানে গিয়েছে শুনে আমি দুঃখিত। ঘটনাটা ভয়ানক।

লর্ড হেনরী বললেন: বিরক্তিকর। এর মনস্তাত্ত্বিক কোন মূল্য নেই। জিয়োফ্রি যদি ইচ্ছে করে এই কাজটা করত তা হলেও না হয় এর একটা সদর্থ খুঁজে পাওয়া যেত। কেউ সত্যি-সত্যি হত্যা করেছে এই রকম একটি লোকের সঙ্গে পরিচিত হলে খুশি হতাম।

ডাচেস চিৎকার করে উঠলেন: হ্যারি, কী ভয়ঙ্কর মানুষ তুমি? তাই না, মিঃ গ্রে? হ্যারি, মিঃ গ্রে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মূর্ছা যাবেন বলে মনে হচ্ছে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ডোরিয়েন হেসে বললেন: ও কিছু নয়। আমার শরীরটা কেমন নড়বড়ে হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া আর কিছু নয়। ভয় হচ্ছে আজ সকালে অনেকটা হেঁটেছি। হ্যারি কী বলল তা আমি শুনি নি। খুব বাজে কথা বুঝি? যাই হোক, অন্য সময় বলো। এখন আমি বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়ি। তোমরা কিছু মনে করো না, কেমন?

এই বলে ডোরিয়েন ভেতরে ঢুকে গেলেন।

হেনরী ঘুরে দাঁড়িয়ে তন্দ্রালু চোখে ডাচেসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি ওকে খুব ভালবাস?

কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না ডাচেস; সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপরে বললেন: তাই যদি জানতাম!

মাথা নাড়লেন হেনরী ; বললেন : জানাটা মারাত্মক। অনিশ্চয়তাই মানুষকে মুগ্ধ করে। কুয়াশার অস্পষ্টতাই চমৎকার।

তাতে পথ হারানোর সম্ভাবনা বেশী।

প্রিয় গ্ল্যাডিস, সব পথেরই লক্ষ্য একজায়গায়।

সেটা কী ?

ভ্রান্তির অবসান।

স্ট্রবেরির পাতা ঘেঁটে আমি ক্লান্ত।

ওগুলিই তোমায় ভাল মানায়।

বাইরের জীবনে।

লর্ড হেনরী বললেন : ওগুলিকে তুমি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলবে।

না, একটিও হারাবো না।

মনমাউথের কান রয়েছে।

বৃদ্ধ বয়সে কানে কম শোনে মানুষ।

অপরের সঙ্গে তোমাকে মিশতে দেখলে ও রাগ করে না ?

তাই যদি করত।

লর্ড হেনরী চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখলেন। মনে হল কী যেন খুঁজছেন তিনি। ডাচেস জিজ্ঞাসা করলেন : কী খুঁজছো ?

তোমার মনের চাবিকাঠিটা। তুমি সেটা ফেলে দিয়েছ।

ভয় নেই। এখনোও মুখোশ রয়েছে আমার মুখে—হেসে বললেন ডাচেস।

তোমার চোখগুলি বড় সুন্দর।

মুক্তার মত দাঁতগুলি বের করে আবার হাসলেন ডাচেস।

ওপরে তাঁর নিজের ঘরে একটা সোফার ওপরে শুয়েছিলেন ডোরিয়েন। যন্ত্রণায় তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠছিল। হঠাৎ মনে হল জীবনের এই ভয়াবহ বোঝা আর তিনি বইতে পারছেন না। বনের ভিতর জন্তু-জানোয়ারের মত সেই হতভাগ্য লোকটির মৃত্যু তাঁর মন অস্বস্তিতে ভরিয়ে দিয়েছিল।

বিকাল পাঁচটার সময় বেল বাজালেন তিনি। চাকর ঘরে এসে ঢুকতে সেই রাত্রির ট্রেনেই শহরে ফিরে যাওয়ার জন্যে চাকরকে নির্দেশ দিলেন তিনি। সব জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিতে বললেন ; সেই সঙ্গে বলে দিলেন ঠিক সাড়ে আটটার সময় গাড়ী যেন তৈরি থাকে। আর একটি রাত-ও তিনি এ-বাড়ীতে কাটাবেন না। বাড়ীটা অলক্ষণে। এখানে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে মৃত্যু হেঁটে

বেড়াচ্ছে। এখানে অরণ্যের ঘাসগুলি রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

তারপরে একটা চিঠি লিখলেন লর্ড হেনরীকে; জানালেন যে ডাক্তার দেখানোর জন্যে তিনি শহরে যাচ্ছেন; সেই সঙ্গে অনুরোধ করলেন তাঁর অনুপস্থিতিতে তিনি যেন তাঁর অতিথিদের দেখাশোনা করেন। চিঠিটা লিখে খামে মুড়তে যাবেন এমন সময় চাকর এসে জানালো যে 'হেড-কিপার' তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। ভ্রূকুটি করলেন তিনি; ঠোঁটটাও একবার কামড়ালেন; তারপরে একটু ভেবে বললেন—পাঠিয়ে দাও।

'হেড কিপার' ঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটা চেকবই বার করলেন ডোরিয়েন; তারপরে বইটি তার সামনে খুলে বললেন: আজ সকালে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তারই জন্যে তুমি এসেছ—তাই না থর্নটন?—কলমটা তুলে নিলেন তিনি।

হ্যাঁ, স্যার।

লোকটা কি বিয়ে করেছে। ওর কোন পোষ্য রয়েছে? থাকলে, তারা কেউ অভাবে পড়ুক তা আমি চাই নে। কত টাকা তাদের দিতে হবে বল; আমি তাদের পাঠিয়ে দেব।

লোকটা যে কে তা আমরা কেউ বুঝতে পারছি নে, স্যার। সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছিলাম।

তোমরা জান না? কী বলছ? ওকি তোমাদের লোক নয়?

না, স্যার। কোনদিন ওকে আমরা দেখি নি। নাবিক বলে মনে হচ্ছে স্যার।

ডোরিয়েন গ্রে-র হাত থেকে কলমটা পড়ে গেল; মনে হল, হঠাৎ তাঁর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন: কী বললে? নাবিক?

হ্যাঁ, স্যার। চিহ্ন দেখে সেই রকমই মনে হয়েছে আমাদের।

বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: ওর কাছ থেকে এমন কিছু পাও নি যা থেকে ওর নামটা কী জানা যায়?

সামান্য কিছু টাকা, আর ছ'নলা একটা পিস্তল। কোন নাম নেই। চেহারাটা ভালই; তবে একটু উগ্র। আমাদের ধারণা, নাবিক।

চমকে দাঁড়িয়ে উঠলেন ডোরিয়েন: দেহটা কোথায়। চল—এখনই; আমি দেখবো।

মৃতদেহটা হোম ফার্মে রাখা হয়েছে স্যার।

মিনিট পনেরর মধ্যেই দেখা গেল ডোরিয়েন গ্রে ঘোড়ার পিঠে চড়ে লম্বা চওড়া রাস্তা ধরে ছুটে চলেছেন হোম ফার্মের দিকে। নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছেই তিনি দেখতে পেলেন দুটি লোক বাইরের উঠানে পায়চারি করছে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন তিনি; তারপরে ওই দুটি লোকের হেপাজতে ঘোড়া আর চাবুকটা রেখে তিনি শেষ প্রান্তের একটা আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে একটা আলো জ্বলছিল। সেই দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ওখানে একটা মৃতদেহ রয়েছে। দরজার সামনে গিয়ে তিনি তালার ওপরে হাত রাখলেন; একটু থামলেন। মনে হল লোকটিকে যেন তিনি চিনতে পেরেছেন। মনে হল এই আবিষ্কার হয় তাঁর জীবনকে বাঁচাবে না হয় ধ্বংস করে ফেলবে। তারপরেই তিনি দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ঘরের এক কোণে জঞ্জালের স্তূপের ওপরে একটা মৃতদেহ শোওয়ানো রয়েছে। তার দেহে মোটা শার্ট; পরনে এক জোড়া নীল ট্রাউজার। তার মুখের ও[illegible]টা ডোরা কাটা রুমাল। বোতলের মুখে লাগানো একটা বাতি জ্ব[illegible] তার পাশে।

কেঁপে উঠলেন ডোরিয়েন গ্রে। মনে হল নিজের হাতে রুমালটা কিছুতেই তিনি সরাতে পারবেন না। একজন চাকরকে ডেকে তিনি বললেন: রুমালটা সরিয়ে নাও। আমি দেখতে চাই লোকটা কে?

চাকরটা রুমাল সরিয়ে নিল। তিনি দেখার জন্যে সামনে এগিয়ে এলেন। একটা আনন্দের আর্তনাদ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। মৃত লোকটি জেমস ভেন।

মৃতদেহটির দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বাড়ী ফেরার পথে তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন এবার তিনি নিরাপদ।

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ॥

গোলাপ জলে আঙুল ডোবাতে-ডোবাতে লর্ড হেনরী বললেন: তুমি ভাল হতে যাচ্ছ একথা আমাকে বলে লাভ নেই ডোরিয়েন। তিনি এমনিতেই নিখাদ সোনা। অনুগ্রহ করে নিজেকে পরিবর্তন করো না।

ঘাড় নাড়লেন ডোরিয়েন: না হ্যারি। জীবনে আমি অনেক খারাপ কাজ করেছি। আর আমি করব না। গতকাল থেকেই আমি ভাল কাজ করতে স্বরু করেছি।

গতকাল তুমি কোথায় ছিলে?

গ্রামে। একটা ছোট সরাইখানায়—একা।

লর্ড হেনরী হেসে বললেন: বন্ধু, গ্রামে যে-কোন লোক ভাল থাকতে পারে। সেখানে কোন প্রলোভন নেই। সেইজন্যেই যারা শহরের বাইরে থাকে তারা অত অ-সভ্য। সভ্যতা অর্জন করা সহজ ব্যাপার নয়। সভ্য হওয়ার উপায় রয়েছে দুটো: একটা হচ্ছে কৃষ্টি অজন করে; আর একটা হচ্ছে নোংরামি করে। গ্রাম্য লোকেরা দুটোর মধ্যে একটা স্বযোগও পায় না। তাই তাদের জীবনের গতি রুদ্ধ।

ডোরিয়েন-এর কণ্ঠে প্রতিধ্বনি শোনা গেল: কৃষ্টি আর নোংরামি! দুটির কিছু-কিছু আমি জানি। ওদের দুটি যে একসঙ্গে থাকে সেটাই আমার কাছে এখন ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। কারণ, এখন আমি নতুন আদর্শে বিশ্বাসী। আমি আমার পথ পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি; করেওছি কিছুটা।

কী ভাল কাজটা তুমি করেছ সেকথা এখনও তুমি বল নি। অথবা, একটার বেশী ভাল কাজ তুমি করেছ তা-ই কি তুমি বললে?

তোমাকে বলছি, হ্যারি। একথা আর কাউকে আমি বলতে পারব না। একজনকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। আত্মম্ভরিতা বলে মনে হবে; কিন্তু আমি কী বলতে চাই তা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছ। মেয়েটা খুবই স্বন্দরী, সাইবিলের মত অপরূপা। মনে হয়, তার লাবণ্যই আমাকে প্রথম আকর্ষণ করেছিল। সাইবিল ভেনকে তোমার মনে রয়েছে? ওঃ, কতদিন আগের কথা! অবশ্য হেটি ঠিক আমাদের সমাজের নয়। সে হচ্ছে সরল একটি গ্রাম্য

বালিকা। সত্যি সত্যিই আমি তাকে ভালবেসেছিলাম। হ্যাঁ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সারা মে মাস থেকে প্রতি সপ্তাহেই দু'বার করে আমি সেই গ্রামে যেতাম তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। গতকাল একটা ছোট বাগানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আপেলের ফুলগুলি লুটিয়ে পড়েছিল তার চুলের ওপরে। সে হাসছিল। আজ সকালেও আমাদের দুজনের এক জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল। হঠাৎ আমি মনোস্থির করে ফেললাম—না, থাক। নিষ্পাপ কুসুম আর আমি ছিঁড়বো না।

বাধা দিয়ে লর্ড হেনরী বললেন: আমার ধারণা, ভাবাবেগের নতুনত্বে তোমার মনে সত্যিকার আনন্দের বান ডাকছিল। যাই হোক, এই রূপকথার উপসংহার আমি টেনে দিতে পারি। সৎ উপদেশ দিয়ে তুমি তার হৃদয়টিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছ। তুমি যে আত্মশুদ্ধির পথ ধরেছ এটাই তার প্রথম পদক্ষেপ।

ছিঃ, ছিঃ; হ্যারি—এরকম ভয়ঙ্কর কথা বলা উচিৎ নয় তোমার। হেটির হৃদয় ভাঙে নি। সে অবশ্য কেঁদেছিল ঠিক কথা। কিন্তু কোন অসম্মানের বোঝা তার ঘাড়ে চাপে নি। সে তার স্বপ্নের উদ্যানে পারদিতার মত বেঁচে থাকতে পারে।

এবং অবিশ্বাসী ফ্লোরিজেলের কথা ভেবে কাঁদবে। প্রিয় ডোরিয়েন, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। তুমি কি ভেবেছ সে আর কোনদিন নিজের সমাজের কাউকে বিয়ে করে সুখী হবে? হয়ত কোন রুক্ষ মেজাজী অথবা বদরাগী কোন চাষীকে সে বিয়ে করবে। তোমাকে ভালবাসার ফলে সে তার স্বামীকে ঘৃণা করতে সুরু করবে। ফলে, সারা জীবন ধরেই কষ্ট পাবে মেয়েটা নীতির দিক থেকে তোমার এই আত্মশুদ্ধির কোন দাম নেই। এমন কি সূচনার দিক থেকেও এটা নগণ্য। তা ছাড়া, তুমি কী করে জানলে যে সে এতক্ষণ ওফিলিয়ার মত জলে ভাসছে না?

হ্যারি, তোমার বাণী অসহ্য। প্রতিটি ব্যাপারেই তুমি ব্যঙ্গোক্তি কর; তারপরে উপসংহার কর করুণতম পরিণতির কথা বলে। কথাটা তোমাকে বলা উচিৎ হয় নি আমার। তুমি যা ইচ্ছে তাই বলতে পার; আমি জানি, আমি যা করেছি তা ঠিক। যাক, ওসব কথা এখন থাক। আমাকে তুমি বোঝাতে চেয়ো না যে আমার জীবনের প্রথম ভাল কাজ, স্বার্থত্যাগ তা যত নগণ্যই হোক—পাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আমি আরও ভাল হতে চাই—

এবং হব-ও। এখন তোমার কথা বল। শহরে কী ঘটছে। অনেকদিন আমি ক্লাবে যাই নি।

এখনও লোকে হতভাগ্য বেসিলের অন্তর্ধানের কথা আলোচনা করছে।

কিছুটা মদ গ্লাসে ঢালতে-ঢালতে ডোরিয়েন বললেন: ভেবেছিলেম, ওই আলোচনা করতে-করতে এতক্ষণ হয়ত তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

প্রিয় বন্ধু, মাত্র ছ'টি সপ্তাহ তারা এই আলোচনা করছে; আর ব্রিটিশ জাত তিন মাসের আগে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ক্লান্ত হয় না। সেদিক থেকে বর্তমানে তারা কিছুটা ভাগ্যবান। তাদের আলোচনার বিষয় অনেক। আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে তারা মসগুল, তারপর অ্যালেন ক্যাম্পবেলের আত্মহত্যা। সঙ্গে-সঙ্গে আবার একটি আর্টিস্টের রহস্যময় অন্তর্ধান। ব্রিটিশ জাত এখন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড নিশ্চিৎ যে ধূসর রঙের আলস্টার চাপিয়ে নভেম্বর মাসের ন'তারিখে মধ্যরাত্রিতে যে লোকটি ট্রেনে চেপে প্যারিসের দিকে যাত্রা করেছিল সে লোকটি হতভাগ্য বেসিল ছাড়া আর কেউ নয়। ফরাসী পুলিশ ঘোষণা করেছে যে বেসিল কখনও প্যারিসে নামেন নি। আমার ধারণা আর পনের দিনের মধ্যে আমরা শুনতে পাব যে বেসিলকে স্যান ফ্রান্সিসকোতে দেখা গিয়েছে। মজার কথাই বটে। যারাই অদৃশ্য হয়ে যায় তাদেরই নাকি স্যান ফ্রান্সিসকোতে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। শহরটা নিশ্চয় খুব সুন্দর। পরলোকের সমস্ত কিছু আকর্ষণ নিশ্চয় ওখানে রয়েছে।

ব্যাপারটা নিয়ে কেমন করে অত সহজভাবে তিনি আলোচনা করতে পারছেন সেই ভেবে অবাক হয়ে ডোরিয়েন জিজ্ঞাসা করলেন: বেসিলের কী হয়েছে বলে তোমার মনে হচ্ছে?

আমি কিছু ভাবতেই পারছি নে। বেসিল যদি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায় তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সে যদি মারা গিয়ে থাকে তার সম্বন্ধে আমি কিছু চিন্তা করতেও চাই নে। মৃত্যুটাকেই আমি ভয় করি। ঘৃণা করি মৃত্যুকে।

কেন?—ক্লান্তভাবে প্রশ্ন করলেন ডোরিয়েন।

কারণ—একমাত্র মৃত্যু ছাড়া মানুষ সব কিছুই কাটিয়ে উঠতে পারে। মৃত্যু আর অশ্লীলতা—উনবিংশ শতাব্দীর এই দুটি বাস্তব সত্যকে মানুষ কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারে নি। চল, কফি খাওয়ার ঘরে যাই। সেখানে তুমি

আমাকে 'কপিন' বাজিয়ে শোনাবে। আমার স্ত্রী যার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে সেই ছোকরা চমৎকার 'কপিন' বাজাতো, বেচারী ভিকটোরিয়া! তাকে আমার খুব ভাল লাগতো। সে চলে যাওয়ার পর থেকে বাড়ীটা কেমন নির্জন হয়ে গিয়েছে। অবশ্য বিবাহিত জীবন একটা অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়—বদ অভ্যাস-ও বলতে পার। কিন্তু তবু মানুষ তার নিকৃষ্ট অভ্যাস-কে হারানোর-ও দুঃখ করে। কেবল দুঃখই করে না; খুব বেশী দুঃখ করে। বদ অভ্যাসগুলি মানুষের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়।

কিছুই বললেন না ডোরিয়েন। কফি খাওয়ার ঘরে উঠে গিয়ে কিছুক্ষণ পিয়ানো বাজালেন; তারপরে কফি আসার পরে তিনি থামলেন; হেনরীর দিকে তাকিয়ে বললেন: আচ্ছা হ্যারি, বেসিলকে কেউ খুন করেছে একথা কি তোমার কখনও মনে হয়েছে?

লর্ড হেনরী হাই তুলে বললেন: বেসিল খুব জনপ্রিয় ছিল। তার হাতে থাকতো সব সময় একটা ওয়াটারবেরি ঘড়ি। তাকে লোকে খুন করবে কেন? কারও সঙ্গে শত্রুতা করার মত চালাক সে ছিল না। তবে অবশ্য অদ্ভুৎ সুন্দর ছবি আঁকার হাত ছিল তার। তাছাড়া মানুষকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা ছিল না তার। কেবলমাত্র একবারই তাকে আমার ভাল লেগেছিল। সে-সময়টা তোমার ছবি আঁকতে-আঁকতে সে আমাকে বলেছিল তোমাকে সে পূজো করে, আর তার চিত্রকলার তুমিই হচ্ছ প্রধান প্রেরণা।

বিষণ্ণ স্বরে ডোরিয়েন বললেন: বেসিলকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু তাকে কেউ হত্যা করেছে একথা কি লোকে বলছে না?

অবশ্য কিছু-কিছু কাগজে সেই রকম কথাই বলছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমি জানি প্যারিসে অনেক বিপজ্জনক জায়গা রয়েছে, কিন্তু সে-সব জায়গায় যাওয়ার মানুষ সে নয়। কোন বিষয়েই তার কোন কৌতূহল ছিল না। এইটাই তার চরিত্রের দোষ।

ডোরিয়েন বললেন: আমি যদি বলি তাকে আমিই হত্যা করেছি তাহলে তুমি কী বলবে হ্যারি?

আমি বলব, প্রিয় বন্ধু, যে চরিত্রের অভিনয় করার চেষ্টা তুমি করছ সেই চরিত্রটা তোমায় মানাবে না। সমস্ত পাপই নোংরা, যেমন সমস্ত নোংরাই পাপ। হত্যা করা ডোরিয়েন তোমার কর্ম নয়। এই কথা বলে তোমার অহঙ্কারকে আমি আঘাত করছি বলে দুঃখিত; কিন্তু তোমার পক্ষে ওইটাই

সত্যি। সমাজের নিচু স্তরের মানুষরাই এই ধরনের কাজ করে। তার জন্যে আমি তাদের দোষ দিই নে। আমার বিশ্বাস, আমাদের কাছে আর্টের যা দাম, ওদের কাছে খুন-খারাপীর দাম সেই রকম—অদ্ভুৎ চমক জাগানোর উপায় মাত্র।

চমক জাগানোর উপায় মাত্র? তুমি কি তাহলে মনে কর যে একবার খুন করেছে সে দ্বিতীয় বার খুন করবে না? ওকথা আমাকে বলো না।

লর্ড হেনরী হেসে বললেন: বারবার করতে-করতে যে-কোন জিনিসই মানুষকে আনন্দ দেয়। এইটাই হচ্ছে মানুষের জীবনের একটা অতি প্রয়োজনীয় রহস্য। আমার ধারণা, হত্যা করাটা ভুল। ডিনারের পরে যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা যায় না এমন কোন কাজ মানুষের করা উচিৎ নয়। কিন্তু বেচারা বেসিলের কথা থাক। তুমি যা বললে সেই রকম রোমান্টিক পরিণতি যদি তার ঘটে থাকে তাহলে তো ভালই। কিন্তু আমি তা ভাবতে পারছি নে। আমার ধারণা বাস-এ করে যেতে-যেতে সে সিন নদীতে পড়ে গিয়েছে; বাস কণ্ডাকটর চেপে দিয়েছে ব্যাপারটা। হ্যাঁ; ওই ধরনেরই কিছু একটা ঘটেছে তার। তুমি কি জান, আর ভাল ছবি আঁকার ক্ষমতা তার ছিল না। গত দশ বছরের মধ্যে তার ছবির মান অনেকটা নেমে গিয়েছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন ডোরিয়েন। লর্ড হেনরী ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন; কিছুক্ষণ পায়চারি করার পরে বললেন: হ্যাঁ; তার ছবির মান অনেক নেমে গিয়েছে। মনে হচ্ছে কিছু যেন অভাব রয়ে গিয়েছে তার ছবিতে। আদর্শ হারিয়ে ফেলেছে সে। তোমার সঙ্গে তার নিবিড় বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার পর থেকেই তার এই অধঃপতন সুরু। তোমাদের মধ্যে ভাঙন ধরল কেন? আমার ধারণা, তাকে আর তোমার ভাল লাগতো না। তাই যদি হয় তাহলে সে তোমাকে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না। বিরক্তিকর মানুষদের স্বভাবই ওই রকম। আচ্ছা, তোমার যে ছবিটা সে এঁকেছিল সেটা কোথায় বলত? ছবিটা শেষ হওয়ার পরে আর সেটা দেখেছি বলে তো মনে হয় না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে! অনেক দিন আগে তুমি একবার বলেছিলে ছবিটাকে তুমি সেলবি-তে পাঠিয়ে দিয়েছ; পথে সেটা হারিয়ে গিয়েছে। তাই না? সেটা কি ফিরে পেয়েছ? পাও নি। হায়-হায়! ছবিটা সত্যিই বড় সুন্দর। আমিই সেটা কিনতে চেয়েছিলাম। বেসিলের

ওটা একটা প্রথম শ্রেণীর ছবি। তারপর থেকেই তার ছবির মান নামতে স্বরু করেছে; তারপর থেকে তার ছবিগুলি হয়েছে সৎ বাসনা আর নিকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন—একেবারে নির্ভেজাল ব্রিটিশ চিত্রকরদের চিত্রকলার প্রতীক। ছবিটা পাওয়ার জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে? দেওয়া উচিৎ তোমার।

ডোরিয়েন বললেন: ভুলে গিয়েছি। সম্ভবত দিয়েছিলাম। কিন্তু ছবিটা সত্যিই আমার ভাল লাগে নি। আমি দুঃখিত যে ওই ছবির মডেল হয়েছিলাম আমি। ছবিটা দেখে হ্যামলেট নাটকের দুটো লাইন আমার মনে পড়ে যায়—লাইন দুটো হচ্ছে:

"দুঃখের চিত্রের মত
হৃদয়হীন একটা মুখ।"

হ্যাঁ; আমার প্রতিকৃতিটা ওই রকমই।

লর্ড হেনরী হেসে বললেন: জীবনকে যে চিত্রকরের দৃষ্টি দিয়ে দেখে তার কাছে মস্তিষ্কটাই হচ্ছে তার হৃদয়।

তারপরে তিনি চোখ দুটি অর্দ্ধেক বুজিয়ে ডোরিয়েনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন: আচ্ছা ডোরিয়েন, মানুষ সারা পৃথিবী জয় করল কি হারালো তাতে কী যায় আসে? কে যেন বলেছিল—তার নিজের আত্মা?

ডোরিয়েন এতক্ষণ ঠুং ঠুং করে পিয়ানোয় স্বর তুলছিলেন; প্রশ্নটা শুনে তিনি তাঁর দিকে চোখ দুটো বড়-বড় করে তাকিয়ে রইলেন; জিজ্ঞাসা করলেন: এ-প্রশ্ন কেন?

লর্ড হেনরী বললেন: প্রশ্নটা করেছি এই ভেবে যে তুমি হয়ত এর উত্তর দিতে পারবে। এ ছাড়া আর কিছু নয়। গত সোমবার আমি পার্কের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। মার্বেল আর্চের পাশে নোংরা পোষাক পরে একদল লোক ততোধিক নোংরা একটি ধর্মযাজকের বাণী শুনছিল। যেতে-যেতে শুনলাম ধর্মযাজকটি চিৎকার করে তার শ্রোতাদের ওই প্রশ্নটি করছেন। ব্যাপারটা আমার কাছে নাটকীয় বলেই মনে হল। এই ধরনের কৌতুককর ঘটনা লণ্ডন শহরে হামেশাই ঘটছে। ভিজে রবিবার; নোংরা ম্যাকিনটস পরা কোন ক্রিশ্চান পাদরি, তাঁর চারপাশে ছাতা মাথায় দিয়ে একদল বিবর্ণ শ্রোতা দাঁড়িয়ে। ঠিক সেই সময় পাদরির এই ধরনের উচ্ছ্বাসভরা প্রশ্ন তীক্ষ্ণভাবে সবাইকে গিয়ে আঘাত করছে। একদিক দিয়ে ভালই—পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে প্রশ্নটা সত্যিই আমাদের ভাবিয়ে তোলে। সেই ভবিষ্যৎ বক্তাকে আমি

বলব বলে ভেবেছিলাম যে আর্টের আত্মা রয়েছে, তাঁর নেই। কিন্তু ভয় হল, মানুষটি সম্ভবত আমার বক্তব্যের নিগূঢ় তত্ত্বটি বুঝতে পারবে না।

থাক, থাক হ্যারি। আত্মা হচ্ছে ভয়ঙ্কর বাস্তব সত্য। একে কেনাও যায় না, বিক্রী করাও যায় না; একে নিয়ে খেলা যায় না ছিনিমিনি। একে বিষাক্ত করা যায়; অথবা করা যায় নিখুঁৎ। আমাদের প্রত্যেকেরই আত্মা রয়েছে। আমি তা জানি।

ডোরিয়েন, এ বিষয়ে তুমি কি নিশ্চিৎ?

নিশ্চয়।

তাহলে ওটা একটা মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নয়। যে জিনিস মানুষ একেবারে সত্যি বলে বিশ্বাস করে তা কোনদিনই সত্যি হতে পারে না। বিশ্বাসের মারাত্মক পরিণতি আর রোমান্সের শিক্ষা হল ওই। খুব গম্ভীর হয়ে পড়লে দেখছি। না, না, অতটা সিরিয়াস হওয়ার দরকার নেই। আমাদের যুগের কুসংস্কারদের নিয়ে তোমার কী করার রয়েছে; আমারই বা রয়েছে কী? কিছু নেই। আত্মায় আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি। ওসব কথা থাক। তুমি বরং কিছু বাজাও। বাজাতে-বাজাতে বল, তোমার এই যৌবনের গোপন রহস্যটা কী? তোমার চেয়ে আমি মাত্র বছর দশেকের বড়। আমাকে দেখ, আমি একেবারে বুড়িয়ে গিয়েছি। হয়ে গিয়েছি ফ্যাকাসে। কিন্তু তোমার সৌন্দর্যের আগুন এতটুকু কমে নি। আজ তোমাকে যেমন সুন্দর দেখছি চিরকালই তুমি সেই রকম। পরিবর্তন তোমার হয়েছে; কিন্তু চেহারায় নয়। তোমার গোপন রহস্যটা কী জানলে আমি খুশি হতাম। শারীরিক পরিশ্রম করা, সকালে ওঠা, আর সম্ভ্রান্ত হওয়া ছাড়া, যৌবন ফিরে পাওয়ার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি। যৌবনের মত জিনিস আর নেই। যৌবনের অজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা হাস্যকর। একমাত্র তাদের কথা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনি যারা আমার চেয়ে বয়সে কম। মনে হয় তারাই আমার পথিকৃৎ। জীবন তার নতুনতম সঞ্চয়ের ভাণ্ডার তাদের কাছে খুলে দিয়েছে। নীতিগতভাবেই, বৃদ্ধদের আমি প্রতিবাদ করি। গতকাল কী ঘটেছে সে সম্বন্ধে যদি তাদের মতামত চাও তাহলে তারা গম্ভীরভাবে যে মতামত দেবেন তা হচ্ছে ১৮২০ সালের। থেম না, বাজাও। আজ রাত্রিতে আমি সঙ্গীতে ডুবে থাকতে চাই। আজ মনে হচ্ছে তুমি যেন যুবক অ্যাপোলো; আর আমি মার্সিয়াস, তোমার গান শুনে মাতোয়ারা। আমারও দুঃখ রয়েছে, ডোরিয়েন; এমন

দুঃখ যা তুমি জান না। বার্দ্ধক্যের ট্র্যাজেডি এই নয় যে সে বৃদ্ধ ; ট্র্যাজেডি হচ্ছে আর একজন যুবক। মাঝে-মাঝে নিজের সৎ ভাষণে আমি নিজেই চমকে উঠি। আঃ, ডোরিয়েন, তুমি কত সুখী! জীবনের সব সুরা তুমি পান করেছ। আঙুরের নির্যাসে ভরিয়ে দিয়েছ তোমার আত্মা। কিছুই তোমার কাছে গোপন নেই। সবই তুমি সঙ্গীতের মত উপভোগ করেছ। এত ভোগের পরেও তোমার ক্লান্তি নেই, বিকৃতি ঘটে নি তোমার চেহারায়। তুমি সেই আগের মতই অপরূপ সুন্দর।

আমি সেই আগের মানুষ আর নেই, হ্যারি।

আছ ; সেই আগের মতই অবিকল। তোমার বাকি জীবনটা কী ভাবে কাটবে তাই আমি অবাক হয়ে ভাবি। আত্মত্যাগ করে এ-জীবনকে তুমি নষ্ট করে দিয়ো না। তুমি একেবারে নিখুঁৎ। ঘাড় নেড়ে আমার কথার প্রতিবাদ করে লাভ নেই। তুমি জান আমার কথাই ঠিক। তাছাড়া, প্রতারণা করো না নিজের সঙ্গে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপরে জীবন নির্ভর করে না। জীবনটা হচ্ছে স্নায়ু আর তন্ত্রীর ঘন সন্নিবেশ ; এদের মধ্যে মানুষের চিন্তারা লুকিয়ে থাকে। কামনা বা স্বপ্নের জাল বোনে। নিজেকে তুমি নিরাপদ অথবা সবল বলে ভাবতে পার ; কিন্তু আমি তোমাকে বলছি ডোরিয়েন আমাদের জীবন দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোট-ছোট মুহূর্তের ওপরে—ঘরের বিশেষ কোন রঙ, সকাল বেলাকার আকাশের মোহ, বিশেষ কোন সুগন্ধ, একটা ভুলে-যাওয়া কবিতা—এরাই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তোমার সঙ্গে যায়গা পরিবর্তন করতে পারলে আমি খুশি হতাম ডোরিয়েন। আমাদের দু জনের বিরুদ্ধেই পৃথিবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে—কিন্তু সে সব সময়েই তোমার জন্যে পূজার উপকরণ সাজিয়ে রেখেছে। আমি খুশি যে তুমি কোনদিন কোন মূর্তি গড় নি, কোন ছবি আঁক নি, নিজেকে বাদ দিয়ে আর কিছুই সৃষ্টির কাজে অনর্থক সময় নষ্ট কর নি তুমি। জীবনটাই হচ্ছে তোমার কাছে একটা আর্ট ; তোমার দিন-গুলিই তোমার সনেট।

পিয়ানো থেকে উঠে নিজের চুলগুলির ভেতর দিয়ে আঙুল বুলিয়ে নিলেন ডোরিয়েন ; বললেন : হ্যাঁ, জীবনটা আমার কাছে সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। আমি সেই জীবন আর আমি চাই নে, হ্যারি। তাছাড়া, আমাকে নিয়ে তুমি আর ওই উচ্ছ্বাস দেখিয়ো না। আমার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না। যদি জানতে তাহলে বিতৃষ্ণায় তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিতে। হাসছ তুমি, হেস না।

তুমি বাজনা থামালে কেন, ডোরিয়েন? যাও, বাজাও। ওই ধোঁয়াটে আকাশের বুকে যে মধুচাঁদ উঁকি দিয়েছে তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। তোমার সঙ্গীতসুধা পান করার জন্যে ও অপেক্ষা করছে। তোমার গান সুরু হলেই ও পৃথিবীর কাছাকাছি নেমে আসবে। গাইবে না? তাহলে, ক্লাবে চল। ক্লাবে তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে একজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে হচ্ছে যুবক লর্ড পোল—বুর্নেসাউথ-এর বড় ছেলে। ইতিমধ্যেই সে তোমার নেকটাই পরার ঢঙটা রপ্ত করে নিয়েছে।

বিষণ্ণভাবে ডোরিয়েন বললেন: না, থাক। আজ আমি বড় ক্লান্ত, হ্যারি। ক্লাবে আজ আর যাব না। প্রায় এগারটা বাজে। আমি আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো।

আর একটু থাক। আজকের রাত্রিতে যে বাজনা তুমি বাজালে এমন সুন্দর বাজনা আর কখনও আমি শুনি নি।

ডোরিয়েন হেসে বললেন: তার কারণ, আমি ভাল হতে যাচ্ছি।

আমার কাছে তুমি পালটাতে পার না ডোরিয়েন। সব সময়েই আমরা পরস্পরের অচ্ছেদ্য বন্ধু।

তবু একবার একখানা বই পড়তে দিয়ে আমার মনকে তুমি বিষাক্ত করে তুলেছিলে। তার জন্যে আমি তোমাকে ক্ষমা করব না। হ্যারি প্রতিজ্ঞা কর, ওই বই তুমি আর কাউকে পড়তে দেবে না? এতে মানুষের ক্ষতি হয়।

হেনরী বললেন: বন্ধু, এবারে তুমি নীতি আওড়াতে সুরু করলে। মনে হচ্ছে যে সব পাপ করে তুমি নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ সেই পাপ মানুষ যাতে না করে সেই বাণী প্রচার করার জন্যে পাদরীদের মত তুমি শীঘ্রিই রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে। নিশ্চয় ওরকম কিছু করার মত গান্ধিক তুমি হবে না। তা ছাড়া লাভও নেই। তুমি আর আমি যা তা-ই; এবং ভবিষ্যতেও তা-ই থাকবো। আর বই পড়ে নষ্ট হওয়ার কথা যদি বল, ওটা কিছু নয়। মানুষের কাজের ওপরে আর্টের কোন প্রভাব নেই। আর্ট একেবারে বন্ধ্যা। যে বইগুলিকে পৃথিবী জঘন্য বলে প্রচার করেছে সেগুলি পৃথিবীরই লজ্জাকর ইতিহাস। যাক গে, বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে আমরা আলোচনা করছি নে। কাল এস—এগারটার সময়। আমরা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাব। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ খাব। তারপরে আমি তোমাকে লেডী ব্রাকসালের বাড়ীতে নিয়ে যাব। কিন্তু আমরা ডাচেসের সঙ্গেও লাঞ্চ খেতে পারি। সে বলছিল আজকাল তোমার

সঙ্গে তার নাকি আর দেখা হয় না? গ্ল্যাডিসকে তোমার কি আর ভাল লাগে না? জানি তার চতুর কথা মানুষকে কষ্ট দেয়। যাই হোক, কাল বেলা এগারটার সময় এখানে থেকো।

সত্যিই কি আসতে হবে, হ্যারি?

নিশ্চয়। পার্ক এখন বড় মনোরম। আমার ধারণা তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে এত সুন্দর লিল্যাক আর কখনও ওখানে ফোটে নি।

তাই হবে। কাল এগারটার সময় এখানে আমি আসব। শুভরাত্রি, হ্যারি।

. দরজার কাছে গিয়ে তিনি একটু দাঁড়ালেন; মনে হল, আরও কী যেন বলবেন। তারপরে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেলেন।

।। বিংশ পরিচ্ছেদ ।।

বড় সুন্দর রাত্রি, গরম। এত গরম যে কোটটা খুলে তিনি হাতের ওপরে চাপালেন, গলায় সিল্ক স্কার্ফ-ও জড়ালেন না। সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে যখন তিনি বাড়ীর দিকে হেঁটে আসছিলেন সেই সময় দুটি যুবক সান্ধ্য পোশাক পরে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। একজন আর একজনকে বলল: এই লোকটিই ডোরিয়েন গ্রে। সেই কথা কানে গেল তার। কেউ তাঁকে নির্দেশ করলে, অথবা, তাঁর দিকে তাকালে, বা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করলে তিনি যে বেশ খুশি হতেন সে কথাটা তাঁর মনে পড়লো। অন্য লোকের মুখে নিজের নাম শুনে এখন তাঁর ভাল লাগলো না। এই ছোট গ্রামটিতে তিনি প্রায়ই আসতেন। এখানে আসতে তিনি ভালবাসতেন এই জন্যে যে এখানে তাঁকে কেউ চিনতো না। তাঁকে ভালবাসতে যে মেয়েটিকে তিনি প্রলুব্ধ করেছিলেন তাকে বলেছিলেন যে তিনি দরিদ্র। মেয়েটি সে-কথা বিশ্বাস করেছিল। তিনি তাকে একবার বলেছিলেন যে তিনি দুষ্ট প্রকৃতির, সেকথা শুনে মেয়েটি হাসতো; বলতো দুষ্ট লোকেরা চিরকালই বুড়ো আর কদাকার। কী হাসিই না সে হাসতো! মনে হোত থ্রাস পাখি গান করছে। তুলোর পোশাক পরা আর মাথার ওপরে বড় টুপি-চাপানো মেয়েটিকে কী সুন্দরই না দেখাতো!

মেয়েটির কিছুই জানতো না; কিন্তু সমস্ত সম্পদই তার ছিল; সে-সব তিনি হারিয়েছেন।

বাড়ীতে ফিরে দেখলেন তাঁর চাকর তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে শুতে বলে লাইব্রেরীর সোফাতে গিয়ে তিনি বসলেন। তারপরে লর্ড হেনরি যে-সব কথা তাঁকে বলেছিলেন সেই সব কথা নিয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন।

মানুষের কোনদিন পরিবর্তন হয় না এটা কি সত্যি কথা? শিশুকালের কলঙ্কহীন শূচীতা আর গোলাপ-শুভ্র শৈশবের দিনগুলি ফিরে পাওয়ার জন্যে প্রাণ তার আকুল হয়ে উঠলো। তিনি জানতেন যে নিজেকে তিনি কলুষিত করেছেন, আবর্জনায় বোঝাই করেছেন নিজের মনকে, তাঁর কল্পনাকে করে তুলেছেন ভয়ঙ্কর। অপরের ওপরে কুৎসিৎ প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি; আর সেজন্যে ভয়ানক আনন্দও পেয়েছেন তিনি। আর তাঁর সাহচর্যে যে-ই এসেছে, সে যত সুন্দর অথবা সম্ভাবনাময়ই হোক না কেন, তারই জীবনে অপমানের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন। এরকম একটা জীবনকে কি সংশোধন করা যায় না। তাঁর কি কোন আশা নেই?

হায়রে, গর্ব আর কামনার কী ভয়ঙ্কর একটি মুহূর্তেই না তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাঁর জীবনের সমস্ত ঝড়-ঝাপটা আর কামনার কলঙ্ক বুকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকুক তাঁর প্রতিকৃতি, আর চির যৌবনের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য নিয়ে বেঁচে থাকবেন তিনি। তাঁর জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার জন্যে দায়ী সেই প্রার্থনাটি। প্রতিটি পাপ তাঁর ওপরে তার কলঙ্কের ছাপ রেখে যাক—উচিৎ হোত সেইটাই। শাস্তির মধ্যে দিয়েই হোত তাঁর শুদ্ধি। ন্যায়পরায়ণ ভগবানের কাছে মানুষের সত্যিকার প্রার্থনা হচ্ছে—আমাদের অপরাধের শাস্তি দাও প্রভু। আমাদের পাপ ক্ষমা কর—এরকম কোন প্রার্থনা ভগবানের কাছে করা উচিৎ নয়।

অনেকদিন আগে লর্ড হেনরী অদ্ভুতভাবে খোদাইকরা একটা আরশী তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। সেটি দাঁড় করানো ছিল তাঁর টেবিলের পাশে। সেটাকে তিনি তুলে নিলেন। ঠিক এমনিভাবে আর এক বিভীষিকাময়ী রাত্রিতেও তিনি এটিকে তুলে নিয়েছিলেন; অশ্রুতে ভরা চোখ দিয়ে এর চকচকে মুকুরের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সেদিন তিনি আঁতকে উঠেছিলেন। একজন তাঁকে খুব ভালবাসতো; সে একবার তাঁকে উদ্দেশ্য করে পাগলের ভাষায় লিখেছিল: তোমার চেহারা হাতির দাঁত আর সোনা দিয়ে গড়া;

তাইত আমার চোখে পৃথিবীর এই পরিবর্তন। সেই কথাগুলি আবার তাঁর মনে পড়ে গেল। মনে মনে বারবার আওড়াতে লাগলেন তিনি। হঠাৎ নিজের সৌন্দর্যের ওপরে তাঁর ঘৃণা জন্মালো। মুখ বিকৃত করে সেই রূপোর আরশীটাকে সজোরে আছাড় দিলেন মেঝের ওপরে; ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল আরশীটা। এই সৌন্দর্য আর যৌবনের জন্যে তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। এই সৌন্দর্য আর যৌবনই তাঁকে ধ্বংস করে ফেললো। ওই দুটি বস্তু না থাকলে তাঁর জীবন কলঙ্কমুক্ত হতে পারতো। সৌন্দর্য তাঁর কাছে মিথ্যে একটা আবরণ ছাড়া আর কিছু নয়, যৌবন কিছু নয় বিদ্রূপ ছাড়া। আসলে যৌবনটা কী? একটা সবুজ, কাঁচা সময় ছাড়া কিছুই নয়। যৌবনে ভাবও গভীর নয়, চিন্তাও বড় রুগ্ন। সেই যৌবনের পোশাক তাঁর গায়ের ওপরে কেন? ওই যৌবনই তাঁকে নষ্ট করে দিয়েছে।

অতীতের কথা চিন্তা না করাই ভাল। কোন কিছু দিয়েই তাকে বদলানো যাবে না। নিজের কথা, ভবিষ্যতের কথাই ভাবতে হবে তাঁকে। সেলবি কবরখানার একটা বেনামী গর্তের মধ্যে জেমস ভেন-এর মৃতদেহ লুকানো রয়েছে। নিজের ল্যাবরেটরীতে অ্যালেন ক্যাম্পবেল একদিন রাত্রিতে নিজের বুকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছে; কিন্তু যে গোপন সংবাদ জানতে সে বাধ্য হয়েছিল সেটিকে বাইরে প্রকাশ করে দেয় নি। বেসিল হলওয়ার্ড-এর অন্তর্ধান নিয়ে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে তা শীঘ্রই মিলিয়ে যাবে। এখনই তা স্তিমিত হয়ে এসেছে। সেদিক থেকে তিনি নিরাপদ। তা ছাড়া, বেসিল হলওয়ার্ড-এর মৃত্যুটাও তাঁর মনের ওপরে বোঝা হয়ে দাঁড়ায় নি। আসলে যে জিনিসটা তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে সেটা হচ্ছে তাঁর আত্মার অপমৃত্যু। বেসিল যে প্রতিকৃতিটা এঁকেছিলেন সেইটিই তাঁর জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। তার জন্যে তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে পারবেন না। এই প্রতিকৃতিটাই যত নষ্টের মূল। বেসিল তাঁকে এমন সব কথা বলেছিলেন যেগুলি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। সেই কথাগুলি আজও তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে চলেছেন। হত্যাটি সংগঠিত হয়েছে নিছক মুহূর্তের উত্তেজনায়। অ্যালেন ক্যাম্পবেলের কথা যদি ধরা যায়, তাহলে নিজেকেই নিজে সে হত্যা করেছে। এ-পথটা বেছে নিয়েছে সে নিজেই। এর জন্যে তিনি দায়ী নন।

একটি নতুন জীবন! এইটিই তিনি চেয়েছিলেন। তারই জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। সেদিক থেকে প্রথম পদক্ষেপ তিনি আগেই ফেলেছেন।

যাই হোক, একটি নিষ্পাপ জীবকে তিনি কলুষিত করেন নি। আর কখনও নিষ্পাপকে তিনি পাপের পথে টানবেন না। তিনি সৎ হবেন।

হেটি মার্টনের কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আর একটা কথা তাঁর মনে এল : বন্ধ ঘরের মধ্যে যে প্রতিকৃতিটা রয়েছে সেটার ওপরেও কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছে? আগের মত এখন নিশ্চয় সেটা অতখানি ভয়ঙ্কর দেখাবে না। তিনি যদি পবিত্র হতে পারেন তাহলে সম্ভবত ছবিটার মুখ থেকে এ-যাবৎ যত কালিমা জমেছে তা ধীরে-ধীরে মুছে যাবে। ব্যাপারটা নিজের চোখে একবার দেখে আসবেন তিনি।

টেবিল থেকে বাতিটা নিয়ে পা টিপে-টিপে তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর যৌবনদীপ্ত মুখের ওপরে একটা আনন্দের জ্যোতি ফুটে বেরোল; তাঁর ঠোঁটের চারপাশে সেই জ্যোতি মুহূর্তের জন্যে পড়ল ছড়িয়ে। হ্যাঁ, তিনি সৎ হবেন, ভাল হবেন, যে ভীতিপ্রদ জিনিসটাকে তিনি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন সেটা আর তার কাছে ভয়াল মূর্তিতে দেখা দেবে না। মনে হল বুকের ওপর থেকে একটা ভারি বোঝা যেন অনেকদিন পরে নেমে গেল।

যথারীতি ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে তিনি নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন; তারপরে প্রতিকৃতির সামনে থেকে লাল পর্দাটা দিলেন সরিয়ে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি; ঘৃণায় রি-রি করে উঠলো তাঁর সারা শরীর। কোন পরিবর্তন ঘটে নি প্রতিকৃতিটির—একমাত্র চোখ দুটি ছাড়া, চোখ দুটোর ভেতর থেকে একটা ধূর্ত চাহনি ফুটে বেরিয়েছে; মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে প্রবঞ্চকের তির্যক বলিরেখা। ছবিটা আরও জঘন্য হয়েছে, আগের চেয়েও কদাকার। যে লাল ফুটকিগুলো তার হাতের ওপরে কায়েমি হয়ে বসেছিল সেগুলো আরও বেশী লাল হয়ে উঠেছে—মনে হচ্ছে নতুন কোন রক্তপাতের স্বাক্ষর তারা। ভয়ে কাঁপতে লাগলেন তিনি। তাহলে যে ভাল কাজটা তিনি করেছেন সেটা কি নিছক দম্ভ প্রকাশ করার জন্যে? কিন্তু ঠাট্টা করে লর্ড হেনরী না বলেছিলেন—নতুন কোন অনুভূতির আকাঙ্খায়? অথবা হৃদয়ের পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও মানুষ মাঝে মাঝে ভাল কাজ করে ফেলে। এটা কি সেই ধরনেরই কিছু একটা কাজ? কিন্তু এর পেছনে রয়েছে সব কিছুর সমষ্টি? আচ্ছা, ওই লাল ছাপটা আরও বড় হয়েছে কেন? ওর ওই জরাগ্রস্ত বিকৃত আঙুলগুলির ওপরে ওই লাল ছোপটা রোগের মত ছড়িয়ে

পড়েছে। রঙ দিয়ে আঁকা পায়ের ওপরে রক্ত ঝরে-ঝরে পড়েছে—হাতের ওপরেও রক্তের ছিটে—অথচ ওই হাতে তার কোন ছোরা নেই। স্বীকার করবেন? এর অর্থ কী এই যে যে-পাপ তিনি করেছেন তা নিজের মুখে স্বীকার করতে হবে? আত্মসমর্পণ করে ফাঁসিকাঠে বাড়িয়ে দিতে হবে তাঁর গলাটা? হেসে ফেললেন তিনি, ওই রকম কিছু করার চিন্তাটাই তাঁর কাছে বিপজ্জনক বলে মনে হল। তা ছাড়া, স্বীকার করলেই বা তাঁর কথা বিশ্বাস করবে কে? নিহত মানুষটির কোথাও কোন চিহ্ন নেই। তার সমস্ত জিনিস-পত্র নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। নিচের ঘরে যে সব জিনিস ছিল সেগুলি তিনি নিজেই পুড়িয়ে ফেলেছেন। বিশ্বের লোক বলবে তিনি একটি উন্মাদ। তা সত্ত্বেও যদি তিনি তাঁর কাহিনীটা বলতে থাকেন লোকে তাঁকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখবে। তবু, অপরাধ স্বীকার ক'রে জনসাধারণের দেওয়া অপমান নিজের ঘাড়ে তুলে নেওয়াই তাঁর কর্তব্য; প্রকাশ্যে প্রায়শ্চিত্ত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাঁর। স্বর্গ আর মর্ত্য দু'জায়গাতেই পাপের কথা স্বীকার করার জন্যে ভগবান মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাই তিনি করুন না কেন, যতক্ষণ না তিনি তাঁর পাপ স্বীকার করছেন ততক্ষণ তিনি নিজেকে পরিচ্ছন্ন করতে পারবেন না। পাপ! অবহেলায় কাঁধ কোঁচকালেন তিনি। বেসিল হলওয়ার্ডের মৃত্যুটা তাঁর কাছে কিছু নয়। তিনি ভাবছিলেন হেটি মার্টনের কথা। কারণ তাঁর হৃদয়মুকুর—যার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন তিনি—সেই মুকুরটা ভেজাল। দম্ভ? কৌতূহল? প্রবঞ্চনা? তাঁর তথাকথিত আত্মত্যাগের মধ্যে সত্যিকার কিছু আর কি নেই? আরও কিছু ছিল—অন্তত তাই তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু কে বলবে· না। আর কোন প্রবৃত্তি ছিল না। দম্ভের খাতিরেই তিনি মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছেন। প্রবঞ্চনা করার প্রয়োজনে তিনি ভালমানুষের মুখোশ পরেছেন। কৌতূহলই তাঁকে আত্মত্যাগে প্ররোচিত করেছে। এতক্ষণে সব বুঝতে পারলেন তিনি।

কিন্তু এই হত্যা? এটা কি চিরজীবন তাঁর পিছু-পিছু ঘুরবে? চিরদিনই কি অতীতের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে তাঁকে? সত্যিই কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে সব কিছু স্বীকার করতে হবে? কক্ষনো না—কিছুতেই না। তাঁর অপরাধের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে মাত্র একটা জিনিস এখনও বেঁচে রয়েছে। সেটা হল ওই প্রতিকৃতি। হ্যাঁ, ওটাই হল শেষ সাক্ষী। ওটাকেই তিনি নষ্ট করে ফেলবেন। ওটাকে এতদিন তিনি রেখেছেনই বা কেন?

একদিন ছবিটা দেখে তিনি আনন্দই পেতেন। কেমন করে ওটা দিন-দিন পালটে যাচ্ছে, বৃদ্ধ হচ্ছে দিন-দিন তাই তিনি দেখতেন। সম্প্রতি সেরকম কোন আনন্দ আর তাঁর হয় না। ওটার কথা ভেবে-ভেবে দুশ্চিন্তায় সারা রাত তিনি জেগে থাকেন। বাইরে গেলে ভয়ে তাঁর বুকটা ধড়ফড় করে —পাছে কেউ যদি তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেই ছবিটা দেখে ফেলে এই আশঙ্কায় সব সময় তিনি বিব্রত হয়ে থাকেন। তাঁর অনেক আনন্দের মুহূর্ত-গুলি এইভাবে বরবাদ হয়ে গিয়েছে। বিবেকের মত ওটা তাঁকে চাবুক কষাচ্ছে, হ্যাঁ; ওটাই যেন তার বিবেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটাকে তিনি ধ্বংস করে ফেলবেন।

চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। যে ছোরা দিয়ে বেসিলকে হত্যা করেছিলেন সেই ছোরাটা তাঁর চোখে পড়ে গেল। ওটাকে তিনি অনেকবার পরিষ্কার করেছেন। এখন আর কোন চিহ্ন নেই ওর গায়ে। চকচক করছে ছোরাটা। ওটা একদিন চিত্রকরকে হত্যা করেছে; এখন হত্যা করবে তার ছবিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অতীত নিহত হবে। তারপরেই তিনি মুক্ত, স্বাধীন। এই ভয়ঙ্কর আত্মিক জীবনটা ধ্বংস হয়ে গেলে প্রতিদিন যে সতর্কতার বাণী ও উচ্চারণ করছে তা চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। শান্তি আসবে তাঁর জীবনে। তিনি ছোরাটাকে তুলে নিয়ে ছবিটার বুকে বসিয়ে দিলেন।

একটা আর্তনাদ শোনা গেল; সেই সঙ্গে একটা জিনিস ভেঙে পড়ার শব্দ হল, আর্তনাদটা যন্ত্রণার আর্তিতে এতটা জোরালো হয়ে উঠলো যে ঘুম ভেঙ্গে গেল চাকরদের। ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে নিঃশব্দে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল তারা। নিচে পার্কের ভেতর দিয়ে দুটি ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। সেই আর্তনাদ শুনে তাঁরাও থমকে দাঁড়ালেন; তাকিয়ে দেখলেন সেই বিরাট বাড়ীটার দিকে। হাঁটতে-হাঁটতে একটা পুলিশের সঙ্গে দেখা হল তাঁদের। তাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁরা। পুলিশের লোক বারবার বেল বাজালো; কোন উত্তর এল না ভেতর থেকে। একেবারে ছাদের কয়েকটা জানালা থেকে কিছুটা আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওইটুকু ছাড়া গোটা ঘরটাই অন্ধকারে ঢাকা। কিছুক্ষণ পরে লোকটি সেখান থেকে সরে গিয়ে পাশের একটা বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে বাড়ীটাকে দেখতে লাগলো।

দুজনের মধ্যে বয়স্ক ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করলেন: বাড়ীটা কার কনস্টেবল?

মিঃ ডোরিয়েন গ্রে-র স্যার।

ভদ্রলোক দুটি দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না করে পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে নাসিকা কুঞ্চিত করে নিজেদের পথ ধরলেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্যান হেনরী অ্যাসটনের কাকা।

বাড়ীর ভেতরে যেখানে চাকররা থাকে সেখানে নীচু গলায় আলোচনা সুরু হল। বৃদ্ধা মিসেস লিফ নিজের হাত মোচড়াতে-মোচড়াতে কাঁদতে লাগলেন; ভয়ে নীল হয়ে গেল ফ্রান্সিস। কী যে ঘটলো কেউ তা বুঝতে পারলো না।

মিনিট পনের পরে সহীস আর একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে সে গুঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দরজায় ধাক্কা দিল তারা। ভেতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল না কারও। তারা চিৎকার করে ডাকলো। চারপাশ চুপচাপ। দরজা খোলার ব্যর্থ চেষ্টার পরে, তারা ছাদের ওপরে উঠে লাফিয়ে পড়লো বারান্দায়। খিল পুরানো হওয়ার ফলে, জানালাটা সহজেই খুলে গেল।

ভেতরে ঢোকার পরে প্রথমেই নজরে পড়লো তাদের মনিবের প্রতিকৃতির দিকে। প্রথম যেদিন ছবিটিকে তারা দেখেছিল, যৌবন আর সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে সেই ছবিটি তখনও ঠিক তেমনিভাবেই ভাস্বর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর দেখলো মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি মৃতদেহ, পরনে তার সান্ধ্য পোশাক, বুকের মধ্যে আমূল বিদ্ধ একটা ছোরা। শরীরটা তার শুকনো; গোটা গায়ে তার বার্দ্ধক্যের কুঞ্চন, দেখলে ঘৃণা হয় মানুষের; কদাকার। হাতের আঙটিটা পরীক্ষা করার আগে তারা কিছুতেই বুঝতে পারে নি ওই মৃত কদাকার মানুষটি আসলে কে?

লেডী উইনডারমিয়ার-এর পাখা

[Lady Windermere's Fan]

একটি সৎ-মহিলার সম্বন্ধে নাটক

নাটকের চরিত্র ঃ

লর্ড উইনডারমিয়ার	লেডী উইনডাবমিয়াব
লর্ড ডারলিংটন	বাবউইকের ডাচেস
লর্ড আগস্টাস লরটন	লেডী আগাথা
মিঃ ডামবি	লেডী প্লিমডেল
মিঃ সিসিল গ্রাহাম	লেডী স্টাটফিলড্
মিঃ হপার	লেডী জেডবাবজ
পার্কার, বাটলার	মিসেস কুপাব-কুপাব
	মিসেস এবলিন
	বোজালি, মেইড

সময় ঃ বর্তমান যুগ স্থান ঃ লনডন

নাটকটির ঘটনাবলী চব্বিশ ঘণ্টাব মধ্যে ঘটেছে। সুরু—মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটায়, শেষ—পবেব দিন বেলা দেড়টায়।

প্রথম অঙ্ক

(কার্লটন হাউস টেরাসে লর্ড উইনডাবমিয়ারের বাড়ীর একটি ঘর। ঘরের সামনে—ঠিক মাঝামাঝি—আর ডান দিকে দুটি দবজা। ডান দিকে লেখার একটা টেবিল; তার ওপরে কিছু বই আর কাগজ। বাঁদিকে একটা ছোট টেবিল আব সোফা। বাঁদিকে বারান্দার দিকে একটা জানালা। ডান দিকে টেবিল।)

(ডান দিকের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটা নীল রঙের গামলার মধ্যে গোলাপ ফুল গুছোচ্ছেন লেডী উইনডারমিয়ার।)

পার্কার এসে ঢুকলো।

পার্কার। এই বিকেল বেলা আপনি কি কারও সঙ্গে দেখা করবেন লেডী ?

লে. উইনডারমিয়ার। করব—কে দেখা করতে চায় ?

পার্কার। লর্ড ডারলিংটন।

লে. উইনডারমিয়ার। (একটু দ্বিধা করে) তাঁকে নিয়ে এস—আর আজকে সকলের সঙ্গে আমি দেখা কর ।

পার্কার। আচ্ছা, লেডী। (সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল

লে. উইনডারমিয়ার। আজ রাত্রির আগেই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা ভাল। তিনি যে এসেছেন এতে আমি খুশিই হয়েছি।

(সামনের দরজা দিয়ে পার্কার ঢুকলো।)

পার্কার। লর্ড ডারলিংটন।

(সামনের দরজা দিয়ে লর্ড ডারলিংটন ঢুকলেন। বেরিয়ে গেল পার্কার।)

ল. ডারলিংটন। নমস্কার. লেডী উইনডারমিয়ার।

লে. উইনডারমিয়ার। নমস্কার, লর্ড ডারলিংটন! না, না, আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে আমি পারব না। এই সব গোলাপ ফুল ঘেঁটে-ঘেঁটে আমার হাত দুটো হেজে গিয়েছে। কী সুন্দর ফুলগুলি—তাই না ? আজই সকালে সেলবি থেকে এগুলি আনানো হয়েছে।

ল. ডারলিংটন : শুধু সুন্দর নয়; একেবারে অপরূপ। (টেবিলের ওপরে একটা পাখা পড়ে রয়েছে দেখতে পেয়ে) আহা-হা, কী সুন্দর হাত-পাখাটা। একবার দেখতে পারি ?

লে. উইনডারমিয়ার : নিশ্চয়, নিশ্চয়। খুব সুন্দর তাই না ? ওর ওপরে আমার নাম-ধাম সব লেখা রয়েছে। ওটাকে আমি এইমাত্র দেখলাম। আমার জন্মদিনে আমার স্বামী আমাকে ওটা উপহার দিয়েছেন। আপনি বোধ হয় জানেন আজ আমার জন্মদিন।

ল. ডারলিংটন। না তো! সত্যি ?

লে. উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ; আজই আমার জন্মদিন। আমার জীবনে একটি বিশেষ দিন, তাই না ? সেই জন্যে আজ রাত্রিতে আমি পার্টি দিচ্ছি। বসুন, বসুন।

(ফুলগুলি নিয়ে যেমন নাড়াচাড়া করছিলেন সেই রকম
নাড়াচাড়া করতে লাগলেন)

ল. ডারলিঙটন। (বসে) আপনার যে আজ জন্মদিন তা যদি আমি আগে জানতাম! জানলে, আপনার বাড়ীর সদর রাস্তাটা আমি গোলাপ ফুলে ভরিয়ে দিতাম। সেই ফুলের ওপর দিয়ে আপনি হেঁটে আসতেন। আপনার জন্যেই তো গোলাপ ফোটার সার্থকতা।

(একটু বিরতি)

লে. উইনডারমিয়ার। লর্ড ডারলিঙটন, গত রাত্রিতে ফরেন অফিসে আপনি আমাকে বিরক্ত করেছিলেন। আমার ভয় হচ্ছে, আজকে আবার সেই কাজ করারই চেষ্টা করছেন আপনি।

লর্ড ডারলিঙটন। আমি? লেডী উইনডারমিয়ার, আমি আপনাকে··

(একটা ট্রে আর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে চাকরের সঙ্গে পার্কার এসে ঢুকলো।)

ওইখানে রাখ, পার্কার; হঁ্যা, হঁ্যা, ঠিক আছে। (ছোট একটা পকেট রুমাল বার করে হাত মুছলেন তিনি; বাঁ দিকে টেবিলের ধারে গিয়ে বসলেন) লর্ড ডারলিঙটন, আপনি কি এখানে এগিয়ে আসবেন না?

(সামনের দরজা দিয়ে পার্কার বেরিয়ে গেল।)

ল. ডারলিঙটন। (চেয়ার তুলে বাঁ দিকের আর সামনের দিকের দুটো দরজার মাঝামাঝি একটা জায়গায় এগিয়ে এলেন) লেডী উইনডারমিয়ার, আপনার কথা শুনে সত্যিই আমি বড় ব্যথা পেয়েছি। কী করেছি তা আপনাকে বলতেই হবে। (বাঁ দিকে টেবিলের পাশে বসলেন।)

লে. উইনডারমিয়ার। ভুলে গিয়েছেন? কাল সারা সন্ধ্যে ধরে আপনি আমাকে লক্ষ্য করে অনবরত প্রশংসার বাণী ছুঁড়েছেন।

ল. ডারলিঙটন। (হেসে) এই কথা! আজকাল আমাদের সকলের অর্থাভাব এত বেশী যে অপরকে কিছু দিতে গেলে এক প্রশংসার বাণী ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। কেবলমাত্র ওইটুকুই আমরা দিতে পারি।

লে. উইনডারমিয়ার। (ঘাড় নেড়ে) না, না; আমি খুব ভেবেই বলছি। হাসবেন না; খুব সত্যি কথাই বলছি। স্তুতি জিনিসটা আমার ভাল লাগে না। তা ছাড়া, ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলছি এটা জেনে কী করে যে ভদ্র-লোকেরা মনে করেন যে তাঁরা কোন মহিলাকে খুব খুশি করছেন এটা আমার

মাথায় ঢোকে না।

ল. ডারলিংটন। (লেডী উইডারমিয়ার তাঁকে চা দিলেন; সেই চায়ের কাপ টেনে নিয়ে) আমি কিন্তু মিথ্যে কথা বলি নি।

লে. উইনডারমিয়ার। (গম্ভীরভাবে) আমি তা মনে করি নে। আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমার কষ্ট হয়। আপনি জানেন, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু আপনি যে সাধারণের পর্যায়ে নেমে আসবেন এটা কিন্তু আমার ভাল লাগবে না। বিশ্বাস করুন, অনেকের চেয়ে আপনি উঁচুদরের মানুষ। মাঝে-মাঝে আমার মনে হয়, ইচ্ছে করে আপনি নিজেকে খারাপ বলে প্রচার করেন।

ল. ডারলিংটন। আমাদের সকলেরই ছোটখাট অহমিকা হয়েছে, লেডী।

লে. উইনডারমিয়ার। সেইগুলিকেই আপনারা বিশেষ গুণ বলে মনে করেন কেন?

ল. ডারলিংটন। (একই জায়গায় বসে) আজকাল এত লোক সমাজে নিজেদের সৎ বলে জাহির করে বেড়ায় যে আমার ধারণা নিজেকে খারাপ বলে ভাণ করাটা মিষ্টি আর নম্র স্বভাবের পরিচায়ক। তা ছাড়া, আরও একটা কথা রয়েছে। আপনি যদি নিজেকে সৎ বলে প্রচার করেন তাহলে সবাই আপনার কথা সত্যি বলে মনে করবে। আপনি অসত্যের ভাণ করলে সে-বিপদ থেকে আপনি মুক্ত। এটাই হচ্ছে আশাবাদের বিরাট মূর্খতা।

লে. উইনডারমিয়ার। আপনি কি চান না লোকে আপনার কথা গভীর মনযোগ দিয়ে শুনুক?

ল. ডারলিংটন। না। বিশ্বের লোক আমার কথা শুনুক তা আমি চাইনে। কোন্ কাজের কথা বিশ্বের লোক মন দিয়ে শোনে বলুন তো? বিশ্বের সেরা গবেটমার্কা যারা তাদের, সেই দলে আপনি বিশপ থেকে শুরু করে বিরক্তিকর মানুষদের ফেলতে পারেন। আমি চাই কেবল আপনিই আমার কথা বিশ্বাস করুন, বিশ্বের মধ্যে কেবল আপনি, একমাত্র আপনি।

লে. উইনডারমিয়ার। কেন—আমি কেন?

ল. ডারলিংটন। (একটু দ্বিধা করে) কারণ, আমার ধারণা, আমাদের বন্ধুত্ব নিবিড় হ'তে পারে। আসুন, আমরা বন্ধুত্ব পাতাই, একদিন সত্যিকার বন্ধুর প্রয়োজন হতে পারে আপনার।

লে. উইনডারমিয়ার। একথা বলছেন কেন?

ল. ডারলিংটন। আমাদের সকলেরই কোন-না-কোন সময় বন্ধুর প্রয়োজন হয়।

লে. উইনডারমিয়ার: আমার ধারণা, এমনিতেই আমরা বন্ধু রয়েছি। সে বন্ধুত্ব ততদিনই আমাদের অটুট থাকবে যতদিন না আপনি এমন কিছু করেন···

ল. ডারলিংটন। কী করার কথা বলছেন?

লে. উইনডারমিয়ার। বোকার মত বাজে-বাজে কথা আমাকে লক্ষ্য করে বলে আপনি তা নষ্ট করেন। আপনার মনে হচ্ছে আমি নীতির দিক থেকে বড় গোঁড়া, তাই না? অবশ্য কিছুটা গোঁড়ামি যে আমার মধ্যে রয়েছে সেকথা আমিও স্বীকার করি। ওইভাবেই আমি মানুষ হয়েছি। তাতে আমি খুশিই। আমার খুব কম বয়সে মা মারা যান। তারপর থেকে বাবার বড় বোন, তাঁকে আপনি জানেন, লেডী জুলিয়ার কাছেই আমি মানুষ। তিনি আমার সঙ্গে বড় কঠোর ব্যবহার করতেন। পৃথিবী আজ যা ভুলে যাচ্ছে সেই ন্যায় আর অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যটা কী সেটা কিন্তু তিনি আমাকে শিখিয়ে-ছিলেন। ওদের মধ্যে কোন রকম আপোষ করতে তিনি রাজি ছিলেন না। আমিও তা করতে চাই নে।

ল. ডারলিংটন। প্রিয় লেডী উইনডারমিয়ার।

লে. উইনডারমিয়ার। (সোফার গায়ে ঝুঁকে) আপনার মনে হচ্ছে আমি বিগত শতাব্দীর মানুষ। হ্যাঁ; আমি তাই। এ যুগের মানুষ বলে নিজের পরিচয় দিতে আমি চাই নে।

ল. ডারলিংটন। আপনার কি মনে হয় এ যুগটা খুব খারাপ?

লে. উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ। আজকাল মানুষ জীবন নিয়ে ফাটকাবাজি করে চলেছে। কিন্তু জীবন ফাটকাবাজির জিনিস নয়। এটা একটা পবিত্র জিনিস। এর আদর্শ হচ্ছে প্রেম। এর শুদ্ধি হচ্ছে ত্যাগ, আত্মবলিদান।

ল. ডারলিংটন। (হেসে) আপনি যাই বলুন, আমার ধারণা আত্মনিগ্রহ অথবা বলিদানের চেয়ে যে কোন জিনিসই ভাল।

লে. উইনডারমিয়ার। (ঝুঁকে) ওকথা বলবেন না।

ল. ডারলিংটন। আমি বলব—বলব। আমি জানি।

(পার্কার ঘরে ঢুকলো)

পার্কার। আজ রাত্রিতে কার্পেটগুলো বাইরের বারান্দায় থাকবে কিনা ওরা

জিজ্ঞাসা করছে।

লে. উইনডারমিয়ার। আজ আর বৃষ্টি হবে না। লর্ড ডারলিংটন, আপনি কী মনে করেন ?

ল. ডারলিংটন। আপনার জন্মদিনে বৃষ্টি হবে এমন কথা আমি শুনি নি।

লে. উইনডারমিয়ার। এমনিই রেখে দিতে বল, পার্কার।

(পার্কার বেরিয়ে গেল)

ল. ডারলিংটন। (বসে-বসেই) একটা কথা বলছি—দৃষ্টান্তটা অবশ্য নিছক কাল্পনিক—আমারই মনগড়া। আপনার কি মনে হয় যদি কোন যুবতীর স্বামী —যাঁদের দু'বছরের কাছাকাছি বিয়ে হয়েছে—সেই স্বামী যদি হঠাৎ আর একটি মহিলার অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়ান—এমন একটি মহিলা যার চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে—তিনি তার বাড়ীতে ঘন-ঘন যাতায়াত করেন, তার সঙ্গে লাঞ্চ খান, এবং সম্ভবত সেই খাবারের টাকা নিজেই মিটিয়ে দেন তাহলে আপনার কি মনে হয় সেই যুবতী স্ত্রীটির নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিৎ হবে না ?

লে. উইনডারমিয়ার। (ভ্রূকুটি করে) নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ?

ল. ডারলিংটন। হ্যাঁ! আমার মনে হয় উচিৎ—সে-অধিকার তার রয়েছে।

লে. উইনডারমিয়ার। স্বামী জঘন্য প্রকৃতির বলে স্ত্রীকেও তাই হতে হবে ?

ল. ডারলিংটন। জঘন্য শব্দটা বড় ভয়ানক, লেডী।

লে. উইনডারমিয়ার। কাজটা ভয়ানক, লর্ড ডারলিংটন।

ল. ডারলিংটন। আপনি কি জানেন, এ দুনিয়ায় ভাল মানুষেরা অনেক ক্ষতি করে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে মন্দ জিনিসের দামটা তারা অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দেয়। মানুষকে ভাল আর মন্দ এই দুটো মোটা শ্রেণীতে ভাগ করাটা হাস্যকর। মানুষ হয় মনোমুগ্ধকর, আর না হয় বিরক্তিকর। আমার কাছে মনোমুগ্ধকর মানুষদের দাম বেশী ; আর আপনি, লেডী উইনডারমিয়ার, তাদের দলে না গিয়ে পারেন না।

লেডী উইনডারমিয়ার। আবার, লর্ড ডারলিংটন! (উঠে ডান দিকে এগিয়ে এলেন—লর্ডের সামনাসামনি) নড়বেন না। ফুলগুলোর কাজ শেষ করার জন্যেই আমি যাচ্ছি।

ল. ডারলিংটন। (উঠে, চেয়ার সরিয়ে) এবং আমি বলতে বাধ্য, আমার ধারণা, আধুনিক জীবনটাকে আপনি মোটেই পছন্দ করেন না। অবশ্য এটাও আমি স্বীকার করি যে এর বিরুদ্ধে বলার অনেক কিছু রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ

বলা যেতে পারে আজকাল অনেক রমণীই টাকার লোভে সব কিছু করে।

লে. উইনডারমিয়ার। ওসব মানুষদের কথা আমাকে বলবেন না।

ল. ডারলিংটন। আচ্ছা, বেশ, ওই সব অর্থপিশাচিনীদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম; কারণ তারা ভয়ঙ্কর শ্রেণীর। কিন্তু আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে যদি কোন মহিলা এমন একটা কাজ করে থাকেন যেটা পৃথিবীর লোকেরা দোষের বলে মনে করে, তাহলে তাঁকে কোনদিন ক্ষমা করা যাবে না?

লে. উইনডারমিয়ার। (টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে) কোনদিন তাদের ক্ষমা করা উচিৎ নয়: অন্তত, তাই আমি মনে করি।

ল. ডারলিংটন। আর পুরুষ? আপনার কি মনে হয় তাদের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম খাটা উচিৎ?

লে. উইনডারমিয়ার। নিশ্চয়।

ল. ডারলিংটন। এই সব বাঁধাধরা নীতি দিয়ে জীবনকে যাচাই করা যায় না লেডী; জীবন বড়ই জটিল।

লে. উইনডারমিয়ার। এই সব বাঁধাধরা নীতি আমরা যদি মেনে চলতাম তাহলে জীবন অনেক সহজ হয়ে যেত।

ল. ডারলিংটন। এর কোন ব্যতিক্রমই আপনি মানবেন না?

লে. উইনডারমিয়ার। না।

ল. ডারলিংটন। হায়রে, কী মনোহারিণী নীতিবাগীশ মহিলা আপনি, লেডী উইনডারমিয়ার।

লে. উইনডারমিয়ার। বিশেষণটা অপ্রয়োজনীয়, লর্ড ডারলিংটন।

ল. ডারলিংটন। বিশেষণ যোগ না করে আমি পারলাম না। প্রলোভন ছাড়া আর যে কোন জিনিসকেই আমি রুখতে পারি।

লে. উইনডারমিয়ার। আধুনিক যুগে দুর্বলতার যারা ভাণ করে আপনি তাদেরই একজন।

ল. ডারলিংটন। (তাঁর দিকে তাকিয়ে) এটা নিছক ভাণ, লেডী উইনডারমিয়ার।

(পার্কার ঢুকলো)

পার্কার। বারউইকের ডাচেস এবং লেডী আগাথা কারলিসলি।

(সামনের দরজা দিয়ে বারউইকের ডাচেস আর লেডী আগাথা ঢুকে এলেন। পার্কার বেরিয়ে গেল)

বারউইকের ডাচেস। (করমর্দন করে) প্রিয় মার্গারেট, তোমাকে দেখে কী খুশিই না হয়েছি। আগাথাকে তোমার মনে রয়েছে? নেই? লর্ড ডারলিঙটন! কী ব্যাপার? আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব না। ভীষণ দুষ্টু তুমি!

ল. ডারলিঙটন। ডাচেস, ওকথা বলবেন না। দুষ্টু মানুষ হিসাবে আমি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা বলে সারা জীবনে সত্যিই আমি একটাও অন্যায় কাজ করি নি। অবশ্য আমার পেছনেই তারা এই কথা বলে।

বারউইকের ডাচেস। কি, মানুষটি সত্যিই ভয়ানক নয়? আগাথা, ইনিই হচ্ছেন

ল. ডারলিঙটন। ওর একটা কথাও তুমি বিশ্বাস করো না। (লর্ড ডারলিঙটন ডান দিকে এগিয়ে গেলেন)। না, না চা খাব না। ধন্যবাদ। (এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসলেন (লেডী মার্কবির বাড়ীতে এইমাত্র আমরা চা খেয়ে আসছি। কী খারাপ চা! একেবারে অখাদ্য। আমি মোটেই অবাক হই নি। তার নিজের জামাই তাকে চা দেয়। প্রিয় মার্গারেট, আজ রাত্রিতে তোমার বাড়ীতে 'বল'-এ যোগ দেওয়ার জন্যে আগাথা উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে।

লে. উইনডারমিয়ার। (বাঁ দিকের চেয়ারে বসে) আজকে বল-এর কোন ব্যবস্থা এখানে হয় নি, ডাচেস। আমার জন্মদিন উপলক্ষে একটু নাচের আয়োজন হয়েছে। ছোট আয়োজন; ভেঙে-ও যাবে তাড়াতাড়ি।

ল. ডারলিঙটন। (দাঁড়িয়ে) খুব ছোট—খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যাবে—এবং খুব নির্বাচিত পার্টি, ডাচেস।

বারউইকের ডাচেস। (বাঁদিকের সোফায় বসে) নিশ্চয়; সব অতিথিরাই সুনির্বাচিত। কিন্তু প্রিয় মার্গারেট, তোমার বাড়ীটা ঠিক কী ধরনের তা আমি জানি। তোমার মত বাড়ী লণ্ডন শহরে খুব কমই রয়েছে যেখানে আগাথাকে আমি নিঃসঙ্কোচে নিয়ে যেতে পারি। এই সব বাড়ীতে প্রিয় বারউইকের মর্যাদা অটুট রয়েছে। সমাজটা দিন দিন কোন্ পথে এগিয়ে চলেছে তা আমি বুঝতে পারি নে বাছা। সব চেয়ে অবাঞ্ছিত আর ভয়ঙ্কর স্বভাবের মানুষরা আজকাল সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার পার্টিতেও তারা আসে; আসতে না বললে রেগে কাঁই হয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে সত্যিই কার-ও প্রতিবাদ করা উচিৎ।

লে. উইনডারমিয়ার। আমি নিশ্চয় করব, ডাচেস। কুৎসা রটেছে এমন কারও কাছেই আমার ঘরের দরজা খুলে দেব না।

ল. ডারলিংটন। আহা-হা, ওকথা বলবেন না, ওকথা বলবেন না। তাহলে তো দেখছি এখানে আমারই প্রবেশ নিষিদ্ধ। (বসে পড়লেন)

বারউইকের ডাচেস। না, না। পুরুষদের কথা আলাদা। কিন্তু তাই বলে মেয়েদের বেলায় ওকথা খাটে না। আমরা সৎ; অন্তত, আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ তো বটে। কিন্তু আমরাই আজকাল কোণঠাসা হয়ে গিয়েছি। আমাদের স্বামীরা আমাদের অস্তিত্বের কথাই ভুলে যাবে যদি মাঝে-মাঝে আমরা তাদের কাছে ঘ্যানঘ্যান না করি—আর কিছুর জন্যে না হোক, অন্তত এটা তাদের স্মরণ-করিয়ে দেওয়ার জন্যে যে এই রকম ঘ্যানঘ্যান করার আইন-সঙ্গত অধিকার আমাদের রয়েছে

ল. ডারলিংটন। ডাচেস, বিয়ের খেলায়—প্রসঙ্গত এ-খেলা আজকাল পুরানো হয়ে যাচ্ছে—একটা মজার জিনিস হচ্ছে এই যে মহিলারা সব কটা রঙ নিয়ে বসে থাকে—কিন্তু তুরুপের খেলায় অনিবার্যভাবেই তারা হেরে যায়।

বারউইকের ডাচেস। তুরুপ! তুরুপ বলতে কি তুমি স্বামীকে বোঝাচ্ছ লর্ড ডারলিংটন ?

ল. ডারলিংটন। আধুনিক স্বামীকে ওই নামে ডাকলেই বোধ হয় তার সত্যিকার পরিচয় দেওয়া হবে।

বারউইকের ডাচেস। প্রিয় লর্ড, তুমি একেবারে বয়ে গিয়েছ।

লে. উইনডারমিয়ার। লর্ড ডারলিংটনের মন্তব্য মূল্যহীন।

ল. ডারলিংটন। ওকথা বলবেন না।

লেডী উইনডারমিয়ার। জীবনকে নিয়ে তাহলে আপনি এত হালকা কথা বলেন কেন ?

ল. ডারলিংটন। কারণ আমার ধারণা, জীবন এত গুরুত্বপূর্ণ যে ওর সম্বন্ধে কোন ভারি কথাই মানায় না।

বারউইকের ডাচেস। ও বলছে কী ? তোমার কথা আমার গবেট মাথায় কিছুই ঢুকছে না ডারলিংটন। দয়া করে তোমার বক্তব্যটা প্রাঞ্জল ভাষায় একটু বুঝিয়ে বলবে কি ?

ল. ডারলিংটন। (টেবিলের পেছনে এসে) না ডাচেস, এর বেশী কিছু বলা আমার উচিৎ হবে না। আজকাল বোধগম্য ভাষায় কথা বললে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশী। বিদায়। (ডাচেসের সঙ্গে করমর্দন করলেন) এবং এখন (স্টেজের ওপরে গিয়ে) বিদায়, লেডী উইনডারমিয়ার। আজ রাত্রিতে

আমি আসতে পারি। আসব কি? আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।

লে. উইনডারমিয়ার। (স্টেজের ওপরে লর্ড ডারলিংটনের কাছে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ; নিশ্চয়। কিন্তু লোককে বোকার মত, যা আপনি নিজে বিশ্বাস করেন না, সেরকম কথা বলবেন না।

ল. ডারলিংটন। (হেসে) বুঝতে পারছি, আপনি আমায় সংস্কার করতে চান। কাউকে সংস্কার করতে যাওয়া বড় বিপজ্জনক কাজ, লেডী উইনডারমিয়ার। (মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।)

ব্যারউইকের ডাচেস। (উঠে সামনের দরজার কাছে গিয়ে) চমৎকার মানুষ! সেই সঙ্গে নীতি বলে কোন পদার্থ ওর নেই। আমি ওকে খুব পছন্দ করি। ও চলে যাওয়ায় আমি খুব খুশিই হয়েছে। কী সুন্দর তোমাকে দেখাচ্ছে! তোমার এই গাউনগুলো কোথা থেকে কেনা বলত? এখন তোমার জন্যে আমি কত দুঃখিত সেটা তোমাকে বলতেই হবে।) সোফার কাছে গিয়ে লেডী উইনডারমিয়ারের পাশে ব'সে) আগাথা, মা।

লে. আগাথা। কী মা? (উঠলেন)

বারউইকের ডাচেস: তুমি ওই ফটোগ্রাফের অ্যালবামটা দেখে এস।

লেডী আগাথা। যাচ্ছি মা। (বাঁ দিকের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন)

বারউইকের ডাচেস। মেয়েটা সুইজারল্যাণ্ডের ছবি দেখতে এত ভালবাসে! রুচিটা খুব পবিত্র। কিন্তু মার্গারেট, তোমার জন্য সত্যিই আমি বড় দুঃখিত।

লেডী উইনডারমিয়ার। (হেসে) কেন বলুন তো?

বারউইকের ডাচেস: ওই সেই যাচ্ছেতাই মেয়েটার জন্যে! পোশাকের ঘটা তার গায়ে; সেইজন্যেই আরও খারাপ লাগে। সকলের সামনে এমন একটা বিকৃত দৃষ্টান্ত রাখে যে কী বলব? আগস্টাস—আমার সেই চরিত্রহীন ভাইটা—তাকে তুমিও জান—তাকে নিয়ে আমাদের সকলেরই অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে—সেই আগস্টাস ওই মেয়েটার জন্যে একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। কী কেলেঙ্কারীর কথা বলত? মেয়েটাকে কিছুতেই আমাদের সমাজে ঢোকানো যায় না। অনেক মেয়েরই অতীতে একটা না একটা ঘটনা থাকে; কিন্তু এর রয়েছে একডজন। আর সব ক'টিই তার চরিত্রের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গিয়েছে।

লে: উইনডারমিয়ার। কার কথা বলছেন ডাচেস?

বারউইকের ডাচেস। মিসেস এরলিনের।

লে. উইনডারমিয়ার। মিসেস এরলিন! তাঁর নাম তো কখনও শুনিনি, ডাচেস। আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা কী?

বারউইকের ডাচেস: হায়রে হায়; বেচারা। আগাথা—মা।

লে. আগাথা। মা, কিছু বলছো?

বারউইকের ডাচেস। বাইরের বারান্দায় গিয়ে সূর্যাস্তটা একটু দেখে আসবে?

লে. আগাথা। যাচ্ছি মা। (বাইরে বেরিয়ে গেল)

বারউকের ডাচেস। খাসা মেয়ে। সূর্যাস্তে রঙের খেলা দেখতে ওর এত ভাল লাগে। এ থেকেই বোঝা যায় ওর রুচিটা বড় পবিত্র। তাই না? যাই বল প্রকৃতির মত ভাল জিনিস আর নেই। রয়েছে কি?

লে. উইনডারমিয়ার। কিন্তু ব্যাপারটা কী ডাচেস? এই মেয়েটির কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন?

বা. ডাচেস। সত্যিই কি তুমি কিছু জান না? বিশ্বাস কর, ব্যাপারটা শুনে আমরা বেশ মর্মাহত হয়েছি। কাল রাত্রিতেই তো লেডী জেনসেনের বাড়ীতে এই নিয়ে সবাই আলোচনা করছিল। লণ্ডনে এত মানুষ থাকতে উইনডারমিয়ার যে এ রকম কাজ করতে পারে সেই কথাটাই সকলের কাছে অবাক লাগছিল।

লেডী উইনডারমিয়ার। আমার স্বামী!—এই রকম একটি মেয়ের সঙ্গে আমার স্বামীর সম্পর্ক কি?

বা. ডাচেস। তাইত বটে, সম্পর্ক কি। আরে সেই কথাটাই তো আমরাও ভাবছি। তোমার স্বামী তার সঙ্গে হামেশাই দেখা করতে যায়; ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে কাটায়; আর সে সেখানে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মেয়েটি আর কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে না। অবশ্য বেশী ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে যান না, কিন্তু তার অনেক পুরুষ বন্ধু রয়েছে যাদের চরিত্র বলে কোন বালাই নে—বিশেষ করে আমার ভাই—তার কথা তোমাকে আমি আগেই বলেছি। এই জন্যেই ওখানে উইনডারমিয়ারের আসা-যাওয়া করা আমাদের কাছে এত বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। আমরা সব সময় মনে করি সে একটি আদর্শ স্বামীর প্রতীক; কিন্তু ভয় হচ্ছে, কাজটা সে ভাল করছে না। আমার আদরের ভগ্নীরা—ওই 'সেলভিজ গার্লরা'—তাদের তুমি চেন। চেন না? ঘরোয়া মেয়ে হিসাবে চমৎকার—সাদাসিধে, একেবারে ভয়ঙ্কর রকমের সাদাসিধে; কিন্তু বড় ভাল মেয়ে তারা। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব

সময় তারা আজগুবী কাজ করছে—মুখ ভ্যাঙাচ্ছে গরীবদের—এই বিপজ্জনক সাম্যবাদের যুগে কাজটা প্রয়োজনীয় বলেই আমার মনে হয়—এবং এই ভয়ানক মেয়েটা কার্জন স্ট্রীটে বাড়ী নিয়েছে—ওদের বাড়ীর ঠিক উলটো দিকে। এই রকম একটা ভদ্রপাড়ায়। সাহসকে বলিহারি! আমাদের কী হাল হল বলত? ওরাই আমাকে বলেছে যে ওই বাড়ীতে উইনডারমিয়ার সপ্তাহে চার পাঁচ দিন যায়—তারা নিজের চোখে দেখেছে। না দেখে উপায় কী বল? যদিও কারও কুৎসা রটনা করা ওদের স্বভাব নয়, তবু সবাইকেই ওরা ওই কথাটা বলে। আর সব চেয়ে জঘন্য কথাটা হচ্ছে এই যে এই মেয়েটা কারও কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেয়েছে। লোকমুখে শোনা যায়—মাস ছয়েক আগে মেয়েটা যখন লণ্ডনে এসেছিল তখন তার কাছে একটা কপর্দকও ছিল না; আর এখন? মেফেয়ারে অমন একটা সুন্দর বাড়ীতে সে থাকে, প্রতিদিন বিকেলে নিজে গাড়ী চালিয়ে সে পার্কে ঘুরে বেড়ায়। সবার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে বেচারা উইনডারমিয়ারের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই তার এই আর্থিক প্রাচুর্য সুরু হয়েছে।

লে. উইনডারমিয়ার। না, না, একথা আমি বিশ্বাস করি নে।

বা. ডাচেস। কিন্তু কথাটা সত্যি। সারা লণ্ডন শহর তা জানে। সেইজন্যেই তো ভাবলাম তোমার বাড়ীতে এসে তোমাকে ব্যাপারটা বলা দরকার। আমার কথা শোন, মার্গারেট, তুমি এখনই উইনডারমিয়ারকে কোথাও নিয়ে যাও, হামবার্গ বা এক্স যেখানে সে কিছুটা আনন্দ পাবে—যেখানে সারা দিন তুমি তার ওপরে নজর রাখতে পারবে এই রকম কোথাও। আমি তো বলছি, বিশ্বাস কর, আমার যখন প্রথম বিয়ে হয় তার পরে অনেকবার আমাকে অসুস্থ হওয়ার ভাণ করতে হয়েছিল; বাধ্য হয়ে তেতো-কষা ধাতু মেশানো জল খেতে হয়েছিল, কেন জান? শুধু বারউইককে শহরের বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। মেয়েদের ওপরে তার দুর্বলতা ছিল অসীম। অবশ্য একথা বলতে আমি বাধ্য যে বেশী টাকা সে কখনও কাউকে দেয় নি। এদিক থেকে তার নীতি ছিল উঁচু।

লে. উইনডারমিয়ার। (বাধা দিয়ে) ডাচেস, ডাচেস। এ অসম্ভব। (উঠে স্টেজের ওপরে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে) মাত্র দু'বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমাদের বাচ্চাটার বয়স মাত্র ছ'মাস। (টেবিলের বাঁ পাশে ডান দিকের চেয়ারে বসে পড়লেন)

বা. ডাচেস। হায়রে শিশু! যাকগে, বাচ্চাটা কেমন আছে বল। বাচ্চাটা কি ছেলে, না, মেয়ে? আশা করি মেয়ে! ওঃ—না, না। মনে পড়েছে—ছেলে। আমি খুব দুঃখিত। ছেলেগুলো বড় দুষ্টু হয়। আমার ছেলেটার তো নীতি বলে কোন বস্তু নেই। কত রাত করে যে সে বাড়ী ফেরে তা বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। বয়স কত জান? এই ক'মাস হল সে অক্সফোর্ড থেকে বেরিয়েছে। ওখানে ছেলেদের কী শিক্ষা দেওয়া হয় তা সত্যিই আমি বুঝে পাই নে।

লে. উইনডারমিয়ার। সব পুরুষরাই কি খারাপ?

বা. ডাচেস। সব—সব—বাছা, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। কেউ বাদ যাবে না। ওই ভাবেই তারা বেড়ে ওঠে। তারা বুড়ো হয়; কিন্তু কদাপি ভাল হয় না।

লে. উইনডারমিয়ার। ভালবাসার জন্যেই আমরা বিয়ে করেছিলাম।

বা. ডাচেস। ঠিক কথা। আমাদের বিবাহিত জীবন ওইভাবেই সুরু হয়। আমি বারউইককে বিয়ে করতে কেন বাধ্য হয়েছিলেম জান? আত্মহত্যা করবে বলে বারবার সে আমাকে শাসিয়েছিল এই জন্যে। বিয়ের একটি বছর কাটতে-না-কাটতে সে কী করল জান? মেয়েদের পেছনে ছুটতে সুরু করল সে; তার রঙ বল, চেহারা বল, চরিত্র বল—কোন কিছুই বিচার করল না; মেয়ে একটা হলেই হল। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের মধুচন্দ্রিমা উদ্‌যাপন হওয়ার আগেই আমার চাকরাণীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে আমি তাকে ধরে ফেললাম। মেয়েটি অবশ্য দেখতে ভালই ছিল, সেই সঙ্গে সম্ভ্রান্ত ঘরের-ও। চরিত্রহীনা বলে তাকে আমি তখনই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলাম। না; বেশ মনে পড়ে; আমার বোনের ঘরে চালান করে দিলাম তাকে। বেচারা স্যার জর্জের দৃষ্টিশক্তি কম ছিল। ভেবেছিলাম কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষতিই হল। যদিও ব্যাপারটা খুবই ক্ষোভের (উঠলেন) এখন আমি চলি। আজকে আমরা বাইরে ডিনার খাচ্ছি। কিন্তু মনে রেখ, উইনডারমিয়ারের এই সামান্য দোষটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মনে কষ্ট পেয়ো না যেন। ওকে নিয়ে বাইরে চলে যাও। আবার ও তোমার কাছে ফিরে আসবে।

লে. উইনডারমিয়ার। আমার কাছে ফিরে আসবে?

বা. ডাচেস। ঠিক বলেছ বাছা। এই জাতের চরিত্রহীন মেয়েরা আমাদের স্বামীদের ছিনিয়ে নেয়; তাদের কিছু ক্ষতি হয় বটে; তবে শেষ পর্যন্ত আবার

তারা আমাদেরই কাছে ফিরে আসে। এই নিয়ে বেশী হইচই করো না। পুরুষরা হইচই করাকে ঘৃণা করে।

লে. উইনডারমিয়ার। বাড়ীতে এসে এই সব কথা বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, ডাচেস। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি নে যে আমার স্বামী অবিশ্বাসী।

বা. ডাচেস। বেচারা—শিশু একেবারে। আমিও একদিন ওই রকমই ছিলাম। এখন বুঝতে পারি যে সব পুরুষই দৈত্য-দানো। (লেডী উইনডারমিয়ার বেল বাজালেন) আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে ওই হতভাগাদের ভাল করে খাওয়ানো। ভাল রাঁধুনিকে দিয়ে এমন সব কাজ করানো যায় যা ভাবলেও তোমার অবাক লাগবে। আমি জানি তোমার তা হয়েছে। প্রিয় মার্গারেট, আমার কথা শুনে নিশ্চয় তুমি কাঁদছো না?

লে. উইনডারমিয়ার। কোন ভয় নেই, ডাচেস। আমি কোন দিন কাঁদি নে।

বা. ডাচেস। ভাল কাজই কর বাছা। সাধারণ মেয়েদের কাছে কান্নাটাই হল শেষ আশ্রয়, সুন্দরীদের কাছে ধ্বংসের প্রতীক। আগাথা, মা।

লে. আগাথা। (বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে) কী, মা।

বা. ডাচেস। এস; লেডী উইনডারমিয়ারের কাছ থেকে বিদায় নাও। এখানে আসার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাও। (আবার ঘুরে এসে) ভাল কথা: তুমি যে মিঃ হপারকে নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠিয়েছ তার জন্যে ধন্যবাদ। মিঃ হপার কেবল অস্ট্রেলিয়ান যুবকই নয়, বেশ ধনী যুবক। সম্প্রতি আমাদের দেশের লোকেরা ওদের ওপরে নজর দিতে সুরু করেছে। ওর বাবা গোল টিনের মধ্যে এক জাতীয় খাবার বিক্রী করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেছেন—আমার বিশ্বাস, খাবারটা খুব সুস্বাদু, চাকরবাকররা এরকম খাবার সাধারণত পছন্দ করে না। কিন্তু ছেলে অন্য ধরনের। আমার ধারণা আগাথার চতুর কথাবার্তায় সে বেশ খুশি হয়েছে। অবশ্য ওকে হারাতে আমাদের কষ্টই হবে। কিন্তু আমার ধারণা যে মা প্রতি বছর তাঁর মেয়েকে পরের ঘরে না পাঠান তাঁরা কোন দিনই তাঁদের মেয়েকে ভালবাসেন না। আজ রাত্রিতে আমরা (পার্কার মাঝের দরজা খুলে দিলে) আমার কথাটা মনে রেখো। বেচারাকে এখনই শহরের বাইরে নিয়ে যাও। বর্তমান ক্ষেত্রে এ ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। চললাম। এস, আগাথা।

(ডাচেস লেডী আগাথাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন)

লে. উইনডারমিয়ার। কী ভয়ানক! লর্ড ডারলিংটন যে দু'বছরের কম বিবাহিত দম্পতীর কাল্পনিক কাহিনী বলে কী বোঝাতে চাইছিলেন এখন তা আমার মাথায় ঢুকেছে। না, না, এ সত্যি নয়। এই মেয়েটাকে প্রচুর টাকা দেওয়ার কথা ডাচেস আমাকে বলছিলেন। আমি জানি আর্থার কোথায় তার ব্যাঙ্কের বই রাখে। এখানকারই একটা ড্রয়ারে। আমি সেগুলো খুঁজে বার করতে পারি। খুঁজে আমি বার করবই। না; সংবাদটা মিথ্যে। (উঠে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন) কেউ বোকার মত বাজে কেলেঙ্কারি রটিয়েছে। সে আমাকে ভালবাসে। কিন্তু আমি তার চেক বই খুঁজবো না কেন? আমি তার স্ত্রী, খোঁজার অধিকার আমার রয়েছে। (ব্যুরোর কাছে ফিরে আসেন; ব্যাঙ্কের বইগুলি বার করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন; হাসেন; স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন একটা) আমি তা জানতাম। এ-কাহিনীর মূলে সত্যি বলে কিছু নেই। (বইটাকে ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখেন। ঢুকিয়ে রাখতে-রাখতে চমকে উঠে আর একখানা বই টেনে নেন) আর একখানা বই। প্রাইভেট! চাবি দেওয়া! (খুলতে চেষ্টা করেন; কিন্তু পারেন না। ব্যুরোর ওপরে একখানা কাগজকাটা ছুরির দিকে তাঁর নজর পড়ে। সেই ছুরি দিয়ে বইটার কভারটা কেটে ফেলেন। প্রথম পাতা দেখেই চমকে ওঠেন) "মিসেস এরলিন—ছ'শ পাউণ্ড—মিসেস এরলিন—সাতশ' পাউণ্ড—মিসেস এরলিন—চারশ' পাউণ্ড। ওঃ! তাহলে এতো সত্যি! সত্যি! কী ভয়ানক কাণ্ড!" (বইটাকে মেঝের ওপরে ছুঁড়ে দেন)

(সামনের দরজা দিয়ে লর্ড উইনডারমিয়ার প্রবেশ করেন)

উইনডারমিয়ার। পাখাটা বাড়ীতে এসে পৌচেছে কিনা জান? মার্গারেট, তুমি আমার ব্যাঙ্কের বইটা কেটেছ? এরকম কোন অধিকার তোমার নেই।

লে. উইন্ডারমিয়ার। তোমার ধারণা, তোমাকে ধরে ফেলাটা আমার অন্যায়? তাই নয়?

উইনডারমিয়ার। স্বামীর ওপরে গুপ্তচরবৃত্তি করা স্ত্রীর যে অন্যায় সেই কথাটাই বলছি।

লে. উইনডারমিয়ার। গুপ্তচরগিরি আমি করি নি। আধ ঘণ্টা আগেও এই মেয়েটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কিছু আমি জানতাম না। লণ্ডনের সবাই যে কাহিনী অনেক আগেই জেনেছে সেই কাহিনীই একটি মহিলা নেহাৎ দয়াপরবশ হয়ে কিছুক্ষণ আগে আমাকে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন। কাহিনীটা হচ্ছে কার্জন

স্ট্রীটের বাড়ীতে তোমার দৈনন্দিন আবির্ভাব, প্রতিদিন তোমার উন্মাদ আসক্তি আর এই নষ্ট চরিত্রহীন মেয়েটার পেছনে রাশি-রাশি টাকা ঢালা—এসব কাহিনী তোমার সবাই জানে।

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট, মিসেস এরলিনের সম্বন্ধে ও ভাষায় কথা বলো না। তুমি যে তাঁর ওপরে কত অবিচার করছ তা তুমি জান না।

লে. উইনডারমিয়ার। (তার দিকে ঘুরে) মিসেস এরলিনের সম্মান বাঁচানোর জন্যে তুমি একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছ দেখছি। আমার সম্মান বাঁচানোর জন্যেও যদি তোমার ওই রকম আগ্রহ থাকত তাহলে আমি খুশি হতাম।

উইনডারমিয়ার। তোমার সম্মানের ওপরে কেউ হাত দেয় নি, মার্গারেট। সে-কথা তুমি এক মুহূর্তের জন্যেও চিন্তা করো না— (বইটাকে ডেস্কের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেন)

লে. উইনডারমিয়ার। তোমার টাকা তুমি যা-তা খরচ করছ। এ ছাড়া, আর কিছু বলার নেই আমার। অবশ্য ভেব না টাকার জন্যে আমি খুব একটা দুশ্চিন্তা করি। তোমার টাকা তুমি যেভাবে ইচ্ছে উড়িয়ে দিতে পার। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু বলতে চাই যে তুমি আমাকে ভাল-বেসেছ, তোমাকে ভালবাসতে তুমিই আমাকে শিখিয়েছ—যে ভালবাসা তোমাকে আমি দিচ্ছি তার বদলে তুমি পয়সা খরচ করে অন্য মেয়ের কাছ থেকে ভালবাসা কিনছো। ওঃ, কী ভীষণ। (সোফার ওপরে বসে পড়েন) আর তারই জন্যে অপমানিতা হয়েছি আমি—আমি। তোমার কিছু হয় নি এতে। নিজেকে আমি কলঙ্কিতা মনে করছি—মাথাটা আমার একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তুমি ভাবতে পার না গত ছ'টা মাস আমার কাছে এখন কী ক্লেদাক্ত মনে হচ্ছে—এই ছ'মাস ধরে তুমি আমাকে যত চুমু খেয়েছ তার প্রতিটি আমার কাছে আজ কলঙ্কিত বলে মনে হচ্ছে।

উইনডারমিয়ার। (তাঁর কাছে গিয়ে) মার্গারেট, ওকথা বলো না। পৃথিবীতে একমাত্র তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি কখনও ভালবাসি নি।

লে. উইনডারমিয়ার। (উঠে) এই মেয়েটা তাহলে কে? তার জন্যে তুমি বাড়ী নিয়েছ কেন?

উইনডারমিয়ার। তার জন্যে আমি কোন বাড়ী নিই নি।

লে. উইনডারমিয়ার। একই কথা। বাড়ী ভাড়া করার জন্যে তাকে তুমি টাকা দিয়েছ।

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট, আমি যতদূর জানি, মিসেস এরলিন…

লে. উইনডারমিয়ার। মিঃ এরলিন বলে কি কেউ আছেন, না, ওটা একটা কাল্পনিক নাম?

উইনডারমিয়ার। তাঁর স্বামী অনেকদিন আগে মারা গিয়েছেন। এ পৃথিবীতে তিনি একা।

লে. উইনডারমিয়ার। তাঁর কোন আত্মীয়স্বজন নেই? (বিরতি)

উইনডারমিয়ার। না।

লে. উইনডারমিয়ার। আশ্চর্য ব্যাপার!

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট, আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম—আমার অনুরোধ, কথাটা শোন—যতদূর আমি জানি মিসেস এরলিনের চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন অপবাদ এখন নেই। যদিও অনেকদিন আগে…

লে. উইনডারমিয়ার। ওঃ! (ডানদিকে কিছুটা এগিয়ে) তার জীবনের কাহিনী শুনতে আমি চাই নে।

উইনডারমিয়ার। তাঁর জীবনের বিস্তারিত কাহিনী তোমাকে আমিও বলছি নে। আমি তোমাকে কেবল এইটুকুই বলছি—একদিন মিসেস এরলিন সম্মানিত মহিলা ছিলেন। সবাই ভালবাসত তাঁকে; যাকে বলে সম্ভ্রান্ত মহিলা। ভদ্র-ঘরে তিনি জন্মেছিলেন; সমাজে বেশ উঁচু স্থান ছিল তাঁর। তিনি সেসব হারালেন—বলতে পার—ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সব। তাঁর জীবনের এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে তিক্ত অধ্যায়। দুর্ভাগ্যকে মানুষ মেনে নিতে পারে—কারণ সেগুলি বাইরে থেকে আসে; সেগুলি নিছক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে দুঃখ নিজের ভুলে মানুষ ডেকে আনে তার জ্বালা মানুষ বোধহয় সহ্য করতে পারে না। আজ থেকে বিশ বছর আগের কথা। কতই বা বয়স তখন তাঁর? তোমার বিয়ে যতদিন হয়েছে, বিবাহিত জীবন বলতে তার চেয়েও কম সময় তিনি ভোগ করতে পেয়েছিলেন।

লে. উইনডারমিয়ার। তার জীবনের কাহিনী আমি শুনতে চাই নে; এই মেয়েটার সঙ্গে আমার নাম তুমি একই সঙ্গে উচ্চারণ করো না। করলে, ভাবতে হবে তোমার রুচি বিকৃত হয়েছে।

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট, তুমি এই মহিলাটিকে বাঁচাতে পার। তিনি সমাজে ফিরে আসতে চান। তুমি তাঁকে এদিক থেকে একটু সাহায্য করবে এই প্রত্যাশাই তিনি করেন। (তাঁর দিকে এগিয়ে যান)

লে. উইনডারমিয়ার। আমার !

উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ তোমার।

লে. উইনডারমিয়ার। ঔদ্ধত্যের একটা সীমা থাকা উচিৎ মানুষের (বিরতি)।

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট, আমি তোমাকে যা জানাতে চাই নি যদিও তুমি তা জানতে পেরেছ, অর্থাৎ, মিসেস এরলিনকে যে আমি অনেক টাকা দিয়েছি সেই কথাটাই বলছি। তবু তোমার কাছে আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি —আর এখনও সেই অনুরোধই করছি। আজকের পার্টিতে তাঁকে এখানে আসার জন্যে তুমি একটি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাও। হ্যাঁ ; তা-ই আমি চাই। (তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালেন)

লে. উইনডারমিয়ার। তুমি পাগল (উঠে পড়েন)

উইনডারমিয়ার। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। লোকে তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম গুজব ছড়াতে পারে—আর ছড়াচ্ছেও—কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে সত্যিকার কোন অভিযোগ তাদের নেই। অনেকের বাড়ীতেই তিনি গিয়েছিলেন— অবশ্য স্বীকার করি, তুমি সাধারণত যে-সব জায়গায় যাও সে-সব জায়গায় নয় ; তবু মহিলারা আমাদের সমাজে যাঁদের সম্ভ্রান্ত বলে মনে করেন—সেই সব বাড়ীতেই তিনি গিয়েছিলেন। তাতে তিনি খুশি হন নি। তিনি চান অন্তত একবার তুমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাও।

লে. উইনডারমিয়ার। মনে হচ্ছে এটা যেন তারই বিজয়োৎসব !

উইনডারমিয়ার। না। কারণ তিনি জানেন যে তুমি সৎ ভদ্রমহিলা। এখানে যদি একবার তিনি সম্মানিতা অতিথি হিসাবে আসতে পারেন তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি আরও বেশী সুখী হবেন ; যে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে তিনি এতদিন কাটিয়েছেন সে অনিশ্চয়তা কেটে গিয়ে তাঁর জীবনে নিশ্চয়তা নেমে আসবে। তোমাকে জানার আর চেষ্টা তিনি করবেন না। যে-মহিলা তাঁর সমাজে আবার ফিরে আসতে চান তাকে কি তুমি সাহায্য করবে না ?

লে. উইনডারমিয়ার। না। যদি কোন মহিলা সত্যিই অনুতপ্ত হয় তাহলে যে-সমাজে সে মানুষ হয়েছে অথবা যে সমাজ তাকে ধ্বংস করেছে সেই সমাজে আর কখনও সে ফিরে আসতে চাইবে না।

উইনডারমিয়ার। আমার অনুরোধ।

লে. উইনডারমিয়ার। (ডান দিকের দরজার দিকে এগিয়ে) ডিনারের জন্যে তৈরি হতে চললাম। আজ সন্ধ্যায় ও-প্রসঙ্গ আর তুমি তুলো না। আর্থার,

(তাঁর কাছে গিয়ে) যেহেতু আমার বাবা বা মা কেউ নেই, অথবা যেহেতু এ দুনিয়ায় আমি একা সেই হেতু, তুমি ভাবছ, তোমার ইচ্ছেমত আমাকে তুমি খেলাবে। ভুল করছ তুমি। আমার বন্ধু রয়েছে—অনেক অনেক বন্ধু।

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট, তুমি বোকার মত—হঠকারিণীর মত কথা বলছ। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করছি নে ; কিন্তু আমি চাই যে আজ রাত্রিতে মিসেস এরলিনকে তুমি নিমন্ত্রণ কর।

লে. উইনডারমিয়ার। ওধরনের কোন কাজই আমি করব না।

উইনডারমিয়ার। অস্বীকার করছ!

লে. উইনডারমিয়ার। নিশ্চয়।

উইনডারমিয়ার। অন্তত, আমার জন্যে কর। নিজের সমাজে ফিরে আসার এই তাঁর শেষ সুযোগ।

লে. উইনডারমিয়ার। সেদিক থেকে আমার কী করার রয়েছে?

উইনডারমিয়ার। সৎ মহিলারা কত কঠোর।

লে. উইনডারমিয়ার। অসৎ পুরুষেরা কত দুর্বল।

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট, কথাটা সত্যি যে স্ত্রীদের কাছে কোন স্বামীই সৎ নয়। কিন্তু তুমি ভেব না আমি কোনদিন—না, না ; কল্পনা করতেই আমার গা শিউরে ওঠে।

লে. উইনডারমিয়ার। অন্য পুরুষদের চেয়ে তুমি আলাদা হবে কেন? আমি শুনেছি, লণ্ডনে এমন কোন স্বামী নেই যে একটা-না-একটা লজ্জাকর নেশায় নিজের জীবন নষ্ট না করে।

উইনডারমিয়ার। আমি তাদের দলে পড়ি নে।

লে. উইনডারমিয়ার। সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ নই।

উইনডারমিয়ার। মনে-মনে তুমি নিশ্চয় তা জান। কিন্তু নিজেদের মধ্যে এধরনের কচকচি করো না। ভগবান জানেন, এই শেষ ক'টি মিনিট আমাদের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে, বস ; কার্ডটা লিখে ফেল।

লে. উইনডারমিয়ার। কিছুতেই না, কিছুতেই না।

উইনডারমিয়ার। (ব্যুরোর কাছে গিয়ে) তাহলে, আমিই লিখব।

(বেল বাজালেন, বসলেন, একখানা কার্ড লিখলেন)।

লে. উইনডারমিয়ার। তুমি এই মেয়েটাকে নিমন্ত্রণ করছ? (ব্যুরোর কাছে এগিয়ে গেলেন)

উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ, করছি।

(পার্কার ঢুকলো)

পার্কার। সাহেব, আমাকে ডাকছেন ?

উইনডারমিয়ার। ৮৪-এ, কার্জন স্ট্রীটে মিসেস এরলিনের বাড়ীতে এই চিঠিটা পাঠানোর ব্যবস্থা কর। (পার্কারকে চিঠিটা দিলেন) কোন উত্তর আনতে হবে না।

(পার্কার বেরিয়ে গেল)

লে. উইনডারমিয়ার। আর্থার, এই মেয়েটা যদি আসে তাহলে আমি তাকে অপমান করব।

উইনডারমিয়ার। অমন কথা বলো না, মার্গারেট।

লে. উইনডারমিয়ার। সত্যি সত্যিই করব।

উইনডারমিয়ার। বালিকা, শোন ; যদি তুমি ওরকম কোন কাজ কর তাহলে লণ্ডনের সব মহিলারাই তোমার এই মূর্খতার জন্যে করুণা প্রকাশ করবেন।

লে. উইনডারমিয়ার। সব সৎ মহিলারাই আমার কাজের প্রশংসা করবেন। নীতি আর রীতির দিক থেকে আমরা বেশ কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছি। এসব বিষয়ে আমাদের দৃষ্টান্ত রাখা উচিৎ। আজ রাত্রি থেকেই আমি সুরু করব। (পাখাটা তুলে নিয়ে) হ্যাঁ। তুমি আমাকে এই পাখাটা দিয়েছ। আমার জন্মদিনে এটা তোমার উপহার। যদি ওই মেয়েটা আমাদের বাড়ীতে ঢোকে তাহলে এই পাখা দিয়ে তার মুখে আমি আঘাত করব।

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট, ওরকম কাজ তুমি করতে পারবে না।

লে. উইনডারমিয়ার। আমাকে তুমি চেন না। (ডানদিকে এগিয়ে গেলেন) (পার্কার ঢুকলো) পার্কার !

পার্কার। বলুন লেডী।

লে. উইনডারমিয়ার। আমার নিজের ঘরে আমি আজ ডিনার খাব। আসল কথা, আমি আজ ডিনারই খাব না। দেখো, রাত্রি সাড়ে দশটার মধ্যে যেন সব তৈরি হয়ে যায়। আর পার্কার, মনো রেখো, আজ প্রতিটি অতিথির নাম যেন স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পার। মাঝে-মাঝে এত তাড়াতাড়ি তুমি কথা বল যে আমার বুঝতে বড় কষ্ট হয়। যাতে ভুল না হয় সেই জন্যে প্রতিটি অতিথির নাম আমি স্পষ্ট করে শুনতে চাই। বুঝতে পারলে ?

পার্কার। বুঝেছি লেডী।

লে. উইনডারমিয়ার। যাও। (পার্কার চলে গেল) (লর্ড উইনডারমিয়ারকে) আর্থার, ওই মেয়েটা যদি আসে তাহলে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি···

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট, তুমি আমাদের ধ্বংস করে ফেলবে।

লে. উইনডারমিয়ার। আমাদের! এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবন তোমার জীবন থেকে আলাদা। কিন্তু যদি তুমি প্রকাশ্য কেলেঙ্কারী এড়াতে চাও তাহলে এখনই মেয়েটাকে লিখে দাও যে আমি তাকে এখানে আসতে বারণ করেছি।

উইনডারমিয়ার। আমি লিখব না, লিখতে পারব না। তিনি নিশ্চয় আসবেন।

লে. উইনডারমিয়ার। তাহলে যা আমি বলেছি ঠিক তাই করব। (ডান দিকে চলে গেলেন) এছাড়া অন্য কিছু করার সুযোগ তুমি আমাকে দিলে না। (বেরিয়ে গেলেন)

উইনডারমিয়ার। (পেছন থেকে ডেকে) মার্গারেট! মার্গারেট! (একটু বিরতি) হায় ভগবান! এখন কী করি? ওই ভদ্রমহিলাটির সত্যিকার পরিচয় কী তা তো ওকে জানাতে আমার সাহস হচ্ছে না। পরিচয় জানলে লজ্জায় মরে যাবে মার্গারেট। (চেয়ারের ওপরে চলে পড়লেন; তারপরে দুটো হাতের মধ্যে মুখটা দিলেন ঢেকে।)

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

লর্ড উইনডারমিয়ারের বাড়ী। বসার ঘর।

(ডান দিকে দরজা; নাচের ঘরের দিকে খোলা। সেখানে ব্যাণ্ড বাজছে। বাঁ দিকে দরজা, এই দরজার ভেতর দিয়ে অতিথিরা আসছেন। বাঁ-দিকের দরজার সামনে বারান্দা। পাম গাছ, ফুল, আর উজ্জ্বল আলোতে সাজানো। ঘরটি অতিথিতে ভরে উঠেছে। লেডী উইনডারমিয়ার অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন সকলকে।)

বা. ডাচেস। লর্ড উইনডারমিয়ারকে দেখছিনে যে। অবাক কাণ্ড! মিঃ হপারেরও তো বেশ দেরি হচ্ছে দেখছি। আগাথা, তার জন্যে পাঁচটা নাচ তুমি রেখে দিয়েছ তো? (ভেতরে ঢোকেন)

লে. আগাথা। হ্যাঁ; মা।

বা. ডাচেস। (সোফায় বসে) তোমার কার্ডটা একবার দেখি। লেডী উইনডারমিয়ার যে কার্ড দেওয়ার রীতিটা আবার প্রচলন করেছেন এতে আমি খুব খুশি হয়েছি। এইগুলিই হচ্ছে মায়ের একমাত্র ভরসা। আমার বাছা! (দুটো নাম কার্ডের ওপরে লেখেন কোন মতে)। তোমার মত মিষ্টি মেয়ে আর কখনও এতগুলি যুবকদের সঙ্গে দৈত্য নৃত্যের ভূমিকা গ্রহণ করে নি। তোমার শেষ দুটো নাচ রেখে দাও, মিঃ হপারের সঙ্গে বারান্দার ওপরে নাচবে।

(মিঃ ডামবি আর লেডী প্লিমডেল নাচ-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন)

লে. আগাথা। আচ্ছা মা।

বা. ডাচেস। (হাতপাখা নাড়তে-নাড়তে) এখানে বাতাসটা কী মধুর!

পার্কার। মিসেস কুপার-কুপার, লেডী স্টাটফিলড, স্যার জেমস রয়স্টন, মিঃ গাই বার্কলে।

(পার্কার যেমন-যেমন বলল ঠিক তেমন পরপর অতিথিরা এসে ঢুকলেন)

ডামবি। নমস্কার, লেডী স্টাটফিলড। মনে হচ্ছে এবছর এইটাই হচ্ছে শেষ বল।

লে. স্টাটফিলড। আমারও ধারণা তাই, মিঃ ডামবি। বছরটা ভালই গেল, তাই না?

ডামবি। সে আর বলতে? ডাচেস, নমস্কার। আমার ধারণা, এটাই এ-বছরের শেষ বল্। নাকি?

বা. ডাচেস। আমারও তাই মনে হয়। বছরটা কী বিশ্রীই না কাটলো—কী বলেন?

ডামবি। ভীষণ খারাপ—সেকথা আবার বলতে।

মিসেস কুপার-কুপার। মিঃ ডামবি, নমস্কার। আমার ধারণা এটাই এ বছরের শেষ নাচ।

ডামবি। না, তা আমার মনে হয় না। সম্ভবত, আরও দুটো হবে। (লেডী প্লিমডেলের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে এগিয়ে গেলেন)

পার্কার। মিঃ রুফোর্ড, লেডী জেডবার্জ, এবং মিস গ্রেহাম, মিঃ হপার।

হপার। লেডী উইনডারমিয়ার, কেমন আছেন? ডাচেস, কেমন আছেন? (মাথা নামিয়ে লেডী আগাথাকে অভিনন্দন জানান)

বা. ডাচেস। প্রিয় হপার, এত তাড়াতাড়ি আসায় কী খুশিই না হয়েছি। লণ্ডন শহরে আপনার পেছনে যে কত লোক ছুটে বেড়ায় তা আমরা জানি।

হপার। কী সুন্দর শহর এই লণ্ডন! সিডনির মত লণ্ডনের লোকেরা অতটা বহির্মুখী নয়—হইচই করতে অত ভালবাসে না।

বা. ডাচেস। মিঃ হপার, আপনার দাম যে কত তা আমরা জানি। আপনার মত আরও কিছু মানুষ থাকলে আমরা খুশি হতাম। আমাদের জীবনযাত্রাটা তাহলে খুব সহজ হয়ে যেত। মিঃ হপার, আপনি কি জানেন আমি আর আমার আদরের মেয়ে আগাথা, অস্ট্রেলিয়ার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চাই। বাচ্চা-বাচ্চা কাঙারুরা চারপাশে দৌড়ে বেড়াচ্ছে— কী মনোরম দৃশ্য। ম্যাপের ওপরে আগাথা এদের লক্ষ্য করেছে। কী অদ্ভুত চেহারা এদের। ঠিক যেন প্যাকিং বাক্স। যাই হোক, দেশটা বড় সজীব, তাই না।

হপার। অন্য দেশগুলির মত এদেশটিরও কি একই সময়ে সৃষ্টি হয় নি, ডাচেস?

বা. ডাচেস। কী চতুর আপনি, মিঃ হপার। এ-বুদ্ধি আপনার একেবারে নিজস্ব। কিন্তু আর আপনার আমি সময় নষ্ট করব না।

হপার। কিন্তু লেডী আগাথার সঙ্গে আমি যে একটু নাচবো, ডাচেস।

বা. ডাচেস। আশা করি ওর একটা নাচ এখনও বাকি রয়েছে। তাই না

লেডী আগাথা। হ্যাঁ, মা।

বা. ডাচেস। এর পরেরটা?

লে. আগাথা। হ্যাঁ, মা।

হপার। তাহলে কি অনুগ্রহ করে—(মাথাটা নোয়ালেন)

বা. ডাচেস। আমার এই বাচ্চা হরবোলার দিকে বিশেষ নজর দেবেন, মিঃ হপার। (লেডী আগাথা আর মিঃ হপার নাচ-ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।)

(বাঁ দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন লর্ড উইনডারমিয়ার।)

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট। তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

লে. উইনডারমিয়ার। তাড়াতাড়ি বল। (গান থেমে গেল)

পার্কার: লর্ড আগস্টাস লর্টন।

(লর্ড আগস্টাস ঢুকলেন)

আগস্টাস। লেডী উইনডারমিয়ার, নমস্কার!

বা. ডাচেস। স্যার জেমস, আমাকে নাচ-ঘরে নিয়ে যাবেন? আজ রাত্রিতে আগস্টাস আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবেন। বর্তমানে ডিয়ার আগস্টাসের আর সময় নষ্ট করব না।

(স্যার জেমস ডাচেসের একটি হাত ধরে নাচঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন।)

পার্কার। মিঃ এবং মিসেস আর্থার বোনের। লর্ড এবং লেডী পেপলে। লর্ড ডারলিংটন।

আগস্টাস। (লর্ড উইনডারমিয়ারের কাছে এসে) বিশেষ করে তোমার সঙ্গেই কিছু কথা বলতে চাই, বৃদ্ধ বালক। আমার চেহারা একেবারে পাকিয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু ওই রকম নই। পুরুষরা সত্যিকার যা দেখলে কিন্তু তাদের সে রকম মনে হয় না। একরকম ভালই বলতে হবে। আমি একটা কথা জানতে চাই। ওই মহিলাটি কে? বাড়ী কোথায় ওঁর? ওঁর হতচ্ছাড়া কোন আত্মীয় স্বজন নেই কেন? হতচ্ছাড়া আত্মীয়স্বজন! তা সত্ত্বেও তারা মানুষের সম্ভ্রম বাড়িয়ে দেয়।

উইনডারমিয়ার। আমার ধারণা, তুমি মিসেস এরলিনের কথা বলছ, তাই না? মাত্র ছ'মাস হল তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তার আগে, আমি তাঁকে চিনতামই না।

আগস্টাস। তারপর থেকে প্রায়ই তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

উইনডারমিয়ার। (নীরসভাবে) হ্যাঁ। তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। এখানে আমি তাঁকে এইমাত্র দেখলাম।

আগস্টাস। হরি, হরি। মহিলারা তাঁর ওপরে অত্যন্ত বিরূপ। আজ রাত্রিতে অ্যারাবেলার সঙ্গে আমি ডিনার খাচ্ছি। হায় ভগবান; মিসেস এরলিনের সম্বন্ধে সে কী বলেছে তা নিশ্চয় তোমার কানে এসেছে। সে তাঁর একেবারে কাপড় খুলে ছেড়ে দিয়েছে। (আস্তে আস্তে) বারউইক আর আমি তাকে বললাম—যাই তুমি বল, মেয়েটির চেহারাটা বড় চমৎকার। কথাটা শুনে অ্যারাবেলার মুখের চেহারা যা হল তা যদি তুমি দেখতে।...কিন্তু বন্ধু, শোন। মিসেস এরলিনের সম্বন্ধে কী করা উচিৎ তা আমি জানি নে। সত্যি বলছি, তাঁকে আমার বিয়ে করা উচিৎ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাঁর চরম ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছু নেই। আর কী চালাক। সব জিনিস তিনি বেশ পরিষ্কার ভাষায়

ব্যাখ্যা করেন। এমন কি তোমাকেও। তোমার সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা অনেক, আর সব ক'টি ব্যাখ্যাই ভিন্ন জাতের। কারও সঙ্গেই কেউ খাপ খায় না।

উইনডারমিয়ার: আমার সঙ্গে মিসেস এরলিনের যে বন্ধুত্ব তার কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই।

আগস্টাস। হুম। শোন। তোমার কি মনে হয় এই হতভাগা সমাজে তিনি কোনদিন পাত্তা পাবেন? তুমি কি তাঁকে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে? ঘুরিয়ে নাক দেখানোর দরকার নেই বাপু। তুমি কি তা করবে?

উইনডারমিয়ার। মিসেস এরলিন আজ এখানে নিমন্ত্রিত।

আগস্টাস। তোমার স্ত্রী তাঁকে কার্ড পাঠিয়েছেন?

উইনডারমিয়ার। মিসেস এরলীন নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন।

আগস্টাস। তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু এসব কথা তুমি আমাকে আগে বল নি কেন? বললে, এই সব হতভাগা ভুল বোঝাবুঝির হাত থেকে রেহাই পেতাম আমি।

(লেডী আগাথা এবং মিঃ হপারকে দেখা গেল; তাঁরা নাচতে-নাচতে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন।)

পার্কার। মিঃ সিসিল গ্রাহাম।

(মিঃ সিসিল গ্রাহাম এসে ঢুকলেন)

সিসিল গ্রাহাম। (লেডী উইনডারমিয়ারকে মাথা নিচু ক'রে অভিনন্দন জানিয়ে এগিয়ে যান; এবং লর্ড উইনডারমিয়ারের সঙ্গে করমর্দন করেন) এই যে আর্থার, কেমন আছ? আচ্ছা, আমি কেমন আছি সেকথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ না কেন? কেমন আছ একথা কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমার বেশ ভাল লাগে। এ থেকে এই বোঝায় যে আমার জন্যে সকলেই চিন্তা করে। আজ রাত্রিতে আমার শরীরটা কিন্তু মোটেই ভাল নেই, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমি আজ ডিনার খাচ্ছি। আত্মীয় স্বজনরা কেন যে এত বিরক্তিকর হয় সেই কথাটাই আমি অবাক হয়ে ভাবি। ডিনারের পরে আমার বাবা সব সময় জীবনের নশ্বরতা নিয়ে আলোচনা করতেন। আমি তাঁকে বলতাম—তোমার বয়স অনেক হয়েছে; সেই জন্যে এ বিষয়ে তোমার জ্ঞান অনেক থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি বেশী জানার মত বয়স হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষ সব ভুলে যায়। হ্যালো; টাপি তুমি

নাকি আবার বিয়ে করতে যাচ্ছ ? ভেবেছিলাম বিয়ের খেলায় তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

আগস্টাস। বৎস, তুমি আজকাল বড়ই হালকা হয়ে যাচ্ছ—

গ্রাহাম। আচ্ছা টাপি ; কোন্‌টা সত্যি বলত ? তুমি কি দু'বার বিয়ে করে একবার বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছ, না, দু'বার বিবাহ-বিচ্ছেদ করে একবার বিয়ে করেছ। এটাই যেন বেশী সম্ভব বলে মনে হচ্ছে।

আগস্টাস। আমার স্মৃতিশক্তি বড় ক্ষীণ। আসল ঘটনাটা কী তা সত্যিই আমার মনে নেই। (ডান দিকে এগিয়ে যান)

লে. প্লিমডেল। লর্ড উইনডারমিয়ার, আপনাকে বিশেষ একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।

উইনডারমিয়ার। ক্ষমা করবেন, এখন নয়। আমার স্ত্রীর কাছে এখনই আমার যাওয়া দরকার।

লে. উইনডারমিয়ার। না, না, ওকথা স্বপ্নেও ভেব না। আজকাল প্রকাশ্যে স্ত্রীর দিকে নজর দেওয়াটা যে-কোন স্বামীর পক্ষেই বিশেষ বিপজ্জনক। এ দেখলে সাধারণ লোকে ভাববে নিশ্চয় স্বামীটি নির্জনে স্ত্রীকে ধোলাই দেয়। সুখী বিবাহিত জীবন বলতে সত্যিই যে কিছু নেই বিশ্ববাসীরা সেই কথাটাই মেনে নিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কী তা তোমাকে আমি খাওয়ার সময় বলব।

(নাচ-ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যান)

উইনডারমিয়ার। মার্গারেট, তোমার সঙ্গে কথা আমাকে বলতেই হবে।

লে. উইনডারমিয়ার। লর্ড ডারলিংটন, আমার পাখাটা একটু ধরবেন ? (তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ান) ধন্যবাদ।

উইনডারমিয়ার। (তাঁর কাছে গিয়ে) মার্গারেট, ডিনারের আগে তুমি আমাকে যা বলেছিলে তা অবশ্য তুমি করছ না ?

লে. উইনডারমিয়ার। মেয়েটা আজ রাত্রিতে এখানে আসছে না।

উইনডারমিয়ার। মিসেস এরলিন আসছেন। যদি পাকে-প্রকারে তুমি তাঁকে বিরক্ত বা আঘাত কর, তাহলে আমরা দুজনেই আজ অপদস্থ হব। সেকথা মনে রেখো। সত্যি বলছি মার্গারেট, আমার ওপরে আস্থা রাখ। স্বামীকে বিশ্বাস করা স্ত্রীর কর্তব্য।

লে. উইনডারমিয়ার। স্বামীকে বিশ্বাস করে এরকম মহিলাতে লণ্ডন শহর গিজগিজ করছে। তাদের সবাই চেনে। তাদের দেখলেই বোঝা যায় তারা

কত অসুখী। আমি তাদের খাতায় নাম লেখাতে চাইনে। (এগিয়ে যান) লর্ড ডারলিঙটন, আমাকে পাখাটা ফিরিয়ে দিন তো। ধন্যবাদ। পাখাটা বেশ দরকারী জিনিস, তাই না? লর্ড ডারলিঙটন, আজ রাত্রিতে আমার একজন বন্ধুর প্রয়োজন। বন্ধুর প্রয়োজন আমার এত তাড়াতাড়ি হবে তা আমি ভাবতে পারি নি।

লর্ড ডারলিঙটন। লেডী উইনডারমিয়ার, আমি জানতাম একদিন সে-সময় আসবে। কিন্তু আজ রাত্রিতেই কী দরকার পড়ল তার?

উইনডারমিয়ার। আমি তাকে বলব। বলতেই হবে। এ নিয়ে যদি আমাদের মধ্যে জোর বচসা সুরু হয় তাহলেই পরিস্থিতিটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। মার্গারেট!

পার্কার। মিসেস এরলিন!

(লর্ড উইনডারমিয়ার চমকে ওঠেন। মিসেস এরলিন ভেতরে ঢুকে আসেন। সাজ পোশাক বড় চমৎকার; চাল-চলনটাও বেশ উঁচু জাতের। লেডী উইনডারমিয়ার তাঁর পাখাটাকে হাতের মধ্যে বাগিয়ে ধরেন; তারপর মেঝের ওপরে ফেলে দেন। গভীর অনীহার সঙ্গে তিনি অভ্যার্থনা জানান আগন্তুককে। আগন্তুক বেশ মিষ্টি হেসে মাথাটা নুইয়ে তাঁকে প্রতি-অভিনন্দন জানিয়ে ঘরের ভেতরে হালকাভাবে ঢুকে আসেন)

লর্ড ডারলিঙটন। পাখাটা ফেলে দিয়েছেন, লেডী উইনডারমিয়ার।

(কুড়িয়ে তাঁর হাতে দেন)

মি. এরলিন। আবার জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেমন আছ লর্ড উইনডারমিয়ার? তোমার এই মিষ্টি বউটি কী সুন্দর দেখতে। যেন একটা ছবি।

উইনডারমিয়ার। (নীচু গলায়) আসাটা আপনার বেশ হঠকারীতাই হয়েছে।

মি. এরলিন। আসাটা আমার জীবনে সবচেয়ে বিজ্ঞ কাজ হয়েছে (হাসলেন)। প্রসঙ্গত বলে রাখছি, আজ রাত্রিতে আমার দিকে বেশ ভাল করে নজর দেবে। মহিলাদের আমার বড় ভয় করে। কিছু মহিলাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে হবে তোমাকে। পুরুষদের আমি নিজেই ঠিক করে নিতে পারব। লর্ড আগস্টাস, কেমন আছেন? সম্প্রতি আপনি আমাকে যথেষ্ট অগ্রাহ্য করে চলেছেন। গতকাল আপনাকে আমি দেখতে পাই নি। আপনি বিশ্বাসহন্তারক। সবাই আমাকে সেই কথাটাই বলেছে।

আগস্টাস। না, না। সে কি কথা? ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে দিন আমাকে।

মি. এরলিন। না, প্রিয় লর্ড আগস্টাস; বুঝিয়ে বলার মত আপনার কিছু নেই। এইটাই হচ্ছে আপনার প্রধান চমৎকারিত্ব।

আগস্টাস। হায়রে, আমার মধ্যে আপনি যদি চমৎকার কিছু খুঁজে পান মিসেস··

(তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলেন। মিসেস এরলিনকে লক্ষ্য করতে-করতে ঘরের মধ্যে বিশেষ অস্বস্তির সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন লর্ড উইনডারমিয়ার।)

ল. ডারলিংটন। (লেডী উইনডারমিয়ারকে উদ্দেশ্য করে) আপনার মুখ বড় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

লে. উইনডারমিয়ার। কাপুরুষদের মুখ সবসময়েই বিবর্ণ।

ল. ডারলিংটন। মনে হচ্ছে আপনি এখনই পড়ে যাবেন। বারান্দা থেকে বেরিয়ে আসুন।

লে. উইনডারমিয়ার। আসছি (পার্কারকে) পার্কার, আমার পোশাকগুলো বাইরে পাঠিয়ে দাও।

মি. এরলিন। (তাঁর পাশ দিয়ে যেতে-যেতে) আপনার বারান্দাটি আলোর ঝাড় দিয়ে কী সুন্দরভাবেই না সাজানো হয়েছে। মনে হচ্ছে রোমে প্রিন্স ডোরিয়ার প্রাসাদে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি।

(দায়-সারা গোছের ভদ্রতা দেখিয়ে লেডী উইনডারমিয়ার লর্ড ডারলিংটনের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।)

মিঃ গ্রাহাম, আপনার সংবাদ কী? উনিই আপনার আন্ট লেডী জেডবার্জ নন? ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে আমার খুব ইচ্ছে রয়েছে।

সিসিল গ্রাহাম। (সামান্য কিছুক্ষণ দ্বিধা আর অস্বস্তির পরে) ও, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আপনি চাইলে আর কথা কী? আন্ট ক্যারোলীন, মিসেস এরলিনের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

মি. এরলিন। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হলাম, লেডী জেডবার্জ। (সোফার ওপরে তাঁর পাশে বসলেন) আপনার ভাইপো আর আমি— আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব বড় নিবিড়। রাজনৈতিক জীবনে তিনি কেমন করে বড় হন সেটা জানতেই আমার আগ্রহ বেশী। আমার ধারণা, রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি যথেষ্ট নাম করবেন। টোরিদের মত চিন্তা করেন তিনি, কথা বলেন র‍্যাডিক্যালদের ভাষায়৷ আজকাল এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। তাছাড়া, বক্তৃতা-ও তিনি বেশ ভাল দিতে পারেন। কিন্তু কার

কাছ থেকে এই গুণগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি পেয়েছেন তা আমরা জানি। পার্কে গতকালই লর্ড অ্যালেনডেল আমাকে বলেছিলেন মিঃ গ্রাহাম ঠিক তাঁর আন্‌ট-এর মত কথা বলেন।

লে. জেডবার্জ। আমাকে এই সব সুন্দর-সুন্দর কথা বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। (মিসেস এরলিন হাসলেন; দুজনে কথা বলতে লাগলেন।)

ডামবি। (সিসিল গ্রাহামকে) লেডী জেডবার্জের সঙ্গে মিসেস এরলিনের আলাপ কি তুমিই করিয়ে দিয়েছিলে?

সিসিল গ্রাহাম। দিতেই হল, বন্ধু; না দিয়ে পারলাম না। ওই মহিলাটিকে এড়ানো বড়ই কষ্টকর, ও যা করতে মনস্থ করবে তাই ও মানুষকে দিয়ে করিয়ে নেবে। কী করে যে করায় তা আমি জানি নে।

ডামবি। আশা করি, আমার সঙ্গে কথা বলবে না। (ধীরে সুস্থে লেডী প্লিমডেলের দিকে এগিয়ে গেলেন।)

মি. এরলিন। (লেডী জেডবার্জকে) বৃহস্পতিবার? খুব খুশি হল। (উঠে লর্ড উইনডারমিয়ারের সঙ্গে হাসতে-হাসতে কথা বলতে লাগলেন) এইসব বিপত্নীক বৃদ্ধদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করাটা কী বিরক্তিকর। কিন্তু এই রকম ব্যবহারই তারা পেতে চান।

লে. প্লিমডেল। (মিঃ ডামবিকে) ওই যে ঝকমকে পোশাক পরা মহিলাটি উইনডারমিয়ারের সঙ্গে কথা বলছেন উনি কে বলুন তো?

ডামবি। ভগবান জানেন। মনে হচ্ছে, বিশেষ করে ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রী করার জন্যে রাজকীয় সংস্করণে যেসব রদ্দি ফরাসী উপন্যাস বেরোয়—উনিও সেই জাতীয়া রঙচঙে পোশাক-পরা কোন একটি রদ্দি রমণী।

মি. এরলিন। লেডী প্লিমডেলের কাছে বেচারা ডামবি দাঁড়িয়ে রয়েছে না? শুনেছি, আর কোন ভদ্রমহিলা ডামবির সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করলে উনি একেবারে জ্বলে যান। আজ তো আমার সঙ্গে কোন কথা বলার আগ্রহ দেখছি নে তার। মনে হচ্ছে লেডী প্লিমডেলের ভয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে না। এইসব শোলার টুপী পরা মহিলারা স্বভাবের দিক থেকে বড়ই উগ্র। শোন উইনডারমিয়ার, তোমার সঙ্গে আজ আমি প্রথম নাচবো। (উইনডারমিয়ার নিজের ঠোঁট কামড়ান, এবং ভ্রূকুটি করেন।) তাই দেখে লর্ড আগস্টাস বেশ ক্ষেপবেন। লর্ড আগস্টাস। (লর্ড আগস্টাস এগিয়ে এলেন)। তাঁর সঙ্গে প্রথম নাচটা নাচার জন্যে লর্ড উইনডারমিয়ার আমাকে ধরেছেন, এবং যে

হেতু এটা তাঁর নিজের বাড়ি সেই হেতু আমি তাঁর অনুরোধ না রেখে পারব না। তুমি জান, তোমার সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি আমি নাচবো।

আগস্টাস। (মাথাটা সামান্য নামিয়ে) মিসেস এরলিন, সেকথা ভাবতে পারলে খুশি হব আমি।

মি. এরলিন। আমি যে নাচবো তা তুমি নিজেই ভাল জান। সারা জীবন কেউ তোমার সঙ্গে নেচে খুশি হোক এটা ভাবতে আমার বেশ ভাল লাগে।

আগস্টাস। (নিজের সাদা ওয়েস্টকোটের ওপরে হাত রেখে) ধন্যবাদ, ধন্যবাদ; মহিলা সমাজে তুমি অতুলনীয়া।

মি. এরলিন। কী সুন্দর কথা! কত সহজ, আর কত নির্ভেজাল। এইরকম কথাই আমার ভাল লাগে। আপাতত, তুমি আমার ফুলের তোড়াটা ধর। (লর্ড উইনডারমিয়ারের একটা হাত ধরে তিনি নাচ-ঘরের দিকে এগিয়ে যান)। আরে মিঃ ডামবি যে! কেমন আছেন? যে তিনদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে আপনি গিয়েছিলেন সেই তিনদিনই যে আমি বাড়িতে ছিলাম না সেজন্যে দুঃখিত। শুক্রবার লাঞ্চ খাওয়ার নিমন্ত্রণ রইল। আসবেন কিন্তু।

ডামবি। (বেপরোয়া হয়ে) খুশি হলাম।

(লেডী প্লিমডেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডামবির দিকে তাকান। উইনডারমিয়ার আর মিসেস এরলিনের পিছু পিছু লর্ড আগস্টাস ফুলের তোড়াটা নিয়ে নাচ-ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন।)

লে. প্লিমডেল। (মিঃ ডামবিকে) তুমি একটা জানোয়ার। তোমার একটি কথাও আর কোন দিন আমি বিশ্বাস করব না। ওকে তুমি চেন না একথা তুমি আমাকে বললে কেন? ওর বাড়িতে পরপর তিনদিন তুমি যে ছুটে গিয়েছিলে—এর অর্থ কী? ওখানে তুমি কিছুতেই লাঞ্চ খেতে যাবে না— আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ?

ডামবি। প্রিয় লরা, ওখানে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারি নে।

লে. প্লিমডেল। এখনও পর্যন্ত তুমি ওর নামটা আমাকে বল নি। কে ও?

ডামবি। (একটু কেশে চুলগুলিকে ঠিক করে নিয়ে) মিসেস এরলিন।

লে. প্লিমডেল। সেই মেয়েটা!

ডামবি। হ্যাঁ, ওই নামেই উনি পরিচিত।

লে. প্লিমডেল। অ্যাঁ! বল কী! উনিই তিনি! ওকে ভাল করে দেখা উচিৎ ছিল আমার। (নাচ-ঘরের সামনে গিয়ে ভেতরে উঁকি দেন)। ওর

সম্বন্ধে অনেক ভয়ঙ্কর কথা আমার কানে এসেছে। লোকে বলে বেড়াচ্ছে যে ভদ্রমহিলা বেচারা উইনডারমিয়ারের পকেট কাটছেন—কেটে-কেটে ফাঁক করে দিচ্ছেন। আর সতী লেডী উইনডারমিয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন সেই মহিলাকে। ব্যাপারটা একবার বোঝ। সব চেয়ে সৎ মহিলারাই বোধ হয় দুনিয়াতে সব চেয়ে বোকার মত কাজ করে থাকেন। ওঁর বাড়িতে শুক্রবার তুমি লাঞ্চ খেতে যাবে?

ডামবি। কেন বলত?

লে. প্লিমডেল। জিজ্ঞাসা করছি এই জন্যে যে যদি তুমি ওখানে যাও তাহলে আমার স্বামীটিকেও সঙ্গে নিয়ো। আমার পেছনে সম্প্রতি সে এমন ঘ্যান-ঘ্যানানি সুরু করেছে যে তাকে সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জাতীয় মেয়েমানুষই তাকে সামলাতে পারবে। যতদিন ও তাকে তাড়িয়ে না দেয় ততদিনই সে ওর পিছু-পিছু ঘুরবে, সেই ক'টা দিনই আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো। জেনে রেখো, এই জাতীয় মেয়েদের প্রয়োজনটা খুব বেশী। অন্যদের বিয়ের ভিত শক্ত করে এরাই।

ডামবি। তুমি সত্যিকার প্রহেলিকাময়ী।

লে. প্লিমডেল। (তাঁর দিকে তাকিয়ে) তুমিও যদি তাই হ'তে।

ডামবি। নিজের কাছে আমি সত্যিকার তাই। বিশ্বের মধ্যে আমিই বোধ হয় একমাত্র পুরুষ যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জানতে চায়। কিন্তু বর্তমানে সে-সম্ভাবনা আমার নেই।

(তাঁরা নাচ-ঘরের মধ্যে ঢুকে যান। বারান্দা থেকে স্টেজের ওপরে ঢোকেন লেডী উইনডারমিয়ার আর লর্ড ডারলিংটন)

লে. উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ, মেয়েটার এখানে আসাটা বিপজ্জনক—অসহ্য। চা খাওয়ার সময়ে তুমি যা বলেছিলে তার অর্থ এখন আমি বুঝতে পারছি। তখনই আমাকে খোলাখুলি বল নি কেন? বলা উচিৎ ছিল।

লর্ড ডারলিংটন। উঁহু। একজন পুরুষের বিরুদ্ধে ওই সব কথা বলা আর একজন পুরুষের উচিৎ নয়। কিন্তু যদি বুঝতে পারতাম যে তোমাকে দিয়ে ওকে এখানে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করাতে সে তোমাকে বাধ্য করবে তাহলে অবশ্যই বলতাম। নিমন্ত্রণ করে তুমি যেভাবে অপমানিত হয়েছ, সেই অপমান থেকে তুমি অন্তত রেহাই পেতে।

লে. উইনডারমিয়ার। আমি মেয়েটাকে এখানে আসতে নিমন্ত্রণ করি নি।

আমার অনুরোধ—নির্দেশ উপেক্ষা করেই সে তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ বাড়ি আমার কাছে আজ কলঙ্কিত হয়েছে। আমার স্বামীর সঙ্গে তাকে নাচতে দেখে, মনে হচ্ছে, এখানকার প্রতিটি মহিলাই আমাকে বিদ্রূপ করছেন। এর-জন্যে আমি কতটা দায়ী? আমি তাকে আমার সবটুকু দিয়েছি। সে তা নিয়েছে, ভোগ করেছে—নষ্ট করেছে। নিজের কাছেই আমি আজ অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছি। প্রতিবাদ করার সাহস নেই আমার। আমি কাপুরুষ। (সোফার ওপরে বসে পড়েন)

ল. ডারলিংটন। তোমাকে যদি আমি আদৌ জেনে থাকি তাহলে এটা আমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না ; যে মানুষ তোমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করে তার সঙ্গে তুমি ঘর করতে পার না। ওর সঙ্গে তুমি জীবন কাটাবে কেমন করে? তুমি বেশ বুঝতে পারবে যে প্রতিটি মুহূর্ত সে তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলছে। তুমি বেশ বুঝতে পারবে যে তার চাহনি মিথ্যে, তার স্বর মিথ্যে, তার ছোঁয়াচ মিথ্যে, মিথ্যে তার উচ্ছ্বাস। অন্য মেয়েদের সম্ভোগ করে ক্লান্ত হয়ে সে তোমার কাছে ফিরে আসবে, তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে তোমাকে। অন্য মেয়েদের কাছে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে সে ফিরে আসবে তোমার কাছে। নিজের প্রেম আর লাবণ্য দিয়ে তাকে ভোলাতে হবে তোমাকে। তার আসল জীবনের মুখোশ সাজতে হবে তোমাকে—তার সমস্ত গোপন রহস্যকে ঢেকে রাখতে হবে তোমাকে।

লে. উইনডারমিয়ার। ঠিক কথাই বলেছ তুমি—ভয়ঙ্কর রকমের খাঁটি কথা। কিন্তু আমি কার কাছে সাহায্য চাইব? লর্ড ডারলিংটন, তুমি বলেছিলে আমার বন্ধু হবে তুমি। এখন বল, আমি কী করব? এখন আমার তুমি বন্ধু হও।

ল. ডারলিংটন। পুরুষ আর নারীর মধ্যে কোন বন্ধুত্বের সম্ভাবনা নেই। রয়েছে উচ্ছ্বাস, রয়েছে শত্রুতা, পূজা, আর ভালবাসা ; বন্ধুত্ব নয়। আমি তোমাকে ভালবাসি—

লে. উইনডারমিয়ার। না, না। (উঠে পড়েন)

ল. ডারলিংটন। হ্যাঁ। আমি তোমাকে ভালবাসি! এ-পৃথিবীতে তুমিই আমার সব। স্বামী তোমাকে কী দিয়েছে? কিছু না। তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই সে ওই ঘৃণ্য মেয়েমানুষটাকে দিয়েছে ; আর তাকেই সে জোর করে তোমার সমাজে, তোমার ঘরে টেনে এনেছে শুধু লোকের কাছে

তোমাকে হেয় করার জন্যে, আমার জীবন আমি তোমাকে দিলাম।

লে. উইনডারমিয়ার। লর্ড ডারলিঙটন।

ল. ডারলিঙটন। আমার জীবন—আমার সারা জীবন। তুমি গ্রহণ কর, তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর তুমি। আমি তোমাকে ভালবাসি ; এত ভাল কাউকেই আমি আর বাসি নি। যেমুহূর্তে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে সেই মুহূর্ত—সেই মুহূর্ত থেকেই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। অন্ধের মত উন্মাদের মত ভালবেসেছি তোমাকে। তখন তুমি তা জানতে না। এখন তুমি তা জানছো। আজ রাত্রিতেই এই বাড়ি তুমি পরিত্যাগ কর। এ-দুনিয়া যে কিছু নয়, দুনিয়ার বক্তব্য, অথবা সমাজের কণ্ঠ যে অর্থহীন সেকথা অবশ্য আমি বলছি নে, তাদের দাম অনেক—আমাদের জীবনের ওপরে তাদের প্রভাব যথেষ্ট, কিন্তু এমন মুহূর্ত-ও মানুষের জীবনে কখন-ও কখন-ও আসে যখন তাকে ঠিক করে নিতে হয়—কোন্ পথটা সে বেছে নেবে—একটা হচ্ছে নিজের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করার পথ ; আর একটা হচ্ছে কপট দুনিয়া যা চায় সেইভাবে কোনরকমে কায়ক্লেশে জীবনটাকে ছ্যাকড়া গাড়ীর মত টেনে নিয়ে যাওয়ার পথ। সেই মুহূর্ত তোমার সামনে। ঠিক করে নাও—প্রিয়তমে—ঠিক করে নাও কোন্ পথে তুমি যাবে।

লে. উইনডারমিয়ার। (তাঁর কাছ থেকে ধীরে-ধীরে সরে গিয়ে এবং সেইখান থেকে সন্ত্রস্ত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে) সে-সাহস আমার নেই।

ল. ডারলিঙটন। (তাঁর পিছু-পিছু গিয়ে) আছে। সে-সাহস তোমার রয়েছে। হয়ত ছ'মাসের মত কিছুটা মানসিক যন্ত্রণা, অথবা, অপমান সহ্য করতে হবে তোমাকে। তারপরে যেদিন থেকে তার নাম আর তোমাকে ধরতে হবে না, যেদিন থেকে আমার নামে তুমি পরিচিত হবে সেদিন থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। মার্গারেট, প্রিয়তমে যে একদিন না একদিন তার মহিষী হবে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে,—তা তুমি জান—তখন তোমার অবস্থাটা কী? যেস্থানে বসার একমাত্র অধিকার তোমার রয়েছে সেই জায়গায় এসে বসেছে ওই মেয়েটা। ছিঃ-ছিঃ। মাথা উঁচু করে হাসতে-হাসতে, চোখভরা সাহস নিয়ে তুমি এই বাড়ি পরিত্যাগ কর। কেন তুমি পরিত্যাগ করছ সারা লণ্ডন শহর তা জানবে। তোমার কুৎসা করবে কে? যদি কেউ তা করেই, তাতে কী যায় আসে? অন্যায়? অন্যায়টা কী? একটা নির্লজ্জ মেয়েমানুষের জন্যে নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাটাই অন্যায়। যে স্বামী স্ত্রীকে অসম্মান করে তার সঙ্গে

একঘরে বাস করাটাই হচ্ছে স্ত্রীর অন্যায়। অন্যায়ের সঙ্গে দুর্নীতির সঙ্গে তুমি কোনদিন আপোষ করবে না এই কথাই একবার তুমি আমাকে বলেছিলে। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার সময় আজ এসেছে। সাহস সংগ্রহ কর ; মনুষ্যত্ববোধে উদ্বোধিত হও।

লে. উইনডারমিয়ার। রুখে দাঁড়াতে ভয় লাগছে আমার। আমাকে ভাবতে দাও। একটু অপেক্ষা করতে দাও আমাকে। আমার স্বামী আমার কাছে ফিরে আসতে পারে। (সোফার ওপরে বসলেন)

ল. ডারলিংটন। ফিরে এলেই তুমি তাকে গ্রহণ করবে। তোমাকে যা ভেবেছিলাম তা তুমি নও। তুমি ঠিক অন্য মহিলাদের মতই। দুনিয়া তোমার কুৎসা গাইবে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তুমি পার না—যদিও দুনিয়ার প্রশংসা তুমি মনে-প্রাণে ঘৃণা কর। আর এক সপ্তাহের মধ্যে এই মেয়েটার পাশে বসে তুমি পার্কের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। ওই মেয়েটা হচ্ছে তোমার শাশ্বত অতিথি—তোমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী। এই বিপজ্জনক বন্ধন কেটে ফেলার জন্যে একটা চরম আঘাত হানার চেয়ে তুমি যেকোন কাজ করতে প্রস্তুত, যেকোন অপমান মাথা পেতে নিতে তৈরি। ঠিক কথাই তুমি বলেছ। তোমার কোন সাহস নেই ; না, কিছু নেই।

লে. উইনডারমিয়ার। আমাকে একটু ভাবতে দাও। তোমার প্রশ্নের এখনই কোন জবাব দিতে আমি পারব না।

(দুর্বল চিত্তে নিজের কপালের ওপরে একটা হাত তিনি রাখলেন)

ল. ডারলিংটন। হয় এখনই দাও. নয়ত, কোনদিনই আর দিতে পারবে না।

লে. উইনডারমিয়ার। (সোফা থেকে উঠে) তাহলে কোনদিনই না। (বিরতি)

ল. ডারলিংটন। তুমি আমার হৃদয় ভেঙে দিলে।

লে. উইনডারমিয়ার। আমার হৃদয় অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছে। (বিরতি)

ল. ডারলিংটন। আগামীকাল আমি ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। আর কখনও তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। একমুহূর্তের জন্যে আমাদের জীবন এক হয়েছিল, পরস্পরকে স্পর্শ করেছিল আমাদের আত্মা। আর তারা কোনদিন এক হবে না। মার্গারেট, বিদায়।

(বেরিয়ে গেলেন)

লে. উইনডারমিয়ার। জীবনে আমি কত নিঃসঙ্গ—কত নিঃসঙ্গ!

(বাজনা থেমে গেল। বারউইকের ডাচেস আর লর্ড প্যাইসলে হাসতে-হাসতে

আর গল্প করতে-করতে ঢুকলেন। নাচ-ঘর থেকে অন্যান্য অতিথিরাও এলেন বেরিয়ে।)

বারউইকের ডাচেস। প্রিয় মার্গারেট, মিসেস এরলিনের সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলে। বেশ ভাল লাগছিল আমার। আজ বিকালে তাঁর বিরুদ্ধে তোমাকে যা বলেছি তার জন্যে আমি দুঃখিত। অবশ্য তাঁকে যদি তুমি আমন্ত্রণ জানাও তাহলেই তিনি ঠিক হয়ে যাবেন। বড় চমৎকার মহিলা; জীবনের ওপরে যে-সব কথা তিনি বললেন সেগুলিও গ্রহণযোগ্য। একবারের বেশী বিয়ে করাটাকে তিনি যে একেবারে অপছন্দ করেন সেকথা তিনি আমাকে বলেছেন। বিশেষ করে সেইজন্যেই, বেচারা আগস্টাসের সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। তাঁর বিরুদ্ধে লোকে যে কেন কুৎসা রটনা করে তা আমার মাথায় ঢোকে না। আমার ওই সব দুষ্টু ভগ্নীদের—ওই সেভিল মেয়েদের—কাজই হচ্ছে অপরের কুৎসা ছড়ানো। তবু, আমার হসবার্জ-এ যাওয়া উচিৎ বাছা—সত্যিই যাওয়া উচিৎ। ভদ্র-মহিলার চেহারা আর চালচলন পুরুষদের একটু আকর্ষণ করে বেশী। কিন্তু আগাথা কোথায়? ওঃ; ওই যে আসছে। (লেডী আগাথা আর মিঃ হপার ঢুকলেন) মিঃ হপার, তোমার ওপরে আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করেছি। আগাথাকে নিয়ে তুমি বারান্দায় গিয়েছিলে! মেয়েটার শরীর মোটেই ভাল নয়।

হপার। আমি খুব দুঃখিত, ডাচেস। আমরা একটু বেরিয়েছিলাম; তারপরেই গল্পে মেতে উঠলাম।

বারউইকের ডাচেস। গল্প! প্রিয় অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে, সম্ভবত।

হপার। হ্যাঁ।

বারউইকের ডাচেস। আগাথা, ডারলিঙ! (কাছে আসার জন্যে ইঙ্গিত করেন)

লেডী আগাথা। আসছি মা।

বারউইকের ডাচেস। (কানে কানে) মিঃ হপার কি স্পষ্টাস্পষ্টি···

লে. আগাথা। হ্যাঁ, মা।

বারউইকের ডাচেস। তুমি কী উত্তর দিলে বাছা?

লে. আগাথা। রাজি আছি।

বারউইকের ডাচেস: (স্নেহের সঙ্গে) বাছা আমার! সব সময়েই তুমি ঠিক কথা বল; মিঃ হপার! জেমস! আগাথা আমাকে সব কথা বলেছে। তোমাদের গোপন কথাটা কী দক্ষতার সঙ্গেই না গোপন রেখেছিল!

হপার : আগাথাকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যেতে তাহলে আপনার কোন আপত্তি নেই ডাচেস ?

বারউইকের ডাচেস : (নাক সিটকিয়ে) অস্ট্রেলিয়া ! ওঃ, সেই ভয়ানক বর্বর জায়গাটার নাম আমার কাছে আর উচ্চারণ করো না।

হপার : কিন্তু ও যে বলল আমার সঙ্গে ও সেখানে যাবে।

বারউইকের ডাচেস : (চটে) আগাথা, ওকথা তুমি বলেছ ?

লে. আগাথা : বলেছি, মা !

বারউইকের ডাচেস : আগাথা, একেবারে বোকার মত কথা বলছ তুমি। আমার ধারণা, স্বাস্থ্যের পক্ষে গ্রসভেনর স্কোয়ারে থাকাই তোমার পক্ষে ভাল হবে। অবশ্য, ওখানে অনেক অমার্জিত মানুষ বাস করে; কিন্তু তা সত্ত্বেও, ওখানে কাঙারুর মত ভয়ঙ্কর জীব ঘুরে বেড়ায় না। ওবিষয়ে কাল আমরা আলোচনা করব। জেমস, আগাথাকে নিয়ে তুমি যাও। জেমস, তুমি অবশ্য কাল লাঞ্চে আসছো। দু'টোর বদলে দেড়টা। ডিউক তোমাকে কিছু বলবেন—

হপার : ডাচেস ডিউকের সঙ্গে আমি একটু গল্প করতে চাই। এখনও পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেন নি।

বারউইকের ডাচেস : আমার ধারণা, আগামীকাল অনেক কথা তিনি তোমাকে বলবেন। (লেডী আগাথা আর মিঃ হপার বেরিয়ে গেলেন)। মার্গারেট, শুভরাত্রি। এ সেই পুরনো কাহিনী বাছা। ভালবাসা—অবশ্য প্রথম দর্শনেই নয়—ঋতু শেষ হওয়ার আগে। সেইটাই বেশী সন্তোষজনক।

লে. উইনডারমিয়ার : শুভরাত্রি ডাচেস।

(ডাচেস লর্ড প্যায়েসলের হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন।)

লে প্লিমডেল : প্রিয় মার্গারেট, তোমার স্বামী যাঁর সঙ্গে নাচছেন সেই সুন্দরী মহিলাটি কে বলত ? আমি তুমি হলে তো হিংসায় মরে যেতাম। উনি কি তোমার কোন প্রিয় বান্ধবী ?

লে. উইনডারমিয়ার : না।

লেডী প্লিমডেল : তাই বুঝি ! শুভরাত্রি, ভাই। (মিঃ ডামবির দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন)

ডামবি : যুবক হপারের ব্যাভারটা একবার দেখলে যাচ্ছেতাই, যাচ্ছেতাই।

সিসিল গ্রাহাম : আ, হপার হচ্ছে ওই যাকে বলে প্রকৃতির ভদ্রলোক।

একেবারে নিকৃষ্ট ভদ্রলোক।

ডামবি: লেডী উইনডারমিয়ার—সত্যিকারের বুদ্ধিমতী মহিলা। প্রচুর স্ত্রী রয়েছে যারা মিসেস এরলিনের এখানে আসাটা মোটেই পছন্দ করত না; কিন্তু লেডী উইনডারমিয়ারের সাধারণ বুদ্ধিটি সত্যিই অসাধারণ।

সিসিল গ্রাহাম: এবং উইনডারমিয়ার জানে যে অবিবেচনার মত আর কিছুই নিষ্পাপ বলে প্রতিভাত হয় না।

ডামবি: ঠিক তাই। প্রিয় উইনডারমিয়ার প্রায় আধুনিক হয়ে যাচ্ছে। কোনদিন ভাবা যায় নি যে সে আধুনিক হ'তে পারবে। (লেডী উইনডারমিয়ারকে শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।)

লে. জেডবার্জ: লেডী উইনডারমিয়ার, চললাম। মিসেস এরলিন সত্যিকারের মনমোহিনী। বৃহস্পতিবার তিনি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে যাবেন। তুমিও যাচ্ছ তো? বিশপ আর আমাদের প্রিয় লেডী মারটনকেও সেদিন আমি আশা করছি।

লে. উইনডারমিয়ার: লেডী জেডবার্জ, আমার সেদিন অন্য কাজ রয়েছে।

লে. জেডবার্জ: খুব দুঃখিত, চল আমরা যাই। (মিস গ্রাহামের সঙ্গে তিনি বেরিয়ে গেলেন।)

(মিসেস এরলিন আর লর্ড উইনডারমিয়ার এসে ঢুকলেন)

মি. এরলিন: নাচের আসরটা বেশ জমাটি হয়েছে। আজকের আসর দেখে পুরনো দিনগুলির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। (সোফায় বসলেন) একটা জিনিস চোখে পড়ল আমার। দেখলাম, সে যুগে সমাজে যত মূর্খ ঘুরে বেড়াত এ যুগে তাদের সংখ্যা এতটুকু কমে নি। সমাজের খোল-নলচে কিছুই যে বদলায় নি তাই দেখে আমি খুব প্রীত হয়েছি। সব বদলিয়েছে—একমাত্র মার্গারেট ছাড়া। ফুটফুটে চেহারা হয়েছে তার। তাকে যখন আমি শেষ দেখেছিলাম—সেও প্রায় বছর কুড়ি আগে—ফ্ল্যানেলে জড়ানো কচি শিশু—দেখতে তখন তাকে ভয়ই লাগত। সত্যি বলছি, কী ভয়ই যে লাগত! প্রিয় ডাচেস! আর সেই মিষ্টি মেয়েটি—লেডী আগাথা! এই সব মেয়েদেরই আমার ভাল লাগে। সত্যি বলছি, উইনডারমিয়ার, আমাকে যদি ডাচেসের ননদ বা ওই জাতীয় কিছু হ'তে হোত……

ল. উইনডারমিয়ার: (তাঁর বাঁপাশে বসে) কিন্তু সত্যিই কি আপনি……?

অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে মিঃ সিসিল গ্রাহাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। লেডী

উইনডারমিয়ার ঘৃণা আর যন্ত্রণার দৃষ্টি দিয়ে মিসেস এরলিন আর তাঁর স্বামীকে লক্ষ্য করলেন। তাঁর উপস্থিতিটা দুজনের কারও চোখে পড়ল বলে মনে হল না।)

মি. এরলিন: ওঃ, হ্যাঁ। কাল বেলা বারোটার সময় আগস্টাসের আসার কথা। আজ রাত্রিতেই সে বিয়ের প্রস্তাবটা দিতে চেয়েছিল। বেচারা! তোমরা জান, একই কথা বার-বার বলতে সে ভালবাসে। সত্যিকার খারাপ স্বভাব! কিন্তু তাকে আমি স্রেফ বলে দিয়েছি যে আগামী কালের আগে তার কোন প্রশ্নের জবাব আমি দেব না! অবশ্য বিয়ে তাকেই আমি করব; আর একথাও আমি জোর গলায় বলতে পারি যে স্ত্রী বলতে সাধারণত যা বোঝা যায়—সেই রকমেরই আদর্শ স্ত্রী আমি হতে পারব। লর্ড আগস্টাসের ভেতরে অনেক ভাল জিনিস রয়েছে। সৌভাগ্যের কথা, সেসব গুণগুলিই তার বাইরের জিনিস—মানুষের সব ভাল গুণগুলিই শফরীর মত মনের ওপরতলায় ভেসে বেড়ায়। অবশ্য এদিক থেকে তোমাকেও সাহায্য করতে হবে।

ল. উইনডারমিয়ার: আশা করি এ-ব্যাপারে লর্ড আগস্টাসকে উদ্বোধিত করার কাজটা আমাকে নিতে হবে না?

মিঃ এরলিন: না, না। সেকাজ আমিই করব। কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে আমার ব্যবস্থা যাতে বেশ ভাল হয় সে চেষ্টা তুমি করবে উইনডারমিয়ার! করবে না?

লে. উইনডারমিয়ার: (ভ্রূকুটি ক'রে) এই কথা আমাকে বলার জন্যেই কি আপনি আজ এখানে এসেছেন?

মি. এরলিন। তোমার অনুমান সত্যি।

লে. উইনডারমিয়ার। (অস্বস্তির ভাব প্রকাশ ক'রে) ও-বিষয় নিয়ে এখানে আমি কোন আলোচনা করব না।

মি. এরলিন। (হেসে) তাহলে বারান্দায় বসেই আলোচনা করি গে চল। এমন কি ব্যবসায়িক আলোচনার পটভূমিও সুন্দর হওয়া উচিত। উইনডার-মিয়ার, তুমি কী বল? পরিস্থিতি জুৎসই হলে মেয়েরা যে-কোন কাজই করতে পারে।

ল. উইনডারমিয়ার। কালকে আলোচনা করলে চলবে না?

মি. এরলিন। না। বুঝতেই পারছ, কালকেই তাকে আমি বিয়ে করব। এবং আমার ধারণা, আমি যদি তাকে বলতে পারি যে—মানে, কী বলব?—

আমার কোন একটি ভাই—অথবা, দ্বিতীয় স্বামী—অথবা কোন দূরের আত্মীয় আমার জন্যে বছরে দু হাজার পাউণ্ডের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন তাহলে বোধ হয় ভালই হবে। তাহলে আমাকে পাওয়ার আগ্রহটা আরও জোরদার হবে, তাই না? উইনডারমিয়ার, আমাকে প্রশংসা করার তুমি একটা মধুর সুযোগ পেয়েছিলে। কিন্তু মানুষকে প্রশংসা করার মত খুব বেশী চাতুর্য তোমার নেই। আমার ধারণা, এই অপূর্ব অভ্যাসটি রপ্ত করতে মার্গারেট তোমাকে উৎসাহিত করে নি। মানুষ যখন সুন্দর জিনিসকে সুন্দর বলে চিহ্নিত করার অভ্যাস ছেড়ে দেয় তখন সে সুন্দর জিনিসের সম্বন্ধে কোন কিছু চিন্তা করতেও ভুলে যায়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, দু'হাজার পাউণ্ডের সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা? আড়াই হাজার? আধুনিক জগতে প্রান্তিক সীমাটাই হল সব। উইনডারমিয়ার, পৃথিবীটাকে তোমার বেশ হাস্যকর বলে মনে হয় না? আমার তো তাই মনে হয়।

(লর্ড উইনডারমিয়ারের সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে যান,
নাচ-ঘরে গানের সুর বেজে ওঠে)

লে. উইনডারমিয়ার। এ বাড়িতে আর থাকাটা আমার পক্ষে অসম্ভব। একটি মানুষ আমাকে ভালবাসে। আজ রাত্রিতে আমাকে সে তার সমস্ত জীবনটা দান করতে চেয়েছিল। তা নিতে আমি অস্বীকার করেছিলাম। মূর্খ আমি। এবার আমি তাকে আমার জীবন উৎসর্গ করব। আমি তার কাছে যাব—নিশ্চয়! (ক্লোকটা চাপিয়ে তিনি দরজার কাছে গেলেন, তারপরে ফিরে দাঁড়ালেন। টেবিলের ওপরে বসে একখানা চিঠি লিখলেন, খামের মধ্যে পুরে টেবিলের ওপরে রেখে দিলেন।)

আর্থার আমাকে কোনদিনই বুঝতে পাবে নি। এই চিঠি পডলে বুঝতে পারবে। তার নিজের জীবন নিয়ে এখন সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। যা ভাল বুঝেছি, ঠিক বলে বুঝেছি তাই আমি করছি। বিয়ের বাঁধন সেই ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে; আমি করি নি। আমি কেবল দাসত্বের শৃঙ্খলটা ভাঙছি। (বেরিয়ে গেলেন)

(বাঁ দিক দিয়ে পার্কার ঢুকলো; এগিয়ে গেল ডান দিকে)
মিসেস এরলিন প্রবেশ করলেন)

মি. এরলিন। লেডী উইনডারমিয়ার কি নাচ-ঘরে?

পার্কার। তিনি তো এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

মি. এরলিন। বেরিয়ে গেলেন? বারান্দায় নেই?

পার্কার। না, মাদাম। তিনি এইমাত্র বাড়ির বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মি. এরলিন। (চমকে উঠে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পার্কারের দিকে তাকিয়ে রইলেন) বাড়ির বাইরে?

পার্কার। হ্যাঁ, মাদাম। তিনি আমাকে বলে গেলেন লর্ডশিপের জন্যে টেবিলের ওপরে একটা চিঠি রইল।

মি. এরলিন। লর্ড উইনডারমিয়ারের জন্যে চিঠি?

পার্কার। হ্যাঁ মাদাম।

মি. এরলিন। ধন্যবাদ।

(পার্কার বেরিয়ে গেল। নাচ-ঘরে বন্ধ হয়ে গেল বাজনা) বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। স্বামীর নামে একটা চিঠি লিখে রেখে গেল। (ব্যুরোর কাছে এগিয়ে যান; তাকিয়ে থাকেন চিঠির দিকে। চিঠিটা তুলে নিয়ে আতংকিত হয়ে টেবিলের ওপরে রেখে দিলেন সেটা) না, না! এমন কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। এইভাবে বারবার জীবন তার নিজের ট্র্যাজিডি ডেকে আনে না। হায়, হায়! এইরকম আজগুবী ভয়ঙ্কর একটা কল্পনা আমার মগজে দেখা দিল কেমন করে? জীবনের যে বিশেষ মুহূর্তটিকে আমি নিঃশেষে ভুলে যেতে চাই সেই মুহূর্তটি আবার আমার মনে পড়ে গেল কেন? জীবন তার ট্র্যাজিডিগুলিকে কি এইভাবে বারবার ডেকে আনে? (খামটা খুলে চিঠিটা বার করেন, পড়েন, তারপরে গভীরভাবে মর্মাহত হওয়ার ভান ক'রে চেয়ারের ওপরে ঢলে পড়েন) কী ভীষণ। কী ভয়ানক কাণ্ড! সেই একই কথা, যে কথাগুলি বিশ বছর আগে তার বাবাকে আমি লিখেছিলাম। আর সেই ক'টি কথা লেখার জন্যে কী ভয়ানক তিক্ততাই না আমার জীবনে নেমে এসেছে! না, না! আমার জীবনের সত্যিকারের শাস্তি আজ রাত্রিতেই আমি পেলাম—এখনই পেলাম। (বসে রইলেন)

(লর্ড উইনডারমিয়ার ঢুকলেন)

ল. উইনডারমিয়ার। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া শেষ হয়েছে আপনার? (এগিয়ে এলেন)

মি. এরলিন। (চিঠিটা হাতের মধ্যে চিপে) হ্যাঁ; শেষ হয়েছে।

ল. উইনডারমিয়ার। সে কোথায়?

মি. এরলিন। সে আজ বড় ক্লান্ত। ঘুমোতে গিয়েছে। মাথা ধরেছে

বলে বলছিল।

ল. উইনডারমিয়ার। তার কাছে অবশ্যই আমাকে যেতে হবে। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন ?

মি. এরলিন। (তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে) না, না। এমন কিছু বাড়াবাড়ি ব্যাপার নয়। কেবল একটু ক্লান্ত—এই যা। তাছাড়া, খাবার ঘরে এখনও বেশ কিছু অতিথি বসে আছেন। সে চায় তার অনুপস্থিতির জন্যে আপনি যেন তাঁদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন। তাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে এই কথাটাই সে আমাকে বলে গিয়েছে। (চিঠিটা ফেলে দিলেন)। এই কথাগুলি আপনাকে জানাতে সে আমাকে বলেছে।

ল. উইনডারমিয়ার। (চিঠিটা তুলে নিয়ে) আপনি এটা ফেলে দিয়েছেন।

মি. এরলিন। ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এটা আমারই ! (নেওয়ার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন।)

ল. উইনডারমিয়ার। (চিঠিটার দিকে তাকিয়ে) কিন্তু হাতের লেখাটা আমার স্ত্রীর—তাই না ?

মি. এরলিন। (তাড়াতাড়ি চিঠিটা নিয়ে) হ্যাঁ, তাই। এটা একটা ঠিকানা। আমার গাড়ীটা নিয়ে আসতে দয়া করে কাউকে বলে দেবে ?

ল. উইনডারমিয়ার নিশ্চয়, নিশ্চয়।

(বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন)

মি. এরলিন। ধন্যবাদ। এখন আমি কী করি ? আমার বুকের মধ্যে বেশ একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এমন যন্ত্রণা আর কোনদিনই আমাকে ভোগ করতে হয় নি। এর অর্থটা কী হতে পারে ? মায়ের মত কিছুতেই মেয়ের কাজ করা চলবে না। করলে, ফল তার বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। আমি তাকে বাঁচাবো কেমন ক'রে ? কেমন করে আমার মেয়েকে আমি বাঁচাব ? আর এক মুহূর্ত দেরি হলে একটা জীবন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে ? উইনডারমিয়ারকে বাড়ি থেকে সরাতে হবে ; অবশ্যই সরাতে হবে। (বাঁ দিকের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।) কিন্তু কী করে সরাব ? কোন একটা পথ খুঁজে বার করতে হবে। আ—হা—

(ফুলের তোড়াটা নিয়ে লর্ড আগস্টাসকে ঢুকতে দেখা গেল)

ল. আগস্টাস। প্রিয় লেডী, আমার মনটা বড় উতলা হয়ে রয়েছে। আমার অনুরোধের উত্তরটা কী আজ পাওয়া সম্ভব নয় ?

মি. এরলিন। লর্ড আগস্টাস, আমার কথা শুনুন। আপনাদের ক্লাবে লর্ড উইনডারমিয়ারকে এখনই একবার নিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পারেন আটকে রাখতে হবে সেখানে। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?

ল. আগস্টাস। কিন্তু আপনি যে আমাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বললেন?

মি. এরলিন। (ঘাবড়িয়ে গিয়ে) যা বলছি তাই করুন। যা বলছি তাই করুন।

ল. আগস্টাস। আমার পুরস্কার?

মি. এরলিন। তোমার পুরস্কার? তোমার পুরস্কার? সেকথা কাল আমাকে জিজ্ঞাসা করো। কিন্তু আজ রাত্রিতে উইনডারমিয়ার যেন কিছুতেই তোমার চোখের আড়ালে যেতে না পারে। যদি সে যায় তাহলে কোনদিনই আমি তোমাকে ক্ষমা করব না—আর কখনও কথা বলব না তোমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক রাখবো না। মনে রেখো, তোমার কাজ হচ্ছে তোমাদের ক্লাবে উইনডারমিয়ারকে আটকে রাখা। আজ রাত্রিতে সে যেন কিছুতেই ফিরতে না পারে।

(বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন)

ল. আগস্টাস। মানে, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? আমি কি তার স্বামীই হয়ে গেলাম? সম্ভবত। (হতভম্ব হয়ে তাঁর পিছু-পিছু বেরিয়ে গেলেন।)

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

লর্ড ডাবলিঙটনের বাড়ি।

(ডান দিকের ফায়ারপ্লেসের সামনে একটা বড় সোফা। স্টেজের পেছনে জানালার ওপরে একটা পর্দা টাঙানো। বাঁ আর ডান দিকে দরজা। ডান দিকে টেবিল। তার ওপরে লেখার সরঞ্জাম। বাঁ দিকে একটা টেবিল—তার ওপরে সিগার আর সিগারের বাক্স। আলো জ্বলছে।)

লে. উইনডারমিয়ার। (ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে) সে আসছে না কেন? এই অপেক্ষা সহ্য করা কঠিন। তার এখানে থাকা উচিৎ ছিল।

প্রেমের কথা বলে আমার মনটা গরম করে তোলার জন্যে সে এখানে নেই কেন? আমি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছি—প্রেমহীন মানুষের মত নিরুত্তাপ। এর মধ্যে আর্থার নিশ্চয় আমার চিঠিটা পড়েছে। যদি সে আমাকে কিছুমাত্র ভালবাসে তাহলে আমার পিছু-পিছু এতক্ষণ তার আসা উচিৎ ছিল, উচিৎ ছিল আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমাকে সে গ্রাহ্য করে না। এই মেয়েমানুষটার কাছে সে দাসত্ব স্বীকার করেছে—এই মেয়েমানুষটা তাকে সম্মোহিত করেছে, কর্তৃত্ব বিস্তার করেছে তার ওপরে। তার নিজস্ব সত্তা বলতে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায় তাহলে সে সেই মানুষটির পাশবিক প্রবৃত্তিটার কাছে আবেদন জানায়। আমরা মানুষকে দেবতা করে সৃষ্টি করি; তারপরে তারা আমাদের ছেড়ে দেয়। অন্য মেয়েরা তাদের পশুতে পরিণত করে। তাদের কাছেই তারা নিজেদের উৎসর্গ করে দেয়। জীবনটা কী বীভৎস? ওঃ! আমার এখানে আসাটা পাগলামো হয়েছে—ভয়ঙ্কর রকমের পাগলামো হয়েছে। তবু আমি অবাক হয়ে ভাবি যে মানুষটা আর একজনকে ভালবাসে তার কৃপাপাত্রী হয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে; অথবা এমন একজনের স্ত্রী হয়ে জীবন কাটাতে হবে যে তার নিজের স্ত্রীকে তারই নিজের বাড়িতে অসম্মান করে। কোন্ মেয়ে তা জানে? পৃথিবীর কোন্ মেয়েটা একথা জানে? কিন্তু যার কাছে নিজেকে আমি উৎসর্গ করতে ছুটে এসেছি সে-ই কি আমাকে সব সময় ভালবাসবে? তাকে আমি কী দিতে এসেছি? যে চুম্বনে কোন আনন্দ নেই, সেই চুম্বন? যে চোখ কেঁদে-কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই দুটো চোখ? ঠাণ্ডা হাত আর নিরুত্তাপ বরফ-জমা হৃদয়। আমি তাকে কিছুই দিতে পারব না। ফিরে আমাকে যেতেই হবে; না; আমি ফিরে যেতে পারি নে। আমার চিঠিটা আমাকে তাদের হাতে ফেলে দিয়েছে। আর্থার আমাকে ফিরিয়ে নেবে না। সেই মারাত্মক চিঠিখানা! না! লর্ড ডারলিংটন কাল ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে; যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ আমার কাছে খোলা নেই। (একটু বসেন; তারপরে হঠাৎ চমকে উঠে ক্লোকটা জড়িয়ে নেন গায়ে)। না, না, আমি ফিরেই যাব। আমাকে নিয়ে আর্থার যা ইচ্ছে তাই করুক। আমি এখানে অপেক্ষা করব না। এখানে আসাটাই আমার পাগলামো হয়েছে। এক্ষুণি আমাকে চলে যেতে হবে। লর্ড ডারলিংটনের ব্যাপারে—ওই তো সে আসছে। এবার আমি কী

করব ? তাকে আমি কী বলব ? সে কি আমাকে আদৌ ছেড়ে দেবে ? আমি শুনেছি পুরুষরা পশুর মত নিষ্ঠুর, ভয়ানক···হায়, কী করি···(হাতের তালুতে মুখটা ঢেকে ফেলেন)।

(বাঁ দিক থেকে মিসেস এরলিন প্রবেশ করেন।)

মি. এরলিন। লেডী উইনডারমিয়ার! (চমকে ওঠেন লেডী উইনডার-মিয়ার ; মুখ তুলে তাকান ; তারপর ঘৃণায় নিজেকে গুটিয়ে নেন)। ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। স্বামীর ঘরে তোমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে।

লে. উইনডারমিয়ার। যেতেই হবে ?

মি. এরলিন। (নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে) হ্যাঁ। তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে। নষ্ট করার মত একমুহূর্তও সময় আর নেই। যেকোন মুহূর্তে লর্ড ডারলিংটন ফিরে আসতে পারেন।

লে. উইনডারমিয়ার। আমার কাছে আসবেন না।

মি. এরলিন। হায়-হায়। তুমি ধ্বংসের একেবারে শেষ ধাপে এসে পড়েছ। তোমার পায়ের নীচে অতলান্ত গহ্বর। এখনই তোমাকে এ-স্থান পরিত্যাগ করতে হবে। রাস্তার কোণে আমার গাড়ী অপেক্ষা করছে ; আমার সঙ্গে এস ; সোজা গাড়ীতে চড়ে ফিরে যাও বাড়ি।

(লেডী উইনডারমিয়ার ক্লোকটা খুলে সোফার ওপড়ে ছুঁড়ে দিলেন।)

মি. এরলিন : কী করছ তুমি ?

লে. উইনডারমিয়ার। মিসেস এরলিন, আপনি যদি এখানে না আসতেন তাহলে আমি ফিরেই যেতাম। কিন্তু এখন আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমাকে লর্ড উইনডারমিয়ারের সঙ্গে একই ঘরে দিন কাটানোর জন্যে প্ররোচিত করতে পারে। আপনি আমাকে ভয়ে আতঙ্কিত করে তুলেছেন। আপনার মধ্যে এমন একটা জিনিস রয়েছে যেটা আমাকে অসম্ভব রকমের উন্মাদগ্রস্ত করে তুলেছে। এবং আপনি এখানে এসেছেন কেন তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমার স্বামী আমাকে প্রলুব্ধ করে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে। আপনাদের মধ্যে যে-সম্পর্কই থাক সেটাকে পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখার হাতিয়ার হিসাবে আমাকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই সে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

মি. এরলিন। না, না। ওকথা তোমার ভাবা উচিৎ নয়—নিশ্চয় নয়।

লে. উইনডারমিয়ার। আমার স্বামীর কাছে আপনি ফিরে যান মিসেস এরলিন। সে আপনার সম্পত্তি, আমার নয়। আমার ধারণা সে কেলেঙ্কারিকে ভয় পাচ্ছে। পুরুষ মানুষেরা এইরকমই কাপুরুষ। বিশ্বের সমস্ত আইন-কানুনই তারা ভেঙে চুরমার করে দেয়; অথচ, ভয় করে বিশ্বের সমালোচনাকে। কিন্তু সেই সমালোচনার জন্যে তার তৈরি থাকাই ভাল। কুৎসার সম্মুখীন তাকে হ'তেই হবে। অনেক বছরের মধ্যে লণ্ডনে যে নিকৃষ্ট কুৎসার ঝড় বইবে সেটা তারই প্রাপ্য। প্রতিটি নোংরা কাগজেই তার নাম ছাপানো হবে। আমার নামে নিকৃষ্ট পোস্টার পড়বে চারদিকে।

মি. এরলিন। না—না—

লে. উইনডারমিয়ার। না নয়—হ্যাঁ। যদি সে নিজে আসত, আমি স্বীকার করছি—তাহলে আপনারা দুজনে মিলে আমার জন্যে যে নরক তৈরি করে রেখেছেন সেইখানেই আমি ফিরে যেতাম। কিন্তু নিজে ঘরে থেকে আপনাকে তার দূত করে পাঠানো—ও এর মত কলঙ্ক আর কিছু নেই. এর মত অশালীন কিছু আমার আর জানা নেই।

মি. এরলিন। লেডী উইনডারমিয়ার, তুমি আমার ওপরে ভীষণ অন্যায় করছ, অন্যায় করছ তোমার স্বামীর ওপর। তুমি যে এখানে এসেছ তা তিনি জানেন না। তিনি জানেন তুমি নিরাপদে তোমার ঘরে শুয়ে আছ। তিনি জানেন তোমার নিজের ঘরে তুমি ঘুমোচ্ছ। তুমি যে চিঠিতে উন্মাদের প্রলাপ বকেছ সে চিঠি তিনি আদৌ পড়েন নি।

লে. উইনডারমিয়ার। আদৌ পড়ে নি!

মি. এরলিন। না, চিঠির সম্বন্ধে কিছুই তিনি জানেন না।

লে. উইনডারমিয়ার। আপনার ধারণা আমি খুব বোকা, তাই না? (তাঁর কাছে গিয়ে) আপনি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছেন।

মি. এরলিন। (নিজেকে সংযত করে) আমি মিথ্যে কথা বলছি নে। তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলছি।

লে. উইনডারমিয়ার। আমার স্বামী যদি সে-চিঠি পড়ে না থাকে তাহলে আপনি এখানে কেমন করে এলেন? যে-বাড়িতে আপনি নির্লজ্জের মত ঢুকেছিলেন সেই বাড়ি ছেড়ে আমি যে এসেছি তা আপনি জানলেন কেমন করে? আমি কোথায় গিয়েছি সেকথা আপনাকে কে বলেছে? আমার স্বামীই বলেছে; আমাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে

সে-ই আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে।

মি. এরলিন। তোমার স্বামী সে-চিঠি আদৌ পড়েন নি। চিঠিটা আমার চোখে পড়েছিল। আমিই সেটা খুলে পড়েছি।

লে. উইনডারমিয়ার। (রুখে) আমার স্বামীর নামে লেখা চিঠি আপনি খুলে পড়েছেন? এতটা সাহস থাকাটা উচিৎ হয়নি আপনার।

মি. এরলিন। ওঃ! সাহসের কথা বলছ? তুমি যে নরকে ডুবতে যাচ্ছ সেই নরককুণ্ড থেকে তোমাকে টেনে তোলার জন্যে পৃথিবীতে এমন কোন কঠিন কাজ নেই যা করতে আমি পিছপাও হ'তে পারি। এই সেই চিঠি। তোমার স্বামী এ চিঠি পড়ার সুযোগ পান নি। সে-সুযোগও আর তিনি পাবেন না। (ফায়ার প্লেসের কাছে গিয়ে) এ-চিঠি লেখাটা মোটেই উচিৎ হয় নি তোমার। (ছিঁড়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন।)

লে. উইনডারমিয়ার। (স্বরে আর চাহনিতে ঘৃণা মিশিয়ে) ওটা যে আমার চিঠি তা আমি জানব কেমন করে? আপনার ধারণা আমাকে ঠকানো এত সহজ?

মি. এরলিন। আমি যা-ই বলি তা-ই তুমি কেন অবিশ্বাস করছ বলত? ধ্বংসের হাত থেকে অথবা য ভয়ঙ্কর ভুল তুমি করতে যাচ্ছ তা থেকে তোমাকে বাঁচানো ছাড়া আমার এখানে আসার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? যে চিঠিটা আমি এইমাত্র পুড়িয়ে ফেললাম সেটা তোমারই লেখা—এ-বিষয়ে শপথ করতেও আমার কোন দ্বিধা নেই।

লে. উইনডারমিয়ার। চিঠিটা ভাল করে পরীক্ষা করার আগেই পুড়িয়ে ফেলার জন্যে আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি নে। আপনার সারাটা জীবনই একটা মিথ্যাচার; সত্যি কথা বলার শক্তি কোথায় আপনার? (বসে পড়লেন)

মি. এরলিন। (দ্রুতভাবে) আমার সম্বন্ধে যা খুশি তুমি ভাবতে পার, আমার বিরুদ্ধে যে-কোন বিষোদ্গার তুমি করতে পার; কিন্তু যে স্বামীকে তুমি ভালবাস সেই স্বামীর বাড়িতে তুমি ফিরে যাও—ফিরে যাও।

লে. উইনডারমিয়ার। (ভারাক্রান্ত স্বরে) আমি তাকে ভালবাসি নে।

মি. এরলিন। তুমি বাস, আর তুমি জান যে তিনিও তোমাকে ভালবাসেন।

লে. উইনডারমিয়ার। ভালবাসা কাকে বলে সে তা জানে না। আপনারই মত এবিষয়ে কোন ধারণা তার নেই। কিন্তু আপনি কী চান তা বুঝতে

পারছি। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে লাভটা আপনাদেরই হবে বেশী। হায় ভগবান, ফিরে গেলে, আমার জীবনটা কী হবে? এমন একটি নারীর বদান্যতার ওপরে বেঁচে থাকতে হবে যার মধ্যে দয়া নেই, মায়া নেই; এমন একটি নারী যার সঙ্গে দেখা হওয়াটাই অপমানকর, যাকে জানা অধঃপতন ছাড়া আর কিছু নয়—একটি দুর্বৃত্তা, এমন একটি নারী যে স্বচ্ছন্দে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে এসে দাঁড়ায়?

মি. এরলিন। (হতাশার অঙ্গভঙ্গী ক'রে) লেডী উইনডারমিয়ার, লেডী উইনডারমিয়ার, এই রকম ভয়ঙ্কর কথা তুমি বলো না। কথাগুলি যে কী ভয়ানক—কত মিথ্যে তা তুমি জান না। আমাব কথা শোন: কেবল স্বামীর কাছে তুমি ফিরে যাও, আমি কথা দিচ্ছি—আর কখনও কোন ছুতোয় আমি তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করব না; তোমার আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর কোনরকম সম্পর্ক আমার থাকবে না। যে অর্থ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন তার মধ্যে ভালবাসার কোন গন্ধ ছিল না; ছিল ঘৃণা, আমার গুণে মুগ্ধ হয়ে তিনি তা দেন নি, দিয়েছেন বিতৃষ্ণায়। তাঁর ওপরে যেটুকু আধিপত্য আমার রয়েছে···

লে. উইনডারমিয়ার। (উঠে) আপনি তাহলে সেকথা স্বীকার করছেন!

মি. এরলিন। করছি। আধিপত্য বলতে কী বোঝাতে চাই তা-ও তোমাকে আমি বলব। সেটা হচ্ছে তোমার প্রতি তাঁর ভালবাসা।

লে. উইনডারমিয়ার। একথা আমি বিশ্বাস করব তা-ই আপনি আশা করেন?

মি. এরলিন। বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে। কথাটা সত্যি। তিনি যে আমার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন—বশ্যতা বা অত্যাচার, ভীতি, অন্য যেকোন নামেই তাকে তুমি তার ব্যাখ্যা কর না কেন—তার একমাত্র কারণ তোমাকে তিনি ভালবাসেন। লজ্জা আর অপমানের হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্যে।

লে. উইনডারমিয়ার। কী বলতে চাইছেন আপনি! দাম্ভিক আপনি। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী?

মি. এরলিন। (বিনীতভাবে) কিছু না; তা আমি জানি; কিন্তু আমি বলছি যে তোমার স্বামী তোমাকে ভালবাসেন। আমার বিশ্বাস, সারা জীবনে এরকম ভালবাসা আর তুমি পাবে না; এই রকম ভালবাসার কোথাও দেখা পাবে না তুমি। এই ভালবাসাকে যদি তুমি ছুঁড়ে ফেলে দাও তাহলে এমন দিন আসবে যখন একটু ভালবাসার অভাবে তুমি শুকিয়ে মরবে; কেউ তোমাকে ভালবাসা

দেবে না ; একটু ভালবাসার জন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াবে তুমি ; কেউ সেদিকে দৃষ্টিপাত করবে না। আর্থার তোমাকে ভালবাসে—কতটা ভালবাসে তা তুমি জান না।

লে. উইনডারমিয়ার। আর্থার এবং আপনি আমাকে বোঝাতে চান যে আমাদের মধ্যে কোন ক্লেদাক্ত সম্পর্ক নেই ?

মি. এরলিন। লেডী উইনডারমিয়ার, ভগবানের কাছে তিনি নিরপরাধ, আর আমার কথা যদি ধর তাহলে এইটুকু বলতে পারি যে তোমার মনে এই রকম ভয়ানক একটা সন্দেহ জাগবে তা আমি যদি এতটুকু বুঝতে পারতাম তাহলে কোনদিনই তোমাদের জীবনের উঠোনে এসে দাঁড়াতাম না—তাতে যদি আমি মারাও যেতাম তাতেও পিছপাও হতাম না আমি।

লে. উইনডারমিয়ার। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে হৃদয় বলে পদার্থ আপনার রয়েছে। আপনাদের মত মহিলাদের কোন হৃদয় নেই। আপনারও তা নেই। আপনাকে কেনাও যায়, বিক্রীও করা যায়।

মি. এরলিন। (চমকে ওঠেন, যন্ত্রণায় নীল হয়ে যায় তাঁর মুখ। তারপরে নিজেকে সংযত করে লেডী উইনডারমিয়ারের কাছে এসে দাঁড়ান, কিন্তু তাঁর গা ছুঁতে সাহস পান না। কথা বলার সময় তাঁর হাত দুটো কেবল তাঁর দিকে ছড়িয়ে দেন।)

আমার সম্বন্ধে তোমার যা ইচ্ছা তাই ভাবতে পার। কেউ আমার জন্যে এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করবে সে-যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু আমার জন্যে তোমার সুন্দর জীবনটা তুমি কিছুতেই নষ্ট করো না। এই বাড়ি যদি এখনই ছেড়ে চলে না যাও, তা হলে তোমার কপালে কী লেখা রয়েছে তা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে না। সমাজে অধঃপতিত হওয়া, সকলের ঘৃণা কুড়িয়ে বেড়ানো, টিটকিরি খাওয়া, পরিত্যক্তা হওয়া—এককথায় জাতিচ্যুত আর সমাজচ্যুত হওয়াটা যে কী ভয়ঙ্কর জিনিস তা তুমি জান না। একটু আশ্রয়ের জন্যে বন্ধ দরজায় করাঘাত করে ফিরে আসা, নকল সাজ কোন্ মুহূর্তে বেরিয়ে পড়বে সেই ভয়ে প্রতিটি মুহূর্ত কাটানো যে কী জিনিস সে জ্ঞান তোমার নেই। এই দুনিয়া! তোমার জন্যে যতটা চোখের জল সে ফেলে বলে মনে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যঙ্গ সে তোমার বিরুদ্ধে করে। সে যে কী ভয়াবহ বস্তু তা তুমি জান না। আমার কথা যদি ধর তাহলে এটুকু বলতে পারি যে যদি দুঃখ-ভোগই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় তাহলে যে-পাপই আমি করে থাকি না কেন

বর্তমানে আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছি। কারণ আজকের রাত্রিতেই হৃদয় ছিল না এমন একজনের মধ্যে তুমি হৃদয়ের সৃষ্টি করে তাকে আবার ভেঙে চুরমার করে দিয়েছ। কিন্তু সেকথাও থাক। আমি আমার নিজের জীবন ধ্বংস করতে পারি; কিন্তু তোমার জীবন কিছুতেই আমি নষ্ট হতে দেব না, তুমি ছেলেমানুষ! তোমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। নষ্ট জীবন ফিরিয়ে আনার মত বুদ্ধি তোমার নেই। তোমার সে সাহসও নেই। অসম্মান তুমি সহ্য করতে পার না। না, না। সে হয় না। লেডী উইনডারমিয়ার, যে স্বামী তোমাকে ভালবাসেন এবং যাকে তুমি ভালবাস সেই স্বামীর ঘরেই তুমি ফিরে যাও। তোমার ছেলে রয়েছে। সেই ছেলের কাছে তুমি ফিরে যাও। দুঃখে অথবা আনন্দে সে হয়ত তোমাকে ডাকছে। (লেডী উইনডারমিয়ার দাঁড়ালেন)। ভগবান তোমাকে ছেলেটি উপহার দিয়েছেন। তুমি তার জীবনটা সুন্দর করে তুলবে—তার দিকে লক্ষ্য রাখবে—এইটাই সে তোমার কাছে আশা করে। তোমার হাতে তার জীবন যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ভগবানের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে তুমি? তোমার বাড়িতে ফিরে যাও লেডী উইনডারমিয়ার, তোমার স্বামী তোমাকে ভালবাসেন। এক মুহূর্তের জন্যে তিনি অন্য কাউকেই ভালবাসেন নি। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে তাঁর হাজারটা প্রেমিকা রয়েছে, তবু তোমাকে তোমার ছেলের পাশেই থাকতে হবে। তিনি যদি তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন তবু তোমাকে তোমার ছেলের সঙ্গেই থাকতে হবে। তিনি যদি তোমাকে পরিত্যাগ করেন, তবু তোমার স্থান হবে তোমার ছেলের পাশে।

(লেডী উইনডারমিয়ার কেঁদে ফেলেন, হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢাকেন।)

(তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে) লেডী উইনডারমিয়ার!

লে. উইনডারমিয়ার। (অসহায় শিশুর মত তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে) আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলুন, আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলুন।

মি. এরলিন। (জড়িয়ে ধরতে যান; কিন্তু সামলিয়ে নেন নিজেকে। তাঁর চোখের ওপরে আনন্দের একটা জ্যোতি ফুটে ওঠে) এস, তোমার ক্লোক কোথায়? (সোফা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে) এই যে। পরে ফেল। এস—এস, শীঘ্রি এস।

(দরজার দিকে তাঁরা এগিয়ে যান)

লে. উইনডারমিয়ার। থামুন। কাদের গলা শোনা যাচ্ছে না?

মি. এরলিন। না, না। কেউ নেই।

লে. উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ। আছে। শুনুন। হায়রে, আমার স্বামীর গলা শোনা যাচ্ছে। সে এদিকে আসছে। আমাকে বাঁচান। নিশ্চয় কোন ষড়যন্ত্র। আপনিই তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

(বাইরে অনেকের গলা শোনা গেল)

মি. এরলিন। চুপ। সম্ভব হলে, আমি তোমাকে বাঁচাবো। কিন্তু ভয় হচ্ছে, বড দেরি হয়ে গেল। ওইখানে। (জানালার ধারে যে পর্দাটা ছিল সেইদিকে লক্ষ্য করে) তোমার কাজ হচ্ছে প্রথম সুযোগ পেলেই বেরিয়ে যাওয়া—যদি অবশ্য সেরকম সুযোগ আসে।

লে. উইনডারমিয়ার। কিন্তু আপনি ?

মি. এরলিন। আমার কথা ভাবতে হবে না। আমি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবো। (লেডী উইনডারমিয়ার পর্দার পেছনে লুকোলেন)

ল. আগস্টাস। (বাইরে থেকে) বোকার মত কথা বলো না উইনডারমিয়ার, আমাকে ছেড়ে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।

মি. এরলিন। লর্ড আগস্টাস নয়। তাহলে কপাল পুড়লো আমারই। (এক মুহূর্তের জন্য দোনামোনা করলেন, চারপাশে তাকাতেই ডানদিকের দরজাটা চোখে পড়লো তাঁর। সেইদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।)

(লর্ড ডারলিংটন, মিঃ ডামবি, লর্ড উইনডারমিয়ার, লর্ড আগস্টাস এবং মিঃ সিসিল গ্রাহাম ঢুকলেন।)

ডামবি। এই রাত্রিতে ক্লাব থেকে আমাদের বার করে দেওয়াটা একেবারে যাচ্ছেতাই কাজ হয়েছে, মাত্র দুটো বেজেছে। (একটা চেয়ারের ওপরে বসে পড়লেন)। সান্ধ্য মসলিস এইত সবে শুরু। (হাই তুলে চোখ দুটো বন্ধ করে দেন)।

লর্ড উইনডারমিয়ার। ডারলিংটন, শেষ পর্যন্ত তোমার ঘাড়ে আমাদের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে আগস্টাসকে যে সুযোগ তুমি দিয়েছ তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো বেশীক্ষণ থাকতে পারব না।

ডারলিংটন : বল কী ? আমি খুব দুঃখিত। একটা সিগার নেবে, নাওনা !

উইনডারমিয়ার : ধন্যবাদ। (বসলেন)

আগস্টাস : (উইনডারমিয়ারকে) প্রিয় বালক, চলে যাওয়ার কথা স্বপ্নেও

ভেব না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা রয়েছে; আর বেশ জরুরী।

(বাঁদিকের টেবিলের ধারে গিয়ে তাঁর পাশে বসলেন।।

গ্রাহাম: ব্যাপারটা কী তা আমরা সবাই জানি। মিসেস এরলিন ছাড়া টাপি আর কারও কথা বলতে পারে না।

উইনডারমিয়ার: তাতে তোমার কী গ্রাহাম?

গ্রাহাম: কিছু না, কিছু না। আর সেইজন্যেই তো ওর সম্বন্ধে কথা বলতে আমার উৎসাহ এত বেশী। নিজের ব্যাপারটা আমার কাছে বড়ই বিরক্তিকর; যাকে বলে প্রাণঘাতী। তাই আমি অন্য লোকের ব্যাপারে মাথা ঘামাই।

ডারলিংটন: বন্ধুগণ, কিছু পানীয়ের ব্যবস্থা করি, কী বল? সিসিল গ্রাহাম, তোমার তো হুইস্কি আর সোডার দবকার, না কি?

গ্রাহাম: ধন্যবাদ। (ডারলিংটনের সঙ্গে টেবিলের দিকে এগিয়ে যান।) আজ রাত্রিতে মিসেস এরলিনকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল, তাই না?

ডারলিংটন: তাঁর স্তাবকদলের খাতায় আমার নাম লেখা নেই।

গ্রাহাম: আমার নাম-ও আগে ছিল না; এখন রয়েছে। আরে বলব কী তোমাকে—শেষপর্যন্ত বেচারা আন্‌ট ক্যারোলীনকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে বাধ্য করলেন আমাকে। আমার বিশ্বাস ভদ্রমহিলা আন্‌ট-এর বাড়িতে একদিন লাঞ্চ খেতে যাবেন।

ডারলিংটন: (অবাক হয়ে) অবাক কাণ্ড!

গ্রাহাম: কিন্তু কথাটা সত্যি।

ডারলিংটন: বন্ধুগণ, আমাকে ক্ষমা করো। কালই আমি চলে যাচ্ছি। সেইসঙ্গে আমাকে খানকয়েক চিঠি লিখতে হবে। (লেখার টেবিলের দিকে এগিয়ে যান; তারপর, বসেন।)

ডামবি: মিসেস এরলিন—সত্যিকারের চতুর মানুষ।

গ্রাহাম: আরে ডামবি নাকি! ভেবেছিলাম তুমি নিদ্রায় অবলুপ্ত।

ডামবি: হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেইরকমই অবস্থা আমার।

আগস্টাস: অত্যন্ত ধূর্ত রমণী। আমি যে কত বড় মূর্খ তা তিনি ভালভাবেই জানেন, (হাসতে-হাসতে সিসিল গ্রাহাম তাঁর দিকে আসতে থাকেন) তুমি যত ইচ্ছে হাসতে পার বাছা; কিন্তু এটাও সত্যি যে পুরুষ মানুষদের ভালভাবে বোঝে এমন কোন মহিলার সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা ভাগ্যের কথা।

ডামবি: ভাগ্য না বলে বিপজ্জনক হল। তাদের সবসময় শেষ পরিণতি

হচ্ছে বিয়েতে।

গ্রাহাম। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম টাপি, আর বোধহয় তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না। গতকাল ক্লাবে সেইরকম কথাই তুমি যেন আমাকে বলেছিলে। তুমি বলেছিলে—তুমি শুনেছ—

আগস্টাস। না, না—সে কিছু নয়; তার কারণটা তিনি খুলে বলেছেন।

গ্রাহাম। আর সেই উইসবাদেন-এর ঘটনাটা?

আগস্টাস। সেটাও।

ডামবি। আর তাঁর আয়ের কথা, টাপি? সেটাও কি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন?

আগস্টাস। (খুব গম্ভীরভাবে) সেটা তিনি আগামীকাল ব্যাখ্যা করবেন।

(সিসিল গ্রাহাম মাঝখানের টেবিলের দিকে চলে গেলেন)

ডামবি। আজকালকার মেয়েদের বণিকবৃত্তিটা বড়ই ভয়ঙ্কর। অবশ্য আমাদের ঠাকুমারাও মিলমালিকদের গলায় বরমাল্য অর্পণ করতেন; কিন্তু তাঁদের নাতনিরা কেবল সেই সব ধনপতিদের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যারা তাদের নামমাহাত্ম্য প্রচার করার তহশীলদার হ'তে রাজি হয়।

আগস্টাস। তোমরা তাঁকে দুশ্চরিত্রা বলে সনাক্ত করতে চাও। কিন্তু তিনি তা নন।

গ্রাহাম। দুশ্চরিত্রা মহিলারা একজনের মাথায় কাঁঠাল ভাঙে, সৎ মহিলারা তিতিবিরক্ত করে একজনকে। দু'দলের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কেবল ওইটুকু।

আগস্টাস। (সিগার থেকে ধোঁয়া বার ক'রে) মিসেস এরলিনের ভবিষ্যৎ রয়েছে।

ডামবি। মিসেস এরলিনের অতীত রয়েছে।

আগস্টাস। যাঁদের অতীত রয়েছে সেই সব মহিলাদেরই আমি বেশী পছন্দ করি। তাদের সঙ্গে গল্প করতে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

গ্রাহাম। টাপি, ভদ্রমহিলার সঙ্গে রসাল গল্প করার অনেক সুযোগ পাবে তুমি। (উঠে তাঁর কাছে গেলেন)

আগস্টাস। তুমি বড় বিরক্তিকর হয়ে উঠছো বন্ধু, বড়ই বিরক্তিকর হয়ে উঠছো।

গ্রাহাম। (তাঁর কাঁধে হাত রেখে) শোন বন্ধু; তোমার চেহারাটাই কেবল তুমি হারাও নি; তোমার চরিত্রটাও হারিয়ে ফেলেছ। বর্তমানে, তোমার মেজাজটা নষ্ট করো না। ওইটাই তোমার একমাত্র সম্বল।

আগস্টাস। বন্ধু, সারা লণ্ডন শহরে আমি যদি সব চেয়ে ভাল মেজাজের মানুষ না হতাম······

গ্রাহাম। তাহলে আমরা তোমাকে আরও বেশী সম্ভ্রম জানাতাম। তাই না, টাপি? (অন্যদিকে সরে গেলেন)

ডামবি। আজকালকার যুবকেরা বড়ই অশ্লীল। কলপ-লাগানো চুলের ওপরে তাদের কোনরকম শ্রদ্ধা নেই। (লর্ড আগস্টাস চটে মুখ তুলে তাকান)

গ্রাহাম : মিসেস এরলিন আমাদের প্রিয় টাপিকে খুব শ্রদ্ধা করেন।

ডামবি। তাহলে বলতে হবে, তিনি মহিলা সমাজে সত্যিকারের একটি আদর্শ রেখেছেন। আজকাল, অধিকাংশ মহিলারাই যাঁরা তাদের স্বামী নয় এরকম পুরুষদের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করে তাকে নৃশংসতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

উইনডারমিয়ার। ডামবি, তুমি ভাঁড়ের মত কথা বলছ। আর সিসিল, তোমার কথার কোন মাত্রা খুঁজে পাচ্ছি নে। মিসেস এরলিনের কথা ছাড়। তাঁর সম্বন্ধে সত্যিই তোমরা কিছু জান না। তোমরা সব সময়েই তাঁর কুৎসা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ।

গ্রাহাম। (তাঁর দিকে এগিয়ে এসে) প্রিয় আর্থার; আমি কোন কুৎসা ছড়াই নে; ছড়াই গুজব।

উইনডারমিয়ার। দুটোর মধ্যে তফাৎটা কী?

গ্রাহাম। তা জান না? গুজব জিনিসটা সত্যিই বড় মনোরম। ইতিহাস তো ওই গুজবেরই কড়চা। আর কুৎসাও গুজব; তবে নীতির পাচন মেশানো। স্বভাবতই বস্তুটা তেতো হয়ে দাঁড়ায়। আমি কিন্তু কোনদিনই নীতি-বর্ষণ করি নে। যে পুরুষ নীতি-বর্ষণ করে সে ভণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়; যে-নারী নীতি বচন আওড়ায় সে সন্দেহাতীতভাবে সরল। যে মহিলার বিবেক ইংলণ্ডের চার্চের উপাসনাপদ্ধতির অনুশাসন মেনে চলে না তার মত ঘৃণ্য মহিলা সারা বিশ্বে আর নেই। আর একথা বলতে আমি খুশিই হই যে ব্যাপারটা সব মহিলাই জানে।

আগস্টাস। আমাকে আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলো না বন্ধু।

গ্রাহাম। তোমার কথা শুনে দুঃখিত হলাম, টাপি। যখনই লোকে আমার বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েছে তখনই মনে হয়েছে আমি যা করেছি তা ভুল।

আগস্টাস। বাছা, আমি যখন তোমার মত ছিলাম···

গ্রাহাম। কিন্তু তুমি তা কোনদিনই ছিলে না টাপি ; কোনদিন হবেও না। (সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে)। এস ডারলিঙটন—আমরা একটু তাস খেলি। আর্থার তুমি খেলবে না ?

উইনডারমিয়ার। না, সিসিল, ধন্যবাদ।

ডামবি। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হায় ভগবান। বিয়ে যে মানুষকে কতটা নষ্ট করে ফেলে তুমিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সিগারেটের মত বিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। তবে বিয়েটা সিগারেটের চেয়ে অনেক বেশী খরচার ব্যাপার।

গ্রাহাম। তুমি নিশ্চয় খেলবে, টাপি ?

আগস্টাস। (টেবিলের ওপরে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে তার সঙ্গে কিছুটা সোডা মিশিয়ে) না বাছা, মিসেস এরলিনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—কোনদিন আমি তাস খেলবো না, মদ খাব না।

গ্রাহাম। শোন টাপি, ভুল করেও কোনদিন ধর্মের বিপথে পরিচালিত হয়ো না। সংশোধনবাদের পাল্লায় একবার যদি পড়েছ তাহলে একেবারে গোল্লায় যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না তোমার। মহিলাদের এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ প্রবৃত্তি। তারা সব সময় চায় মানুষ ভাল হোক। অথচ ভালমানুষের সঙ্গে দেখা হলে তারা কিন্তু তাদের মোটেই ভালবাসে না। তারা আসলে চায় আমরা অসৎ হই . এমন অসৎ যে ভাল হওয়া একেবারে অসম্ভব . এইরকম পুরুষকেই তারা সত্যিকার ভাল বলেই মনে করে যদিও সে সবাইকে আকর্ষণ করতে পারে না।

ডারলিঙটন। (যে টেবিলের পাশে বসে এতক্ষণ তিনি লিখছিলেন সেখান থেকে উঠে) তারা সব সময়েই মনে করে আমরা খারাপ চরিত্রের।

ডামবি। আমরা যে খারাপ সেকথা আমি মনে করি নে। আমার ধারণা একমাত্র টাপি ছাড়া আমরা সকলেই ভাল।

ডারলিঙটন। না, না। আমরা সকলেই নরকের অধিবাসী। তবে আমাদের কেউ-কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। (মাঝখানে টেবিলের পাশে বসে।)

ডামবি। কী বলছ হে ? সত্যি বলছি, তোমাকে আজ রাত্রিতে বড় রোমান্টিক দেখাচ্ছে, ডারলিঙটন।

গ্রাহাম। যে মানুষটিকে আমি ভালবাসি সে মুক্ত বিহঙ্গী নয় অন্তত, তাই সে

মনে করে। (কথা বলতে-বলতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তিনি উইনডারমিয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকেন।)

গ্রাহাম। তোমার প্রেমিকা তাহলে বিবাহিতা! সত্যিকথা বলতে কি বিবাহিতা মহিলার আনুগত্যের মত এ-দুনিয়ায় আর কিছুই নেই। এ যে কী জিনিস বিবাহিত পুরুষরা তার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

ডারলিংটন। হায়রে হায়! মেয়েটি কিন্তু আমাকে ভালবাসে না। সত্যিকার সৎ মহিলা বলতে যা বোঝায় সে তা-ই। তার মত সৎচরিত্রের মহিলা জীবনে আমি আর একটিও দেখিনি।

গ্রাহাম। অন্য কথায়, জীবনে তুমি একটি সৎ মহিলাই দেখেছ; আর সেটি হচ্ছে এই মেয়েটি?

ডারলিংটন। অবিকল।

গ্রাহাম। (সিগারেট ধরিয়ে) তাহলে তুমি সৌভাগ্যবান পুরুষ! আমি কিন্তু অনেক-অনেক সৎ মহিলার দেখা পেয়েছি। অথবা, সৎ মহিলা ছাড়া অন্য কোন মহিলা আমার চোখে পড়ে নি। পৃথিবীটা সৎ মহিলাতে একেবারে গিজ গিজ করছে। তাদের জানার মধ্যে কোনরকম বিশেষত্ব নেই। ও-শিক্ষাটা হল মধ্যবিত্তের শিক্ষা।

ডারলিংটন। এই মহিলাটির হৃদয় কেবল পবিত্রই নয়, একেবারে নিষ্পাপ। আমাদের মত পুরুষরা যা হারিয়েছে সেসব এর হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে।

গ্রাহাম। আচ্ছা বন্ধু বলতে পার, কোন্ দুঃখে পুরুষেরা পবিত্র আর নিষ্পাপ মেয়ে খোঁজার জন্যে পৃথিবী তছনছ করে বেড়াবে? ওর চেয়ে সুন্দর একটা বাটন হোলের দাম অনেক বেশী।

ডামবি মেয়েটি তাহলে যথার্থই তোমাকে ভালবাসে না?

ডারলিংটন। না। বাসে না।

ডামবি। বন্ধু, তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাই। এ পৃথিবীতে মানুষের ট্র্যাজিডি হচ্ছে দুটো: একটি হচ্ছে, যা চাই তা না পাওয়া; আর একটি হচ্ছে, যা চাই তা-ই পাওয়া। দ্বিতীয়টি দুটির মধ্যে বেশী খারাপ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সত্যিকারের ট্র্যাজিডি। কিন্তু মেয়েটি যে তোমাকে ভালবাসে না এটা শুনতে আমার ভালই লাগছে। আচ্ছা সিসিল, যে মহিলা তোমাকে ভালবাসে না তাকে তুমি কদ্দিন ভালবাসতে পার?

গ্রাহাম। যে মহিলা আমাকে ভালবাসে না? কেন, সারাজীবন।

ডামবি। আমিও তাই। কিন্তু এইরকম একটি মহিলা খুঁজে বার করা বড় কষ্টকর।

ডারলিঙটন। ডামবি, তুমি এত উন্নাসিকের মত কথা বলছ কী করে?

ডামবি। উন্নাসিকতা দেখানোর জন্যে আমি একথা বলি নি, বলেছি অনুশোচনা দেখানোর জন্যে। আমাকে সবাই পাগলের মত ভালবেসেছে—উচ্ছ্বসিতভাবে প্রীতি আর প্রণয় জানিয়েছে আমাকে। তার জন্যে আমি দুঃখিত। মেয়েদের দিক থেকে ব্যাপারটা কদর্য ছাড়া আর কিছু নয়। মাঝে-মাঝে নিজেকে নিয়ে কিছুটা সময় কাটানোর সুযোগ তাদের দেওয়া উচিৎ ছিল আমাকে।

আগস্টাস। (চারপাশে তাকিয়ে) মনে হচ্ছে, অনেক দেরিতেই এই জ্ঞানটা তোমার হয়েছে?

ডামবি। না। যা শিখেছি তার সবটুকু ভুলে যাওয়ার সময় এসেছে। প্রিয় টাপি, এই ভুলে যাওয়াটাই হচ্ছে জীবনে অনেক বেশী মূল্যবান। (লর্ড আগস্টাস অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ারে নড়াচড়া করলেন।)

ডারলিঙটন। কী ধরনের সিনিক হে তোমরা!

গ্রাহাম। (চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে বসে) কাকে তোমরা সিনিক বল?

ডারলিঙটন। যে সব জিনিসের বাজার দর জানে, অথচ যার মূল্যবোধ এতটুকু নেই।

গ্রাহাম। প্রিয় ডারলিঙটন, কাকে সেণ্টিমেণ্টালিস্ট বলে তা কি তুমি জান? তাকেই আমরা সেণ্টিমেণ্টালিস্ট বলি যার কাছে সব জিনিসেরই একটা হাস্যকর মূল্যবোধ রয়েছে, অথচ যে একটি জিনিসেরও বাজার দর জানে না।

ডারলিঙটন। তোমার কথা শুনতে আমার বেশ মজা লাগে, গ্রাহাম। তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি অতীব বিজ্ঞ।

গ্রাহাম। (ফায়ার প্লেসের সামনে গিয়ে) আমি তা-ই।

ডারলিঙটন। তুমি একটি শিশু।

গ্রাহাম। এইখানেই ভুল করলে তুমি। অভিজ্ঞতা হল জীবনের একটা প্রবৃত্তি। আমার তা রয়েছে। টাপির নেই। টাপি যেসব ভুল করে সেগুলিকেই সে অভিজ্ঞতা নাম দিয়ে বাজারে চালায়। আমাদের মধ্যে তফাৎ এই। (লর্ড আগস্টাস বিরক্ত হয়ে চারপাশে তাকান।)

ডামবি। নিজেদের ভুলগুলোকেই মানুষে অভিজ্ঞতা বলে চালায়।

গ্রাহাম। (ফায়ার প্লেসের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে) মানুষের ভুল করা উচিৎ নয়। (সোফার ওপরে লেডী উইনডারমিয়ারের পাখাটা দেখতে পান)

ডামবি। ভুল ছাড়া জীবন নীরস।

গ্রাহাম। ডারলিঙটন, তুমি অবশ্য যে মেয়েটিকে ভালবাস সে ছাড়া আর কারও প্রতি আসক্ত নও—অর্থাৎ এই সৎ মহিলাটি ছাড়া?

ডারলিঙটন। সিসিল গ্রাহাম, কোন ছেলে সত্যিই যদি কোন মেয়েকে ভালবাসে তাহলে পৃথিবীর আর সব মেয়েরাই তার কাছে অসার বলে মনে হবে। প্রেম আমার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে, আমি আজ অন্য মানুষ।

গ্রাহাম। তোওবা, তোওবা! ভারি মজার কথা তো! টাপি, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা রয়েছে। (লর্ড আগস্টাস তাঁর কথায় কান দেন না।)

ডামবি। টাপির সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে কোন লাভ নেই। ওর সঙ্গে কথা বলাও যা দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলাও তাই—একই জিনিস।

গ্রাহাম। কিন্তু দেওয়ালের সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই। বিশ্বের মধ্যে এটাই একমাত্র বস্তু যা আমার কথার প্রতিবাদ করে না। টাপি!

আগস্টাস। কী ব্যাপার বলত? কী কথা (উঠে সিসিল গ্রাহামের দিকে গিয়ে)।

গ্রাহাম। এখানে এস। বিশেষ করে তোমার সঙ্গেই আমি কথা বলতে চাই। (কানে-কানে) এতক্ষণ ডারলিঙটন তো খুব নীতিবচন আওড়াচ্ছিল, লম্বা-লম্বা বক্তৃতা দিচ্ছিল প্রেমের শুচিতার ওপরে। এতক্ষণ ধরে তারই ঘরে একটি মহিলা বসেছিল।

আগস্টাস। সত্যি! বল কী হে!!

গ্রাহাম। (নিচু গলায়) আলবাৎ! এই দেখ তার পাখা। (পাখাটার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।)

আগস্টাস। (রসিকতার সঙ্গে) সাবাস! সাবাস!

উইনডারমিয়ার। (দরজার সামনে দাঁড়িয়ে) লর্ড ডারলিঙটন, এবারে সত্যি সত্যিই আমি চললাম। তুমি এত তাড়াতাড়ি ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছ জেনে দুঃখিত হলাম। ফিরে এলে আমাদের সঙ্গে দেখা করো। আমি আর আমার স্ত্রী—দুজনেই আমরা খুব খুশি হব।

ডারলিঙটন। (লর্ড উইনডারমিয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে) সম্ভবত অনেকদিনই আমাকে ইংলণ্ডের বাইরে থাকতে হবে। শুভরাত্রি।

গ্রাহাম। আর্থার।

উইনডারমিয়ার। কী ব্যাপার?

গ্রাহাম। তোমার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। না, না। এস।

উইনডারমিয়ার। (কোটটা গায়ে চড়িয়ে) আমার সময় নেই। আমি চললাম।

গ্রাহাম: কথাটা বিশেষ ধরনের। শুনতে চাইবে তুমি।

উইনডারমিয়ার। (হেসে) তোমার বিশেষ কথা তো?

গ্রাহাম। তা নয়; মোটেই সেধরনের নয়।

আগস্টাস। (তার কাছে গিয়ে) প্রিয় বন্ধু, আরও একটু অপেক্ষা করে যাও। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা রয়েছে। আর সিসিল-ও কিছু দেখাবে তোমায়।

উইনডারমিয়ার। (ঘুরে) কী বলবে বল।

গ্রাহাম। ডারলিংটনের ঘরে একটি মহিলা রয়েছেন। এই তাঁর পাখা দেখ। বেশ মজার, তাই না? (বিরতি)

উইনডারমিয়ার। আরে একী! (পাখাটা তুলে নেন। ডামবি উঠে পড়েন)

গ্রাহাম। কী হল তোমার?

উইনডারমিয়ার। লর্ড ডারলিংটন!

ডারলিংটন। (ঘুরে) কিছু বলছ?

উইনডারমিয়ার। আমার স্ত্রীর পাখা তোমার ঘরে কেন? হাত সরাও, সিসিল, আমাকে ছুঁয়ো না।

ডারলিংটন। তোমার স্ত্রীর পাখা?

উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ; এইত।

ডারলিংটন। (তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে) জানি না তো।

উইনডারমিয়ার। নিশ্চয় জান। আমি এর কৈফিয়ৎ চাই। (সিসিল গ্রাহামকে লক্ষ্য করে) আমার হাত ছাড়, মূর্খ কোথাকার।

ডারলিংটন। (নিজের মনে) তাহলে শেষ পর্যন্ত সে এসেছে!

উইনডারমিয়ার। চুপ করে আছ কেন? জবাব দাও। আমার স্ত্রীর পাখা এখানে কেন? জবাব দাও। ভগবানের দিব্যি! আমি তোমার সব ঘর খুঁজবো। যদি সে এখানে থাকে তাহলে···(ভেতরের দিকে এগোন।)

ডারলিংটন। আমার ঘরে তুমি ঢুকবে না। ঘরে ঢোকার কোন অধিকার

তোমার নেই। আমি তোমাকে নিষেধ করছি।

উইনডারমিয়ার। স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার! প্রতিটি ঘর না খুঁজে আমি এখান থেকে বেরুচ্ছি না। ওই পর্দার পেছনে কী যেন নড়ছে না! (পর্দার দিকে দৌড়ে যান।)

মি. এরলিন। (ডান দিক থেকে বেরিয়ে আসেন) লর্ড উইনডারমিয়ার!

উইনডারমিয়ার। মিসেস এরলিন!

(সবাই চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ান। সেই সুযোগে পর্দার পেছন দিয়ে পর্দার ভেতর থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকের ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যান)

মি. এরলিন। আজ রাত্রিতে তোমার বাড়ী থেকে বেরোনোর সময় সম্ভবত আমার পাখা ভেবে তোমার স্ত্রীর পাখাটা নিয়ে এসেছিলাম। আমি খুব দুঃখিত। (তাঁর হাত থেকে পাখাটা নেন। লর্ড উইনডারমিয়ার তাঁর দিকে ঘৃণার সঙ্গে তাকান। কিছুটা রেগে আর কিছুটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন লর্ড ডারলিংটন। আগস্টাস সেখান থেকে সরে আসেন। অন্য সবাই নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেন।)

যবনিকা

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য :—প্রথম অঙ্কের মত

লে. উইনডারমিয়ার। (সোফায় শুয়ে) কী ক'রে তাকে বলব? আমি তাকে বলতে পারব না। বলতে গেলে মারা যাব। সেই ভয়ঙ্কর ঘর থেকে পালিয়ে আসার পরে কী হল? ওরা সব কী করল? সম্ভবত তাঁর সেখানে যাওয়ার আসল কারণটা মিসেস এরলিন সবাইকে বলেছেন—আর সেই মারাত্মক পাখাটা সেখানে গেল কেন—সেকথাটাও এতক্ষণে সবাই জেনে গিয়েছে। ওঃ, আর্থারের কানে যদি কথাটা গিয়ে থাকে? তাহলে, তার দিকে মুখ তুলে আমি তাকাবো কেমন করে? সে আমাকে কোনদিনই ক্ষমা করবে না। (বেলের বোতামে চাপ দিলেন) নিজের সম্বন্ধে মানুষের ধারণাটা কতখানি শক্ত! সে ভাবে লোভ, পাপ, আর মূর্খতার সীমানার বাইরে তার জীবন। তারপরেই

একদিন তার সব মোহ ভেঙে যায়। কী ভয়ঙ্কর এই জীবন! এ-ই আমাদের চালায়; আমরা জীবনকে পরিচালিত করি নে।

(ডানদিক দিয়ে রোজালি এসে ঢুকলেন)

রোজালি। আমাকে ডাকছিলেন?

লে. উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ। কাল রাত্রিতে লর্ড উইনডারমিয়ার কখন বাড়ী ফিরেছিলেন জান?

রোজালি। ভোর পাঁচটা পর্যন্ত তিনি আসেন নি।

লে. উইনডারমিয়ার। ভোর পাঁচটা। সকালে আমার ঘরের দরজায় তিনি টোকা দিয়েছিলেন, তাই না?

রোজালি। দিয়েছিলেন—বেলা সাড়ে নটার সময়। আমি তাঁকে বললাম আপনি এখনও জাগেন নি?

লে. উইনডারমিয়ার; তিনি কিছু বললেন?

রোজালি। কী যেন বলছিলেন—ওই আপনার পাখার কথা। আপনার পাখাটি কি হারিয়ে গিয়েছে? আমি তো দেখি নি; পার্কারও কোন ঘরে দেখতে পায় নি। সব ঘরেই সে খুঁজেছে; এমন কি বারান্দাতেও।

লে. উইনডারমিয়ার। ঠিক আছে। পার্কারকে ও নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করতে বলো না। (রোজালি বেরিয়ে গেল)

(উঠে) নিশ্চয় মহিলাটি তাকে সব কথা বলেছে। আমি জানি মানুষ অনেক সময় অনেক বড়-বড় কাজ করে—মুহূর্তের উত্তেজনায় অথবা হঠকারিতায় অনেক মহৎ কাজ মানুষকে করতে দেখা যায়—অনেক সময় নিজের ক্ষতি করেও; কিন্তু তার পরেই তার মনে হয় একটু সুনাম অর্জনের জন্যে যে দাম তাকে দিতে হল তার মূল্য অনেক বেশী। একদিকে তাঁর ধ্বংস, অন্যদিকে আমার ধ্বংস। এর মধ্যে কোন্‌টা তাঁর করা উচিৎ সেবিষয়ে তাঁর মনে কোন রকম দ্বিধা থাকবে কেন? কী আশ্চর্য! আমার নিজের বাড়ীতে সুযোগ পেলে সকলের সামনেই তাঁকে অপমান করতাম; আর সেই তিনি অপরের বাড়ীতে আমাকে বাঁচানোর জন্যে প্রকাশ্যে অপবাদ নিজের মাথায় নিলেন তুলে। প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একটা তিক্ত ব্যঙ্গ রয়েছে—যেভাবে আমরা সৎ আর অসৎ মহিলাদের কথা বলি তার ভেতরেও রয়েছে একটা হাস্যকর তিক্ততা। কী শিক্ষাই না পেলাম। আর সব চেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে অভিজ্ঞতা যখন আমরা সঞ্চয় করি তখন সেই অভিজ্ঞতা আমাদের খুব বেশী একটা কাজে লাগে না। কারণ তিনি

যদি তাকে কিছু বলেও না থাকেন, আমি নিশ্চয় তাকে সব খুলে বলব। কী লজ্জা, কী লজ্জা! এই কথা বলার অর্থই হচ্ছে সেই নক্কারজনক পরিস্থিতির মধ্যে আমার নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া; জীবনের প্রথম ট্র্যাজিডি হচ্ছে কাজ; দ্বিতীয় ট্র্যাজিডি কথা। বোধ হয় কথা হচ্ছে কাজের চেয়ে নিকৃষ্ট। কথা হচ্ছে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন···ওঃ— (লর্ড উইনডারমিয়ারকে ঘরে ঢুকতে দেখে চমকে ওঠেন)

ল. উইনডারমিয়ার। (তাঁকে চুম্বন করে) মার্গারেট, তোমাকে বড় বিবর্ণ দেখাচ্ছে!

লে. উইনডারমিয়ার। কাল আমার ঘুমটা ভাল হয় নি।

ল, উইনডারমিয়ার। (তাঁর পাশে সোফায় বসে) আমি খুব দুঃখিত। আমি অনেক দেরিতে কাল ফিরেছি; তোমার আর ঘুম ভাঙাতে চাই নি। তুমি কাঁদছ?

লে. উইনডারমিয়ার: হ্যাঁ কাঁদছি; তোমাকে আমার কিছু বলার রয়েছে আর্থার।

ল. উইনডারমিয়ার। তোমার শরীর বেশ ভাল নেই, মার্গারেট। বড় বেশী খাটুনি যাচ্ছে তোমার। চল, আমরা শহরের বাইরে গ্রামের দিকে চলে যাই। সেলবিতে তোমার স্বাস্থ্য ভালই থাকবে। নাচগানের আসর তো প্রায় সব শেষই হয়ে গেল। আর এখানে পড়ে থেকে লাভ নেই। বেচারা! তোমার ইচ্ছে হলে, আজই আমরা চলে যেতে পারি। (উঠলেন) তিনটে চল্লিশ অনায়াসেই ধরতে পারব আমরা। ফ্যানেনকে আমি তার পাঠিয়ে দেব। (টেবিলের ধারে গিয়ে বসেন; তারপরে তার লেখার তোড়জোড় করেন।)

লে. উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ; সেই ভাল। আজকেই আমরা চলে যাব। না, না। আজ আমি যেতে পারব না আর্থার। বিশেষ একজনের সঙ্গে দেখা না করে আমি শহরের বাইরে যেতে পারব না—এমন একজন যিনি আমাকে দয়া দেখিয়েছেন।

ল. উইনডারমিয়ার। (উঠে, সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে) তোমাকে দয়া?

লে. উইনডারমিয়ার। তার চেয়েও বেশী। (উঠে তার কাছে গিয়ে)। আমি তোমাকে সব বলব আর্থার; তুমি শুধু আমাকে ভালবাস—ঠিক যেমন বাসতে।

ল. উইনডারমিয়ার। "ঠিক যেমন বাসতে"। যে চরিত্রহীন মেয়েটা কাল রাত্রিতে এখানে এসেছিল তুমি নিশ্চয় তার কথা বলছ না? (ঘুরে এসে তাঁর পাশে বসে) এখনও নিশ্চয় তুমি ভাবছো না;—না, না, তা

তুমি ভাবতে পার না।

লে. উইনডারমিয়ার। না; তা আমি ভাবছি না। ভুল ক'রে আমি যে বোকার মত কাজ করেছিলাম তা আমি জানি।

ল. উইনডারমিয়ার। গত রাত্রিতে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বদান্যতারই পরিচয় দিয়েছিলে তুমি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর কখনও তোমার দেখা হবে না।

লে. উইনডারমিয়ার। একথা বলছ কেন? (বিরতি)

ল. উইনডারমিয়ার। (তাঁর হাত ধরে) মার্গারেট, আমার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল যে মিসেস এরলিন যত অন্যায় করেছেন তার অনেক বেশী অন্যায় সমাজ তাঁর ওপরে করেছে। ভেবেছিলাম, এখন তিনি সৎ হ'তে চান; মুহূর্তের মূর্খতায় যে সমাজ থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন সেই সমাজে সসম্মানে আবার তিনি ফিরে আসতে চান,—এইটাই আমার মনে হয়েছিল। তাঁর কথা আমি বিশ্বাস করেছিলেম। কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল। মেয়েটা খারাপ চরিত্রের, মানে, এত খারাপ তা আমি বুঝতে পারি নি।

লে. উইনডারমিয়ার। আর্থার, আর্থার, কোন মহিলার সম্বন্ধেই ও রকম তিক্ত ভাষায় কথা বলো না। দুটো ভিন্ন জাত অথবা সৃষ্টির মত, মানুষকে 'ভাল' আর 'মন্দ' এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা উচিৎ নয় বলেই মনে হয় আমার। যাদের আমরা সৎ মহিলা বলে চিহ্নিত করি তাদের মধ্যেই কত উন্মাদ হঠকারিতা, জিদ, হিংসা আর পাপ। অসৎ মহিলা বলতে আমরা যাদের বলি তাদের জীবনে দুঃখ থাকতে পারে, থাকতে পারে অন্যায় কাজের জন্যে অনুতাপ, থাকতে পারে দাক্ষিণ্য আর আত্মদান। এবং আমি মনে করি নি যে মিসেস এরলিন খারাপ চরিত্রের মহিলা নন—আমি জানি ও জাতের মহিলাই তিনি নন।

ল. উইনডারমিয়ার। প্রিয়তমে, ওই মহিলাটির কথা আর বলো না। সে আমাদের যত ক্ষতি করার ব্যবস্থাই করুক না কেন তোমার সঙ্গে আর কখনও তার দেখা হবে না। সব জায়গাতেই তার প্রবেশ নিষিদ্ধ।

লে. উইনডারমিয়ার। কিন্তু আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি এখানে আসুন তাই চাই আমি।

ল. উইনডারমিয়ার। উঁহু! কখনো না।

লে. উইনডারমিয়ার। তোমার অতিথি হয়ে একবার তিনি এবাড়ীতে এসে-ছিলেন। এবার আসবেন আমার অতিথি হয়ে। সেইটাই সব দিক থেকে ভাল দেখাবে।

ল. উইনডারমিয়ার। আর কখনও সে এই বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াবে না।

লে. উইনডারমিয়ার। (উঠে) বড় দেরি হয়ে গিয়েছে, আর্থার। ওকথা বলার সময় আর নেই। (অন্যদিকে চলে গেলেন)

ল. উইনডারমিয়ার। (উঠে) গত রাত্রিতে এখান থেকে বেরিয়ে সটান তিনি কোথায় গিয়েছিলেন তা যদি তুমি জানতে, তাহলে তার সঙ্গে একই ঘরে তুমি বসতে চাইতে না। তার গোটা চাল-চলনটাই লজ্জাকর।

লে. উইনডারমিযার। আর্থার, আর আমি সহ্য করতে পারছি নে। তোমাকে বলতেই হবে। গত রাত্রিতে··· (ট্রে হাতে নিয়ে পার্কার এসে ঢুবলো। ট্রের ওপরে লেডী উইনডারমিয়ারের পাখা আর একটা কার্ড)

পার্কার। মিসেস এরলিন আপনার পাখাটা ফিরিয়ে দেওযার জন্যে এসেছেন, মেমসাহেব। গত রাত্রিতে ওটা তিনি ভুল করে এখান থেকে নিয়ে গিযেছিলেন।

লে. উইনডারমিয়ার। ওঃ, তাঁকে আসতে বল, আসতে বল। (চিঠিটা পড়ে) বলো, তিনি এখানে এলেই আমি খুশি হব। (পার্কার বেরিয়ে গেল) ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, আর্থার।

ল. উইনডারমিয়ার। (কার্ডটা তুলে তাকিয়ে রইলেন) মার্গারেট, আমার অনুরোধ তাকে এখানে আসতে বলো না। নিদেনপক্ষে আমার সঙ্গে প্রথমে তাকে একবার দেখা করতে দাও। বড় বিপজ্জনক মহিলা। এতখানি বিপজ্জনক মহিলা আর কখনও আমার চোখে পড়ে নি। কী করতে যাচ্ছ তা তুমি ভাবতে পারছ না।

লে. উইনডারমিয়ার। দেখা করাটাই উচিৎ হবে আমার।

ল. উইনডারমিয়ার। প্রিয়তমে, বিরাট কোন একটা দুঃখের শেষ ধাপের দিকে হয়ত তুমি এগিয়ে চলেছ। সেই দুঃখের সঙ্গে মিতালি করার চেষ্টা করো না। তোমার সঙ্গে দেখা হওবার আগে আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়াটা একান্ত প্রয়োজনীয়।

লে. উইনডারমিয়ার। কেন বলত ?

(পার্কার ঢুকলো)

পার্কার। মিসেস এরলিন। (মিসেস এরলিন ঢুকলেন; বেরিয়ে গেল পার্কার)

মি. এরলিন। লেডী উইনডারমিয়ার, কেমন আছ ? (লর্ড উইনডারমিয়ারকে) তোমার শরীর ভাল তো ? লেডী উইনডারমিয়ার, তোমার পাখাটা নিয়ে যে কেলেঙ্কারি হল তার জন্যে আমি দুঃখিত। ওই রকম ভুল

কী করে যে করলাম তা আমার মাথাতেই ঢুকছে না। খুব অন্যায় হয়েছে। আমি এই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম এই সুযোগে তোমার পাখাটা ফিরিয়ে দিই ; সেই সঙ্গে ভুলের জন্যে ক্ষমাটাও চেয়ে নিই ; আর অমনি বিদায় নিয়ে যাই।

লে. উইনডারমিয়ার। বিদায় ? (মিসেস এরলিনকে নিয়ে সোফার দিকে এগিয়ে যান ; তারপরে পাশাপাশি বসে) মিসেস এরলিন, আপনি কি তাহলে চলে যাচ্ছেন ?

মি. এরলিন। হ্যাঁ। আবার আমি বাইরে চলে যাচ্ছি। ইংলণ্ডের আবহাওয়াটা আমার বেশ সহ্য হচ্ছে না। আমার হার্টের ওপরে চাপ দিচ্ছে। এটাই ভাল লাগছে না আমার। বাস করার জন্যে দক্ষিণটাই আমার স্বাস্থ্যের অনুকূল হ'বে। লর্ড উইনডারমিয়ার, ব্যাঙ আর গম্ভীর প্রকৃতির মানুষে লণ্ডন শহরটা গিজগিজ করছে। ব্যাঙেরাই মানুষের এই গম্ভীর প্রকৃতির জন্য দায়ী, অথবা, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষরাই এত ব্যাঙের জন্ম দিয়েছে—তা আমার জানা নেই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই আমার স্নায়ুর ওপরে বড চাপ দিচ্ছে। আর সেই জন্যেই আজ বিকেলের ক্লাব ট্রেনে আমি এখান ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

লে. উইনডারমিয়ার : আজ বিকেলে ? কিন্তু ভেবেছিলেম আপনি এখানে আসবেন, আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমার।

মি. এরলিন। তোমার এই বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।

লে. উইনডারমিয়ার : মিসেস এরলিন, আর কি আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না ?

মি, এরলিন। সম্ভবত, না। আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে ব্যবধান অনেক। কিন্তু একটা খুব ছোট কাজ ইচ্ছে হলে আমার জন্য তুমি করতে পার। তোমার একটা ফটোগ্রাফ আমার দরকার। দেবে ? পেলে খুব খুশি হব আমি।

লে. উইনডারমিয়ার। খুব আনন্দের সঙ্গে। টেবিলের ওপরে একটা পড়ে রয়েছে। আপনাকে দেখাচ্ছি। (টেবিলের দিকে এগিয়ে যান)

ল. উইনডারমিয়ার (মিসেস এরলিনের কাছে এসে, খুব নিচু গলায়) গত রাত্রিতে আপনি যা করেছেন তারপরে এখানে আসাটা মারাত্মক রকমের অপরাধ হয়েছে আপনার।

মি. এরলিন। (কৌতুকমিশ্রিত হাসি হেসে) লর্ড উইনডারমিয়ার, আগে ভব্যতা, তারপরে নীতির কথা।

লে. উইনডারমিয়ার। (ফিরে এসে) ফটোগ্রাফ চাওয়ায় আমি বেশ গর্ব অনুভব করছি—যদিও আমি জানি এটা এমন কিছু একটা সুন্দর নয়।

(ফটোগ্রাফ দেখালেন)

মি. এরলিন। অনেক সুন্দরী তুমি। কিন্তু বাচ্চাটার সঙ্গে জোড়া ফটো তোমার নেই?

লে. উইনডারমিয়ার। রয়েছে। ওরই একটা আপনার চাই?

মি. এরলিন। চাই।

লে. উইনডারমিয়ার। ওটা ওপরে রয়েছে। এনে দিচ্ছি।

মি. এরলিন। তোমাকে খাটাতে বড কষ্ট হচ্ছে আমার।

লে, উইনডারমিয়ার। (দরজার দিকে এগোতে-এগোতে) না, না। কষ্ট কিছু নয়।

মি. এরলিন। ধন্যবাদ। (বেরিয়ে গেলেন লেডী উইনডারমিয়ার) উইনডারমিয়ার, মনে হচ্ছে আজ সকালে তোমার মেজাজ বেশ ভাল নেই। কেন বলত? মার্গারেট আর আমি—আমাদের দুজনের মধ্যে তো কোন বিরোধ নেই বর্তমানে।

ল. উইনডারমিয়ার। ওর কাছে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন এ-দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারছি নে। তা ছাড়া আপনি আমাকে সত্যি কথাটা এখনও বলেন নি।

মি. এরলিন। তুমি বলতে চাও—ওকে বলি নি?

ল. উইনডারমিয়ার। মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় বললে বোধ হয় ভালই হোত। ছ'টি মাস ধরে যে দুঃখ, আশঙ্কা, আর বিরক্তির মধ্যে দিয়ে আমাকে কাটাতে হয়েছে সোজা কথাটা সহজভাবে বলে দিলে হয়ত সেগুলি থেকে রেহাই পেতাম আমি। কিন্তু তা পাই নি। আমার স্ত্রী জানে, মানে তা-ই তাকে শেখানো হয়েছিল, যে তার মা মারা গিয়েছেন; সে জানে না—তার সেই মা মারা যান নি, বেঁচে রয়েছেন; কিন্তু তিনি স্বামী পরিত্যক্তা, নাম ভাঁড়িয়ে ঘুরে বেড়ান তিনি—নষ্ট চরিত্রের মহিলা—অপরের জীবন নষ্ট করার জন্য সব সময় সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, ভেবেছিলাম এই সব তথ্য জানার চেয়ে বরং সব কিছুই গোপন থাক তার কাছে; আর সেই জন্যেই আপনাকে আমি অর্থ দিয়েছিলেম, কেবল অর্থ দেওয়া নয়, আপনার পেছনে অমিতব্যয়ীর মত

খরচ করেছি ; আপনাকে খুশি করার জন্যে গত রাত্রিতে এ বাড়ীতে আপনাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আমার সম্ভ্রমকে বিপর্যস্ত করেছি ; আর সেই জন্যেই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করতে হয়েছে আমাকে—বিবেচনা করুন, বিবাহিত জীবনে সেই আমাদের প্রথম ঝগড়া। আমার কাছে এর অর্থ কী তা আপনি জানেন না। কী করে জানবেন ? কিন্তু একথা আপনাকে বলতে আমি বাধ্য যে তার সেই মিষ্টি ঠোঁট দুটির ভেতর থেকে সেই প্রথম তিক্ত কথাগুলি বেরিয়ে এসেছিল ; আর সেগুলি আপনারই জন্যে। তার পাশে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘৃণা হচ্ছে আমার। নিরপরাধ তার মনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন আপনি। তারপরেও আমি ভেবেছিলেম যে হাজার দোষ থাকা সত্ত্বেও আপনি আমার কাছে কিছু গোপন করবেন না। কথায় আর কাজে কোন ফারাক থাকবে না। সেদিক থেকেও আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল হয়েছে।

মি. এরলিন। একথা বলছ কেন ?

ল. উইনডারমিয়ার। আমার স্ত্রীর জন্মদিনে নাচের আসরে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে আপনি আমাকে বাধ্য করেছিলেন।

মি. এরলিন। আমার মেয়ের জন্মদিনে—হ্যাঁ, হ্যাঁ ; ঠিক কথা।

উইনডারমিয়ার। আপনি এসেছিলেন ; এবং এই বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে আর এক জনের ঘরে দেখা গেল। সকলের সামনে আপনি অপদস্থ হলেন।

মি. এরলিন। ঠিক কথা।

উইনডারমিয়ার। (তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে) সেই জন্যে আপনি যা তা-ই ব'লে আপনাকে ভাবার অধিকার আমার রয়েছে—অর্থাৎ, আপনি একটি অপদার্থ, দুষ্ট চরিত্রের মহিলা। দ্বিতীয়বার আমার বাড়ীতে যাতে আপনি না আসেন—কোনদিন যাতে আমার স্ত্রীর মুখোমুখী না দাঁড়ান আপনাকে সেই কথাটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার অধিকার আমার রয়েছে।

মি. এরলিন। (বেশ বিরক্তির সঙ্গে) অর্থাৎ, আমার মেয়ের মুখোমুখী ?

উইনডারমিয়ার। তাকে মেয়ে বলে ডাকার কোন অধিকার আপনার নেই। খুব ছোট বয়সে যখন সে দোলনায় ঘুমোত সেই সময় তাকে আপনি পরিত্যাগ করে এসেছেন কিসের জন্যে ? সেই প্রেমিকা শেষ পর্যন্ত আপনাকে পরিত্যাগ করেছে।

মি. এরলিন। (উঠে) তুমি কি মনে কর আমাকে পরিত্যাগ ক'রে সে ভাল

কাজ করেছে ? অথবা, তার জন্যে প্রশংসা পাওয়ার কথা আমার ?

উইনডারমিয়ার। তাঁর—কারণ, এখন আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি।

মি. এরলিন। সাবধান, সাবধানে কথা বলাই তোমার পক্ষে ভাল।

উইনডারমিয়ার। আপনার সুবিধার জন্যে মুখ বন্ধ করতে আমি পারব না। আপনাকে আমি ভালভাবেই জেনেছি।

মি. এরলিন। (তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে) সেবিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।

উইনডারমিয়ার। আমার কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। জীবনের কুড়িটা বছর আপনি শিশুটিকে দূরে সরিয়ে রেখেই কাটিয়ে দিয়েছেন; তার কথা একবার চিন্তাও করেন নি। হঠাৎ একদিন কাগজে পড়লেন আপনার সেই অনাদৃতা পরিত্যক্তা মেয়ের ধনী পরিবারে বিয়ে হয়েছে। একটা ঘৃন্য সুযোগের পথ আপনার খুলে গেল। আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে আপনার মত নিকৃষ্ট চরিত্রের একটি মহিলা যে তার মা সেকথা যাতে সে জানতে না পারে তার জন্যে আমি সব সহ্য করতে পারব। ব্ল্যাকমেইলিঙ সুরু হয়ে গেল আপনার।

মি. এরলিন। (কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ক'রে) উইনডারমিয়ার, নোংরা কথা বলো না। কথাগুলো বড় অশ্লীল। কথাটা সত্যি যে সুযোগ একটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম, দেখতে পেয়ে তা গ্রহণ করেছিলাম আমি।

উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ। আপনি তা গ্রহণ করেছিলেন, আর প্রকাশ্যে নিজের আসল রূপটা প্রকাশ ক'রে সে-সুযোগ থেকে বঞ্চিতা হয়েছেন।

মি. এরলিন। (অদ্ভুতভাবে হেসে) ঠিকই বলেছ—সে-সুযোগ গত রাত্রিতেই আমি নষ্ট করেছি।

উইনডারমিয়ার। আর আমার স্ত্রীর পাখাটা নিয়ে ডারলিংটনের বাড়ীতে ফেলে এসে আপনি যে মারাত্মক অপরাধ করেছেন তাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পাচ্ছি নে। এই পাখাটার দিকে আর আমি তাকিয়ে থাকতে পারছি নে। আমার স্ত্রীকে এই পাখাটা আর আমি ব্যবহার করতে দেব না। আমার কাছে ওটা অপবিত্র হয়ে গিয়েছে। ওটা ফিরিয়ে দিতে না এসে নিজের কাছেই রেখে দিতে পারতেন।

মি. এরলিন। সে কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। (পাখাটার কাছে গিয়ে) খুব সুন্দর। (পাখাটাকে তুলে নেয়।) এটা আমাকে দিয়ে দিতে

মার্গারেটকে আমি অনুরোধ করব।

উইনডারমিয়ার: আমার বিশ্বাস আমার স্ত্রীর তাতে কোন আপত্তি হবে না।

মি. এরলিন: নিশ্চয়। আমারও তাই মনে হয়।

উইনডারমিয়ার। সেই সঙ্গে সে যদি আপনাকে ছোট একটা ফটোও দিয়ে দেয় তাহলে আমি খুশি হব। ফটোটা একটি নিষ্পাপ তরুণীর ছবি। কালো-কালো সুন্দর চুলে মাথাটা একেবারে বোঝাই। প্রতিদিন রাত্রিতে প্রার্থনা শেষ করে শুতে যাওয়ার সময় সে চুমু খায়।

মি. এরলিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ; মনে পড়েছে! মনে হচ্ছে কত দিন—কত দিন আগে। (সোফায় গিয়ে বসলেন)। আমার বিয়ের আগে ছবিটা তোলা হয়েছিল। উইনডারমিয়ার, সে-সময় ফ্যাশন ছিল মাথায় কালো চুল, আর মুখের চেহারা নিষ্পাপ করে রাখা। (বিরতি)

উইনডারমিয়ার। আজ সকালে এখানে এলেন কেন? আপনার উদ্দেশ্যটা কী? (বসলেন)

মি. এরলিন। (ব্যঙ্গের সঙ্গে) অবশ্য আমার মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার জন্যেই। (রাগে লর্ড উইনডারমিয়ার তাঁর নিচের ঠোঁটে কামড় দেন। মিসেস এরলিন তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর স্বর আর মেজাজটা বেশ সিরিয়াস বলে মনে হল। তাঁর কথা বলার ধরনে একটা গভীর বিষাদের সুর প্রকাশ পেল। মুহূর্তের জন্যে নিজেকে তিনি প্রকাশ করে দিলেন)। ভেব না আমার এই বিদায় দৃশ্যটিকে করুণ করে তোলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার রয়েছে। ভেব না, আমি আর কাঁধের ওপরে মাথা গুঁজে কাঁদবো; আমি সত্যিকার কে সেকথা তাকে বলব। ওই জাতীয় নাটকীয় কিছু করার বাসনা আমার নেই। মাতৃভূমিকায় অভিনয় করার মত কোন উচ্চাকাঙ্খা আমার নেই। মাতৃত্ব জিনিসটা কী জীবনে মাত্র একবার তা বোঝার সুযোগ আমার হয়েছে। সেটা হল গত রাত্রিতে। সেই অনুভূতিগুলি বড় তীব্র, বড় যন্ত্রণাদায়ক! তুমি ঠিকই বলেছ, দীর্ঘ কুড়িটি বছর আমি সন্তানহীনা ছিলাম। বাকি ক'টা দিন সেইভাবেই আমি কাটাতে চাই। (হালকা হাসি হেসে নিজের অনুভূতি-গুলিকে তিনি ঢাকার চেষ্টা করলেন)। তা ছাড়া, আরও একটা কথা রয়েছে। একটি বয়স্থা মেয়ের সামনে আমি মা সাজবো কেমন করে? মার্গারেটের বয়স একুশ। আমার বয়স যে উনতিরিশ বা তিরিশের বেশী সেকথা কোনদিনই আমি স্বীকার করি নি। উনতিরিশে গোলাপী আভা থাকে গালে; তিরিশে সেটা মুছে

যায়। সুতরাং বুঝতেই পারছ, মা বলে নিজেকে প্রচার করার কত অসুবিধে আমার রয়েছে? না। তা সম্ভব নয়। আমার দিক থেকে সে-অধ্যায় শেষ হয়েছে। মৃত আর নিষ্পাপ যে-মায়ের স্বপ্নে তোমার স্ত্রী মসগুল রয়েছে সেই স্বপ্নই তার থাক। তার সেই মিথ্যে স্বপ্নটাকে আমি ভেঙে দেব কেন? নিজের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। গত রাত্রিতে সেই রকম একটা স্বপ্নকে আমি নষ্ট করে ফেলেছি। ভেবেছিলাম হৃদয় বলে কোন পদার্থ আমার নেই। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম হৃদয় আমার রয়েছে। কিন্তু ও-জিনিসটা আমার ধাতে সয় না। অন্তত, আমার আধুনিক পরিচ্ছদের সঙ্গে ওটা খাপ খায় না। (টেবিল থেকে ছোট আয়না তুলে তার দিকে তাকিয়ে দেখেন) আর জরুরী মুহূর্তে এই হৃদয়টাই মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেয়।

উইনডারমিয়ার। আপনার কথা শুনে ভয়ে আমার আত্মা শুকিয়ে যাচ্ছে।

মি. এরলিন। (উঠে) উইনডারমিয়ার, আমার মনে হচ্ছে আমি কোন আশ্রমে বানপ্রস্থে চলে যাই—তাহলেই তুমি খুশি হবে, বা, কোন হাসপাতালে নার্স হয়ে, বা, ওই জাতীয় কোন সেবার কাজে জীবন উৎসর্গ করি—ঠিক যে-জাতীয় জিনিসগুলি আধুনিক বদ্ধি উপন্যাসে হামেশাই দেখা যায়। আর্থার, তুমি মূর্খ। বাস্তব জীবনে ওরকম কোন কাজ আমরা করি না—অন্তত যতক্ষণ আমাদের চেহারায় ঘুণ না ধরে। উঁহু। আজকাল মানুষকে সান্ত্বনা দেয় আনন্দ, অনুশোচনা নয়। কোন কিছুর জন্যেই অনুশোচনা করা আজকের যুগে অচল। তাছাড়া যদি কোন মহিলাকে অনুশোচনা করতে হয় তাহলে তাকে প্রথমেই যেতে হবে একটা রদ্দি দর্জির দোকানে। তা না হলে, তার দুঃখকে কেউ বিশ্বাস করবে না। এবং পৃথিবীর কোন লোভেই ওকাজটি করতে আমি রাজি নই। না, তোমাদের দুটি জীবন থেকে আমি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চাই। তোমাদের মধ্যে এসে আমি ভুল করেছি। গত রাত্রিতেই সেটা আমি প্রথম আবিষ্কার করলাম।

উইনডারমিয়ার। শুধু ভুল নয়, একেবারে মারাত্মক ভুল।

মি. এরলিন। (হেসে) প্রায় কাছাকাছি।

উইনডারমিয়ার। সমস্ত জিনিসটা সরাসরি আমার স্ত্রীকে না বলার জন্যে আমি এখন দুঃখিত।

মি. এরলিন। আমি দুঃখ করছি অন্যায় কাজ করার জন্যে; তুমি দুঃখ করছ ভাল কাজ করার জন্যে। আমাদের মধ্যে তফাৎ এইটুকু।

উইনডারমিয়ার। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি নে। আমার স্ত্রীকে সব কথা আমি বলবই। সব কথা তার আর আমার জানাই ভাল। ব্যাপারটা জানতে পারলে সে খুব যন্ত্রণা পাবে সেকথা সত্যি, অপমানিতা বোধ করবে সেকথাও মিথ্যে নয়—তবু সব কিছুই তার জানা উচিৎ।

মি. এরলিন। সব বলবে তুমি?

উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ।

মি. এরলিন। (তাঁর কাছে গিয়ে) ওকাজ যদি তুমি কর, তাহলে আমার কলঙ্ক চারপাশে আমি এমনভাবে ছড়িয়ে দেব যাতে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বেদনায় শিউরে ওঠে। তাতেই তার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, সারাটা জীবন তার দুঃখের আগুনে ঝলসে উঠবে। যদি তুমি তাকে সব কথা বল, তাহলে জেনে রেখো এমন কোন অপমানকর কাজ নেই যা করতে আমি পিছপাও হব। আমি তোমায় নিষেধ করছি—ওসব কথা কিছুতেই তুমি তাকে বলতে পারবে না।

উইনডারমিয়ার। কেন?

মি. এরলিন। (সামান্য বিরতির পরে) আমি যদি বলি মেয়েটা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক তা-ই আমি চাই—হয়ত তাকে আমি সত্যিই ভালবাসি—তাহলে তুমি আমাকে বিদ্রূপ করবে, তাই না?

উইনডারমিয়ার। আপনার কথাটা যে সত্যি নয় সেইটাই আমি মনে করব। মায়ের ভালবাসা, তার অর্থই হচ্ছে আনুগত্য, নিঃস্বার্থপরতা, এবং আত্মত্যাগ। এগুলির সম্বন্ধে কী ধারণা রয়েছে আপনার?

মি. এরলিন। তুমি ঠিক কথাই বলেছ। ওসব জিনিসের কতটুকু আমি জানি? যাক, ও নিয়ে আমাদের আর আলোচনা না করাই ভাল। আর আমার মেয়েকে আমার পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার কথা যদি বল তাহলে আমি তোমাকে সেকাজ করতে নিষেধ করছি। এটা আমার গোপন কথা; তোমার নয়। তাকে যদি বলব বলে আমি ঠিক করি, সেই রকমই ইচ্ছে আমার রয়েছে—তাহলে এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই তাকে আমি সব বলব; মনে যদি না করি তাহলে কোনদিনই বলব না।

উইনডারমিয়ার। (রেগে) তাহলে আমি অনুরোধ করছি আপনি দয়া ক'রে এখনই এখান থেকে চলে যান। আপনার না বলে চলে যাওয়ার কৈফিয়ৎ মার্গারেটকে আমি দেব।

(ডানদিকের দরজা দিয়ে লেডী উইনডারমিয়ার ঢুকলেন। একটা ফটো-গ্রাফ হাতে নিয়ে তিনি মিসেস এরলিনের দিকে এগিয়ে গেলেন। লর্ড উইনডারমিয়ার সোফায় গিয়ে বসলেন; এবং একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে দুজনকে লক্ষ্য করতে লাগলেন।)

লে. উইনডারমিয়ার। আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে আমি বড় দুঃখিত, মিসেস এরলিন। ফটোগ্রাফটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শেষকালে আমার স্বামীর ড্রেসিংরুমে এটাকে খুঁজে পেলাম—ও-ই ছবিটাকে চুরি করেছে।

মি. এরলিন। (ফটোটা নিয়ে দেখেন) মোটেই আশ্চর্য হই নি; বড় চমৎকার! (লেডী উইনডারমিয়ারের সঙ্গে সোফার ওপরে গিয়ে বসেন; ছবিটার দিকে আবার তাকিয়ে দেখেন) আর ওইটিই তোমার বাচ্চা! ছেলেটির নাম কী রেখেছ?

লেডী উইনডারমিয়ার। প্রিয় বাবার নামে নাম রেখেছি জিরার্ড।

মি. এরলিন। (ছবিটা নামিয়ে রেখে) সত্যি?

লে. উইনডারমিয়ার। মেয়ে হলে, নাম রাখতাম আমার মায়ের নামে। আমারও নাম যা মায়েরও নাম তাই ছিল—মার্গারেট।

মি. এরলিন। আমার নামও মার্গারেট।

লে. উইনডারমিয়ার। সত্যিই!

মি.। হ্যাঁ। (থেমে) লেডী উইনডারমিয়ার, তোমার স্বামীর কাছে শুনলাম মৃতা মায়ের স্মৃতিকে তুমি খুব ভালবাস।

লে. উইনডারমিয়ার। জীবনে আমাদের সকলেরই একটা-না-একটা আদর্শ রয়েছে। অন্তত, আমাদের থাকা উচিৎ। আমার আদর্শ হচ্ছেন আমার মা।

মি. এরলিন। আদর্শ বড় বিপজ্জনক। বাস্তব জিনিসগুলি অনেক ভাল। যদিও তারা আমাদের আঘাত করে।

লে. উইনডারমিয়ার। (মাথা নেড়ে) আদর্শ হারালে সব কিছুই আমি হারিয়ে ফেলব।

মি. এরলিন। সব কিছু?

লে. উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ। (বিরতি)

মি. এরলিন। তোমার বাবা কি প্রায়ই তোমার মায়ের কথা বলতেন?

লে. উইনডারমিয়ার। না। মায়ের কথা বলতে বাবার খুব কষ্ট হোত। আমার জন্মের কয়েক মাস পরেই মা কেমন করে মারা গেলেন সেকথা তিনি

আমাকে বলেছেন। কথা বলতে-বলতে তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে উঠতো। তারপরে আর কোনদিন যাতে আমি মায়ের নাম তাঁর কাছে উচ্চারণ না করি সেজন্যে আমাকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন। মায়ের নাম শুনতেও কষ্ট হোত তার। আমার বাবা—মনটা ভেঙে যাওয়ার ফলেই তিনি মারা যান। আমি জানি তাঁর জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

মি. এরলিন। (দাঁড়িয়ে উঠে) এবার আমাকে যেতে হবে।

লে. উইনডারমিয়ার। (দাঁড়িয়ে উঠে) না, না। এখনই না।

মিসে. এরলিন। মনে হয় আর এখানে অপেক্ষা না করাই ভাল। আমার গাড়ীটা নিশ্চয় এতক্ষণ ফিরে এসেছে। একটা চিঠি দিয়ে গাড়ীটাকে আমি লেডী জেডবার্জের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

লে. উইনডারমিয়ার। আর্থার, মিসেস এরলিনের গাড়ী এল কি না একটু দেখবে তুমি ?

মি. এরলিন। কোন দরকার নেই।

লে. উইনডারমিয়ার। আছে, আছে। আর্থার, একবার যাও।

(একটু ইতস্তত করেন লর্ড উইনডারমিয়ার—মিসেস এরলিনের দিকে চেয়ে দেখেন। নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রমহিলা। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি।) (মিসেস এরলিনকে) আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব ? কাল রাত্রিতে আমাকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন। (তাঁর দিকে এগিয়ে যান)

মি. এরলিন। চুপ। ওকথা বলো না।

লে. উইনডারমিয়ার। নিশ্চয় বলব। আপনি আমার জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করলেন তা যে আমি মেনে নিয়েছি একথা আপনাকে ভাবতে দিতে আমি রাজি নই। আমি তা মেনেও নেব না। আপনার আত্মত্যাগ বিরাট। আমার স্বামীকে আমি সব বলব। বলা আমার কর্তব্য।

মি. এরলিন। না, তোমার কর্তব্য নয়। অন্তত, স্বামী ছাড়া অন্য মানুষের ওপরেও তোমার কর্তব্য রয়েছে। আমার কাছে তোমার ঋণ কিছু রয়েছে না ?

লে. উইনডারমিয়ার। আপনার কাছে আমি সব কিছুর জন্যেই ঋণী।

মি. এরলিন। তাহলে, সেই ঋণ তুমি শোধ কর চুপ করে থেকে। একমাত্র ওইভাবেই আমার ঋণ তুমি শোধ করতে পারবে। জীবনে আমি একটাই

ভাল কাজ করেছি। কাউকে বলে সেকাজটাকে তুমি নষ্ট করে ফেল না। আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর গতরাত্রিতে যা ঘটেছে তা আমাদের দুজনের মধ্যেই গোপন থাক। তোমার স্বামীর জীবনে তুমি দুঃখ ডেকে এনো না। তাঁর প্রেমকে নষ্ট করবে কেন? না, তুমি কিছুতেই করতে পার না। ভালবাসাকে হত্যা করা সহজ। ওঃ, কত সহজেই না ভালবাসা নিহত হয়। লেডী উইনডারমিয়ার, আমাকে কথা দাও, ওকথা তাঁকে তুমি কোনদিনই বলবে না। এই না-বলার ওপরেই আমি জোর দিচ্ছি বেশী।

লে. উইনডামিয়ার। (মাথা নিচু করে) এটা আপনারই ইচ্ছে, আমার নয়!

মি. এরলিন। হ্যাঁ; এটা আমারই ইচ্ছে। আর তোমার ছেলের কথা ভুলে যেয়োনা—আমি চাই নিজেকে তুমি মা বলে ভাবতে শেখ। তুমিও নিজের সম্বন্ধে সেই কথাটা মনে রেখ।

লে. উইনডারমিয়ার। এখন থেকে রাখবো। জীবনে একবারই মাত্র আমার মায়ের কথা ভুলে গিয়েছিলাম—সেটা হল গতরাত্রিতে। মনে রাখলে এমন নোংরা কাজ আমি কখনই করতে পারতাম না।

মি. এরলিন। (শিউরে উঠে) চুপ! গতরাত্রির কথা গত হয়েছে।

(লর্ড উইনডারমিয়ার ঢুকলেন)

ল. উইনডারমিয়ার। মিসেস এরলিন, আপনার গাড়ী এখনও এসে পৌছায় নি।

মি. এরলিন। তাতে কিছু যায় আসে না। আমি অন্য একটা গাড়ীই ডেকে নেব। একটা ভাল ব্রিউজবেরি আর ট্যালবোটের মত সম্রান্ত গাড়ী আর নেই। আর লেডী উইনডারমিয়ার, এখন সত্যি-সত্যিই আমাকে উঠতে হবে। (সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন) হ্যাঁ, হ্যাঁ; মনে পড়েছে। আমার কথা শুনে তোমরা হাসবে, কিন্তু তোমরা কি জান এই পাখাটা আমার এত ভাল লেগেছিল যে গত রাত্রিতে নাচ শেষ হওয়ার পরে বোকার মত ওটা নিয়ে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম? ওটা কি আমাকে তুমি দেবে? লর্ড উইনডারমিয়ার বলছে তুমি দিতে পার। আমি জানি এটা ওরই উপহার।

লে. উইনডারমিয়ার: নিশ্চয় দেব, ওটা নিয়ে আপনার যদি আনন্দ হয়। কিন্তু ওটার ওপরে আমার নাম লেখা রয়েছে—মার্গারেট।

মি. এরলিন। কিন্তু আমাদের একই ক্রীশ্চান নাম।

লে. উইনডারমিয়ার। হ্যাঁ, হ্যাঁ; আমি ভুলে গিয়েছিলাম। নিন নিন।

আমাদের দুটি নামই এক—কী অদ্ভুত মিল !

মি. এরলিন। হ্যাঁ, নিশ্চয় অদ্ভুত। ধন্যবাদ—এটা সব সময় তোমার কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। (করমর্দন করলেন)

(পার্কার ঢুকলো)

পার্কার। লর্ড আগস্টাস লোর্টন। মিসেস এরলিনের গাড়ী এসেছে।

(লর্ড আগস্টাস ঢুকলেন)

আগস্টাস। প্রিয় বৎস, সুপ্রভাত। সুপ্রভাত লেডী উইনডারমিয়ার। (মিসেস এরলিনকে দেখে) ওঃ, আপনি।

মি. এরলিন। লর্ড আগস্টাস, কেমন আছেন? সকালে শরীর বেশ ভাল আছে তো?

আগস্টাস। (নীরস) ভাল, ভাল, ধন্যবাদ—মিসেস এরলিন।

মি. এরলিন। লর্ড আগস্টাস, দেখে কিন্তু আপনাকে মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না। আপনি বড় দেরি করে ওঠেন। খুব খারাপ অভ্যাস। নিজের সম্বন্ধে আরও বেশী যত্ন নেওয়া আপনার উচিৎ। লর্ড উইনডারমিয়ার, বিদায় (লর্ড আগস্টাসকে অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিতে মাথাটা নুইয়ে তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন; তারপরে হঠাৎ হেসে ফিরে তাকালেন তাঁর দিকে) লর্ড আগস্টাস, গাড়ী পর্যন্ত আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন না? আপনি বরং পাখাটা নিয়ে আসুন।

ল. উইনডারমিয়ার। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

মি. এরলিন। না। লর্ড আগস্টাসই নিয়ে আসুন। প্রিয় ডাচেসকে একটা বিশেষ সংবাদ পাঠাব আমি। লর্ড আগস্টাস, পাখাটা নিয়ে আসবেন?

আগস্টাস। আপনার যদি সেইরকম ইচ্ছেই হয়।

মি. এরলিন। (হেসে) আমার ইচ্ছে তা ই। পাখাটা আপনি বেশ সুন্দর-ভাবে বইতে পারবেন। প্রিয় লর্ড আগস্টাস, যেকোন জিনিসই বেশ সুন্দর-ভাবেই আপনি বইতে পারেন।

(দরজার কাছে পৌঁছিয়ে তিনি একমুহূর্তের জন্যে লেডী উইনডার-মিয়ারের দিকে তাকালেন। চোখাচোখী হল দুজনের। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি, বেরিয়ে গেলেন সামনের দরজা দিয়ে। পেছন-পেছন গেলেন লর্ড আগস্টাস।)

লে. উইনডারমিয়ার। আর্থার, মিসেস এরলিনের বিরুদ্ধে আর কোনদিন তুমি আমাকে কিছু বলো না, কেমন ?

ল. উইনডারমিয়ার। (গম্ভীরভাবে) লোকে তাঁকে যেরকম মনে করে তার চেয়ে তিনি ভাল।

লে. উইনডারমিয়ার। আমার চেয়ে তিনি ভাল।

ল. উইনডারমিয়ার। লেডী উইনডারমিয়ারের চুলে আদর করে হাত বুলোতে-বুলোতে হেসে) তুমি আর তিনি ভিন্ন জগতের মানুষ। তোমার জগতে পাপ কখনও প্রবেশ করে নি।

লে. উইনডারমিয়ার। ওকথা বলো না আর্থার। পৃথিবীটা আমাদের সকলের কাছেই এক—সমান। ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য এর মধ্যে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়ায়। নিরাপদে বেঁচে থাকার জন্যে অর্দ্ধেক জীবন এখানে চোখ বন্ধ করে থাকার অর্থই হচ্ছে গভীর খাদ আর উত্তুঙ্গ চড়াই ভরা এই পৃথিবীতে বেশী নিরাপদে বেঁচে থাকার জন্যে অন্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ানো।

ল. উইনডারমিয়ার। ডারলিঙ, একথা বলছ কেন ?

লে. উইনডারমিয়ার। (সোফায় বসে) কারণ আমি নিজে বাস্তব জীবনটাকে না দেখে চোখ দুটি বন্ধ করে বসেছিলাম। ফলে, আমি একেবারে গভীর খাদের কিনারে এসে পৌছেছিলাম। আর যে আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছিল···

ল. উইনডারমিয়ার। আমরা কোনদিন বিচ্ছিন্ন হই নি।

লে. উইনডারমিয়ার। আর কোনদিনই আমরা বিচ্ছিন্ন হব না—না, না—কিছুতেই না। ও আর্থার, আমাকে তুমি কম ভালবেসো না ; তোমার ওপরে আমার আস্থা থাকবে অটুট। চল, আমরা সেলবি চলে যাই। সেলবির গোলাপ বাগানে সাদা আর লাল গোলাপ ফুটে রয়েছে।

(লর্ড আগস্টাস ঢুকলেন)

আগস্টাস। আর্থার, মিসেস এরলিন আমাকে সব খুলে বলেছেন। (ভীষণ ভয় পেয়ে লেডী উইনডারমিয়ার সামনের দিকে তাকালেন। চমকে উঠলেন উইনডারমিয়ার। উইনডারমিয়ারের একটা হাত ধরে লর্ড আগস্টাস ষ্টেজের সামনে এগিয়ে এলেন। তাঁর স্বর দ্রুত কিন্তু নিচু। ভয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন লেডী উইনডারমিয়ার। বন্ধু, তিনি সটাসট সবকিছু আমাকে খুলে বলেছেন। আমরা সবাই তাঁর ওপরে বিরাট অবিচার করেছি। আমার জন্যেই তিনি ডারলিঙটনের বাড়িতে গিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি ক্লাবে গিয়েছিলেন ;

উদ্দেশ্য ছিল অস্বস্তির হাত থেকে আমাকে বাঁচানো। সেখানে আমি নেই শুনে আমাদের পিছু-পিছু আসেন, তারপরে আমাদের অনেককে একসঙ্গে দেখে ভয়ে তিনি ডারলিংটনের ঘরে আত্মগোপন করেন। তাঁর এবম্বিধ ব্যবহারে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করেছি। এইরকম মহিলাই আমার চাই। আমার সঙ্গে বেশ খাপ খাবে। তাঁর একমাত্র শর্ত আমরা দুজনে লণ্ডনের বাইরে থাকবো, খুব ভাল জিনিস। এখানকার ক্লাব-গুলো জঘন্য, জঘন্য আবহাওয়া, বাবুর্চিগুলো আরও বদ্দি—এখানকার সবকিছু একেবারে যাচ্ছেতাই। আমি একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছি।

লে. উইনডারমিয়ার। (ভয় পেয়ে) মিসেস এরলিন কি—?

আগস্টাস। (ছোট একটা অভিবাদন জানিয়ে) হ্যাঁ, লেডী, আমার পাণিগ্রহণ করে মিসেস এরলিন আমাকে সম্মানিত করেছেন।

ল. উইনডারমিয়ার। তুমি নিঃসন্দেহে একটি মহিলাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ

লে. উইনডারমিয়ার। (স্বামীর একটা হাত ধরে) আ. আপনি সত্যিকারের একটি সৎ মহিলাকে বিয়ে করছেন।

যবনিকা

অপদার্থ মহিলা

(A Woman of No Importance)

নাটকের চরিত্র

লর্ড ইলিংওয়ার্থ	লেডী হানসট্যানটন
স্যার জন পনটিফ্র্যাকট	লেডী ক্যারোলীন পনটিফ্র্যাকট
লর্ড অ্যালফ্রেড রুফোর্ড	লেডী স্টাটফিল্ড
মিঃ কেলভিল এম. পি.	মিসেস অ্যালনবি
আর্চডিকন দবনি ডি. ডি.	মিস হেসটার উরসলে
জির‍্যাল্ড আরবুথনট	অ্যালিস, পরিচারিকা
ফারকুহার, বাটলার	মিসেস আরবুথনট
ফ্র্যান্সিস, ফুটম্যান	

সময়: আধুনিক যুগ ব্যাপ্তিকাল: চব্বিশ ঘণ্টা

প্রথম অঙ্ক

হানসট্যানটন। বারান্দার সামনে লন-এ।

(স্যার জন, এবং লেডী ক্যারোলীন পনটিফ্র্যাক্ট, মিস উরসলে। বিরাট একটা য়ু গাছের তলায় চেয়ারে বসে আছেন।)

ক্যারোলীন। মিস উরসলে, ইংলণ্ডের ওই যাকে বলে গ্রাম্য কুঠি, সেখানে এই বোধ হয় আপনি প্রথম থাকলেন ?

হেসটার। হ্যাঁ, লেডী ক্যারোলীন।

ক্যারোলীন। শুনেছি আপনাদের অ্যামেরিকাতে গ্রাম্য কুঠি বলে কোন বস্তু নাকি নেই ?

হেসটার। না, বেশী নেই।

ক্যারোলীন। আপনাদের "কানট্রি" বলে কোন জিনিস রয়েছে ? "কানট্রিকে" আপনারা কী বলেন ?

হেসটার। (হেসে) লেডী ক্যারোলীন, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় "কানট্রি" হচ্ছে আমাদের, স্কুলে পড়ার সময় আমরা শিখেছিলাম যে ফ্রান্স আর ইংলণ্ডকে একসঙ্গে করলে যত বড় হয় আমাদের অনেক স্টেটই হচ্ছে প্রায় সেইরকম।

ক্যারোলীন। তাই বুঝি ? আমার বিশ্বাস ওখানকার আবহাওয়া বড্ড খারাপ। (স্যার. জনকে লক্ষ্য করে) জন, তোমার মাফলার পরা উচিৎ ছিল। তুমি যদি মাফলার না-ই পর তাহলে তোমার জন্যে দিনরাত এত মাফলার বুনে আমার লাভটা কী বলতে পার ?

স্যার জন। না, না। বিশ্বাস কর ক্যারোলীন, আমার বেশ গরমই লাগছে।

ক্যারোলীন। আমার তো তা মনে হয় না, জন। যাক গে, মিস উরসলে, এর চেয়ে ভাল গ্রামের কুঠি আর বিশেষ আপনার চোখে পড়বে না, যদিও অবশ্য একথা ঠিক যে বাড়ির মেঝেটা অত্যন্ত ভিজে, মানে যাকে বলে অত্যন্ত, আর আমাদের প্রিয় হানসট্যানটন মাঝে-মাঝে এমন সব মানুষদের এখানে নিমন্ত্রণ করে আনেন যাদের ঠিক সম্মানার্হ বলে মনে হয় না। (স্যার জনকে) জেন খুব বেশী মেলামেশা করে। লর্ড ইলিংওয়ার্থের কথা অবশ্য আলাদা। উনি বেশ উঁচু স্তরের মানুষ। তাঁর সঙ্গে এক জায়গায় মিলিত হওয়াটা ভাগ্যের কথা। আর সেই সঙ্গে পার্লামেণ্টের সেই মেম্বর, মিঃ কেট্‌ল

স্যার জন। কেলভিল, প্রিয়, কেলভিল।

ক্যারোলীন। ভদ্রলোক নিশ্চয় খুব সম্রান্ত। কোন মানুষই সারা জীবনে আগে তাঁর নাম শোনে নি। আজকাল নিজেকে না জানানোই হচ্ছে প্রতিটি মানুষের অশেষ গুণের পরিচয়। কিন্তু মিসেস অ্যালনবি এই ধরনের মজলিসে যোগ দেওয়ার ঠিক উপযুক্ত নন।

হেসটার। মিসেস আলনবিকে আমার ভাল লাগে না—মানে, এত খারাপ লাগে যে মুখে আমি তা প্রকাশ করতে পারব না।

ক্যারোলীন। মিস উরসলে, আপনার মত বিদেশীদের এখানে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে। সেই নিমন্ত্রিত আর নিমন্ত্রিতাদের সম্বন্ধে ভাল বা মন্দ মত প্রকাশ করাটা বোধ হয় আপনার উচিৎ হচ্ছে না। মিসেস অ্যালনবি সদ্বংশজাতা। লর্ড ব্র্যাঙক্যাষ্টারের ভাইঝি তিনি। অবশ্য শোনা যায় যে বিয়ের আগে তিনি নাকি দুবার ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি জানেন মানুষ প্রায় মানুষের সম্বন্ধে অপপ্রচার করে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি নে তিনি বিয়ের আগে এক-বারের বেশী পালিয়ে গিয়েছিলেন।

হেসটার। মিঃ আরবুথনট সত্যিই বড় চমৎকার।

ক্যারোলীন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বটে। যুবকটি ব্যাঙ্কে চাকরী করে। তাকে আজ এখানে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করে মিসেস হানসট্যানটন অত্যন্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছেন। লর্ড ইলিংওয়ার্থ তো তাকে দেখে একেবারে গলে গিয়েছেন. বলে মনে হচ্ছে। তাকে তার দলের বাইরে টেনে এনে জেন যে ঠিক কাজ করেছে সেবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। মিস উরসলে, আমাদের যুগে জীবিকা অর্জনের জন্যে যারা কাজ করত তাদের সঙ্গে সমাজে কোন সম্রান্ত মহিলা মেলামেশা করত না। ব্যাপারটাকে রুচিশীল বলে ভাবতে পারত না কেউ।

হেসটার। আমেরিকাতে এই সব মানুষদেরই আমরা সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করি।

ক্যারোলীন। সেদিক থেকে আমার কোন সন্দেহ নেই।

হেসটার। মিঃ আরবুথনটের চরিত্রটি বড় চমৎকার। চাল-চলনে বড় সাদা-সিদে, মুখে আর মনে কোনরকম ফারাক তাঁর নেই। তাঁর মত সুন্দর চরিত্রের মানুষ জীবনে আমি আর দেখি নি বললেই হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়াটা সৌভাগ্যের পরিচয়।

ক্যারোলীন। মিস উরসলে, বিপরীত সেক্স-এর মানুষদের সম্বন্ধে এতটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কথা বলাটা কিন্তু এ দেশের রীতি নয়। বিয়ের আগে ইংরাজ মহিলারা নিজেদের মনের ভাব গোপন ক'রে রাখে। বিয়ের পর সেগুলিকে প্রকাশ করে।

হেসটার। আপনারা ইংলণ্ডে কি যুবক আর যুবতীদের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়াটা সমর্থন করেন না?

(লেডী হানস্ট্যানটন ঢুকলেন। পেছনে ফুটম্যান।
তার ঘাড়ে শাল আর আসন)

ক্যারোলীন। আমরা মনে করি ওরকম কোন সম্পর্ক থাকাটা উচিৎ নয়। জেন, আমরা এইমাত্র বলাবলি করছিলাম কী সুন্দর মজলিসেই না তুমি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছ। কী অদ্ভুত তোমার মানুষ নির্বাচন করার ক্ষমতা! এ-ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

লে. হান্স। প্রিয় ক্যারোলীন, তোমার কথা শুনে আমি অনুগৃহীত হলাম, আমার ধারণা, এখানে সবাই আমরা বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছি। আশা করি আমাদের সুন্দরী অ্যামেরিকান নিমন্ত্রিতা ইংলণ্ডের শহর থেকে দূরের জীবনের অনেক সুন্দর স্মৃতি তাঁর নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারবেন। (ফুটম্যানকে) এখানে আসন দাও, ফ্র্যান্সিস; আর শালটা দাও আমার, শেটল্যানড— শেটল্যানডটা দাও।

(ফুটম্যান শাল আনতে বেরিয়ে গেল)

(জিরাল্ড আরবুথনট ঢুকলো)

জিরাল্ড। লেডী হান্সটানটন, আপনাকে কিছু শুভ সংবাদ দেওয়ার রয়েছে। এইমাত্র লর্ড ইলিংওয়ার্থ আমাকে তাঁর সেক্রেটারীর চাকরিটা দিতে চেয়েছেন।

লে. হান্স। তাঁর সেক্রেটারী! সংবাদটা সত্যিই শুভ, জিরাল্ড। এর অর্থই হচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। তোমার মা খুব খুশি হবেন। আজ রাত্রিতে তাঁকে এখানে আনার জন্যে আমাকে চেষ্টা করতেই হবে। জিরাল্ড, তোমার কি মনে হয় তিনি আসবেন? অন্য কোথাও তাঁকে নিয়ে যাওয়াটা যে কী রকম কষ্টকর তা আমি জানি।

জিরাল্ড। তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন, যদি অবশ্য তিনি জানতে পারেন যে এই চাকরিটা আমাকে লর্ড ইলিংওয়ার্থ দিয়েছেন।

(শাল নিয়ে ফুটম্যান ঢুকলো)

লে. হানস। আমি তাঁকে চিঠি দিয়ে ব্যাপারটা জানাব। আমি তাঁকে এখানে

এসে লর্ড ইলিঙওয়ার্থ-এর সঙ্গে দেখা করতে বলব। (ফুটম্যানকে) ফ্রান্সিস, অপেক্ষা কর। (চিঠি লেখেন)

ক্যারোলীন। আপনার মত যুবকের কাছে এ এক আশাতীত সুযোগ, মিঃ আরবুথনট।

জিরাল্‌ড। সেকথা ঠিক, লেডী ক্যারোলীন। আশাকরি এই কাজের যোগ্য হ'তে পারব আমি।

ক্যারোলীন। তা-ই আমি বিশ্বাস করি।

জিরাল্‌ড। (হেসটারকে) আপনি তো এখনও আমাকে অভিনন্দন জানালেন না, মিস উরসলে।

হেসটার। চাকরিটা পেয়ে কি আপনি খুশি হয়েছেন ?

জিরাল্‌ড। নিশ্চয়। এইটাই তো আমার ভবিষ্যৎ। এতদিন যা পাওয়ার আশা আমার ছিল না আজ সেইটাই আমার নাগালের মধ্যে এসে পড়েছে।

হেসটার। আশার নাগালের বাইরে কোন জিনিসই থাকতে পারে না। জীবনই তো আশা।

লে. হান্‌স। ক্যারোলীন, আমার মনে হচ্ছে লর্ড ইলিঙওয়ার্থ বোধহয় ডিপ্লো-ম্যাটিক সার্ভিসের দিকে ঝুঁকেছেন। শুনলাম, ভিয়েনার রাষ্ট্রদূতের পদটা নাকি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে সংবাদ সত্যি না-ও হ'তে পারে।

ক্যারোলীন। জেন, আমার মনে হয় দেশের বাইরে ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবে কোন অবিবাহিত মানুষকে পাঠানো উচিৎ নয়। তাতে অনেক গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

লে. হান্‌স। তুমি একের নম্বর ভীতু, ক্যারোলীন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বড় বেশী দুর্বল! তাছাড়া, লর্ড ইলিঙওয়ার্থ যে-কোনদিন বিয়ে করতে পারেন। আমি খুব ভেবেছিলাম তিনি লেডী কেলসোকে বিয়ে করবেন। কিন্তু আমার ধারণা লেডী কেলসোর সংসার খুব বড় বলেই শেষ পর্যন্ত তিনি পিছিয়ে গিয়েছিলেন। সেই-রকম একটা কথাই তিনি নাকি বলেছিলেন। নাকি, তাঁর পা? বিয়ে না করার আসল কারণটা কী তা আমার ঠিক মনে নেই। বিয়েটা না হওয়ায় আমি খুব দুঃখিত হয়েছি। অ্যামবাসাডারের পত্নী হওয়ার জন্যেই তাঁর সৃষ্টি হয়েছে।

ক্যারোলীন। অন্য লোকের নাম মনে রাখার আর সেই সঙ্গে তাদের মুখ ভুলে যাওয়ার অপরূপ দক্ষতা রয়েছে এই মহিলার।

লে. হান্‌স। হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলেছ ক্যারোলীন (ফুটম্যানকে) হেনরীকে

বলো যেন উত্তর নিয়ে আসে। জিরাল্ড, তোমার মাকে শুভ সংবাদটা আমি দিয়ে দিলাম। সেইসঙ্গে বলে দিলাম সে যেন অবশ্য-অবশ্য ডিনারে আসে আজ।

(ফুটম্যান বেরিয়ে গেল)

জিরাল্ড। আপনার বদান্যতার তুলনা নেই, লেডী হানসট্যানটন। (হেসটার-কে লক্ষ্য ক'রে) মিস উরসলে, একটু বেড়াবেন ?

হেসটার। আনন্দের সঙ্গে। (জিরাল্ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেল)

লে. হানস। জিরাল্ড আরবুথনটের এই সৌভাগ্যে আমি খুব খুশি হয়েছি। ও আমার একরকম আশ্রিত বললেই হয়ে। আমি আরও খুশি হয়েছি এইজন্যে যে আমি সুপারিশ করার আগেই স্বেচ্ছায় তিনি একাজটা করেছেন। আজকাল অন্য লোকের চাকরীর উমেদারী কারও কাছে করলে তার ভাল লাগে না। আমি জানি বেচারা শার্লটি প্যাগডেন একসময় তাঁর ফ্রেঞ্চ গভর্ণেসকে চাকরি দেওয়ার জন্যে বলেন নি এমন মানুষ ছিল না। ফলে, তিনি বেশ অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন।

ক্যারোলীন। গভর্ণেসটিকে আমি দেখেছি জন। মেয়েটিকে লেডী প্যাগডেন আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। এলিনোর আসার আগে। সে এত সুন্দরী যে কোন ভদ্র পরিবারে তাকে চাকরি দেওয়া যায় না। লেডী প্যাগডেন যে কেন তাকে সরাতে চাচ্ছিলেন তা বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি।

লে. হান্স। বুঝেছি। এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

ক্যারোলীন। জন, ঘাসগুলো বড্ড ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তুমি বরং ভেতরে গিয়ে তোমার সেই মোটা জুতোটা পরে এস।

স্যার জন। না, না ; ঠিক আছে। কোন কষ্ট হচ্ছে না।

ক্যারোলীন। সেদিক থেকে আমার বিচার বুদ্ধির ওপরে আস্থা রাখ, জন। যা বলছি, অনুগ্রহ ক'রে, তাই কর।

(স্যার জন উঠে বেরিয়ে যান)

লে. হান্স। তুমিই ওকে নষ্ট করে ফেললে, ক্যারোলীন !

(মিসেস অ্যালনবী আর লেডী স্টার্টফিল্ড ঢুকলেন)

(মিসেস অ্যালনবীকে) পার্কটাকে নিশ্চয় আপনার ভাল লাগছে ? লোকে বলে এখানে বেশ ভাল-ভাল কাঠ রয়েছে।

অ্যালনবী। গাছের সৌন্দর্যই বলুন, আর উপকারিতাই বলুন—অপরূপ, লেডী হানসট্যানটন।

স্টাটফিল্ড। নিশ্চয়, নিশ্চয়, অপরূপ, যাকে বলে অনবদ্য।

অ্যালনবী। তবু কেন জানি নে, আমি যদি ছ'টা মাস গ্রামে থাকি তাহলে আমি এমন জংলী হয়ে যাই যে আমি যে আসল শহরের মানুষ সেটা আমাকে দেখে মোটেই বোঝা যায় না।

লে. হান্স। প্রিয় অ্যালনবী, আমি তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি যে গ্রামের আবহাওয়া ওরকম নয়। আপনি বোধ হয় জানেন না যে মেলথর্প থেকেই, গ্রামটা এখান থেকে মাইল দুই দূরে, লেডী বেলটন লর্ড ফেদারডেল-এর সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। ঘটনাটা আমার স্পষ্ট মনে রয়েছে। তারই তিনদিন পরে বেচারা লর্ড বেলটন মারা গেলেন—আনন্দের উচ্ছ্বাসে, না, বাতের বেদনায়, তা আমি ভুলে গিয়েছি। আমাদের এখানে সেদিন অনেক বন্ধুবান্ধব এসেছিলেন—বিশেষ করে সেইজন্যেই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা সবাই রসাল আলোচনা করেছিলাম।

অ্যালনবী। আমার ধারণা এই পালিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা হচ্ছে বিপদ থেকে পালিয়ে যাওয়া। আর আধুনিক জগতে বিপদ জিনিসটা প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছে।

ক্যারোলীন। আমার যতদূর মনে হয় আজকালকার যুবতীরা আগুন নিয়ে খেলা করাটাই তাদের জীবনে একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরে নিয়েছে।

অ্যালনবী। লেডী ক্যারোলীন, আগুন নিয়ে খেলার একটা সুবিধে হচ্ছে এই যে মানুষের গায়ে কখনও এর আঁচ লাগে না। যারা খেলতে জানে না, একমাত্র তারাই পোড়ে।

স্টাটফিল্ড। ঠিক কথা। ঠিক কথা।

লে. হান্স। প্রিয় মিসেস অ্যালনবী, ওই নীতি মেনে নিয়ে পৃথিবীটা বাঁচবে কেমন ক'রে তা আমি জানি নে।

স্টাটফিল্ড। জানেন না? কী দুর্দৈব! পৃথিবীটা পুরুষদের জন্যে সৃষ্টি হয়েছে, মেয়েদের জন্যে নয়।

অ্যালনবী। না, না, ওকথা বলবেন না, লেডী স্টাটফিল্ড। পুরুষদের চেয়ে এখানে আমরা অনেক ভাল রয়েছি। এমন অনেক জিনিস রয়েছে যা আমাদের করতে নেই, ওদের কিন্তু সেসব বালাই নেই।

স্টাটফিল্ড। সেকথা সত্যি। খুব সত্যি। ওকথাটা আমার মনে ছিল না।

(স্যার জন আর মিঃ কেলভিল এসে ঢুকলেন)

লে. হান্‌স। আসুন, আসুন মিঃ কেলভিল ; আপনার কাজ শেষ হয়েছে ?

কেলভিল। আজকের মত লেখার কাজটা আমার শেষ হয়েছে, লেডী হানসট্যানটন। বড় কষ্ট হয়েছে আমার। আজকাল জন-প্রতিনিধিদের ওপরে কাজের চাপটা বড় বেড়েছে। এবং আমার ধারণা, এই গুরু চাপের পরেও তাঁরা তাঁদের কাজের উপযুক্ত স্বীকৃতি পাচ্ছেন না।

ক্যারোলীন। জন, সেই 'ডবল সোল' দেওয়া জুতোটা তুমি পড়েছ ?

স্যার জন। হ্যাঁ, প্রিয়ে।

ক্যারোলীন। আমার মনে হয় এখানে আসাই তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। এখানে মাথার ওপরে ঢাকনি রয়েছে।

স্যার জন। না, না। এখানে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

ক্যারোলীন। আমার ধারণা হচ্ছে। তুমি বরং আমার পাশে এসে বস।

(স্যার জন উঠে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন।)

স্টাটফিল্‌ড। এবং আজ সকালে আপনি কী লিখছিলেন মিঃ কেলভিল ?

কেলভিল। বিষয়টা সাধারণ, লেডী স্টাটফিল্‌ড ; শুচিতার ওপরে।

স্টাটফিল্‌ড। লেখার পক্ষে বিষয়টা বেশ উপভোগ্য, তাই না !

কেলভিল। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এটাই সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, লেডী স্টাটফিল্‌ড, পার্লামেণ্ট বসার আগেই বিষয়টা নিয়ে আমার নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে আলোচনা করার বাসনা রয়েছে আমার। আমাদের দেশে যারা দরিদ্র উন্নত শ্রেণীর নৈতিক মান অর্জন করার চেষ্টা যে তাদের প্রবল তা আমাদের চোখে পড়েছে।

স্টাটফিল্‌ড। তাদের এই চেষ্টার তারিফ না করে পারি নে।

ক্যারোলীন। মহিলারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করুক তা কি আপনি চান, মিঃ কেট্‌ল ?

স্যার জন। মিঃ কেলভিল, প্রিয়ে, মিঃ কেলভিল।

কেলভিল। আমাদের রাজনৈতিক জীবনে মহিলারা যে উত্তরোত্তর প্রভাব বিস্তার করছেন—এটা খুব আশার কথা, লেডী ক্যারোলীন। ব্যক্তিগত আর সাধারণভাবে মহিলারা সব সময় চারিত্রিক নীতির ওপরে আস্থা রেখে এসেছেন, এখনও রাখেন।

স্টাটফিল্‌ড। আপনার মুখ থেকে এই কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি।

লে. হান্‌স। যা বলেছেন ; মহিলাদের মধ্যে নৈতিক গুণ—ওটাই হল সব

চেয়ে বড় কথা। প্রিয় ক্যারোলীন, আমার ভয় হচ্ছে মহিলাদের মধ্যে যে নীতিজ্ঞান রয়েছে তাকে আমাদের প্রিয় লর্ড ইলিঙওয়ার্থ খুব বেশী একটা দাম দেন না, অর্থাৎ, যতটা দাম তাঁর দেওয়া উচিৎ।

(লর্ড ইলিঙওয়ার্থ-এর প্রবেশ)

স্টাটফিল্ড। লোকে বলে লর্ড ইলিঙওয়ার্থ অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির।

ইলিঙ। কোন্ লোক একথা বলে, লেডী স্টাটফিল্ড? নিশ্চয়, পর লোক; কারণ, ইহলোকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশ জমজমাট। (মিসেস অ্যালনবির পাশে বসলেন)

স্টাটফিল্ড। আমার পরিচিত প্রতিটি মানুষই এই কথা বলে।

ইলিঙ। আজকাল যেভাবে মানুষরা অপরের বিরুদ্ধে তারই পেছনে সত্য অভিযান চালিয়েছে তা রীতিমত বিপজ্জনক।

লে. হান্স। প্রিয় লর্ড ইলিঙওয়ার্থকে নিয়ে আর পারা যায় না, লেডী স্টাটফিল্ড, ওকে সংশোধন করার কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি। সেই বিরাট কাজের জন্যে আমাদের একটা কোম্পানী তৈরি করতে হবে; রাখতে হবে কিছু ডায়রেকটর, আর সেইসঙ্গে একজন সেক্রেটারী। কিন্তু লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, তোমার সেক্রেটারীতো তুমি আগেই ঠিক করে ফেলেছ, কর নি? জিরাল্ড আরবুথনট তার সৌভাগ্যের কথা আমাদের বলেছে; চাকরিটা দিয়ে তুমি বদান্যতাই প্রকাশ করেছ।

ল. ইলিঙ। ওকথা বলবেন না, লেডী হান্সটানটন। বদান্যতা শব্দটা বড় ভয়ঙ্কর। দেখা মাত্র যুবক আরবুথনটকে আমার কেমন ভাল লেগে গেল। বোকার মত যেকাজটা আমি করতে যাচ্ছি সেই কাজে সে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে বলে আমার মনে হচ্ছে।

লে. হান্স। ছেলেটাও বেশ করিৎকর্মা, ওর মা হচ্ছেন আমার প্রিয়তম বন্ধুদের মধ্যে একজন। এইমাত্র জিরাল্ড আমাদের সুন্দরী অ্যামেরিকান অতিথি মেয়েটির সঙ্গে একটু বেড়াতে গেল। মেয়েটি বেশ দেখতে, তাই না?

ক্যারোলীন। খুব সুন্দরী। এই অ্যামেরিকান মেয়েরা আমাদের দেশের সব সৎপাত্রদের বাগিয়ে নিচ্ছে। নিজেদের দেশে তারা থাকে না কেন বলুন তো? তারা সব সময় বলে আসছে ওই দেশটা নাকি মহিলাদের প্যারাডাইস।

ল. ইলিঙ। সেকথা সত্যি, লেডী ক্যারোলীন। সেইজন্যেই ইভের মত ওদেশ ছেড়ে আসার জন্যে তারা এতই উৎসুখ।

ক্যারোলীন। মিস উরসলের বাপ-মার পরিচয় কী ?

ল. ইলিঙ। বাপ-মার পরিচয় গোপন রাখতে অ্যামেরিকান মেয়েরা ভীষণ ওস্তাদ।

লে. হান্‌স। প্রিয় ইলিঙওয়ার্থ, কী বলছ তুমি ? ক্যারোলীন, মিস উরসলে অনাথ, আমার সংবাদ, ওর বাবা কোটিপতি ধনী, অথবা পরোপকারী ; অথবা, দুই-ই। আমার ছেলে যখন বোস্টনে গিয়েছিল তখন তাকে তিনি ভালভাবেই আদর আপ্যায়ন করেছিলেন। গোড়ায় তিনি এত অর্থ সঞ্চয় করলেন কী করে সে-সংবাদ আমার জানা নেই।

কেলভিল। আমাব ধারণা শুকনো অ্যামেরিকান জিনিসের ব্যবসা করে।

লে. হান্‌স। সেটা কী বস্তু ?

ল. ইলিঙ। অ্যামেরিকান উপন্যাস।

লে. হান্‌স। বল কী হে!·· যাক গে, তার এই বিরাট সৌভাগ্যের উৎস যাই হোক, মিস উরসলের সম্বন্ধে আমার ধারণা কিন্তু খুব ভাল। তার পোশাক পরার ধরনটি বেশ চমৎকার—অ্যামেরিকার সবাই পোশাকটা ভাল করেই পরে। এইসব পোশাক তারা আমদানি করে প্যারিস থেকে।

অ্যালনবী। লোকে বলে, সৎ অ্যামেরিকানরা মরার সময় প্যারিসে যায়।

লে. হানস। সত্যি ! অসৎ অ্যামেরিকানরা মরার সময় কোথায় যায় ?

ল. ইলিঙ। অ্যামেরিকাতে।

কেলভিল। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, আমার ধারণা, অ্যামেরিকাকে আপনি ঠিক বুঝতে পারেন নি। এ একটা অদ্ভুত দেশ—বিশেষ করে, এর যৌবনশক্তি।

ল. ইলিঙ। অ্যামেরিকার প্রাচীনতম ধারাবাহিকতা হচ্ছে ওর যৌবন, বর্তমানে ওর ঐতিহ্য হচ্ছে তিনশ বছরের ; তাদের কথা শুনলে মনে হবে তারা এখনও নব কিশোর। সভ্য জগতের তালিকায় ওরা দ্বিতীয়।

কেলভিল। অ্যামেরিকার রাজনীতিতে যে দুর্নীতি ঢুকেছে তার পরিমাণ নিঃসন্দেহে অনেক। আমার ধারণা তারই ইঙ্গিৎ করছেন আপনি ?

ল. ইলিঙ। সেইকথা ভেবে আমিও আশ্চর্য হচ্ছি।

লে. হান্‌স। শুনেছি, রাজনীতির চরিত্রটা সর্বত্রই বড় খারাপ। ইংলণ্ডে-ও তার কোন ব্যতিক্রম নেই, আমাদের প্রিয় মিঃ কারডু তো দেশটাকে একেবারে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। মিসেস কারডু যে একাজ তাঁকে করতে দিচ্ছেন এতেই আমি অবাক হচ্ছি। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, আমি নিশ্চয় জানি যে অশিক্ষিত মানুষদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকুক তা আপনি চান না।

ল. ইলিঙ। আমার মনে হয় একমাত্র ওদেরই ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিৎ।

কেলভিল। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, আধুনিক রাজনীতিতে তাহলে আপনি কোন পক্ষই গ্রহণ করেন না ?

ল. ইলিঙ। মিঃ কেলভিল, কোন বিষয়েই মানুষের কোন পক্ষ গ্রহণ করা উচিৎ নয়। কোন পক্ষ গ্রহণ করলেই মানুষকে মনের দিক থেকে সৎ হতে হবে. তারপরেই তার মধ্যে দেখা দেবে কাজ করার আগ্রহ, ফলে মানুষ বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াবে। যাই হোক, এদিক থেকে হাউস-অফ-কমনস আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে নি। পার্লামেণ্টে আইন পাশ ক'রে মানুষকে আপনি সৎ করতে পারেন না—এইটাই একটা আশার কথা।

কেলভিল। দরিদ্রদের দুঃখে হাউস-অফ-কমনস যে প্রচুর সহানুভূতি দেখিয়েছে সেকথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।

ল. ইলিঙ। এইটাই হচ্ছে এর সত্যিকারের অপরাধ। এই যুগেরই বিশেষ অপরাধ এটা। সহানুভূতি জানানো উচিৎ মানুষের আনন্দের সঙ্গে, সৌন্দর্য-বোধের সঙ্গে, জীবনের বর্ণবৈচিত্র্যের সঙ্গে। জীবনের দুঃখের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল, মিঃ কেলভিল।

কেলভিল। তবু আমাদের ইস্ট এনডএর সমস্যাটা বেশ বড়।

ল. ইলিঙ। ঠিক কথা। এ-সমস্যা হচ্ছে দাসত্বের সমস্যা; আর সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আমরা করছি দাসদের মনে স্ফূর্তি জাগিয়ে।

লে. হান্‌স। নিশ্চয়, লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, তুমি যাকে সস্তা আমোদ বলছ তাই দিয়েই অনেককিছু করা যায়। আমাদের এখানকার রেকটর প্রিয় ডঃ দবনের কথাই ধর। সহকারীদের সাহায্যে শীতকালে এই সব দরিদ্রদের আনন্দ দেওয়ার জন্যে কী চমৎকার ব্যবস্থাই না তিনি করেন ? ম্যাজিক লণ্ঠন দেখিয়ে, বা জনপ্রিয় কোন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে অনেক ভাল কাজই করা যায়।

ক্যারোলীন। দরিদ্রদের আনন্দ দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই, জেন। কম্বল আর কয়লা এই দিলেই তো যথেষ্ট হল. উপরতলার মানুষদের মধ্যেও আমোদ করার প্রবৃত্তিটা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক জীবনে আমাদের অভাব হচ্ছে স্বাস্থ্যের। আমাদের কথাবার্তার ধারাটাও বেশ স্বাস্থ্যকর নয়—মোটেই নয়।

কেলভিল। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, লেডী ক্যারোলীন।

ক্যারোলীন। আমার ধারণা, সাধারণত আমি ঠিক কথাই বলে থাকি

অ্যালনবী। 'স্বাস্থ্য' শব্দটাই বীতিকিচ্ছি।

ল. ইলিঙ। আমাদের ভাষায সব চেয়ে নিকৃষ্ট শব্দ। তাছাডা, স্বাস্থ্য বলতে কী বোঝায তা সবাই জানে। ইংরাজ গ্রাম্য ভদ্রলোকেব শেয়ালের পেছনে ঘোডার পিঠে চডে ছোটা—একেই আমবা বলি স্বাস্থ্য চর্চা—অখাদ্য চেহারাব মানুষ অখাদ্য শেযালের পেছনে ছুটছে।

কেলভিল। লর্ড ইলিঙওযার্থ, আপনি কি মনে করেন প্রতিষ্ঠান হিসাবে হাউস অফ কমনস-এর চেয়ে হাউস অফ লর্ডস অনেক উন্নত শ্রেণীব ?

ল. ইলিঙ। হ্যাঁ, তা অবশ্য বটে। আমরা যারা হাউস অফ লর্ডের সভ্য তাদেব সঙ্গে "পাবলিক অপিনিযনে"র কান সম্পর্ক নেই। এই জন্যেই আমবা সভ্য।

কেলভিল। এই কি আপনাব যথার্থ মত ?

ল. ইলিঙ। নিশ্চয, মিঃ কেলভিল। (মিসেস অ্যালনবীকে) কোন বিষযে কোন কথা বললেই আজকাল মানুষ জিজ্ঞাসা কবে কথাটা 'সিরিযাস' কি ন। অভ্যাসের দিকে এটা বড নোংরা। কামনা ছাডা আব কোন জিনিসই 'সিবিযাস নয। আমাদের বুদ্ধিবত্তি সিবিযাস নয—কোনদিন ছিলও না তা। এটা একটা যন্ত্র। এই দিযেই মানুষ কাজ করে—এই যা। সত্যিকার সিরিযাস ধী-শক্তি বলতে আমি যা বুঝি সেটা হল ব্রিটিশ ধী শক্তি। আর সেই ব্রিটিশ ধী ব ওপরে তবলা বাজাচ্ছে যাদের মগজে 'ধী' বলে কান বস্তু নেই।

লে. হান্‌স। তবলা বলতে কী তুমি বোঝাচ্ছ লর্ড ইলিঙওয়ার্থ ?

ল. ইলিঙ। লণ্ডনের কাগজগুলিতে যে-সব বিজ্ঞ লেখা ছাপা হয মিসেস অ্যালনবীর সঙ্গে আমি সেই বিষযেই আলোচনা করছিলাম।

লে. হানস। কিন্তু খবরের কাগজে যা লেখা থাকে তাদের সবগুলিই কি তুমি বিশ্বাস কর ?

ল ইলিঙ। করি। আজকাল অপাঠ্য বলতে কেবল ওইগুলিই।

(মিসেস অ্যালনবীর সঙ্গে উঠলেন)

লে. হান্‌স। মিসেস অ্যালনবী, আপনি কি যাচ্ছেন ?

অ্যালনবী। ওই ফুলঘরের কাছ পর্যন্ত। আজ সকালে লর্ড ইলিঙওয়ার্থ আমাকে বলেছিলেন যে 'সাতটা ভয়ানক পাপের' মত সুন্দর ওখানে একটা অর্কিড ফুল রয়েছে।

লে. হান্‌স। আশা করি ওখানে কিছু নেই। তবে নিশ্চয় এবিষয়ে আমি মালির সঙ্গে কথা বলব।

(মিসেস অ্যালনবী আর লর্ড ইলিঙওয়ার্থ বেরিয়ে গেলেন)

ক্যারোলীন। অদ্ভুত মহিলা—ওই মিসেস অ্যালনবী।

লে. হান্‌স। জিবের চাতুর্য অনেক সময় তাকে বেতর করে দেয়।

ক্যারোলীন। একমাত্র কথাটাই কি তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, জেন?

লে. হান্‌স। তাই আমার মনে হয়, ক্যারোলীন; হ্যাঁ, সেদিক থেকে আমি নিশ্চিৎ। (লর্ড অ্যালেফ্রেড ঢুকলেন) প্রিয় লর্ড অ্যালফ্রেড; আসুন, আসুন। (লেডী স্টাটফিল্ডের পাশে গিয়ে লর্ড অ্যালফ্রেড বসলেন)

ক্যারোলীন। সকলকেই তুমি সং বলে মনে কর, জেন। ওইটাই তো আমার মহৎ দোষ।

স্টাটফিলড। লেডী ক্যারোলীন, আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে প্রতিটি মানুষ অসৎ এই কথাটা আমরা সবাই বিশ্বাস করব?

ক্যারোলীন। ওই কথা বিশ্বাস করাটা অনেক নিরাপদ, লেডী স্টাটফিল্ড, অবশ্য কোন বিশেষ মানুষ যে সং সেটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু সেটা প্রমাণ করতে গেলে আজকাল অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

স্টাটফিল্ড। কিন্তু এটাও সত্যি যে আজকাল অনেক নিষ্ঠুর কুৎসা প্রচারিত হচ্ছে।

ক্যারোলীন। গতরাত্রিতে লর্ড ইলিঙওয়ার্থ আমার কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে প্রতিটি কুৎসার ভিত্তি হচ্ছে একটা অনৈতিক নিশ্চয়তা।

কেলভিল। অবশ্য লর্ড ইলিঙওয়ার্থ সত্যিকারের বুদ্ধিমান মানুষ; কিন্তু আমার ধারণা আধুনিক যুগে যেটা এত মূল্যবান মানুষের চরিত্রে সেই উদারতা আর শুচিতায় তিনি বিশ্বাসী নন।

স্টাটফিল্ড। হ্যাঁ, হ্যাঁ; খুব মূল্যবান। তাই নয়?

কেলভিল। তাঁর কথা শুনে মনে হয় যে ইংরেজদের গৃহস্থালীর সৌন্দর্য তিনি বেশ উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁর চিন্তাধারা যে বিদেশের ভাবধারায় কলঙ্কিত সেকথা ভাবাটা একেবারে অযৌক্তিক নয়।

স্টাটফিল্ড। ঘরের সৌন্দর্যের মত আর কিছু নেই। আছে কি?

কেলভিল। ইংলণ্ডে ঐ জিনিসটাকেই আমরা নৈতিক অগ্রগতির ভিত্তি বলে মনে করি, লেডী স্টাটফিল্ড। ওটা না থাকলে আমরা আমাদের প্রতিবেশী

রাষ্ট্রগুলির মানুষদের সঙ্গে এক হয়ে যেতাম।

স্টাটফিল্‌ড। জিনিসটা খুব দুঃখের হয়ে দাঁড়াত—তাই না?

কেলভিল। তাছাড়া বলতে আমার খুব খুব দুঃখ হয় যে মহিলাদের লর্ড ইলিঙ-ওয়ার্থ খেলার পুতুল বলে মনে করেন। আমি কিন্তু তা মনে করি নে। বাইরের অথবা ব্যক্তিগত জীবনে নারীই হচ্ছে পুরুষের বুদ্ধির সহায়িকা। ওদের বাদ দিলে সত্যিকারের আদর্শ ভুলে যাব আমরা।

লেডী স্টাটফিল্‌ডের পাশে বসলেন)

স্টাটফিল্‌ড। আপনার কথা শুনে আমি বেশ প্রীত হলাম।

ক্যারোলীন। মিঃ কেটল, আপনি কি বিবাহিত?

স্যার জন। কেলভিল, ক্যারোলীন, কেলভিল।

কেলভিল। আমি বিবাহিত, লেডী ক্যারোলীন।

ক্যারোলীন। সংসার?

কেলভিল। রয়েছে।

ক্যারোলীন। ক'টি সন্তান আপনার?

কেলভিল। আটটি।

(লেডী স্টাটফিল্‌ড লর্ড অ্যালফ্রেডের দিকে মুখ ঘোরালেন)

ক্যারোলীন। আমার ধারণা মিসেস কেটল এবং ছেলেমেয়েরা সব সমুদ্রের ধারে?

(স্যার জন কাঁধ কোঁচকালেন)

কেলভিল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার স্ত্রী সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছেন লেডী ক্যারোলীন।

ক্যারোলীন। নিশ্চয় পরে আপনি তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

কেলভিল। পাবলিক এনগেজমেণ্ট না থাকলে।

ক্যারোলীন। আপনি যে পাবলিক কাজ করেন তাতে মিসেস কেটল নিশ্চয় খুশি হন?

স্যার জন। কেলভিল, প্রিয়তমে, কেলভিল।

স্টাটফিল্‌ড। (অ্যালফ্রেডকে): সোনার জল দিয়ে মোড়া আপনার সিগারেটগুলি কী চমৎকার, লর্ড অ্যালফ্রেড!

অ্যালফ্রেড। সিগারেটগুলি ভয়ঙ্কর দামী। ঋণগ্রস্ত হলেই এইসব সিগারেট আমি ব্যবহার করি।

স্টাটফিল্ড। ঋণগ্রস্থ হওয়াটা নিশ্চয় ভীষণ কষ্টকর।

অ্যালফ্রেড। আজকাল মানুষকে একটা-না-একটা কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। আমার যদি ঋণ না থাকত তাহলে আর কিছু নিয়ে ভাববার কোন সুযোগ থাকতো না আমার। আমার পরিচিত সকলেই ঋণগ্রস্ত।

স্টাটফিল্ড। কিন্তু যাদের কাছে আপনি ঋণ করেছেন তারা আপনাকে খুব বিরক্ত করে না?

(ফুটম্যান ঢুকলো)

অ্যালফ্রেড। ও, না। তারা চিঠি লেখে। আমি লিখি নে।

স্টাটফিল্ড। বলেন কী! কী আশ্চর্য!

লে. হান্স। ক্যারোলীন, প্রিয় মিসেস আরবুথনটের কাছ থেকে চিঠি এসেছে। সে আমাদের ডিনারে যোগ দেবে না। খুব দুঃখিত হলাম। কিন্তু সন্ধ্যের দিকে সে আসবে। খুব খুশি হয়েছি আমি। হাতের লেখাটা কী সুন্দর! যেমন বড় তেমনি স্পষ্ট।

(লেডী ক্যারোলীনের হাতে চিঠিটা দিলেন)

ক্যারোলীন। (চিঠির দিকে তাকিয়ে) মেয়েলি চঙটা এখানে নেই, জেন: আর নারীদের ভেতর নারীসুলভ গুণগুলিকেই আমি পছন্দ করি সবচেয়ে বেশী।

লে. হান্স। (চিঠিটা নিয়ে টেবিলের ওপরে রাখলেন) কী যে বল! মেয়েলি ঢঙ তো আছেই, লেখাটাও বড় সুন্দর। আর্চডেকন তার সম্বন্ধে কী বলেছেন তা তোমার শোনা উচিৎ। প্যারিসে তিনি তাকে ডান হাত বলে ভাবেন। (ফুটম্যান তাকে কী বলে।) ইয়োলো ড্রয়িংরুমে। আমরা যাব? লেডী স্টাটফিল্ড, চা খাওয়ার জন্যে আমরা কি সবাই এবার ভেতরে যাব?

(সবাই উঠে এগিয়ে যান। স্যার জন লেডী স্টাটফিল্ডের ক্লোকটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাত বাড়ান।)

ক্যারোলীন। জন, তোমার ভাইপোকে যদি লেডী স্টাটফিল্ডের ক্লোকটা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দাও, তাহলে তুমি আমার এই ঝুড়িটা নিয়ে গিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পার।

(লর্ড ইলিংওয়ার্থ এবং মিসেস অ্যালনবীর প্রবেশ)

স্যার জন। নিশ্চয়, প্রিয়তমে।

(বেরিয়ে গেলেন)

অ্যালনবী। অদ্ভুত ব্যাপার! সাধারণ মহিলারা স্বামীর সম্বন্ধে সব সময়

সজাগ। সুন্দরী মহিলারা কোনদিনই স্বামীকে নিয়ে অপরকে হিংসা করে না।
ইলিঙ। সুন্দরী মহিলাদের সে-সময় নেই। তারা সব সময় অন্য মহিলাদের স্বামীদের নিয়ে হিংসা করে।
অ্যালনবী। ভেবেছিলেম এতদিনে দাম্পত্য জীবনটাকে আঁট করে বেঁধে রাখার চেষ্টায় লেডী ক্যারোলীন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। স্যার জন হচ্ছেন তাঁর চতুর্থ স্বামী।
ইলিঙ। এত বিয়ে নিশ্চয় সমর্থনযোগ্য নয়। কুড়ি বছরের রোমান্স যেকোন নারীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। কিন্তু কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবন তাকে যেকোন পাবলিক বিল্ডিং-এর মত ক'রে তোলে শক্ত।
অ্যালনবী। কুড়ি বছর ধরে রোমান্স? এরকম ঘটনা ঘটে নাকি?
ইলিঙ। আমাদের যুগে হয় না। নারীরা অত্যন্ত চটকদার হয়ে উঠেছে। নারীদের মধ্যে রসবোধ যেমন রোমান্স নষ্ট করতে পটু সেরকম আর কিছু নেই।
অ্যালনবী। অথবা পুরুষদের মধ্যে রসবোধের অভাব?
ইলিঙ। আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, মন্দিরে সবাই সিরিয়াস—একমাত্র মন্দিরের বাসিন্দা বিগ্রহটি ছাড়া।
অ্যালনবী। এবং সেই বিগ্রহটি কি পুরুষ!
ইলিঙ। সুন্দর চারুকলার ছন্দে নারীরা হাঁটু মুড়ে বসে, পুরুষরা বসে না।
অ্যালনবী। আপনি লেডী স্টাটফিল্ডের কথা ভাবছেন।
ইলিঙ। আপনাকে আমি আশ্বস্ত করতে পারি যে শেষ পনের মিনিট তাঁর কথা আমি ভুলেই গিয়েছি।
অ্যালনবী। ভদ্রমহিলা কি এতই রহস্যময়ী?
ইলিঙ। রহস্যের ওপরে যান তিনি—তিনি মনের বিশেষ একটি মুড।
অ্যালনবী। মুড বেশীক্ষণ থাকে না।
ইলিঙ। সেইটাই তার সত্যিকার আকর্ষণ।

(হেসটার আর জিরাল্ডের প্রবেশ)

জিরাল্ড। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, সকলেই আমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, লেডী হানসট্যানটন, লেডী ক্যারোলীন, এবং···বলতে গেলে প্রায় সবাই। আশা করি আমি একজন ভাল সেক্রেটারী হ'তে পারব।
ইলিঙ। তুমি আদর্শ সেক্রেটারী হবে জিরাল্ড।

(তার সঙ্গে কথা বলতে থাকেন)

অ্যালনবী। লণ্ডনের ডিনার পার্টিতে যাওয়ার জন্যে আপনার মন উসখুস করে না ?

হেসটার। ওই সব পার্টিগুলিকে মোটেই ভাল লাগে না আমার।

অ্যালনবী। আমি তো ওদের প্রশংসায় একেবারে চতুর্মুখ। চালাক লোকেরা কোনদিন কারও কথা শোনে না ; মূর্খরা কথা বলে না কখনও।

হেসটার। আমার তো ধারণা মূর্খরাই ঝুড়ি-ঝুড়ি কথা বলে।

অ্যালনবী। আমি কিন্তু কোনদিন কারও কথায় কান দিই নে।

ইলিঙ। বৎস, তোমাকে যদি আমি পছন্দ না করতাম তাহলে কি ওই পদটা তোমাকে আমি দিতাম ? এত পছন্দ করি বলেই তোমাকে আমার কাছে রাখতে চাই। (হেসটার জিরাল্‌ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেল) জিরাল্‌ড আরবুথনট চমৎকার ছেলে—তাই নয় ?

অ্যালনবী। হাঁ সুন্দর ছেলে। সত্যিই বড় সুন্দর। কিন্তু ওই অ্যামেরিকান যুবতীটিকে আমি কেমন সহ্য করতে পারি নে।

ইলিঙ। কেন ?

অ্যালনবী। ও আমাকে কাল বলল, আর বেশ চেঁচিয়েই বলল যে ওর বয়স মাত্র আঠার। কথাটা শুনে আমার এত বিরক্তি লাগল ?

ইলিঙ। যে মহিলা তার নিজের বয়স ঠিক কত সেকথা বলে তাকে কেউ কোনদিন বিশ্বাস করে না। যে মহিলা ও কথা বলে—সে সবাইকে সব কথাই বলে দিতে পারে।

অ্যালনবী। তা ছাড়া ও হচ্ছে পিউরিট্যান···গোঁড়া প্রকৃতির···

ইলিঙ। তাই বুঝি ? না, না—ও অপরাধ ক্ষমার্হ নয়। সাধারণ মহিলারা পিউরিট্যান হোন—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। সাদাসিদে থাকার এইটাই তাদের একমাত্র অজুহাত। কিন্তু ও মেয়েটি সত্যিকারের সুন্দরী। ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

(মিসেস অ্যালনবীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।)

অ্যালনবী। তুমি সত্যিকারের খারাপ লোক।

ইলিঙ। খারাপ বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও ?

অ্যালনবী। সেই জাতীয় মানুষ যে নিরপরাধকে প্রশংসা করে।

ইলিঙ। আর খারাপ মহিলা বলতে তুমি কী বোঝ ?

অ্যালনবী। যে মহিলার সঙ্গ পুরুষকে কোনদিনই ক্লান্ত করে না।

ইলিঙ। নিজের ওপরেই তুমি বড় কঠোর হয়ে পড়ছো।

অ্যালনবী। জাতি হিসাবে আমাদের ব্যাখ্যা কর।

ইলিঙ। গোপন রহস্যটুকু বাদ দিয়ে স্পিনিকস বলতে যা বোঝায় তাই।

অ্যালনবী। ওর মধ্যে কি গোঁড়া ধার্মিক মহিলারা পড়েন ?

ইলিঙ। তুমি কি জান গোঁড়া ধার্মিক মহিলার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাসী নই:? পৃথিবীতে এমন কোন মহিলা কি রয়েছে প্রেম নিবেদন করলে যে খুশি হয় না। এরকম কোন মহিলা রয়েছে বলে আমার মনে হয় না। শুধু এই কারণেই মহিলাদের আকর্ষণ এত দুর্দমনীয়।

অ্যালনবী। তোমার ধারণা পৃথিবীতে এমন কোন নারী নেই যে পুরুষের চুম্বন খেতে আপত্তি জানাতে পারে ?

ইলিঙ। সেরকম নারী নেই বললেই হয়।

অ্যালনবী। মিস উরসলে কিছুতেই তোমাকে তাকে চুমু খেতে দেবে না।

ইলিঙ। এবিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ ?

অ্যালনবী। নিশ্চয়।

ইলিঙ। তাকে যদি আমি চুমু খাই তাহলে সে কী করতে পারে বলে তোমার মনে হয় ?

অ্যালনবী। হয় তোমাকে বিয়ে করবে, আর না হয়, তার দস্তানা দিয়ে তোমার মুখে চপেটাঘাত করবে। তাহলে তুমি কি করবে ?

ইলিঙ। সম্ভবত তার প্রেমে পড়ে যাবে।

অ্যালনবী। তাহলে তাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা তোমার না করাই ভাল।

ইলিঙ। এরা কি তোমার চ্যালেঞ্জ ?

অ্যালনবী। বাতাসে তীর ছোঁড়ার মত।

ইলিঙ। তুমি কি জান না যা আমি করতে চেষ্টা করি তাই করি ?

অ্যালনবী। তোমার কথা শুনে আমি দুঃখিত। মহিলারা ব্যর্থতারই পুজারিণী। ব্যর্থ পুরুষরাই আমাদের বদান্যতার ওপরে নির্ভর করে।

ইলিঙ। তুমি সার্থকতার পুজারিণী। সার্থক পুরুষদের ওপরে তোমার নির্ভরতা বেশী।

অ্যালনবী। পুরুষদের ব্যর্থতা আমরা মালা দিয়ে ঢেকে দিই।

ইলিঙ। আর পুরুষরাও সব সময়েই তোমাদের সাহায্য চায়—একমাত্র বিজয়ের মুহূর্ত ছাড়া।

অ্যালনবী। তাহলে মহিলা মনস্তত্ত্ব মোটেই আকর্ষণীয় নয়।

ইলিঙ। মানুষকে আশা দিয়ে তুমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ। (বিরতি)

অ্যালনবী। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, একটা জিনিসের জন্যে তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।

ইলিঙ। মাত্র একটা? আমার অনেক অপগুণই রয়েছে যে।

অ্যালনবী। অপগুণ নিয়ে অত গুণপনা নাই বা আর দেখালে। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সবগুলিই তুমি হারাবে।

ইলিঙ। বৃদ্ধ হওয়ার বাসনা আমার নেই। জন্ম থেকে আমাদের আত্মা বৃদ্ধ; যত বড় হয় ততই সে সজীব হয়ে ওঠে। এইটাই জীবনের কমেডি।

অ্যালনবী। আর সজীব হয়েই দেহটা জন্মায়; ধীরে-ধীরে তারপর সে বৃদ্ধ হয়। এইটাই জীবনের ট্র্যাজিডি।

ইলিঙ। মাঝে-মাঝে জীবন কমেডি-ও হয়ে ওঠে। কিন্তু তুমি যে আমাকে সব সময় পছন্দ কর বললে তার পেছনে রহস্যময় কারণটা কী রয়েছে বলত?

অ্যালনবী। তুমি কোনদিন আমাকে প্রেম নিবেদন করনি—এইটাই কারণ।

ইলিঙ। ওটা ছাড়া আর কিছু তো জীবনে করি নি আমি।

অ্যালনবী। তাই বুঝি? আমি তো লক্ষ্য করি নি কখনও।

ইলিঙ। তোমার কপাল ভাল। অন্যথায় আমাদের দুজনের জীবনেই ট্র্যাজিডি ঘনিয়ে আসত।

অ্যালনবী। সে ট্র্যাজিডি আমরা দুজনেই কাটিয়ে উঠতাম।

ইলিঙ। আজকাল এক মৃত্যু ছাড়া মানুষ সব কিছুর দুঃখই কাটিয়ে ওঠে; আর জীবনে এক সম্মান ছাড়া সব কিছুই তার ভাগ্যে জোটে।

অ্যালনবী। তুমি কি কখনও সম্মান অর্জনের চেষ্টা করেছ?

ইলিঙ। জীবনে অনেক বিরক্তিকর চেষ্টার মধ্যে এ একটি। কোনদিনই আমাকে তার কবলে পড়তে হয় নি।

অ্যালনবী। সেরকম পরিস্থিতি আসতে পারে।

ইলিঙ। ভয় দেখাচ্ছ কেন?

(ফুটম্যান ঢুকলো)

ফ্রান্সিস। ইয়োলো ড্রয়িংরুমে চা দেওয়া হচ্ছে, মি লাড।

ইলিঙ। লেডী শীপকে বলো আমরা এখনই আসছি।

ফ্রান্সিস। ইয়েস, মি লাড। (বেরিয়ে গেল)

ইলিঙ। চা খেতে যাবে তো ?

অ্যালনবী। এই সব সাধারণ আনন্দ কি তোমার ভাল লাগে ?

ইলিঙ। সাধারণ আনন্দগুলি পেলে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। জটিল জীবনে এইগুলিই হচ্ছে মানুষের শেষ আশ্রয়। কিন্তু যদি তুমি মনে কর যাবে না তাহলে আমরা এখানেই বসে থাকতে পারি। সেই ভাল। আমরা এখানে থাকি। নর আর নারীকে নিয়ে জীবনের যে গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার সুরু এই বাগানে।

অ্যালনবী। আর শেষ হচ্ছে ঈশ্বরের বাণীতে

ইলিঙ। নিজেকে তুমি ঈশ্বরের বাণী দিয়ে ঢাকছো ; কিন্তু পরাজয়কে তুমি ঢাকতে পার নি।

অ্যালনবী। এখনও আমার মুখে ঢাকনি রয়েছে।

ইলিঙ। সেই জন্যেই তোমার চোখ দুটো আরও সুন্দর।

অ্যালনবী। ধন্যবাদ। এস।

ইলিঙ। (টেবিলের ওপরে মিসেস আরবুথনটের চিঠির দিকে লক্ষ্য পড়ে। সেটা তুলে নেন তিনি ; খামটার দিকে তাকিয়ে দেখেন।) কী অদ্ভুৎ হাতের লেখা ! লেখাটা দেখে একটি মহিলার কথা আমার মনে পড়ে গেল। অনেক দিন আগে একে আমি চিনতাম।

অ্যালনবী। মহিলাটি কে ?

ইলিঙ। না, কেউ নয়। বিশেষ কেউ নয়। এমন কিছু মনে রাখার মত নয়। (চিঠিটা টেবিলের ওপরে ফেলে দেন। মিসেস অ্যালনবীর সঙ্গে বারান্দার সিঁড়ি পেরিয়ে যান। দুজনের দিকে চেয়ে দুজনে হাসেন)

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান : হানসট্যানটনের ড্রয়িংরুম। ডিনারের পর। আলো জ্বলছে। দরজা বাঁ দিকের কোণ আর ডানদিকের কোণে একটি করে।

(মহিলারা সোফার ওপরে বসে রয়েছেন)

অ্যালনবী। কিছুক্ষণের জন্যে পুরুষদের কাছ থেকে সরে থাকতে কী ভালই যে লাগে!

স্টাটফিল্ড। ঠিক বলেছ। পুরুষরা আমাদের বড্ড কষ্ট দেয়, তাই না?

অ্যালনবী। কষ্ট দেয়? হায়রে, তাই যদি দিত!

হান্‌স। বল কী বাছা?

অ্যালনবী। সবচেয়ে বিরক্তিকর জিনিস হচ্ছে আমাদের বাদ দিয়ে হতচ্ছাড়ারা তোফা আরামেই দিন কাটায়। সেই জন্যেই আমার মনে হয় ওদের এক-মুহূর্তের জন্যে কাছ ছাড়া করা কোন মহিলার উচিৎ নয়; অবশ্য ডিনারের পরে এই রকম একটু জিরিয়ে নেওয়া ছাড়া। অন্যথায়, আমাদের মত হত-ভাগ্য মহিলারা একেবারে বানচাল হয়ে যাবে।

(কফি নিয়ে চাকর ঢুকলো)

হান্‌স। কী বললে? একেবারে বানচাল!

অ্যালনবী: সত্যিই তাই লেডী হানসট্যানটন। পুরুষদের বেচাল অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে রাখা বড়ই কষ্টসাধ্য। তারা সব সময় চেষ্টা করছে আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে।

স্টাটফিল্ড। আমার তো মনে হয় আমরাই সব সময় ওদের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাই। পুরুষরা সত্যিকার হৃদয়হীন। নিজের ক্ষমতা কতটা তা তারা জানে; আর সেইটাই আমাদের ওপরে খাটায়।

ক্যারোলীন। (চাকরের কাছ থেকে কফি নিয়ে) পুরুষদের সম্বন্ধে আবোল তাবোল কী সব বকছেন আপনারা? পুরুষকে তার নিজের জায়গায় রাখাই আমাদের কাজ।

অ্যালনবী। তাদের নিজের জায়গাটা কী, লেডী ক্যারোলীন?

ক্যারোলীন। স্ত্রীরা যাতে ভাল থাকে সেই দিকে নজর রাখা।

অ্যালনবী। (চাকরের হাত থেকে কফি নিয়ে) সত্যি? আর যদি তারা বিবাহিত না হয়?

ক্যারোলীন। যদি তারা বিয়ে না করে থাকে তাহলে বিয়ে করার জন্যে তাদের চেষ্টা করা উচিৎ। অবিবাহিত যুবকরা যে-পরিমাণে সমাজে ঘুরে বেড়ায় তা রীতিমত লজ্জাকর। এইসব যুবকরা আগামী বার মাসের মধ্যে যাতে বিয়ে করতে বাধ্য হয় সেই জন্যে আইন হওয়া উচিৎ।

লে. স্টাটফিল্ড। (কফি প্রত্যাখ্যান ক'রে) কিন্তু যদি তারা এমন মেয়ের

প্রেমে পড়ে যে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে?

লে. ক্যারোলীন। সেক্ষেত্রে, লেডী স্টাটফিল্ড, এক সপ্তাহের মধ্যেই কোন সাধারণ অথচ সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাদের বিয়ে দেওয়া উচিৎ—কেবল এইটুকু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে যে তারা যেন অন্য পুরুষের সম্পত্তি নিয়ে টানাটানি না করে।

অ্যালনবী। আমাদের অন্য লোকের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করাটা উচিৎ বলে আমি মনে করি নে। সব পুরুষরাই হচ্ছে বিবাহিতা মহিলাদের সম্পত্তি। বিবাহিতা মহিলাদের সত্যিকার সম্পত্তি বলতে এই বোঝায়। কিন্তু আমরা কারও সম্পত্তি নই।

স্টাটফিল্ড। আপনার মুখে এই কথা শুনে আমরা খুব খুশি হয়েছি···খু-উ-ব।

হান্স। কিন্তু প্রিয় ক্যারোলীন, তুমি কি সত্যিই মনে কর যে আইন ক'রে এবিষয়ে কিছু সুরাহা হবে? আমি শুনেছি, আজকাল নাকি সব বিবাহিত পুরুষরাই অবিবাহিত পুরুষদের মত দিন কাটায়, আর সব অবিবাহিত পুরুষরাই দিন কাটায় বিবাহিত পুরুষদের মত।

অ্যালনবী। সত্যি কথা বলতে কি দু'জাতের পুরুষদের মধ্যে কোন তফাৎ আমার চোখে পড়ে না।

স্টাটফিল্ড। আমার তো মনে হয় কোন পুরুষের ওপরে গার্হস্থ জীবনের চাপ রয়েছে কি না তা যে কোন লোকই সহজে ধরে ফেলতে পারে। অনেক অনেক বিবাহিত পুরুষদের চোখে আমি একটা করুণ, বিষণ্ণ ছায়া পড়তে দেখেছি।

অ্যালনবী। আমি অবশ্য লক্ষ্য করেছি স্বামী হিসাবে যারা ভাল তারা ভয়ঙ্কর রকমের বিরক্তিকর; আর যারা ভাল নয় তারা বীতিকিচ্ছি রকম উদ্ধত।

হান্স। অবশ্য আমার ধারণা, আমাদের যৌবনে স্বামীরা যেরকমটি ছিল এখনকার স্বামীরা ঠিক সে-ধরনের নয়; কিন্তু আমি একথা বলতে বাধ্য যে বেচারা হানসট্যানটন প্রাণী হিসাবেই যে কেবল সুন্দর ছিল তা-ই নয়, স্বামী হিসাবেও ছিল সোনার মত নিষ্কলঙ্ক।

অ্যালনবী। আর আমি হচ্ছি প্রমিশারী নোটের মত। তার চাহিদা মেটাতে মেটাতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

ক্যারোলীন। কিন্তু মাঝে-মাঝে আপনি তো স্বামী পালটান—তাই না?

অ্যালনবী। না, না; লেডী ক্যারোলীন; এখনও পর্যন্ত স্বামী হিসাবে আমি একটিকেই পেয়েছি। আপনি সম্ভবত আমাকে সখের স্ত্রী অভিনেত্রী হিসাবে

ধরে নিয়েছেন !

ক্যারোলীন। জীবনের সম্বন্ধে আপনার মতবাদ যা তা-ই দেখে মাঝে-মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি আপনি আদৌ বিয়ে করেছেন কিনা।

অ্যালনবী। আমিও তো তাই ভাবি।

হান্স। বাছা, আমার তো মনে হয় বিবাহিত জীবনে তুমি সত্যিই সুখী ; কিন্তু অন্য লোকের কাছ থেকে সেই কথাটা তুমি লুকিয়ে রাখতে চাও।

অ্যালনবী। আমি আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি যে আর্নেস্টকে বিয়ে করে আমি ভীষণ ঠকেছি।

হান্স। না, না। সে কী কথা! তার মাকে আমি খুব ভাল করেই জানি।

ক্যারোলীন. তুমি বোধহয় জান ও হচ্ছে স্ট্যাটন বংশের—লর্ড ক্রোল্যানড-এর এক মেয়ে।

ক্যারোলীন। ভিকটোরিয়া স্ট্র্যাটন! হ্যাঁ, হ্যাঁ ; খুব জানি। দেখতে বোকা-বোকা। মাথায় সুন্দর চুলের স্তবক ; থুতনি নেই বললেই হয়।

অ্যালনবী। আর্নেস্টি-এর থুতনি রয়েছে—আর শক্ত থুতনি, চৌকো। খুব বেশী চৌকো—লম্বায় চওড়ায় প্রায় সমান-সমান।

স্টাটফিল্ড। কিন্তু আপনি কি মনে করেন পুরুষমানুষের থুতনি লম্বায় চওড়ায় সমান হয়? আমার তো ধারণা, পুরুষমানুষ হবে শক্ত সমর্থ ; কিন্তু তার থুতনি হবে মোটামুটি চৌকো।

অ্যালনবী। তাহলে আর্নেস্ট কী ধরনের মানুষ তা আপনি বুঝতে পারছেন, লেডী স্টাটফিল্ড। আপনাকে আগেই বলে দেওয়া ভাল যে আর্নেস্ট কথা প্রায় বলে না বললেই হয়।

স্টাটফিল্ড। যে পুরুষ মানুষ চুপচাপ থাকে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি।

অ্যালনবী। কিন্তু তাই বলে আর্নেস্ট মোটেই চুপচাপ প্রকৃতির মানুষ নয়। সারাক্ষণই সে বকবক করছে। তবে আলোচনা করার মত কোন কথা সে বলে না। সে যে কী ছাই বলে তা আমি বুঝতেও পারি নে। কদ্দিন যে তার কথা শুনি নি।

স্টাটফিল্ড। তাহলে, আপনি কি তাঁকে কোনদিন ক্ষমা করেন নি? কী দুঃখের কথা! কিন্তু সারা জীবনই তো দুঃখের? তাই না?

অ্যালনবী। লেডী স্টাটফিল্ড, জীবনটা হচ্ছে কতগুলি অপরূপ মুহূর্তের সমষ্টি মাত্র।

স্টাটফিল্ড। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ; অপরূপ মুহূর্ত কিছু রয়েছে সেকথা সত্যি। কিন্তু মিঃ অ্যালনবী এমন কিছু কি করেছেন যা সত্যিই খুব খারাপ? তিনি কি আপনার ওপরে চটেছেন? অথবা এমন কিছু বলেছেন যা অপ্রিয় অথচ সত্য?

অ্যালনবী। না, না—সেরকম কিছু নয়। আর্নেস্ট স্বভাবতই খুব শান্ত। অনেক কারণের মধ্যে এইটাই একটা যার জন্যে আর্নেস্টকে আমি সহ্য করতে পারি নে। চুপচাপ থাকার মত আর কিছু স্ব'য়ুকে অতটা উত্তেজিত করে না। আজকাল পুরুষদের শান্ত মেজাজের মধ্যে একটা কেমন যেন পাশবিক নিষ্ঠুরতা মিশে রয়েছে। আমরা মহিলারা যে এই জাতীয় মেজাজকে সহ্য করার জন্যে সর্বস্ব পণ করি এটা ভাবতেই আমার অবাক লাগে।

স্ট'টফিল্ড। ঠিক কথা। পুরুষদের শান্ত মেজাজ থেকেই প্রমাণিত হয় যে তাদের অনুভূতিগুলি আমাদেব মত স্পর্শকাতর নয়, আমাদের মত সূক্ষ্ম তারে বাঁধা নয় তাদের হৃদয়তন্ত্রীগুলি। স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে এটাই চরম বাধা, তাই নয়? কিন্তু মিঃ অ্যালনবী কী এমন অন্যায় কাজ করেছেন সেইটাই আমি জানতে চাই।

অ্যালনবী। যদি আপনি বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে অন্য সবাইকে আপনি সে কথা বলবেন না তাহলে আপনাকে আমি বলতে রাজি।

স্টাটফিল্ড। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

অ্যালনবী। আর্নেস্ট আর আমার যখন বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল তখন সে হাঁটু গেঁড়ে বসে আমাকে বলেছিল যে জীবনে সে আর কোন মেয়েকে ভালবাসে নি। আপনাকে বলার দরকার নেই যে তখন আমার বয়স কম ছিল বলে তার কথা তখন আমি বিশ্বাস করি নি। দুর্ভাগ্যবশত, বিয়ের চার-পাঁচ মাস আগে পর্যন্ত এবিষয়ে আমি কোনরকম খোঁজ খবর নিই নি। তারপরেই আমি বুঝতে পারলাম সে আমাকে সত্যি কথাই বলেছিল। আপনিই বলুন, এই ধরনের মানুষকে সত্যিকার কি কোন মহিলার ভাল লাগে?

হান্স। ছি-ছি!

অ্যালনবী। পুরুষরা সব সময় মেয়েদের প্রথম প্রেমিক হতে চায়। এটা তাদের অশ্লীল দম্ভ। মেয়েদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের প্রবৃত্তি অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। আমরা সব সময় চাই পুরুষদের শেষ রোমান্স।

স্টাটফিল্ড। আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। বড় সুন্দর আপনার বক্তব্য।

হান্স। বাছা, তুমি নিশ্চয় আমাকে বোঝাতে চাইছো না যে তোমার স্বামী আর কোন নারীকে ভালবাসেন নি ব'লেই তুমি তাঁকে ক্ষমা করতে পার নি? ক্যারোলীন, এরকম কথা কোথাও তুমি শুনেছ? আমি তো অবাক।

ক্যারোলীন। আসল ব্যাপারটা কী জান, জেন? মেয়েরা এত শিক্ষিতা হয়ে উঠেছে যে আজকাল কিছুই আমাদের কাছে আশ্চর্য বলে মনে হয় না—একমাত্র বিয়েটা সুখের হয়েছে এই সংবাদটা ছাড়া। সুখের বিয়ে জিনিসটা আজকাল কেমন যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

অ্যালনবী। ও জিনিসটা আজকাল অচল।

স্টাটফিল্‌ড। শুনেছি একমাত্র মধ্যবিত্ত সংসার ছাড়া।

অ্যালনবী। তা যা বলেছেন। বস্তুটা মধ্যবিত্ত সংসারেই মানায় ভাল।

স্টাটফিল্‌ড। তাই নয়?

ক্যারোলীন। মধ্যবিত্ত সংসারের সম্বন্ধে লেডী স্টাটফিল্‌ড আপনি এইমাত্র যা বললেন সেটা যদি সত্যি হয় তাহলে বুঝতে হবে তারা ভালই রয়েছে। এটা খুব দুঃখের কথা যে আমাদের সমাজে মেয়েরা ইচ্ছে ক'রে আর নীতিগতভাবে নিজেদের হাল্‌কা করে তোলে—এইটা ভেবে যে ওইভাবেই সমাজে তাদের চলা-ফেরা করা উচিৎ। আমাদের সমাজে বিবাহিত জীবন যে এত নোংরা হয়ে উঠেছে এইটাই তার একমাত্র কারণ।

অ্যালনবী। লেডী ক্যারোলীন, আমি মনে করি নে যে স্ত্রীর চপলতার সঙ্গে বিবাহিত জীবন অসুখী হওয়ার কোন সম্বন্ধ রয়েছে। আজকাল অধিকাংশ বিবাহিত জীবন যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে দায়ী হচ্ছে স্বামীদের সাংসারিক বুদ্ধি; আর কিছু নয়। স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বুদ্ধিমতী জীব বলে মনে করে তাহলে এমন কোন্ স্ত্রী রয়েছে যে সে তার স্বামীকে নিয়ে সুখী হবে?

হান্স। এরা সব বলে কি!

অ্যালনবী। পুরুষ জাতটাই হল বোকা, তাদের চালচলন কুৎসিৎ, তারা বিশ্বাসী এবং প্রয়োজনীয়। এরা এমন একটি মহিলা জাতির সম্পত্তি যে-জাতিটি লাখ লাখ বছর ধরে বুদ্ধিমতী ব'লে নিজেদের প্রমাণ করেছে। এদের দাসত্ব না করে পুরুষদের উপায় নেই। অস্থিমজ্জায় তারা দাস। মহিলাদের অন্য ঐতিহ্য। সাংসারিক বুদ্ধি, যাকে আমরা 'কমন সেনস' বলি তার বিরুদ্ধে চিরকালই আমরা অপরূপ ভঙ্গিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এসেছি। সাংসারিক বুদ্ধির বিপদটা কোথায় তা আমরা প্রথম থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম।

স্টাটফিল্ড। খাঁটি কথা। স্বামীদের সাংসারিক বুদ্ধি সহ্য করা সত্যিই বড় কষ্টকর। আদর্শ স্বামী বলতে আপনি কি বোঝেন বলুন তো! আমার ধারণা, আলোচনা খুবই উপাদেয় হবে।

অ্যালনবী। আদর্শ স্বামী? ওরকম কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নেই। প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বামীত্বটাই হচ্ছে অন্যায়।

স্টাটফিল্ড। বেশ, আদর্শ পুরুষের কথাই বলুন। আমাদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কতটুকু?

ক্যারোলীন। তিনি নিশ্চয় অত্যন্ত বাস্তবপন্থী হবেন।

অ্যালনবী। আদর্শ পুরুষ! তিনিই আদর্শ পুরুষ যিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন এই ভেবে যে আমরা সাক্ষাৎ দেবী, অথচ ব্যবহার করবেন এই ভেবে যে আমরা অর্বাচীন শিশুর দল। আমাদের সমস্ত দরকারী চাওয়া নস্যাৎ করে দেবেন তিনি; অথচ, পূর্ণ করবেন প্রতিটি অবান্তর খেয়াল। তিনি আমাদের সমস্ত উৎকল্পনাকে উৎসাহিত করবেন; অথচ, প্রতিহত করবেন সমস্ত সং বাসনাকে। তাঁর মনে যা রয়েছে মুখে তিনি তার চেয়ে অনেক বেশী বলবেন; মুখে যা বলবেন ভাববেন তার চেয়ে অনেক বেশী।

হান্স। কিন্তু এই দুটো জিনিস একই সঙ্গে তিনি কেমন করে করবেন, বাছা?

অ্যালনবী। অন্য সুন্দরী মহিলাদের পিছু-পিছু তিনি দৌড়বেন না; দৌড়লে, লোকে ভাববে তাঁর রুচিজ্ঞান নেই; অথবা সন্দেহ করবে, ওই জাতীয় মহিলা সঙ্গিনী তাঁর অনেক রয়েছে। না; সেকাজ তিনি করবেন না। সকলের সঙ্গেই তিনি মিষ্টি ব্যবহার করবেন—সব সময়, কিন্তু মুখে বলবেন যে-কোন কারণেই হোক, তারা তাকে আকর্ষণ করে না।

স্টাটফিল্ড। অন্য মহিলাদের সম্বন্ধে একথা শুনতে বেশ ভালই লাগে।

অ্যালনবী। তাঁর বিষয়ে আমরা যদি কোন প্রশ্ন করি, তিনি আমাদের সম্বন্ধে সব কিছু বলে যাবেন। যেসব গুণ আমাদের আদৌ নেই বলে তিনি জানেন সেই সব গুণের প্রশংসা করবেন আমাদের; কিন্তু যে গুণগুলির কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না সেই গুণগুলি আমাদের রয়েছে এই অজুহাতে তিনি নির্দয়ভাবে আমাদের তিরস্কার করবেন। তিনি কোনদিনই বিশ্বাস করবেন না যে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবহার জানি। এই জানাটাকে কিছুতেই তিনি ক্ষমা করতে পারবেন না। কিন্তু আমাদের যার প্রয়োজন নেই সেইগুলিই তিনি বর্ষার জলধারার মত আমাদের মাথায় ছড়িয়ে দেবেন।

ক্যারোলীন। আমি যতদূর জানি, খাবার পয়সা মেটানো, আর অন্যদের শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া অন্য কোন কাজই তাঁর নেই।

অ্যালনবী। প্রকাশ্যে আমাদের সঙ্গে আপোষ করার জন্যে সে জিদ ধরবে; আমরা যখন একা থাকবো তখন শ্রদ্ধার ভারে আমাদের সামনে একেবারে নুয়ে পড়বে। এবং আমরা কোন গণ্ডগোল শুরু করলেই তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে সে সব সময় তৈরি হয়ে বসে থাকবে; তারপরে মুহূর্তের মধ্যে সে এমন একটা ভাব দেখাবে যে তার মত দুঃখী আর কেউ নেই; সামান্য একটু পরেই মিনিট কুড়িও নয়, যথার্থ তিরস্কারের তোড়ে আমাদের একেবারে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছেড়ে দেবে; আধ ঘণ্টা পরে রণং দেহী মূর্তিতে সামনে এসে দাঁড়াবে, এবং রাত্রি পৌনে আটটার সময়, ঠিক যখন আমরা ডিনারের জন্যে তৈরি হ'তে যাব—এমন সময় সে আমাদের চিরকালের জন্যে পরিত্যাগ ক'রে চলে যাবে। তারপরে যখন আমাদের কাছ থেকে সত্যিই সে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেল, আর যে সব ছোটখাট জিনিস সে একসময় আমাদের দিয়েছিল সেগুলি ফিরিয়ে নিতে রাজি হল না—এবং প্রতিজ্ঞা করল আর সে আমাদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ রাখবে না, অথবা মূর্খের মত আর সে আমাদের লক্ষ্য ক'রে একটাও প্রেমপত্র রচনা করবে না—তখন ক্ষোভ, দুঃখ, আর হতাশায় সে একেবারে ভেঙে পড়বে, আমাদের মধ্যে কাউকে সারাদিন ধরে টেলিগ্রাফ করবে, প্রতি আধঘণ্টা অন্তর ছোট-ছোট চিঠি পাঠাবে গাড়ীতে করে। তারপরে কোন ক্লাবে নিঃসঙ্গভাবে ডিনার খাবে। তখন তাকে দেখলে মনে হবে তার মত অসুখী মানুষ পৃথিবীতে বুঝি আর নেই। এইভাবে পুরো একটি সপ্তাহ কেটে যাবে। এই সময়ের মধ্যে মহিলাটি সর্বত্র তার স্বামীকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কেবল এইটুকু প্রমাণ করার জন্যে যে সে বড় একাকিনী; তারপরে সন্ধ্যের দিকে একদিন তৃতীয়বার তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে; এবং তারপরে স্বামীর চরিত্র যদি একেবারে নির্দোষ প্রমাণিত হয়, আর স্ত্রী যদি সত্যি-সত্যিই তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ক'রে থাকে. তাহলে স্বামীকে স্বীকার করার সুযোগ দেওয়া হয় যে সে সত্যিই অন্যায় করেছে। এই স্বীকারোক্তির পরে নারীর কর্তব্য হবে তাকে ক্ষমা করা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে এই কাজটা স্ত্রীজাতি বার বার ক'রে যেতে পারে। তাতে কোন দোষ নেই।

হান্‌স। বাছা, কী বুদ্ধি তোমার! এতক্ষণ ধরে যা তুমি বললে তার একটা বর্ণও তুমি নিজেই বিশ্বাস কর না।

স্টাটফিল্ড। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তোমার কথা শুনে আমরা একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছি। তোমার কৌশলটা আমাকে মনে রাখতে হবে ; চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে কেমন ক'রে খাটানো যায়। এই কাজটার মধ্যে এমন কয়েকটা সূক্ষ্ম কলা রয়েছে যেগুলিই হচ্ছে সত্যিকার প্রয়োজনীয়।

ক্যারোলীন। কিন্তু আদর্শ পুরুষের পুরস্কার কী হওয়া উচিৎ সে কথা আপনি এখনও আমাদের বলেন নি।

অ্যালনবী। তার পুরস্কার! তার পুরস্কার হচ্ছে অনন্ত প্রত্যাশা। সেইটাই তার কাছে যথেষ্ট।

স্টাটফিল্ড। কিন্তু পুরুষরা তো বড় জবরদস্ত প্রকৃতির মানুষ। তাই নয়?

অ্যালনবী। তাতে কিছু আসে যায় না। হার স্বীকার করা উচিৎ নয় আমাদের।

স্টাটফিল্ড। আদর্শ পুরুষের কাছেও না?

অ্যালনবী। না, নিশ্চয় না। যদি না অবশ্য তাকে নিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

স্টাটফিল্ড। ঠিক কথা, ঠিক কথা। বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি সব। আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করলেন। মিসেস অ্যালনবী, আদর্শ পুরুষের সঙ্গে কোনদিন আমার দেখা হবে বলে কি আপনার মনে হয়? অথবা, একাধিক আদর্শ পুরুষ রয়েছেন?

অ্যালনবী। লেডী স্টাটফিল্ড, লনডনে সম্প্রতি মাত্র চারটি আদর্শ পুরুষ রয়েছেন।

হান্স। হাই যা!!

অ্যালনবী। (তাঁর কাছে গিয়ে) কী হ'ল আপনার? আমাকে বলুন।

হান্স। (নিচু স্বরে) সারাটাক্ষণ এই ঘরের মধ্যে আমাদের অতিথি অ্যামেরিকান যুবতীটি বসে রয়েছে। তার কথা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। ভয় হচ্ছে, আমাদের এই সব চতুর আলোচনা তাঁকে কিছুটা হয়ত বিব্রত ক'রে তুলেছে।

অ্যালনবী। এতে তাঁর ভালই হবে।

হান্স। আশাকরি বেশী বোঝার ক্ষমতা যেন তাঁর না থাকে। তাঁর কাছে গিয়ে একটু কথা বলাই ভাল। (উঠে হেসটার উরসলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন)। প্রিয় মিস উরসলে (পাশে বসলেন) সারাটাক্ষণ ছোট্ট কোণে

কেমন শান্ত হয়ে বসে রয়েছেন আপনি? মনে হচ্ছে আপনি কোন বই পড়ছেন। তাই না? তা এই লাইব্রেরীতে অনেক বই রয়েছে।

হেসটার। বই পড়ি নি: আপনাদের আলোচনা শুনছিলাম।

হান্‌স। ওরা যা বলছিল তার সবটুকুই নিশ্চয় আপনি বিশ্বাস করবেন না।

হেসটার। একটা কথাও বিশ্বাস করি নি আমি।

হান্‌স। ঠিক করেছেন।

হেসটার। (পূর্ব কথার জের টেনে) আজ রাত্রিতে আপনার অতিথিবর্গের কয়েক জনের মুখ থেকে যে সব কথা শুনলাম তা খুবই অস্বস্তিকর। জীবনের সম্বন্ধে কোন মহিলার সত্যি-সত্যিই যে এরকম ধারণা থাকতে পারে নিজের কানে না শুনলে তা আমি বিশ্বাসই করতে পারতাম না।

(একটা অস্বস্তিকর বিরতি)

হান্‌স। অ্যামেরিকাতে সমাজে মানুষ বেশ আনন্দেই ঘুরে বেড়ায়। মাঝে-মাঝে মনে হয় যেন ওটা আমাদেরই দেশ। আমার ছেলে সেই কথাই লিখেছিল এক চিঠিতে।

হেসটার। লেডী হানসট্যানটন, অন্যান্য দেশের মত অ্যামেরিকাতেও ষড়যন্ত্র রয়েছে; কিন্তু সত্যিকার অ্যামেরিকান সোসাইটিতে থাকেন কেবল আমাদের দেশের ভাল পুরুষ আর মহিলারা। অন্য লোকের প্রবেশ সেখানে নিষেধ।

হান্‌স। কী চমৎকার রীতি! বলতে পারি এরকম সোসাইটি মানুষকে আনন্দ দিতে বাধ্য। ইংলণ্ডে আমাদের অনেক রকম কৃত্রিম সামাজিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। মধ্যবিত্ত আর নিচু স্তরের মানুষদের সঙ্গে যতটা পরিচয় আমাদের থাকা উচিৎ ছিল ততটা পরিচয়ের সুযোগ এখানে নেই।

হেসটার। অ্যামেরিকাতে নিচু জাত বলতে আমাদের কিছু নেই।

হান্‌স। সত্যিই? কী অদ্ভুৎ সমাজ ব্যবস্থা!

অ্যালনবী। এই ভয়ঙ্কর মেয়েটা কী বলছে?

স্টাটফিল্ড। আমাদের কাছে কষ্টকর হলেও খুব স্বাভাবিক। তাই নয়?

ক্যারোলীন। মিস উরসলে, শুনেছি, অ্যামেরিকাতে অনেক কিছু নেই আপনাদের। লোকে বলে, কোন প্রাচীন ধ্বংসস্তূপও নেই আপনাদের দেশে; কোন কৌতূহল নেই আপনাদের।

অ্যালনবী। (লেডী স্টাটফিল্ডকে) কী বিপদ! তাদের মা রয়েছে, রয়েছে শালীনতাবোধ।

হেসটার। ইংলিশ অ্যারিস্টোক্র্যাসী আমাদের কৌতূহল যোগান দেয়, লেডী ক্যারোলীন। এই সব ছেলেদের প্রতি গ্রীষ্মকালে এরা জাহাজে করে নিয়মিতভাবে আমাদের দেশে পাঠায়। আমাদের দেশে পা দেওয়ার ঠিক পরের দিনই তারা আমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে। আর ধ্বংসস্তূপের কথা যদি বলেন, আমরা এমন একটা কিছু তৈরি করার ব্যবস্থা করছি যা ইট, চূণ, সুরকীর চেয়েও অনেক বেশী দিন টিকে থাকবে।

(টেবিল থেকে তার হাত-পাখাটা নেওয়ার জন্যে উঠে আসে।)

হান্স। সেটা আবার কী জিনিস বাছা? ও, বুঝেছি—লোহার প্রদর্শনী—ওই যে জায়গাটার নাম যেন কী—বেশ মজার নাম, তাই না?

হেসটার। (টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে) আমরা জীবন তৈরি করার চেষ্টায় রয়েছি, লেডী হান্সট্যানটন—এ জীবন গড়ে উঠবে সত্য আর সততার ওপরে। এর ভিত্তি হচ্ছে এখানে জীবনের যে ভিত্তি দেখছি তার চেয়ে অনেক বেশী মজবুৎ। অবশ্য কথাটা শুনতে নিঃসন্দেহে আপনাদের অবাক লাগছে। না লেগে উপায় কী? ইংলণ্ডের বিত্তশালী সম্প্রদায়ের মানুষ আপনারা। কী ভাবে জীবন আপনাদের কাটে তা আপনারা নিজেরাই জানেন না। কী ক'রে জানবেন? সমাজে যারা ভদ্র, যারা সৎ তাদের দিকে চোখ ফিরিয়ে আপনারা তাকান না। যাদের মধ্যে কোন রকম মারপ্যাচ নেই, যাদের মধ্যে কোন কলঙ্ক নেই তাদের আপনারা উপহাস করেন। যাদের ওপরে নির্ভর ক'রে আপনারা বেঁচে রয়েছেন, তাদের শ্রমের ফল আপনারা ভোগ করছেন, তাদের সেই আত্মবলিদানকে আপনারা বিদ্রূপ করেন। দরিদ্রকে যদি আপনারা কখনও একটুকরো রুটি ছুঁড়ে দেন সেটা সাময়িকভাবে তাদের শান্ত করার জন্যে। এত আড়ম্বর, এত ঐশ্বর্য, এত চারুকলা সত্ত্বেও কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা আপনারা জানেন না; এখনও পর্যন্ত তা আপনাদের অজ্ঞাত। যে সৌন্দর্যকে আপনারা সাদা চোখে দেখতে পান, স্পর্শ করতে পারেন, হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করেন, ধ্বংস করতে পারেন, এবং তা করছেন-ও, সেই সৌন্দর্যকেই আপনারা ভালবাসেন; কিন্তু জীবনের যে সৌন্দর্যকে সাদা চোখে দেখা যায় না, উচ্চতর জীবনের সেই অদৃশ্য সৌন্দর্যের সম্বন্ধে আপনারা কিছুই জানেন না। জীবন-রহস্য বলতে যা বোঝা যায় তা আপনারা হারিয়ে ফেলেছেন; আপনাদের ইংরেজ-সমাজ আমার কাছে অগভীর, স্বার্থপর, এবা মূর্খ বলে মনে হয়। এই সমাজ অন্ধ, শোনার ক্ষমতাও এ নষ্ট করে

ফেলেছে। লাল সালুতে জড়ানো কুষ্ঠরোগীর মত মনে হয় একে। একে দেখলে মনে হয় সোনা দিয়ে ঢাকা একটি মৃতদেহ। সব ভুল। সব ভুল।

স্টাটফিল্ড। আমার মনে হয় না এসব জিনিস কার-ও জানা উচিৎ। মোটেই ভাল নয় জিনিসটা। ভাল কি?

হান্স। প্রিয় মিস উরসলে, ভেবেছিলেম ইংরাজ সমাজকে আপনি খুব ভালবাসেন। এখানে আপনার সাফল্য অনস্বীকার্য। এখানকার শ্রেষ্ঠ মানুষরা আপনার খুব প্রশংসা করেন। লর্ড হেনরী ওয়াটসন আপনার সম্বন্ধে কী বলেছেন তা আমি ভুলে গিয়েছি বটে, কিন্তু কথাটা যে খুব ভাল সেদিক থেকে আমার কোন সন্দেহ নেই। আর আপনি জানেন সৌন্দর্যের ওপরে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

হেসটার। লর্ড হেনরী ওয়াটসন! তাঁকে আমার মনে পড়েছে, লেডী হানসট্যানটন। যেমন বিকট তাঁর হাসি, তেমনি বিকৃত তাঁর অতীত জীবন। সব জায়গাতেই তিনি নিমন্ত্রণ পান। তাঁকে বাদ দিয়ে কোন ডিনার পার্টি পূর্ণাঙ্গ হয় না। কিন্তু যাদের কঙ্কালের ওপরে তিনি বড় হয়েছেন তাদের কথা ভাবছে কে? তারাই আজ সমাজচ্যুত। তাদের নাম কেউ জানে না। রাস্তায় যদি কোনদিন তাদের কারও সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়ে যায় আপনারা মুখ ঘুরিয়ে নেবেন। তারা যে শাস্তি ভোগ করছে সে জন্যে আমি অভিযোগ করছি নে, যে সব মহিলারা পাপ করেছে তাদের সবাই শাস্তি পাক এই আমি চাই।

(একটা ক্লোক চড়িয়ে আর লেশ দেওয়া ঘোমটা মাথায় চড়িয়ে পেছন থেকে বারান্দার ওপর দিয়ে মিসেস আরবুথনট ভেতরে এলেন। হেসটারের শেষ কথাটা শুনে শিউরে উঠলেন তিনি)

হান্স। আহা-হা, কী বলছেন!

হেসটার। তাদের শাস্তি পাওয়াই উচিৎ, কিন্তু কেবল তারাই কষ্ট পাবে এটাও ঠিক কথা নয়। যদি কোন পুরুষ আর কোন নারী একসঙ্গে পাপ ক'রে থাকে তাহলে সমাজ ছেড়ে তারা কোন মরুভূমিতে চলে যাক, সেখানে গিয়ে হয় তারা ভালবাসুক, অথবা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করুক। তাদের দুজনকেই চিহ্নিত করে দিন। প্রয়োজন মনে করলে তাদের ওপরে কিছু নির্দেশ জারিও করা যেতে পারে; কিন্তু একজনকে শাস্তি দিয়ে অপরজনকে বেকসুর খালাস করবেন না। পুরুষদের জন্যে একটা আইন, আর মহিলাদের জন্যে আর

একটা আইন যেন না হয়। ইংলণ্ডে মহিলাদের ওপরে অন্যায় করা হয়; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না নারীর লজ্জাকে আপনারা পুরুষের অপযশ ব'লে গণ্য করতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ন্যায় বিচার করতে পারবেন না। আর ন্যায় যাকে আমরা আগুনের স্তম্ভ, এবং অন্যায় যাকে আমরা মেঘের স্তম্ভের সঙ্গে তুলনা করি—এ দুটি জিনিস ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের চোখে ঝাপসা হয়ে দেখা দেবে; হয়, আপনারা তাদের দেখতে পাবেন না; আর না হয়, দেখেও তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হবে না আপনাদের পক্ষে।

ক্যারোলীন। প্রিয় মিস উরসলে, অবশ্য আপনি দাঁড়িয়ে আছেন বলেই বলছি, আমার তুলোটা দেবেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ; আপনারই ঠিক পেছনে রয়েছে। ধন্যবাদ।

হান্‌স। আরে, মিসেস আরবুথনট যে! তুমি এসেছ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু তুমি যে এসেছ সেকথা তো কেউ বলে নি।

আরবুথনট। আমি সোজা বারান্দার ওপর দিয়ে চলে এসেছি। কিন্তু আজ যে এখানে পার্টি রয়েছে সেকথা তো আপনি আমাকে বলেন নি।

হান্‌স। পার্টি নয়। জন কয়েক অতিথি মাত্র; তাঁরা এখানেই রয়েছেন। তাঁদের সকলকে তোমারও জানা দরকার। (পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে বেল বাজান) ক্যারোলীন, ইনিই হচ্ছেন মিসেস আরবুথনট—আমার সব-চেয়ে একটি প্রিয় বান্ধবী। আর এঁরা হচ্ছেন…লেডী ক্যারোলীন পনটিফ্র্যাকট, লেডী স্টার্টফিল্‌ড, মিসেস অ্যালনবী এবং আমাদের যুবতী অ্যামেরিকান বান্ধবী মিস উরসলে; আমরা যে কত দুষ্ট প্রকৃতির হয়ে পড়েছি সেই কথাই উনি এতক্ষণ আমাদের বোঝাচ্ছিলেন।

হেসটার। আপনারা মনে করছেন আমার কথাগুলি কড়া হয়েছে, কিন্তু ইংলণ্ডে এমন কিছু জিনিস রয়েছে…

হান্‌স। আমি স্বীকার করতে বাধ্য আপনি যা বললেন তার অনেকটাই সত্যি; আর আপনি যখন ওই সব কথা বলছিলেন তখন আপনাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল; তার দাম আরও বেশী—লর্ড ইলিঙওয়ার্থ-ও সেই কথাই বলবেন। একটি ক্ষেত্রে আপনার বক্তব্যটা কিঞ্চিৎ রূঢ় হয়ে উঠেছিল—যখন আপনি লেডী ক্যারোলীনের ভাই, অর্থাৎ লর্ড হেনরীর কথা বলছিলেন। সঙ্গী হিসাবে ভদ্র-লোক সত্যিই বড় জমাটি। (ফুটম্যান ঢুকলো) মিসেস আরবুথনটের জিনিস-পত্রগুলো নিয়ে যাও।

(জিনিসপত্র নিয়ে ফুটম্যান বেরিয়ে গেল)

হেসটার। লেডী ক্যারোলীন, লর্ড হেনরী যে আপনার ভাই সেকথা আমি জানতাম না। আপনার মনে যে ব্যথা দিয়েছি সেজন্যে আমি দুঃখিত।

ক্যারোলীন। প্রিয় মিস উরসলে, আপনার ছোট বক্তৃতার মধ্যে; যদি ওটিকে বক্তৃতা বলেই আমি ধরে নিই, একটি অংশই রয়েছে যার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। সেটি আমার ভাই-এর ওপরে আপনার মন্তব্য। তার সম্বন্ধে আপনি যাই বলুন সেটা কোনদিনই খারাপের পর্যায়ে যাবে না। ব্যক্তিগতভাবে হেনরীকে আমি চরিত্রহীন বলেই মনে করি। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে—জেন, এইমাত্র তুমি যা বললে—সঙ্গী হিসাবে তার জোড়া আর কেউ নেই। লণ্ডন শহরে তার বাবুর্চির মত এমন উৎকৃষ্ট রাঁধিয়ে আর কারও বাড়ীতে নেই। আর ভাল ডিনারের পরে মানুষ সব কিছুই ক্ষমা করতে পারে—এমন কি নিজের আত্মীয়দের অন্যায় পর্যন্ত।

হানস। (মিস উরসলেকে) এখন আসুন; মিসেস আরবুথনটের সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন। যাঁদের আমরা সমাজে ঢুকতে দিই নি আপনারই ভাষায় ইনি সেই সৎ সাদাসিদে, মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। একথা বলতে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে যে মিসেস আরবুথনট আমার বাড়ী কচিৎ কদাচিৎ আসেন। কিন্তু তার জন্যে আমি দায়ী নই।

অ্যালনবী। ডিনার শেষ হওয়ার পরে পুরুষরা এতক্ষণ কী করছে? আশা করি আমাদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর রকমের বিষোদ্গার করছে তারা।

স্টাটফিল্ড। সত্যিই কি তাই মনে হচ্ছে আপনার?

অ্যালনবী। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

স্টাটফিল্ড। কী অন্যায়, কী অন্যায়। আমরা কি বারান্দায় বেরিয়ে যাব?

অ্যালনবী। এই সব বিধবা আর কুৎসিৎ রমণীদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যে কোন কাজই করা যেতে পারে। (উঠে লেডী স্টাটফিল্ডের সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন)। লেডী হানসট্যানটন, নক্ষত্র দেখার জন্যে আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি।

হানস। তা অনেক নক্ষত্রই তোমাদের চোখে পড়বে; কিন্তু সাবধান, ঠাণ্ডা লাগে না যেন। (মিসেস আরবুথনটকে) আমরা সবাই জিরাল্ডকে হারাব, তাই না?

আরবুথনট। কিন্তু লর্ড ইলিংওয়ার্থ কি সত্যিই তাকে তাঁর সেক্রেটারী পদটা দিয়েছেন?

হান্‌স। নিশ্চয়, নিশ্চয়। খুব সুন্দর কাজ করেছেন তিনি। তোমার ছেলের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব উঁচু। মনে হয়, তুমি লর্ড ইলিঙওয়ার্থকে চেন না।

আরবুথনট। কোনদিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

হান্‌স। নাম শুনেছ তাঁর নিশ্চয়?

আরবুথনট। তা-ও না। শহর থেকে আমি দূরে থাকি, আর আমার পরিচিতিও বড় কম। মনে হচ্ছে অনেকদিন আগে আমি এক বৃদ্ধ লর্ড ইলিঙ-ওযার্থের নাম শুনেছিলাম। তিনি ইয়র্কশায়ারে থাকতেন।

হান্‌স। ঠিক, ঠিক। তিনিই হচ্ছেন সেই বংশের শেষ আর্ল-এর আগের আর্ল। মানুষটি বড় অদ্ভুৎ প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর সমাজের নিচু স্তরের একটি মেয়েকে তিনি বিযে করতে চেয়েছিলেন। অথবা, মনে হয়, চান নি। এই নিয়ে একটা কুৎসাও রটেছিল। বর্তমান লর্ড ইলিঙওযার্থ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। বেশ সংস্কৃতিবান পুরুষ তিনি। কাজ বলতে কিছুই তিনি করেন না—অবশ্য যে জিনিসটা আমাদের অ্যামেরিকান অতিথি মানুষের পক্ষে গর্হিত বলে মনে করেন,—আর তুমি যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালবাস সেসব জিনিসও তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। ক্যারোলীন, তোমার কি ধারণা, দরিদ্রদের গৃহসমস্যায় লর্ড ইলিঙওযার্থের কোন আগ্রহ রযেছে?

ক্যারোলীন। আমার তো সেরকম কিছু মনে হয না, জেন।

হান্‌স। আমাদের সকলেরই রুচি বিভিন্ন, তাই নয? কিন্তু লর্ড ইলিঙওযার্থ সরকারের বেশ একটা উঁচু পদে চাকরি করেন, এবং বিশ্বে এমন কিছু জিনিস নেই যা চাইলে তিনি পেতে পারেন না। অবশ্য, বযসের দিক থেকে তিনি এখনও যুবকের পর্যায়ে পডেন, তাছাডা, পদবীটাও এইত সেদিন পেয়েছেন তিনি—ক্যারোলীন, কদ্দিন হল বলত?

ক্যারোলীন। বছর চারেক হবে। বেশ মনে রযেছে ওই বছরই কয়েকটি সংবাদপত্রের সান্ধ্যসংস্করণ আমার ভাই-এর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে নামে। সেই তার শেষ কুৎসা।

হান্‌স। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমারও মনে পডেছে। বছর চারেক আগেই হবে। অবশ্য বর্তমান লর্ড ইলিঙওয়ার্থ আর তাঁর খেতাবের মধ্যে অনেক ভাগীদার ছিল। কে ছিল বলত ক্যারোলীন?

ক্যারোলীন। বেচারা মার্গারেটের বাচ্চা। তোমার বোধ হয় মনে রয়েছে একটা ছেলের জন্যে তিনি কেমন আকুলি-বিকুলি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ছেলেই

হল ; কিন্তু বাঁচলো না ; তারই কিছুদিন পরে মারা গেলেন তাঁর স্বামী। তারপরে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে লর্ড অ্যাসকটের একটি ছেলেকে বিয়ে করলেন তিনি। শুনেছি, স্বামীটা তাঁকে মারধোর করে।

হান্‌স। ওটা ওদের বংশের ধারা, ক্যারোলীন, বংশের ধারা। তাছাড়াও ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তিনি নিজেকে পাগল সাজাতে চেয়েছিলেন, অথবা, কোন পাগল নিজেকে ধর্মযাজক ব'লে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন সেকথা আমার ঠিক মনে নেই ; কিন্তু আমি বেশ জানি কোর্ট অফ চ্যান্সারি ঘটনাটা নিয়ে তদন্ত ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে তিনি মোটেই উন্মাদ নন, বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পরে তাঁকে আমি বেচারা লর্ড প্লামস্টডের বাড়ীতে একবার দেখেছিলেম ; তখন তাঁর মাথার ওপরে খড়ের টুকরো ছড়িয়ে ছিল, না, অন্য কিছু ছিল তা আজ আর আমার মনে নেই। লেডী ক্যারোলীন, আমার খুব দুঃখ হয় যে ছেলের লর্ড উপাধি পাওয়ার সংবাদটা বেচারা লেডী সিসিলিয়া শুনে যেতে পারল না।

আরবুথনট। লেডী সিসিলিয়া ?

হান্‌স। লর্ড ইলিংওয়ার্থের মা ; তিনি হচ্ছেন বারনিংহামের ডাচেসের একটি মেয়ে—দেখতে কী ফুটফুটেই না ছিলেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন স্যার টমাস হারফোর্ডকে ; লনডন শহরে যদিও হারফোর্ডের চেহারা সবচেয়ে সুন্দর ছিল তবু পাত্র হিসাবে সে সিসিলিয়ার উপযুক্ত ছিল না। আমি ওদের সবাইকেই বেশ ভালভাবে চিনি—দুটি ছেলে আর্থার আর জর্জকেও।

আরবুথনট। লেডী হানসট্যানটন, বড় ছেলেই অবশ্য লর্ড উপাধি পেয়েছিলেন ?

হানস। না বাছা, সে শিকার করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল। না, মাছ ধরতে গিয়ে ক্যারোলীন ? আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জর্জের কপালেই সব জুটলো। আমি সব সময়েই তাকে বলি তার মত ছোট ছেলে হয়ে আজ পর্যন্ত আর কারুরই এরকম সৌভাগ্য হয় নি।

আরবুথনট। লেডী হানসট্যানটন, আমি এখনই জিরাল্‌ডের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সে কোথায় ? তাকে ডেকে পাঠানো সম্ভব ?

হান্‌স। নিশ্চয়, নিশ্চয়। ডাইনিং রুম থেকে তাকে ডেকে আমার জন্যে আমি এখনই একটা চাকরকে পাঠাচ্ছি। ভদ্রলোকেরা এখানে আসতে এত দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি নে ! (বেল বাজালেন) লর্ড ইলিংওয়ার্থকে যখন আমি সাধারণ জর্জ হারফোর্ড বলে জানতাম তখন শহরের মধ্যে সে একটি দীপ্তিমান

যুবক হিসাবেই ঘুরে বেড়াতো। বেচারা লেডী সিসিলিয়া তাকে যা দিত তার বেশী একটি পেনিও তার কাছে থাকতো না। সিসিলিয়া তাকে খুব ভালবাসত, সম্ভবত, আমার মনে হয়, জর্জের সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কটা খুব ভাল ছিল না ব'লে। ওঃ; আর্চডিকন যে! আসুন, আসুন। (চাকরকে) না, কিছু না।

(ঢুকলেন স্যার জন, এবং ডঃ ডুবেনী, স্যার জন লেডী স্টাটফিল্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন। ডঃ ডুবেনী গেলেন লেডী হানসট্যানটনের দিকে)

আর্চডিকন। লর্ড ইলিংওয়ার্থ খুব জমিয়ে রেখেছিলেন সবাইকে। এত আনন্দ আর কোনদিনই আমি পাই নি। (মিসেস আরবুথনটকে দেখে) আরে, মিসেস আরবুথনট যে!

হান্স। (ডঃ ডুবেনীকে) দেখতে পাচ্ছেন, শেষ পর্যন্ত মিসেস আরবুথনটকে এখানে আনিয়ে ছেড়েছি।

আর্চডিকন। আমাদের সৌভাগ্য! মিসেস ডুবেনী আপনাকে হিংসে না ক'রে পারবেন না।

হান্স। আপনার সঙ্গে মিসেস ডুবেনী আজ রাত্রিতে এখানে আসতে পারলেন না দেখে দুঃখিত হয়েছি। মনে হচ্ছে সেই চিরাচরিত মাথার যন্ত্রণা।

আর্চডিকন। ঠিক তাই, লেডী। পুরোপুরি শহীদ হয়েছেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু একমাত্র তিনিই সুখী এ-জগতে—একমাত্র তিনিই।

ক্যারোলীন। (স্বামীকে) জন!

(স্যার জন তাঁর স্ত্রীর কাছে উঠে যান। ডঃ ডুবেনী লেডী হানসট্যানটন আর মিসেস আরবুথনটের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন)

(সারাটা ক্ষণ মিসেস আরবুথনট লর্ড ইলিংওয়ার্থকে লক্ষ্য করতে থাকেন। লর্ড ইলিংওয়ার্থ তাঁকে লক্ষ্য না করেই ঘরের ভেতর দিয়ে মিসেস অ্যালনবীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। মিসেস অ্যালনবী তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বারান্দার দিকে মুখ ক'রে লেডী স্টাটফিল্ডের সঙ্গে কথা বলছিলেন)

ইলিংওয়ার্থ। বিশ্বের সব চেয়ে মনোহারিণী মহিলাটির সংবাদ কী?

অ্যালনবী। (লেডী স্টাটফিল্ডের হাত ধরে) ধন্যবাদ। আমরা দুজনেই বহাল তবিয়তে রয়েছি, লর্ড ইলিংওয়ার্থ। কিন্তু ডাইনিং রুমে কতটুকু সময় আপনারা কাটালেন? মনে হচ্ছে অতি অল্প সময়ের জন্য আপনারা আমাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ইলিং। বিরক্তিতে আমি তো একেবারে মরে যাচ্ছিলাম। সারা সময়

একটাও কথা বলি নি আমি। তোমার কাছে আসার জন্যে সারাটা সময় উন্মুখ হয়ে বসেছিলাম।

অ্যালনবী। তাই করা উচিৎ ছিল তোমার। অ্যামেরিকান মেয়েটি আমাদের এতক্ষণ লেকচার দিচ্ছিল।

ইলিঙ। সত্যি? আমার বিশ্বাস, লেকচার দেওয়াই অ্যামেরিকানদের কাজ। ওদের আবহাওয়াতে এর বীজ মেশানো রয়েছে। কী বিষয়ে লেকচার দিচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা?

অ্যালনবী। অবশ্য ওই পিউরিটানিজমের ওপর।

ইলিঙ। আমি তার ভোল পালটিয়ে দেব। কতটা সময় আমাকে তুমি দেবে?

অ্যালনবী। এক সপ্তাহ।

ইলিঙ। যথেষ্ট, যথেষ্ট।

(জিরাল্ড আর লর্ড আলফ্রেড ঢুকলো)

জিরাল্ড। (মিসেস আরবুথনটের কাছে গিয়ে) মা!

আরবুথনট। জিরাল্ড, আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবে চল। আমার এখানে আসা উচিৎ ছিল না।

জিরাল্ড। আমি খুব দুঃখিত মা। নিশ্চয়। কিন্তু লর্ড ইলিঙওয়ার্থের সঙ্গে প্রথমে পরিচয় করে যাও।

(ঘরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেল)

আরবুথনট। আজকে নয়, জিরালড।

জিরাল্ড। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, আমার মায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হলে আমি খুশি হব।

ইলিঙ। সানন্দে, (মিসেস অ্যালনবীকে) আমি এখনই আসছি। অন্য লোকের মা-রা আমাকে ভীষণ ক্লান্ত করে তোলে। সব মহিলাই তাদের মায়ের মত হয়ে যায়। এইটাই তাদের জীবনে মস্তবড় একটা ট্র্যাজিডি।

অ্যালনবী। কোন পুরুষ তা হয় না। তার জীবনে ট্র্যাজিডি এইখানে।

ইলিঙ। আজ রাত্রিতে তোমার মেজাজটা তো বেশ সরীফ দেখছি।

(ঘুরে দাঁড়িয়ে জিরাল্ডের সঙ্গে মিসেস আরবুথনটের দিকে তিনি এগিয়ে যান। তাঁকে দেখেই অবাক হয়ে চমকে একপা পিছিয়ে আসেন। তারপরে তাঁর চোখ দুটো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে জিরাল্ডের দিকে)

জিরাল্ড। মা, ইনিই লর্ড ইলিঙওয়ার্থ; ইনি আমাকে তাঁর প্রাইভেট

সেক্রেটারীর চাকরি দিয়েছেন। (মিসেস আরবুথনট মাথাটা সামান্য নোয়ালেন ; এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন রকম উৎসাহ তাঁর ছিল না) এই চাকরিটা আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বিরাট একটা সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই নয়? আশা করি আমাকে চাকরিটা দেওয়ার জন্যে ওঁকে আপশোষ করতে হবে না। ওঁকে ধন্যবাদ দাও, মা। দেবে না?

আরবুথনট। বর্তমানে তোমার ওপরে আগ্রহ দেখিয়ে লর্ড ইলিংওয়ার্থ যে বদান্যতার পরিচয় দিয়েছেন সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

ইলিং। (জিরাল্‌ডের কাঁধে একটা হাত রেখে) জিরাল্‌ড আর আমার মধ্যে ইতিমধ্যেই নিবিড় প্রীতির একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে মিসেস··· আরবুথনট।

আরবুথনট। লর্ড ইলিংওয়ার্থ, আপনি আর আমার ছেলের মধ্যে এমন কিছুই থাকতে পারে না যাকে আমরা সমজাতীয় বলতে পারি।

জিরাল্‌ড। একথা তুমি কী ক'রে বলছ মা? অবশ্য লর্ড ইলিংওয়ার্থের বুদ্ধি অনেক বেশী—এমন কিছু জিনিস নেই যা তিনি জানেন না।

ইলিং। জিরাল্‌ড, মাই বয়!

জিরাল্‌ড। জীবনের সম্বন্ধে অনেক কিছু তিনি জানেন—এতটা আমার পরিচিত আর কেউ জানে না। লর্ড ইলিংওয়ার্থ, আপনার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে আমার নগণ্য বলে মনে হয়। অবশ্য জীবনে সুযোগও আমি খুব কম পেয়েছি। অন্য ছেলেদের মত এটন অথবা অক্সফোর্ডে পড়ার সুযোগ আসে নি আমার। কিন্তু লর্ড ইলিংওয়ার্থ সেসব কিছু মনে করেন না। তিনি আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন, মা।

আরবুথনট। লর্ড ইলিংওয়ার্থ তাঁর মত পরিবর্তন করতে পারেন। তোমাকে সেক্রেটারী হিস'বে পেতে সত্যি-সত্যিই তাঁর ইচ্ছা আর না হ'তেও পারে।

জিরাল্‌ড। মা!

আরবুথনট। তোমাকে স্মরণ রাখতেই হবে—সেকথা তুমি আগেই বলেছ—জীবনে বেশী সুযোগ তুমি পাও নি।

অ্যালনবী। লর্ড ইলিংওয়ার্থ, তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই। এস।

ইলিং। আমাকে একটু ক্ষমা করবেন, মিসেস আরবুথনট? জিরাল্‌ড, দেখো, তোমার ঐ মা-টি যেন আর কোন অসুবিধের সৃষ্টি না করেন। চাকরি তোমার পাকা। তাই না?

জিরাল্ড। আমিও তাই আশা করি।

(লর্ড ইলিংওয়ার্থ মিসেস অ্যালনবীর দিকে এগিয়ে যান)

অ্যালনবী। মনে হল ওই কালো ভেলভেট মোড়া মহিলাটিকে ছেড়ে কখনও আসতে পারবে না তুমি।

ইলিং। ভদ্রমহিলা অপরূপ সুন্দরী।

(মিসেস আরবুথনটের দিকে তাকান)

হান্স। ক্যারোলীন, আমরা এবার গানের ঘরের দিকে যাব কি? মিস উরসলে বাজাবেন। মিসেস আরবুথনট, তুমিও এস। তোমার জন্যে কী আনন্দ অপেক্ষা করে রয়েছে তা তুমি নিজেই জান না। (ডঃ ডুবেনীকে) একদিন লিকেলে মিস উরসলেকে নিয়ে নিশ্চয় আমি রেকটরীতে যাচ্ছি। মিসেস ডুবেনী এঁর বেহালা শুনুন এইটাই আমি চাই। হায়, হায়, আমি একদম ভুলে গিয়েছি। প্রিয় মিসেস ডুবেনীর শ্রবণশক্তি কিছুটা দুর্বল, তাই না?

আর্চডিকন। তাঁর বধিরতা বড়ই কষ্টদায়ক। অবশ্য তাঁর নিজের কাছে। এমন কি আমার ধর্মালোচনাও তাঁর কানে ঢোকে না। বাড়ীতে বসে সেগুলি তিনি পাঠ করেন। কিন্তু নিজস্ব তাঁর অনেক গুণ রয়েছে।

হান্স। আমিও তাই মনে করি। অনেক পড়াশুনা করেন, তাই না?

আর্চডিকন। হাঁা, করেন, তবে বড়-বড় হরফের লেখা। অত্যন্ত দ্রুতভাবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। কিন্তু তার জন্যে কোনদিনই তিনি নিজেকে অবসন্ন বলে মনে করেন না।

জিরাল্ড। (লর্ড ইলিংওয়ার্থকে) গানের ঘরে যাওয়ার আগে আপনি আমার মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলুন। যেমন ক'রেই হোক তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়েছে যে আপনি যা ভাবেন তা করেন না।

অ্যালনবী। তুমি আসছ না?

ইলিং। এখনই আসছি। মিসেস আরবুথনটের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ক'টা কথা তাঁকে বলেই আমি আসছি।

হান্স। নিশ্চয়, নিশ্চয়। তাঁকে অনেক কিছু বলার রয়েছে আপনার; আর আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ দেওয়ার তাঁর রয়েছে। মিসেস আরবুথনট, সকলের ছেলেই এই রকম চাকরি পায় না। কিন্তু আমি জানি, কথাটা তুমিও ভালভাবেই জান।

ক্যারোলীন। জন।

হান্‌স। মিসেস আরবুথনটকে বেশীক্ষণ আটকিয়ে রেখ না ইলিঙওয়ার্থ। ওঁকে ছাড়া আমাদের চলবে না। (সকলের পেছনে তিনি চলে গেলেন। মিউজিক রুম থেকে বেহালা বাজানোর শব্দ এল)

ইলিঙ। র‍্যাচেল, তাহলে ওটি তোমারই ছেলে। ওকে পেয়ে আমার বুক ভরে উঠেছে। ও হারফোর্ড বংশের। ওর শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি সেই কথাই বলে। আচ্ছা, আরবুথনট কেন, র‍্যাচেল ?

আরবুথনট। নামে যখন কারও অধিকার থাকে না তখন সব নামই তার কাছে সমান।

ইলিঙ। আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু জিরাল্‌ড কেন ?

আরবুথনট। আমার বাবার নামে—যে বাবার হৃদয়টা ভেঙে আমি চুরমার করে দিয়েছিলেম।

ইলিঙ। শোন র‍্যাচেল, যা গত তা নিয়ে আপশোষ করে আর লাভ নেই। আমি কেবল এইটুকু বলতে চাই যে তোমার ছেলের ওপরে আমি খুব সন্তুষ্ট। পৃথিবীর লোকে জানবে ও আমার নিছক একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী; কিন্তু আমার কাছে ও হবে একান্ত আপনার জন। বড় অদ্ভুত, র‍্যাচেল। মনে হচ্ছিল, আমার জীবন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তা নয়। কোথায় যেন একটা অভাব ছিল। অভাবটা ছেলের। এখন সে-অভাব আমার মিটেছে। আমার ছেলেকে আমি খুঁজে পেয়েছি।

আরবুথনট। ওকে বা ওর এতটুকু অংশ নিজের ব'লে সনাক্ত করার কোন অধিকার তোমার নেই। ছেলেটি একান্তভাবে আমার, আর থাকবেও তাই।

ইলিঙ। প্রিয় র‍্যাচেল, দীর্ঘ কুড়ি বছরেরও ওপর একান্তভাবে তোমারই ছিল। এখন কয়েকটা দিন আমাকে দাও না ওকে। ও তোমার-ও যা, আমার-ও তাই।

আরবুথনট। যে শিশুটিকে তুমি পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলে তারই কথা কি তুমি বলছ ? একথা কি তুমি জান ক্ষুধা আর অভাবের তাড়নায় সেই শিশু মারা যেতে পারত ?

ইলিঙ। ভুলে যাচ্ছ র‍্যাচেল, সেদিন তুমিই আমাকে পরিত্যাগ করেছিলে, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করি নি।

আরবুথনট। আমি তোমাকে ছেড়ে গিয়েছিলেম তার কারণ তুমি ছেলের নাম দিতে রাজি হও নি। ছেলের জন্মের আগে তোমাকে আমি অনুরোধ

করেছিলেম আমাকে বিয়ে করার জন্যে।

ইলিঙ। আমার তখন কোন আশা ছিল না। তাছাড়া, র‍্যাচেল, বয়সের দিক থেকে তোমার চেয়ে আমি বিশেষ বড় ছিলাম না। আমার বয়স তখন বাইশ। তোমার বাবার বাড়ীতে যখন চক্রান্তটা বেশ জাঁকিয়ে উঠলো, তখন মনে হয়, আমার বয়স ছিল একুশ।

আরবুথনট। অন্যায় করার মত যদি কারও বয়স হয়ে থাকে, ন্যায় কাজ করার মতও তার বয়স হওয়া উচিৎ।

ইলিঙ। প্রিয় র‍্যাচেল, বুদ্ধিগ্রাহ্য বিতর্ক সব সময়ে হৃদয়গ্রাহী; কিন্তু নীতির লড়াই সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। আর ছেলেকে অনাহারের মুখে পরিত্যাগ ক'রে যাওয়ার কথা যদি ধর তাহলে বলতে আমি বাধ্য যে ঘটনাটা কেবল মিথ্যেই নয়, অভিযোগটা একেবারে অর্থহীন। আমার মা তোমাকে বছরে ছ'শ পাউণ্ড দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তুমি তা নিতে চাও নি। ছেলেটাকে নিয়ে তুমি স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেলে।

আরবুথনট। তাঁর কাছ থেকে একটা পেনি-ও আমি নিতে পারতাম না। তোমার বাবা ছিলেন অন্য রকম। আমরা যখন প্যারিসে ছিলাম তখন তোমার বাবা আমার সামনেই তোমাকে বলেছিলেন আমাকে বিয়ে করা তোমার কর্তব্য।

ইলিঙ। অন্য লোকের কাছ থেকে আমরা যেটা আশা করি সেইটাই হল কর্তব্য; মানুষ নিজে যেটা করে তাকে আমরা কর্তব্য বলি নে। অবশ্য, মায়ের প্রভাবটাই তখন আমার ওপরে বেশী পড়েছিল; যৌবনে সব ছেলের ওপরেই তা পড়ে।

আরবুথনট। তোমার কথা শুনে আমি খুশি হয়েছি। জিরাল্‌ড তোমার সঙ্গে কিছুতেই যেতে পারবে না।

ইলিঙ। বোকার মত কথা বলো না, র‍্যাচেল।

আরবুথনট। তুমি কি মনে কর আমার ছেলেকে আমি অনুমতি দেব...

ইলিঙ। আমার নয়, আমাদের।

আরবুথনট। আমার ছেলে (লর্ড ইলিঙওয়ার্থ কাঁধ কোঁচকালেন)—সেই মানুষের সঙ্গে যাবে যে যৌবন ধ্বংস করেছে, ধ্বংস করেছে আমার জীবন, আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত করেছে কলঙ্কিত। দুঃখ আর অপমানের আগুনে আমার অতীত জীবনটা যে কী ভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তা তুমি জান না।

ইলিঙ। প্রিয় র‍্যাচেল, আমি স্পষ্ট ক'রে বলতে বাধ্য যে তোমার অতীতের চেয়ে জিরাল্ডের ভবিষ্যৎ অনেক বেশী মূল্যবান।

আরবুথনট। জিরাল্ড, তার ভবিষ্যৎকে আমার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে না।

ইলিঙ। ঠিক ওইটাই তার করা উচিৎ। ঠিক ওই কাজটা করার জন্যেই তাকে সাহায্য করা উচিৎ তোমার। চরিত্রের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে তুমি মহিলা। তোমার কথায় উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ছে; একমুহূর্তও তুমি নিজের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পার না। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা হট্টগোল করে কোন লাভ নেই। র‍্যাচেল, তোমার আর আমার কথা বাদ দিয়ে আমি তোমাকে সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধির দিক থেকে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে বলছি, ছেলের কিসে ভাল হবে সেই দিকে চিন্তা করে কাজ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। বর্তমানে তোমার ছেলে কী কাজ করে? তৃতীয় শ্রেণীর একটা ইংলিশ শহরে দেহাতী ব্যাঙ্কে চাকরি করে কেরানীর। মাইনে যা পায় তাতে তার চলা উচিৎ নয়। তোমার যদি মনে হয় সে তার অবস্থায় সুখী তাহলে তুমি ভুল করবে। সে নিজের পেশায় সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট।

আরবুথনট। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত তো তার মনে কোন অতৃপ্তি ছিল না। তুমিই তাকে অতৃপ্ত ক'রে তুলেছ।

ইলিঙ। সেকথা অবশ্য সত্যি। মানুষই বল, অথবা জাতিই বল, তার উন্নতির প্রথম ধাপটা হচ্ছে এই অতৃপ্তি। কিন্তু যা সে পাবে না এমন কোন আশার মোহে আমি তাকে নিক্ষেপ করি নি। না; আমি তাকে সুন্দর একটা চাকরি দেব বলেছি। একথা বললে বোধ হয় মিথ্যে বলা হবে না যে সেই আমার প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছে। যে-কোন যুবকই তা-ই করতো। এবং তার সেই ভবিষ্যৎকে তুমি ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছ। কেন? কারণ এখন প্রকাশ হয়ে গিয়েছে যে সে আমার ছেলে, আমি তার বাবা। অর্থাৎ আমি যদি সম্পূর্ণ রূপে অপরিচিত হতাম তাহলে তুমি স্বচ্ছন্দে তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারতে; কিন্তু তার দেহ আমারই রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া বলে, তুমি তাতে রাজি নও। তোমার কথার মধ্যে যুক্তিটা কোথায়?

আরবুথনট। তাকে আমি যেতে দেব না; না, না—কিছুতেই নয়।

ইলিঙ। তুমি বাধা দেবে কেমন করে? আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করার পেছনে কী যুক্তি তুমি তাকে দেখাবে? তার সঙ্গে আমার আসল সম্পর্ক কী

সেকথা কাকে যে আমি জানতে দেব না সেটা বিশেষভাবে বলার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখি না। কিন্তু সেকথা তাকে বলতে তুমি সাহস করবে না। তুমি তা জান। তুমি তাকে কীভাবে মানুষ ক'রে তুলেছ সেকথা চিন্তা করে দেখ।

আরবুথনট। তাকে সৎ করার ইচ্ছায়।

ইলিঙ। ঠিক কথা, এবং তার ফলটা কী হয়েছে? তুমি তাকে শিক্ষিত করে তুলেছ তোমার বিচার করার জন্য। তোমার অতীত জীবনের ইতিহাস যদি সে জানতে পারে তার কৈফিয়ৎ তোমাকে তার কাছে দিতেই হবে। তার যা রায় বেরোবে তা কেবল তিক্তই নয়, দস্তুরমত অন্যায়। নিজের সঙ্গে প্রতারণা করো না, র‍্যাচেল। শিশু অবস্থায় ছেলেরা বাবা মাকে ভালবাসে, কিছু দিন পরে তাঁদেরই বিচার করে তারা। বাপ মাকে তারা ক্ষমা করেছে এ সংবাদ কচিৎ কদাচিৎ শোনা যায়।

আরবুথনট। জর্জ, আমার ছেলেকে তুমি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেয়ো না। বিশটি বছর ধরে আমি দুঃখ পেয়েছি। একটি মাত্র জিনিসই আমার ছিল যে আমাকে ভালবাসত। আমি ভালবাসতাম তাকে। আনন্দ, উচ্ছ্বাস, আর সাফল্যে ভরাট তোমার জীবন। তুমি সুখী মানুষ, আমাদের কথা কোন দিন তুমি চিন্তাও করনি। তোমার জীবনের নীতি যা তাতে আমাদের মনে রাখার পেছনে তোমার কোন যুক্তি নেই। আমাদের সঙ্গে তোমার দেখা হওযাটাও একটা দুর্ঘটনা—ভয়ঙ্কর রকমের দুর্ঘটনা। সব ভুলে যাও। পৃথিবীর মধ্যে আমারি যেটুকু রয়েছে সেটুকু আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিযে যাওয়ার জন্যে এখন তুমি এস না। ঐশ্চর্যবান পুরুষ তুমি। আমার জীবনে যে ছোট দ্রাক্ষাকুঞ্জটি রয়েছে তাকে তুমি রেখে যাও। আমার পাচীর দেওয়া বাগান, আমার কুয়োর জলে হাত দিয়ো না তুমি। দয়া অথবা ক্রোধে ভগবান এই মেষ শিশুটি দিয়েছেন। তাকে তুমি রেখে যাও জর্জ। জিরাল্‌ডকে তুমি আমার কাছ থেকে নিয়ে যেয়ো না—দোহাই তোমার।

ইলিঙ। র‍্যাচেল, বর্তমানে জিরাল্‌ডের ভবিষ্যতের জন্যে তোমার প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন রয়েছে আমার। এ-বিষয়ে এর বেশী আর কিছু বলার নেই।

আরবুথনট। আমি ওকে যেতে দেব না; না, না—কিছুতেই না।

ইলিঙ। ওই জিরাল্‌ড আসছে। ওর ভবিষ্যৎ নির্ণয় করার অধিকার ওরও রয়েছে।

(জিরাল্‌ডের প্রবেশ)

জিরাল্‌ড। মা, আশা করি লর্ড ইলিংওয়ার্থের সঙ্গে তোমার কথা পাকা হয়ে গিয়েছে ?

আরবুথনট। হয় নি, জিরাল্‌ড।

ইলিং। মনে হচ্ছে বিশেষ কোন কারণে তোমার মা তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে দিতে চান না।

জিরাল্‌ড। কেন মা ?

আরবুথনট। ভেবেছিলেম এখানে আমার সঙ্গে তুমি সুখেই আছ। আমাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তুমি যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছ তা আমি বুঝতে পারি নি।

জিরাল্‌ড। মা, একথা তুমি বলছ কী করে ? অবশ্য তোমার কাছে আমি সুখেই রয়েছি। কিন্তু পুরুষ মানুষ সব সময় তার মায়ের কাছে থাকতে পারে না। কেউ থাকেও না। আমি ভাল কিছু করতে চাই ; তৈরি করতে চাই আমার ভবিষ্যৎ। ভেবেছিলেম লর্ড ইলিংওয়ার্থের সেক্রেটারী হিসাবে আমাকে দেখতে তুমি গর্ব অনুভব করবে।

আরবুথনট। আমার মনে হয় না লর্ড ইলিংওয়ার্থের প্রাইভেট সেক্রেটারী হওয়ার যোগ্যতা তোমার রয়েছে। সেদিক থেকে উপযুক্ত শিক্ষা তোমার নেই।

ইলিং। ঠিক এখনই তোমাদের আলোচনায় নাক গলাতে আমি চাই নে। আপনার শেষ মন্তব্যের সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে জিরাল্‌ডের এ-কাজে যোগ্যতা রয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমার বিচারই শেষ বিচার। সেদিক থেকে আমি যতটুকু চাই ততটুকু যোগ্যতাই জিরাল্‌ডের রয়েছে। বরং কিছুটা বেশীই রয়েছে বলতে আমার আপত্তি নেই। (মিসেস আরবুথনট চুপ করে থাকেন।) মিসেস আরবুথনট, আপনার ছেলের এই চাকরি গ্রহণ না করার পক্ষে আর কোন যুক্তি আপনার রয়েছে ?

জিরাল্‌ড। মাঁ, কিছু আছে ? উত্তর দাও।

ইলিং। যদি থাকে, তাহলে মিসেস আরবুথনট দয়া করে তা বলুন। আমরা এখানে ঘরোয়া পরিবেশে কথা বলছি। আপনার বক্তব্য যাই থাক, তার পুনরুক্তি আমার দিক থেকে নিষ্প্রয়োজন।

জিরাল্‌ড। মা ?

ইলিং। আপনি যদি আপনার ছেলের সঙ্গে নির্জনে আলাপ করতে চান,

আমি সরে যাব। আপনার নিশ্চয় অন্য কোন কারণ রয়েছে ; সেটা আমার সামনে বলতে আপনি চান না।

আরবুথনট। অন্য কোন কারণ আমার নেই।

ইলিঙ। তাহলে প্রিয় জিরাল্ড, ব্যাপারটা ঠিক হয়ে গেল বলেই আমরা ধরে নেব। এস। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দুজনে একটু ধূমপান করব। আর মিসেস আরবুথনট, এটুকু আমাকে বলতে দিন যে আপনি বর্তমান ক্ষেত্রে বেশ বিজ্ঞের মতই কাজ করেছেন।

(জিরাল্ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। একা পড়ে রইলেন মিসেস আরবুথনট। মুখের ওপর অব্যক্ত একটা যন্ত্রণার ছাপ নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।)

যবনিকা

তৃতীয় অঙ্ক

স্থান : হানসট্যানটনের পিকচার গ্যালারী।

স্টেজের পেছনে বারান্দার দিকে দরজা।

(লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, আর জিরাল্ড ; ডানদিকের কোণে একটা সোফার ওপরে বসে লর্ড ইলিঙওয়ার্থ গা দোলাচ্ছেন। চেয়ারে বসে রয়েছেন জিরাল্ড)

ইলিঙ। জিরাল্ড, সত্যিকার বিজ্ঞ মহিলা হচ্ছেন তোমার মা। শেষ পর্যন্ত তিনি যে মত দেবেন তা আমি জানতাম।

জিরাল্ড। এসব বিষয়ে মার বিবেক খুব উঁচু ধাপের। আপনার সেক্রেটারী হওয়ার মত শিক্ষা দীক্ষা আমার নেই—মা যে একথাটা না ভেবে পারবেন না তা আমি জানতাম। সেদিক থেকে মা ঠিকই ভেবেছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় আমি ভীষণ কুড়ে ছিলেম ; এবং এখন নিজেকে বাঁচানোর জন্যে আগের একটা পরীক্ষাও আমি পাশ করতে পারি নি।

ইলিঙ। প্রিয় জিরাল্ড, যাই বল, পরীক্ষার কোন দাম নেই। মানুষ যদি

ভদ্রলোক হয় তাহলে সেই যথেষ্ট জানবে ; যদি ভদ্রলোক না হয় তাহলে সে যা জানবে তার সবটুকুই তার ক্ষতি করবে।

জিরাল্ড। কিন্তু জগতের সম্পর্কে সত্যিকার কোন জ্ঞান যে আমার নেই।

ইলিঙ। ভয় পেয়ো না জিরাল্ড। মনে রেখো, বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিস তোমার কাছে রয়েছে ; সেটা হল তোমার যৌবন। যৌবনের মত উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছু নেই। মধ্যবয়সীরা জীবনের কাছে নিজেদের বন্ধক দিয়ে বসেছে। বৃদ্ধেরা হচ্ছেন জীবনের অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল। কিন্তু জীবনের অধীশ্বর হচ্ছে যৌবন। যৌবনের জন্যে একটা সাম্রাজ্য অপেক্ষা ক'রে বসে রয়েছে। প্রতিটি মানুষই রাজা হয়ে জন্মায় ; অধিকাংশ রাজাদের মতই অধিকাংশ মানুষ নির্বাসনে মারা যায়। আমার যৌবনকে ফিরে পাওয়ার জন্যে আমি কী করতে না পারি ? সব পারি—একমাত্র তিনটি জিনিস ছাড়া—শারীরিক পরিশ্রম, ভোরে ওঠা, আর সমাজে নিজেকে প্রয়োজনীয় করে তোলা।

জিরাল্ড। কিন্তু আপনি তো নিজেকে বৃদ্ধ ব'লে মনে করেন না, লর্ড ইলিঙ-ওয়ার্থ !

ইলিঙ। তোমার বাবা হওয়ার মত বৃদ্ধ আমি, জিরাল্ড।

জিরাল্ড। বাবাকে আমার মনে নেই। অনেক দিন—অনেক দিন আগে মারা গিয়েছেন।

ইলিঙ। লেডী হানসট্যানটন সেই কথাই আমাকে বলেছেন।

জিরাল্ড। খুবই আশ্চর্যের কথা, মা কোনদিনই বাবার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কিছুমাত্র আলোচনা করেন না। মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় তিনি সম্ভবত তাঁর সমাজে নিচু স্তরের কাউকে বিয়ে করেছিলেন।

ইলিঙ। (কিঞ্চিৎ ভ্রূকুটি ক'রে) সত্যিই ? (উঠে গিয়ে জিরাল্ডের পিঠে হাত রাখেন) জিরাল্ড, বাবাকে না পেয়ে, আমার ধারণা, কিছু হারিয়েছ তুমি।

জিরাল্ড। না, না। তা নয়। আমার সব অভাব পূর্ণ করেছেন আমার মা। আমি যেমন মা পেয়েছি এমন মা আর কেউ কোনদিন পায় নি।

ইলিঙ। সেদিক থেকে আমারও কোন সন্দেহ নেই। তবু আমার মনে হয়, অধিকাংশ মায়েরাই তাঁদের ছেলেদের ঠিক বুঝতে পারেন না। অর্থাৎ বুঝতে পারেন না যে তাঁদের ছেলেদের উচ্চাকাংখা রয়েছে, তারা জীবনটাকে বাজিয়ে দেখতে চায়— নিজে নাম রাখতে চায় সমাজে। যাই বল না কেন,

সারাটা জীবন রকলির গর্তে তুমি কাটিয়ে দেবে এটা তোমার কাছ থেকে কেউ আশা করে না।

জিরাল্ড। না, না—নিশ্চয় না। ভাবতেও গা ছমছম করে।

ইলিঙ : মাতৃস্নেহ অবশ্য খুবই স্পর্শকাতর, কিন্তু এটা অদ্ভুৎ রকমের স্বার্থপর। অর্থাৎ এর সঙ্গে অনেকটা স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে।

জিরাল্ড। (ধীরে-ধীরে) আমারও তাই মনে হয়।

ইলিঙ। সত্যিকারের ভাল মহিলা বলতে যা বোঝা যায় তোমার মা ঠিক সেই শ্রেণীর মহিলা। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, তাঁদের কাছে জীবনের দিকচক্রবাল অত্যন্ত ছোট, তাদের স্বার্থ অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তাই না?

জিরাল্ড। যেসব জিনিস আমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নে, সেইগুলি নিয়েই তারা ভীষণভাবে ব্যস্ত থাকেন।

ইলিঙ। তোমার মা সম্ভবত অত্যন্ত ধর্মভীরু।

জিরাল্ড। হ্যাঁ। সব সময়েই তিনি গির্জাতে যান।

ইলিঙ। আ, সেই জন্যেই তাঁকে আধুনিক বলা যায় না। আর আজকাল সত্যিকার কিছু হওয়ার অর্থ ই হচ্ছে আধুনিক হওয়া। জিরাল্ড, তুমি আধুনিক হ'তে চা'ও না? নিশ্চয় চাও। জীবন বলতে সত্যিকার কী বোঝায় তাও তুমি জানতে চাও। জীবনের সম্বন্ধে পুরানো বস্তাপচা নীতি দিয়ে নিজেকে ঘায়েল করতে চাও না তুমি। যাই হোক; বর্তমানে সব চেয়ে ভাল সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে তোমাকে। যে মানুষ লণ্ডন ডিনার-টেবিলের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে বিশ্বজয় করা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। ভবিষ্যৎ পোশাকী বাবুদের কয়ায়ত্ত। পোশাক পরিচ্ছদে যারা চোখ ঝলসে দেয় তারাই পৃথিবী শাসন করবে।

জিরাল্ড। ভাল-ভাল পোশাক পরতে আমার ভীষণ ভাল লাগে, কিন্তু সব সময়ই আমি শুনেছি ওসব বিষয়ে বেশী চিন্তা করাটা মানুষের উচিৎ নয়।

ইলিঙ। আজকাল মানুষ এতটা অগভীর হয়ে পড়েছে যে অগভীরতত্ত্ব বলতে কী বোঝায় তা তাদের মাথায় ঢোকে না। ভাল কথা জিরাল্ড, টাই-টা আরও ভাল করে বাঁধতে শেখ। আমার ঘরে ফুল বসানোর জন্যে বিশেষ কোন অনুভূতির দরকার হয় ত ভাল কথা; কিন্তু নেক-টাই-এর জন্যে যেটা অবশ্য প্রয়োজনীয় সেটা হচ্ছে মানুষের স্টাইল; গলার একটি সুবন্ধনী জীবনের পথে প্রথম সিরিয়াস পদক্ষেপ।

জিরাল্ড। (হেসে) লর্ড ইলিংওয়ার্থ, টাই বাঁধাটা হয়ত শেষ পর্যন্ত রপ্ত করে নেব; কিন্তু আপনার মত সুন্দর ক'রে কথা বলার দক্ষতা কোনদিনই আমি অর্জন করতে পারব না। কী ক'রে কথা বলতে হয় তা-ই আমি জানি নে।

ইলিং। ওটা কিছু নয়। প্রতিটি নারীর সঙ্গে তুমি এমনভাবে কথা বলবে যেন তুমি তাকে ভালবেসে ফেলেছ; আর প্রতিটি পুরুষের সঙ্গে এইভাবে কথা বলবে যেন তাকে তুমি এড়িয়ে যেতে চাও। তাহলেই একটি বছরের মধ্যে সমাজে বচনবাগীশ বলে তুমি নাম কিনে ফেলবে।

জিরাল্ড। কিন্তু সমাজে ঢোকাই বড় কষ্টকর; তাই না?

ইলিং। আজকাল বিদগ্ধ সমাজে ঢুকতে গেলে হয় সভ্যদের ভোজ দিতে হবে। সস্তা আনন্দ, অথবা প্রচণ্ড আঘাত করতে হবে তাদের। এগুলি ছাড়া অন্য কোন গোপন রহস্য এখানে নেই।

জিরাল্ড। আমার ধারণা, সোসাইটি মানুষকে খুব আনন্দ দেয়।

ইলিং। এর মধ্যে দিন কাটানো সত্যিই বিরক্তিকর; এর বাইরে থাকাটাও একটা ট্র্যাজিডি; মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে এই সোসাইটি! মহিলারা সোসাইটির কর্ণধার না হলে, অথবা মহিলাদের সাহায্য না পেলে কোন পুরুষই দুনিয়ায় সত্যিকার সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তোমার পাশে যদি নারীরা না থাকে তাহলেই তোমার দফা শেষ। বড জোর তোমার দৌড় হবে—ওই ব্যারিস্টারি, স্টক-ব্রোকারি অথবা সাংবাদিকতার চৌকাঠ পর্যন্ত!

জিরাল্ড। নারীদের বোঝা বড় কষ্টকর, তাই না?

ইলিং। তাদের বোঝার জন্যে কোন পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই। নারীরা হচ্ছে ছবি, পুরুষরা সমস্যা। কোন মহিলা সত্যিকার কী বলতে চায় তা জানার যদি তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে—এ রকম কোন ইচ্ছে থাকাটা সত্যিকার বিপজ্জনক—তাহলে তার দিকে কেবল তুমি তাকিয়ে থাকবে—তার কথা কানে ঢোকাবে না।

জিরাল্ড। কিন্তু মহিলারা ভীষণ চতুর, তাই না?

ইলিং। ওই কথাটাই সব সময় তাদের বলা উচিৎ; কিন্তু দার্শনিকের কাছে মহিলারা যতখানি মননশীলা তার চেয়ে অনেক বেশী বস্তুতন্ত্রী। অর্থাৎ, মনের চেয়ে ওদের মধ্যে বস্তুর ভাগটাই বেশী; ঠিক যেমন নীতির চেয়ে মনের দামটা পুরুষের কাছে অনেক বেশী।

জিরাল্ড। এইমাত্র আপনি যা বললেন, মহিলারা তাহলে এতটা ক্ষমতাশালিনী কী করে হয় ?

ইলিঙ। মহিলাদের ইতিহাস পৃথিবীর মধ্যে নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের কাহিনীতে বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। সেই অত্যাচার হচ্ছে দুর্বলের ওপরে সবলের। কেবল মাত্র এই অত্যাচারই অনেকদিন টিকে থাকে।

জিরাল্ড। কিন্তু মহিলারা কি পুরুষকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে না ?

ইলিঙ। ধী-শক্তি ছাড়া কিছুই মানুষকে পরিচ্ছন্ন করে না।

জিরাল্ড। তবু পৃথিবীতে অনেক প্রকৃতির মহিলা রয়েছে, তাই না ?

ইলিঙ। সমাজে মহিলাদের জাত দুটো : সাধারণ ও রঙিন !

জিরাল্ড। কিন্তু ভাল অর্থাৎ সৎ মহিলাও রয়েছে। নেই কি ?

ইলিঙ। অনেক, অনেক।

জিরাল্ড। আপনার কি মনে হয় মহিলাদের সৎ হওয়াটা উচিৎ নয় ?

ইলিঙ। একথাটা কারও তাদের বলা উচিৎ নয়। বললে, তারা সবাই একসঙ্গে সৎ হয়ে যাবে। মহিলারা এমন একটি জাত যারা ইচ্ছে করলে সব কিছু করতে পারে। এরই জন্যে তারা এতটা মনোরম। প্রতিটি নারী বিদ্রোহিনী ; এবং সাধারণত নিজেরই বিরুদ্ধে বিষম আক্রোশে সে ফেটে পড়ে।

জিরাল্ড। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, আপনি কোনদিন বিয়ে করেন নি, তাই না ?

ইলিঙ। ক্লান্ত না হলে পুরুষে বিয়ে করে না ; নারীরা বিয়ে করে কৌতূহলের বশে। দু'দলের কারও বাসনাই পূর্ণ হয় না।

জিরাল্ড। কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে বিয়ে করলে মানুষ সুখী হয় ?

ইলিঙ। নিশ্চয় সুখী হয়। কিন্তু ব্যাপারটা কী জান জিরাল্ড? বিবাহিত পুরুষের সুখ সেই সব মানুষদের ওপরে নির্ভর করে যাদের সে বিয়ে করে না।

জিরাল্ড। কিন্তু কেউ যদি প্রেমে পড়ে ?

ইলিঙ। প্রতিটি মানুষেরই প্রেমে পড়া উচিৎ ; বিশেষ ক'রে এই কারণেই কারও বিয়ে করা উচিৎ নয়।

জিরাল্ড। অপরূপ জিনিস এই প্রেম, তাই না ?

ইলিঙ। প্রেমে পড়লেই মানুষের কাজ হবে নিজেকে প্রতারণা করা। সেই দিয়ে সে শুরু করে, শেষ করে অপরকে প্রতারণার মাধ্যমে। একেই বিশ্ব রোমান্স বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসা আজকাল দুষ্প্রাপ্য। যাদের সত্যিকার কিছু করার নেই, তারাই প্রেম করার মত সুযোগ পায়।

দেশের অলস সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখার যৌক্তিকতা এইখানেই। আর আমরা যারা হারফোর্ড তাদের সম্পর্কেও ওই একই কথা প্রযোজ্য।

জিরাল্‌ড। হারফোর্ড।

ইলিঙ। ওটাই আমাদের বংশের নাম। জিরাল্‌ড, তোমার 'পিয়ারেজ' পড়াটা উচিৎ; এই বইটি শহরের প্রতিটি যুবকের বেশ ভাল করে পড়া উচিৎ, ইংরাজি উপন্যাসে এই জিনিসটাকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখন একটা কথা বলি জিরাল্‌ড। সম্পূর্ণ একটা নতুন জীবনে আমার সঙ্গে তুমি প্রবেশ করেছ; আমি চাই জীবন কী তা তুমি চেন।

(পেছনের বারান্দায় মিসেস আরবুথনটকে দেখা গেল)

কারণ বিজ্ঞরা যাতে বাস করতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই মূর্খেরা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছে।

(বাঁ দিকের দরজা দিয়ে লেডী হানস্ট্যানটন আর ডঃ ডুবেনী এসে ঢুকলেন)

হান্‌স। হরি, হরি। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, তুমি এখানে? আশা করি আমাদের যুবক বন্ধু জিরাল্‌ডের নতুন চাকরীতে কী কী করতে হবে সে-সম্বন্ধে তাকে সব বুঝিয়ে বলছ, আর মিষ্টি সিগারেট খেতে-খেতে ভাল-ভাল কিছু উপদেশ দিচ্ছ তাকে।

ইলিঙ। আমি তাকে সব চেয়ে ভাল উপদেশ দিচ্ছি লেডী হান্‌সট্যানটন, সেই সঙ্গে খাওয়াচ্ছি সেরা সিগারেট।

হান্‌স। তোমার কথা শোনার জন্যে আমি যে এখানে উপস্থিত থাকতে পারি নি সেজন্যে আমি খুব দুঃখিত। তবে আমার মনে হয় কিছু শেখার মত বয়স আর আমার নেই। অবশ্য আমাদের আর্চডিকন সুন্দর বেদীর ওপরে উঠে যা বলেন সেটা ছাড়া। কিন্তু তখনও আমার ভয় লাগে না—কারণ আপনি কী বলবেন তার সবটুকুই আমার জানা। (মিসেস আরবুথনটকে দেখে) আরে, প্রিয় মিসেস আরবুথনট যে। ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস। (মিসেস আরবুথনট ঢুকে এলেন) লর্ড ইলিঙওয়ার্থের সঙ্গে জিরাল্‌ডের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সব জিনিসটা তার ভালর জন্যে যে ভাবে ঘটে গেল তা দেখে নিশ্চয় তোমার খুব ভাল লেগেছে। বস। (তাঁরা বসলেন) তোমার এই সুন্দর সেলাইটা কেমন চলছে?

আরবুথনট। সব সময়েই আমি কাজ করি, লেডী হান্‌সট্যানটন।

হান্‌স। মিসেস ডুবেনীও কিছু-কিছু সেলাই-এর কাজ করেন, তাই না?

আর্চডিকন। এক সময় সূঁচের কাজ তিনি খুবই ভাল করতেন। কিন্তু বাতে তাঁর আঙুলগুলি অকেজো হয়ে গিয়েছে। ন' থেকে দশ বছর ওকাজে আর তিনি হাত দেন নি। কিন্তু আমোদ-প্রমোদ করার মত অনেক জিনিস রয়েছে তাঁর। নিজের স্বাস্থ্যের ওপরে টানটা তাঁর বড বেশী।

হান্স। নিশ্চয়; মনটাকে ভুলিয়ে রাখার পক্ষে ও একটা বড চমৎকার জিনিস। তাই না? আচ্ছা, লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, এতক্ষণ ধরে তুমি কী বলছিলে বলত? আবার বল না, শুনি।

ইলিঙ। এতক্ষণ আমি জিরাল্‌ডকে বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে পৃথিবী তারই নিজের ট্র্যাজিডিকে চিরকালই উপহাস করে এসেছে। এ ছাড়া, নিজের দুঃখকে কিছুতেই সে সহ্য করতে পারত না। আর তারই ফলে পৃথিবী যা কিছুই বেশ গভীরভাবে গ্রহণ করেছে তার সবগুলিই হচ্ছে তার উচ্ছ্বস দিনের স্বপ্ন আর আনন্দ।

হান্স। এখন সবই আমার গোলমাল হয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছে। লর্ড ইলিঙওয়ার্থের কথা শুনলেই আমার সচরাচর এই রকমই হয়। জনহিতকারিণী সমিতির কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য বড কম। এসব বিপদ থেকে কোনদিনই তারা আমাকে উদ্ধার করে না। হাত পা ছেড়ে দিয়ে আমি কেবল ডুবে যাই। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, আমার যেন একটা ক্ষীণ ধারণা হয়েছে যে তুমি সব সময় পাপীদের পক্ষ গ্রহণ কর, আর আমি সমর্থন করি সাধু সন্তদের। অবশ্য এই আমার ধারণা। অবশ্য ডুবন্ত মানুষের মনের একটা কল্পনাও এ হ'তে পারে।

ইলিঙ। সাধু আর পাপীদের একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে প্রতিটি সাধুর অতীত রয়েছে আর প্রতিটি পাপীর রয়েছে ভবিষ্যৎ।

হান্স। এবার আমার শেষ। আর কিছু বলার নেই আমার। মিসেস আরবুথনট, তুমি আর আমি একেবারে সেকেলে বনে গিয়েছি। লর্ড ইলিঙওয়ার্থকে বোঝার সাধ্য আমাদের নেই। আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। ভালভাবে মানুষ হওয়াটা অপরাধ। এটা মানুষকে বৃহৎ জগৎ থেকে সরিয়ে রাখে।

আরবুথনট। লর্ড ইলিঙওয়ার্থের কোন মতবাদই মেনে নিতে গেলে আমি দুঃখিত হব।

হান্স। ঠিক বলেছ বাছা।

(কাঁধ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে জিরাল্ড তার মায়ের দিকে তাকালো)

(লেডী ক্যারোলীন ঢুকলেন)

ক্যারোলীন। জেন, জনকে কোথাও তুমি দেখেছ?

হান্স। তার জন্যে তোমাকে অত ব্যস্ত হ'তে হবে না, বাছা। সে লেডী স্টাটফিল্ডের কাছে বসে রয়েছে। ইয়োলো ড্রয়িংরুমে কিছুক্ষণ আগে তাদের আমি দেখেছি। বেশ আনন্দেই গল্প করছে তারা। ক্যারোলীন, তুমি কি চলে যাচ্ছ? এস, বস।

ক্যারোলীন। জনের বরং খোঁজটা নিয়ে আসি। (বেরিয়ে গেলেন।)

হান্স। পুরুষদের অতটা তোয়াজ করা উচিৎ নয়: আর অত ভাবনারই বা কী রয়েছে ক্যারোলীনের? লেডী স্টাটফিল্ডের মনটা বড় নরম; সব জিনিসের ওপরেই তার সমান সহানুভূতি রয়েছে। সুন্দর চরিত্র। (স্যার জন আর মিসেস অ্যালনবী ঢুকলেন।) ওই তো, স্যার জন! এখন যেন মনে হচ্ছে মিসেস অ্যালনবীর সঙ্গেই তাকে আমি দেখেছিলাম। স্যার জন, ক্যারোলীন তো আপনাকে তন্ন-তন্ন করে চারপাশে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অ্যালনবী। মিউজিক রুমে তাঁর জন্যে আমরা অপেক্ষা করে বসেছিলাম।

হান্স। হ্যাঁ—হ্যাঁ; মিউজিক রুমই বটে। ভেবেছিলাম ইয়োলো ড্রয়িং-রুম। আমার কেমন যেন আজকাল মতিভ্রম ঘটছে। (আর্চডিকনকে) মিসেস ডুবেনীর স্মৃতিশক্তিটা বড় তীক্ষ্ণ—তাই না?

আর্চডিকন। এক সময় তাই ছিল; কিন্তু শেষ অসুখের পর থেকে তিনি কেবল তাঁর শৈশবের দিনগুলিই স্মরণ করতে পারেন। তবে এই পূর্বচারণায় তিনি যথেষ্ট আনন্দ পান—যথেষ্ট।

(লেডী স্টাটফিল্ড আর মিঃ কেলভিল ঢুকলেন।)

হান্স। এই যে লেডী স্টাটফিল্ড। মিঃ কেলভিল তোমাকে কী বলছেন?

স্টাটফিল্ড। যত দূর স্মরণ করতে পারছি বায়মেটালিজম সম্পর্কে।

হান্স। বল কী? ওটা কি আলোচনা করার মত? অবশ্য, আজকাল মানুষ যে সব বিষয়েই বেশ খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে তা আমি জানি। মিসেস অ্যালনবী, স্যার জনের সঙ্গে তোমার কী আলোচনা হচ্ছিল?

অ্যালনবী। প্যাটাগোনিয়া নিয়ে।

হান্স। আচ্ছা! কত প্রাচীন কাহিনী! কিন্তু নিঃসন্দেহে তথ্যবহুল।

অ্যালনবী। প্যাটাগোনিয়ার বিষয়ে তিনি যা বলছিলেন তা সত্যিই শোনার মত। প্রায় সমস্ত বিষয়েই বিদগ্ধ সমাজের মানুষেরা যে মতবাদ পোষণ করেন ওখানকার বর্বর অসভ্য অধিবাসীদেরও মতবাদ সেই একই রকম। খুব উন্নত তারা।

হান্স। তারা কী করে?

অ্যালনবী। প্রায় কিছুই নয়।

হান্স। শুনে খুব খুশি হলাম। প্রিয় আর্চডকন, তাই না? এ থেকে প্রমাণিত হয় যে মানুষের চরিত্র মূলত এক। মোটের ওপর পৃথিবীটা একই—তাই না?

ইলিঙ। পৃথিবীতে মাত্র দুটি জাত রয়েছে: জনসাধারণের মত যারা অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস করে—আর যারা অসম্ভাব্যকে সম্ভব ক'রে তোলে।

অ্যালনবী। তোমার মত?

ইলিঙ। হ্যাঁ। আমি সব সময় নিজেই অবাক হয়ে যাই। একমাত্র এই জিনিসই জীবনটাকে বেঁচে থাকার যোগ্য ক'রে তোলে।

স্টাটফিল্ড। আর সম্প্রতি আপনি এমন কী করেছেন যা আপনাকে অবাক করে দিয়েছে?

ইলিঙ। আমার চরিত্রে যে সব সুন্দর গুণগুলি রয়েছে সেগুলির আবিষ্কার করেছি।

অ্যালনবী। হঠাৎ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তুলো না। করতে হলে, ধীরে-ধীরে কর।

ইলিঙ। স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার বাসনা আমার নেই। তাতে অসুবিধে রয়েছে যথেষ্ট। চারিত্রিক অপূর্ণতার জন্যেই নারীরা আমাদের ভালবাসে। আমাদের দোষ যদি অনেক থাকে তাহলে তারা আমাদের সব দোষ ক্ষমা করবে, এমন কি আমাদের মননশীলতা যদি বিরাট হয় তা-ও পর্যন্ত।

অ্যালনবী। অনুশীলনী বৃত্তিটাকে আমাদের ক্ষমা করতে বলাটা এখনই উচিৎ নয়। ভক্তিবাদকে আমরা ক্ষমা করি। এইটুকুই আমাদের কাছ থেকে আশা করা উচিৎ।

(লর্ড আলফ্রেড ঢুকলেন। তিনি এসে লেডী স্টাটফিল্ডের সঙ্গে যোগ দিলেন)

হান্স। আমাদের নারীদের সব কিছুই ক্ষমা করা উচিৎ, তাই নয়

মিসেস আরবুথনট? আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি এ-বিষয়ে তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে।

আরবুথনট। না, লেডী হান্‌সট্যানটন। আমার ধারণা এমন অনেক জিনিস রয়েছে যেগুলি নারীদের ক্ষমা করা উচিৎ নয়।

হান্‌স। যথা?

আরবুথনট। অন্য মহিলার জীবন নষ্ট করা। (স্টেজের পেছনের দিকে ধীরে-ধীরে চলে গেলেন।)

হান্‌স। ব্যাপারটা দুঃখের সন্দেহ নেই। তবে আমার ধারণা সেই সব নারীদের দেখার আর তাদের সংস্কার করার জন্যে চমৎকার প্রতিষ্ঠান এদেশে রয়েছে। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস, জীবনের গোপন কথাটা হচ্ছে সব জিনিসই সহজ ভাবে গ্রহণ করা।

অ্যালনবী। জীবনের গোপন কথাটা হচ্ছে যা শোভনীয় নয় এ রকম কোন উচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দেওয়া।

স্টাটফিল্ড। জীবনের গোপন কথাটা হচ্ছে ভীষণ-ভীষণ ভাবে প্রতারিত হওয়ার আনন্দ উপভোগ করা।

কেলভিল। জীবনের গোপন কথাটা হচ্ছে প্রলোভনকে প্রতিরোধ করা।

ইলিঙ। জীবনের গোপন কথা বলে কিছু নেই। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে, যদি সেরকম কিছু থেকেই থাকে, তা হল সব সময় প্রলোভন খুঁজে বেড়ানো। দুনিয়ায় প্রলোভনের সংখ্যা খুব বেশী নেই। মাঝে-মাঝে সারাটা দিনের মধ্যে একটাও প্রলোভনের আমি দেখা পাই নে। ব্যাপারটা সত্যিই বিপজ্জনক। ভবিষ্যৎ মানুষকে এ বড় দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে।

হান্‌স। (তাঁর পাখাটা তাঁর দিকে ঝাঁকানি দিয়ে) কী করে যে এ জিনিস ঘটে তা আমি জানি নে। কিন্তু এইমাত্র তুমি যা বললে তার প্রতিটি শব্দ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত, অনৈতিক। তোমার কথাগুলি সত্যিই আমাদের ভাল লাগল।

ইলিঙ। সব চিন্তাই নীতিহীন। এর মধ্যে সব সময় ধ্বংসের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। আপনি যদি কোন কিছুর বিষয়ে চিন্তা করেন তাহলে আপনি তাকে নষ্ট করে ফেলবেন। চিন্তা করলে কোন কিছুই টিকে থাকবে না।

হান্‌স। তোমার কথার বিন্দুবিসর্গ আমার মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু তুমি যে ঠিকই বলেছ সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগতভাবে,

চিন্তা করার দোষে নিজেকে আমি খুব বেশী অভিযুক্ত করি নে। মহিলারা যে বেশী চিন্তা করে সেকথা আমার বিশ্বাস হয় না। প্রতিটি কাজের মতই প্রতিটি চিন্তাও তাদের মাঝামাঝি রকম করা উচিৎ।

ইলিঙ। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কাজ করার অভ্যাসটা মারাত্মক, লেডী হানসট্যানটন। সাফল্যই একমাত্র জিনিস যা মানুষকে সফল করে তোলে।

হানস। আশা করি কথাটা আমার মনে থাকবে। সুন্দর একটা নীতির মতই শোনালো তোমার কথা। কিন্তু আমি যেন সবই ভুলে যাচ্ছি। কী বিপদ, কী বিপদ।

ইলিঙ। এইটাই হচ্ছে আপনার সব চেয়ে মনহরণকারী দক্ষতা, লেডী হানসট্যানটন। কোন মহিলারই স্মৃতিশক্তির বালাই থাকাটা উচিৎ নয়; থাকলে, সেটা কুৎসিতের আবতোস গিয়ে পড়বে। শিরস্ত্রাণ দেখে সবাই বলতে পারবে মহিলাটির মগজে কোন বস্তু রয়েছে কি না।

হানস। কী সুন্দর কথাই না তুমি বললে ইলিঙওয়ার্থ। তুমি সব সময় দেখবে যে মানুষের যেটা সব চেয়ে বড় গুণ সেইটাই হল তার সবচেয়ে বড় দোষ। জীবনের সম্বন্ধে তোমার যে মতবাদ তা বেশ সুখকর।

(ফারকুহারের প্রবেশ)

ফারকুহার। ডঃ ডুবেনীর গাড়ী এসেছে।

হানস। প্রিয় আর্চডিকন। মাত্র সাড়ে দশটা বেজেছে।

আর্চডিকন। (উঠে) না, আমাকে যেতেই হবে। মঙ্গলবার হচ্ছে মিসেস ডুবেনীর একটি খারাপ রজনী।

হানস। (উঠে) তাহলে মিসেসের কাছ থেকে আপনাকে আর ধরে রাখবে না। (দরজা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গিয়ে) গাড়ীতে প্যাট্রিজের একটা বাক্স রেখে দেওয়ার কথা আমি ফারকুহারকে বলেছি। মিসেস ডুবেনীর ভাল লাগতে পারে।

আর্চডিকন। ধন্যবাদ। কিন্তু মিসেস ডুবেনী এখন কোন শক্ত জিনিস ছোঁবেন না। কেবল জেলি খেয়ে তিনি বেঁচে রয়েছেন। কিন্তু তিনি অসম্ভব রকমের প্রফুল্ল। তাঁর কোন অভিযোগ নেই।

(লেডী হানসট্যানটনের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন)

অ্যালনবী। (লর্ড ইলিঙওয়ার্থের কাছে গিয়ে) আজ রাত্রিতে বড় সুন্দর চাঁদ উঠেছে।

ইলিঙ। চল; দেখে আসি। অ-শাশ্বত যে-কোন জিনিসের দিকে তাকানো আজকাল বড় হৃদয়গ্রাহী।

অ্যালনবী। তোমার নিজের আরশী রয়েছে।

ইলিঙ। ওটা বড় অনুদার। আমার দেহের কুঞ্চিত ত্বকই সে আমার সামনে তুলে ধরে।

অ্যালনবী। আমারটা তোমার চেয়ে ভদ্র। এ আমাকে কখনও সত্যি কথাটা বলে না।

ইলিঙ। তাহলে তোমাকে ও ভালবেসে ফেলেছে।

(স্যার জন, লেডী স্টাটফিলড, মিঃ কেলভিল আর লর্ড আলফ্রেড বেরিয়ে গেলেন)

জিরাল্‌ড। (লর্ড ইলিঙওয়ার্থকে) আমিও কি যেতে পারি?

ইলিঙ। এস। (মিসেস অ্যালনবী আর জিরাল্‌ডের সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভেতরে ঢুকলেন লেডী ক্যারোলীন, তাড়াতাড়ি তাকালেন চারদিকে। তারপরে স্যার জন আর লেডী স্টাটফিল্‌ড যেদিক দিয়ে বেরিয়েছিলেন তিনি বেরিয়ে গেলেন ঠিক তার বিপরীত দিকের দরজা দিয়ে)

আরবুথনট। জিরাল্‌ড!

জিরাল্‌ড। কী, মা!

(লর্ড ইলিঙওয়ার্থ মিসেস অ্যালনবীর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন)

আরবুথনট। দেরী হয়ে যাচ্ছে। চল আমরা ফিরে যাই।

জিরাল্‌ড। মা। আর একটু অপেক্ষা কর। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ এত চমৎকার। তা ছাড়া, তোমাকে আমি অবাক করে দেব। এ মাসের শেষ নাগাদ আমরা ভারতের দিকে যাত্রা করছি।

আরবুথনট। আমরা বাড়ী যাই চল।

জিরাল্‌ড। যদি যেতে চাও তাহলে নিশ্চয় যাব। তবে, লর্ড ইলিঙওয়ার্থের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর তুমি। আমি এলাম বলে। (বেরিয়ে গেল)

আরবুথনট। ও যদি আমাকে ছেড়ে যেতে চায় তো যাক; কিন্তু ওর সঙ্গে নয়, ওর সঙ্গে নয়। আমি তা সহ্য করতে পারব না। (পায়চারি করতে লাগলেন)

(হেসটার ঘরে ঢুকলো)

হেসটার। কী সুন্দর রাত্রি, মিসেস আরবুথনট।

আরবুথনট। সত্যি ?

হেসটার। মিসেস আরবুথনট, আশা করি আপনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবেন। এখানে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন সেই সব মহিলাদের কাছ থেকে আপনার তফাৎ কত! আজ সন্ধ্যায় আপনি যখন ড্রয়িংরুমে এসে হাজির হলেন তখন কী জানি কেন আমার যেন মনে হল জীবনে যা সৎ, যা সুন্দর সে সমস্ত নিয়েই আপনি এসেছেন। আমি বোকার মত ব্যবহার করছি। কতকগুলি জিনিস রয়েছে যেগুলি বলাই উচিৎ ; কিন্তু যে সময়ে এবং যাদের কাছে সেগুলি বলা উচিৎ নয় বলে সাধারণত লোকে মনে করে সেই সময়ে আর তাদেরই কাছে কথাগুলি বলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

আরবুথনট। আপনার কথা আমি শুনেছি ; আপনার সঙ্গে আমি একমত মিস উরসলে।

হেসটার। আমার কথা আপনি যে শুনেছেন তা আমি জানতাম না। কিন্তু আমি জানতাম আমার সঙ্গে আপনি একমত হবেন। যে মহিলা পাপ করেছে তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ। তাই নয় ?

আরবুথনট। হ্যাঁ।

হেসটার। সৎ পুরুষ আর নারীদের মজলিসে তাকে ঢুকতে দেওয়া উচিৎ নয়।

আরবুথনট। না, উচিৎ নয়।

হেসটার। এবং পুরুষের সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে ?

আরবুথনট। একই কথা খাটে। এবং তাদের ছেলেমেয়েরা—যদি তাদের ছেলেমেয়ে থাকে তাদের-ও কি সেই একই ভাবে শাস্তি পাওয়া উচিৎ ?

হেসটার। হ্যাঁ, উচিৎ। বাপ মায়ের পাপ ছেলে মেয়েদেরও ভোগ করা উচিৎ। এইটাই ঠিক আইন—ভগবানের আইন।

আরবুথনট। এটি ভগবানের একটা ভয়ঙ্কর আইন।

(ফায়ার প্লেসের দিকে এগিয়ে যান)

হেসটার। আপনার ছেলে আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে বলে আপনার কষ্ট হচ্ছে, তাই না ?

আরবুথনট। হ্যাঁ ; হচ্ছে।

হেসটার। লর্ড ইলিংওয়ার্থের সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিতে কি আপনি চান ?

অবশ্য গেলে তার মর্যাদাও বাড়বে, আর টাকাও আসবে সন্দেহ নেই। কিন্তু পদমর্যাদা আর অর্থ সব নয় মানুষের। সব কি ?

আরবুথনট। ওগুলো কিছু নয়। মানুষের জীবনে ওরাই দুঃখ ডেকে আনে।

হেসটার। তাহলে আপনার ছেলেকে তাঁর সঙ্গে যেতে দিচ্ছেন কেন ?

আরবুথনট। সে নিজেই যেতে চায়।

হেসটার। কিন্তু আপনি বললে সে থাকবে। থাকবে না ?

আরবুথনট। যাওয়ার জন্যে সে মন স্থির করে ফেলেছে।

হেসটার। আপনার কোন কথাই সে অগ্রাহ্য করতে পারে না। সে আপনাকে খুব ভালবাসে। তাকে থেকে যেতে বলুন। তাকে আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন সে লর্ড ইলিঙওয়ার্থের সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিউজিক রুম থেকে বেরিয়ে আসার সময় দুজনে বেশ হাসছে দেখলাম।

আরবুথনট। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, মিস উরসলে। আমি অপেক্ষা করতে পারি। তাতে কোন অসুবিধে হবে না।

হেসটার। না, না। আমি বলছি তার জন্যে আপনি অপেক্ষা করছেন। তাকে থাকতে বলুন।

(হেসটার বেরিয়ে গেল)

আরবুথনট। সে আসবে না। আমি জানি সে আসবে না।

(লেডী ক্যারোলীন ঢুকলেন। চারপাশে কী যেন দেখার জন্যে তাকাতে লাগলেন। জিরাল্‌ড ঢুকলো।)

ক্যারোলীন। মিঃ আরবুথনট, বারান্দার কোথাও জনকে দেখেছেন ?

জিরাল্‌ড। না তো। তিনি বারান্দায় নেই।

ক্যারোলীন। ভারি আশ্চর্য তো! এখন তাঁর বিশ্রাম করার সময়। (বেরিয়ে গেলেন)

জিরাল্‌ড। মা, তোমাকে নিশ্চয় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। তোমার কথা আমি একেবারে ভুলেই গেছলাম। আজ রাত্রিতে আনন্দে আমার মন ভরে উঠেছে, মা। এত সুখী আর কোনদিন আমি হই নি।

আরবুথনট। চলে যাওয়ার সম্ভাবনায় ?

জিরাল্‌ড। কথাটা ঠিক ওভাবে বলো না মা। অবশ্য, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হবে। পৃথিবীতে তোমার মত এত ভাল মা মানুষের থাকে না।

কিন্তু লর্ড ইলিঙওয়ার্থ বলেন রকলির মত জায়গায় বসবাস করাটা অসম্ভব। তুমি কিছু মনে করো না। কিন্তু আমি উচ্চাকাংখী। আমি তার চেয়েও বেশী কিছু চাই। আমি চাই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে। এমন কিছু করতে চাই যা দেখলে তোমার বুক গর্বে ভরে উঠবে। সেদিক থেকে লর্ড ইলিঙওয়ার্থ আমাকে সাহায্য করবেন। আমার উন্নতির জন্যে যেটুকু করা দরকার সবই করবেন তিনি।

আরবুথনট। লর্ড ইলিঙওয়ার্থের সঙ্গে তুমি যেও না। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি…

জিরাল্‌ড। মা, তোমার মত কী ভাবে বদলাচ্ছে তা কী তুমি বুঝতে পারছ? এক মুহূর্তের জন্যেও তুমি তোমার নিজের মনকে বুঝতে পারছ না। ঘণ্টা দেড়েক আগে ড্রয়িঙরুমে আমার সব ব্যবস্থাতেই তুমি রাজি হয়ে গেলে। এখন আবার তোমার মত পালটিয়েছে; নানা রকম বাধার সৃষ্টি করছ তুমি; জীবনে যে একটি মাত্র সুযোগ আমি পেয়েছি সেই সুযোগটা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তুমি আমার ওপরে চাপ সৃষ্টি করছ। হ্যা; একটা মাত্র সুযোগ। তুমি নিশ্চয় মনে কর না যে লর্ড ইলিঙওয়ার্থের মত লোক পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে। এত বড একটা সুযোগ আমার জীবনে এসেছে; আর সেই সুযোগটা গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে কে? আমার মা। এটাই পরম আশ্চর্যের কথা। তা ছাড়া মা, তুমি জান, আমি হেসটারকে ভালবাসি। তাকে ভাল না বেসে কে পারে? তোমাকে যা ভালবাসি তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি তাকে। যদি আমি ভাল চাকরি পাই—যদি আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা থাকে আমি তাকে…আমি তাকে প্রস্তাব দিতে পারি…মা তুমি কা বুঝতে পারছ না লর্ড ইলিঙওয়ার্থের সেক্রেটারী হওয়াটা আমার কাছে কী জিনিস? লর্ড ইলিঙওয়ার্থের সেক্রেটারী হলেই হেসটারের কাছে বিয়ের প্রস্তাবটা রাখতে পারি আমি। ব্যাঙ্কের একটা সামান্য কেরাণী আমি—বছরে মাইনে পাই একশ—আমার পক্ষে এ প্রস্তাব দেওয়াটা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কী হ'তে পারে?

আরবুথনট। আমার ভয় হচ্ছে, মিস উরসলেকে পাওয়ার আশা তোমার নেই। জীবন বলতে সে কী বোঝে তা আমি জানি। সেই সব কথাই এইমাত্র সে আমাকে বলেছে। (বিরতি)

জিরাল্‌ড। তাই যদি হয় তো হোক। যেমন করেই হোক, আমার উচ্চাকাংখা

রইল। তার দামও কম নয়। আমার যে উচ্চাকাংখা রয়েছে তার জন্যে আমি খুশি। মা, তুমি সব সময় আমার উচ্চাকাঙ্খাকে দাবিয়ে রেখেছ। তাই নয়? তুমি আমাকে বলেছ, পৃথিবীটা বড় নোংরা জায়গা, সাফল্য বলতে আমরা যা বুঝি তা পাওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়; সোসাইটি জিনিসটাই হচ্ছে কতকগুলি বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবিদের ঘরোয়া বৈঠক। এইসব নানা কথাই তুমি আমাকে বলেছ। সেসব কথা আমি বিশ্বাস করি নে মা। আমার মনে হয় পৃথিবীটা সুন্দর; সোসাইটি আরও সুন্দর। আমি মনে করি সাফল্য জিনিসটা অর্জন করার যোগ্য। মা, তুমি আমাকে যা শিখিয়েছিলে তা সব ভুল—সব ভুল। লর্ড ইলিংওয়ার্থ জীবনে সফল হয়েছেন। তিনি সৌখিন পুরুষ। তিনি এই পৃথিবীরই মানুষ, এই পৃথিবীর জন্যেই তিনি বেঁচে রয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর মত হওয়ার জন্যে জীবনের সব ক্ষয় ক্ষতিকে মেনে নেব আমি।

আরবুথনট। এ জিনিস দেখার আগে তোমার মৃত্যু হলেও আমি দুঃখ পাব না।

জিরাল্ড। মা, লর্ড ইলিংওয়ার্থের সঙ্গে যেতে তোমার আপত্তিটা কী? এখনই আমি শুনতে চাই—এখনই।

আরবুথনট। লোকটি খারাপ।

জিরাল্ড। কোন্ দিক দিয়ে খারাপ? কী বলছ তা আমি বুঝতে পারছি নে।

আরবুথনট। আমি তোমাকে বলব।

জিরাল্ড। আমার ধারণা তোমার মতবাদের সঙ্গে তিনি একমত নন বলেই তুমি তাঁকে খারাপ বলছ, তুমি কি জান না মা, নারীরা যা ভাবে পুরুষরা তা ভাবতে পারে না। তাদের যে অন্য মত হবে সেইটাই স্বাভাবিক।

আরবুথনট। তিনি কী ভাবেন, কী না ভাবেন—সেজন্যে তাঁকে আমি খারাপ বলছি নে। আমি বলতে চাই মানুষ হিসাবেই তিনি খারাপ।

জিরাল্ড। মা, তুমি কি তাঁর সম্বন্ধে কিছু জান? অর্থাৎ, তাঁর সম্বন্ধে সেই বিশেষ কিছু জানার ফলেই তাঁর বিরুদ্ধে এই রায় তুমি দিচ্ছ?

আরবুথনট। তাঁর সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না।

জিরাল্ড। সেদিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত?

আরবুথনট। হ্যাঁ।

জিরাল্ড। কতদিন তাঁকে তুমি জান?

আরবুথনট। বিশ বছর।

জিরাল্ড। মানুষকে বিচার করতে গিয়ে বিশ বছর পিছিয়ে যাওয়াটা কি ভাল? তা ছাড়া, লর্ড ইলিংওয়ার্থের পূর্ব জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই বা কী? সেকথা জানারই বা আমাদের প্রয়োজনটা কোথায়?

আরবুথনট। মানুষটিকে বোঝার জন্যে;—কী তিনি ছিলেন, এখন কী হয়েছেন, এবং ভবিষ্যতে কী হ'তে পারেন সেইটুকু জানার জন্যে।

জিরাল্ড। মা, বল তিনি কী করেছিলেন। যদি কিছু ঘৃণ্য কাজ তিনি করে থাকেন তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে যাব না। তুমি আমাকে নিশ্চয় চেনো।

আরবুথনট। জিরাল্ড, আমার কাছে আয়, খুব কাছে, সেই ছেলেবেলায় আমার কাছে যেমন করে তুই বসতিস ঠিক তেমনি করে আমার মাথায় মাথা রেখে বোস। (জিরাল্ড তার মায়ের কাছে গিয়ে বসে; মা তার চুলের ওপরে আঙুল বুলিয়ে তার হাতের ওপরে হাত বুলান)। জিরাল্ড, এক সময় একটি তরুণী ছিল। বয়স তখন তার আঠারো; সামান্য একটু বেশীও হ'তে পারে। জর্জ হারফোর্ড-এর—লর্ড ইলিংওয়ার্থের তখন সেই নাম ছিল—সঙ্গে তার দেখা হয়। জীবন বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে মেয়েটি কিছুই জানত না। জর্জ—সবই জানত। মেয়েটি তাকে ভালবাসল—সেও মেয়েটিকে এমন ভালবাসা দেখালো যে একদিন সকালে মেয়েটি তারই সঙ্গে তার বাবার বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। মেয়েটি তাকে কী ভালই না বাসত! বিয়ে করবে বলে সেও মেয়েটিকে কথা দিয়েছিল। ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে মেয়েটিকে সে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল—তাকে বিশ্বাস করেছিল মেয়েটি। তার বয়স ছিল কম—জীবন বলতে সত্যিকার কী বোঝায় তা সে তখন জানত না। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস জর্জ বিয়েটাকে পিছিয়ে দিতে লাগল। মেয়েটি কিন্তু কোন সময়েই তাকে অবিশ্বাস করে নি; সে তাকে ভালবাসত। ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে—মেয়েটি অন্তঃসত্বা হয়েছিল—নিষ্পাপ শিশুটির জন্যে, শিশুটি যাতে একটা নাম পায় সেইজন্যে, তার পাপের ফল শিশুটিকে যাতে ভোগ করতে না হয় সেইজন্যে জর্জকে সে বারবার অনুরোধ করল তাকে বিয়ে করার জন্যে। বিয়ে করতে সে রাজি হল না। শিশুটি জন্মানোর পরেই শিশুটিকে নিয়ে মেয়েটি জর্জকে পরিত্যাগ করে চলে গেল; জীবন, আত্মা, মেয়েটির যা ছিল, তার মিষ্টতা, পবিত্রতা—সব একসঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে তার জীবন কাটতে লাগল—এখনও সে কষ্ট পাচ্ছে। জীবনটা তার কাছে দুর্বিসহ

হয়ে উঠেছে। তার জীবনে সুখ নেই, শান্তি নেই—নেই প্রায়শ্চিত্ত করার কোন অবকাশ। অপরাধীর মত সে শুধু শৃঙ্খল টেনে নিয়ে চলেছে; কুষ্ঠ রোগীর মত দেহের ওপরে একটা মুখোশ চাপিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। দুঃখের আগুন তাকে শুদ্ধ করতে পারে নি; জল নেবাতে পারে নি তার দুঃখের আগুন। কোন কিছু দিয়েই তার ক্ষত সারছে না—ঘুমোতে পারে না সে। তাকে ভুলিয়ে দিতে পারে এমন কোন ওষুধ নেই দুনিয়ায়। সে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, নষ্ট হয়েছে তার আত্মা। সেই জন্যেই লর্ড ইলিংওয়ার্থকে আমি বলি খারাপ মানুষ। সেই জন্যেই আমি চাই নে আমার ছেলে তার সঙ্গে কোথাও যাক।

জিরাল্ড। মা, কাহিনীটি করুণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে এক্ষেত্রে মেয়েটির দোষও লর্ড ইলিংওয়ার্থের চেয়ে কম ছিল না। কোন ভাল মেয়ে কি—যার কিছুমাত্র অনুভূতি রয়েছে—সে কি বিয়ের আগে ওইভাবে বাবার বাড়ী ছেড়ে কোন ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে পারে? কোন ভাল মেয়ে তা পারে না।

আরবুথনট। (বিরক্তির পর) জিরাল্ড, আমার সব আপত্তি আমি তুলে নিলাম। লর্ড ইলিংওয়ার্থের সঙ্গে তুমি যেতে পার—যখন, যেখানে খুশি।

জিরাল্ড। মা আমি জানতাম আমার পথে বাধার সৃষ্টি তুমি করবে না। ভগবানের রাজত্বে তুমি হচ্ছ সেরা মা। আর লর্ড ইলিংওয়ার্থের কথা যদি বল তো তিনি যে কোনদিন কোন অন্যায় অপমানজনক কাজ করতে পারেন তা আমি বিশ্বাস করি নে। না, না—পারি নে।

হেসটার। (বাইরে থেকে) ছাড়ুন, ছাড়ুন।

(ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে হেসটার ছুটে এল, জিরাল্ডের কাছে গিয়ে তার কোলের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল)

হেসটার। বাঁচাও, বাঁচাও—ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

জিরাল্ড। কার কাছ থেকে?

হেসটার। উনি আমাকে অপমান করেছেন! ভীষণভাবেই অপমান করেছেন। আমাকে বাঁচাও।

জিরাল্ড। কে কে? কার এমন সাহস—

(স্টেজের পেছনে লর্ড ইলিংওয়ার্থকে দেখা গেল; জিরাল্ডের হাত ছাড়িয়ে তাঁকে দেখিয়ে দিল)

জিরাল্ড। (রাগে আর ঘৃণায় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে) লর্ড ইলিংওয়ার্থ,

ভগবানের পৃথিবীতে সবচেয়ে পবিত্র নারীকে—আমার মায়ের মত যে নিষ্পাপ—তাকে আপনি অপমান করেছেন? মা ছাড়া যে মেয়েটিকে আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি তাকে আপনি অপমান করেছেন! ভগবানের দিব্যি, আমি আপনাকে খুন করে ফেলব।

আরবুথনট। জিরাল্ড!

জিরাল্ড। আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

আরবুথনট। থাম জিরাল্ড, থাম। ও তোমার বাবা।

(মায়ের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে জিরাল্ড তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। লজ্জায় মিসেস আরবুথনট ধীরে-ধীরে মাটির ওপরে বসে পড়েন। দরজার ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায় হেসটার। ভ্রূকুটি করে লর্ড ইলিংওয়ার্থ নিজের ঠোঁট কামড়ান। কিছুক্ষণ পরে জিরাল্ড তার মাকে টেনে তোলে; তারপরে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাঁকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।)

যবনিকা

চতুর্থ অংক

স্থান: (মিসেস আরবুথনটের বাড়ীর একখানা বসার ঘর। পেছনের দিকে বিরাট একটা ফ্রেঞ্চ উইনডো, বাগানের দিকে মুখ করে খোলা। ডান আর বাঁদিকের কোণে দুটো দরজা।)

টেবিলের ধারে বসে চিঠি লিখছিল জিরাল্ড। অ্যালিস ঘরে ঢুকলো; তার পেছনে লেডী হানসট্যানটন এবং মিসেস অ্যালনবী।

অ্যালিস। লেডী হানসট্যানটন এবং মিসেস অ্যালনবী। (বেরিয়ে গেল ঘর থেকে)

হান্স। গুডমর্ণিং জিরাল্ড।

জিরাল্ড। (উঠে) গুডমর্ণিং লেডী হানসট্যানটন, গুডমর্ণিং লেডী অ্যালনবী।

হান্‌স। (বসে) তোমার মায়ের খবরটা নিতে এলাম জিবাল্‌ড। আশা করি তিনি ভালই আছেন।

জিবাল্‌ড। আমার মা তো এখনও নামেন নি।

হানস। কাল রাত্রিতে গরমটা খুব বেড়েছিল। তাই তিনি সহ্য করতে পারেন নি। আমার মনে হচ্ছে বাতাসে মেঘের গর্জনও শোনা যাচ্ছিল, অথবা গান-ও হতে পারে। গান মানুষকে রোমান্টিক করে তোলে—অন্তত, গানের শব্দে মানুষের স্নায়ুতে চাপ পড়ে।

অ্যালনবী। আজকাল ওই দুটো জিনিসই প্রায় এক দাঁড়িয়েছে।

হান্‌স। তুমি যা বলতে যাচ্ছ তা আমি বুঝতে পারছি নে ব'লে দুঃখী। মনে হচ্ছে কোথাও যেন একটা গোলমাল বেঁধেছে। আঃ! মিসেস আরবুথনটের সুন্দর ঘরটা তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছ বুঝি? ঘরটা বেশ সুন্দর, আর পুরনো —তাই না?

অ্যালনবী। (লম্বা হাতলওয়ালা চশমাটা দিয়ে ঘরটা পরীক্ষা করে) ঘরটাকে দেখে মনে হচ্ছে একটি সুখী ইংরাজের বাড়ী।

হান্‌স। ঠিক বলেছ, একেবারে খাঁটি কথা। জিবাল্‌ড, আমাদের মনে হচ্ছে এখানকার প্রতিটি জিনিসের ওপরেই তোমার মায়ের সৎ প্রভাব পড়েছে।

অ্যালনবী। লর্ড ইলিংওয়ার্থ বলেন সব প্রভাবই খারাপ, কিন্তু দুনিয়ায় সব চেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে সৎ প্রভাব।

হান্‌স। মিসেস আরবুথনটকে আরও ভাল ক'রে জানার সুযোগ হলে লর্ড ইলিংওয়ার্থ-ও তার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে। এখানে তাকে একদিন নিশ্চয় আমাকে নিয়ে আসতে হবে।

অ্যালনবী। লর্ড ইলিংওয়ার্থের একটি সুন্দর সুখী বাড়ী থাকলে আমি খুব খুশি হতাম।

হানস। ওই রকম একটি পরিবেশ তার অনেক উপকারে আসত, বাছা। আজকাল লণ্ডনে অধিকাংশ মহিলারাই তাদের ঘর সাজাতে ভালবাসে অর্কিড, বিদেশী মানুষ, আর ফরাসী উপন্যাস দিয়ে। কিন্তু এখানে দেখ, একেবারে অন্য জিনিস। যেন একেবারে সাধু-সন্ন্যাসীর ঘর। টাটকা প্রকৃতির ফুল, আমাদের রুচিকে বিকৃত করে না এই জাতীয় বই, আর ছবি—যে ছবির দিকে তাকাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হয় না—এই সব দিয়েই ঘরটা সাজানো।

অ্যালনবী। কিন্তু আমি যে সঙ্কোচ বা লজ্জা পেতে চাই।

হান্‌স। অবশ্য উপযুক্ত সময়ে ও-জিনিস প্রকাশ করতে পারলে, ওর স্বপক্ষে অনেক কিছু বলা যে যায় না —একথা সত্যি নয়। বেচারা প্রিয় হানস-ট্যানটান আমাকে প্রায়ই বলত, লজ্জা শরমের বালাই আমার নাকি একেবারে নেই। কী করে থাকবে বল? বন্ধুবান্ধবদের সম্বন্ধে সে খুব সতর্ক ছিল। সত্তর বছরের কম বয়স যার এমন কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে সে আমার আলাপ করিয়ে দেয় নি। যেমন ওই বেচারা লর্ড অ্যাসটন; সেই অ্যাসটন-ও শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলায় জড়িয়ে পড়ল। কী দুর্ভাগ্য, কী দুর্ভাগ্য!

অ্যালনবী। সত্তর বছরের পুরুষদের আমার খুব ভালই লাগে। সারা জীবনের আনুগত্য এই সময়েই তারা আমাদের দান করতে পারে। আমার ধারণা সত্তরটাই পুরুষদের কাছে আদর্শ বয়স।

হান্‌স। ওর সঙ্গে পারা যাবে না, জিরাল্‌ড। তাই না? যা বলছিলাম জিরাল্‌ড, আশাকরি এরপর থেকে তোমার মার সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হবে। তুমি আর লর্ড ইলিংওয়ার্থ তো এখনই চলে যাবে—তাই না?

জিরাল্‌ড। লর্ড ইলিংওয়ার্থের সেক্রেটারি হওয়ার বাসনা আমি পরিত্যাগ করেছি।

হান্‌স। না, না—সে কী কথা জিরাল্‌ড? পরিত্যাগ করলে খুব বোকার মত কাজ করবে তুমি। কারণটা কী বলত?

জিরাল্‌ড। আমার ধারণা ওই পদের অনুপযুক্ত আমি।

অ্যালনবী। লর্ড ইলিংওয়ার্থ আমাকে যদি তাঁর সেক্রেটারি করত; কিন্তু তার ধারণা আমি নাকি যথেষ্ট সিরিয়াস নই।

হান্‌স। এ বাড়ীতে তোমার ঠিক ওইভাবে কথা বলাটা উচিত নয় ডিয়ার। যে কপট সোসাইটিতে আমরা বাস করি তার সম্বন্ধে মিসেস আরবুথ-নটের কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিছুতেই তিনি এখানে ঢুকবেন না; চরিত্রের দিক থেকে অনেকের চেয়েই অনেক ভাল তিনি। কাল রাত্রিতে তিনি যে আমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন সেজন্যে নিজেকে আমি সম্মানিতা মনে করছি। তাঁর উপস্থিতি আমাদের সান্ধ্য মজলিসের সম্ভ্রম বাড়িয়ে দিয়েছিল।

অ্যালনবী। তার জন্যে একটু আগে আপনি যা বলেছিলেন, হয়ত বাতাসের সেই মেঘ গর্জনই দায়ী।

হান্‌স। মাই ডিয়ার, একথা তুমি বললে কী করে? দুটো জিনিসের

মধ্যে কোন রকম সাদৃশ্যই নেই। কিন্তু সত্যিই বলত জিরাল্‌ড; উপযুক্ত নয় বলতে ঠিক কী বলতে চাচ্ছো তুমি ?

জিরাল্‌ড। জীবনটাকে আমরা দুজনে দুভাবে দেখি; আমাদের মত ভিন্ন।

হান্‌স। কিন্তু প্রিয় জিরাল্‌ড, তোমার যা বয়স তাতে জীবনের ওপরে কোন মতই তোমার থাকা উচিত নয়। থাকলে, তা সমীচীন হবে না। এ বিষয়ে অন্য লোকের দ্বারাই তোমাকে পরিচালিত হ'তে হবে। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছে তা আর কেউ পেলে বর্তে যেত। তাঁর সঙ্গে বাইরে ঘুরে বেড়াবে তুমি, জীবনটাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখবে—ঠিক লোকের সঙ্গে মিশবে—তোমার জীবনে সেই ব্রাহ্মমুহূর্তটি এসে দেখা দিয়েছে।

জিরাল্‌ড। পৃথিবীকে আমি দেখতে চাই নে। অনেক দেখেছি আমি।

অ্যালনবী। আশা করি, মিঃ আরবুথনট, জীবনটা যে আপনার শেষ হয়ে গিয়েছে একথা নিশ্চয় আপনি ভাবছেন না। আপনার ভাষায় মানুষ কথা বলে কখন ? যখন সে বুঝতে পারে তার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

জিরাল্‌ড। মাকে আমি ছেড়ে যেতে চাই নে।

হান্‌স। না জিরাল্‌ড; এটা তোমার কুড়েমি! মাকে ছেড়ে যাব না। আমি যদি তোমার মা হতাম—আমি তোমাকে যেতে বাধ্য করতাম।

(অ্যালিস ঢুকলো)

অ্যালিস। মিসেস আরবুথনট আপনাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন লেডী। কিন্তু তাঁর মাথায় ভীষণ একটা যন্ত্রণা হচ্ছে; আজ সকালে কারও সঙ্গেই তিনি দেখা করতে পারবেন না। (বেরিয়ে গেল)

হান্‌স। (উঠে) ভীষণ মাথার যন্ত্রণা! খুব দুঃখিত। ভাল থাকলে আজ বিকেলের দিকে তাকে তুমি হানসট্যানটনে নিয়ে এস, কেমন ?

জিরাল্‌ড। আজ বিকালে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না, লেডী হান্‌সট্যানটন।

হান্‌স। বেশ তো; কালই যেয়ো। হায়, আজ যদি তোমার বাবা থাকতেন; এইখানে এইভাবে তোমার জীবনটা নষ্ট হোক এটা তিনি কোন দিনই চাইতেন না। তিনি এখনই তোমাকে লর্ড ইলিঙওয়ার্থের সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেন। কিন্তু মায়েরা বড় দুর্বল। অতি সহজেই তারা ছেলেদের কাছে সব হারিয়ে ফেলে। আমরা কেবল হৃদয়টুকু নিয়ে বেঁচে রয়েছি; শুধু হৃদয়।

এস ডিয়ার; আমাদের একবার পাদরীর বাড়ী যেতে হবে; মিসেস ডুবেনীর শরীর ভাল যাচ্ছে না। তাঁকে একবার দেখে আসতে হবে। আর্চডিকন সব জিনিসটাই কেমন সুন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। স্বামী হিসাবে ভদ্রলোক সত্যিকারের উদার। একেবারে আদর্শ স্বামী বলা যেতে পারে। বিদায় জিরাল্ড, তোমার মাকে আমার প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ো।

অ্যালনবী। চললাম, মিঃ আরবুথনট।

জরাল্ড। নমস্কার। (অতিথিরা বিদায় নিলে জিরাল্ড বসলো; তারপরে পড়তে লাগল চিঠিটা।) কী নাম দিয়ে সই করব চিঠিটা? কোন নাম লেখার অধিকার তো আমার, আমাদের নেই।

(নিজের নাম সই করে, ঠিকানা লেখে, তারপরে খামের মধ্যে পুরতে যাবে এমন সময় বাঁ দিকের কোণের দরজা দিয়ে মিসেস আরবুথনট ঘরে ঢুকলেন। মোমের পাত্রটা সরিয়ে রাখলো জিরাল্ড। মা আর ছেলে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।)

হান্স। (পেছনের দিকে ফ্রেঞ্চ উইনডোর ওপাশ থেকে) চললাম জিরাল্ড। তোমার এই সুন্দর বাগানটির ভেতর দিয়ে আমরা সর্টকাট করছি। যা বললাম মনে রেখ। লর্ড ইলিংওয়ার্থের সঙ্গে এখনই বেরিয়ে যাও।

অ্যালনবী। বিদায়, মিঃ আরবুথনট; বিদেশ থেকে ফেরার সময় আমার জন্যে সুন্দর কিছু আনতে ভুলে যেয়ো না। কিন্তু ভারতীয় শাল এনো না—না, না-ওতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

(বাগানের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল)

জিরাল্ড। মা, এইমাত্র তাঁকে আমি একখানা চিঠি লিখেছি।

আরবুথনট। কাকে?

জিরাল্ড। আমার বাবাকে। আজ বিকাল চারটেয় এখানে আসার জন্যে তাঁকে আমি লিখে দিলাম।

আরবুথনট। সে আসবে না। আমার বাড়ীর চৌকাঠ সে মাড়াবে না।

জিরাল্ড। আসতে তাঁকে হবেই।

আরবুথনট। জিরাল্ড, তুমি যদি লর্ড ইলিংওয়ার্থের সঙ্গে যেতে চাও তাহলে এখনই যাও। আমার মৃত্যুর আগেই তুমি যাও। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করতে আমাকে তুমি বলো না।

জিরাল্‌ড। তুমি বুঝতে পারছ না মা। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যার লোভে তোমাকে ছেড়ে লর্ড ইলিঙওয়ার্থের সঙ্গে আমি চলে যেতে পারি। তুমি আমাকে নিশ্চয় খুব ভাল করেই চেনো। না, আমি তাঁকে চিঠি দিয়েছি এটা বলার জন্যে যে—

আরবুথনট। তাঁকে বলার তোমার রয়েছে কী?

জিরাল্‌ড। চিঠিতে আমি কি লিখেছি তা কি তুমি অনুমান করতে পারছ না মা?

আরবুথনট। না।

জিরাল্‌ড। নিশ্চয় পারছ। কয়েকটা দিনের মধ্যে কী আমাদের করতেই হবে সেকথা বেশ ভালভাবে চিন্তা কর।

আরবুথনট। কিছুই করার নেই।

জিরাল্‌ড। আমি তাঁকে লিখেছি এইটুকু বলার জন্যে যে তোমাকে তাঁকে বিয়ে করতে হবে।

আরবুথনট। আমাকে?

জিরাল্‌ড। বিয়ে করতে তাঁকে আমি বাধ্য করব। যে অন্যায় তিনি তোমার ওপরে করেছেন সে-অন্যায়ের প্রতিকার তাঁকে করতেই হবে। প্রায়শ্চিত্ত না করে উপায় নেই তাঁর। মা, ন্যায়ের বিচার হতে দেরী হ'তে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রায় তাকে দিতেই হবে। লর্ড ইলিঙওয়ার্থের বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা তুমি পাবে।

আরবুথনট। কিন্তু জিরাল্‌ড··

জিরাল্‌ড। এ-বিয়ে করতে তাঁকে আমি বাধ্য করব, না করলে ছাড়বো না। 'করব না' বলতে সাহস করবেন না তিনি।

আরবুথনট। কিন্তু জিরাল্‌ড আমিও অস্বীকার করব। লর্ড ইলিঙওয়ার্থকে বিয়ে আমি করব না।

জিরাল্‌ড। বিয়ে করবে না? মা!

আরবুথনট। না; কিছুতেই না।

জিরাল্‌ড। মা, তুমি বুঝতে পারছ না। তোমার জন্যেই একথা আমি বলছি, আমার জন্যে নয়। এই বিয়ে,এই অবশ্য প্রয়োজনীয় বিয়ে, যা আজ না হয় কাল স্পষ্ট কারণেই হবে—সেই বিয়েতে আমার কোন লাভ হবে না, এই বিয়েতে আমার আসল পদবী আমি পাব না—যে পদবীতে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার

রয়েছে। কিন্তু এতে তোমার উপকার হবে। যত দেরীই হোক—তুমি এমন একজনের স্ত্রী হবে যিনি আমার সত্যিকারের বাবা। এটা কি সত্যিই একটা কাজের মত কাজ নয়?

আরবুথনট। আমি তাকে কিছুতেই বিয়ে করব না।

জিরাল্ড। মা, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

আরবুথনট। না, কিছুতেই না। অন্যায়ের প্রতিকার হওয়া উচিৎ এই কথাই তুমি বলছ। আমার ওপরে যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিকারটা কী হবে? সে-অন্যায়ের প্রতিকার হওয়ার আশা নেই। আমি অপমানিত হয়েছি; সে হয় নি। সমাজে আমি হেয় হয়েছি। সে হয় নি। সার কথা এইটাই। পুরুষ আর নারীর এ সেই চিরাচরিত ঘটনা—এইভাবেই এসব ঘটনা ঘটে। আর শেষও হয় ঠিক এইভাবেই। নারীরাই ভোগে। পুরুষ বহাল তবিয়তে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়ায়।

জিরাল্ড। এইটাই সাধারণ পরিণতি কি না তা আমি জানি নে, মা। আশা করি, তা নয়। হয়ত হোক; কিন্তু তোমার জীবন কোন মতেই ওভাবে শেষ হ'তে পারে না। যতটুকু প্রতিকার করা সম্ভব মানুষটিকে তাই করতে হবে। সেইটাই সব নয়। বর্তমানে কিছু প্রতিকার করা সম্ভব হলেই অতীত তা দিয়ে একেবারে মুছে যাবে না। আমি তা জানি। কিন্তু তাতে অন্তত ভবিষ্যৎটা তোমার ভাল হবে, মা।

আরবুথনট। লর্ড ইলিংওয়ার্থকে বিয়ে করতে আমি রাজি নই।

জিরাল্ড। তিনি এসে যদি তোমাকে তাঁর স্ত্রী হতে অনুরোধ করেন তুমি তাঁকে অন্য উত্তর দেবে। মনে রেখো, তিনি আমার বাবা।

আরবুথনট। যদি তিনি আসেন, যা তিনি করবেন না, আমার উত্তর একই হবে। মনে রেখো, আমি তোমার মা।

জিরাল্ড। এইভাবে কথা বলে, মা, তুমি আমার কাজটাকে বেশ কঠিন করে তুলছো; এবং যা ঠিক, যা ন্যায়সঙ্গত সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জিনিসটাকে তুমি দেখতে চাচ্ছ না কেন তা আমি বুঝতে পারছি নে। তোমার জীবনে যে তিক্ততা জমেছে তাকে মুছে ফেলার জন্যে; আমাদের সুনামের ওপরে যে মেঘ জমেছে তাকে সরানোর জন্যে এই বিয়েটা অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। বিয়ের পরে তুমি আর আমি অন্য কোথাও চলে যেতে পারি। কিন্তু সকলের আগে দরকার বিয়েটা। এইটাই তোমার কর্তব্য; কেবল তোমার

নিজের প্রতি নয়, সমস্ত নারীজাতির প্রতি।—হ্যা; সমস্ত নারীদের ওপরে; তা না হলে, অন্য নারীর সঙ্গে সে আবার বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

আরবুথনট। অন্য নারীদের প্রতি আমার কোন কর্তব্য নেই। তারা কেউ আমাকে সাহায্য করে নি। পৃথিবীতে এমন একটি নারীও নেই যার কাছে আমি করুণা প্রার্থনা করে দাঁড়াতে পারি। এমন কোন নারী নেই যার সহানুভূতি পাওয়ার সম্ভাবনা রাখি আমি। নারীদের ওপরে নারীরা বড় নিষ্ঠুর আচরণ করে। গত রাত্রির সেই মেয়েটি ভাল মেয়ে। আমাকে কলঙ্কিত মনে করে সে-ও কাল ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। ঠিকই করেছে সে। আমি কলঙ্কিত। আমি যে অন্যায় করেছি সে-অন্যায় আমারই নিজস্ব। তার দায় আর দায়িত্ব আমার। একা আমাকেই তা বইতে হবে। যে সব নারীরা পাপ করে নি আমার সঙ্গে তাদের, অথবা তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী? আমরা কেউ কাউকে বুঝি নে।

(পিছন থেকে হেসটার ঢোকে)

জিরাল্ড। আমার অনুরোধ, আমি তোমাকে যা করতে বলি তাই তুমি কর।

আরবুথনট। কোন্ ছেলে তার মাকে এই রকম ভয়ানক আত্মত্যাগ করতে উপদেশ দেয়? কেউ না।

জিরাল্ড। কোন্ মা তার ছেলের বাবাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে? কেউ না।

আরবুথনট। তাহলে সেই রকম মা আমিই প্রথম হলাম। আমি একাজ কিছুতেই করব না।

জিরাল্ড। মা, তুমি ধর্মে বিশ্বাস কর; আমাকেও তুমি ঠিক সেইভাবে মানুষ করে তুলেছ। তাই যদি সত্যি হয় তাহলে তোমারই ধর্ম, যে ধর্মে আস্থা রাখতে শৈশব থেকেই তুমি আমাকে শিক্ষা দিয়েছ, তোমার সেই ধর্মই বলবে আমি ঠিক। তুমি নিজেই তা জান—তুমি নিজেই তা অনুভব করতে পারছো।

আরবুথনট। আমি তা জানি নে। আমি তা অনুভব করি নে। অথবা, আমার অথবা জর্জ হারফোর্ডের বিয়ের প্রহসনটাকে আশীর্বাদ করার জন্যে ভগবানের বেদীর কাছে দাঁড়াবো না, বা তাঁর আশীর্বাদও প্রার্থনা করব না। চার্চ আমাকে যে কথা বলার নির্দেশ দেবেন তাও আমি উচ্চারণ করব না। করার সাহস হবে না আমার। যাকে আমি ঘৃণা করি তাকে আমি ভালবাসব এ প্রতিজ্ঞা আমি করব কেমন করে? যে তোমার মাথায় অসম্মানের বোঝা

চাপিয়ে দিয়েছে তাকে আমি সম্মান দেখাবো কেমন করে ? যে প্রভুত্বের দম্ভে আমাকে পাপ করতে বাধ্য করেছে তার আদেশ কেমন করে আমি মেনে নেব ? না ; যারা পরস্পরকে ভালবাসে বিয়েটা তাদের কাছেই পবিত্র। এটা তার বা আমার কাছে পবিত্র নয়। জিরাল্ড, জগতের ভ্রূকুটি আর অশালীন মন্তব্য থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্যে আমি জগতের কাছে মিথ্যে কথা বলেছি। বিশ বছর ধরে বিশ্বের কাছে মিথ্যে কথা বলেছি আমি। সত্যি কথাটা আমি বলতে পারি নি। কে আজ পর্যন্ত পেরেছে ? কিন্তু আমার জন্যে ভগবানের কাছে আমি মিথ্যে কথা বলতে পারব না। না, জিরাল্ড, কোন উৎসব, চার্চের কোন আশীর্বাদ জর্জ হারফোর্ডের বিষয়ে আমাকে অন্ধ করতে পারবে না। এটা হয়ত সত্য যে তার কাছে আমি ঋণী। আমার সর্বস্ব ডাকাতি করেও সে আমাকে ধনী করে পরিত্যাগ করেছে, কর্দমাক্ত এই জীবনে আমি মুক্তা খুঁজে পেয়েছি ; অথবা, যা পেয়েছি তাকে মুক্তা বলেই মনে হয়েছে আমার।

জিরাল্ড। তোমাকে এখন আমি বুঝতে পারছি নে।

আরবুথনট। মা-রা কী পুরুষরা তা বুঝতে পারে না। যে-অন্যায় আমার ওপরে করা হয়েছে, আর যে-অন্যায় আমি করেছি—এবং যে ভীষণ শাস্তি আমি পেয়েছি—আর যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘুরছি—এ ছাড়া অন্য নারীদের সঙ্গে আমার কোন তফাৎ নেই। তবু তোমাকে গর্ভে ধারণ করে মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে হয়েছে আমাকে ; তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হয়েছে আমাকে। তোমার জন্যে আমার সঙ্গে লড়াই করেছে মৃত্যু ; প্রত্যেক মহিলাকেই তার শিশুকে বাঁচানোর জন্যে এ লড়াই করতে হয়। নিঃসন্তান বলেই বোধ হয় মৃত্যু আমাদের শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। জিরাল্ড, তুমি যখন উলঙ্গ ছিলে তখন তোমার দেহ আমাকে ঢেকে দিতে হোত ; যখন তোমার ক্ষিদে পেত, আমাকেই তখন যোগান দিতে হত খাবার। সারা শীতকালটা রাত্রি দিন তোমার যত্ন নিতে হত আমাকে। আমরা নারীরা যাকে ভালবাসি তার জন্যে কোন কাজ করতেই আমরা পিছিয়ে আসি নে, কোন কাজই আমাদের কাছে ছোট বলে মনে হয় না। ওঃ ; তোমাকে আমি কী ভালই না বাসতাম। হ্যানা সামুয়েলকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসত না। তোমার ভালবাসার প্রয়োজন ছিল, কারণ তুমি রুগ্ন ছিলে। কেবল ভালবাসাই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত। কেবল ভালবাসাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু ছেলেরা বড়ই অর্বাচীন ; না বুঝেই তারা

আমাদের যন্ত্রণা দেয়। আমরা ভাবি বয়স হলে তারা আমাদের বুঝতে পারবে, আমাদের ঋণ শোধ করার চেষ্টা করবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা হয় না। বিশ্ব আমাদের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে নেয়; আমাদের চেয়ে যাদের সঙ্গে মিশলে তারা বেশী খুশি হয় তাদের সঙ্গেই তখন তারা বন্ধুত্ব পাতায়। মাঝে-মাঝে তারা আমাদের ওপরে অবিচার করে, যখন তাদের জীবন তিক্ত হয়ে ওঠে তখন তারা আমাদের দোষ দেয়। যখন তাদের জীবন আনন্দময় হয় তখন সে-আনন্দে আমাদের কোন ভাগ থাকে না। তোমার অনেক বন্ধু রয়েছে। তুমি তাদের বাড়ী যাও, আনন্দ কর তাদের সঙ্গে। গোপন ব্যথাটা থাকার জন্যে আমি তোমাকে অনুসরণ করতে সাহস পাই নে; ঘরে দরজা বন্ধ করে অন্ধকারে বসে থাকি। কিন্তু যে বাড়ীতে পাপ ঢোকে নি সেই বাড়ীর গৃহিণী হলে আমি কী করতাম? অতীতটা সব সময়েই আমার কাছে থাকত…তুমি ভাবতে জীবনের আমোদ প্রমোদ আমার ভাল লাগে না। তোমাকে আমি বলছি, আমোদ প্রমোদ করার ইচ্ছা আমারও ছিল; কিন্তু ভয়ে সেদিকে আমি এগোতে পারতাম না; ভাবতাম ওতে কোন অধিকার আমার নেই। তুমি ভেবেছিলে দরিদ্রদের ভেতরে কাজ করে আমি অনেক সুখে রয়েছি। ভাবতে ওইটাই আমার ধর্মীয় কাজ। সে-কথা ঠিক নয়। কিন্তু আর কোথায় যাব? যে হাত তাদের বিছানা পরিষ্কার করে সেই হাত পবিত্র কিনা সেকথা অসুস্থ মানুষ কোনদিনই জিজ্ঞাসা করে না। অথবা মরণোন্মুখ মানুষ কোনদিনই প্রশ্ন করে না যে ঠোঁট তার কপোল স্পর্শ করল সেই ঠোঁট কলঙ্কিত কি না। তোমার কথাই আমি সব সময় ভাবতাম। যে ভালবাসা তোমার দরকার ছিল না কেবল সেইটুকুই তাদের আমি দিয়েছি। আর তুমি ভেবেছিলে চার্চে আমি বেশী সময় কাটাচ্ছি, বেশী করছি চার্চের কাজ। তাছাড়া, কী আমার করার ছিল? ভগবানের বাড়ীই একমাত্র স্থান, সেখানে পাপীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। তা সত্ত্বেও, জিরাল্ড, তুমি সব সময়েই আমার মনের মধ্যে কায়েমী হয়ে বসেছিলে। ভগবানের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে কোনদিনই নিজেকে আমি পাপী বলে সনাক্ত করি নি। কী করে তা আমি করব? কারণ সেই পাপের পুণ্যেই তোমাকে আমি পেয়েছি; তুমিই আমার একমাত্র ভালবাসার ধন। এখনও পর্যন্ত, আমার ওপরে তোমার বিরক্তি সত্ত্বেও, আমি অনুতাপ করতে পারছি নে। না, পারি নে। তুমি আমার কাছে নিষ্পাপ কুসুমের চেয়েও অনেক বেশী। সম্ভবত আমি তোমার মা—ওঃ, তার চেয়েও বেশী, নিষ্পাপ হওয়ার চেয়ে তোমার মা হওয়াটা

আমাব কাছে অনেক বেশী কাম্য। তুমি কি তা দেখতে পারছ না? তুমি কি তা বুঝতে পারছ না? আমার অসম্মানই তোমাকে আমার কাছে এত প্রিয় করে তুলেছে। আমার কলঙ্কই তোমাকে এমনভাবে বেঁধে দিয়েছে আমার সঙ্গে। তোমার জন্যে দেহ আর আত্মাকে খরচ করেছি আমি। তুমি এই ভয়ঙ্কর কাজ করতে আর আমাকে বলো না। তুমি আমাব কলঙ্কের শিশু, এখনও সেই কলঙ্কেব শিশু হযেই তুমি আমাব কাছে থাক।

জিবাল্ড। মা, তুমি যে আমাকে এতটা ভালবাস তা আমি জানতাম না। পুত্র হিসাবে এতদিন আমি যা ছিলাম এবাব থেকে তাব চেযে আবও ভাল হব আমি। আমাদেব আর কোনদিন ছাডাছাডি হবে না, মা। কিন্তু মা আমাব উপায নেই তোমাকে আমাব বাবাব স্ত্রী হতেই হবে। তাকে বিযে তোমাকে কবতেই হবে। এটাই তোমার কর্তব্য।

হেসটাব। (ছুটে এসে মিসেস আরবুথনটকে জডিযে ধবে) না, না, আপনি তা কিছুতেই কববেন না। সেইটাই হবে আপনাব সত্যিকাব প্রথম অসম্মান— আগে এতটা অসম্মান কখনও আপনাব হয নি সেইটাই হবে আপনাব সত্যিকাব কলঙ্ক—এবং প্রথম। তাকে পবিত্যাগ কবে আপনি আমাব সঙ্গে আসুন। ইংলণ্ড ছাডাও অনেক দেশ বযেছে। সমুদ্রেব ওপাবে আবও অনেক দেশ যে দেশ এর চেযে ভাল, বেশী বিজ্ঞ, আর বেশী ন্যাযপবাযণ, সেই জগৎ খুব প্রশস্ত—খুবই বিরাট।

আববুথনট। ও-জগৎ আমাব জন্যে নয। আমাব কাছে পৃথিবী সঙ্কুচিত, আমাব হাঁটাব পথে কাঁটা বিছানো।

হেসটাব। কাঁটা আব থাকবে না। এ-পৃথিবীব কোথাও সবুজ উপত্যকা, আব টাটকা জলের সন্ধান পাব আমবা। আব কাঁদতেই যদি হযত আমবা দুজনেই একসঙ্গে কাঁদবো। আমবা কি তাকে ভালবাসি নি?

জিবাল্ড। হেসটাব!

হেসটাব। (হাতেব ইঙ্গিতে তাকে চুপ কবতে বলে) না, কথা বলো না। এঁকেও ভাল না বাসলে তুমি আমাকে ভালবাসতে পাব না। তুমি আমাকে কখনও সম্মান দেখাতে পাববে না যদি ইনি তোমাব কাছে আবও বেশী পবিত্র না হন। এঁরই ভেতরে সমস্ত নাবী আজ শহীদ হযেছে। কেবল ইনিই নন, আমরা সকলেই আজ এঁব বাডীতে বিপর্যস্ত।

জিরাল্ড। হেসটার, হেসটাব! আমি কী করব?

হেসটার। যে-লোকটা তোমার বাবা তাঁকে কি তুমি সম্মান কর ?

জিরাল্ড। সম্মান করি ? আমি তাকে ঘৃণা করি। লোকটা জঘন্য।

হেসটার। গতিরাত্রিতে তার হাত থেকে আমাকে যে তুমি বাঁচিয়েছ তার জন্যে ধন্যবাদ।

জিরাল্ড। সেকথা নয়। তোমাকে বাঁচানোর জন্যে আমি মরতে পারি। কিন্তু এখন কী করব তা তুমি বলছ না।

হেসটার। আমাকে রক্ষা করার জন্যে তোমাকে কি আমি ধন্যবাদ জানাই নি ?

জিরাল্ড। এখন আমি কী করব ?

হেসটার। আমাকে নয়, নিজের হৃদয়কে তুমি প্রশ্ন কর। কোনদিনই আমার কোন মা ছিল না যাঁকে আমি বাঁচাতে পারতাম, অথবা, কলঙ্কের দরিয়ায় ভাসিয়ে দিতে পারতাম।

আরবুথনট। ও পাষাণ, পাষাণ। আমাকে চলে যেতে দাও।

জিরাল্ড। (দৌড়ে গিয়ে মায়ের পায়ের তলায় হাঁটু মুড়ে বসে) মা, আমাকে ক্ষমা কর। আমারই দোষ হয়েছে।

আরবুথনট। আমার হাতে চুমু খেয়ো না। ওগুলো ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। আমার হৃদয়ে উত্তাপ নেই। আমার হৃদয় আজ ভেঙে গিয়েছে।

হেসটার। ওকথা বলো না। আঘাত খেয়েই হৃদয় বেঁচে থাকে। আনন্দই হৃদয়কে পাথর করে দেয়। অর্থ নিষ্করুণ করে মানুষকে। কিন্তু দুঃখ কোনদিনই হৃদয়কে ভাঙতে পারে নি। তাছাড়া এখন আপনার দুঃখই বা কী ? এখন ওর কাছে আপনি আরও প্রিয়—আগের চেয়েও। চিরকালই তুমি ওর কাছে প্রিয়। ওকে দয়া করো।

জিরাল্ড। তুমি একাধারে আমার বাবা আর মা। দ্বিতীয় পিতায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। তোমার জন্যে, কেবল তোমার জন্যেই ওকথা আমি বলেছিলাম। মা, কিছু বল। আমি কি একজনের ভালবাসা নষ্ট করে আর একজনের ভালবাসা পেলাম ? ও কথা আমাকে বলো না। ও মা, তুমি নিষ্ঠুর।

(উঠে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সোফার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।)

আরবুথনট। (হেসটারকে) কিন্তু ও কি সত্যি আর একজনের ভালবাসা পেয়েছে ?

হেসটার। তুমি জান ওকে আমি ভালবাসি।

আরবুথনট। কিন্তু আমরা খুব গরীব।

হেসটার। ভালবাসা পাওয়ার পর কে গরীব থাকে? না, না—কেউ থাকে না। আমার প্রাচুর্যকে আমি ঘৃণা করি। সেই প্রাচুর্য আমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিই আসুন।

আরবুথনট। আমরা কলঙ্কিত। আমরা জাতিচ্যুত। জিরাল্ডের কোন বংশমর্যাদা নেই। বাপ-মায়ের পাপ সন্তানে বর্তায়। এই হল ভগবানের নিয়ম।

হেসটার। আমি ভুল করেছিল্লাম। ভগবানের নিয়ম হচ্ছে প্রেম।

আরবুথনট। (উঠলেন; হেসটারের হাত ধরে সোফার ওপরে শায়িত জিরাল্ডের দিকে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলেন। সেখানে সে দুহাতে মুখ ঢেকে শুয়েছিল। তিনি তার দেহ স্পর্শ করেন; উপর দিকে তাকায় জিরাল্ড।) জিরাল্ড, তোমাকে আমি বাধা দিতে পারব না; কিন্তু তোমার জন্যে আমি একটি স্ত্রী এনেছি।

জিরাল্ড। মা, আমি স্বামী হওয়ারও উপযুক্ত নয়, ছেলে হওয়ার-ও নয়।

আরবুথনট। সে-ও এসেছে প্রথম; তুমি তাই উপযুক্ত। আর যখন তুমি ওকে নিয়ে দূরে চলে যাবে জিরাল্ড—দূরে—দূরে—বেশ দূরে তখন আমার কথা মাঝে-মাঝে স্মরণ করো। আমাকে ভুলে যেয়ো না। আর যখন তোমরা প্রার্থনা করবে, তখন আমার জন্যেও একটু করো। আমরা যখন সবচেয়ে সুখী হই তখনই আমরা প্রার্থনা করি। তুমি সুখী হবে জিরাল্ড।

হেসটার। ওঃ! তুমি আমাদের ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবছ না?

জিরাল্ড। মা, তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে না?

আরবুথনট। আমার জন্যে তোমাদের জীবনে কলঙ্ক নামতে পারে।

জিরাল্ড। মা!

আরবুথনট। কয়েকটা দিন থাকবো তাহলে। যদি তোমাদের কাছে সব সময় আমাকে অবশ্য থাকতে দাও।

হেসটার। (মিসেস আরবুথনটকে) চল, আমরা বাগানে যাই।

আরবুথনট। পরে—পরে।

(হেসটার আর জিরাল্ড বেরিয়ে যায়)

(মিসেস আরবুথনট বাঁদিকে দরজার দিকে এগিয়ে যান; তাকের ওপরে রাখা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই দিকে তাকালেন)

(ডানদিকের দরজা দিয়ে অ্যালিস ঢুকলো)

অ্যালিস। একটি ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, মা'ম।

আববুথনট। বলে দাও আমি বাড়ীতে নেই। কার্ডটা দেখি। (কার্ডটা রেকাব থেকে নিয়ে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে) বল, তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করব না। (লর্ড ইলিঙওয়ার্থ ঢুকে এলেন, আয়নার মধ্যে থেকে দেখতে পেয়ে মিসেস আববুথনট চমকে উঠলেন ; কিন্তু ঘুরে দাঁড়ালেন না। অ্যালিস বেরিয়ে গেল) জর্জ হারফোর্ড, আজ কী বলাব আছে তোমার ? কিছুই বলার নেই। এ বাড়ী থেকে তোমাকে চলে যেতেই হবে।

ইলিঙ। র‍্যাচেল, আমাদের মধ্যে সম্পর্ক কী তা এখন জিরাল্ড জেনে গিয়েছে। সুতরাং এমন একটা ব্যবস্থা কববে যাতে আমাদের তিনজনেরই ভাল হয়। আমি তোমাকে নিশ্চয় কবে বলতে পারি আমাব মধ্যে সে একটি চমৎকাব ও দরাজহৃদয় পিতা খুঁজে পাবে।

আরবুথনট। আমাব ছেলে যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। গত রাত্রিতে তোমাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার তোমাকে বাঁচানো আমার পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। আমার অসম্মান আমার ছেলের ভীষণ লেগেছে। আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি—তুমি এখনই চলে যাও।

ইলিঙ। (বসে) গত রাত্রিটাই আমার কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ছিল। সেই নির্বোধ পিউরিটান মেয়েটা অযথা হইচই সুরু কবল। কেন ? কাবণ, আমি তাকে চুমু খেতে চেষ্টা কবেছিলাম বলে। চুমু খাওয়ার মধ্যে ক্ষতিটা কী রয়েছে ?

আববুথনট। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) একটি চুম্বন মানুষের জীবনকে নষ্ট কবে দিতে পারে, জর্জ হারফোর্ড, আমি তা জানি। আমি তা খুব ভাল করেই জানি।

ইলিঙ। ও বিষয়টা নিয়ে বর্তমানে আমবা আলোচনা করছি নে। গত-কালের মত আজকেও যে জিনিসটা সব চেয়ে দরকাবী সেটা হচ্ছে আমাদের ছেলে। তুমি জান তাকে আমি খুব ভালবাসি। এবং যদিও এটা তোমাব কাছে অদ্ভুত ঠেকছে তবু কাল রাত্রিতে তার চরিত্রের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে তাকে প্রশংসা না করে আমি পারি নি। সেই সুন্দরী দাম্ভিক বালিকার জন্যে ডাণ্ডাটা সে খুব তাড়াতাড়ি তুলে নিয়েছিল। আমার ছেলেকে আমি এই রকমই দেখতে চাই। শুধু চাই নে আমার ছেলে কোন পিউরিটানের পক্ষ গ্রহণ করুক। করলে, ভুল করবে। এখন আমার প্রস্তাবটা হল এই।

আরবুথনট। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, তোমার কোন প্রস্তাবই আমার শুনতে আর ভাল লাগছে না।

ইলিঙ। আমাদের হাস্যকর ইংরাজ আইন মতে জিরাল্ডকে আমি আইন-সঙ্গত পুত্রের মর্যাদা দিতে পারি নে। কিন্তু তাকে আমি আমার সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারি। অবশ্য ইলিঙওয়ার্থের সম্পত্তি তাকে দেওয়া যায়; কিন্তু জায়গাটা মনের দিক থেকে বড় অস্বাস্থ্যকর। ও অ্যাশবী পেতে পারে—ও জায়গাটা ভাল। হারবরো পেতে পারে; ইংলণ্ডের উত্তরে শিকারের জায়গা হিসাবে ওর নাম রয়েছে। সেই সঙ্গে সেনট জেমস্ স্কোয়ারে একখানা বাড়ীও তাকে আমি দিতে পাবি। পৃথিবীতে কোন ভদ্রলোকের এর চেয়ে আর বেশী কী চাই ?

আববুথনট। আর কিছু নয়, আর কিছু নয়।

ইলিঙ। টাইটেলেব কথা যদি বল, এই ডেমোক্র্যাটিক যুগে ও জিনিসটা সত্যিকাবেব অপদার্থ। জর্জ হাবফোর্ড হিসাবে আমার যা প্রয়োজন সবই আমি পেয়েছি। এখন আমার কেবল সেইটুকুই রয়েছে যা অন্য লোকে চায়। সেটা খুব আনন্দের নয়। যাই হোক, আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই।

আরবুথনট। আমি তোমাকে আগেই বলেছি তোমার কোন প্রস্তাবেই আমার লোভ নেই। তুমি ববং যাও।

ইলিঙ। ছেলেটা বছরে ছ'মাস তোমাব সঙ্গে থাকবে, আমাব সঙ্গে থাকবে ছ'মাস। এটা ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব, তাই না? মাসোহারা হিসাবে তুমি যা চাও তাই পাবে; যেখানে খুশি থাকবে। তোমাব অতীত জীবনের কথা যদি বল সে বিষয়ে আমি আর জিরাল্ড ছাডা আর কেউ কিছু জানে না। অবশ্য সাদা মসলিনে ঢাকা পিউরিটান মেয়েটাও কিছু জানে; কিন্তু তাকে আমবা গণ্য কবছি নে। চুমু খেতে দিতে তার আপত্তি ছিল কেন এটা ব্যাখ্যা কবার আগে এ কাহিনী প্রচাব করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্ত মহিলারাই তাকে মূর্খ বলে ধরে নেবে—পুরুষবা ধরে নেবে দাম্ভিক আর বিরক্তিকর বলে। জিরাল্ড যে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে সে বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ হ'তে পাব। তোমাকে বলার প্রয়োজন নেই; তবে বিয়ে আর আমি জীবনে করব না।

আরবুথনট। অনেক দেরী করে ফেলেছ তুমি। তোমাকে আর আমার ছেলের প্রয়োজন নেই। তুমি এখন অপ্রয়োজনীয়।

ইলিঙ। কী বলতে চাও র‍্যাচেল?

আরবুথনট। বলতে চাই যে জিরাল্ডের ভবিষ্যতের জন্যে তোমার প্রয়োজন আর নেই; তোমার সাহায্য আর দরকার হবে না।

ইলিঙ। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি নে।

আরবুথনট। বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখ। (লর্ড ইলিঙওয়ার্থ উঠে জানালার দিকে এগিয়ে যান) তোমাকে ওরা যেন দেখতে না পায়। তোমার সঙ্গে অশুভ স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। ও জিরাল্ডকে ভালবাসে। ওরা দুজনে দুজনকে ভালবাসে। তোমার কাছ থেকে আমরা নিরাপদ। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

ইলিঙ। কোথায়?

আরবুথনট। তোমাকে আমরা তা বলব না। তুমি যদি আমাদের খুঁজে পাও আমরা তোমাকে চিনবো না। শুনে আশ্চর্য হচ্ছ? যে মেয়ের ঠোঁট দুটি তুমি কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছ, যে ছেলের কাঁধে তুমি লজ্জার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছ, যে মাকে তুমি অসম্মান করেছ তাদের কাছ থেকে কী ধরনের অভ্যর্থনা তুমি আশা কর?

ইলিঙ। র‍্যাচেল, তুমি বড় শক্ত হয়েছ।

আরবুথনট। একদিন আমি অত্যন্ত নরম ছিলাম। আমি যে শক্ত হতে পেরেছি সেটা ভালই হয়েছে।

ইলিঙ। সে-সময় আমার বয়স খুব কম ছিল। আমরা পুরুষেরা জীবনটাকে খুব অল্প বয়সেই চিনতে পারি।

আরবুথনট। আর আমরা নারীরা জীবনটাকে চিনতে পারি খুব দেরীতে। পুরুষ আর নারীর মধ্যে তফাৎ এইখানেই। (বিরতি)

ইলিঙ। র‍্যাচেল, আমার ছেলেকে আমি চাই। এখন আমার অর্থের তার কোন প্রয়োজন না থাকতে পারে। আমাকে তার কোন প্রয়োজন না থাকতে পারে। কিন্তু আমার ছেলেকে আমার চাই। র‍্যাচেল, আমাদের দুজনকে এক করে দাও। ইচ্ছে করলে তুমি তা পার।

(টেবিলের ওপরে একটা চিঠি দেখালেন)

আরবুথনট। আমার ছেলের জীবনে তোমার কোন স্থান নেই। ও তোমাকে চায় না।

ইলিঙ। তাহলে ও আমাকে চিঠি লিখেছে কেন?

আরবুথনট। কী বলছ ?
ইলিঙ। এই চিঠিটা কী ? (চিঠিটা তুলে নিলেন)
আরবুথনট। ওটা—ওটা কিছু নয়। আমাকে দাও।
ইলিঙ। এর ওপরে আমার নাম লেখা।
আরবুথনট। ও চিঠি তুমি খুলতে পাবে না। খুলতে বারণ করছি আমি।
ইলিঙ। হাতের লেখা তো জিরাল্‌ডেরই।
আরবুথনট। ওটা পাঠানোর কথা হয় নি। আজ সকালে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে ওই চিঠিটা সে তোমাকে লিখেছিল। কিন্তু ও-চিঠি লেখার জন্তে সে দুঃখিত, খুব দুঃখিত হয়েছে। ও-চিঠি তুমি খুলতে পাবে না। আমাকে দাও।
ইলিঙ। চিঠিটা আমার। (খুললেন চিঠিটা ; বসলেন, ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। এই সময়টা মিসেস আরবুথনট তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন) র‍্যাচেল, এটা তুমি পড়েছ ?
আরবুথনট। না।
ইলিঙ। এতে কী লেখা রয়েছে তা তুমি জান ?
আরবুথনট। জানি।
ইলিঙ। ছেলেটি যা লিখেছে তা মেনে নিতে আমি একটুও রাজি নই। তোমাকে বিয়ে করা যে আমার কর্তব্য সেকথাও স্বীকার করি নে আমি। আমি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করছি। কিন্তু ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্তে, র‍্যাচেল, তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি ; তোমার সম্মান যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারি ; আর স্ত্রীর যা প্রাপ্য তা তোমাকে আমি দিতে পারি। যেদিন তোমার ইচ্ছে হবে সেদিনই তোমাকে আমি বিয়ে করতে রাজি। আমার কথার নড়চড় হবে না।
আরবুথনট। ওই প্রতিজ্ঞা আরও একবার করেছিলে ; কিন্তু ভাঙতে দেরী হয় নি।
ইলিঙ। এখন আর ভাঙবো না। তা থেকেই প্রমাণ পাবে যে আমি আমার ছেলেকে ভালবাসি, অন্তত, তোমার চেয়ে কম নয় আমার ভালবাসা। কারণ, তোমাকে বিয়ে করলে কিছু উচ্চাকাংখা আমাকে পরিত্যাগ করতে হবে। সে আকাংখা খুব উঁচু—উচ্চাকাংখা বলতে মানুষে যা বোঝে।
আরবুথনট। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই নে।

ইলিঙ। তুমি কি বেশ ভেবে বলছ ?

আরবুথনট। বলছি।

ইলিঙ। কারণটা বল, শুনতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

আরবুথনট। সেসব কারণ আমার ছেলেকে আগেই আমি বলেছি।

ইলিঙ। আমার ধারণা সেগুলি ভাবের বাষ্পে ভরা। মহিলারা সব সময়েই ভাবের ফানুস। ওরই জন্যে তারা বেঁচে থাকে। জীবনদর্শন বলতে তোমাদের কিছু নেই।

আরবুথনট। তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমরা মহিলারা আমাদের ভাবের জগতেই বাস করি। এই ভাবপ্রবণতা ইচ্ছে হলে তোমরা উচ্ছ্বাস-ও বলতে পার। আমার দুটি উচ্ছ্বাস রয়েছে লর্ড ইলিঙওয়ার্থ: একটি ছেলের ওপরে ভালবাসা ; আর একটি তোমার ওপরে ঘৃণা। তুমি তাদের নষ্ট করতে পার না। তারা নিজেরাই নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে।

ইলিঙ। যে ভালবাসার সহোদর ঘৃণা সে আবার কোন্ দেশী ভালবাসা ?

আরবুথনট। এ ভালবাসা হচ্ছে জিরাল্‌ডের প্রতি ভালবাসা। এ ভালবাসাকে কি তোমার ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে ? তাহলে, এ ভয়ানকই। সব ভালবাসাই ভয়ানক। সব ভালবাসাই মূলত ট্র্যাজিডি। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ, তোমাকে একদিন আমি ভালবাসতাম। ওঃ তোমাকে ভালবাসা যে কোন নারীর কাছেই কী দুঃখের।

ইলিঙ। তাহলে সত্যি সত্যিই তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না ?

আরবুথনট। না।

ইলিঙ। কিন্তু আমার ছেলে কি তোমার মতই আমাকে ঘৃণা করে ?

আরবুথনট। না।

ইলিঙ। একথা শুনে আমি খুশি হলাম র‍্যাচেল।

আরবুথনট। সে শুধু তোমাকে অবজ্ঞা করে।

ইলিঙ। কী দুঃখের! অর্থাৎ কথাটা আমি তার দিক থেকেই বলছি।

আরবুথনট। নিজেকে প্রতারণা করো না জর্জ। বাপ-মাকে ভালবেসেই শিশুরা তাদের জীবন শুরু করে ; কিছুদিন পরে তারা বিচার করে তাদের। কোনদিন তারা তাদের ক্ষমা করে না।

ইলিঙ। (চিঠিটা আবার ধীরে-ধীরে পড়েন) যে ছেলেটি এমন সুন্দর আবেগময় ভাষায় চিঠি লিখতে পারে, আমি কি জানতে পারি, কোন যুক্তিতে তাকে

বোঝালে যে তার বাবাকে তুমি বিয়ে করতে পার না? তোমার নিজের ছেলের বাবাকে?

আরবুথনট। আমি তাকে বোঝাতে পারি নি। পেরেছে অন্য লোক।

ইলিঙ। সেই দুর্বৃত্তটি কে?

আরবুথনট। সেই পিউরিটান মেয়েটি, লর্ড ইলিঙওয়ার্থ। (বিরতি)

ইলিঙ। (ভ্রূকুটি করেন; তারপরে ধীরে-ধীরে উঠে টেবিলের দিকে এগিয়ে যান; সেখানে তাঁর টুপী আর দস্তানা পড়ে ছিল। মিসেস আরবুথনট দাঁড়িয়েছিলেন টেবিলের খুব কাছে। একটা দস্তানা তিনি কুড়িয়ে নিলেন; এবং হাতের মধ্যে ঢোকাতে লাগলেন) তাহলে, এখানে আমার করার আর কিছু নেই, র‍্যাচেল।

আরবুথনট। কিছুই না।

ইলিঙ। তাহলে—চলি কেমন?

আরবুথনট। এবার চিরকালের জন্যে বিদায়। লর্ড ইলিঙওয়ার্থ।

ইলিঙ। কী অদ্ভুৎ! কুড়ি বছর আগের একটি রাত্রিতে আমার বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার সময় তোমাকে যেমনটি দেখেছিলেম—আজ ঠিক সেই রকমটি তোমাকে দেখছি। তোমার মুখের ওপরে সেই একই ভাবটি ফুটে উঠেছে। সত্যি কথা বলছি র‍্যাচেল, কোন নারীই তোমার মত আমাকে ভালবাসতে পারে নি। ফুলের মত নিজেকে তুমি আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে; তোমাকে নিয়ে যা খুশি করার অধিকার দিয়েছিলে আমাকে। খেলার জিনিস হিসাবে তুমি ছিলে অপরূপ; ছোটখাট রোমান্সের রোমাঞ্চ সঞ্চারিণী নারী...... (ছোট হাত ঘড়িটা টেনে বার ক'রে) প্রায় পোনে দুটো! হানসট্যানটনের দিকে ফিরে যেতে হবে। ভেব না তোমার সঙ্গে সেখানে আবার আমার দেখা হবে। সত্যিই আমি দুঃখিত। নিজের সমাজের মানুষের মধ্যে ফিরে যাওয়াটা খুবই প্রীতিকর অভিজ্ঞতা—তারা যে আমাকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারে তাতেও আনন্দ কম নেই—আমাদের রক্ষিতা—আমাদের...

(মিসেস আরবুথনট একটা দস্তানা ছিনিয়ে নিয়ে লর্ড ইলিঙওয়ার্থ-এর মুখের ওপরে আঘাত করেন। এই শাস্তির অপমানে লর্ড ইলিঙওয়ার্থের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। তারপরে নিজের রাগকে তিনি সংযত করেন; জানালার দিকে এগিয়ে যান; ছেলের দিকে তাকান; দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান)

আরবুথনট। (ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সোফার ওপরে ঢলে পড়েন) ও অমন কথা বলতে পারল, ও অমন কথা বলতে পারল।

(বাগান থেকে হেসটার আর জিরাল্ড ঢুকলো)

জিরাল্ড। মা, তুমি তো বাগানে গেলে না। সেই জন্যেই আমরা এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে। মা, তুমি কি কাঁদছ?

(তাঁর কাছে হাঁটু মুড়ে বসল)

আরবুথনট। আমার ছেলে! আমার ছেলে!!

(তার মাথার ওপরে আঙুল বোলাতে লাগলেন)

হেসটার। (কাছে এসে) কিন্তু এখন তোমার সন্তান হল দুটি। আমাকে তোমার মেয়ে করে নেবে তো?

আরবুথনট। (তাকিয়ে) আমাকে কি তুমি মা বলে ভাবতে পারবে?

হেসটার। পারব—মহিলাদের মধ্যে একমাত্র তোমাকেই পারব।

(সবাই মিলে বাগানে যাওয়ার দরজার দিকে কোমর ধরাধরি করে এগিয়ে গেলেন। টুপী আনার জন্যে জিরাল্ড বাঁদিকের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ঘুরে সে দেখতে পেল লর্ড ইলিংওয়ার্থের দস্তানা মেঝের ওপরে পড়ে রয়েছে। সে সেটাকে তুলে নিল।)

জিরাল্ড। মা; এই দস্তানা কার? কেউ দেখা করতে এসেছিল। কে সে?

আরবুথনট। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) ও কেউ নয়। বিশেষ কেউ নয়। একটি অপদার্থ পুরুষ।

যবনিকা

আর্নেস্ট নামের মাহাত্ম্য

(The Importance of Beeng Earnest)

চরিত্রাবলী

জন ওয়ার্দিঙ জে. পি.
অ্যালজারনন মনক্রিয়
রেভ, ক্যানন ক্যাসুবল্, ডি. ডি
মেরিম্যান, বাটলার
লেন, চাকর

লেডী ব্র্যাকনেল
অনারেবল গিয়েনডোলেন ফেয়ারফাকস্
সিসিলী কারডু
মিস প্রিজম।

সময়: আধুনিক কাল

প্রথম অঙ্ক

স্থান: হাফ-মুন স্ট্রীট; অ্যালজারননের ফ্লাট—মর্নিং রুম।

(ঘরটি বেশ দামি-দামি আসবাবে সুন্দর ক'রে সাজানো। পাশের ঘরে পিয়ানোর শব্দ হচ্ছে। টেবিলের ওপরে বৈকালিক চায়ের সরঞ্জাম সাজাচ্ছে লেন। বাজনা থামলে, অ্যালজারনন ঘরে এসে ঢোকেন।)

অ্যালজি। আমি কী সুর বাজাচ্ছিলাম তা তুমি শুনেছ, লেন?

লেন। শোনাটা ঠিক ভব্যতা হবে বলে ভাবি নি, স্যার।

অ্যালজি। তোমার জন্যে আমি দুঃখিত। আমি অবশ্য ভাল ক'রে বাজাতে পারি নে—সবাই পারে—কিন্তু আমার বাজনার প্রাণপ্রাচুর্য রয়েছে; আর পিয়ানোর কথা যদি বল তো রসসৃষ্টিটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস। জীববিজ্ঞানে বিশ্বাসী আমি।

লেন। ঠিক কথা বলেছেন স্যার।

অ্যালজি। জীববিজ্ঞান আলোচনার পরে জিজ্ঞাসা করি লেডী ব্র্যাকনেলের জন্যে তুমি কি শশার স্যানডুইচ তৈরি করেছ?

লেন। হ্যাঁ, স্যার। (রেকাবে করে খাবারগুলি তার হাতে তুলে দেয়)

অ্যালজি। (খাবারগুলি পরীক্ষা করে দুটো খাবার তুলে নেয়; তারপরে সোফার ওপরে বসে পড়ে) ওঃ!...আচ্ছা লেন, গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে লর্ড

শোরম্যান আর মিঃ ওয়ার্দিঙ এখানে ডিনার খেতে এসেছিলেন। সেদিন নাকি আট বোতল শ্যাম্পেন খরচ হয়েছে? অবশ্য তোমার হিসাবের খাতায় তাই লেখা রয়েছে দেখছি।

লেন। হ্যাঁ, স্যার। আট বোতল, আর এক পিণ্ট।

অ্যালজি। আচ্ছা, একজন অবিবাহিত পুরুষের চাকর-বাকররা শ্যাম্পেন ওড়ায় কেন বলত? ব্যাপারটা শুধু জানার জন্যেই জিজ্ঞাসা করছি।

লেন। ভাল শ্যাম্পেনই এর জন্যে দায়ী স্যার। আমি লক্ষ্য করেছি, বিবাহিতদের সংসারে প্রথম শ্রেণীর শ্যাম্পেন খুব কমই দেখা যায়।

অ্যালজি। বল কী হে? বিয়ে করলে মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটে নাকি?

লেন। আমার বিশ্বাস, বিয়েটা সত্যিই বড় আনন্দের, স্যার। এখনও পর্যন্ত ও-বিষয়ে আমার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। আমি মাত্র একবার বিয়ে করেছি। আমার আর একজন যুবতীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্যেই বিয়েটা আমাদের হয়েছিল।

অ্যালজি। (ক্লান্তভাবে) তোমার বিবাহিত জীবনের কাহিনী শোনার আমার খুব বেশী একটা আগ্রহ নেই, লেন।

লেন। থাকা উচিৎ নয়, স্যার। আগ্রহ জাগানোর মত বিষয়ও এটা নয়। নিজেও আমি তা মনে করি নে।

অ্যালজি। খুবই স্বাভাবিক। ঠিক আছে লেন, ধন্যবাদ।

লেন। ধন্যবাদ, স্যার। (লেন বেরিয়ে গেল)

অ্যালজি। বিয়ের ব্যাপারে লেনের মতবাদ হালকা। সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের ব্যাপারে এই সব নিচুস্তরের মানুষরা যদি উঁচু দৃষ্টান্ত রাখতে না পারে তাহলে এ সংসারে তাদের দামটা কী? শ্রেণী হিসাবে, এদের কোন নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

(লেন ঢুকলো)

লেন। মিঃ আর্নেস্ট ওয়ার্দিঙ, স্যার।

(জ্যাক ঢুকলো। বেরিয়ে গেল লেন)

অ্যালজি। তুমি কেমন আছ আর্নেস্ট? শহরে কী করতে?

জ্যাক। একটু ফূর্তি করতে। আর কী কারণে মানুষে শহরে আসে? তুমি তো দেখছি খেয়েই চলেছ, অ্যালজি। বলি, ব্যাপারটা কী?

অ্যালজি। (নীরস ভাবে) আমার বিশ্বাস ভদ্র সোসাইটিতে পাঁচটার সময়

সামান্য একটু জলযোগ করার রীতি রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে তুমি ছিলে কোথায়?

জ্যাক। (সোফার ওপরে বসে) গ্রামে।

অ্যালজি। সেখানে তুমি কর কী?

জ্যাক। (দস্তানা খুলে) শহরে থাকলে মানুষ নিজেকে আনন্দ দেয়, গ্রামে থাকলে মানুষ আনন্দ দেয় অপরকে। অপরকে আনন্দ দেওয়া রীতিমত বিরক্তিকর।

অ্যালজি। এবং কাদের তুমি আনন্দ দান কর?

জ্যাক। (বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে) কেন, প্রতিবেশীদের,

অ্যালজি। শ্রপশায়ারে খুব সুন্দর প্রতিবেশী যোগাড় করেছ দেখছি।

জ্যাক। সুন্দর! একেবারে যাচ্ছেতাই। তাদের কারও সঙ্গেই আমি কোনদিন বাক্যালাপ করি নে।

অ্যালজি। তুমি যে তাদের কী প্রচুর পরিমাণে আনন্দ দান কর তা বুঝতেই পারছি। (উঠে গিয়ে একটা স্যানডুইচ তুলে নেয়)। ভাল কথা, শ্রপশায়ার তোমার দেশ; তাই না?

জ্যাক; কী বললে! শ্রপশায়ার! হ্যাঁ, অবশ্য তা বটে। কী ব্যাপার! এত সব কাপ এখানে কেন? শশার স্যানডুইচ কেন? এত কম বয়সে এত এত বেশী খরচার বাড়াবাড়ি কেন? আজ কে চা খেতে আসছে?

অ্যালজি। না, না—তেমন কেউ না; কেবল আন্‌ট আগাস্টা আর গুয়েন-ডোলেন।

জ্যাক। কী মজা, কী মজা!

অ্যালজি। হ্যাঁ; মজাই বটে; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে তোমার এখানে থাকাটা আন্‌ট আগাস্টা ঠিক পছন্দ করবেন না।

জ্যাক। জিজ্ঞাসা করতে পারি—কেন।

অ্যালজি। প্রিয় বন্ধু, যে ভাবে তুমি গুয়েনডোলেনের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছ তা খুবই জঘন্য। গুয়েনডোলেনও তোমার সঙ্গে যেভাবে ন্যাকামি করে চলেছে তাও বড় দৃষ্টিকটু।

জ্যাক। আমি গুয়েনডোলেনকে ভালবাসি। আমি যে শহরে এসেছি তার প্রধান কারণ আজই আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেব।

অ্যালজি। ভেবেছিলাম তুমি স্ফূর্তি করতে এসেছ।…তুমি যা বলবে সেটা

তো ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ।

জ্যাক। তুমি কী ধরনের বেরসিক ছোকরা হে!

অ্যালজি। বিয়ের প্রস্তাব করার মধ্যে রসের কোন চিহ্ন সত্যিই আমার চোখে পড়ছে না। রসই বল, আর রোমান্সই বল—রয়েছে এক প্রেমে পড়ার মধ্যে। কিন্তু পাকাপাকি বিয়ের প্রস্তাবের মধ্যে ও বস্তুটা নেই। এ-প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করতে পারে। আমার বিশ্বাস—এ প্রস্তাব সাধারণত গৃহীতই হয়। ব্যস, তারপরেই কম্ম ফতে। আরে বাবা, রোমান্সের প্রাণই হল অনিশ্চয়তা। আমি যদি কোন দিন বিয়ে করি, তাহলে বিয়ের ব্যাপারটাই আমি ভুলে যেতে চেষ্টা করব।

জ্যাক। প্রিয় অ্যালজি, সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। যে-সব মানুষের স্মৃতিশক্তি এমন অদ্ভুত উপাদানে গঠিত হয়েছে বিশেষ করে তাদের জন্যেই তো সৃষ্টি হয়েছে ডিভোর্স কোর্টের।

অ্যালজি। ও-বিষয় নিয়ে মগজ মেরে লাভ নেই। স্বর্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। (একটা স্যানডুইচ নেওয়ার জন্যে জ্যাক হাত বাড়ালো; অ্যালজারনন তৎক্ষণাৎ বাধা দিল) দয়া করে ওগুলিতে হাত দিয়ো না। বিশেষ ক'রে আন্‌ট আগাস্টার জন্যেই ওগুলি তৈরি করা হয়েছে। (একটা তুলে নিয়ে কামড় দিল)

জ্যাক। তুমি তো দেখছি ওগুলি সটাসট মুখে পুরে যাচ্ছ।

অ্যালজি। . সেটা অন্য ব্যাপার। তিনি আমার আন্‌ট। (নিচে থেকে প্লেটটা তুলে নেয়।) নাও, কিছু মাখন-রুটি খাও। মাখন আর রুটি হচ্ছে গুয়েনডোলেনের জন্যে। মেয়েটা ও দুটো জিনিস খুব পছন্দ করে।

জ্যাক। (টেবিলের কাছে গিয়ে নিজেই তুলে নিল খাবার) বাঃ! চমৎকার মাখন-রুটি তো।

অ্যালজি। প্রিয় বন্ধু, গোগ্রাসে খেয়ে ফেল না সব। এমন হাবভাব দেখাচ্ছ যে মনে হবে তার সঙ্গে তোমার আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তা হয় নি। আমি মনে করি নে, কোন দিন হবে।

জ্যাক। এরকম অলক্ষণে কথা বলছ কেন?

অ্যালজি। প্রথম কারণ হচ্ছে মেয়েরা যাদের সঙ্গে ফ্লার্টিঙ করে তাদের তারা বিয়ে করে না। তাদের স্বামী হিসাবে গণ্য করতে মেয়েরা নারাজ।

জ্যাক। বোকার মত কথা বলো না। তোমার কথা অর্থহীন।

অ্যালজী। মোটেই না। এইটাই হচ্ছে মহান সত্য। চারপাশে যে এত অসংখ্য আইবুড়ো ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার এই একটাই কারণ। দ্বিতীয় কারণ হল—এ বিয়েতে আমার মত নেই।

জ্যাক। তোমার মত!

অ্যালজি। প্রিয় বন্ধু, গুয়েনডোলেন হচ্ছে আমার আপন কাকার মেয়ে। এবং তোমাদের এ-বিয়েতে মত দেওয়ার আগে সিসিলীর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কি তা তোমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে। (বেল বাজালো)

জ্যাক। সিসিলী! সিসিলী বলতে কী বলতে চাও তুমি অ্যালজি? সিসিলী নামে কাউকে তো আমি চিনি নে।

(লেন ঢুকলো)

অ্যালজি। গতবার ডিনারের পরে সিগারেট খাওয়ার ঘরে মিঃ ওয়ার্দিঙ যে সিগারেট কেসটা ফেলে গিয়েছিলেন সেটা নিয়ে এস।

লেন। আনছি স্যার। (বেরিয়ে গেল)

জ্যাক। অ্যাদ্দিন ধরে আমার সিগারেট কেসটা তোমার কাছে পড়ে রয়েছে এই কি তুমি বলতে চাও? স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এর জন্যে পাগলের মত আমি চিঠি লিখে চলেছি। এটা খুঁজে দেওয়ার জন্যে আর একটু হলে বিরাট একটা পুরস্কার ঘোষণা করে ফেলতাম যে।

অ্যালজি। তাই করে ফেল। সম্প্রতি আমার বেশ অর্থকষ্ট চলেছে।

জ্যাক। জিনিসটার হদিস যখন পাওয়া গিয়েছে তখন আর ওপথে পা দিচ্ছিনে আমি।

(একটা রেকাবে করে সিগারেট কেসটা নিয়ে লেন ঘরে ঢুকলো। ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে অ্যালজারনন সেটা তুলে নিল। লেন বেরিয়ে গেল)

অ্যালজি। আমি বলতে বাধ্য যে এ থেকেই তোমার মনের নীচতা প্রকাশ পাচ্ছে। (কেসটা খুলে পরীক্ষা করে)। যাই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। ভেতরে যা লেখা রয়েছে তা থেকে এখন আমি বুঝতে পারছি জিনিসটা আদৌ তোমার নয়।

জ্যাক। না রে বাবা, না। ওটা আমারই। (তার দিকে এগিয়ে যায়) এটা আমার কাছে তুমি অন্তত একশবার দেখেছ। এর ভেতরে কী লেখা রয়েছে তা পড়ার অধিকার তোমার নেই। এটা মোটেই ভদ্রোচিত নয়।

অ্যালজি। লোকে কী পড়তে পারে, কী পারে না সে সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা

নিয়ম থাকাটা হাস্যকর। যা পড়া উচিৎ নয় তারই ওপরে বর্তমান যুগের অর্দ্ধেক সংস্কৃতি বেঁচে রয়েছে।

জ্যাক। তা আমি জানি। আধুনিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কী আর কেন তা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে আমি নারাজ। এটা এমন জিনিস নয় যা ঘরোয়াভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। আমি শুধু আমার সিগারেট কেসটা ফিরে পেতে চাই।

অ্যালজি। সেকথা ঠিক; কিন্তু এটা তোমার সিগারেট কেস নয়। এই সিগারেট কেসটা সিসিলী নামে কোন একজন আর একজনকে উপহার দিয়েছে; এবং তুমি আমাকে বলেছ যে সিসিলী নামের কাউকে তুমি চেন না।

জ্যাক। বেশ। তুমি যদি জানতে চাও তাহলে আমি বলছি সিসিলী আমার আন্ট।

অ্যালজি। তোমার আন্ট?

জ্যাক। হ্যাঁ; সুন্দরী বৃদ্ধা। তুনব্রিজ ওয়েলস-এ তিনি থাকেন। ওটা, আমাকে ফিরিয়ে দাও, অ্যালজি।

অ্যালজি। (সোফার দিকে পিছিয়ে গিয়ে) কিন্তু তিনি যদি তোমার বৃদ্ধা আন্ট হন এবং তুনব্রিজ ওয়েলস-এ থাকেন তাহলে তিনি নিজেকে ক্ষুদে বলেছেন কেন? (প'ড়ে) "ছোট সিসিলীর কাছ থেকে ভালবাসার প্রতীক হিসাবে"।

জ্যাক। (সোফার কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে) ওতে হয়েছে কী হে, ছোকরা? কিছু আন্ট আছেন যাঁরা লম্বা, কিছু আছেন যাঁরা লম্বা নয়। এ এমন একটা জিনিস যার সম্বন্ধে শেষ কথা বলার অধিকার একমাত্র আন্টদেরই থাকা উচিৎ। অর্থাৎ তাঁরা লম্বা তেঢেঙা অথবা বেঁটে বাঁটকুল সেসম্বন্ধে ঠিক করার নিশ্চিত অধিকার তাঁদেরই দেওয়া উচিৎ। তুমি বলতে চাও সকলের আন্ট-ই তোমার আন্ট-এর মত লম্বা হবে। এটা হাস্যকর কথা। দেবতার দোহাই, কেসটা আমাকে ফিরিয়ে দাও (ঘরের চারপাশে অ্যালজারননের পিছু পিছু ঘুরতে থাকে।)

অ্যালজি। ভাল কথা। কিন্তু তোমার আন্ট তোমাকে আঙ্কল বলে সম্বোধন করেছেন কেন? "ক্ষুদে সিসিলীর কাছ থেকে তার প্রিয় আঙ্কল জ্যাককে—প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ।" স্বীকার করি আন্ট বাঁটকুল হ'তে পারে। সেদিক থেকে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু কারও মাসী তার চেহারা যাই হোক তার নিজের ভাইপোকে কী করে কাকা বলে সম্বোধন করতে পারে তা আমার

মাথায় ঢুকছে না। তা ছাড়া, তোমার নাম মোটেই জ্যাক নয়—নাম হল আর্নেস্ট।

জ্যাক। না, আর্নেস্ট নয়। জ্যাক।

অ্যালজি। তুমি আমাকে সব সময় বলে এসেছ তোমার নাম আর্নেস্ট। ওই নামেই তুমি সকলের ডাকে সাড়া দাও। তোমার হাব-ভাব, চাল-চলনও সেই আর্নেস্টের মত। আর্নেস্টের মতই সকল কাজে তোমার গভীর উৎসাহ। তোমার পরিচয়পত্রেও ওই নামটাই লেখা রয়েছে। এই দেখ একখানা কার্ড। (একটা বাক্স থেকে বার করে) "মিঃ আর্নেস্ট ওয়ার্দিঙ, বি-৪, দি অ্যালবেনী"। আমার কাছে, কিম্বা গিয়েনডোলেনের কাছে, অথবা, অন্য কারও কাছে পাচে তুমি তোমার আর্নেস্ট নামটা অস্বীকার কর সেইজন্যে প্রমাণ হিসাবে এই কার্ডটা আমার কাছে রাখলাম। (পকেটে কার্ডটা রেখে দিল)

জ্যাক। ঠিক আছে। শহরে আমার নাম আর্নেস্ট; গাঁয়ে জ্যাক, আর সিগারেট কেসটা আমাকে দেওয়া হয়েছে গাঁয়ে।

অ্যালজি। ভাল কথা। কিন্তু তা থেকে এটা বোঝা যায় না যে তোমার ক্ষুদে মাসী সিসিলী—যিনি তুনব্রিজ ওয়েলস-এ থাকেন—তিনি তোমাকে কেন প্রিয় কাকা বলে সম্বোধন করবেন। ওসব যাক। পা ছাড় বালক। আসল ব্যাপারটা কী ঝটপট খুলে বল আমাকে।

জ্যাক। প্রিয় অ্যালজি, তোমার কথা বলার ধরনটা ঠিক দাঁতের ডাক্তারের মত মনে হচ্ছে। দাঁতের ডাক্তার না হয়ে দাঁতের ডাক্তারের মত কথা বলাটা বড়ই অশালীন। এ থেকে মানুষের সম্বন্ধে একটা মিথ্যে ধারণা হয়।

অ্যালজি। দাঁতের ডাক্তারের কাজই তো তাই। এখন বলে ফেল ত যাদু। সব খুলে বল। তোমার জ্ঞাতার্থে এটুকু আমি বলতে পারি যে সব সময়ই আমার মনে হোত ডুবে ডুবে তুমি জল খাচ্ছ। এবারে আমি সে বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হলাম।

জ্যাক। অর্থাৎ? ডুবে ডুবে মানে?

অ্যালজি। সব বুঝিয়ে বলব। কিন্তু তার আগে বলতে হবে শহরে তুমি আর্নেস্ট, আর গ্রামে তুমি জ্যাক কেন?

জ্যাক। আরে বাবা, সিগারেট কেসটা ছাড়।

অ্যালজি। এই নাও। (কেসটা ফিরিয়ে দেয়) এখন জবাবদীহি কর। অনুগ্রহ করে এমন জবাবদীহি করবে যেন তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। (সোফার ওপরে বসে)

জ্যাক। আমার জবাবদীহির মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু নেই, ছোকরা। অথবা, এটা অত্যন্ত সাধারণ কাহিনী। বৃদ্ধ মিঃ টমাস কার্ড খুব ছোট বয়সে আমাকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে উইল করে গিয়েছেন তাতে আমাকে তিনি তাঁর পৌত্রী মিস সিসিলী কার্ডু'র অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন। সেই সিসিলী আমাকে কাকা বলে ডাকে। এই ডাকের পেছনে তার যে শ্রদ্ধা রয়েছে তা বোঝার মত বুদ্ধি তোমার নেই। সে থাকে আমারই গ্রামের বাড়ীতে, তাকে দেখাশোনা করেন মিস প্রিজম। এদিকে দক্ষতা তাঁর অনস্বীকার্য।

অ্যালজি। গ্রামের কোন জায়গায় তোমার বাড়ী, দয়া করে বলবে কী?

জ্যাক। সে-সংবাদে তোমার দরকার কী হে, ছোকরা? তোমাকে সেখানে কেউ নিমন্ত্রণ করছে না··তোমাকে আমি পরিষ্কার করে বলতে পারি জায়গাটা শ্রপশায়ারে নয়।

অ্যালজি। সেটা আমি সন্দেহই করেছিলাম। এখন বল, শহরে তুমি কেন আর্নেস্ট, আর গ্রামে কেন জ্যাক।

জ্যাক। প্রিয় অ্যালজি, আমার আসল উদ্দেশ্যটা তুমি ধরতে পারবে কিনা জানিনে। জানার আগ্রহ-ও যে তোমার খুব একটা বেশী রয়েছে সে বিষয়েও আমি একেবারে নিঃসন্দেহ নই। যখন কাউকে অভিভাবকের আসনে বসানো হয় তখন সব বিষয়েই তাকে নৈতিক মানদণ্ড উঁচু করে রাখতে হয়। এটাই তার কর্তব্য। এবং যেহেতু উঁচু নৈতিক মানদণ্ড কারও স্বাস্থ্য অথবা সুখের পরিপোশক নয় সেই হেতু মাঝে-মাঝে আমাকে অভিভাবকত্ব থেকে বাঁচার চেষ্টায় শহরে বেরিয়ে আসতে হয়; সেই বেরিয়ে আসার পেছন জুৎসই কৈফিয়ৎ দেখানোর উদ্দেশ্যে আমাকে প্রচার করতে হয়েছে যে অ্যালবনী আর্নেস্ট নামে আমার এক ছোট ভাই থাকে। সেইখানেই আমাকে আসতে হয়। এতেই আমার এই বিপদ। প্রিয় অ্যালজি, এইটাই সত্য কাহিনী—এর ভেতরে আর কোন মারপ্যাচ নেই। সহজ এবং সরল।

অ্যালজি। সত্য খুব কমই নির্ভেজাল হয়; সহজ আর সরল তো হয়ই না। হলে, বর্তমান যুগে মানুষের জীবন একঘেয়ে হয়ে যেতো—আধুনিক সাহিত্য রচনা করা হোত সম্পূর্ণ অসম্ভব।

জ্যাক। তাহলে, মন্দ হোত না।

অ্যালজি। সাহিত্য আলোচনা করার দক্ষতা তোমার নেই, বন্ধু। ও-চেষ্টা

করো না। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে নি ও-দায়িত্বটা তুমি তাদের ওপরেই ছেড়ে দাও। দৈনিক কাগজে কাজটা তারা ভালই চালাচ্ছে। আসলে তুমি হচ্ছ এক বানবুরিস্ট। হঁ্যা ; ঠিক তাই। এদিক থেকে তোমার যে কৃতিত্ব রয়েছে সেকথা অনস্বীকার্য।

জ্যাক। অর্থাৎ ?

অ্যালজি। ইচ্ছেমত শহরে যাতে আসতে পার সেজন্যে আর্নেস্ট নামে বেশ একটি ছোট ভাইকে তুমি আবিষ্কার করেছ। আমিও আবিষ্কার করেছি বানবারি নামে একটি চিররুগ্নকে। কেন ? না, মাঝে-মাঝে গ্রামে পালিয়ে যাওয়ার সুবিধের জন্যে। সেদিক থেকে বানবারি আমার কাছে একটি অমূল্য সম্পদ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, বানবারির স্বাস্থ্য যদি অসম্ভব রকমের খারাপ না হোত তাহলে আজ রাত্রিতে তোমার সঙ্গে আমি উলিস-এ ডিনার খেতে যেতে পারতাম না ; কারণ, এক সপ্তাহেরও বেশী আন্ট আগাস্টা আমাকে আটকিয়ে রেখেছে।

জ্যাক। আজ রাত্রিতে আমার সঙ্গে কোথাও তোমাকে ডিনার খেতে আমি বলি নি।

অ্যালজি। আমি তা জানি। কাউকে নিমন্ত্রণ করতে তুমি ভুলে যাও। তোমার এই অমনোযোগিতা বিশেষ রকম হাস্যকর। মূর্খতাও বটে। নিমন্ত্রণলিপি না পাওয়ার মত আর কিছুই মানুষকে এত বিরক্ত করে না।

জ্যাক। তুমি বরং আজ তোমার আন্ট আগাস্টার সঙ্গে ডিনার খেয়ো।

অ্যালজি। ওরকম কিছু করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। প্রথমত, তাঁর বাড়ীতে প্রতি সোমবার আমি ডিনার খাই। আত্মীয়দের সঙ্গে সপ্তাহে একবার ডিনার খাওয়াই যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত, যেদিনই তাঁর বাড়ীতে আমি ডিনার খেতে গিয়েছি সেদিনই তিনি আমার সঙ্গে নিকট আত্মীয়ের মত ব্যবহার করেছেন ; এবং ফেরার পথে আমার সঙ্গে হয় কোন মহিলাকেই দেন নি ; দিলে, দুজনকে পাঠিয়েছেন। তৃতীয়ত, আজ রাত্রিতে কোন্ মহিলাটিকে তিনি ঠিক পাশে ডিনার খেতে বসাবেন তা আমি খুব ভালভাবেই জানি। মেরী ফারকুহারের পাশে তিনি আমাকে বসতে বলবেন। এই মহিলাটি ডিনার টেবিলের একপাশে বসে অন্য পাশে বসা তাঁর স্বামীর সঙ্গে সব সময়ে ন্যাকামি করেন। এটা মোটেই মুখরোচক জিনিস নয়। তাছাড়া, শালীনতা-ও নেই এতটুকু। আর কেবল তাঁকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কী ? এই ধরনের অশালীন ন্যাকামিটা দিন-

দিনই কেমন যেন বেড়ে যাচ্ছে। আজকাল লণ্ডনের মহিলারা যে বিপুল সংখ্যায় তাদের স্বামীদের সঙ্গে ছিনালি করে তা সত্যিই বড় জঘন্য। দেখতেও খুব খারাপ লাগে। প্রকাশ্যে নিজেদের পরিষ্কার পোশাক ধোলাই করার মতই ব্যাপারটা নোংরা হয়ে পড়েছে। তাছাড়া তোমাকে যখন পাকা বানবারিস্ট বলেই মনে হচ্ছে তখন বানবারি বলতে ঠিক কী বোঝা যায় সেই বিষয়টা নিয়ে তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করার ইচ্ছে হয়েছে আমার। এর কিছু নিয়ম-কানুন তোমাকে আমি বলতে চাই।

জ্যাক। তোমার এই হতচ্ছাড়া বানবারির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। যদি গিয়েনডোলেন আমাকে গ্রহণ করে, তাহলে আমার ভাইকে আমি হত্যা করব; যেমন করেই হোক, শেষ করে ফেলব তাকে। তার ওপরে সিসিলীর ঝোঁকটা যেন একটু বেশী। ব্যাপারটা বেশ একঘেয়ে হয়ে উঠেছে সেইজন্যেই। আরর্নেস্টকে আমি পরিত্যাগ করতে যাচ্ছি। আর মিঃ...ওই যে হাস্যকর নামধারি তোমার পঙ্গু বন্ধু হে, তার সঙ্গেও ওই একই রকমের ব্যবহার করতে তোমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অ্যালজি। কোন কিছুর প্রলোভনেই বানবারিকে হারাতে আমি রাজি নই। আর যদি তুমি কোনদিন বিয়ে কর—যেটা আমার কাছে চরম সমস্যাবহুল বলেই মনে হচ্ছে—সেদিন তুমি বানবারি কে তা জেনে খুশিই হবে। বানবারিকে না জেনে যে বিয়ে করে, বিয়ের পরে তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

জ্যাক। একেবারে অর্বাচীনের মত কথা বললে দেখছি। আমি যদি গিয়েনডোলেনের মত মনোহারিণীকে বিয়ে করতে পারি, এবং ওই মেয়েটিই আমার জীবনে একমাত্র নারী যাকে আমি বিয়ে করব—তাহলে তোমার ও বানবারি মহারাজের সঙ্গে আলাপ করতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে হবে না।

অ্যালজি। তাহলে তোমার স্ত্রীর ইচ্ছে হবে। তুমি বুঝতে পারছ না বিবাহিত জীবনে সঙ্গী হয় তিন জনে, দু'জনে নয়।

জ্যাক। (সারগর্ভ কথা বলছে এই রকমের একটা ভঙ্গি ক'রে) বন্ধু, বিগত পঞ্চাশটি বছর ধরে কলুষিত ফরাসী নাটক এই ধরনের একটি বাণী তোমাদের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছে।

অ্যালজি। মেনে নিলেম। আর তোমাদের সুখী ইংলিশ পরিবারও সেই বাণী তার জীবনের অর্দ্ধেকটা সময় বেশ শ্রদ্ধাভরে শুনেছে।

জ্যাক। ভগবানের দোহাই, নীতিবিদ্বেষী বলে নিজেকে তুমি জাহির করতে

চেষ্টা করো না। ওকাজটা করা অত্যন্ত সহজ।

অ্যালজি। বন্ধু, আজকাল কোন কাজই করা সহজ নয়। চারপাশে পাশবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিপুল আবর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। (ইলেকট্রিক বেলের শব্দ শোনা গেল) ওই বোধ হয় আন্ট আগাস্টার পদধ্বনি শোনা গেল। আত্মীয় স্বজন অথবা পাওনাদার ছাড়া ওই রকম ওয়াগনারীয় মেজাজে আর কেউ বেল বাজায় না। এখন, গিয়েনডোলেনের কাছে তুমি যাতে বিয়ের প্রস্তাব রাখার সুযোগ পাও সেই উদ্দেশ্যে আমি যদি আন্টকে মিনিট দশেকের জন্যে অন্য ঘরে চালান করে দিই তাহলে আজ রাত্রিতে উইলিস-এ কি তোমার সঙ্গে আমার ডিনার খাওয়ার সুবিধে হবে?

জ্যাক। তুমি যদি চাও তাই হবে।

অ্যালজি। ঠিক আছে। কিন্তু কথার যেন নড়চড় না হয়। খাবার নিয়ে যারা খাবলাখাবলি করে তাদের আমি ঘৃণা করি। তারা যে কতখানি সফরীবৎ এ থেকেই তা প্রমাণ হয়ে যায়।

(লেন ঘরে ঢুকলো)

লেন। লেডী ব্র্যাকনেল, মিস ফেয়ারফ্যাকস্।

(অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্যে অ্যালজারনন এগিয়ে যায়। ভেতরে ঢোকেন লেডী ব্র্যাকনেল আর গিয়েনডোলেন।)

লে. ব্র্যাক। ডিয়ার অ্যালজারনন, আশাকরি তোমার সংবাদ ভাল।

অ্যালজি। বেশ ভালই আছি আন্ট।

লে. ব্র্যাক। ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না। আসলে, দুটো জিনিস এক নয়। (জ্যাককে দেখে অনুৎসাহের ভঙ্গিতে মাথাটা নিচু করে অভিবাদন জানান)

অ্যালজি। (গিয়েনডোলেনকে) যা বাব্বা, তোমাকে তো আজ বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছে!

গিয়েন। আমি সব সময়েই স্মার্ট। তাই নয় মিঃ ওর্যাদিও?

জ্যাক। নিশ্চয়, নিশ্চয়. মিস ফেয়ারফ্যাকস্। একেবারে ত্রুটিহীন।

গিয়েন। না, না। অতটা নয়। ত্রুটিহীন হলে উন্নতি করার সুযোগ থাকে না। অনেকদিক থেকেই নিজের উন্নতি করার ইচ্ছে আমার রয়েছে। (একটা কোণে গিয়েনডোলেন আর জ্যাক পাশাপাশি বসে।)

লে. ব্র্যাক। দেরী হল বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু কী করব বল? লেডী

হারবারির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়ী যেতে হল। তাঁর বেচারা স্বামীর মৃত্যুর পর সেখানে আর যাওয়া হয় নি। কোন মহিলার যে এতটা পরিবর্তন হয় তা আমি জানতাম না। তাঁকে দেখলে মনে হবে বয়সটা তাঁর কুড়ি বছর কমে গিয়েছে। এখন আমার এক কাপ চা চাই; আর সেই সঙ্গে শশার স্যানডুইচ—যা খাওয়াবে বলে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে।

অ্যালজি। নিশ্চয়, নিশ্চয়—আন্‌ট। (চায়ের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল)

লে. ব্র্যাক। গিয়েনডোলেন, তুমি এখানে আসবে না?

গিয়েন। ধন্যবাদ মা। আমি এখানে ভালই আছি।

অ্যালজি। (শূন্য রেকাবটা তুলে ভয় পেয়ে) হায় ভগবান! লেন! শশার স্যানডুইচ এখানে নেই কেন? সেইগুলিই বিশেষ করে তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেম আমি।

লেন। (গম্ভীরভাবে) স্যার, আজ সকালে বাজারে কোন শশা ছিল না; দুবার বাজারে গিয়েও শশা দেখতে পাই নি।

অ্যালজি। শশা ছিল না!

লেন। না স্যার। নগদ টাকার বদলেও মেলে নি।

অ্যালজি। ঠিক আছে লেন। ধন্যবাদ।

লেন। ধন্যবাদ স্যার। (বেরিয়ে গেল)

অ্যালজি। নগদ টাকা দিয়েও বাজারে শশা পাওয়া যায় নি বলে আমি সত্যিই বড় দুঃখিত, আন্‌ট।

লে. ব্র্যাক। তাতে কিছু আসে যায় না; অ্যালজারনন। লেডী হারবারির বাড়ীতে আমরা কিছু নরম পিঠে খেয়ে এসেছি। মনে হল, ভদ্রমহিলা এখন সুখের সাগরে ভাসছেন।

অ্যালজি। শুনলাম, দুঃখের তাপে তাঁর মাথার চুলগুলো সব নাকি সোনালি হয়ে গিয়েছে।

লে. ব্র্যাক। চুলের রঙ অবশ্যই ফিরেছে। কারণটা কী তা অবশ্য আমি জানি নে। (অ্যালজারনন চা এনে দিল তাঁর হাতে) ধন্যবাদ। আজ রাত্রিতে তোমার জন্যে একটা বেশ ভাল বন্দোবস্ত করেছি। মেরী কারকুহারকে আজ রাত্রিতে তোমার সঙ্গে পাঠাব ভাবছি। চরিত্রের দিক থেকে মহিলাটি বড় সুন্দর; স্বামীর দিকেই তাঁর লক্ষ্য বড় বেশী। তাঁদের দুজনের ভাবভঙ্গি দেখতে বেশ ভাল লাগে।

অ্যালজি। আজ রাত্রিতে সম্ভবত তোমার বাড়ীতে ডিনার খাওয়ার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে হবে, আন্ট।

লে. ব্র্যাক। (ভ্রুকুটি করে) আমি আশা করি তা তুমি করবে না, অ্যালজারনন। এর ফলে আমার ডিনার পার্টিটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তোমার কাকাকে দোতলায় ডিনার খেতে দেওয়া হবে। সৌভাগ্যবশত, ওইখানেই ডিনার খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে তার।

অ্যালজি। যেখানে যেতে হবে সেখানে গিয়েও আমার আনন্দ নেই। তোমার ওখানে যেতে পারছি নে বলে আমি যে খুব ব্যথা পেয়েছি সেকথা মুখ ফুটে না বললেও চলে, কিন্তু কী করব বল? এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম আমার হতভাগ্য বন্ধু বানবারি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। (জ্যাকের সঙ্গে চোখাচোখী হল) ওরা সবাই মনে করছে তার পাশে আমার থাকা উচিৎ।

লে. ব্র্যাক। খুব আশ্চর্য তো! তোমার এই বন্ধুটি তো দেখছি অদ্ভুৎ রকমের অসুখবিসুখে ভুগছেন।

অ্যালজি। যা বলেছ। বেচারা বানবারি ভয়ঙ্কর রকমের পঙ্গু।

লে. ব্র্যাক। যাই হোক, একথা বলতে আমি বাধ্য যে আমার মনে হয় তোমার বন্ধুটি বেঁচে থাকবেন, না, মারা যাবেন এ সম্বন্ধে তাঁর মনটা ঠিক করে ফেলা উচিৎ। জীবন-মৃত্যু নিয়ে এই রকম ঢিলেঢালা ভাবটা নিঃসন্দেহে হাস্যকর। পঙ্গুদের জন্যে আজকাল যে সব সহানুভূতি দেখা যাচ্ছে তারও পক্ষপাতী আমি নই। এ ধরনের অনুভূতিকে আমি রুগ্ন বলে মনে করি। অসুখ যা-ই হোক না কেন তার জন্যে অসুস্থদের উৎসাহিত করার পেছনে কোন যুক্তি নেই। জীবনের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে স্বাস্থ্য বজায় রাখা। তোমার বেচারা কাকাকে এই কথাটাই সব সময় আমি বোঝাই; কিন্তু সেকথা সে কানেই তোলে না। ফলে একটা-না-একটা ব্যাধি তার লেগেই রয়েছে। আগামী শনিবার যাতে তাঁর আবার বাড়াবাড়ি না হয় এই কথাটা মিঃ বানবারিকে আমার হয়ে যদি তুমি অনুরোধ কর তাহলে আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হব। কারণ, ওই দিন আমার বাড়ীতে যে গানের জলসা বসছে তার ব্যবস্থাপনার ভার তোমার ওপরে থাকবে। ওইটাই এবছর আমার শেষ অভ্যর্থনা। বিশেষ করে বছরের শেষে এই সব মজলিসে মানুষ এমন কিছু করতে চায় যাতে আলাপ আলোচনায় সবাইকে উৎসাহিত করবে—যেখানে অতিথিরা মন খুলে কথা বলবে—যদিও অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ যা

বলতে চায় সেটা এমন একটা বেশী কিছু নয়।

অ্যালজি। শোনার মত অবস্থা থাকলে আমি মিঃ বানবারিকে তোমার কথা বলব কাকী। আমার মনে হয় আগামী শনিবারের মধ্যেই সে সেরে উঠবে। অবশ্য আজকাল গানের মজলিস বসানো বড়ই কষ্টকর। কেউ যদি ভাল গান গায় লোকে তা শোনে না; খারাপ গান করলে কেউ তা নিয়ে কথা বলে না। কিন্তু তুমি যদি একটু পাশের ঘরে আস তাহলে আমি যে অনুষ্ঠান-লিপিটা তৈরি করেছি সেটা একবার ঝালিয়ে নেব।

লে. ব্র্যাক। ধন্যবাদ অ্যালজারনন। খুব ভাল কথাই বলেছ। (উঠে অ্যালজারননের পিছু-পিছু গিয়ে।) কিছু ছাঁটাই করলে আমার ধারণা, অনুষ্ঠানটা ভালই দাঁড়াবে। ফরাসী সঙ্গীতে সম্ভবত আমি রাজি হব না। শ্রোতারা ওই রকম সঙ্গীতকে ঠিক পছন্দ করে না। হয় তাদের খুব খারাপ লাগে—যেটা হচ্ছে অশ্লীল; আর না হয় তারা হাসে—যেটা আরও খারাপ। কিন্তু সত্যিকারের সম্ভ্রান্ত ভাষা হল জার্মান, আর আমিও তা মনে করি। গিয়েনডোলেন, আমার সঙ্গে এস।

গিয়েন। নিশ্চয় মা।

(লেডী ব্র্যাকলেন আর অ্যালজারনন গানের ঘরে প্রবেশ করেন। পেছনে থেকে যায় গিয়েনডোলেন)

জ্যাক। আজকের দিনটা কী সুন্দর, মিস ফেয়ারফ্যাকস্।

গিয়েন। দয়া করে আবহাওয়া নিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করবেন না, মিঃ ওয়ার্দিঙ। যখনই কেউ আমার সঙ্গে ওই বিষয়ে কথা বলতে আসে তখনই আমি বুঝতে পারি সে অন্য কথা বলতে চায়। তাতেই আমি কেমন যেন ঘাবড়িয়ে যাই।

জ্যাক। আমিও অন্য কথাই বলতে চাই।

গিয়েন। আমিও তাই ভেবেছিলেম। সত্যি কথা বলতে কি এসব ব্যাপারে আমার ভুল হয় না।

জ্যাক। লেডী ব্র্যাকনেলের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে আমাকে যদি আপনি অনুমতি দেন···

গিয়েন। সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেই আপনাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি। হঠাৎ ক'রে ঘরের মধ্যে ঢুকে আসার একটা স্বভাব মায়ের রয়েছে।

জ্যাক। (ঘাবড়িয়ে গিয়ে) মিস ফেয়ারফ্যাকস্, যেদিন থেকে আপনার

সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে সেদিন থেকে আর কোন নারীকেই আমার পছন্দ হয় নি; মানে, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর।

গিয়েন। আমি তা ভাল করেই জানি। আর আমার মনে হয় প্রকাশ্যে আপনার সেই মনের ভাবটা আরও জোরালো ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেলে আমি খুশি হতাম। আমার ওপরে আপনার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ রয়েছে। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেও আপনার প্রতি আমি উদাসীন ছিলাম না। (পুলকিত হয়ে জ্যাক তার দিকে তাকিয়ে থাকেন।) মিঃ ওয়ার্দিঙ, আপনি বোধ হয় জানেন আমরা আদর্শের যুগে বাস করি। শোনা যায়, এই বিষয়টা নিয়ে দামি-দামি মাসিক পত্রিকায় আলোচনা অনেক হয়েছে; এবং আমাদের আঞ্চলিক যাজকদের কানেও তা গিয়েছে। আমার আদর্শ হচ্ছে আর্নেস্ট নামের কাউকে ভালবাসা। ওই নামের মধ্যে এমন একটা জিনিস রয়েছে যা মানুষের মধ্যে আস্থা জাগায়। যে মুহূর্তে অ্যালজারননের মুখে শুনলাম আর্নেস্ট নামে তার একটি বন্ধু রয়েছে সেই মুহূর্তেই আমি বুঝতে পারলাম তাঁকে ভালবাসার জন্যেই মর্ত্যলোকে আমি এসেছি।

জ্যাক। গিয়েনডোলেন, তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালবাস?

গিয়েন। সমস্ত মন আর প্রাণ দিয়ে।

জ্যাক। ডারলিঙ! তুমি আমাকে কী সুখীই যে করলে তা তুমি জান না।

গিয়েন। আমার—আমার নিজস্ব আর্নেস্ট!

জ্যাক। কিন্তু আমার নাম আর্নেস্ট না হলে আমাকে তুমি ভালবাসতে না—এটা নিশ্চয় তোমার মনের কথা নয়?

গিয়েন। কিন্তু তোমার নাম আর্নেস্ট।

জ্যাক। তা আমি জানি। কিন্তু যদি অন্য কোন নাম হোত? তুমি কি বলতে চাও তাহলে আমাকে তুমি ভালবাসতে না?

গিয়েন। (বাকপটুতার সঙ্গে) ওটা হল স্পষ্টতই একটা অবাস্তব—যাকে আমরা দার্শনিক কল্পনা বলি তাই। আমরা জানি সমস্ত দার্শনিক কল্পনার মতই এ চিন্তাটারও বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

জ্যাক। ডারলিঙ, আমার কথা যদি ধর, তাহলে সত্যি কথাই বলব যে আর্নেস্ট নামের ওপরে আমার কোন মোহ নেই।...নামটা যে আমাকে খুব মানিয়েছে সেকথাও স্বীকার করি নে আমি।

গিয়েন। নামটা তোমাকে খুব মানিয়েছে। এটা একটা স্বর্গীয় নাম। এর

নিজস্ব একটা সুর রয়েছে। এর মধ্যে একটা ঝঙ্কার রয়েছে।

জ্যাক। সত্যিই গিয়েন, আরও কত-কত সুন্দর-সুন্দর নাম রয়েছে। যেমন ধর জ্যাক নামটা। আমার মনে হয় ও-নামটা বড় চমৎকার।

গিয়েন। জ্যাক ?···না ; ওর মধ্যে কোন সঙ্গীতের সুর নেই, নেই কোন আবেশ। এই নামে মনে বিন্দুমাত্র কাঁপন জাগে না। জ্যাক নামের অনেককেই আমি চিনি। সবাই তারা—সবাই খুব সাধারণ। তাছাড়া জ্যাকের ঘরোয়া নাম হচ্ছে জন। 'জন' নামটা বড অলক্ষুণে। আর যে মহিলার জন নামধারী কারও সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার ওপরে আমার রয়েছে করুণা। অমন মনোমুগ্ধকর যে নির্জনতা তা সে এক মুহূর্তের জন্যেও উপভোগ করতে পারে না। একমাত্র নিরাপদ নাম হচ্ছে আর্নেস্ট।

জ্যাক। গিয়েনডোলেন, আমাকে এখনই নতুন নাম রাখতে হবে—অর্থাৎ, এখনই আমাদের বিয়ে করতে হবে। নষ্ট করার মত সময় আমাদের আর নেই।

গিয়েন। কী বললে—বিয়ে মিঃ ওয়ার্দিঙ ?

জ্যাক। (হতভম্ব হয়ে) মানে···হ্যাঁ, নিশ্চয়। তুমি জান, আমি তোমাকে ভালবাসি ; মিস ফেয়ারফ্যাকস্‌, তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়েছ যে তুমিও আমার ওপরে একেবারে উদাসীন নও।

গিয়েন। আমি তোমাকে পুজো করি। কিন্তু তুমি এখনও আমাকে কোন প্রস্তাব করনি। বিয়ের সম্বন্ধে কোন বাক্যালাপই এখনও হয় নি। বিষয়টা নিয়ে কোন আলোচনাও হয় নি এখনও।

জ্যাক। বেশ···তাহলে তোমাকে এখন আমি প্রস্তাব করতে পারি ?

গিয়েন। মানে বর্তমানে তার সুযোগ অপূর্ব রয়েছে। আর মিঃ ওয়ার্দিঙ, সম্ভাব্য কোন হতাশার হাত থেকে তোমাকে বাঁচানোর জন্যে গোড়াতেই তোমাকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া উচিৎ যে তোমাকে গ্রহণ করতে আমি বদ্ধপরিকর।

জ্যাক। গিয়েনডোলেন !!

গিয়েন। হ্যাঁ, মিঃ ওয়ার্দিঙ, আমাকে এখন কী বলবে বল ?

জ্যাক। তুমিই তা জান।

গিয়েন। জানি। কিন্তু তুমি তো তা বলছ না।

জ্যাক। গিয়েনডোলেন, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে ? (হাঁটু মুড়ে বসল)

গিয়েন। নিশ্চয়, ডারলিঙ। কত দিন ধরে তুমি একাজ করছ? আমার মনে হয় কেমন করে প্রস্তাব করতে হয় সেবিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বড় কম।

জ্যাক। ওটা আমার নিজেরই ভাষা। তোমাকে ছাড়া জীবনে আর কাউকে আমি ভালবাসি নি।

গিয়েন। সে কথা ঠিক; কিন্তু মক্স করার জন্যে পুরুষ প্রস্তাব করে। আমি জানি আমার জিরাল্ড সব সময় মক্স করছে। আমার সমস্ত বান্ধবীরাই একথা বলে। আর্নেস্ট, তোমার চোখ-দুটি কী সুন্দর! খুব—খুব নীল। আশা করি তুমি সব সময় আমার দিকে ওই চোখে তাকিয়ে দেখবে—বিশেষ ক'রে বাইরের লোকেদের সামনে।

(লেডী ব্র্যাকনেল ঢুকলেন)

লে. ব্র্যাক। মিঃ ওয়ার্দিঙ! স্যার, উঠুন; ওরকম আধশোয়া অবস্থায় বসে থাকবেন না। খুব অশালীন দেখাচ্ছে।

গিয়েন। মাম্মা! (জ্যাক ওঠার চেষ্টা করে; গিয়েন চেপে রাখে তাঁকে) তোমাকে অন্য ঘরে যেতে আমি অনুরোধ করছি। এখানে তোমার থাকা উচিৎ নয়! তা ছাড়া, মিঃ ওয়ার্দিঙ-এর কথা এখনও শেষ হয় নি। (তারা দুজনে একসঙ্গে ওঠে)

লে. ব্র্যাক। কী শেষ করতে পারেন নি—জিজ্ঞাসা করতে পারি?

গিয়েন। মিঃ ওয়ার্দিঙকে বিয়ে করার সম্মতি দিয়েছি আমি।

লে. ব্র্যাক। ক্ষমা কর। কাউকে বিয়ে করার সম্মতি দিতে তুমি পার না। যদি কাউকে তোমার বিয়ে করতে হয় তাহলে আমি কিম্বা তোমার বাবা, তাঁর স্বাস্থ্য ভাল থাকলে, তোমাকে তা জানাবেন। ভালই হোক, অথবা, মন্দই হোক—বিয়ের প্রস্তাবটা যে কোন যুবতী মেয়ের কাছে হঠাৎ আসাই উচিৎ। এটা এমন একটা জিনিস যে-বিষয়ে চূড়ান্ত কিছু ঠিক করার ক্ষমতা মেয়ের থাকা উচিৎ নয়। বর্তমানে মিঃ ওয়ার্দিঙ, কিছু প্রশ্ন তোমাকে আমার করার রয়েছে। গিয়েনডোলেন, আমার প্রশ্ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিচে আমার গাড়ীতে তুমি অপেক্ষা কর।

গিয়েন। (তিরস্কারের সুরে) মাম্মা!

লে. ব্র্যাক। গাড়ীতে যাও—কোন কথা নয়। (গিয়েনডোলেন দরজার দিকে এগিয়ে যায়; লেডী ব্র্যাকনেলের পেছনে সে আর জ্যাক পরস্পরকে ইঙ্গিতে চুম্বন ছুঁড়ে দেয়। লেডী ব্র্যাকনেল কিসের শব্দ হল বুঝতে না পেরে অবাক

চোখে তাকিয়ে থাকেন। অবশেষে তিনি ঘুরে দেখেন) গিয়েনডোলেন— গাড়ী!

গিয়েন। যাই মাম্মা! (জ্যাকের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল)

লে. ব্র্যাক। (বসে) তুমি বসতে পার, মিঃ ওয়ার্দিঙ।

(নোট বই আর পেনসিলের খোঁজে পকেট হাতড়ান)

জ্যাক। ধন্যবাদ, লেডী ব্র্যাকনেল। দাঁড়িয়ে থাকতেই আমি চাই।

লে. ব্র্যাক: (পেনসিল আর নোটবই হাতে নিয়ে) তোমাকে বলতে আমি বাধ্য যে বিবাহযোগ্য পাত্রের যে তালিকা আমার কাছে রয়েছে তার মধ্যে তোমার নাম নেই। যদিও ডাচেস অফ বোলটনের যে তালিকা আমারও সেই তালিকা। সত্যি কথা বলতে কি দুজনে যুক্তি করেই আমরা এই তালিকাটি তৈরি করেছি। সে যাই হোক, কোন স্নেহশীলা মা তাঁর মেয়ের জন্যে যে রকম পাত্র খোঁজেন তোমার উত্তরগুলি যদি সেই রকম পাত্রের উপযুক্ত হয় তাহলে তোমার নাম তালিকাভুক্ত করতে আমি রাজি রয়েছি। তুমি কি ধূমপান কর?

জ্যাক। ও, হ্যাঁ। স্বীকার করতেই হবে যে আমি ধূমপান করি।

লে. ব্র্যাক। শুনে খুশি হলাম। পুরুষ মানুষদের সব সময় একটা কাজ থাকা উচিৎ। এমনিতেই তো লণ্ডন শহর অলস পুরুষে গিজগিজ করছে। তোমার বয়স?

জ্যাক। উনতিরিশ।

লে. ব্র্যাক। বিয়ের উপযুক্ত বয়সই বটে। আমার সব সময় ধারণা, যে পুরুষ বিয়ে করতে যায় তার হয় সব কিছু জানা উচিৎ, অথবা, কিছু জানা উচিৎ নয়। তোমার ক্ষেত্রে কোন্‌টা প্রযোজ্য?

জ্যাক। (কিছুটা ইতস্তত ক'রে) আমি কিছুই জানি নে, লেডী ব্র্যাকনেল?

লে. ব্র্যাক। তোমার এই স্বীকারোক্তিতে আমি প্রীত হলাম। স্বাভাবিক অজ্ঞতাকে নষ্ট করে দেয় এমন কোন জিনিসই আমার মনঃপূত নয়। অজ্ঞতা হচ্ছে একটা নরম তুলতুলে বিদেশী ফলের মত। ওর গায়ে হাত দিয়েছ কি ওর সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। আধুনিক শিক্ষার গোটা নীতিটাই হচ্ছে অপরিপুষ্ট। সৌভাগ্যের কথা ইংলণ্ডে যে-কোন কারণেই হোক শিক্ষার কোন অভাব নেই। তা যদি থাকত, তাহলে এখানকার উঁচু সমাজের মানুষদের খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হোত। সম্ভবত, এই গ্রসভেনর স্কোয়ারেও তাই

নিয়ে দাগা বেঁধে যেত। তোমার আয় কত ?

জ্যাক। বছরে সাত থেকে আট হাজার।

লে. ব্র্যাক। (খাতায় লিখে নিয়ে) জমি থেকে এই আয় হয়, না শেয়ার থেকে ?

জ্যাক। বেশীর ভাগ শেয়ার থেকেই।

লে. ব্র্যাক। সন্তোষজনক। জীবদ্দশায় মানুষকে যে দাদন দিতে হয়, আর মৃত্যুর পরে তার কাছ থেকে যে কর আদায় করা হয়, তার পরে জমি-জায়গা থেকে কোন লাভ বা আনন্দ আদায় করা সুদূরপরাহত। এতে মানুষের সামাজিক মর্যাদা বাড়ে সত্যি কথা, সেই মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে যে টাকা খরচ করতে হয় সে টাকা আসে না। জমি-জায়গার সম্বন্ধে এই শেষ কথা।

জ্যাক। অবশ্য, গ্রামে আমার একখানা বাড়ী রয়েছে। তার লাগোয়া জমিও রয়েছে কিছু। মনে হয়, সেই জমির পরিমাণ পনেরশ একর। কিন্তু তার আয়ের ওপরে মূলত আমাকে নিভর করতে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি পোকারাই ওই জমির প্রকৃত মালিক।

লে. ব্র্যাক। গ্রামের বাড়ী ? শোওয়ার ঘর ক'টা ? অবশ্য, ওটা পরেও আলোচনা করা যাবে। আশা করি, শহরেও তোমার একখানা বাড়ী রয়েছে —তাই না ? গিয়েনডোলেনের মত সাদাসিদে আর নিষ্পাপ চরিত্রের মেয়ের পক্ষে গ্রামের বাড়ীতে জীবন কাটানোর কথা ভাবা যায় না।

জ্যাক। বেলগ্রেভ স্কোয়ারে আমার অবশ্য একখানা বাড়ী আছে। তবে সেটা আমি লেডী ব্লক্সহামকে ভাড়া দিয়েছি। ছ'মাসের নোটিশ দিয়ে সেটা পেতে আমার অসুবিধে হবে না।

লে. ব্র্যাক। কী নাম বললে ? লেডী ব্লক্সহাম ? কই, নাম শুনি নি তো ?

জ্যাক। বাইরে তিনি বেশী মেলামেশা করেন না। ভদ্রমহিলার বয়স অনেক।

লে. ব্র্যাক। মানুষের চরিত্র সম্ভ্রান্ত কি না তা আজকাল জোর করে বলা যায় না ? বাড়ীর নম্বরটা কত ?

জ্যাক। ১৪৯।

লে. ব্র্যাক। (মাথা নেড়ে) মোটেই ফ্যাশনেবল পাড়া নয়। ভেবেছিলাম ওই রকম কিছু হবে। যাই হোক, ওটা পরিবর্তন করতে কষ্ট হবে না।

জ্যাক। কোনটার কথা বলছেন ? ফ্যাশন, না, পাড়া ?

লে. ব্র্যাক। (কড়া ভাবে) দুটোই, প্রয়োজন হলে। তোমার রাজনীতিটা কী ?

জ্যাক। সত্যিকথা বলতে কি রাজনীতি বলতে আমার কিছু নেই। আমি হচ্ছি লিবারেল ইউনিয়নিস্ট।

লে. ব্র্যাক। ওঃ; টোরি বল। তারা তো আমার সঙ্গে ডিনার খায়. অথবা সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসে। এখন ছোটখাট বিষয়গুলো জানা যাক। তোমার বাবা-মা জীবিত?

জ্যাক। না, তাঁদের দুজনকেই আমি হারিয়েছি।

লে. ব্র্যাক। মিঃ ওযার্দিঙ, একজনকে হারানো হচ্ছে দুর্ভাগ্য। দুজনকে হারানো হচ্ছে অনবধানতা। তোমার বাবা কে ছিলেন? মনে হচ্ছে তিনি বেশ ধনী ছিলেন। তিনি কি ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? অথবা তিনি বড় হয়েছিলেন অভিজাত সম্প্রদায় থেকে?

জ্যাক। আমি কিছুই জানি নে। লেডী ব্র্যাকনেল, আসল কথাটা হচ্ছে আমি আমার বাবা-মাকে হারিয়েছি। অথবা, বাবা-মা আমাকে হারিয়েছিলেন সে কথাটা বললেই বোধ হয় সত্যের কাছাকাছি কিছু একটা বলা হবে।··· জন্মের দিক থেকে আমার আসল পরিচয় কী তা আমি জানি নে। আমি··· আমাকে অন্যলোকে কুড়িযে পেযেছে।

লে. ব্র্যাক। কুড়িয়ে পেয়েছে?

জ্যাক। সহৃদয় বৃদ্ধ ভদ্রলোক পরলোকগত মিঃ টমাস কার্ডু আমাকে কুড়িযে পেয়েছিলেন। আমার নাম দিয়েছিলেন ওয়ার্দিঙ; কারণ, সেই সময়ে তাঁর পকেটে ওয়ার্দিঙ যাওযার একখানা প্রথম শ্রেণীর রেলের টিকিট ছিল। ওযার্দিঙ সাসেক্স-এর একটা জায়গার নাম। সমুদ্রের উপকূলে একটা স্বাস্থ্যনিবাস।

লে. ব্র্যাক। সমুদ্র-উপকূলে যাওয়ার জন্যে যে ভদ্রলোকের পকেটে প্রথমশ্রেণীর একটা রেলের টিকিট ছিল তিনি তোমাকে কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?

জ্যাক। (গম্ভীরভাবে) একটা হাত-ব্যাগের মধ্যে।

লে. ব্র্যাক। হাত-ব্যাগ?

জ্যাক। (খুব গম্ভীরভাবে) হ্যাঁ, লেডী ব্র্যাকনেল, একটা বড়, চামড়ার কালো হাত-ব্যাগের মধ্যে আমি শুয়ে ছিলাম। আসলে একটা সাধারণ ব্যাগ।

লে, ব্র্যাক। মিঃ টমাস, অথবা কার্ডু সেই সাধারণ হাত-ব্যাগটা কোথায় পেয়েছিলেন?

জ্যাক। ভিক্টোরিয়া স্টেশনের ক্লোক-রুমে। ভুল করে এটা তাঁর হাতে তাঁর জিনিস বলে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

লে. ব্র্যাক। ভিকটোরিয়া স্টেশনের ক্লোক-রুমে?

জ্যাক। ব্রাইটন লাইন।

লে. ব্র্যাক। কোন্ লাইন জানার দরকার নেই। মিঃ ওয়ার্দিঙ, এইমাত্র তুমি যা বললে তা শুনে, স্বীকার আমাকে করতেই হবে, যে আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছি। হাতল থাক, আর নেই থাক্, কোন হাত-ব্যাগের মধ্যে জন্মানো অথবা প্রতিপালিত হওযাটা সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর মোটা ভদ্রতার পরিপন্থী বলেই আমার মনে হচ্ছে। এটা অনেকটা ফরাসী বিপ্লবের নিষ্ঠুরতম অত্যাচারের মতই, আর সেই আন্দোলন শেষপর্যন্ত কোথায় গড়িয়েছিল, ধরে নিচ্ছি, তুমিও তা জান। আর যে যায়গাটিতে—অর্থাৎ স্টেশনের বিশেষ একটি ক্লোক-রুমে—ঐ ব্যাগটি পড়েছিল তা থেকে বোঝা যাচ্ছে ওর পেছনে সামাজিক কোন দূর্নীতি লুকিয়ে রয়েছে। এই রকম একটা কাজে ব্যাগটাকে হয়ত পূর্বেও কখনও ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, কাজটা যে মোটেই সম্ভ্রান্ত সমাজের নয়—এটা ভেবে নিতে আদৌ কষ্ট হয় না।

জ্যাক। তাহলে আমাকে কী করতে আপনি বলেন? একথা বলাই বাহুল্য যে গিয়েনডোলেনের সুখের জন্যে পৃথিবীর যে-কোন কাজই আমি করতে রাজি।

লে. ব্র্যাক। আমার উপদেশ হচ্ছে, মিঃ ওয়ার্দিঙ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার আত্মীয়স্বজনদের খুঁজে বার করার চেষ্টা কর; আর এই সিজিনটা শেষ হওয়ার আগে বাবা অথবা মা একজনকে সামনে হাজির করার জন্যে যা কিছু করণীয় তোমার রযেছে তা-ই কর।

জ্যাক। কী করে তা করা আমার পক্ষে সম্ভব তা আমি জানি নে। যে-কোন মুহূর্তে আমি অবশ্য সেই হাত-ব্যাগটা আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি। আমার বাড়ীতে ড্রেসিং রুমের মধ্যে এটা রয়েছে। লেডী ব্র্যাকনেল, আমার ধারণা তাতেই আপনার খুশী হওয়ার কথা।

লে. ব্র্যাক। আমি!! তোমার ঐ ব্যাগ নিয়ে আমার কী হবে? তোমার কী ধারণা যে আমি আর লর্ড ব্র্যাকনেল আমাদের একমাত্র মেয়ের—যাকে আমরা এত যত্নে মানুষ করে তুলেছি—তার বিয়ে দেব একটা ক্লোক-রুমের সঙ্গে—সে আত্মীয়তা পাতাবো একটা পার্সেলের সঙ্গে? এবার তুমি আসতে পার।

(অনবদ্য আর প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।)

জ্যাক। নমস্কার; আসুন! (অন্য ঘরে অ্যালজারনন পিয়ানোতে বিয়ের বাজনা বাজাচ্ছিল। জ্যাকের চেহারা দেখে মনে হল—সে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছে।

রাগে গরগর করতে-করতে সে দরজার দিকে গেল।) ভদ্রতা আর ভব্যতার দোহাই! ওই হতচ্ছাড়া কুচ্ছিৎ সুরটা তুমি বাজিয়ো না। কী মূর্খ, কী মূর্খ!!

(বাজনা থেমে গেল; খুশ মেজাজে বেরিয়ে এল অ্যালজারনন)

অ্যালজি। ব্যাপারটা কী, বৃদ্ধ বালক? বলি, কথাবার্তা ভালই হল তো? গিয়েনডোলেন কি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে? আমি জানি, প্রত্যাখ্যান করাই তার স্বভাব। সবসময়ে সে মানুষদের প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার ধারণা মেয়েটা বড় রগচটা।

জ্যাক। তেপায়া টুলের মত গিয়েনডোলেন খাঁটি। তার কথা যদি বল তো বিয়ে করতে আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ। কিন্তু তার মা-টা একেবারে অসহ্য। এরকম গর্গন আমার চোখে আজ পর্যন্ত পড়ে নি। অবশ্য গর্গন বলতে ঠিক কী রকমের পশু বোঝায় সে-সম্বন্ধে আমার ধারণা কম; তবু আমার বিশ্বাস লেডী ব্র্যাকনেল গর্গন ছাড়া আর কিছু নয়। তাও যদি বলতে তোমার আপত্তি থাকে তাহলে একথা বলতে আমি বাধ্য যে তিনি একটি প্রবাদহীন দৈত্য বিশেষ। কিন্তু আমাকে ক্ষমা কর অ্যালজি, তোমার কাছে তোমার নিজের কাকীর সম্বন্ধে ওকথা বলাটা আমার ঠিক হয়নি।

অ্যালজি। প্রিয় বন্ধু, আমার সামনে আমার আত্মীয়স্বজনদের ভালমন্দ দু'টো কথা বললে আমার ভালই লাগে। কেবল এই জন্যেই ওদের সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আত্মীয়স্বজন মাত্রেই বিরক্তিকর, কী করে ভালভাবে বেঁচে থাকা যায় সে-সম্বন্ধে জ্ঞান তাদের নেই, কখন যে তারা মারা যাবে সে-বিষয়েও তাদের বিন্দুমাত্র অনুসন্ধিৎসা নেই।

জ্যাক। কী সব আলতু-ফালতু কথা বলছ?

অ্যালজি। মোটেই আলতু-ফালতু নয়।

জ্যাক। ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে এবিষয়ে আমি তর্ক করতে চাই নে। তুমি সব সময় তর্ক কর।

অ্যালজি। তর্ক করার জন্যেই এর সৃষ্টি।

জ্যাক। আমার দিব্যি, তোমার কথা যদি মেনে নিতাম তাহলে নিজের বুকে নিজেই গুলি ছুঁড়তাম আমি। (বিরতি) একশ বা দেড়শ বছরের মধ্যে গিয়েনডোলেন তার মায়ের মত হ'তে পারে একথা নিশ্চয় তুমি বিশ্বাস কর না; কর কি?

অ্যালজি। সব মেয়েরাই তাদের মায়ের মত হয়। সেইটাই তাদের ট্র্যাজিডি।

কোন পুরুষ তা করে না। সেইটাই তার ট্র্যাজিডি।

জ্যাক। এটা কি খুব চাতুর্যের পরিচয়?

অ্যালজি। খাঁটি কথা বলেছ! সভ্যসমাজে যে-কোন মন্তব্যের মতই সত্যি।

জ্যাক। চালাকির জ্বালায় তো প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়েছে। আজকাল সবাই চালাক। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে দুচারটে চালাক লোকের সঙ্গে তোমার না দেখা হয়। জিনিসটা একেবারে পাবলিক নুইসেন্সে পরিণত হয়েছে। কিছু বোকা লোক থাকত!

অ্যালজি। সে রকম লোক রয়েছে।

জ্যাক। তাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম। কী বিষয় নিয়ে তারা কথা বলে?

অ্যালজি। বোকারা? অবশ্য চালাকদের নিয়ে নিঃসন্দেহে।

জ্যাক। কী বোকা!

অ্যালজি। ভাল কথা; তুমি কি গিয়েনডোলেনকে সত্যি কথাটা বলেছ যে শহরে তুমি আর্নেস্ট আর গ্রামে জ্যাক?

জ্যাক। (মুরুব্বিয়ানার ঢঙে) প্রিয় বন্ধু, সত্যি কথাটা এমন একটা জিনিস নয় যা একটি সুন্দর, মিষ্টি আর মার্জিত রুচির যুবতীকে বলা যায়। একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ করার কী অপূর্ব রীতি তোমার জানা রয়েছে?

অ্যালজি। মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করার একমাত্র রীতি হচ্ছে—প্রেম নিবেদন করা—তা সে সুন্দরীই হোক, অথবা সাধারণই হোক।

জ্যাক। দূর, দূর!

অ্যালজি। তোমার ভাই-এর সম্বন্ধেই বা কী বলার রয়েছে তোমার? অথবা দুশ্চরিত্র আর্নেস্টের সম্বন্ধে?

জ্যাক। ওঃ, এই সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই তাকে আমাকে বর্জন করতে হবে। আমি প্রচার করে দেব প্যারিসে সে মৃগীরোগে মারা গিয়েছে। হঠাৎ-হঠাৎ প্রচুর লোকই মৃগীরোগে আজকাল মারা যাচ্ছে! তাই না?

অ্যালজি। তা যাচ্ছে; কিন্তু বন্ধু, রোগটা হচ্ছে বংশানুক্রমিক। এই রোগটা বংশবিশেষে হয়। তুমি বরং প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মারা গিয়েছে বলো।

জ্যাক। তুমি কি নিশ্চিৎ যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মারা যাওয়াটা বংশানুক্রমিক অথবা ওই জাতীয় কোন রোগ নয়?

অ্যালজি। অবশ্যই নয়।

জ্যাক। তাহলে, তাই বলব। বলব, আমার বেচারা ভাই আর্নেস্ট প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্যারিসে হঠাৎ মারা গিয়েছে। তাহলেই তার হাত থেকে মুক্তি পাব আমি।

অ্যালজি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন বলেছিলে...তোমার বেচারা ভাই আর্নেস্টের সম্বন্ধে মিস কার্ডুর আগ্রহ যথেষ্ট বেশী? তার অভাবটা কী তাঁর কাছে বেশী বলে মনে হবে না?

জ্যাক। ও, হ্যাঁ। সেকথা সত্যি। তবে একথাও আমি বেশ আনন্দের সঙ্গেই বলছি যে তোমরা রোমান্টিক মূর্খ মেয়ে বলতে যা বোঝ সিসিলী মোটেই সে-রকম মেয়ে নয়। তার ক্ষিধে চমৎকার, অনেকদূর হাঁটার অভ্যাসও রয়েছে, এবং লেখাপড়ায় এতটুকু মন নেই।

অ্যালজি। সিসিলীকে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে যায়।

জ্যাক। তুমি যাতে তাকে দেখতে না পাও সেদিক থেকে আমি যথেষ্ট সতর্ক হব। সে দেখতে খুব সুন্দর; বয়স তার মাত্র আঠারো।

অ্যালজি। তুমি কি গিয়েনডোলেনকে বলেছ যে তুমি একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতীর অভিভাবক, তার বয়স মাত্র আঠারো?

জ্যাক। এসব কথা কেউ বাইরে চেঁচিয়ে বলে না। সিসিলী আর গিয়েনডোলেন যে পরস্পরের প্রাণের বান্ধবী হবে সেবিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আমি তোমাকে বাজি রেখে বলতে পারি আধঘণ্টা আলাপের পরেই তারা দুজনে দুজনকে বোন বলে ডাকতে শুরু করবে।

অ্যালজি। আরও অনেক নামে ডাকার পরই তবে মেয়েরা নিজেদের বোন বলে ডাকতে পারে। এখন প্রিয় বন্ধু, যদি আমাদের উইলিস-এ ভাল টেবিল পেতে হয় তাহলে এখনই আমাদের তৈরি হ'তে হবে। প্রায় সাতটা বাজে সে-খেয়াল আছে?

জ্যাক। (বিরক্ত হয়ে) ওঃ; সব সময়ই তোমার প্রায় সাতটা।

অ্যালজি। আমি ক্ষুধার্ত।

জ্যাক। তুমি যে কখন ক্ষুধার্ত নও তা আমি জানি নে...

অ্যালজি। ডিনারের পরে আমরা কী করব? থিয়েটারে যাব

জ্যাক। উহুঁ! বক্তৃতা শুনতে আমার ঘেন্না করে।

অ্যালজি। তাহলে ক্লাবেই চল।

জ্যাক। কথা বলতে আমার ঘেন্না করে।

অ্যালজি। তাহলে আমরা রাত্রি দশটায় এম্পায়ার পর্যন্ত টহল দিতে পারি।

জ্যাক। দূর, দূর। জিনিসপত্র দেখা আমার মোটেই সহ্য হয় না। বড় বোকা-বোকা লাগে।

অ্যালজি। তাহলে আমরা করবটা কী?

জ্যাক। কিছু না।

অ্যালজি। আরে বাবা, কিছু না করাটা যে আরও কঠিন। তবে, হাতে যদি বিশেষ কোন কাজ না থাকে তাহলে কঠিন কাজ করতে আমার আপত্তি থাকে না।

(লেন ঢুকলো।)

লেন। মিস ফেয়ারফ্যাকস্।

(গিয়েনডোলেন ঢুকলো। বেরিয়ে গেল লেন)

অ্যালজি। গিয়েনডোলেন…

গিয়েন। অ্যালজি, তুমি একটু পেছন করে বোস। মিঃ ওয়ার্দিঙকে আমার একটা বিশেষ কথা বলার রয়েছে।

অ্যালজি। সত্যি বলছি, গিয়েন, এরকম ব্যাপার মোটেই আমি বরদাস্ত করতে পারি নে।

গিয়েন। জীবনের সম্বন্ধে সব সময়েই কেমন যেন নীতিহীন একটা নীতি তোমার রয়েছে। এদিক থেকে তুমি অত্যন্ত গোঁড়া। এরকম ভাবে চলার মত যথেষ্ট বয়স তোমার এখনও হয় নি। (অ্যালজারনন ফায়ারপ্লেসের দিকে সরে গেল।)

জ্যাক। এখন বল ডারলিঙ।

গিয়েন। আর্নেস্ট, আমাদের হয়ত কোনদিনই বিয়ে হবে না। মায়ের মুখের চেহারা দেখে ওই রকম মনে হল আমার। ছেলেমেয়েদের কথা মন দিয়ে শোনেন আজকাল এমন বাপ-মা খুব কমই দেখা যায়, মায়ের ওপরে যেটুকু প্রভাব আমার ছিল তিন বছর বয়সেই আমার তা নষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমাদের স্বামী আর স্ত্রী হওয়ার পথে তিনি বাধার সৃষ্টি করলেও, আর অন্য কারও সঙ্গে অথবা অনেকের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও, তোমার প্রতি আমার যা শাশ্বত আনুগত্য তা সম্ভবত চিরকাল অটুট থাকবে।

জ্যাক। প্রিয় গিয়েনডোলেন!

গিয়েন। তোমার রোমান্টিক উৎসের কাহিনী, অপ্রিয় মন্তব্যের সঙ্গে মা যে

কাহিনীটি আমাকে শুনিয়েছেন—সেটি স্বভাবতই আমার মনের গভীরতম তন্ত্রীতে সাড়া জাগিয়েছে। তোমার খৃশ্চান নামের প্রতি আমার আকর্ষণ দুর্নিবার। তোমার চরিত্রের সারল্য আমার কাছে তোমাকে অপরূপভাবে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। অ্যালবানীতে তোমার শহরের ঠিকানা আমার কাছে রয়েছে। তোমার গ্রামের ঠিকানাটা কী?

জ্যাক। ম্যানর হাউস। উলটান। হার্টফোর্ডশায়ার।

(দুজনের কথা বেশ মন দিয়ে এতক্ষণ অ্যালজারনন শুনছিল। নিজের মনেই হেসে শার্টের হাতায় ঠিকানাটা লিখে নিল। তারপরে রেলওয়ে গাইডটা তুলে নিল)

গিয়েন। আমার ধারণা, তোমার গ্রামের ভাল পোষ্ট আফিসের ঠিকানা রয়েছে? আমার দিক থেকে দুর্নিবার কিছু একটা করে ফেলার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। সেকাজ করতে গেলে অবশ্য ভাল ক'রে ভেবে দেখতে হবে। তোমার সঙ্গে রোজ আমি চিঠির মারফৎ যোগাযোগ করব।

জ্যাক। প্রিয়তমে!

গিয়েন। শহরে তুমি কতক্ষণ থাকবে?

জ্যাক। সোমবার পর্যন্ত।

গিয়েন। ভাল। অ্যালজি, এবারে তুমি মুখ ঘোরাতে পার।

অ্যালজি। ধন্যবাদ। মুখ আমি আগেই ঘুরিয়েছি।

গিয়েন। বেলও বাজাতে পার।

জ্যাক। চল, তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

গিয়েন। নিশ্চয়।

জ্যাক। (লেনকে—লেন ঘরে ঢুকেছিল) মিস ফেয়ারফেকস্, আমি গাড়ীতে তুলে দিতে যাচ্ছি।

লেন। আচ্ছা স্যার। (জ্যাক আর গিয়েন বেরিয়ে গেল)

রেকাবে করে কয়েকটা চিঠি লেন অ্যালজারননকে দিল। দেখেই মনে হল সেগুলি সব বিল। বিলগুলির ওপরে চোখ বুলিয়েই অ্যালজারনন সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিল।)

অ্যালজি। এক গ্লাস শেরি, লেন।

লেন। আনছি স্যার।

অ্যালজি। কাল আমি বানবারির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

লেন। আচ্ছা স্যার।

অ্যালজি। সম্ভবত আমি সোমবারের আগে ফিরব না। আমার সব জিনিস-পত্র ঠিক করে রাখ বানবারি স্যুট পর্যন্ত।

লেন। হ্যাঁ, স্যার। (শেরীর গ্লাস হাতে দিল)

অ্যালজি। আশা করি কালকের দিনটা বড় সুন্দর যাবে, লেন।

লেন। কোন দিনই তা হয় না স্যার।

অ্যালজি। লেন, মানুষের ভাল তুমি দেখতে পার না, তাই না?

লেন। মানুষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা আমি করি স্যার।

(জ্যাক ঢুকলেন ; লেন বেরিয়ে গেল)

জ্যাক। ওই একটি বুদ্ধিমতী মেয়ে—সত্যিকার বুদ্ধিমতী ; জীবনে ওকেই কেবল আমি ভালবেসেছি। (হো-হো করে হাসে অ্যালজারনন)। এত আনন্দ কিসের হে?

অ্যালজি। না ; কিছু নয়। বেচারা বানবারির জন্যে আমি কিঞ্চিৎ ব্যাকুল হয়ে পড়েছি—এই যা।

জ্যাক। সাবধান না হলে তোমার বন্ধু বানবারি একদিন তোমাকে গাড্ডায় ফেলে দেবে।

অ্যালজি। গাড্ডাই আমি ভালবাসি। মাত্র ওইগুলিই এ দুনিয়ায় সিরিয়াস জিনিস।

জ্যাক। বোকা কোথাকার, অ্যালজি। তোমার কথার কোন অর্থ নেই।

অ্যালজি। কারও নেই।

(তার দিকে বিরক্তির চোখে তাকিয়ে থেকে জ্যাক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। অ্যালজারনন একটা সিগারেট ধরায় ; শার্টের হাতে যে ঠিকানাটা ছিল তা পড়ে ; তারপর হাসে।)

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান : ম্যানর হাউসের বাগান।

(কয়েকটা ধূসর রঙের ধাপ ঘরের দিকে উঠে গিয়েছে। বাগানটা হচ্ছে পুরাতন ধাঁচের। গোলাপ ফুলে ভর্তি। সময়টা হচ্ছে জুলাই মাস।

কয়েকটা বাস্কেট চেয়ারে; আর একখানা টেবিল; তার ওপরে বই। টেবিল আর চেয়ারগুলি বিরাট একটা ইউ গাছের নিচে পাতা।)

(মিস প্রিজমকে টেবিলের ধারে বসে থাকতে দেখা গেল। পেছনে সিসিলী। ফুল গাছে জল দিচ্ছে)

মিস প্রিজম। (চেঁচিয়ে ডেকে) সিসিলী, সিসিলী! ফুল গাছে জল ঢালার মত সমাজহিতকর কাজটা মোলটনেরই করা উচিত, তোমার নয়, বিশেষ করে যখন বুদ্ধি আর শিক্ষাজীবিদের আনন্দ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমার জার্মান গ্রামার টেবিলের ওপরে পড়ে রয়েছে। দয়া করে পনেরর পাতাটা খোল। কালকের পড়াটা আবার আমরা ঝালিয়ে নিই।

সিসিলী। (খুব আস্তে-আস্তে এসে) কিন্তু জার্মান আমার ভাল লাগে না। ভাষাটা মোটেই ভদ্রলোকের ভাষা নয়। আমি খুব ভালভাবেই জানি যে জার্মান ভাষা পড়ার পরে আমি একেবারে সাধারণের পর্যায়ে নেমে আসি।

মিস প্রিজম। বালিকা, প্রত্যেক বিষয়ে যাতে তুমি উন্নতি করতে পার তার জন্যে তোমার অভিভাবক যে কতটা ব্যাকুল তা তুমি জান। কাল যখন তিনি শহরে যাচ্ছিলেন তখনও তিনি ওই জার্মান ভাষার ওপরে গুরুত্ব দিয়ে গিয়েছেন। সত্যিকথা বলতে কি যখনই তিনি শহরে যান তখনই তিনি তোমার যাতে জার্মান ভাষায় দক্ষতা জন্মায় সেদিক থেকে আমাকে সচেতন করে যান।

সিসিলী। কাকা জ্যাক আমাদের বড সিরিয়াস প্রকৃতির মানুষ। মাঝে মাঝে তিনি এতটা সিরিয়াস হয়ে পড়েন যে আমার মনে হয় তাঁর শরীরটা ভাল নেই।

মিস প্রিজম। (সোজা হয়ে বসে) তোমার অভিভাবকের স্বাস্থ্য খুবই চমৎকার। বিশেষ ক'রে অত অল্প বয়সে যে আচার-ব্যবহারের দিক থেকে তিনি এত গম্ভীর সেজন্যে তাঁকে প্রশংসাই করতে হয়।

সিসিলী। সেইজন্যেই আমরা তিনজনে যখন এক সঙ্গে বসে গল্প করি তখন তাঁকে এত বিরক্তিকর লাগে।

মিস প্রিজম। সিসিলী! তোমার কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। জীবনে মিঃ ওয়ার্দিঙ-এর কষ্ট অনেক। খোশ গল্প আর ঠাট্টা তামাসা করার কথা তাই তিনি ভাবতেই পারেন না। তাঁর সেই হতভাগ্য যুবক ভাইটির সম্বন্ধে তাঁর যে চিরন্তন একটা দুশ্চিন্তা রয়েছে সেকথাটা তোমার মনে রাখা উচিৎ।

সিসিলী। হায়রে, আঙকেল জ্যাক তাঁর সেই বেচারা ভাইটিকে যদি মাঝে-

মাঝে এখানে আনতেন! সৎসাহচর্য দিয়ে আমরা হয়ত তাঁর কিছুটা উপকার করতে পারতাম। আপনি যে পারতেন সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনি জার্মান-ও জানেন; ভূতত্ত্ববিদ্যাতেও আপনি যথেষ্ট পারদর্শিনী; আর ওই ধরনের জিনিস পুরুষদের ওপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। (সিসিলী তার ডায়েরী বার করে লিখতে সুরু করে।)

মিস প্রিজম। (মাথা নাড়া দিয়ে) তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর ভাই-এর চরিত্রে কোন রকম দৃঢ়তা নেই; অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির মানুষ তিনি। এমন মানুষের ওপরে আমি নিজেও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারতাম না। তাছাড়া তাঁর রোগ সারানোর ইচ্ছেও আমার খুব একটা বেশী নেই। খারাপ মানুষকে এক মুহূর্তের নোটিশে ভাল মানুষে পরিণত করার আজকাল যে হুজুক উঠেছে তাতেও আমি বিশ্বাসী নই। মানুষ যেমন কাজ করবে তেমনি তার ফল পাবে। তোমার ওই ডায়েরীটাকে সরিয়ে রাখ, সিসিলী। তোমার ডায়েরী রাখার দরকারটা কী তা-ও আমি বুঝতে পারছি নে।

সিসিলী। আমার জীবনে যেসব অপরূপ গোপন রহস্য সেগুলি লেখার জন্যেই আমি ডায়েরী রাখি। যদি লিখে না রাখি তাহলে হয়তো তাদের আর মনে রাখতে পারব না।

মিস প্রিজম। স্মৃতিই তো আমাদের ডায়েরী। তারই মধ্যে সব কিছু আমরা বয়ে বেড়াই।

সিসিলী। ঠিক কথা; কিন্তু সাধারণত সেই জিনিস আমরা বয়ে বেড়াই যা কোন দিন ঘটে নি, অথবা, যাদের ঘটার কোনদিন কোন সম্ভাবনা থাকে না। আমার বিশ্বাস মডি যেসব মোটা-মোটা উপন্যাস পাঠায় সেগুলি মনে রাখার জন্যেই স্মৃতির কাজ।

মিস প্রিজম। মোটা-মোটা উপন্যাস নিয়ে ওরকম হালকাভাবে কথা বলো না, সিসিলী। যৌবনে ওরকম একটা উপন্যাস আমি একবার লিখেছিলাম।

সিসিলী। সত্যিই? কী বুদ্ধি আপনার! আশা করি কাহিনীটা মিলনের ভেতর দিয়ে শেষ হয় নি? যেসব উপন্যাস মিলনান্ত তাদের আমার ভাল লাগে না। সেই সব উপন্যাস পড়লে আমার বড় মন খারাপ হয়ে যায়।

মিস প্রিজম। ভাল বই মিলনান্ত হয়; খারাপ বই হয় বিয়োগান্ত। উপন্যাসের অর্থই তাই।

সিসিলী। আমার ধারণাও তাই। কিন্তু কী অন্যায়! আপনার উপন্যাসটা

ছাপা হয়েছিল ?

মিস প্রিজম। না, না ; দুর্ভাগ্যবশত লেখাটা পরিত্যক্ত হয়েছিল। (সিসিলী চমকে ওঠে) হারিয়ে যাওয়া অথবা খুঁজে না পাওয়ার অর্থে শব্দটাকে আমি ব্যবহার করেছি। বালিকা, তোমার পড়ার সঙ্গে এরকম চিন্তার কোন যোগাযোগ নেই।

সিসিলী। (হেসে) কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ডঃ কেস্যুবল্ বাগানের ভেতর দিয়ে আসছেন।

মিস প্রিজম। (দাঁড়িয়ে উঠে এবং এগিয়ে গিয়ে) ডঃ কেস্যুবল্! খুবই আনন্দের কথা।

(ক্যানন কেস্যুবল্ ঢুকলেন)

কেস্যু। আজ সকালে আমাদের সব কুশল তো ? মিস প্রিজম, আশা করি আপনি ভাল আছেন ?

সিসিলী। সামান্য একটু মাথা ধরেছে ব'লে মিস প্রিজম এইমাত্র অভিযোগ করছিলেন। আমার বিশ্বাস, পার্কে আপনার সঙ্গে একটু বেড়ালে মিস প্রিজমের কিছুটা উপকার হবে।

মিস প্রিজম। সিসিলী, মাথা ধরার সম্বন্ধে আমি তো কিছু বলিনি।

সিসিলী। না, মিস প্রিজম, তা বলেন নি ; কিন্তু আমার যেন মনে হল আপনার মাথা ধরেছে। সত্যি কথা বলতে কি রেকটর যখন এলেন তখন আমি ওই কথাটাই ভাবছিলাম—জার্মান ভাষার কথা নয়।

কেস্যু। সিসিলী, আশা করি, পড়াশুনায় তুমি অমনোযোগী নও ?

সিসিলী। ওঃ, ভয় হচ্ছে, পড়াশুনায় আমার মন নেই।

কেস্যু। অদ্ভুৎ ব্যাপার। মিস প্রিজমের ছাত্র হওয়ার মত সৌভাগ্য যদি আমার হোত তাহলে আমি তো ওঁর ঠোঁটের ওপরে আছাড় খেয়ে পড়তাম (মিস প্রিজম চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে থাকেন।)—অবশ্য আমি অলঙ্কার দিয়ে কথা বললাম। উপমাটা আমি মৌমাছিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। আহেম ! মনে হচ্ছে, মিঃ ওয়ার্দিঙ, এখনও শহর থেকে ফেরেন নি ?

মিস প্রিজম। সোমবার বিকেলের আগে তাঁকে আমরা আশা করছি নে।

কেস্যু। তাই বটে। রবিবারটা সাধারণত তিনি লণ্ডনে কাটাতে ভালবাসেন। আনন্দ করাটাই অবশ্য তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তাঁর সেই বেচারা ভাইটির জন্যেও তার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। কিন্তু ইগেরিয়া আর তাঁর ছাত্রীকে আমি

আর বিরক্ত করব না।

মিস প্রিজম। ইগেরিয়া? আমার নাম ল্যায়েসিসিয়া, ডকটর।

কেসু। (মাথাটা নিচু করে) ওটা একটা ক্ল্যাসিকেল উদাহরণ মাত্র; পেগান লেখকদের কাছ থেকে নেওয়া। সন্ধ্যের সময় নিশ্চয় আপনাদের দুজনের সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে।

মিস প্রিজম। আমার মনে হচ্ছে, আপনার সঙ্গে একটু বেড়িয়েই আসি। আমার বোধহয় মাথাই ধরেছে—একটু ভ্রমণ হয়তো স্বাস্থ্যের পক্ষে আমার ভালই হবে!

কেসু। আমি খুশিই হব, মিস প্রিজম, খুব খুশি হব। আমরা স্কুল পর্যন্ত যাব, আর, ফিরে আসব।

মিস প্রিজম। সেই ভাল হবে। সিসিলী, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি পলিটি-ক্যাল ইকনমি পড়ো। অর্থের অধোমানের পরিচ্ছেদটা তুমি বাদ দিয়ো। ও অংশটা পড়তে শরীর চমকে ওঠে। এমন কি ধাতব সমস্যার-ও একটা রমণীয় দিক রয়েছে।

(ডঃ কেসুবল্-এর সঙ্গে বেরিয়ে গেল)

সিসিলী। (কয়েকটা বই তুলে আবার সেগুলি টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে দেয়) বাব্বা, এরই নাম পলিটিক্যাল ইকনমি! ভূগোল—বাপরে বাপ—কী ভীষণ! জার্মান ভাষা—ভাবতে গেলেও শরীর শিউরে ওঠে।

(রেকাবের ওপরে একটা চিঠি নিয়ে মেরিম্যান ঢুকলো।)

মেরিম্যান। মিঃ আর্নেস্ট ওয়ার্দিং এইমাত্র স্টেশন থেকে এসে পৌঁচেছেন। সঙ্গে তার লাগেজ রয়েছে।

সিসিলী। 'মিঃ আর্নেস্ট ওয়ার্দিং, বি.৪, মিঃ অ্যালব্যানী, ডবলিউ'। আঙকল জ্যাকের ভাই! মিঃ ওয়ার্দিঙ শহরে এসেছেন এই কথাই বললে না?

মেরিম্যান। হ্যাঁ, মিস। তিনি বড় হতাশ হয়ে পড়েছেন বলে মনে হল। আপনি আর মিস প্রিজম যে বাগানে আছেন সেকথা তাঁকে আমি বলেছি। তিনি বললেন আপনার সঙ্গে নিভৃতে তিনি একটু কথা বলতে চান।

সিসিলী। মিঃ ওয়ার্দিংকে এখানে আসতে বল। তুমি বরং হাউস কিপারকে বল তাঁর জন্যে একখানা ঘর ঠিক করে রাখতে।

মেরিম্যান। আচ্ছা মিস। (চলে গেল)

সিসিলী। সত্যিকার দুষ্টু লোকের সঙ্গে এর আগে আমার কখনও আলাপ হয়

নি। আমার ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে ও হয়ত আর দশজন মানুষের মতই দেখতে হবে।

(অ্যালজারনন ঢুকলো ; দেখে মনে হল আহ্লাদে একেবারে ফেটে পড়েছে) সেই রকমই দেখতে বটে।)

অ্যালজি। (টুপী তুলে) নিশ্চয় তুমি আমার ক্ষুদে বোন সিসিলী।

সিসিলী। আপনি বিষম ভুল করছেন। আমি ক্ষুদে নই। সত্যি কথা বলতে কি, বয়সের তুলনায় আমি অনেক লম্বা। (অ্যালজারনন যেন একটু ঘাবড়ে যায়) কিন্তু আমিই আপনার খুড়তুতো বোন সিসিলী। আপনার কার্ড থেকে বুঝতে পারছি আপনি আঙকল জ্যাকের ভাই, আর্নেস্ট, দুষ্টু আর্নেস্ট।

অ্যালজি। ওঃ! আমি সত্যিই দুষ্টু নয়, কজিন সিসিলী। তুমি ভেব না আমি দুষ্টু।

সিসিলী। দুষ্টু না হলে তুমি আমাদের সঙ্গে এমনভাবে প্রতারণা করে আসছো যার কোন ক্ষমা নেই। আশা করি তুমি দ্বৈত জীবন যাপন কর না ; অর্থাৎ ভাল হয়েও নিজেকে তুমি খারাপ বলে প্রচার কর। একেই আমরা প্রতারণা বলি।

অ্যালজি। (অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে) ওঃ! মানে আমি কিঞ্চিৎ বেপরোয়া।

সিসিলী। শুনে খুশি হলাম।

অ্যালজি। তুমি বললে বলেই মনে হল—হ্যাঁ, সামর্থ্য অনুযায়ী যথেষ্ট দুষ্টু প্রকৃতির আমি ; যদিও সামর্থ্য আমার ক্ষুদ্র।

সিসিলী। যদিও সংবাদটা বেশ আনন্দের তবু অতটা গর্ব করা তোমার উচিৎ নয় বলেই মনে হয় আমার।

অ্যালজি। তোমার সঙ্গে এখানে থাকাটা আমার পক্ষে আরও আনন্দের।

সিসিলী। তুমি আদৌ এখানে এলে কেন বুঝতে পারছি নে। সোমবার বিকালের আগে আঙকল জর্জ ফিরছেন না।

অ্যালজি। ভীষণ খারাপ লাগছে আমার। সোমবার সকালের প্রথম ট্রেনে আমার ফেরার কথা। আমার একটা বিজিনেস অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রয়েছে যেটাকে আমি···না রাখার জন্যে উদগ্রীব।

সিসিলী। লণ্ডন ছাড়া অন্য কোথাও কি তুমি এই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে পার না ?

অ্যালজি। না, কাজটা আমার লণ্ডনেই।

সিসিলী। জীবনের সৌন্দর্য রাখতে গেলে বিজিনেস অ্যাপয়েন্টমেণ্ট না রাখার

প্রয়োজনীয়তা যে কত তা আমি জানি। কিন্তু তবু আমার মনে হয় আঙকল জ্যাক না আসা পর্যন্ত তোমার বরং এখানে থেকে যাওয়াটাই ভাল। আমি জানি তোমার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

অ্যালজি। আমার সঙ্গে কী ব্যাপারে?

সিসিলী। বিদেশ যাওয়ার। তিনি তোমার পোশাক কিনতে গিয়েছেন।

অ্যালজি। জ্যাক। কক্ষনো তাকে আমি আমার পোশাক কিনতে দেব না। নেকটাই সে মোটেই কিনতে পারে না।

সিসিলী। তোমার নেকটাই-এর দরকার রয়েছে বলে আমার মনে হয় না। আঙকল জ্যাক তোমাকে অস্ট্রেলিয়াতে পাঠাচ্ছেন।

অ্যালজি। অস্ট্রেলিয়া! সেখানে যাওয়ার চেয়ে আমার মরে যাওয়া ভাল।

সিসিলী। দেখ, বুধবার রাত্রিতে ডিনারে বসে তিনি বললেন যে তোমাকে ইহলোক, পরলোক, অথবা অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটিকে বাছাই ক'রে নিতে হবে।

অ্যালজি। বহুৎ আচ্ছা। অস্ট্রেলিয়া আর পরলোকের যতটুকু সংবাদ পেয়েছি তা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। কজিন সিসিলী, ইহলোকটাই আমার কাছে উপযুক্ত জায়গা।

সিসিলী। ঠিক কথা; কিন্তু তুমি কি ইহলোকের উপযুক্ত?

অ্যালজি। না। সেই জন্যেই তো তোমার সাহায্য আমি চাই। যদি কিছু মনে না কর তো আমাকে শোধরানোর ভার তুমিই নাও।

সিসিলী। আজ বিকালে সেরকম কোন সময় আমার হাতে নেই।

অ্যালজি। তাহলে আজ বিকালে আমি যদি নিজেকেই শোধরাই তাহলে কি তাতে কোন আপত্তি রয়েছে?

সিসিলী। কুইকসোট যা করেছিল শেষে তুমিও তা করবে না তো? তবু চেষ্টা করতে পার।

অ্যালজি। চেষ্টা করব। এরই মধ্যে আমার কিছুটা ভাল মনে হচ্ছে।

সিসিলী। তোমাকে বরং খারাপই দেখাচ্ছে।

অ্যালজি। তার কারণ আমি ক্ষুধার্ত।

সিসিলী। দেখ তো, কেমন বেহুঁশ আমি? আমার মনে রাখা উচিৎ ছিল যে কেউ যদি একেবারে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায় তাহলে তার প্রথম দরকার হচ্ছে নিয়মিত আর পুষ্টিকর খাবার। ভেতরে এস।

অ্যালজি। ধন্যবাদ; কিন্তু তার আগে কোটের বোতামে লাগানোর জন্যে

আমাকে একটা ফুল দেবে? বুকে ফুল না গুঁজলে আমার কোন খিদে হয় না।
সিসিলী। কী নেবে মারেক্যাল? (কাঁচি তুলে নেয়)
অ্যালজি। না; লাল গোলাপ।
সিসিলী। কেন? (ফুলটা কেটে নেয়)
অ্যালজি। কারণ কজিন সিসিলী, তুমি যে লাল গোলাপের মত।
সিসিলী। আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলাটা তোমার উচিৎ নয়। মিস প্রিজম আমাকে কখনও ওকথা বলেন না।
অ্যালজি। তাহলে মিস প্রিজম একটি অদূরদর্শিনী বৃদ্ধা ছাড়া আর কিছু নয়। (সিসিলী তার কোটের বোতামে ফুলটা গুঁজে দেয়) তোমার মত সুন্দর মেয়ে আর কোথাও আমি দেখিনি।
সসিলী। মিস প্রিজম বলেন সমস্ত সুন্দর চোখই জালের মত।
অ্যালজি। তাহলে সেই জালে বিশ্বের তাবৎ বিচারকরাই বাঁধা পড়তে উৎসুক।
সিসিলী। না, না; বাপু। বিবেচক পুরুষদের আমি আঁখি জালে বাঁধতে চাই নে। তাদের সঙ্গে আমি কী কথা বলব তাইতো জানিনে।

(তারা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। ঢুকে এল মিস প্রিজম আর ডঃ কেসুবল্)

মিস প্রিজম। প্রিয় ডক্টর কেসুবল্; আপনি বড় বেশী নিঃসঙ্গ। আপনার বিবাহ করা উচিৎ। মানুষকে যে পছন্দ করে না তাকে আমি বুঝতে পারি; কিন্তু যে নারীকে পছন্দ করে না তাকে বোঝার মত ক্ষমতা আমার নেই না, কোনদিন তাদের আমি বুঝতে পারি নে।
ডঃ কেসু। (পণ্ডিতের কাঁপুনির সঙ্গে) বিশ্বাস করুন, আপনার এই নতুন শব্দালঙ্কার প্রয়োগের উপযুক্ত আমি নই। আমাদের প্রাচীন গির্জার মত আর পথ দুটিই হচ্ছে বিবাহের পরিপন্থী।
মিস প্রিজম। (শব্দাড়ম্বরের সঙ্গে) প্রাচীন গির্জা আজ পর্যন্ত যে বেঁচে নেই তার কারণ বোধ হয় ওইটাই। তা ছাড়া, প্রিয় ডকটর, আপনি বোধ হয় ভাবতে পারেন নি যে ক্রমাগত একা থাকার ফলে, সাধারণের কাছে মানুষ একটি শাশ্বত প্রলোভনের বস্তু হয়ে ওঠে। অনেক সাবধান হওয়া উচিৎ মানুষের। বিয়ে না করলে দুর্বল মানুষরা অতি সহজেই বিপথে পরিচালিত হয়।
ডঃ কেসু। কিন্তু বিবাহিত পুরুষরা কি একই রকম আকর্ষণীয় হয় না?
মিস প্রিজম। নিজের স্ত্রীর কাছে ছাড়া কোন বিবাহিত পুরুষই অন্য মহিলার কাছে কোনদিনই আকর্ষণীয় নয়।

ডঃ কেস্থ। এবং এ-ও আমি শুনেছি যে নিজের স্ত্রীর কাছেও তার কোন আকর্ষণ থাকে না।

মিস প্রিজম। সেটা মহিলাদের বুদ্ধি আর সহানুভূতির ওপরে নির্ভর করে বেশী। পরিণত বুদ্ধির ওপরে সব সময়েই নির্ভর করা যায়। বিশ্বাস করা যায় পরিপক্কতাকে। যুবতীরা কাঁচা। (ডঃ কেস্থবল্ চমকে ওঠেন) গাছ-পালার উপমা দিয়ে কথা বললাম আমি। উপমাটা ফল থেকে সংগ্রহ করা। কিন্তু সিসিলী কোথায় ?

ডঃ কেস্থ। সম্ভবত স্কুল পর্যন্ত সে আমাদের পশ্চাৎধাবন করেছিল।

(বাগানের পেছন থেকে ধীরে-ধীরে জ্যাক এসে ঢোকে। তার দেহের ওপরে গভীর শোকের পোশাক—ক্রেপের কাপড়ে টুপীর ফিতে আর হাতে কালো দস্তানা।)

মিস প্রিজম। মিঃ ওয়ার্দিঙ।

ডঃ কেস্থ। মিঃ ওয়ার্দিঙ ?

মিস প্রিজম। সত্যিই কী আশ্চর্যের ব্যাপার! সোমবার বিকালের আগে আপনাকে আমরা আশাই করি নি।

জ্যাক। (গভীর দুঃখের ভঙ্গিতে মিস প্রিজমের করমর্দন ক'রে) ডঃ কেস্থবল্, যে দিন আসার ঠিক ছিল তার আগেই আমি ফিরেছি। আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন ?

ডঃ কেস্থ। প্রিয় মিঃ ওয়ার্দিঙ, আশা করি আপনার এই শোক পরিচ্ছদ কোন ভয়ঙ্কর বিপদের স্মারক চিহ্ন নয় ?

জ্যাক। আমার ভাই।

মিস প্রিজম। লজ্জাকর অমিতব্যয়ীতার ফলে আরও বেশী ঋণগ্রস্ত হয়েছেন ?

ডঃ কেস্থ। এখনও তিনি অস্বাস্থ্যকর আমোদ প্রমোদে দিন কাটাচ্ছেন ?

জ্যাক। (মাথা নেড়ে) মারা গিয়েছে !

ডঃ কেস্থ। আপনার ভাই আর্নেস্ট মারা গিয়েছে ?

জ্যাক। একেবারে।

মিস প্রিজম। কী শিক্ষাই না তাঁর হল ? আশা করি এতে তাঁর লাভই হবে।

ডঃ কেস্থ। মিঃ ওয়ার্দিঙ, আমার অকৃত্রিম দুঃখ আর সমবেদনা গ্রহণ করুন। ভাই হিসাবে আপনি যে সব সময় উদার আর ক্ষমাশীল ছিলেন এটা জেনে আপনি অন্তত কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারেন।

জ্যাক। বেচারা আর্নেস্ট! তার দোষ অনেক ছিল; তবু ব্যাপারটা বড় দুঃখের; বড় আঘাত লেগেছে আমার বুকে।

ডঃ কেসু। সত্যিই খুব দুঃখের। শেষ সময়টা আপনি কি তাঁর কাছেই ছিলেন?

জ্যাক। না। দেশের বাইরে সে মারা গিয়েছে। প্যারিসে। গ্র্যানড হোটেলের ম্যানেজারের কাছ থেকে কাল রাত্রিতে আমি টেলিগ্রাম পেলাম।

ডঃ কেসু। কিসে তাঁর মৃত্যু হল সে সম্বন্ধে কিছু লেখা ছিল তাতে?

জ্যাক। মনে হচ্ছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

মিস প্রিজম। যেমন কাজ তার তেমনি ফল।

ডঃ কেসু। (ওপরে হাত তুলে) উদারতা, মিস প্রিজম, উদারতা। আমাদের কেউ নির্দোষ নয়। উত্তাল বায়ুতরঙ্গ আমারই স্বাস্থ্যের ওপরে চাপসৃষ্টি করে। শেষ কাজটা এখানে হবে তো?

জ্যাক। না। প্যারিসেই যাতে তাকে সমাধিস্থ করা হয় এইটাই নাকি তার শেষ ইচ্ছা ছিল।

ডঃ কেসু। প্যারিসে! (ঘাড় নেড়ে) আমার ধারণা এই ইচ্ছাটা তাঁর প্রকৃতিস্থ মনের পরিচায়ক নয়। পরের রবিবার আপনার এই ছোট বিয়োগটির সম্বন্ধে কিছু বললে হয়ত আপনার আপত্তি হবে না। (জ্যাক কাঁপতে কাঁপতে নিজের হাত দুটো কচলায়) আরবের মরুপ্রান্তরে যীশু ইহুদীদের যে খাবার দিয়েছিলেন তারই ওপরে আমার ধর্মোপদেশ আনন্দ অথবা দুঃখ সব সময়েই সমানভাবে প্রযোজ্য। (সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ফসল তোলার উৎসবে, নামকরণের উৎসবে, অপমানের দিনে, আনন্দের দিনে—যে কোন উৎসব অথবা শোকসভাতে আমি এই বাণী প্রচার করেছি। উঁচু সমাজের অসন্তোষ দূরীকরণ সমিতির যে সমাবেশ ক্যাথিড্রেল-এ হয়েছিল সেইখানেই আমি এই বাণীটা শেষ প্রচার করেছি। সেই বক্তৃতায় যেসব উদাহরণের উদ্ধৃতি আমি দিয়েছিলাম তা শুনে বিশপ—তিনিও সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন—বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

জ্যাক। আঃ! মনে পড়েছে। আপনি নতুন নামকরণের কথা বললেন না, ডঃ কেসুবল্? অর্থাৎ, নতুন নামকরণে নিশ্চয় আপনার দক্ষতা রয়েছে, তাই না? (ডঃ কেসুবল্ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকেন) অর্থাৎ, আপনি ক্রমাগত নতুন নামকরণ করে যাচ্ছেন—এই তো?

মিস প্রিজম। আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি, গির্জায় ওইটাই প্রায় দৈনন্দিন কাজ। এই বিষয়টা নিয়ে দরিদ্রদের সঙ্গে প্রায় আমি আলোচনা করেছি। কিন্তু মিতব্যয়ীতা কাকে বলে তারা তা জানে না বলেই মনে হয় আমার।

ডঃ কেসু। মিঃ ওয়ার্দিঙ, আপনার ঘরে কি কোন বাচ্চা রয়েছে যার নামকরণে আপনি আগ্রহী? যতদূর জানি, আপনার ভাই অবিবাহিত ছিলেন। তাই না?

জ্যাক। হ্যাঁ, নিশ্চয়।

মিস প্রিজম। (তিক্তভাবে) যারা কেবল আনন্দ করার জন্যেই বেঁচে থাকে তারাই সাধারণত বিয়ে করে না।

জ্যাক। প্রিয় ডক্টর, এর ভেতরে কোন শিশু নেই। শিশুদের আমি বড় ভক্ত। না! আসল কথাটা হচ্ছে আমি নিজেরই নতুন নামকরণ করতে চাই—আজই বিকালে—যদি অবশ্য আরও ভাল কাজ আপনার হাতে না থাকে।

ডঃ কেসু। কিন্তু মিঃ ওয়ার্দিঙ, আপনার নামকরণ উৎসব তো আগেই হয়ে গিয়েছে।

জ্যাক। সে-সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে নেই।

ডঃ কেসু। কিন্তু সেবিষয়ে আপনার কী কোন সন্দেহ রয়েছে? মানে, গভীর সন্দেহ?

জ্যাক। যে-কোন কারণেই হোক, নামটা আমি রাখতে চাই। এতে আপনার অসুবিধে হবে কি না, অথবা, আমার ভীমরতি হয়েছে বলে ভাবছেন কিনা সেকথা অবশ্য আমি জানি নে।

ডঃ কেসু। না, না। মোটেই তা নয়। বিশুদ্ধ জল ছিটানো অথবা বৃদ্ধদের স্নান করানো একটা যে শাস্ত্রোক্ত ব্যাপার সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

জ্যাক। স্নান করানোর কী কথা বলছেন!

কেসু। কোন ভয় নেই আপনার। প্রয়োজনটা হচ্ছে মন্ত্রঃপূত জল মাথায় ছিটানো। আমার মতে সেইটাই উচিৎ। আমাদের আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন করতে হয়। ঠিক কখন আপনি এই অনুষ্ঠানটা করতে চান?

জ্যাক। আপনার যদি অসুবিধে না হয় তাহলে আজ বিকেল পাঁচটায়।

কেসু। ঠিক আছে, ঠিক আছে। সত্যি কথা বলতে কি ওই সময়ে ওই জাতীয় আরও দুটো অনুষ্ঠানে আমাকে পৌরহিত্য করতে হবে। আপনার জমিদারীর একপ্রান্তে আরও এক বাড়ীতে একজনের যমজ সন্তান হয়েছে। অনুষ্ঠানটা তাদেরই। লোকটি হচ্ছে দরিদ্র গাড়োয়ান জেনকিনস; কঠোর

পরিশ্রম করে লোকটি।

জ্যাক। অন্য শিশুদের সঙ্গে আমার নামকরণের মধ্যে খুব একটা মজা নেই। ব্যাপারটা আমার দিক থেকে ছেলেমানুষী হবে। সাড়ে পাঁচটা হলে কেমন হয়?

কেস্ন্। খুব ভাল, খুব ভাল। (হাত ঘড়িটা বার করেন) এখন মিঃ ওর্যাদিং, আপনার এই শোক জর্জরিত গৃহে আর বেশীক্ষণ আমি অপেক্ষা করব না। দুঃখে যাতে বেশী ভেঙে না পড়েন সেই অনুরোধই আমি আপনাকে করব। যা আমাদের কাছে তিক্ত পরীক্ষা বলে মনে হয় সেইটাই অনেক সময় শেষ পর্যন্ত দেবতার আশীর্বাদে পরিণত হয়।

(ঘরের ভেতর থেকে সিসিলী এসে ঢুকলো)

সিসিলী। আঙ্কল জ্যাক! তুমি ফিরে এসেছ দেখে কী আনন্দই না আমার হচ্ছে। কিন্তু একী পোশাক পরেছ! যাও যাও, খুলে ফেল।

মিস প্রিজম। সিসিলী।

কেস্ন্। আহা, বাছা! (সিসিলী জ্যাকের দিকে এগিয়ে যায়; দুঃখের ভঙ্গিতে জ্যাক তার কপালে চুমু খায়।)

সিসিলী। কী ব্যাপার, আঙ্কল জ্যাক? একটু হাস। মনে হচ্ছে তোমার যেন দাঁত কনকন করছে। তোমাকে আমি চমকে দেব। আমাদের ডাইনিঙ রুমে কে বসে রয়েছে বলত? তোমার ভাই।

জ্যাক। কে?

সিসিলী। তোমার ভাই আর্নেস্ট। আধঘণ্টা আগে তিনি এসে পৌচেছেন।

জ্যাক। কী আবোল তাবোল বকছ? আমার কোন ভাই নেই।

সিসিলী। না, না, ওকথা বলো না। আগে তোমার সঙ্গে তিনি যত খারাপ ব্যবহারই করুন না কেন, তবু তিনি তোমার ভাই। ভাই বলে তাকে অস্বীকার করার মত হৃদয়হীন তুমি নও। আমি তাঁকে আসতে বলছি। তুমি তাঁর করমর্দন করবে—করবে না? (ঘরের ভেতরে ছুটে গেল)

কেস্ন্। এটা বেশ আনন্দের সংবাদ।

মিস প্রিজম। তাঁর মৃত্যুটাকে গভীর দুঃখের সঙ্গে মেনে নেওয়ার পরে হঠাৎ তাঁর বেঁচে থাকার সংবাদটা আমার মনটাকে বিশেষভাবে দমিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে হাস্যকর আর কিছু রয়েছে ব'লে আমার জানা নেই।

(হাত ধরাধরি করে অ্যালজারনন আর সিসিলী ঢুকলো। ধীরে-ধীরে

তারা জ্যাকের কাছে এসে দাঁড়ালো।)

জ্যাক। হায় ভগবান! (ইঙ্গিতে অ্যালজারননকে সরে যেতে বলল।)

অ্যালজি। ভাই জন; তোমাকে অনেক কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি খুব দুঃখিত এই কথাটা বলার জন্যে শহর থেকে আমি এখানে এসেছি। সেই সঙ্গে এটাও বলতে এসেছি যে এখন থেকে আমি ভাল হব। (জ্যাক কটমট করে তার দিকে চেয়ে থাকে; কিন্তু তার করমর্দন করে না।)

সিসিলী। আঙ্কল জ্যাক, তোমার ভাই-এর করমর্দন করতে নিশ্চয় তুমি অস্বীকার করবে না?

জ্যাক। কোন কিছুর লোভেই ওর হাত আমি স্পর্শ করব না। ওর এখানে আসাটা আমি খুব অপমানজনক বলে মনে করছি। কেন, তা-ও বেশ ভালভাবেই জানে।

সিসিলী। আঙ্কল জ্যাক, একটু ভাল ক'রে কথা বল। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু-না-কিছু ভাল আছে। আর্নেস্ট এইমাত্র তার দুঃস্থ পঙ্গু বন্ধু বানবারির কথা বলছিল। তার বাড়ীতে প্রায়ই ওকে যেতে হয়। যে মানুষ তার পঙ্গু বন্ধুকে এত ভালবাসে, যে তার যন্ত্রণাকাতর বিছানার পাশে বসার জন্যে লণ্ডন শহরের আনন্দ ছেড়ে চলে আসতে পারে তার মধ্যে অনেক ভাল রয়েছে।

জ্যাক। হায় ভগবান, ও তোমাকে বানবারির কথা বলছিল বুঝি?

সিসিলী। হ্যাঁ, হ্যাঁ; দুঃস্থ বানবারির সম্বন্ধে স-ব আমাকে ও বলেছে; ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য যে খুব খারাপ সেকথাও।

জ্যাক। বানবারি! শোন, ও তোমাকে বানবারি বা অন্য কারও বিষয়ে কোন কথা বলুক তা আমি চাই নে। যে-কোন মানুষই ওই গল্প শুনলে পাগল হয়ে যাবে।

অ্যালজি। অবশ্য দোষগুলি সবই যে আমার দিক থেকে একতরফা সেকথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু এ কথাও বলতে আমি বাধ্য যে ভাই জনের এই রকম ঠাণ্ডা ব্যবহার আমার কাছে বড়ই পীড়াদায়ক। আশা করেছিলাম আমাকে ও বেশ আনন্দের সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানাবে—বিশেষ করে যখন এখানে আমার এই প্রথম আগমন।

সিসিলী। আঙ্কল জ্যাক; তুমি যদি আর্নেস্টের সঙ্গে করমর্দন না কর তাহলে আমি তোমাকে কোন দিনই ক্ষমা করব না।

জ্যাক। কোন দিন না?

সিসিলী। না—না—না। কোনদিনই না।

জ্যাক। ঠিক আছে। এই আমার শেষ। (অ্যালজারননের সঙ্গে করমর্দন ক'রে তার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে থাকে।)

কেম্ব। এইভাবে দু'ভাই-এর পুনর্মিলন চোখে দেখাটা বড়ই আনন্দের—তাই না? এখন দু'ভাইকে একলা রেখে আমাদের চলে যাওয়াই উচিৎ ব'লে আমি মনে করি।

মিস প্রিজম। সিসিলী, আমাদের সঙ্গে এস।

সিসিলী। নিশ্চয়, মিস প্রিজম। পুনর্মিলনের ক্ষুদ্র কাজ আমার শেষ হয়েছে।

কেম্ব। বাছা, তুমি আজ অদ্ভুৎ সুন্দর একটি কাজ করেছ।

মিস প্রিজম। অত তাড়াতাড়ি কারও কাজের রায় দেওয়াটা আমাদের উচিৎ নয়।

সিসিলী। আমি খুব খুশি হয়েছি। (জ্যাক আর অ্যালজারনন ছাড়া সবাই চলে যায়।)

জ্যাক। অ্যালজি, তুমি একটা স্কাউনড্রেল। যত শীঘ্রি পার এখান থেকে বিদেয় হও। এখানে বানবারিগিরি করতে কখনই তোমাকে আমি দেব না।

(মেরিম্যানের প্রবেশ)

মেরিম্যান। স্যার, আপনার ঘরের পাশের ঘরে আমি মিঃ আর্নেস্টের জিনিস-পত্র রেখে দিয়েছি।

জ্যাক। কী!

মেরিম্যান। মিঃ আর্নেস্টের লাগেজ, স্যার। সব জিনিস বার করে আপনার পাশের ঘরে রেখেছি।

জ্যাক। ওর লাগেজ?

মেরিম্যান। হ্যাঁ স্যার। তিনটে বাক্স, একটা ড্রেসিং কেস, টুপী রাখার দুটো বাক্স; বেশ বড় একটা লাঞ্চের ঝুড়ি।

অ্যালজি। এবারে এক সপ্তাহের বেশী আমি এখানে থাকতে পারব না সেকথা বলে দিচ্ছি।

জ্যাক। মেরিম্যান, কুকুরে-টানা গাড়ীকে এখনই ঠিক করতে বল। মিঃ আর্নেস্টকে হঠাৎ শহরে ফিরে যেতে হবে।

মেরিম্যান। যাচ্ছি স্যার। (চলে যায়)

অ্যালজি। জ্যাক, কী ভীষণ মিথ্যেবাদী তুমি! শহর থেকে কেউ আমাকে

ডেকে পাঠায় নি।

জ্যাক। হ্যাঁ, পাঠিয়েছে।

অ্যালজি। সেকথা আমি শুনি নি। কেউ আমাকে ডাকে নি।

জ্যাক। তুমি যদি ভদ্রলোক হও তাহলে সে ডাক তুমি শুনতে পাবে।

অ্যালজি। ভদ্রলোক হিসাবে আমার কর্তব্যবোধ কখনও আমার আমোদ প্রমোদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র বিরোধীতা করে নি।

জ্যাক। সেটা আমি ভালভাবেই বুঝতে পারছি।

অ্যালজি। যাই বল, বড় সুন্দর মেয়ে এই সিসিলী।

জ্যাক। মিস কারডুর সম্বন্ধে ও ভাষায় কথা বলাটা আমি পছন্দ করছি নে।

অ্যালজি। তোমার পোশাকও পছন্দ করছি নে আমি। ওই পোশাকে তোমাকে দেখলে লোকের হাসি সংবরণ করা কষ্টকর হবে। এমন সঙের মত দাঁড়িয়ে কেন? যাও, পোশাক ছেড়ে এস। তোমারই বাড়ীতে যে মানুষটা তোমারই অতিথি হিসাবে এক সপ্তাহ থাকবে তার জন্যে শোক প্রকাশ করাটা নিছক মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। এটাকে আমি কিম্ভূতকিমাকার বলি।

জ্যাক। একটা সপ্তাহ আমার বাড়ীতে অতিথি বা অন্য কিছু হিসাবে তুমি এখানে থাকছো না। তোমাকে চলে যেতেই হবে···আজই··· চারটে পাঁচের ট্রেনে।

অ্যালজি। তোমার গায়ে যতক্ষণ ওই শোক চিহ্ন রয়েছে ততক্ষণ কিছুতেই আমি নড়ছি নে। নড়লে বন্ধুজনোচিত কাজ হবে না আমার। আমার যদি শোক হোত, তাহলে তুমি নিশ্চয় আমার পাশে থাকতে।

জ্যাক। আমি যদি এই পোশাক পালটাই তাহলে কি তুমি বিদায় হবে?

অ্যালজি। হব—যদি পোশাক পালটাতে তোমার দেরী না হয়। এতক্ষণ ধরে পোশাক পরার পরে এত হতকুচ্ছিত দেখতে হয় তোমার মত এরকম মানুষ আমার চোখে আর পড়ে নি।

জ্যাক। যাই বল, তোমার মত সব সময় দেহের উপরে বেশীমাত্রায় পোশাক চড়ানোর চেয়ে এ অনেক ভাল।

অ্যালজি। মাঝে-মাঝে পোশাকের কিছুটা আতিশয্য আমার হলেও, অতিরিক্ত শিক্ষার পলেস্তারা দিয়ে সব সময় সেটাকে আমি ঢেকে দিই।

জ্যাক। তোমার দম্ভ হাস্যকর; তোমার চাল-চলন দস্তুরমত অশালীন; আমার বাগানে তোমার উপস্থিতি রীতিমত অভাবনীয়। যাই হোক, চারটে-

পাঁচ তোমাকে ধরতেই হবে; আশা করি শহরের যাত্রাটি তোমার মনোরম হবে। তোমার "বানবারিগিরি"—যে-নামে তুমি একে চিহ্নিত করেছ—মোটেই সফল হল না।

(ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।)

অ্যালজি। আমার বিশ্বাস, আমার এই অভিযান সার্থক হয়েছে। সিসিলীর প্রেমে পড়েছি আমি। তাইত যথেষ্ট। (বাগানের পেছনে সিসিলী ঢুকলো। একটা জলের পাত্র তুলে নিয়ে সে গাছের ওপরে জল ছিটোতে লাগলো।) কিন্তু চলে যাওয়ার আগে তার সঙ্গে একবার আমাকে দেখা করতেই হবে। আর একবার যাতে দেখা হয় সে-ব্যবস্থা করতে হবে তো। আ; ওই যে!

সিসিলী। গোলাপ গাছে জল দেওয়ার জন্যেই কেবল আসতে হল আমাকে। ভেবেছিলাম তুমি আঙ্কল জ্যাকের সঙ্গে গল্প করছ।

অ্যালজি। তিনি আমার জন্য কুকুর-ঠেলা গাড়ীর ব্যবস্থা করতে গিয়েছেন।

সিসিলী। ওঃ; তিনি তোমাকে বুঝি বেড়াতে নিয়ে যাবেন?

অ্যালজি। তিনি আমাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

সিসিলী। তাহলে আমাদের ছেড়ে যেতে হবে?

অ্যালজি। আমারও তাই মনে হয়। এ-বিদায় বড় যন্ত্রণাদায়ক।

সিসিলী। অল্প সময়ের জন্যে যাদের পরিচয় হয়েছে তাদের কাছে এরকম বিদায় সব সময়ে যন্ত্রণাদায়ক। পুরানো বন্ধুদের অনুপস্থিতি মানুষ মনের প্রশান্তি দিয়ে মেনে নিতে পারে; কিন্তু সদ্য পরিচয়ের পরে যদি বন্ধুবিচ্ছেদ হয় তাহলে সে-কষ্ট সহ্য করা সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অ্যালজি। ধন্যবাদ। (মেরিম্যান ঢুকলো)

মেরিম্যান। গাড়ী তৈরি স্যার।

(অ্যালজারনন সিসিলীর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।)

সিসিলী। কিছুক্ষণ…মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে বল মেরিম্যান।

মেরিম্যান। আচ্ছা, মিস। (চলে যায়)

অ্যালজি। সিসিলী, আমি যদি বলি সব দিক থেকেই তুমি সুন্দরী—মানে, মূর্তিমতী সৌন্দর্য আর নিষ্কলুষ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক তাহলে আশা করি তুমি আমার উপর রাগ করবে না।

সিসিলী। এই স্পষ্টবাদীতা তোমারই মনের সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে, আর্নেস্ট। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে আমার ডায়েরীতে তোমার এই

মন্তব্যটা আমি টুকে রাখবো। (টেবিলের ধারে গিয়ে ডায়েরীতে লিখতে লাগল)

অ্যালজি। সত্যিই কি তুমি ডায়েরী রাখ? ওটা দেখার জন্যে সব কিছু হারাতে রাজি রয়েছি। একবার দেখতে দেবে?

সিসিলী। না, না—পড়ো না। (ডায়েরীর ওপরে হাত চাপা দেয়) দেখতেই পাচ্ছ একটি যুবতীর নিজস্ব চিন্তা আর ভাবধারার কড়চা এখানে রয়েছে; আর সেই জন্যেই এটি প্রকাশিতব্য। বই-এর আকারে এটা যখন বাজারে বেরোবে, তখন এর একখানা কপি আশা করি তুমি কিনবে। কিন্তু আর্নেস্ট, তুমি চুপ করে থেকো না—বলে যাও। অন্য লোকের মুখের কথা টুকতে আমি বড় ভালবাসি—বলে যাও, "পরিপূর্ণতার মূর্ত প্রতীক"এ এসে আমি থেমে গিয়েছি। আরও বল, লেখার জন্যে আমি তৈরি।

অ্যালজি। (থাবড়িয়ে গিয়ে) খুঁক···খুঁক ··

সিসিলী। কেশো না আর্নেস্ট। ডিকটেশন দেওয়ার সময় ঝরঝর করে বলে যাবে; খুঁক-খুঁক করে কাশবে না। তা ছাড়া, 'কাশি' শব্দটা বানান করতে আমি জানি নে। (অ্যালজারনন বলে যায়; সে লেখে।)

অ্যালজি। (খুব তাড়াতাড়ি ক'রে বলে যায়) সিসিলী, তোমার ওই অপরূপ আর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৌন্দর্য যেদিন থেকে আমার চোখে পড়েছে সেদিন থেকে তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি—মানে, সে-ভালবাসা আমার উদ্দাম, আরণ্যক, আর আশাহীন—আত্মদানের প্রতীক···

সিসিলী। তুমি আমাকে গভীরভাবে, উদ্দামভাবে, আর সেই সঙ্গে আশাহীন-ভাবে ভালবাস একথা নিশ্চয় আমাকে তুমি বলতে চাও না। 'আশাহীন' কথাটা এখানে ঠিক মানাচ্ছে না। কী বল?

অ্যালজি। সিসিলী!

(মেরিম্যান এসে ঢুকলো)

মেরিম্যান। গাড়ী অপেক্ষা করছে স্যার।

অ্যালজি। আগামী সপ্তাহে আসতে বল; ঠিক এই সময়।

মেরিম্যান। (সিসিলীর দিকে তাকিয়ে রইল; সিসিলী কোন উত্তর দিল না) আচ্ছা, স্যার। (মেরিম্যান চলে যায়)

সিসিলী। তুমি যদি আগামী সপ্তাহে ঠিক এই সময় পর্যন্ত থাক তাহলে আঙ্কল জ্যাক খুব রাগ করবেন।

অ্যালজি। জ্যাকের রাগ করা না করা আমি গ্রাহ্য করি নে; একমাত্র তোমাকে ছাড়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর কাউকেই আমি গ্রাহ্য করি নে। সিসিলী, তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি আমাকে বিয়ে করবে; করবে না?

সিসিলী। আচ্ছা বোকা ছেলে তো? বিয়ে করব না আবার? অবশ্যই করব। গত তিন মাস ধরে আমরা এনগেজড হয়ে রয়েছি।

অ্যালজি। গত তিনমাস?

সিসিলী। হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার ঠিক তিন মাস হবে।

অ্যালজি। কিন্তু কী ক'রে এটা সম্ভব হল বল তো?

সিসিলী। কেন? যেদিন আঙ্কল জ্যাক আমাদের বললেন যে তাঁর একটি দুষ্ট আর বদ স্বভাবের ভাই রয়েছে—সেদিন থেকে মিস প্রিজম আর আমার মধ্যে তোমার সম্বন্ধে বেশ আলোচনা হোত। আর যার সম্বন্ধে লোকে খুব আলোচনা করে সে নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় হ'তে বাধ্য। মানুষে মনে করে তার মধ্যে নিশ্চয় কোন বিশেষ গুণ রয়েছে। এটা চিন্তা করা অবশ্য আমার পক্ষে বোকামি হয়েছিল; তবু, আর্নেস্ট, তোমাকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম।

অ্যালজি। ডারলিঙ! আর কখন আমাদের এনগেজমেণ্টটা পাকা হল?

সিসিলী। গত চোদ্দই ফেব্রুয়ারী। তুমি যে আমার অস্তিত্বের কথা জান না এটা ভেবে-ভেবে ক্লান্ত আর বিপর্যস্ত হয়ে একদিন আমি ঠিক করে ফেললাম যে একটা এস্পার-ওস্পার আমাকে করতেই হবে; এবং নিজের সঙ্গে অনেক ধস্তাধস্তির পরে এই বুড়ো গাছটার তলায় তোমাকে স্বামী হিসাবে আমি বরণ করে নিলাম। পরের দিনই তোমার নাম ক'রে এই আঙটিটা কিনে ফেললাম আর তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম যে প্রেমিকের স্মারকচিহ্ন হিসাবে এই ছোট বালাটা আমি হাতে পরে থাকবো।

অ্যালজি। বড় সুন্দর বালা। এটা কি তোমাকে আমি দিয়েছিলাম?

সিসিলী। হ্যাঁ। আর্নেস্ট, তোমার রুচিটা বড় চমৎকার। তোমার অসৎ জীবন-যাপনের অজুহাত হিসাবে এইটাই আমি সকলের কাছে বলেছি। আর এই বাক্সে তোমার লেখা সব প্রেমপত্রগুলিকে আমি রেখে দিয়েছি। (টেবিলের ধারে হাঁটু মুড়ে বসে একটা বাক্স খুলে তার ভেতর থেকে নীল ফিতেতে মোড়া একগোছা চিঠি বার করল।)

অ্যালজি। আমার চিঠি! কিন্তু সিসিলী, আমি তো কোনদিন তোমাকে চিঠি লিখি নি।

সিসিলী। আর্নেস্ট, সেকথা আমাকে তোমার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। বেশ মনে আছে, তোমার হয়ে তোমার চিঠি আমি নিজেই লিখতে বাধ্য হয়েছি। সপ্তাহে আমি তিনটে করে চিঠি লিখতাম; মাঝে-মাঝে বেশীও।

অ্যালজি। দেখি, দেখি—আমাকে পড়তে দাও।

সিসিলী। উঁহু! পড়লে, তোমার বুক আরও ফুলে উঠবে। (বাক্সটাকে ঢুকিয়ে রাখলো) তোমার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট ভেঙে ফেলার পরে তিনটি চিঠি তুমি আমাকে লিখেছিলে। সেগুলি এত সুন্দর, আর এত বানান ভুলে ভরা যে এখনও সেগুলি পড়তে গেলে না কেঁদে আমি পারি নে।

অ্যালজি। কিন্তু আমাদের এনগেজমেণ্ট কি সত্যি-সত্যিই কখনও ভেঙে গিয়েছিল?

সিসিলী। অবশ্যই ভেঙেছিল। বাইশে মার্চ। ইচ্ছে হলে তুমি দেখতে পার। (ডায়েরীটা দেখালো) দেখ, কী লেখা রয়েছে: আজ আমি আর্নেস্টের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট ভেঙে দিলাম। ভেঙে ফেলাই ভাল বলে মনে হল আমার। আবহাওয়াটা বড় চমৎকার চলেছে।

অ্যালজি। কিন্তু ওটা ভাঙলে কেন? কী করেছিলাম আমি? আমি তো কিছুই করি নি। সিসিলী, তুমি এনগেজমেণ্ট ভেঙে ফেলেছিলে শুনে আমি খুব আঘাত পেয়েছি। বিশেষ করে আবহাওয়াটা যখন অত চমৎকার ছিল।

সিসিলী। এনগেজমেণ্টটা অন্তত একবার যদি আমি ভেঙে না ফেলতাম ওটা মোটেই সিরিয়াস হোত না। কিন্তু একটা সপ্তাহ শেষ হওয়ার আগেই তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি।

অ্যালজি। (তার কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে) তুমি একটি এনজেল, সিসিলী।

সিসিলী। তুমি আমার প্রিয় রোমাণ্টিক ছেলে! (অ্যালজারনন তাকে চুমু খায়, সিসিলী তার মাথার ওপরে আঙুল বোলায়) মনে হচ্ছে তোমার চুলগুলো স্বাভাবিক ভাবেই কোঁকড়ানো, তাই না?

অ্যালজি। হ্যাঁ, ডারলিঙ! কারও সাহায্য ছাড়াই।

সিসিলী। আমি খুব খুশি হয়েছি।

অ্যালজি। আর কখনও তুমি এনগেজমেণ্ট ভাঙবে না, সিসিলী?

সিসিলী। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে আর তা সম্ভব হবে না বলেই আমার মনে হচ্ছে। তাছাড়া, তোমার নামটাও রয়েছে।

অ্যালজি। হ্যাঁ, হ্যাঁ; সেকথাও অবশ্য ঠিক। (ভয় পেয়ে)

সিসিলী। তুমি হেস না ভায়লিও। কিন্তু বলতে পার ছেলেমাহুষী, আমার কেমন যেন একটা স্বপ্ন ছিল যে আর্নেস্ট বলে কাউকে আমি ভালবাসব। (অ্যালজারনন আর সিসিলী দুজনেই উঠে দাঁড়ায়) ওই নামটার মধ্যে এমন একটা জিনিস রয়েছে যেটা মানুষের মনে সম্পূর্ণ আস্থা জাগায়। যে সব বিবাহিতা মহিলাদের স্বামীর নাম আর্নেস্ট নয় তাদের আমি করুণার চক্ষে দেখি।

অ্যালজি। কিন্তু প্রিয়তমে, তুমি কি বলতে চাও যে আমার নাম আর্নেস্ট না হয়ে অন্য কিছু হলে আমাকে তুমি ভালবাসতে না?

সিসিলী। যথা?

অ্যালজি। ধর, আমার নাম যদি অ্যালজারনন হয়…

সিসিলী। কিন্তু ও-নামটা আমার মোটেই পছন্দ না।

অ্যালজি। কিন্তু প্রিয়তমে, অ্যালজারননে তোমার কী আপত্তি থাকতে পারে তা আমার মাথায় ঢুকছে না। নামটা মোটেই খারাপ নয; বরং অভিজাত। যে-সব লোক দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখিয়েছে তাদের প্রায় অর্দ্ধেকের নামই হচ্ছে অ্যালজারনন। কিন্তু সত্যি বলছি, সিসিলী ··(কাছে এগিয়ে গিয়ে) যদি আমার নাম অ্যালজি হয়, তাহলেও তুমি আমাকে ভালবাসতে পার না?

সিসিলী। (উঠে) আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করতে পারি, আর্নেস্ট; আমি তোমার চরিত্রের প্রশংসা করতে পারি—কিন্তু আমি তোমাকে আমার মন দিতে পারব না।

অ্যালজি। আহেম! সিসিলী! (টুপীটা তুলে নিয়ে) তোমার রেকটর এসে গিয়েছেন। গির্জার সব কিছু উৎসব আর অনুষ্ঠানে তিনি নাকি বেশ অভিজ্ঞ ব্যক্তি?

সিসিলী। ও, হ্যাঁ। ডঃ কেসুবল, সত্যিকারের বিজ্ঞ মানুষ। তিনি একখানাও বই লেখেন নি; তাহলেই বুঝতে পারছ তিনি কত জানেন।

অ্যালজি। একটা জরুরী নামকরণের জন্যে এখনই একবার তাঁকে আমার দরকার—অর্থাৎ, কাজটা অত্যন্ত জরুরী।

সিসিলী। তাই বুঝি?

অ্যালজি। আধঘণ্টার বেশী দেরি হবে না আমার।

সিসিলী। চোদ্দই ফেব্রুয়ারী আমাদের এনগেজমেন্ট হয়েছে; এবং তারপরে এই প্রথম তোমায় সঙ্গে আমার দেখা। এই দুটো কথা মনে রেখে আধঘণ্টার

এত দীর্ঘ সময় তুমি আমাকে ছেড়ে থাকবে এটা ভাবতে আমার পক্ষে বেশ কষ্টকর লাগছে। এই আধঘণ্টাকে কুড়ি মিনিটে নামানো যায় না ?

অ্যালজি। আমি এখনই আসছি। (তাকে চুমু খেয়ে দৌড়ে বাগান থেকে বেরিয়ে গেল)

সিসিলী। কী প্রাণবান ছেলে রে বাবা ! ওর চুলগুলি আমার বেশ ভাল লাগে। ওর প্রস্তাবটা ডায়েরীতে লিখে রাখি।

(মেরিম্যান ঢুকলো)

মেরিম্যান। কে একজন মিস ফেয়ারফ্যাকস্ মিঃ ওয়ার্দিঙ-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি বলছেন, ব্যাপারটা খুবই জরুরী।

সিসিলী। মিঃ ওয়ার্দিঙ কি তাঁর লাইব্রেরীতে ?

মেরিম্যান। কিছুক্ষণ আগে তিনি রেকটরীর দিকে বেরিয়ে গিয়েছেন।

সিসিলী। ভদ্রমহিলাকে এখানে আসতে বল। মিঃ ওয়ার্দিঙ নিশ্চয় খুব তাড়াতাড়ি ফিরবেন। চা নিয়ে এস এবারে।

মেরিম্যান। ইয়েস, মিস। (বেরিয়ে গেল)

সিসিলী। মিস ফেয়ারফ্যাকস্। আমার মনে হয় লণ্ডনে আঙ্কল জ্যাক যে-সব জনহিতকর কাজ ক'রে থাকেন সেই কাজের সঙ্গেই জড়িত কোন বৃদ্ধা মহিলা হবেন। জনহিতকর কাজের সঙ্গে যে-সব মহিলা জড়িত তাঁদের আমার ভাল লাগে না।

(মেরিম্যান ঢুকলো)

মেরিম্যান। মিস ফেয়ারফ্যাকস্।

(গিয়েনডোলেন ঢুকলো ; মেরিম্যান বেরিয়ে গেল)

সিসিলী। (অভ্যর্থনা করার জন্যে এগিয়ে গিয়ে) আমার পরিচয়টা আমিই দিই, আমার নাম হচ্ছে সিসিলী কারডু।

গিয়েন। সিসিলী কারডু ? (এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করে) কী মিষ্টি নাম ! আমার যেন মনে হচ্ছে আমরা দুজনে প্রাণের বন্ধু হ'তে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই তোমাকে আমি এত ভালবেসে ফেলেছি যে মুখে তা প্রকাশ করতে পারছি নে। প্রথম দর্শনেই মানুষের ওপরে আমার যা ধারণা জন্মায় তা কখনও ভুল হয় না।

সিসিলী। এত অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে আপনার ভাল লাগাটা সত্যিই কী চমৎকার ! দয়া করে বসুন।

গিয়েন। (তথাপি দাঁড়িয়ে থেকে) তোমাকে সিসিলী বলে ডাকতে পারি ?

সিসিলী। খুব আনন্দের সঙ্গে।

গিয়েন। এবং তুমি আমাকে সব সময় গিয়েনডোলেন ব'লে ডাকবে, কেমন?

সিসিলী। তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয়।

গিয়েন। তাহলে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, কেমন?

সিসিলী। আমিও তা মনে করি। (একটু বিরতি। তারপরে দুজনেই একসঙ্গে বসে পড়ে)

গিয়েন। এই সময় আমি হয়ত আমার পরিচয়টা দিতে পারি। আমার বাবা হচ্ছেন লর্ড ব্র্যাকনেল। মনে হচ্ছে, আমার বাবার নাম কখনও তুমি শোন নি?

সিসিলী। শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।

গিয়েন। বলতে বেশ আনন্দই হচ্ছে যে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের বাইরে বাবার পরিচিতি খুব কম। আমার মনে হয়, বাড়ীই পুরুষ মানুষদের একমাত্র কর্মস্থল, আর বাস্তবিকই, পুরুষ মানুষ যদি একবার তার গার্হস্থ ধর্ম ভুলে যায় তাহলেই সে একেবারে স্ত্রৈণ বনে যায়। এরকম পুরুষ মানুষকে আমি মোটেই পছন্দ করি নে। এই জিনিষটাই পুরুষদের এত আকর্ষণীয় করে তোলে। শিক্ষার ওপরে, বুঝেছ সিসিলী, আমার মা-এর মতটা বেশ কড়া। তাঁর হাতে পড়ে আমার দৃষ্টিশক্তিটাও বেশ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে। তাঁর কর্ম প্রণালীর এইটাই হচ্ছে একটা ধারা। সুতরাং চশমার ভেতর দিয়ে তোমাকে দেখছি বলে কিছু মনে করছ না তো?

সিসিলী। মোটেই না, মোটেই না, গিয়েনডোলেন। কেউ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলে আমার খুব ভাল লাগে।

গিয়েন। (লম্বা হাতলওয়ালা চশমার ভেতর দিয়ে সিসিলীকে মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে) তুমি এখানে সামান্য কয়েকটা দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ, তাই না?

সিসিলী। না-মা। তা কেন? এইটাই তো আমাদের বাড়ী।

গিয়েন। (বেশ রূঢ়ভাবে) বল কী? তোমার মা, অথবা, কোন বৃদ্ধা মহিলা অবশ্যই তোমার সঙ্গে এখানে থাকেন?

সিসিলী। তাই বা কেন? আমার মা বা অন্য কোন আত্মীয়-স্বজন নেই।

গিয়েন। সত্যিই!

সিসিলী। আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করার কঠিন কাজটা আমার অভিভাবককেই

করতে হয়—অবশ্য মিস প্রিজমের সহযোগিতায়।

গিয়েন। তোমার অভিভাবক?

সিসিলী। হ্যাঁ। মিঃ ওয়ার্দিঙ।

গিয়েন। কী আশ্চর্য! কোন দিনই তো সে একথা আমাকে বলে নি। কথা চাপার কী বদ্ অভ্যাস! প্রতিটি ঘণ্টায় তার চরিত্রটা মানুষের কৌতূহল বাড়িয়ে চলেছে। একথাও সত্যি যে এই সংবাদটা আমার মনে অবিমিশ্র আনন্দের সঞ্চার করেছে। (উঠে তার কাছে গিয়ে) সিসিলী, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগছে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই ভাল লাগছে তোমাকে। কিন্তু তুমি মিঃ ওয়ার্দিঙ-এর প্রতিপালিতা এ-সংবাদ শোনার পরে একথাটা বলার আমার ইচ্ছে হয়েছে যে তোমার বয়স আর একটু বেশী, বা, সৌন্দর্যটা আর—কিছু কম হলেই আমি খুশি হতাম। মোটের ওপরে, যদি স্পষ্ট কথাই বলতে হয়...

সিসিলী। দয়া করে তাই বলুন। আমার ধারণা, কারও অপ্রিয় কিছু বলার বাসনা হলে তার স্পষ্ট করেই বলা উচিৎ।

গিয়েন। যদি স্পষ্ট করেই বলতে হয়, তাহলে সিসিলী তোমার বয়স বিয়াল্লিশ হলেই আমি খুশি হতাম; আর তোমার বয়সের তুলনায় যদি এতটা অসাধারণ না হতে। আর্নেস্টের চরিত্রটা বড় খাঁটি। সত্য আর সম্মানের মূর্ত প্রতীক সে। আনুগত্যহীনতা তার কাছে প্রতারণার মতই অসম্ভব কাজ। কিন্তু তা হলেও, খুব উঁচু আর শক্ত চরিত্রের পুরুষ মানুষও নারীর দেহ সুষমার কাছে নতি স্বীকার করে। আধুনিক ইতিহাসে, প্রাচীন ইতিহাসেও, আমি যা বললাম তার করুণ কাহিনী অজস্র ছড়িয়ে রয়েছে। যদি তা না থাকত তাহলে ইতিহাস অপাঠ্য হয়ে দাঁড়াত।

সিসিলী। কার নাম করলে গিয়েনডোলেন? আর্নেস্ট? আবার বলত।

গিয়েন। হ্যাঁ।

সিসিলী। কিন্তু আর্নেস্ট ওয়ার্দিঙ আমার অভিভাবক নয়; আমার অভিভাবক তাঁর বড় ভাই।

গিয়েন। (আবার বসে) আর্নেস্ট তো কোনদিন আমাকে বলে নি যে তার একজন ভাই রয়েছে!

সিসিলী। অনেকদিন তাদের মধ্যে সম্বন্ধটা ভাল ছিল না—দুঃখের সঙ্গে এই সংবাদটা তোমাকে আমি দিচ্ছি।

গিয়েন। বুঝতে পারছি, সেই জন্যেই বলে নি। আর এখন আমার মনে হচ্ছে তার যে ভাই রয়েছে সেকথা আর কেউ আমাকে বলে নি। জিনিসটা বোধহয় বেশীর ভাগ পুরুষের কাছেই অরুচিকর মনে হয়। সিসিলী, এ সংবাদ আমাকে দিয়ে তুমি আমার বুক থেকে একটা বোঝা তুলে দিলে। আমি তো খুব সংশয়াকুলা হয়ে পড়ছিলাম। আমাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তার ওপরে যদি কোন মেঘের ছায়াপাত হয় তাহলে সেটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, তাই নয়? অবশ্য তুমি নিশ্চিৎ যে মিঃ আর্নেস্ট ওয়ার্দিঙ তোমার অভিভাবক নয়?

সিসিলী। একেবারে নিশ্চিৎ। (বিরতি) সত্যি কথা বলতে কি, আমি তারই হ'তে যাচ্ছি।

গ্রিয়েন। (কৌতূহলী হয়ে) কী—কী বললে?

সিসিলী। (একটু লজ্জা পেয়ে; আর গোপন কথা বলছে এইভাবে) প্রিয় গিয়েনডোলেন, তোমার কাছে গোপন করার কোন কারণ নেই। আগামী সপ্তাহে আমাদের ছোট গ্রাম্য কাগজে নিশ্চয় আমাদের খবরটা ছাপা হবে। মিঃ আর্নেস্ট ওয়ার্দিঙ আর আমার বিয়ে হবে।

গিয়েন। (বেশ ভদ্রভাবে, দাঁড়িয়ে) ডারলিঙ সিসিলী, মনে হচ্ছে কোথাও একটা সামান্য ভুল থেকে যাচ্ছে। মিঃ আর্নেস্ট ওয়ার্দিঙ আমার সঙ্গে এনগেজড। খুব দেরি হলেও, খবরটা শনিবার মর্ণিঙ পোষ্টে ছাপা হবে।

সিসিলী। (খুব ভদ্রভাবে, দাঁড়িয়ে) আমার ভয় হচ্ছে, তুমি কোথাও ভুল করছ। ঠিক দশ মিনিট আগে আর্নেস্ট আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। (ডায়েরীটা দেখায়)

গিয়েন। (লম্বা হাতলওয়ালা চশমার ভেতর দিয়ে ডায়েরীটাকে বেশ ভাল ভাবে পরীক্ষা ক'রে) বড় অদ্ভুৎ তো! কারণ গতকাল বিকাল সাড়ে পাঁচটায় আমাকে তার স্ত্রী হওয়ার জন্যে সে অনুরোধ করেছে; আমার কথা সত্যি কি না যদি প্রমাণ চাও, তাহলে এই দেখ। (নিজের ডায়েরীটা খুলে দেখায়) ডায়েরী না নিয়ে আমি বাইরে বেরোই না। ট্রেনে চাপলে মানুষের চাঞ্চল্যকর কিছু পড়ার জিনিস সঙ্গে রাখা ভাল। প্রিয় সিসিলী, আমার কথা শুনলে তুমি হতাশ হবে কি না জানি নে, কিন্তু একথা বলতে আমি বাধ্য যে আর্নেস্টের ওপরে আমারই দাবী প্রথম।

সিসিলী। প্রিয় গ্রিয়েনডোলেন, আমার কথা শুনে তোমার মানসিক অথবা শারীরিক কষ্ট হলে সত্যিই আমি খুব দুঃখিত হব; কিন্তু একথা বলতে আমি

বাধ্য যে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পরে আর্ণেস্ট স্পষ্টতই তার মত পরিবর্তন করেছে।

গিয়েন। (চিন্তান্বিতভাবে) যদি বেচারা পাকেচক্রে প'ড়ে কাউকে কোন কথা দিয়ে থাকে তাহলে আমার কর্তব্য হবে এখনই এবং শক্ত হাতে তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করা।

সিসিলী। (চিন্তাগ্রস্তের মত বিষণ্ণভাবে) বেচারা ছেলেটা যদি কোথাও কোন বিশ্রী জালে জড়িয়ে পড়ে, বিয়ের পরে আমি তাকে কোনদিনই তিরস্কার করব না।

গিয়েন। মিস কারডু, জাল বলতে তুমি আমাকে কি বোঝাচ্ছ? তুমি বড় দাম্ভিক। এই সব ব্যাপারে নিজের মন খুলে কথা বলাটা প্রত্যেকেরই একটা নৈতিক কর্তব্য। সেটা আনন্দের কথা।

সিসিলী। মিস ফেয়ারফ্যাকস্, তুমি কি বলতে চাও কৌশল ক'রে আমি আর্ণেস্টকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে বাধ্য করেছি? তোমার সাহস তো কম নয়? এমন ভব্যতার মুখোশ পরে থাকাটা বাঞ্ছনীয় নয়। স্পষ্ট কথা বলতে আমি ভালবাসি। আমার কাছে কোদাল ছাড়া আর কিছু নয়।

গিয়েন। (ব্যঙ্গের স্বরে) একথা আমি বেশ আনন্দের সঙ্গেই বলছি যে কোদাল জিনিসটা কী তা আমি জীবনে কোনদিন দেখি নি। আমাদের সামাজিক পার্থক্য যে অনেক বেশী সেকথা বলাই বাহুল্য।

(মেরিম্যান ঢুকলো। তার পেছনে ফুটম্যান। তার হাতে একখানা রেকাব. টেবিল ক্লথ, আর প্লেট রাখার স্ট্যানড। সিসিলী প্রায় চিৎকার ক'রে ওঠে; কিন্তু চাকরদের উপস্থিতির জন্যে নিজেকে সংযত ক'রে নেয়, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে দুটি মেয়েই রাগে ফুলতে থাকে।)

মেরিম্যান। মিস, চা কি এখানে দেব?

সিসিলী। (কঠোরভাবে, কিন্তু শান্ত স্বরে) হ্যাঁ; যেমন দাও। (মেরিম্যান টেবিল পরিষ্কার করে চাদর বিছোয়। দীর্ঘ বিরতি। সিসিলী আর গিয়েন-'ডোলেন পরস্পরের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে থাকে)

গিয়েন। কাছাকাছি কি বেড়ানোর বেশ মজাদার জায়গা রয়েছে, মিস কারডু?

সিসিলী। অনেক, অনেক। কাছাকাছি একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালে পাঁচটা দেশ দেখা যাবে।

গিয়েন। পাঁচটা দেশ! না, না—ও আমার ভাল লাগে না। হট্টগোল আমি ঘৃণা করি।

সিসিলী। (মিষ্টি ক'রে) মনে হচ্ছে সেই জন্যেই বুঝি আপনি শহরে থাকেন? (গিয়েনডোলেন নিজের ঠোঁট কামড়ায়। ঘাবড়িয়ে গিয়ে ছাতার বাঁট দিয়ে নিজের পায়ে আঘাত করে।)

গিয়েন। (চারপাশে তাকিয়ে) মিস কারডু, বাগানের ওপরে আপনারা তো বেশ যত্ন নেন দেখছি।

সিসিলী। মিস ফেয়ারফ্যাকস্, বাগানটা আপনার ভাল লেগেছে জেনে খুশি হলাম।

গিয়েন। এ গাঁয়ে কোন ফুলবাগান রয়েছে এ ধারণা আমার ছিল না।

সিসিলী। লণ্ডনে যেমন অসংখ্য মানুষ রয়েছে এখানে তেমনি ফুল রয়েছে প্রচুর।

গিয়েন। ব্যক্তিগতভাবে আমি বুঝতে পারি নে মানুষ কী করে গাঁয়ে বাস করে?—অবশ্য মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি। গ্রাম জিনিসটা সব সময় আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে।

সিসিলী। আ, একেই খবরের কাগজের লোকেরা বলে কৃষি মন্দা। তাই নয়? আমার বিশ্বাস অভিজাত সম্প্রদায় বর্তমানে এই মন্দার জন্যে ভুগছে। এটা তাদের কাছে একেবারে মহামারির আকারে দেখা দিয়েছে। মিস ফেয়ার-ফ্যাকস্, একটু চা দিতে পারি?

গিয়েন। (অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে) ধন্যবাদ। (একান্তে) একেবারে জঘন্য মেয়ে। কিন্তু চা আমার দরকার।

সিসিলী। (মিষ্টি করে) চিনি?

গিয়েন। (গর্বিতভাবে) না; ধন্যবাদ। চিনির আজকাল চলন নেই। (রেগে সিসিলী তার দিকে তাকায়; তারপর চিমটে দিয়ে চারটে চিনির ডেলা কাপের মধ্যে ফেলে দেয়)

সিসিলী। (কড়া স্বরে) কেক, অথবা মাখন-রুটি?

গিয়েন। (বিরক্তির সঙ্গে) মাখন-রুটিই দিন। আজকাল অভিজাত সংসারে কেক প্রায় দেখাই যায় না।

সিসিলী। (কেকের একটা বড় অংশ কেটে ট্রের ওপরে রেখে) মিস ফেয়ার-ফ্যাকস্‌কে দাও।

(মেরিম্যান তাই দিয়ে ফুটম্যানের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। গিয়েনডোলেন চা পান করল— তারপরে বিকৃত করল মুখ। কাপটা ঝটিতি নামিয়ে রেখে মাখন-রুটির দিকে হাত বাড়ালো। তারপরে চেয়ে দেখে সেটা কেক। ঘৃণায় বিরক্তিতে উঠে পড়লো।)

গিয়েন। আপনি আমার চায়ে চিনি দিয়েছেন ; যদিও আমি স্পষ্ট করে মাখন-রুটি চাইলাম, আপনি দিলেন কেক। ভদ্র ব্যবহার আর প্রকৃতির দিক থেকে অসাধারণ মিষ্টতার জন্যে আমি পরিচিত। কিন্তু মিস কারডু, সাবধান ; আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন।

সিসিলী। (উঠে) আমার বেচারা নিষ্পাপ বিশ্বাসী প্রেমিককে অন্য মেয়ের ছলাকলা থেকে বাঁচাতে এমন কোন কাজ নেই যা করতে আমি পিছপাও হবো।

গিয়েন। দেখা হওয়া মাত্রই আমি বুঝতে পেরেছি আপনি বিশ্বাসের পাত্রী নন। আমার মনে হয়েছিল আপনি কেবল অবিশ্বাসিনীই নন ; দস্তুরমত বিশ্বাস-ঘাতিনী। এসব ব্যাপারে আমি কোনদিন ঠকি নি। মানুষের সম্বন্ধে প্রথমেই আমার যা ধারণা হয় তা সাধারণত অভ্রান্ত।

সিসিলী। মিস ফেয়ারফ্যাক্স্, আমার মনে হচ্ছে আপনার মূল্যবান সময় আমি অকারণে নষ্ট করছি। আশে পাশে নিশ্চয় আপনার অনেক জরুরী দেখা করার রয়েছে।

(জ্যাক ঢোকে)

গিয়েন। (তাকে দেখে) আর্নেস্ট, আমার নিজস্ব আর্নেস্ট।

জ্যাক। গিয়েনডোলেন। ডারলিঙ! (চুমু খেতে যায়)

গিয়েন। (সরে এসে) এক মিনিট! এই মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্যে তুমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিনা তা কি আমি জানতে পারি ? (সিসিলীকে দেখিয়ে দেয়)

জ্যাক। (হেসে) আমার ক্ষুদে ডিয়ার সিসিলীকে ? নিশ্চয় না। তোমার সুন্দর এই ছোট মাথায় এই দুশ্চিন্তাটা ঢোকালো কে ?

গিয়েন। ধন্যবাদ। তাহলে তুমি চুমু খেতে পার। (গালটা বাড়িয়ে দিল)

সিসিলী। (মিষ্টি করে) মিস ফেয়ারফ্যাক্স্, কোথায় যে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। বর্তমানে যে ভদ্রলোকের একটি বাহু আপনার কোমর জড়িয়ে রয়েছে তিনিই আমার অভিভাবক মিঃ জন ওয়ার্দিঙ।

গিয়েন। কী বললেন ?

সিসিলী। ইনি হচ্ছেন আমার আঙ্কল জ্যাক।

গিয়েন। (দু'পা পিছিয়ে) জ্যাক! হায়, হায়।

(অ্যালজারনন ঢোকে)

সিসিলী। ওই আর্নেস্ট।

অ্যালজি। (কারও দিকে লক্ষ্য না করে সোজা সিসিলীর কাছে যায়) প্রিয়তমে! (চুমু খেতে যায়)

সিসিলী। (পিছিয়ে) এক মিনিট, আর্নেস্ট! তুমি এই ভদ্রমহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলে কিনা জানতে পারি কী?

অ্যালজি। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) কোন্ যুবতীকে? হায় ভগবান! গিয়েন-ডোলেন?

সিসিলী। হ্যাঁ; তোমার ওই 'হায় ভগবান' গিয়েনডোলেনকে!

অ্যালজি। (হেসে) নিশ্চয় না। তোমার এই সুন্দর ক্ষুদে মাথায় এই দুশ্চিন্তা কে ঢোকালো?

সিসিলী। ধন্যবাদ। (চুমু খাওয়ার জন্যে গালটা বাড়িয়ে দিল) তুমি খেতে পার। (অ্যালজারনন চুমু খায়)

গিয়েন। মিস কারডু, আমার মনে হচ্ছে সামান্য একটা ভুল হয়ে গিয়েছে। যে ভদ্রলোকটি আপনাকে বর্তমানে বুকে জড়িয়ে রয়েছে সে আমার সম্পর্কে ভাই হয়; নাম অ্যালজারনন মনক্রিফ।)

সিসিলী। (অ্যালজারননের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) অ্যালজারনন মনক্রিফ! হায় কপাল!

(দুটি যুবতী পরস্পরের দিকে এগিয়ে গিয়ে পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে; মনে হল তারা যেন পরস্পরের সাহায্য প্রার্থিনী।)

সিসিলী: তোমার নাম অ্যালজারনন?

অ্যালজি। আমি অস্বীকার করতে পারি নে।

সিসিলী। হায় কপাল!

গিয়েন। তোমার নাম কি সত্যিই জন?

জ্যাক। (গর্বিতভাবে দাঁড়িয়ে) ইচ্ছা করলে আমি তা অস্বীকার করতে পারি। ইচ্ছে হলে আমি সব কিছুই অস্বীকার করতে পারি। আমার নাম নিশ্চয় জান। বছরের পর বছর ধরে আমি জন নামেই পরিচিত।

সিসিলী। (গিয়েনকে) আমরা দুজনেই ভীষণভাবে প্রতারিতা।

গিয়েন। হায় বেচারা সিসিলী!

সিসিলী। হায় বেচারা প্রিয় গিয়েনডোলেন!

গিয়েন। (ধীরে-ধীরে এবং বেশ ভারিক্কী চালে) তুমি আমাকে বোন বলো।

(তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। জ্যাক আর অ্যালজারনন গোঙিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে।)

সিসিলী। (বেশ প্রফুল্লভাবে) এখন আমার অভিভাবককে একটিমাত্র প্রশ্ন আমি করতে চাই।

গিয়েন। চমৎকার আইডিয়া! মিঃ ওয়ার্দিঙ, যদি অনুমতি দেন তাহলে একটি-মাত্র প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই। আপনার ভাই আর্নেস্ট কোথায়? আপনার ভাই আর্নেস্ট:ক আমরা দুজনেই বিয়ে করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই জন্যে বর্তমানে আপনার ভাই আর্নেস্ট কোথায় সেটা জানা আমাদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

জ্যাক। (ধীরে-ধীরে এবং দ্বিধার সঙ্গে) গিয়েনডোলেন—সিসিলী, সত্যি কথা বলতে বাধ্য হওয়াটা আমার পক্ষে অতীব যন্ত্রণাদায়ক। জীবনে এই প্রথম আমি এই রকম দুর্বিপাকে পড়েছি; আর এই রকম সত্য ভাষণে আমার অভিজ্ঞতা বড় কম। তোমাদের আমি পরিষ্কার ভাবে জানাচ্ছি আর্নেস্ট নামে আমার কোন ভাই নেই। আমার কোন ভাই-ই নেই। কোনদিন ছিলও না, আর ভবিষ্যতে যে থাকবে সেবিষয়েও আমার বিন্দুমাত্র বাসনা নেই।

সিসিলী। (অবাক হয়ে) আদৌ কোন ভাই নেই?

জ্যাক। (মেজাজের সঙ্গে) না।

গিয়েন। (রূঢ়ভাবে) কোন রকম ভাই তোমার নেই?

জ্যাক। (মিষ্টি করে) কোনদিনই নেই—এমন কি পাতানো ভাই পর্যন্ত।

গিয়েন। সিসিলী, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে বিয়ে করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নই।

সিসিলী। কোন যুবতীর পক্ষে হঠাৎ এই অবস্থায় পড়াটা বিশেষ মুখরোচক নয়। কী বল?

গিয়েন। চল, আমরা ঘরের ভেতরে যাই। সেখানে আমাদের পিছু ধাওয়া করতে কিছুতেই ওরা সাহস করবে না।

সিসিলী। না। পুরুষরা বড় কাপুরুষ। তাই না?

(ঘৃণা মিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা চলে গেল)

জ্যাক। এই সব বীভৎকিচ্ছিরি ঘটনাগুলোকে তুমি 'বানবারি'গিরি করা বল—তাই না?

অ্যালজি। বলি; এটা একটা নিখুঁত আর অপরূপ 'বানবারি'। এরকম অভিযান জীবনে আমি খুব কম করেছি।

জ্যাক। এখানে ও-সব বাঁদরামি করার কোন অধিকার নেই তোমার।

অ্যালজি। তোমার কথা শুনে হাসি পাচ্ছে। যে-কোন জায়গায় বানবারি-গিরি করার অধিকার যে-কোন লোকের রয়েছে। যে-কোন ফূর্তিবাজ মানুষই তা জানে।

জ্যাক। সত্যিকার ফূর্তিবাজ। হায় ভগবান!

অ্যালজি। দেখ, কোন একটা বিষয়ে মানুষকে সত্যিকার সিরিয়াস হতে হয়, যদি অবশ্য জীবনটাকে ভোগ করার বাসনা তার থাকে। এ-দুনিয়ায় কোন্ বিষয়ে তুমি সিরিয়াস তা একমাত্র ভগবানই জানেন। আমার ধারণা, সব বিষয়ে। তোমার চরিত্রটা একেবারে হালকা।

জ্যাক। এই জঘন্য ঘটনার মধ্যে থেকে আমি যে সামান্যতম আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি তা হচ্ছে এই যে তোমার বন্ধুর বানবারি রহস্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আর তুমি ওই অজুহাতে যখন তখন গ্রামের পথে ধাওয়া করতে পারবে না বন্ধু। তোমার ওপথে এবার থেকে কাঁটা পড়ল। ভালই হল।

অ্যালজি। প্রিয় বন্ধু, তোমার ভাই-রহস্যও চিচিং ফাঁক হয়ে গিয়েছে। বদমাইশি করার জন্যে আর তুমি যখন তখন লণ্ডনে দৌড়তে পারবে না। ব্যাপারটা মোটেই খারাপ দাঁড়াল না।

জ্যাক। মিস কারডুর সঙ্গে তোমার যে ব্যবহার সে-সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি ওরকম মিষ্টি, সাদাসিদে, আর নিষ্কলঙ্ক মেয়েকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাটা তোমার দিক থেকে অত্যন্ত গর্হিত হচ্ছে। সে যে আমার পালিতা সেকথা না হয় নাই তুললাম।

অ্যালজি। মিস ফেয়ারফ্যাকস্-এর মত চতুর, চমকপ্রদ, বিশেষ বিজ্ঞ মহিলাকে তুমি যে ঠকাচ্ছো তার জন্যে তোমার কোন যুক্তিকেই আমি মেনে নিতে পারছি নে। সে যে আমার বোন সেকথা আর নাইবা বললাম।

জ্যাক। আমি গিয়েনডোলেনকে বিয়ে করব কথা দিয়েছি। এইটাই শেষ কথা। আমি তাঁকে ভালবাসি।

অ্যালজি। আমি সিসিলীকে বিয়ে করতে চাই। আমি তাকে পুজো করি।

জ্যাক। মিস কারডুকে বিয়ে করার কোন সম্ভাবনা তোমার নেই।

অ্যালজি। আমার মনে হয় না মিস ফেয়ারফ্যাকসকে বিয়ে করার কোন সম্ভাবনা তোমার রয়েছে।

জ্যাক। ওতে তোমার নাক গলানোর দরকার নেই।

অ্যালজি। আমার নিজস্ব ব্যাপার হলে তো নাকই আমি গলাতাম না। (পিঠে খেতে সুরু করে) নিজের বিষয়ে কথা বলাটা হচ্ছে কুরুচির লক্ষন। কেবল স্টক ব্রোকাররাই এরকম কথা বলে, তাও ডিনারের সময়।

জ্যাক। আমাদের এই বিপদের সময় কী করে যে শান্তভাবে তুমি পিঠে খেতে পার তা আমি ভেবেই পাই নে।

অ্যালজি। ব্যাপারটা কী জান? উত্তেজনা নিয়ে আমি পিঠে খেতে পারি নে। খেলে, আমার জামার হাতায় সব মাখন লেগে যাবে। মনটা শান্ত রেখেই পিঠে খেতে হয়। পিঠে খাওয়ার ওই একটি মাত্র পথই রয়েছে।

জ্যাক। বর্তমান অবস্থায়, পিঠে খাওয়াটাই তোমার হৃদয়হীনতার পরিচয় বলে আমার মনে হয়।

অ্যালজি। বিপদে পড়লে আমি একমাত্র সান্ত্বনা পাই খাওয়ায়। সত্যিকথা বলতে কি যখনই আমি কোন বড় বিপদে পড়ি। আমার পরিচিতরা সবাই জানে- তখন খাদ্য আর পানীয় ছাড়া আর সব কিছুই আমি দূরে সরিয়ে দিই। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি যে পিঠে খাচ্ছি তার একটি মাত্রই কারণ রয়েছে— সেটা হচ্ছে, আমি অসুখী। তা ছাড়া পিঠে খেতে আমার খুব ভাল লাগে। (ওঠে)

জ্যাক। (দাঁড়িয়ে) তার অর্থ এই নয় যে পেটুকের মত সব পিঠেই তুমি একা মেরে দেবে? (অ্যালজারননের কাছ থেকে একটা পিঠে নেয়।)

অ্যালজি। (চা-কেক দিয়ে) আমি মনে করি তুমি বরং চা-কেক খাও। ওটা আমার ভাল লাগে না।

জ্যাক। হায় ভগবান! আমার ধারণা মানুষ তার নিজের বাগানে নিজের বাড়ীতে তৈরি পিঠে খেতে পারে।

অ্যালজি। কিন্তু তুমি তো এইমাত্র বললে যে এমতাবস্থায় পিঠে ভক্ষন করাটা হৃদযহীনতার পরিচয়।

জ্যাক। আমি বলেছি এই অবস্থায় বিশেষ ক'রে তোমার পিঠে খাওয়াটা হৃদয়হীনতার পরিচয়। সেটা অন্য কথা।

অ্যালজি। সেটা হ'তে পারে। কিন্তু পিঠে পিঠেই। (জ্যাকের হাত থেকে পিঠের ডিশটা কেড়ে নেয়)

জ্যাক। অ্যালজি, দোহাই তোমার! এখান থেকে তুমি কেটে পড়।

অ্যালজি। ডিনার না খেয়ে তুমি নিশ্চয় আমাকে চলে যেতে বলছ না। বললে সেটা হাস্যকর হবে। ডিনার না খেয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিরামিষাসী আর ওই জাতীয় মানুষ ছাড়া, কেউ যায় না। তাছাড়া, ডঃ কেস্থবল্‌-এর সঙ্গে এইমাত্র আমার কথা হয়েছে যে আজই বিকাল পৌনে ছ'টার সময় আমার নতুন নামকরণের ব্যবস্থা হবে। আমার নতুন নাম হবে আর্নেস্ট।

জ্যাক। প্রিয় বন্ধু, যত তাড়াতাড়ি তুমি ওই চিন্তাটা ছাড়তে পার ততই তোমার পক্ষে মঙ্গল। আজ বিকাল সাড়ে পাঁচটায় আমার নতুন নামকরণ হবে। ডঃ কেস্থবল্‌-এর সঙ্গে আজ সকালেই সে বন্দোবস্ত আমি পাকা করে এসেছি। স্বভাবতই আমার নাম হবে আর্নেস্ট। গিয়েনডোলেনের ইচ্ছে তাই। আমাদের দুজনের নাম আর্নেস্ত হতে পারে না। সেটা হাস্যকর। তাছাড়া, ইচ্ছে করলে নতুন নাম গ্রহণ করার পূর্ণ অধিকার আমার রয়েছে। আমার যে কোন দিন নামকরণ হয়েছে সেকথা কেউ হলফ ক'রে বলতে পারবে না। আমি মনে করি, এবং ডঃ কেস্থবল্‌-ও আমার সঙ্গে একমত যে খুব সম্ভবত আমার কোন নামকরণ হয় নি। তোমার সেরকম কোন সুযোগ নেই। তোমার নামকরণ আগেই হয়েছে।

অ্যালজি। তা হয়েছে; কিন্তু অনেক বছর নামকরণের কোন উৎসব হয় নি।

জ্যাক। সেকথা ঠিক। কিন্তু একবার তো হয়েছে। এক্ষেত্রে সেইটাই হল বড় কথা।

অ্যালজি। মেনে নিলাম। সেই জন্যেই তো নতুন নামকরণের ধকল আমি সহ্য করতে পারব। তোমার নতুন নামকরণ আদৌ হয়েছিল কিনা সেবিষয়ে যদি তুমি নিঃসন্দেহ না হও, তাহলে আমার মতে ওরকম কোন ঝুঁকি নেওয়াটা তোমার উচিৎ হবে না। এই ধকলে তুমি অসুস্থ হতে পার। তোমার ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে তোমারই কোন একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এই সপ্তাহে প্যারিসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দেহত্যাগ করেছেন।

জ্যাক। সে কথা না হয় সত্যিই হল, কিন্তু তুমিই বলেছ যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মারা যাওয়াটা বংশানুক্রমিক নয়।

অ্যালজি। আমি জানি, সেটা ছিল না। কিন্তু এখন ওটা হচ্ছে। বিজ্ঞান

সব বিষয়েই অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ উন্নতি করেছে।

জ্যাক। (পিঠের ডিশটা কেড়ে নিয়ে) বোকার মত কথা বলো না। সব সময়ে তুমি বোকার মত কথা বলছ।

অ্যালজি। জ্যাক, আবার তুমি পিঠে খাচ্ছ! আর খেয়ো না। মাত্র দুটো পড়ে রয়েছে। (ছিনিয়ে নিয়ে) আমি তোমাকে বলেছি বিশেষ ক'রে পিঠে খেতে আমার খুব ভাল লাগে।

জ্যাক। কিন্তু কেক খেতে আমার খুব খারাপ লাগে।

অ্যালজি। তাহলে অতিথিদের এ বস্তুটা খেতে দিয়েছ কেন? আতিথেয়তা সম্বন্ধে তোমার ধ্যানধারণা সত্যিই কী অপূর্ব!

জ্যাক। অ্যালজারনন! তোমাকে আগেই আমি চলে যেতে বলেছি। তুমি এখানে থাক তা আমি চাই নে। তুমি কাটছো না কেন?

অ্যালজি। এখনও আমার চা খাওয়া হয় নি, তাছাড়া, একটা পিঠেও এখনও বাকি রয়েছে খেতে।

(জ্যাক গোঙিয়ে উঠে চেয়ারের ওপরে ঢলে পড়ে। অ্যালজারনন নিজের মনেই খেতে থাকে।)

যবনিকা

অঙ্ক

স্থান: ম্যানর হাউসের বসার ঘর।

(গিয়েনডোলেন আর সিসিলী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।)

গিয়েন। অন্য লোকের মত ওরা যে সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের পেছনে ঘরে এসে ঢোকেনি তা থেকেই বোঝা যায় লজ্জা বলে পদার্থ ওদের এখনও কিছুটা রয়েছে।

সিসিলী। ওরা পিঠে খাচ্ছে। এই দেখেই মনে হয় ওরা অনুতপ্ত।

গিয়েন। (একটু থেমে) আমাদের দিকে যে ওরা তাকাচ্ছে তা তো মনে হচ্ছে না। একটু কাশতে পার না?

সিসিলী। কিন্তু আমার যে কাশি পাচ্ছে না।

গিয়েন। ওরা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। কী দুঃসাহস!

সিসিলী। ওরা এই দিকে আসছে। এতেই মনে হচ্ছে ওরা খুব প্রগতিশীল।

গিয়েন। এস; আমরা গম্ভীর হয়ে বসে থাকি।

সিসিলী। নিশ্চয়। এ ছাড়া বর্তমানে আর কিছু করার নেই আমাদের।

(জ্যাক ঢুকলো; পেছনে অ্যালজারনন; ব্রিটিশ অপেরার একটা গানের জঘন্য সুরে তারা গুনগুন করতে লাগল।)

গিয়েন। আমাদের গম্ভীরতা ওদের মনে একটা অপ্রিয় প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হচ্ছে!

সিসিলী। বিচ্ছিরি প্রভাব।

গিয়েন। কিন্তু কিছুতেই আমরা প্রথমে কথা বলব না।

সিসিলী। নিশ্চয় না, নিশ্চয় না।

গিয়েন। মিঃ ওয়ার্দিঙ, আপনাকে আমার বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করার রয়েছে। আপনার উত্তরের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে।

সিসিলী। গিয়েনডোলেন, তোমার কমনসেনস অমূল্য। মিঃ মনক্রিয়েফ, আমার এই প্রশ্নটির উত্তর দিন। আমার অভিভাবকের ভাই ব'লে আপনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন কেন?

অ্যালজি। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ পাব এই আশায়।

সিসিলী। (গিয়েনডোলেনকে) ওঁর উত্তর সন্তোষজনক বলেই মনে হচ্ছে—কী বল?

গিয়েন। ওঁর কথা যদি তুমি বিশ্বাস কর।

সিসিলী। না; বিশ্বাস করি নে। কিন্তু ওঁর উত্তর যে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে তাতে সেটা ক্ষুণ্ণ হয় না।

গিয়েন। কথাটা সত্যি। ভীষণ আপদকালে বাচনভঙ্গির দামটাই বেশী; মনের কথার নয়। মিঃ ওয়ার্দিঙ, আপনার ভাই রয়েছে একথা আমাকে বলার পেছনে আপনার কৈফিয়ৎটা কী? শহরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ খুঁজে বার করাই কি এর একমাত্র উদ্দেশ্য?

জ্যাক। মিস ফেয়ারফ্যাকস্, সেবিষয়ে কি আপনার কোন সন্দেহ রয়েছে?

গিয়েন। এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু সে সন্দেহ আমি ভেঙে ফেলতে চাই। জার্মান নাস্তিকতাবাদের সময় এ নয়। (সিসিলীর দিকে

এগিয়ে গিয়ে) এদের কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বলেই মনে হচ্ছে ; বিশেষ করে মিঃ ওয়ার্দিঙ-এর। তার কথার মধ্যে সত্যের ছাপ রয়েছে।

সিসিলী। মিঃ মনক্রিয়েফ যা বলেছেন তাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছি। তার স্বরের মধ্যেই চরম সত্যবাদীতার সুর ধ্বনিত হয়েছে।

গিয়েন। তাহলে তুমি কি মনে কর ওদের ক্ষমা করা যায়?

সিসিলী। হ্যাঁ? অর্থাৎ, না।

গিয়েন। সত্যি কথা! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন কয়েকটা নীতি রয়েছে যা'দের মানুষ ফেলে দিতে পারে না। সে কথাটা আমাদের মধ্যে কে বলতে পারবে? কাজটা মোটেই প্রীতিকর নয়।

সিসিলী। দুজনে আমরা একসঙ্গে বলতে পারি নে?

গিয়েন। চমৎকার! আমিই তো সব সময় অন্য লোকে যখন কথা বলে তখনই কথা বলি। আমি যখন বলব তখন তুমিও বলবে কী?

সিসিলী। নিশ্চয়। (গিয়েনডোলেন হাত তুলে সময় গুণে)

গিয়েন আর সিসিলী। (একসঙ্গে) তোমাদের খৃশ্চান নামগুলো এখনও বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইটাই একমাত্র কথা।

জ্যাক আর অ্যালজি। (একসঙ্গে) আমাদের খৃশ্চান নাম। এইটাই কি একমাত্র বাধা? কিন্তু আজই বিকেলে তো আমাদের নতুন নামকরণ হবে।

গিয়েন। (জ্যাককে) আমার জন্যে তুমি এই ভয়ঙ্কর কাজ করবে?

জ্যাক। করব।

সিসিলী। (অ্যালজারননকে) আমাকে খুশি করার জন্যে এই অগ্নিপরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হ'তে পারবে?

অ্যালজি। নিশ্চয় পারব।

গিয়েন। নারী আর পুরুষকে এক বাটখারায় ওজন করাটা কী হাস্যকর। যখনই আত্মত্যাগের প্রশ্ন ওঠে তখনই দেখা যায় পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে অনেক —অনেক নিচু স্তরের।

জ্যাক। হ্যাঁ, তাইত, তাইত! (অ্যালজারননের সঙ্গে হাততালি দেয়)

সিসিলী। মাঝে-মাঝে ওদের শরীরে এত সাহস সঞ্চারিত হয় যে আমরা নারীরা তার কিছুই জানি নে।

গিয়েন। (জ্যাককে) ডারলিঙ।

অ্যালজি। (সিসিলীকে) ডারলিঙ! (পরস্পরকে তারা আলিঙ্গন করে)

(মেরিম্যানের প্রবেশ। ঢোকার সময় সে জোর করে কাশে।)

মেরিম্যান। আহেম, আহেম! লেডী ব্র্যাকনেল।

জ্যাক। হায় কপাল!

(লেডী ব্র্যাকনেল ঢুকলেন। ভয়ে তারা সব আলাদা হয়ে যায়। বেরিয়ে যায় মেরিম্যান)

লে. ব্র্যাক। গিয়েনডোলেন, এ সবের অর্থ কী?

গিয়েন। কী আবার! মিঃ ওয়ার্দিংকে বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত মা।

লে. ব্র্যাক। এদিকে এস, বস। এক্ষুনি বস। কোন রকম দ্বিধাটা হচ্ছে যৌবনের মানসিক ক্ষয়িষ্ণুতা, আর বার্দ্ধক্যের শারীরিক অবসাদের প্রতীক। (জ্যাকের দিকে ঘুরে) স্যার, আমার কন্যা যে হঠাৎ পালিয়ে এসেছে সে-সংবাদটা আমি তার বিশ্বস্ত পরিচারিকার কাছ থেকে পেয়েছি। এর জন্যে অবশ্য আমাকে সামান্য কিছু বকশিস কবলাতে হয়েছিল। সেই সংবাদটি পেয়েই আমি একটা মালগাড়ীতে চেপে তার পিছু নিয়েছি। একথা বলতে আমার আনন্দ হচ্ছে যে ওর অসুখী বাবা জানে যুনিভার্সিটি একস্‌টেনশন স্কীমে "চিন্তাধারার চিরস্থায়ী আয়ের প্রভাব"—এর ওপরে যে একটি দীর্ঘ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে—মেয়ে আমার সেইখানে গিয়েছে। তার ভুল আমি ভাঙতে চাই নি। সত্যিকথা বলতে কি কোন বিষয়েই তার ভুলটা আমি ভেঙে দিই নি। এটাকে আমি অন্যায় বলেই মনে করি। কিন্তু তুমি পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারছ যে আমার মেয়ের সঙ্গে যদি কোন সম্পর্ক তোমার গড়ে উঠে থাকে তা এখনই ভেঙে ফেলতে হবে। অন্য বিষয়ের মত এই বিষয়েও আমার কথার কোন নড়চড় হবে না।

জ্যাক। লেডী ব্র্যাকনেল, গিয়েনডোলেনকে বিয়ে করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

লে. ব্র্যাক। মোটেই তা নয়। আর এখন অ্যালজারননের সম্বন্ধে .... অ্যালজারনন!

অ্যালজি। বল কাকী।

লে. ব্র্যাক। এই বাড়ীতেই কি তোমার পঙ্গু বন্ধু বানবারি থাকেন?

অ্যালজি। (তোতলাতে তোতলাতে) ওঃ! না! বানবারি এখানে থাকে না। বর্তমানে সে অন্য জায়গায়। সত্যি কথা বলতে কি, সে মৃত।

লে. ব্র্যাক। মৃত! কখন তিনি মারা গেলেন? নিশ্চয় তিনি হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

অ্যালজি। ওঃ! আজ বিকালে আমিই তাকে মেরে ফেলেছি। অর্থাৎ বেচারা আজ বিকালেই মারা গিয়েছে।

লে. ব্র্যাক। কিসে মারা গেলেন?

অ্যালজি। বানবারি! সে-রহস্য ফেটে চৌচির।

লে. ব্র্যাক। চৌচির! তিনি কি কোন বিপ্লবীর অত্যাচারের শিকার হয়েছেন? মিঃ বানবারি যে সামাজিক নীতি নির্ধারণ কমিটিতে ছিলেন তা তো আমি জানতাম না, তাই যদি হয় তাহলে এই দুঃস্থ চিন্তার উপযুক্ত পুরস্কারই তিনি পেয়েছেন।

অ্যালজি। প্রিয় কাকী আগাস্টা; আমি বলতে সে ধরা পড়েছে। ডাক্তাররা বুঝতে পেরেছেন সে আর বাঁচবে না। সেই জন্যেই বলছি—সে মৃত।

লে. ব্র্যাক। ডাক্তারদের ওপরে তাঁর তো বেশ আস্থা রয়েছে দেখছি। তিনি যে শেষ পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট পথ ঠিক ক'রে নিতে পেরেছেন, এবং ডাক্তারদের উপদেশ মত কাজ করতে পিছপাও হন নি এতেই আমি খুশি হয়েছি। এবং এখন যখন আমরা মিঃ বানবারিকে চিরকালের মত হারালাম তখন মিঃ ওয়ার্দিঙ ওই যুবক টি কে তা কি তুমি আমাকে বলবে—ওই যে যুবতীটির হাত অ্যালজারনন ওই রকম অনাবশ্যক ভঙ্গিতে ধরে দাঁড়িয়েছিল?

জ্যাক। মাহিলাটি মিস সিসিলী কারডু, আমার পালিতা। (লেডী ব্র্যাকনেল নীরসভাবে মাথাটা নোয়ালেন।)

অ্যালজি। মাসী আগাস্টা, সিসিলীকে বিয়ে করতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

লে. ব্র্যাক। কী বললে?

সিসিলী। মিঃ মনক্রিয়েফ আর আমি বিয়ে করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, লেডী ব্র্যাকনেল।

লে. ব্র্যাক। (কাঁপতে-কাঁপতে, সোফার কাছে গিয়ে বসে পড়লেন) হার্টফোর্ডশায়ারের এই অংশের জলবাতাসে বিশেষ কী উত্তেজক জিনিস রয়েছে তা আমি জানি নে; তবে এটুকু বুঝতে পারছি যে, যে-হারে এখানে বিয়ের এনগেজমেণ্ট চলেছে তা সাধারণ সংখ্যার অনেক বেশী। আমার ধারণা এবিষয়ে কিছুটা অনুসন্ধান করা আমার দিক থেকে মোটেই অযৌক্তিক হবে না। মিঃ ওয়ার্দিঙ, লণ্ডনের কোন একটা বড় রেল স্টেশনের সঙ্গে মিস কারডু কি জড়িত? প্রশ্নটা আমি কেবল সংবাদ আহরণের জন্যে বলছি। গতকাল পর্যন্ত আমার কোন ধারণা ছিল না যে এমন কোন বংশ বা মানুষ রয়েছে যাদের বা যার উদ্ভব হয়েছে "টারমিনাস" থেকে। (ভীষণ চটে ওঠে জ্যাক; কিন্তু সংযত করে নিজেকে।)

জ্যাক। (প্রীতিহীন অথচ স্পষ্ট স্বরে) মিস কারডু হচ্ছে স্বর্গত মিঃ টমাস কারডুর নাতনী; টমাস কারডুর ঠিকানা—১৪৯ বেলগ্রেভ স্কোয়ার, এস, ডবলিউ, গ্রারভেস পার্ক, ডারকিঙ, সারে; আর স্পোরান, ফাইফশায়ার, এন-বি।

লে. ব্র্যাক। হ্যাঁ; তা ভালই মনে হচ্ছে। তিনি তিনটে ঠিকানা, এমনকি ব্যবসাদারদের মনেও, আস্থা জন্মায়, কিন্তু সেগুলি যে খাঁটি তার প্রমাণ?

জ্যাক। ওই সময়কার কোর্ট গাইডগুলি আমি সযত্নে রক্ষা করেছি। দেখতে চান তো দেখাতে পারি।

লে. ব্র্যাক। (মুখ গম্ভীর করে) ওই বইগুলিতে যে অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ ভুল রয়েছে তা আমি দেখেছি।

জ্যাক। মিস কারডুর বংশানুক্রমিক সলিসিটর হচ্ছেন: মেসার্স মার্কবি, মার্কবি, এবং মার্কবি।

লে. ব্র্যাক। মার্কবি—মার্কবি—মার্কবি? সলিসিটারের মধ্যে এঁদের প্রতিষ্ঠানটি প্রথম শ্রেণীর। আমি শুনেছি একজন মার্কবিকে প্রায়ই ডিনার পার্টিতে দেখা যায়। এই পর্যন্ত সন্তোষজনক।

জ্যাক। (বেশ বিরক্ত হয়ে) লেডী ব্র্যাকনেল, আপনার দয়ার আর অন্ত নেই। আপনি হয়ত শুনে খুশি হবেন যে আমার কাছে যেসব কাগজপত্র আছে তা থেকে মিস কারডুর জীবনের সমস্ত ঘটনা লেখা রয়েছে—জন্ম তারিখ, বাপ্টিজম, হুপিং কাশি, রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাকসিনেশন, কনফারমেশন এবং হাম-জার্মান এবং ইংলিশ—সব টোকা আছে।

লে. ব্র্যাক। আ! একেবারে ঘটনা সমাকীর্ণ জীবন! যদিও মনে হচ্ছে, এই বালিকা বয়সে এত ঘটনা—সত্যিই একটু বেশী মাত্রায় চমকপ্রদ। সময়ের আগে অভিজ্ঞতা জন্মানোর পক্ষপাতী আমি নই। (উঠলে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে) গিয়েনডোলেন, ফিরে যাওয়ার সময় আমাদের এগিয়ে আসছে; নষ্ট করার মত আর এক মিনিট সময়ও আমাদের হাতে নেই। মিঃ ওয়ার্দিঙ, নিছক ভব্যতার দিক থেকে প্রশ্নটা আমি করছি। মিস কারডুর কিছু বিষয় সম্পত্তি রয়েছে?

জ্যাক। তা কিছু রয়েছে বই কি! প্রায় একশ তিরিশ হাজার পাউণ্ডের মত। শুনলেন তো। বিদায়, লেডী ব্র্যাকনেল; আপনাকে দেখে আমি খুব প্রীত হয়েছি।

লে. ব্র্যাক। (আবার বসে প'ড়ে) এক মিনিট, মিঃ ওয়ার্দিঙ! কী বললেন? একশ তিরিশ হাজার পাউণ্ড! আর তা "ফান্ডস"-এ। এখন মনে হচ্ছে মিস

কারডু সত্যিকার রমণীয়া একটি মহিলা।

লে. ব্র্যাক। (আবার বসে প'ড়ে) এক মিনিট, মিঃ ওয়ার্দিঙ। কী বললেন? একশ তিরিশ হাজার পাউণ্ড! আর তা রয়েছে "ফান্ডস"-এ? এখন আমার মনে হচ্ছে মিস কারডুর মত সত্যিকার রমণীয়া মহিলা দুর্লভ। যাদের আমরা সত্যিকার গুণ বলি, যেগুলি অনেকদিন টিকে থাকে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পুষ্টিলাভ করে সেরকম গুণ আজকালকার মহিলাদের নেই বললেই হয়। বলতে দুঃখ হয়, বর্তমান যুগে সফরীবৃত্তি করেই আমরা বেঁচে রয়েছি। (সিসিলীকে) তুমি এদিকে এস তো মা। (সিসিলী এগিয়ে যায়) খাসা মেয়ে! কিন্তু তোমার পোশাকটা বাপু একদম সাধারণ; আর চুলেরও কোন যত্ন নেই দেখছি। কিন্তু ওসব মাজাঘষা করতে আমাদের সময় লাগবে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন অভিজ্ঞ ফরাসী পরিচারিকা এসব কাজ অপরূপ দক্ষতার সঙ্গেই করে দেবে। লেডী যুবতী ল্যানসিং-এর কাছে একবার আমি ওই রকম এক-জনকে পাঠিয়েছিলাম। তিন মাস পরে তার নিজের স্বামীই তাকে চিনতে পারে নি।

জ্যাক। ছ'মাস পরে কেউ আর তাকে চিনতে পারত না।

লে. ব্র্যাক। (জ্যাকের দিকে কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে থাকেন; তারপরে পরীক্ষিত হাসি হেসে, কিছুটা ঝুঁকে সিসিলীকে) মিষ্টি মেয়ে, একটু ঘোরো তো। (সিসিলী একটা ঘুরপাক খায়) না, না—ওরকম নয়। পাশ থেকে তোমাকে দেখতে চাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই রকমই আমি আশা করেছিলাম। তোমার মুখের চেহারা যা দেখলাম তাতে উঁচু সমাজে মেলামেশা করার যথেষ্ট সম্ভাবনা তোমার রয়েছে। নীতিজ্ঞান আর মুখের আদল আমাদের যুগে এ দুটির অভাবই বড় বেশী। থুতনীটা আর একটু উঁচু কর। থুতনিটা কীভাবে খাড়া ক'রে রাখবে তারই ওপরে বিশেষভাবে নির্ভর করে স্টাইল। বর্তমানে মেয়েরা ওগুলি বেশ উঁচু করে রাখে। অ্যালজারনন!

অ্যালজি। বল আন্ট আগাস্টা।

লে. ব্র্যাক। মিস কারডুর মুখের আদলে স্পষ্ট সামাজিক সম্ভাবনা রয়েছে।

অ্যালজি। পৃথিবীর মধ্যে সিসিলী হচ্ছে সবচেয়ে মিষ্টি, সবচেয়ে প্রিয়, আর সব-চেয়ে সুন্দরী মেয়ে। সামাজিক সম্ভাবনা নিয়ে আমি থোড়াই কেয়ার করি।

লে. ব্র্যাক। অ্যালজারনন, সমাজের সম্বন্ধে ওরকম অশ্রদ্ধার ভাষায় কখনও কথা বলো না। যারা সমাজে পাত্তা পায় না তারাই ও-ভাষায় কথা বলে।

(সিসিলীকে) বাছা, অবশ্যই তুমি জান যে এক ঋণ ছাড়া নির্ভর করার মত আর কিছু অ্যালজার্নের সম্বল নেই। কিন্তু অর্থের জন্যে বিবাহকে আমি মোটেই সমর্থন করি নে। আমি যখন লর্ড ব্র্যাকনেলকে বিয়ে করেছিলাম তখন আমার টাকা পয়সা কিছুই ছিল না। কিন্তু বিয়ের পথে সেটাকে বাধা বলে গণ্য করার কথা আমি ভাবতেও পারি নি। যাই হোক, এ-বিয়েতে আমার মত রয়েছে।

অ্যালজি। ধন্যবাদ, আন্‌ট আগাস্টা।

লে. ব্র্যাক। সিসিলী, তুমি আমাকে চুম্বন করতে পার।

সিসিলী। (চুমু খেয়ে) ধন্যবাদ, লেডী ব্র্যাকনেল।

লে. ব্র্যাক। ভবিষ্যতে তুমি আমাকে আন্‌ট আগাস্টা বলেও ডাকতে পার।

সিসিলী। ধন্যবাদ, আন্‌ট আগাস্টা।

লে. ব্র্যাক। বিয়েটা তাড়াতাড়ি হওয়াই ভাল।

অ্যালজি। ধন্যবাদ আন্‌ট আগাস্টা।

সিসিলী। ধন্যবাদ আন্‌ট আগাস্টা!

লে. ব্র্যাক। সত্যি কথা বলতে কি দীর্ঘ এনগেজমেন্টের পক্ষপাতী আমি নই। তাতে পরস্পরের চরিত্র জানার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা পাওয়া অনুচিৎ।

জ্যাক। মাঝখানে কথা বলছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন, লেডী ব্র্যাকনেল। কিন্তু এই প্রস্তাবের কথা উঠতেই পারে না। মিস কার্ডুর অভিভাবক হচ্ছি আমি। সাবালিকা হওয়ার আগে আমার অমতে ও বিয়ে করতে পারে না। সেই মত দিতে আমি একেবারেই নারাজ।

লে. ব্র্যাক। কোন যুক্তিতে তা কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি? পাত্র হিসাবে অ্যালজার্নন একটি সুযোগ্য এবং চটকপ্রিয় যুবক। ওর কিছু নেই; তবু, এমনভাবে ও চলাফেরা করে যে মনে হয় ওর অনেক কিছু রয়েছে। এর চেয়ে আর কী চাই?

জ্যাক। লেডী ব্র্যাকনেল, আপনার ওই গুণধর বোনপোটির কথা সব খুলে বলতে আমার বড় কষ্ট হয়; কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল ওর নৈতিক চরিত্রটাকে আমি মোটেই সমর্থন করে উঠতে পারি নে। মিথ্যাবাদী বলে ওকে আমার সন্দেহ হয়।

(রুষ্ট আর অবাক হয়ে সিসিলী আর অ্যালজার্নন তার দিকে তাকিয়ে থাকে।)

লে. ব্র্যাক। অবিশ্বাসী! আমার বোনপো অ্যালজার্নন! অসম্ভব!

অক্সফোর্ডের ছাত্র ও।

জ্যাক। সেবিষয়ে যে কোন সন্দেহ নেই সেকথা আমি হলফ করে বলতে পারি। একটা জরুরী রোমান্টিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখার জন্যে আমি যখন লণ্ডনে ছিলাম, আমার সেই সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার ভাই এই মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ও আমার ঘরে ঢুকেছে। আমার বাটলারের কাছ থেকে এইমাত্র খবর পেলাম যে নাম ভাঁড়িয়ে ও এখানে দেদার মদ্যপান করেছে; শুধু খায় নি—আমার জন্যে বিশেষ ক'রে যেটা রেখে দিয়েছিলেম সেই পেরিয়ার, ব্রুট ৮৯-র একটা গোটা পাইণ্টই সে বেমালুম শেষ করেছে। ঘৃণ্য প্রতারকের বেশে আজই বিকালে আমার একমাত্র প্রতিপালিকার স্নেহ আমার কাছ থেকে ও ছিনিয়ে নিয়েছে। তারপরে সে চা খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করেছে; আর সেই সময় প্রতিটি পিঠে সে গলাধঃকরণ করেছে। সবার ওপরে তার যে কাজটা আমার কাছে সবচেয়ে মর্মান্তিক বলে মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে সে গোড়া থেকে খুব ভালভাবেই জানত আমার কোন ভাই নেই, কোনদিন ছিল না, আর ভাই থাক তা আমি চাই নে—কোন রকম ভাই-ই আমার কাছে অস্পৃশ্য—গতকাল বিকালে আমি নিজেই তাকে একথাটা স্পষ্ট করে বলেছি।

লে. ব্র্যাক। আহেম! মিঃ ওয়ার্দিং, আমার বোনপোর চরিত্রের বিরুদ্ধে আপনি যেসব অভিযোগ এনেছেন বিশেষ বিবেচনার পরে সেগুলিকে নাকচ করার সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করেছি।

জ্যাক। আপনি উদার, লেডী ব্র্যাকনেল। যাই হোক, আমার সিদ্ধান্ত-ও অপরিবর্তনীয়। এ বিয়েতে আমার মত নেই।

লে. ব্র্যাক। (সিসিলীকে) মিষ্টি মেয়ে, এদিকে এস। (সিসিলী এগিয়ে যায়) তোমার বয়স কত বাছা?

সিসিলী। সত্যিকার বয়স হচ্ছে আঠারো। কিন্তু সান্ধ্য মজলিসে বয়সটা আমি কুড়ি বলে প্রচার করেছি।

লে. ব্র্যাক। একটু আধটু রদ-বদল ক'রে ঠিক কাজই করেছ তুমি। আসল কথাটা হল বয়স সম্বন্ধে কোন মহিলারই একেবারে খাঁটি কথা বলাটা উচিৎ নয়। ...(ধ্যানস্থ হয়ে কথা বলার মত ক'রে) আঠারো, কিন্তু সান্ধ্য মজলিসে কুড়ি। তা সাবালিকা হ'তে আর বেশী দেরী হবে না তোমার। তখনই তুমি অভিভাবকের হাত থেকে মুক্তি পাবে। সুতরাং তোমার অভিভাবকের মতের দামটা যে খুব একটা বেশী তা আমি মনে করি নে।

জ্যাক। লেডী ব্র্যাকনেল, আপনাকে পুনরায় বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন; কিন্তু এটা স্পষ্ট করে বলাই সমীচীন যে তার দাদুর উইল অনুসারে পঁয়ত্রিশ বছরের আগে মিস কারডু আইনত সাবালিকা হ'তে পারবেন না।

লে. ব্র্যাক। ওটাও আমার কাছে খুব একটা আপত্তিকর সর্ত নয়। পঁয়ত্রিশ বছর মেয়েদের কাছে একটা বেশ আকর্ষণীয় বয়স। যেসব মহিলারা স্বেচ্ছায় বছরের পর বছর নিজেদের বয়সটাকে পঁয়ত্রিশের ঘরে আটকিয়ে রখেছে—অভিজাত সম্প্রদায়ের সেই সব মহিলাতে লণ্ডন সোসাইটি একেবারে গিজগিজ করছে। এদিক থেকে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছেন লেডী ডাম্বলটন। আমি জানি যখন তাঁর বয়স চল্লিশ তখন-ও তিনি পঁয়ত্রিশে দাঁড়িয়েছিলেন। সে-ও অনেক দিনের কথা। আমাদের প্রিয় সিসিলীও ওই বয়সে এখনকার চেয়ে কেন বেশী আকর্ষণীয়া হবে না তা আমি বুঝতে পারছি নে। সেই সঙ্গে সম্পত্তির পরিমাণ-ও অনেক বেড়ে যাবে।

সিসিলী। অ্যালজি, আমার বয়স পঁয়ত্রিশ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে?

অ্যালজি। অবশ্যই করব, সিসিলী। তুমি জান আমি তা করব।

সিসিলী। হ্যাঁ; আমি তা জানতাম। কিন্তু অতদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না। কারও জন্যে এমন কি পাঁচটা মিনিটও অপেক্ষা করতে আমি ঘৃণা বোধ করি। এটা সব সময়ে আমাকে বিরক্ত করে তোলে। আমি জানি, সময়ানুবর্তিতার জ্ঞান আমার নেই; কিন্তু অপরে সময় মাফিক চললে আমার খুব ভাল লাগে। অপেক্ষা করা, এমন কি বিয়ের জন্যও, আমার কাছে অভাবনীয়।

অ্যালজি। তাহলে কী করা যায় বলত সিসিলী।

সিসিলী। আমি তা জানি নে, মনক্রিয়েফ।

লে. ব্র্যাক। প্রিয় মিঃ ওয়ার্দিঙ; যেহেতু পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত মিস কারডু অপেক্ষা করতে রাজি নয়—ওর মধ্যে ধৈর্যের যে কিছুটা অভাব রয়েছে সেটা তার কথা শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি—সেই আমার অনুরোধ আপনি আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন।

জ্যাক। প্রিয় লেডী ব্র্যাকনেল, আমার মত পরিবর্তন করা না করা সম্পূর্ণভাবে আপনার ওপরে নির্ভর করছে। যেমুহূর্তে গিয়েনডোলেনের সঙ্গে আমার

বিয়েতে আপনি মত দেবেন ঠিক সেই মুহূর্তের আনন্দের সঙ্গে আপনার বোনপোর সঙ্গে আমার পালিতার বিয়েতে সম্মতি দেব আমি।

লে. ব্র্যাক। (উঠে এবং খাড়া হয়ে) আপনার প্রস্তাব যে গ্রহণযোগ্য নয় তা আপনি নিজেই ভালরকম জানেন।

জ্যাক। তাহলে আমাদের সকলকেই হৃদয়ের মধ্যে কামনার আগুন জ্বালিয়ে রেখে আইবুড়ো হয়ে বসে থাকতে হবে।

লে. ব্র্যাক। গিয়েনডোলেনের এরকম দুর্ভাগ্য হোক তা আমি চাইনে। অ্যালজারনন কী করবে, না করবে সেটা তার কথা। (হাত ঘড়ি বার ক'রে) এস গিয়েনডোলেন। ছ'টার না হলেও, পাঁচটার ট্রেন আমরা আর ধরতে পারব না। এর পরের ট্রেনটাও ধরতে না পারলে প্লাটফর্মের কুমন্তব্য থেকে আমরা রেহাই পাব না।

(ডঃ কেস্যুবল্-এর প্রবেশ)

কেস্যু। নতুন নামকরণ উৎসবের সব আয়োজন প্রস্তুত।

লে. ব্র্যাক। নতুন নামকরণ, স্যার! কী বললেন? ব্যাপারটা সময়ের আগে বলে মনে হচ্ছে না?

কেস্যু। (হতভম্ব হয়ে জ্যাক আর অ্যালজারননের দিকে তাকিয়ে) এই দুই ভদ্রলোকই যে ওরই জন্যে নিজ-নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

লে. ব্র্যাক। এই বয়সে? অভিপ্রায়টা যে কেবল অদ্ভুত তা-ই নয়, দস্তুরমত অশাস্ত্রীয় কাজ! অ্যালজারনন, একাজ করতে তোমাকে আমি নিষেধ করেছি। এধরনের বাড়াবাড়ি আমি বরদাস্ত করব না। এইভাবে তুমি তোমার সময় আর অর্থ নষ্ট করছ একথা লর্ড ব্র্যাকনেল শুনলে রাগ করবেন।

কেস্যু। তাহলে কি আমি বুঝবো আজ বৈকালে কোন নামকরণ হবে না?

জ্যাক। বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন নামকরণ করে আমাদের কারুরই কোন লাভ হবে না, ডঃ কেস্যুবল্!

কেস্যু। মিঃ ওয়ার্দিং, আপনার এই ধরনের মনোভাব দেখে আমি মর্মাহত হয়েছি। আপনার কথার মধ্যে অ্যানাব্যাপটিস্টদের নাস্তিকবাদের গন্ধ পাচ্ছি; এদের মতবাদ আমার চারটি অপ্রকাশিত ধর্মোপদেশে আমি একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছি। যাই হোক, আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থা যখন অদ্ভুৎ রকমের পার্থিব তখন এখনই আমি গির্জায় ফিরে যাই। সত্যিকথা বলতে কি গির্জার কর্মচারী এসে এইমাত্র আমাকে জানিয়ে গেল যে মিস প্রিজম প্রায়

দেড়ঘণ্টা ধরে আমার জন্যে গির্জার পোশাক ঘরে অপেক্ষা করছেন।

লে. ব্র্যাক। (চমকে) মিস প্রিজম! কী বললেন?

কেস্থ। হ্যাঁ; লেডী ব্র্যাকনেল। তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে যাচ্ছি।

লে. ব্র্যাক। আপনি দয়া করে একটু দাঁড়িয়ে যান। লর্ড ব্র্যাকনেল আর আমার কাছে ব্যাপারটা খুব প্রয়োজনীয় হ'তে পারে। আচ্ছা, ইনিই কি কদাকার চেহারার কোন মহিলা—শিক্ষার সঙ্গে সামান্য সংশ্লিষ্ট?

কেস্থ। (কিছুটা নাক সিটকিয়ে) তিনি অত্যন্ত রুচিশীলা আর সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতীক।

লে. ব্র্যাক। মনে হচ্ছে, এ সে-ই। আপনার বাড়ী তিনি কী চাকরি করেন তা কি জানতে পারি?

কেস্থ। (বেশ কড়া স্বরে) ম্যাডাম, আমি অবিবাহিত, যীশুর পাদপদ্মে আমার জীবন সমর্পিত।

জ্যাক। (মাঝখানে) লেডী ব্র্যাকনেল, গত তিন বছর ধরে মিস কারডুর গভর্ণেস এবং সঙ্গিনী হিসাবে কাজ করছেন।

লে. ব্র্যাক। যে সব কথা শুনলাম তা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে দেখা একবার আমাকে করতেই হবে। তাঁকে ডেকে পাঠান।

কেস্থ। (দূরের দিকে তাকিয়ে) তিনি এদিকেই আসছেন। কাছাকাছি এসে পড়েছেন।

(মিস প্রিজম তাড়াতাড়ি ঢুকে এলেন)

মিস প্রিজম। ডিয়ার ক্যানন, শুনলাম আমাকে আপনি গির্জার পোশাক-ঘরে আশা করছিলেন। সেখানে আপনার জন্যে আমি একঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করেছি। (লেডী ব্র্যাকনেলের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। লেডী ব্র্যাকনেল তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। মিস প্রিজমের মুখটা পাণ্ডুর হয়ে গেল; ভয়ে সঙ্কুচিতা হলেন তিনি। মনে হল, পালিয়ে যাওয়ার জন্যে আকুল হয়ে তিনি চারপাশে তাকাতে লাগলেন)

লে. ব্র্যাক। (কঠোরভাবে, বিচারকের ভঙ্গিতে) প্রিজম! (মিস প্রিজম লজ্জায় মাথা নত করে) প্রিজম, এখানে এস। (মিস প্রিজম ধীরে-ধীরে সামনে এগিয়ে আসেন) প্রিজম! সেই বাচ্চাটা কোথায়? (সবাই হকচকিয়ে উঠে। কেস্থবল্ আতঙ্কে পিছু হঠে যান। একটা ভয়ানক রকমের প্রকাশ্য কুৎসার কাহিনী শোনার হাত থেকে সিসিলী আর গিয়েনডোলেনকে বাঁচানোর

চেষ্টায় অ্যালজারনন আর জ্যাক ব্যাকুল হওয়ার অভিনয় করে) প্রিজম, আঠাশ বছর আগে ১০৪ নং, আপার গ্রসভেনর স্কোয়ারে লর্ড ব্র্যাকনেলের বাড়ী থেকে তুমি একদিন বেরিয়ে এসেছিলে। তোমার সঙ্গে ছিল একটা পেরামবুলেটর ; তার ভেতরে ছিল একটা বাচ্চা ছেলে। আর তুমি কোনদিন ফিরে যাও নি। কয়েক সপ্তাহ পরে, মেট্রোপলিট্যান পুলিশের বহু চেষ্টার পরে, একদিন মধ্য রাত্রিতে বেসওয়াটারের একটু দূরের কোনো শূন্যস্থানে পেরা-মবুলেটারটিকে খুঁজে পাওয়া যায়। তার মধ্যে ছিল তিন ভলিউম-এর বিকৃত রুচির একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। (মিস প্রিজম নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘৃণায় চমকে ওঠেন)। প্রিজম, সেই শিশুটি কোথায় ? (বিরতি)

মিস প্রিজম। সত্যিই বলছি, লেডী ব্র্যাকনেল, আর স্বীকার করতে আমার বেশ লজ্জাও হচ্ছে যে শিশুটি কোথায় তা আমি জানি নে। জানতে পারলে আমি খুশি হতাম। ঘটনাটা হচ্ছে এই : যে দিনটির কথা আপনি বললেন সেদিন সকালে, দিনটা আমার বেশ মনে রয়েছে, শিশুটিকে যথারীতি পেরাম-বুলেটরে নিয়ে বাইরে বেরোনার জন্যে তৈরি হলাম। আমার সঙ্গে ছিল একটা পুরানো বড় হাত-ব্যাগ। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে বিশ্রামের সময় আমি একটা উপন্যা'। লিখেছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল তারই পাণ্ডুলিপিটা আমি ওই ব্যাগের মধ্যে রেখে দেব। মানসিক বিভ্রান্তির ফলে, যার জন্যে নিজেকে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারি নি, বাচ্চাটাকে আমি ব্যাগের মধ্যে রেখে পাণ্ডুলিপিটা রেখেছিলাম পেরামবুলেটারের ভেতরে।

জ্যাক। (মন দিয়ে সে এতক্ষণ শুনছিল) কিন্তু সেই হাত-ব্যাগটাকে কোথায় আপনি রেখে এসেছিলেন ?

মিস প্রিজম। সেকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, মিঃ ওয়ার্দিঙ।

জ্যাক। মিস প্রিজম, ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই সামান্য নয়। সে হাত-ব্যাগের মধ্যে যে বাচ্চাটা ছিল সেটা আপনি কোথায় রেখে এসেছিলেন তা আমি জানতে চাই।

মিস প্রিজম। সেটা লণ্ডনের একটা বৃহত্তর রেলওয়ে স্টেশনের ক্লোক-রুমে ফেলে এসেছিলাম।

জ্যাক। কোন্ স্টেশন ?

মিস প্রিজম। (জর্জরিত হয়ে) ভিকটোরিয়া। ব্রাইটন লাইন। (চেয়ারের ওপরে ঢলে পড়লেন)

...ক। এক মিনিটের জন্যে ঘরে আমাকে যেতেই হবে। গিয়েনডোলেন, আমার জন্যে এখানে তুমি অপেক্ষা কর।

গিয়েন। তোমার যদি ফিরতে খুব দেরি না হয় তাহলে তোমার জন্যে সারা-জীবন আমি এখানে অপেক্ষা করব।

(ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় জ্যাক বেরিয়ে গেল)

কেন্ম। লেডী ব্র্যাকনেল, এসবের অর্থ কী বলুন তো?

লে. ব্র্যাক। সন্দেহ করতে আমি সাহস পাচ্ছি নে, ডঃ কেন্‌ষবল্। অভিজাত সংসারে অদ্ভুৎ ঘটনার সমাবেশ যে খুব কম সেকথা আশা করি আপনাকে ব... দিতে হবে না। সেগুলিকে ঘটনার পর্যায়ে কেউ ফেলে না।

(ওপরের ঘরে গোলমাল শোনা গেল। মনে হল কেউ যেন ঘরে ...গুলো সব ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলছে। সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে।)

সিসিলী। মনে হচ্ছে আঙ্কল জ্যাক খুব উত্তেজিত হয়েছেন।

কেন্ম... ...দার অভিভাবকের চরিত্রটা বড়ই ভাবপ্রবণ।

লে. ব্র্যা...। এই হট্টগোল অত্যন্ত অপ্রীতিকর। মনে হচ্ছে সে যেন কারও সঙ্গে ... ...ছে। কোন রকমের তর্কই আমি পছন্দ করি নে। ওসব জিনিস সব সময়েই অশ্লীল এবং বিশ্বাসযোগ্য।

কেন্ম। (ওপরের দিকে তাকিয়ে) এখন থেমেছে। (সঙ্গে-সঙ্গে শব্দটা দ্বিগুণ বেড়ে উঠলো।)

লে. ব্র্যাক। এ কোন একটা সমাধানে আসতে পারলেই আমি খুশি হতাম।

গিয়েন। এই রকম অস্বস্তির সঙ্গে সময় কাটানোটা ভয়ঙ্কর। আমার মনে হচ্ছে এ শব্দ থামবে না।

(কালো চামড়ার একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে জ্যাক ঢুকলো)

জ্যাক। (দৌড়ে মিস প্রিজমের কাছে গিয়ে) মিস প্রিজম, এটাই কি সেই হ্যান্ড-ব্যাগ? উত্তর দেওয়ার আগে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করুন। আপনার উত্তরের ওপরে এক জনের চেয়ে বেশী লোকের সুখ নির্ভর করছে।

মিস প্রিজম। (শান্তভাবে) এটা আমারই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এই তো মোচড়ানোর দাগ। যৌবনে সুখের দিনে গাওয়ার স্ট্রীটে বাস উলটে যাওয়ার ফলে এইভাবে ব্যাগটা জখম হয়েছে। এই দাগটা পড়েছিল লিমিংটনে যে উৎ... ঘটেছিল তারই ফলে। আর এই যে তালা। এখানে আমার নামের কুৎসার ক... ...লাই করা। উচ্ছ্বাসের বশে আমি যে ওইগুলি এখানে